আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ

ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ-৪

الموسوعة الفقهية

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন-২

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ

(ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ
(ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)
ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন
দ্বিতীয় খণ্ড

বি আই এল আর এল এ সি-১৬

ISBN : 978-984-91686-2-1

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

দাম : ৬৫০ টাকা US $ 25

Islamer Bebsay o Banijjo Aeen [vol-2] (Al-Mawsuatul Fiqhiyah), Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam, General Secretary on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 650 US $ 25

www.amarboi.org

উপদেষ্টা পরিষদ

* শাহ্ আবদুল হান্নান
* এম আযীযুল হক
* ড. মিয়া মুহাম্মদ আইউব
* মু. ফরীদ উদ্দীন আহমাদ

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের	সভাপতি
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ	সদস্য
ড. মুহাম্মদ আবদুল জলীল	সদস্য
প্রফেসর মুহম্মদ ইসলাম গণী	সদস্য
উবায়দুর রহমান খান নদভী	সদস্য
মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা	সদস্য
মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী	সদস্য
শহীদুল ইসলাম	সদস্য সচিব

www.amarboi.org

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন
দ্বিতীয় খণ্ড
যাঁরা অনুবাদ করেছেন–

মুহাম্মদ যুবায়ের	মুহাদ্দিস, লেখক, অনুবাদক
শহীদুল ইসলাম	গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক
মুহীউদ্দীন কাসেমী	মুফতি, মুহাদ্দিস, গবেষক
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	গবেষক, অনুবাদক
নাজিদ সালমান	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
উমর ফারুক	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
আবু নাঈম মোঃ সাজিদ	মুদাররিস, অনুবাদক

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

কুয়েত সরকারের ওয়াক্ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' নামে পঁয়তাল্লিশ খণ্ডে ইসলামী আইনের উপর বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছে। এই বিশ্বকোষে ইসলামী ফিক্হের প্রতিটি পরিভাষা সম্পর্কে আরবী আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বে এটিই সম্ভবত ফিক্হের ওপর সর্ববৃহৎ কাজ। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এই বিশ্বকোষটি পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। মূল কাজের প্রথম পদক্ষেপ ছিল পরিবার বিষয়ক কতগুলো ভুক্তির সংকলন 'ইসলামের পারিবারিক আইন' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন। এটি এই সিরিজের ২য় খণ্ড। আমরা আশা করি, এ গ্রন্থটিও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, ইসলামী আইনের গবেষক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন জানা ও গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আইনের চর্চা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক ইসলামী আইনের দালিলিক প্রমাণ ও প্রধান মাযহাবগুলোর বিশুদ্ধ ভাষ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ফলে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং আইনচর্চা ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অনেকের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত হবে; সেই সাথে ইসলামের অনুসারী ও দাওয়াত-কর্মীদের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হবে। ফলে সমাজে ইসলামী শরীআহর চর্চা সহজতর হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবজাগরণকে সামনে রেখে দেশবাসীকে ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের প্রকাশ। এ গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডগুলো যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। সুধী মহলে এ প্রয়াস আদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের সঠিক বিধান জানা এবং তা পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

'আইনের শাসন' আজ বিশ্বব্যাপী পরম কাঙ্ক্ষিত। সুবিচার বর্তমানে মানবজাতির প্রধান কাম্য বিষয়। আইনের শাসন-এর অর্থ আইন থাকবে সবার ঊর্ধ্বে। আইন চলবে তার নিজস্ব গতিতে। আইনের চোখে ছোট বড় সবাই থাকবে সমান। ক্ষমতা, আভিজাত্য, অর্থ বা অন্য কিছুর প্রভাব আইনের গতি রোধ করবে না। সুবিচার-এর অর্থ হলো, দুর্বলতম ব্যক্তির অধিকার পাইয়ে দেয়ার দায় কাঁধে নেয়া এবং সবলের অন্যায় প্রতিহত করা। জুলুম ও অপরাধ দমন করা এবং সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কেবল বিচার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। শুধু আইন, আইনের শাসন নিশ্চিত করে না। আইন ও বিচার থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুনীতি ও সদ্ভাবের বিকাশ সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে আইন ও বিচারব্যবস্থা একটি জরুরি ব্যবস্থাপত্র মাত্র। মূল কাজটি হচ্ছে, সকল নাগরিকের মাঝে আইন মানার মানসিকতা তৈরি করা।

সহজাত ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, শান্তিপ্রিয়তা, মানবিক চেতনা ও বিবেচনাবোধ ইত্যাদি মানুষকে সৎ থাকতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষকে খোদাভীতির মাধ্যমে নিজকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা একজন মানুষের মধ্যে মজবুত দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রেরণাদায়ী বিষয়ও মানুষের বিবেচনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার শক্ত ভিত গড়ে দিতে পারে। তখনই কেবল এ মানুষটি থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। বিচার ও শাসনকার্যেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার জন্য নৈতিকতার প্রেরণা অপরিহার্য। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' গণমানুষের মধ্যে এই নৈতিক প্রেরণা জাগ্রত করার জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি নৈতিকতা ভিত্তিক আইন (Law Based on Moral Values)। গণমানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হলে তারা আইন মানার জন্যে প্রস্তুত থাকে। ফলে আইনের প্রয়োগ সহজ হয়। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ আইন পালন করে এবং অন্যকেও আইন মানতে উজ্জীবিত করে। আইনভঙ্গের প্রবণতা নিম্নতম মাত্রায় চলে আসে।

www.amarboi.org

ইদানিং বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নৈতিক অবক্ষয় ও তার বিস্তার। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়ংকর রূপ প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে মামলা, বাড়ছে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা। বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রতিদিন নতুন নতুন মামলা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মামলার জট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপরদিকে বিচার সম্পর্কে লোকজনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সংশয় ও হতাশা। জেলখানায় কয়েদী ও হাজতীদের পরিমাণ বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার বাইরে। সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। উপরিউক্ত যাবতীয় সমস্যা নিরসনকল্পে আমরা মনে করি, ইসলামী বিচারব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ্-এর আলোকে শাসক, বিচারক, আইনজীবী, বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপরিউক্ত পাহাড়সম সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

আল্লাহর বিধান সকল মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয়। ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করা সকল মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশে জনগণকে অবহিত করা এবং ইসলামী আইন ও বিচারের আলোকে জনগণের ন্যায় ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার সহজতর করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৫ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার কর্মসূচির অন্যতম অংশ হচ্ছে, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থার উপযোগিতা ও সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা। সংস্থা 'ইসলামী আইন ও বিচার' নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা এবং 'Journal of Islamic Law & Judiciary' নামে একটি ষান্মাসিক জার্নাল প্রকাশ করে আসছে। সেই সাথে তুলনামূলক আইনবিষয়ক পুস্তক প্রকাশের কাজও করছে। ইতোমধ্যে এ সংস্থা ইসলামী আইন সংক্রান্ত প্রায় কুড়িটি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' একটি বিশাল কর্ম। এটিই সম্ভবত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ফিকহী প্রকাশনা। আমরা ইতোপূর্বে এই বিশাল সাগর থেকে পরিবার বিষয়ক ভুক্তিগুলোর সমন্বয়ে ইসলামের পারিবারিক আইন শীর্ষক ২টি খণ্ড প্রকাশ করেছি। এগুলো বোদ্ধা মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ-প্রকল্পের দ্বিতীয় পদক্ষেপ "ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন" ১ম খণ্ড ইতোমধ্যে

www.amarboi.org

ব্যাংকিং ও একাডেমিক সেক্টরে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়েছে। যাতে ২৯টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে পারায় মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। এটিতে মাত্র ৯টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাভাষায় দালিলিক প্রমাণসহ ইসলামী আইন বিষয়ক প্রকাশনা অপ্রতুল। যেগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই ফিক্‌হের পাঠ্য গ্রন্থাদির অনুবাদ। সেগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্যও নয়। এ পুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর বক্তব্য দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত পাঠক সমাজ এখানে সব মাযহাবের ভাষ্য একসাথে পাবেন।

ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' যেমন অনন্য অর্জন, এর বাংলা ভাষ্য 'ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ'ও হবে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ ও অপূর্ব সংযোজন। আমাদের জ্ঞানসাধনার জগৎ এ ধরনের অনবদ্য অবদানে ঋদ্ধ হোক। আলোক অন্বেষী শিক্ষিত প্রজন্ম খুঁজে পাক সাফল্যের ঠিকানা। ইসলামের কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার দিক-দর্শন আধুনিক সমাজে প্রচারের কাজে নিয়োজিত 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করুক- গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকাশনার শুভ মুহূর্তে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে এই আমাদের প্রার্থনা।

উল্লেখ্য যে, আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাতে কেবল প্রাচীন ফিকহবিদদের মতামত দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে আধুনিককালের যারা ফিকহের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন যেমন মুহাম্মদ আল-গাজালী, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. ওহাবাহ আয-যুহাইলী, ড. আবু যাহরা, আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন, বিচারপতি তকী উসমানী, মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী, হাসান তুরাবী প্রমুখের ফিকহী মতামত তাদের ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাবে।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
শহীদুল ইসলাম
সদস্য সচিব
আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ অনুবাদ প্রকল্প
ও
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

সূচিপত্র

الشَّرِكَةُ : অংশীদারী কারবার : Company

পরিচিতি..২৫
শারিকা (الشَّرِكَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ..............................২৫
شَرِكَةُ مِلْكٍ বা যৌথ মালিকানার প্রকারভেদ..২৬
ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলক যৌথ মালিকানা..........................২৭
যৌথ মালিকানার বিধানাবলি..২৯
এই বিধানের ভিত্তিতে আহরিত বিভিন্ন মাসআলা....................................২৯
ক্ষতির অবস্থা ৩১
এক শরীক অপর শরীকের নিকট থেকে খরচকৃত অর্থ ফেরত নেওয়া.........৩৬
যৌথ ঋণ (الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ) ৩৭
যৌথ ঋণ কব্জা করা (قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ) ৩৮
কব্জা করার স্থলবর্তী (مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ مَا يُعَادِلُ الْوَفَاءَ) ৪১
যৌথ চুক্তি (شَرِكَةُ الْعَقْدِ) ৪৪
যৌথ চুক্তি শরীয়তসম্মত হওয়ার দলিল..৪৫
ক্ষেত্র বিবেচনায় শারিকাতুল আকদের প্রকারভেদ.....................................৪৮
হানাফীদের বক্তব্য অনুসারে শারিকাতুল আবদান দু'প্রকার........................৫০
সমান বা কমবেশির বিবেচনায় শারিকাতুল আকদের প্রকারভেদ.................৫১
হাম্বলীদের মতে মুফাওয়াযা-র দুটি অর্থ রয়েছে......................................৫৩
সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় যৌথ চুক্তির প্রকারভেদ......................৫৪
জোরপূর্বক যৌথচুক্তি : شَرِكَةُ الْجَبْرِ ৫৫
শারিকা বা যৌথচুক্তির শব্দ : صِيغَةُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ৫৬
যৌথ চুক্তির শর্তাদি...৫৯
সাধারণ শর্তসমূহ...৫৯
প্রথম : ওকালাত গ্রহণের যোগ্যতা..৫৯
দ্বিতীয় : আনুপাতিক হারে লাভের পরিমাণ জানা থাকা...........................৬১

www.amarboi.org

দ্বিতীয় প্রকার শর্তাবলি : যেগুলো শারিকাতুল মুফাওয়াযার সাথে বিশিষ্ট......৬৩
প্রথম : কাফীল হওয়ার যোগ্যতা......................................৬৩
তৃতীয় : কোনো শরীকের পক্ষ থেকে শ্রমদানের শর্ত না করা................. ৬৫
সাধারণভাবে মূল পুঁজির কারবারের সাথে নির্দিষ্ট শর্তাবলি....................৬৬
মূলপুঁজি সংক্রান্ত শারিকাতুল মুফাওয়াযার সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি............৭১
শারিকাতুল আমাল-এর সাথে বিশিষ্ট শর্তাবলি.................................৭৪
শারিকাতুল ওজুহ-এর সাথে নির্দিষ্ট শর্ত......................................৭৭
শারিকার বিধান এবং এর প্রতিক্রিয়া..৭৯
প্রথম : সাধারণ বিধানাবলি...৭৯
ক. পুঁজি ও লাভে অংশীদার হওয়া..৭৯
খ. চুক্তি আবশ্যক না হওয়া..৭৯
গ. শরীকের কর্তৃত্ব আমানতের কর্তৃত্ব ৮০
ঘ. লাভের হকদার হওয়া...৮৩
মুফাওয়াযা ও আনান- উভয়ে প্রযোজ্য বিধান..................................৮৬
মুফাওয়াযার সাথে নির্দিষ্ট বিধান...৯৫
শারিকাতুল আনানের সাথে নির্দিষ্ট বিধান...................................১০০
বাজারদরের কম মূল্যে শারিকাতুল আনান-এর শরীকের বিক্রি করা ১০৫
শারিকাতুল আনান-এর শরীকের জন্য তার শরীক ছাড়া অন্য কারো সাথে শারিকা চুক্তি সম্পাদন করা ১০৬
আনান ও ওজুহ-এর বিধান...১০৭
শারিকাতুল আমাল-এর উভয় শরীকের মাঝে উপার্জন বণ্টন এবং উভয়ের ক্ষতি বহন করা ১০৯
ফাসিদ শারিকা..১১২
ফাসিদ শারিকার বিধানবলি..১১৫
পরিশিষ্ট..১২২
শারিকা শেষ হওয়ার কারণসমূহ...১২৩
বিশেষ কারণসমূহ..১২৭

www.amarboi.org

عَقْد : চুক্তি : Contract

পরিচিতি..... ....১৩১
আকদ (عَقْد)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ....................১৩১
পরিভাষায় : عَقْد (আকদ)-এর দুটি অর্থ রয়েছে.... ....১৩২
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা... ....১৩৩
চুক্তির রুকনসমূহ..... ....১৩৫
প্রথম : চুক্তির শব্দ... ....১৩৫
ঈজাব ও কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য...১৩৬
ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমসমূহ.. ....১৩৭
ঈজাব ও কবুল– দু'টি শব্দের দ্বারা চুক্তি সংঘটন... ....১৩৭
চুক্তির মধ্যে শব্দ বা অর্থের মূল্যায়ন.... ....১৩৯
লেখা অথবা চিঠির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন.. ....১৪৮
ইঙ্গিতের দ্বারা চুক্তি...১৫২
আদান-প্রদানের চুক্তি... ১৫২
ঈজাব ও প্রস্তাবের সাথে 'কবুল'-এর সামঞ্জস্য.............................১৫৩
তথা ঈজাব ও কবুল একত্রিত হওয়া.... ....১৫৪
প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব হতে সরে আসা..... ....১৫৫
চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ে কিংবা তাদের একজনের
চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া..১৫৬
ঈজাব ও কবুলের মধ্যবর্তী সময়ে চুক্তিসম্পাদনকারীদের
কোনো একজনের মৃত্যু..১৫৭
চুক্তির মজলিস এক হওয়া.. ....১৫৮
দুই চুক্তিসম্পন্নকারী উপস্থিত অবস্থায় চুক্তির বৈঠক.. ....১৫৮
তড়িৎ অথবা বিলম্বে কবুল প্রসঙ্গ..১৬০
কবুলের জন্য আবশ্যিক জ্ঞান.. ....১৬১
চুক্তি সম্পাদনকারী দু'জনের অনুপস্থিতিতে চুক্তির মজলিস......................১৬২
যে সকল চুক্তিতে মজলিস এক থাকা শর্ত নয়...............................১৬৩
সম্মতি বা সন্তুষ্টির বিপরীত দোষ-ত্রুটি..১৬৭
ক. ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি ১৬৯

www.amarboi.org

খ. চুক্তির ক্ষেত্র বিধান লাভের উপযুক্ত হওয়া ১৭১
গ. চুক্তির স্থান সম্পর্কে উভয় পক্ষের জ্ঞান থাকা ১৭১
১. হেবা-র চুক্তি..১৭৪
২. অসীয়তের চুক্তি..১৭৪
হস্তান্তরের ক্ষমতা..১৭৬
চুক্তির প্রকারভেদ ১৭৮
প্রথম : আর্থিক ও অ-আর্থিক চুক্তি ১৭৮
দ্বিতীয় : আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় চুক্তি..১৭৯
তৃতীয় : খিয়ারের সুযোগ থাকা বা না থাকা হিসাবে বিভক্তি..................১৮১
চতুর্থ : যেসব চুক্তিতে দখল বা কব্জা করা শর্ত আর যেগুলোতে শর্ত নয়....১৮২
দ্বিতীয় প্রকার : যেসব চুক্তিতে চুক্তির সময় চুক্তিবদ্ধ জিনিস কব্জা করা শর্ত.১৮৩
যে সকল চুক্তি আবশ্যক হওয়ার জন্যে কব্জা করা শর্ত ১৮৭
পঞ্চম. বিনিময়পূর্ণ ও অনুদানমূলক চুক্তিসমূহ ১৮৮
ষষ্ঠ : শুদ্ধ, বাতিল ও ফাসিদ চুক্তি ১৯০
বিশুদ্ধ চুক্তি.. ১৯০
অশুদ্ধ চুক্তি...১৯১
সপ্তম. কার্যকরী চুক্তি ও স্থগিত চুক্তি ১৯১
ক. কার্যকরী চুক্তি...১৯১
খ. স্থগিত চুক্তি...১৯১
স্থগিত চুক্তির বিধান..১৯২
অষ্টম. সাময়িক চুক্তি ও সাধারণ চুক্তি ১৯২
চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি... ১৯৪
চুক্তির প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব...১৯৫
চুক্তির সমাপ্তি এবং তার কারণ..১৯৬
চুক্তি পরিসমাপ্তির ঐচ্ছিক কারণ সমূহ....................................... ১৯৬
দ্বিতীয় : অনিচ্ছাকৃত ও বাধ্যগত অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গের কারণ ১৯৮
চুক্তি রহিত বা সমাপ্তির আরো একটি কারণ.................................. ২০১

www.amarboi.org

بيع سَلَم : বায় সালাম : Salam

পরিচিতি..২০৩
সালাম (سَلَم)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.............................২০৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা.. ২০৪
ক. الدَّيْنُ : ঋণ..২০৪
খ. দায়িত্বে আবশ্যক গুণাগুণে বিশেষিত অনুপস্থিত বস্তু বিক্রি.............. ২০৫
গ. عَقْدُ الإِجَارَة : ইজারা চুক্তি...২০৫
ঘ. الاسْتِصْنَاعُ : পণ্য তৈরির ফরমায়েশ...২০৫
সালামের বৈধতা..২০৫
সালাম শরীয়তসম্মত হওয়ার দর্শন..২০৭
সালাম বিক্রি কিয়াস বা যুক্তিসম্মত হওয়ার মাত্রা ২০৮
সালামের রুকন এবং সালাম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি.............................২১০
প্রথম রুকন : الصِّيغَة শব্দ...২১০
চুক্তিসম্পাদনকারী দুই পক্ষ.. ২১৪
الْمَعْقُودُ عَلَيْه : যার ওপর চুক্তি হয়ে থাকে ২১৫
সালামের মূলধনের শর্তাবলি...২১৭
সালামের পণ্যের শর্তাবলি ২২৪
দ্বিতীয় শর্ত : সালামের পণ্যটি উভয়ের জ্ঞাত হওয়া ২২৯
তৃতীয় শর্ত : সালামের পণ্য বিলম্বিত ও বাকি থাকা ২৩২
সালামের সর্বনিম্ন সময়সীমা..২৩৪
চতুর্থ শর্ত : মেয়াদ জ্ঞাত থাকা ২৩৬
ষষ্ঠ শর্ত : পরিশোধ করার স্থান নির্দিষ্ট করা.......................................২৩৮
সালাম চুক্তি থেকে সৃষ্ট এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ.......................২৪১
ক. উভয় বিনিময়ের মালিকানা স্থানান্তর...২৪১
খ. হস্তগত করার পূর্বে সালামের পণ্যে এখতিয়ার প্রয়োগ...........................২৪১
গ. সালামের পণ্য পরিশোধ...২৪৫
ঘ. নির্ধারিত মেয়াদে সালামের পণ্য সমর্পণে দুঃসাধ্যতা ২৫১
ঙ. সালাম বাতিল করণ ২৫২
চ. বকেয়া সালামের পণ্যকে প্রমাণসিদ্ধকরণ ২৫৪
ছ. সালামের পণ্য কয়েক কিস্তিতে পরিশোধের চুক্তি২৫৭

www.amarboi.org

مُضَارَبَةٌ : মুদারাবা : Mudarabah

পরিচিতি..২৫৯

মুদারাবা (مُضَارَبَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৫৯

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...২৬০

ক. الإِبْضَاعُ ২৬০

খ. الْقَرْضُ ২৬০

গ. الشَّرِكَةُ ২৬১

মুদারাবা শরীয়তসম্মত হওয়ার আলোচনা..২৬১

হাদীস শরীফের বর্ণনা ২৬২

মুদারাবা বৈধ হওয়ার তাৎপর্য ২৬৩

মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য...২৬৪

মুদারাবার দুটি প্রকার...২৬৫

মুদারাবার অপর এক বিভক্তি...২৬৫

মুদারাবার রুকন বা মূল অংশ..২৬৬

নির্ধারিত শব্দের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি..২৬৭

চুক্তির দুপক্ষের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি...২৬৮

অমুসলিমের সাথে মুদারাবা...২৭০

পুঁজির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি...২৭২

পুঁজি মুদ্রা হওয়া...২৭৩

এক. পণ্য বা বস্তু সামগ্রী দ্বারা মুদারাবা চুক্তি ২৭৩

স্বর্ণখণ্ড দিয়ে মুদারাবা ২৭৮

খাঁদ মিশ্রিত মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা ২৭৮

পয়সা দিয়ে মুদারাবা ২৭৯

সুবিধা ও মুনাফা দ্বারা মুদারাবা ২৮০

সারাফ বিক্রির মাধ্যমে মুদারাবা ২৮০

দুই. মুদারাবাতে পুঁজির পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া ২৮১

দু' থলের এক থলে মুদ্রা দিয়ে মুদারাবা ২৮১

তিন. মুদারাবা চুক্তির পুঁজি নগদ অর্থ হওয়া ২৮২

কর্মীর নিকট থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা...২৮২

www.amarboi.org

কর্মী-ভিন্ন অন্য কারো কাছে থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা ২৮৫
চার. পুঁজি কর্মীর হাতে সোপর্দ করা ২৮৬
আমানতের অর্থ দিয়ে মুদারাবা ২৮৮
লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারা মুদারাবা.............................. ২৮৯
কোনো বস্তুর বিস্তৃত অংশ দিয়ে মুদারাবা ২৯০
মুদারাবায় অর্জিত লাভের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি ২৯১
কর্মীর কাজকর্ম ও ক্ষমতা ২৯৬
কর্মীর ব্যবসা উপলক্ষে সফর করা..............................২৯৮
চার. কর্মী যা মোটেও করতে পারবে না ৩১০
মুদারাবা চুক্তিতে অগ্রহণযোগ্য শর্তাবলি ৩১০
নিম্নে আমরা কতক ফাসেদ শর্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি..............৩১২
এক. ব্যবসা কাজে মালিকের অংশগ্রহণের শর্ত করা ৩১২
দুই. নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদানের শর্ত করা ৩১৩
তিন. পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্মী দায়ী থাকার শর্ত ৩১৩
মুদারাবার সময় বেধে দেওয়া বা শর্ত দ্বারা শর্তায়িত করা ৩১৩
পুঁজিদাতার কাজ ও আচরণ ৩১৫
এক. পুঁজিদাতার সাথে কর্মীর লেনদেন করা ৩১৫
মুদারাবায় মুরাবাহা (লাভে বিক্রয়) ৩১৭
মুদারাবায় শুফআ ৩১৮
কর্মী বা মালিক একাধিক জন ৩২০
কর্মীর দখল ও নিয়ন্ত্রণ ৩২১
যথাযথ মুদারাবার প্রভাব প্রতিক্রিয়া ৩২২
যথাযথ মুদারাবাতে কর্মী যে সকল বিষয়ের হকদার ও যোগ্য হয়..............৩২২
এক. কর্মীর প্রয়োজনীয় ব্যয় ৩২২
দুই. নির্ধারিত লাভ ৩২৯
মুদারাবার সম্পদে প্রাপ্ত বৃদ্ধি ৩৩৩
মুদারাবার সম্পদ ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ..............................৩৩৩
শরীয়তসম্মত মুদারাবা হলে মালিক যা কিছুর অধিকারী হয়..............৩৩৭
মুদারাবার সম্পদে যাকাত ৩৩৭

www.amarboi.org

বাতিল মুদারাবার প্রতিক্রিয়া ৩৩৮
ফাসিদ মুদারাবাতে যা করা জায়েয...৩৪১
মালিক ও কর্মীতে বিরোধ ৩৪২
এক. মালিক ও কর্মীতে ব্যাপকতা ও সংকোচন নিয়ে বিরোধ................ ৩৪২
দুই. পুঁজির পরিমাণ নিয়ে মালিক ও কর্মীর মাঝে বিরোধ......................৩৪৩
তিন. মুদারাবা চুক্তি সংগঠন নিয়ে পুঁজিদাতা ও কর্মীর মাঝে বিরোধ ৩৪৪
ক. পুঁজির সম্পদ মুদারাবা অথবা কর্জ হিসাবে নেওয়ার প্রশ্নে বিরোধ........৩৪৫
খ. পুঁজি মুদারাবার বা ইবযার হওয়া নিয়ে বিতর্ক...................................৩৪৭
গ. পুঁজি মুদারাবার না-কি লুণ্ঠনের? এ নিয়ে বিতর্ক...............................৩৪৮
ঘ. চুক্তি মুদারাবা না প্রতিনিধিত্ব তা নিয়ে বিরোধ..................................৩৪৯
ঙ. কর্মী মুদারাবা চুক্তি অস্বীকার করা ৩৫০
চার. কর্মীর কেনা পণ্য মুদারাবার পক্ষ থেকে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক.........৩৫১
পাঁচ. অনুমতির পর নিষেধ করা নিয়ে বিতর্ক.......................................৩৫৪
ছয়. মুদারাবা সঠিক ও যথাযথ হওয়া নিয়ে বিতর্ক.................................৩৫৪
সাত. পুঁজি ধ্বংস হওয়া নিয়ে বিতর্ক...৩৫৫
আট. অর্জিত লাভ নিয়ে বিতর্ক...৩৫৬
নয়. লাভের শর্তকৃত অংশ নিয়ে বিতর্ক...৩৫৬
দশ. পুঁজি ফেরত দেওয়া নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধ...................................৩৫৮
মুদারাবা বাতিল হয়ে যাওয়া ৩৫৯
এক. পুঁজির মালিক বা কর্মীর মৃত্যু ৩৫৯
দুই. মালিক বা কর্মীর ব্যবসায়িক যোগ্যতা হারানো কিংবা অসম্পূর্ণতা......৩৬১
ক. পাগলামি ও অপ্রকৃতিস্থতা (الْجُنُونُ) ৩৬১
খ. বেহুঁশ হওয়া (الْإِغْمَاءُ) ৩৬২
গ. কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া (الْحَجْرُ) ৩৬২
তিন. মুদারাবা চুক্তি রহিত করা (فَسْخُ الْمُضَارَبَةِ) ৩৬২
চার. মুদারাবার পুঁজি ধ্বংস হওয়া (تَلَفُ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ) ৩৬৫
পাঁচ. মালিক কর্তৃক পুঁজি প্রত্যাহার করা...৩৭১
ছয়. পুঁজিদাতা বা কর্মীর মুরতাদ হওয়া..৩৭৪

www.amarboi.org

مُرَابَحَةٌ : মুরাবাহা : Murabaha

পরিচিতি.....৩৭৯
মুরাবাহা (مُرَابَحَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.....৩৭৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা.....৩৮০
ক. اَلتَّوْلِيَةُ.....৩৮০
খ. اَلْوَضِيعَةُ.....৩৮০
মুরাবাহা সংক্রান্ত শরয়ী বিধান.....৩৮০
মুরাবাহার শর্তসমূহ.....৩৮১
প্রথম : শব্দরূপের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ.....৩৮১
দ্বিতীয় : মুরাবাহা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ.....৩৮১
মূল্য কমবেশী করার বিধান.....৩৮৫
বিক্রীত বস্তু হতে সৃষ্ট বর্ধিত বস্তুর বিধান.....৩৮৭
প্রথম ক্রেতা কর্তৃক পণ্যে কোনো কিছু সংযোজনের বিধান.....৩৮৯
বিক্রীত পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়া বা কমে যাওয়া.....৩৯১
একাধিক ক্রয়-বিক্রয়.....৩৯৩
মুরাবাহার মধ্যে অবিশ্বাস ও খিয়ানত প্রকাশিত হওয়া.....৩৯৩
ক্রয়ের আদেশদাতার জন্য মুরাবাহা বিক্রয়.....৩৯৫

صَرْفٌ : মুদ্রা বিনিময় : Currency Exchange

পরিচিতি.....৩৯৭
সরফ (صَرْفٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.....৩৯৭
পারিভাষিক অর্থ.....৩৯৭
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা.....৩৯৮
اَلصَّرْفُ বা মুদ্রা বিনিময়-এর বৈধতা.....৩৯৯
اَلصَّرْفُ বা মুদ্রাবিনিময়ের শর্তাবলি.....৪০১
প্রথম : পরস্পর উভয় বিনিময় হস্তগতকরণ (تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ).....৪০১
হস্তগত করার ক্ষমতা লাভ ও প্রতিনিধিত্ব (اَلْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ).....৪০৪

২—

www.amarboi.org

দুই বিনিময়ের কিছু অংশ হস্তগতকরণ (قَبْضُ بَعْضِ الْعِوَضَيْنِ) ৪০৫
দ্বিতীয় : খিয়ার মুক্ত থাকা : (الخلوغن الخيار) ৪০৭
তৃতীয় : মেয়াদের শর্ত না থাকা (الْخُلُوُّ عَنِ اشْتِرَاطِ الأَجَلِ) ৪০৯
চতুর্থ : সমতা ও বরাবর হওয়া (التَّمَاثُلُ) ৪০৯
সরফ-চুক্তির প্রকারসমূহ (أَنْوَاعُ الصَّرْفِ) ৪১০
প্রথম প্রকার : দুই মুদ্রা (স্বর্ণ ও রৌপ্য)-এর একটিকে
সমশ্রেণীর অপরটির বিনিময়ে বিক্রি করা.............................. ৪১০
দ্বিতীয় প্রকার : দুই মুদ্রার যে-কোনো একটিকে অপরটির বিনিময়ে বিক্রি....৪১৬
তৃতীয় প্রকার : মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা এবং দুই মুদ্রার যে-কোনো
একটির অথবা উভয়টির সাথে অন্য বস্তু বিক্রি করা ৪১৭
চতুর্থ প্রকার : দিনার ও দিরহামের বিনিময়ে দিনার-দিরহাম বিক্রি করা ৪২১
পঞ্চম প্রকার : বাকিতে অথবা ঋণে মুদ্রাবিনিময়.................................৪২৩
ষষ্ঠ প্রকার...৪২৮
ভেজালযুক্ত দিরহাম এবং দিনারের মুদ্রাবিনিময় চুক্তি............................ ৪২৮
সপ্তম প্রকার : খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রাবিনিময়-চুক্তি......................... ৪৩৩
প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি..৪৩৩
দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ৪৩৬
মুদ্রাব্যবসার বিনিময়ের মধ্যে দোষ-ক্রটি প্রকাশ ৪৩৭
সরফ-চুক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট করার দ্বারা মুদ্রা নির্দিষ্ট হওয়া.......................৪৪১

كَفَالَةٌ : জামানত ও জিম্মাদারি : Guarantee

পরিচিতি...৪৪৩
কাফালা (الْكَفَالَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৪৩
কাফালাতের পারিভাষিক অর্থ ৪৪৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা..৪৪৪
সুন্নাহ ৪৪৬
কাফালাতের রুকন বা মূল অংশ ও শর্তসমূহ......................................৪৪৭
প্রথম রুকন : কাফালাতের শব্দ ৪৪৭

www.amarboi.org

ক. নগদ কাফালাত.. ৪৪৯
খ. শর্তযুক্ত কাফালাত..৪৪৯
গ. সময়ের সাথে যুক্ত কাফালাত..৪৫১
ঘ. সময়ের সাথে আবদ্ধ কাফালাত.. ৪৫৫
কাফালাতকে শর্তযুক্ত করা..৪৫৭
দ্বিতীয় রুকন : কাফীল...৪৫৯
মহিলার কাফালাত গ্রহণ..৪৬১
তৃতীয় রুকন : মূল ঋণদাতা..৪৬১
১. মাকফূল লাহু সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা.......................... ....৪৬১
২. মাকফূল লাহু প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিস্ক হওয়া শর্ত..................................৪৬২
৩. মাকফূল লাহুর প্রস্তাব গ্রহণ...৪৬৩
চতুর্থ রুকন : ঋণগ্রহীতা... ৪৬৪
১. মাকফূল আনহু সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা..................................৪৬৪
২. মাকফূল আনহু (ঋণগ্রহীতার) কাফালাতের ব্যাপারে সন্তুষ্টি................৪৬৫
৩. মাকফূল আনহুর (ঋণগ্রহীতা) পক্ষে দায় নেওয়া
বিষয় বাস্তবায়নের সক্ষমতা...৪৬৬
পঞ্চম রুকন : কাফালাতকৃত বিষয়.. ৪৬৭
ক. ঋণের কাফালাত.. ৪৬৭
১. ঋণটি সহীহ ও বিধিসম্মত হওয়া.. ৪৬৭
২. ঋণটি দায়িত্বে আবশ্যিক হওয়া..৪৬৮
খ. সত্তার কাফালাত গ্রহণ ৪৬৯
ক. নিজ থেকে দায়বদ্ধ বস্তু ৪৭০
খ. অন্য কিছুর মাধ্যমে দায়বদ্ধ বস্তু ৪৭০
গ. আমানত ৪৭১
দ্বিতীয় : ব্যক্তির কাফালাত... ৪৭৩
ক. ব্যক্তির কাফীল হওয়ার বিধান.. ৪৭৩
খ. ব্যক্তিসত্তার কাফালাতে দায়.. ৪৭৫
সত্তার দায় নেওয়া..৪৭৬
খোঁজ করার দায়গ্রহণ... ৪৭৬

www.amarboi.org

কাফালাতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ৪৭৮
ঋণ তলবের অধিকার ৪৭৯
একাধিক ব্যক্তি কাফীল হওয়া ৪৭৯
ঋণদাতাকে খোঁজ করার সময়, স্থান ও বিষয় ৪৮০
ঋণদাতার ওপর কাফীলের হকসমূহ.. ৪৮১
২. বস্তুসত্তার কাফালাত.. ৪৮২
ক. ব্যক্তির কাফালাত ৪৮৩
খ. মাকফুল আনহু (মূল ঋণগ্রহীতা)-র সাথে কাফীলের সম্পর্ক ৪৮৯
ক. ঋণগ্রহীতাকে কাফীলের দায়মুক্ত করতে বলা ৪৮৯
খ. ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কাফীলের ঋণ আদায় করা.. ৪৯১
১. কাফীলের ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের শর্তসমূহ.. ৪৯২
২ কাফীলের ঋণ উসুল করার পদ্ধতি.. ৪৯৫
কাফালাত পূর্ণ হওয়া.. ৪৯৭
ক. মূল ব্যক্তির দায় পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে কাফীলের দায় পূর্ণ হওয়া.. ৪৯৭
খ. মৌলিকভাবে কাফালাত পূর্ণ হয় যেভাবে.. ৪৯৭
১. ঋণদাতার সাথে কাফীলের সন্ধি করা.. ৪৯৭
২. দায়মুক্ত করা (الإِبْرَاء).. ৪৯৮
৩. কাফালাত বাতিল করা (إِلْغَاءُ عَقْدِ الْكَفَالَةِ).. ৪৯৮
৪. জীবন সত্তার কাফালাতে কাফীলের মৃত্যু (مَوْتُ الْكَفِيلِ بِالْبَدَنِ) ৪৯৮
৫. দায় নেওয়া বস্তু সোপর্দ করা.. ৪৯৮

رَهْن : বন্ধক : Mortgage

পরিচিতি.. ৪৯৯
রাহন (رَهْن)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৯৯
رَهْن-এর পারিভাষিক অর্থ ৪৯৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা.. ৪৯৯
الضَّمَانُ শব্দটির পারিভাষিক অর্থ.. ৫০০
রাহন বা বন্ধকের বৈধতা ৫০০

www.amarboi.org

রাহন-এর সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান.....৫০১
লোকালয়ে অবস্থানকালে বন্ধকের বৈধতা.....৫০১
বন্ধকের রুকন বা মূল অংশ.....৫০২
ক. যা দ্বারা বন্ধক সংঘটিত হয় ৫০২
খ. চুক্তি সম্পাদনকারী ৫০৩
গ. যার বিপরীতে রাহন বা বন্ধক রাখা হয়.....৫০৪
ঘ. বন্ধকী বস্তু..... ৫০৭
ধারকৃত বস্তু বন্ধক রাখা..... ৫০৮
বন্ধকের জন্য ধারকৃত বস্তু বন্ধক রাখা সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলি ৫০৮
ধারকৃত বস্তুর জামানত..... ৫০৯
বন্ধকের আবশ্যকতা ৫১০
সম্পদটি যার কব্জায় তার কাছেই বন্ধক দেওয়া.....৫১১
বন্ধকীবস্তুতে আধিক্য ও তার বৃদ্ধি.....৫১৩
বন্ধকীবস্তু দ্বারা উপকার গ্রহণ করা ৫১৩
বন্ধকী জিনিসে বন্ধকদাতার হস্তক্ষেপ ৫১৬
বন্ধকীবস্তুর উপর কর্তৃত্ব ৫১৯
বন্ধকী জিনিসের খরচ ৫২১
আবশ্যকীয় খরচ থেকে বিরত থাকা ৫২২
আবশ্যক হওয়ার পূর্বে যে কারণে বন্ধকীচুক্তি বাতিল হয়ে যায় ৫২২
চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পর যে কারণে বন্ধক বাতিল হয়ে যায়.....৫২৩
বন্ধকী চুক্তিতে শর্তা ৫২৪
বন্ধকীবস্তু বিক্রির অধিকার..... ৫২৪

إِجَارَة : ভাড়া দেওয়া : Leasing

পরিচিতি.....৫২৭
ইজারা (إِجَارَة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৫২৭
আবশ্যক ও অনাবশ্যক হওয়ার বিচারে ইজারা.....৫২৮
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৫২৮

www.amarboi.org

اَلْبَيْعُ (আল বায়) : বিক্রয়, কেনাবেচা ৫২৮
اَلإِعَارَةُ (আল ইআরা) : হাওলাত, ধার ৫২৯
اَلْجِعَالَةُ (আল জিআলা) : নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে কমিশন বা পুরস্কার........৫২৯
اَلاِسْتِصْنَاعُ (আল ইসতিসনা') : কোনো কিছু বানানোর চুক্তি, অর্ডার ৫৩০
ইজারা বৈধ হওয়ার প্রমাণ..৫৩০
ইজারার মূল বিষয়...৫৩১
ইজারাচুক্তির শব্দ...৫৩২
কথাবার্তা ছাড়া আদান-প্রদান দ্বারা ইজারাচুক্তি......................................৫৩৪
ইজারাচুক্তির তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা, এর সম্পর্ক ও শর্তের বিধান...........৫৩৪
দুপক্ষ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি..৫৩৮
ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা : اَلْعَاقِدَانِ..৫৩৮
শিশুদের ইজারাচুক্তি : إِجَارَةُ الصَّبِيِّ..৫৩৯
ইজারার ক্ষেত্র : مَحَلُّ الإِجَارَةِ..৫৪১
প্রথম উদ্দেশ্য : ইজারায় প্রদত্ত পণ্যের মুনাফা ও উপকার........................৫৪১
মুনাফা ও উপকার লাভের ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হতে কয়েকটি শর্ত রয়েছে....৫৪২
উপকার সুনির্দিষ্ট হওয়া..৫৪৫
কর্ম ও মেয়াদ উভয়টি নির্দিষ্টকরণ ৫৪৯
যৌথ মালিকানাধীন অবণ্টিত জিনিসের ইজারা.................................... ৫৫০
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : ভাড়া, বিনিময়, পারিশ্রমিক.......................................৫৫১
শরীয়ত নির্ধারিত শর্তগুলোর কোনোটিতে ত্রুটি থাকার প্রভাব..................৫৫৪
ইজারার মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিধান..৫৫৬
উপকার ভোগ ও মজুরির মালিকানা এবং এর সময়...............................৫৫৬
ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত পণ্য অপরজনের কাছে ইজারা দেওয়া...............৫৬১
ইজারাগ্রহীতা অন্যকে বেশি ভাড়ায় ইজারা দেওয়া..............................৫৬১
প্রাসঙ্গিক বিধান : ইজারাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য অপরিহার্য ৫৬৪
ইজারার পণ্য হস্তান্তর করা ৫৬৪
ইজারার পণ্য ছিনতাই হলে এর ক্ষতিপূরণ...৫৬৫
ইজারা পণ্যের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ...৫৬৬
ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ৫৬৬

www.amarboi.org

ক. মূল্য প্রদান করা এবং উপকার গ্রহণের অধিকার রুদ্ধ করার ক্ষমতা ৫৬৬
খ. শর্ত বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার
করতে হবে এবং সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে..............................৫৬৭
গ. ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটে পণ্য
থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে..৫৬৮
ইজারার সমাপ্তি...৫৬৯
এক. মেয়াদপূর্তি : انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ ৫৬৯
দুই. চুক্তি বাতিলকরণের দ্বারা ইজারার সমাপ্তি ৫৭০
তিন. পণ্য ধ্বংসের কারণে ইজারার সমাপ্তি ৫৭০
চার. অসুবিধার কারণে ইজারা রহিত হওয়া ৫৭০
পঞ্চম. মৃত্যুজনিত কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়া...............................৫৭৫
ষষ্ঠ. ভাড়ার পণ্য বিক্রয়ের পরিণতি ৫৭৭
সপ্তম. ত্রুটিজনিত কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়া ৫৭৮
ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যকার বিরোধ....................................৫৮১
ভাড়াকৃত পণ্য কিভাবে ব্যবহৃত হবে? ৫৮১
ইজারার পণ্যের ভিত্তিতে ইজারার প্রকার ৫৮২
জায়গা-জমির ইজারা ৫৮২
১. পানি কিংবা চারণক্ষেত্র সহ জমি ইজারা দেওয়া ৫৮২
২. ফসলী জমির ইজারা ৫৮৩
উৎপন্ন ফসলের এক অংশের বিনিময়ে ভূমির ইজারা ৫৮৫
ফসলী জমির ইজারার মেয়াদকাল ৫৮৬
ইজারা শব্দের সাথে বিভিন্ন শর্তারোপ ৫৮৬
ফসলী জমি ইজারার বিধান...৫৯০
জমির মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫৯০
ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ও কর্তব্য...৫৯০
ফসলী জমির ইজারা সমাপ্তি ৫৯৩
ঘর-বাড়ি ও ইমারতের ইজারা বা ভাড়া প্রদান.................................... ৫৯৬
ঘর-বাড়িতে কিসের ভিত্তিতে উপকারভোগ নির্ধারণ করা হবে? ৫৯৬
ঘরবাড়ির ইজারা ও ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিক ও ভাড়াটের দায়িত্ব ও কর্তব্য.....৬০২

www.amarboi.org

দ্বিতীয় প্রকার..৬০৫
জীবজন্তুর ইজারা ৬০৫
তৃতীয় প্রকার..৬০৭
মানুষের ইজারা ৬০৭
ব্যক্তিগত কর্মচারী ৬০৭
গোনাহ্ ও ইবাদতের চাকরি.. ৬১২
একক শ্রমচুক্তির পরিসমাপ্তি ৬১৮
দুগ্ধদানকারিণী নারীর ইজারা ৬১৮
সরকারি কর্মচারীদের শ্রমবিনিয়োগ...৬২২
যৌথ কর্মচারী বা একাধিক মালিকের কাছে শ্রমবিনিয়োগ.....................৬২২
أجير مشترك বা সাধারণ শ্রমদাতার কর্তব্য.......................................৬২৬
সাধারণ শ্রমদাতার ওপর জরিমানা/ক্ষতিপূরণ....................................৬২৭
জরিমানা নির্ধারণের উপযুক্ত সময়...৬২৯
أجير مشترك-এর বিপরীতে নিয়োগকর্তা/কার্যাদেশ দাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য..৬৩০
أجير مشترك-এর প্রকার..৬৩১
হাজ্জাম ও ডাক্তারদের পারিশ্রমিক এবং তাদের ভর্তুকী ৬৩১
শিংগা প্রয়োগকারীর উপর জরিমানা...৬৩৩
কূপ খননের জন্যে ইজারা...৬৩৫
রাখালের ইজারা..৬৩৭
তাত্ত্বিকজ্ঞান শিক্ষাদান এবং শিল্প ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান.................৬৩৮
আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহণ সরঞ্জামের ইজারা...............................৬৩৯
ইজারার মধ্যে অন্য কারো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া............................৬৪০

www.amarboi.org

الشَّرِكَةُ : অংশীদারী কারবার : Company

পরিচিতি

শারিকা (الشَّرِكَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

শব্দটির উচ্চারণ الشَّرِكَةُ বা الشِّرْكَةُ। শব্দটি عَلِمَ ওজনে شَرِكَ ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল। الشَّرْكَةُ ও ব্যবহৃত হয়। الشِّرْكُ হচ্ছে এ ক্ষেত্রে মাসদার থেকে নির্গত শব্দ। বলা হয় : شَرِكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الْبَيْعِ وَالْمِيرَاثِ يَشْرَكُهُ شِرْكًا وَشَرِكَةً অর্থ : লোকটি ব্যবসা বা মীরাছে তার অংশ অপরের অংশের সাথে মিশ্রিত করল অথবা তাদের অংশ মিশ্রিত হলো। সুতরাং الشَّرِكَةُ অর্থ : দুটি অংশ মিশ্রিত হওয়া বা মিশ্রণ ঘটানো। যে চুক্তির মাধ্যমে প্রকৃত বা পরোক্ষভাবে দুজনের সম্পদে মিশ্রণ ঘটানো পূর্ণ হয় তাকে রূপকার্থে শারিকা (যৌথ কারবার) বলা হয়। (যেন প্রত্যেক শরীকের অপরের সম্পদে হস্তক্ষেপ বৈধ হয়।)

ফিকহী পরিভাষায় শারিকা (যৌথ কারবার) দু'প্রকার : شَرِكَةُ مِلْكٍ বা যৌথ মালিকানা। شَرِكَةُ عَقْدٍ বা যৌথ চুক্তি।[১] শারিকাতুল আকদের আলোচনা এ সংক্রান্ত পৃথক অধ্যায়ে আসবে।

শারিকাতুল মিলক হলো দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বস্তু বা তার স্থলবর্তী কোনো কিছুতে বিশেষভাবে মালিক হওয়া। কোনো বস্তুর বিধানগত স্থলবর্তী বস্তু হচ্ছে এমন মিশ্রিত একাধিক বস্তু, যার অংশগুলো বিভিন্ন হওয়ার কারণে তা ভাগ করা অসম্ভব বা কষ্টকর। তা নগদ বস্তু, ঋণ বা অন্য কিছু যাই হোক না কেন।

যেমন একটি বাড়ী বা একটি জমিতে দুজনের যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হবে যদি তারা দুজনে মিলে তা কেনে, বা মীরাছ হিসেবে পায় অথবা হেবা, অসিয়্যত বা দান বা এ জাতীয় মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণে সেটি তাদের মালিকানাধীন হয়। অনুরূপভাবে দুই আরদিব (একটি বিশেষ মাপ) গম বা এক আরদিব গম ও এক আরদিব যব অথবা এক ছাচে তৈরি দুই ব্যাগ দীনার, স্বাভাবিকভাবে বা অপারগতাবশত যেগুলোকে একসাথে করা হয়। (অপারগতার উদাহরণ হলো পাশাপাশি রাখা দুটি থলে ছিদ্র হয়ে যাওয়া।) (এ অবস্থায় থলে দুটির বস্তুগুলো

---

১. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩৪৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩

www.amarboi.org

একত্র হয়ে যাওয়ার পর এগুলোকে আলাদা করা কষ্টকর বা অসম্ভব। তাই এগুলো পৃথক পৃথক বস্তু হওয়ার পরও এগুলো বিধানগত বিচারে এক।)

কতক ফকীহ্ ঋণে যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে নাকচ করেন। এর কারণ, ঋণ ব্যক্তিদায়িত্বে আবশ্যক একটি শরয়ী বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এতে মালিকানা সাব্যস্ত হতে পারে না। তাই যার দায়িত্বে ঋণ আবশ্যক তার পক্ষ থেকে কাউকে ঋণের মালিক বানানো হলে তা হবে মূলত ঋণ মাফ করে দেওয়া; ঋণের মালিক বানানো নয়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, যাকে মালিক বানানো হবে তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। তারা বলেন, এর কারণ হলো, যৌথ ঋণের কোনো অংশ যদি দুজন পাওনাদারের মধ্য হতে একজন কব্জা করে তাহলে সে ঋণে অন্য পাওনাদারও শরীক হয়ে যায়। এমনকি হীলা ছাড়া এই যৌথ পাওনাদারিত্ব থেকে কোনো ব্যক্তির মুক্ত হওয়া অসম্ভব। হীলা হলো, ঋণগ্রহীতা এই পাওনাদারকে তার কব্জাকৃত সম্পদ হেবা করবে, আর পাওনাদার তাকে নিজ অংশ থেকে দায়মুক্ত করবে।

নগদ বা ঋণ ছাড়া কোনো বস্তু যেমন বাতাসে উড়ে আসা কাপড় সংরক্ষণে কোনো বাড়ির দুই মালিকের অধিকার। এক্ষেত্রে এটির সংরক্ষণে উভয়ে সমঅংশীদার এবং তা যৌথ মালিকানাধীন হবে। যেহেতু বস্তুটির মালিক হবে উভয়েই।

হানাফীদের উল্লিখিত পন্থায় যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টিতে ফকীহদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কোনো মতভেদ নেই। যদিও তাদের কতক এটির আলাদা নাম স্পষ্ট করে বলেননি; বরং তাদের অধিকাংশ ফকীহ্ এটিকে যৌথচুক্তির সংজ্ঞার অধীনে এক করতে চেয়েছেন, যা কতক শাফেয়ী ফকীহর কর্মপন্থা। তারা ব্যাপকভাবে শারিকার সংজ্ঞা দিয়েছেন, শারিকা হলো ব্যাপকভাবে একটি বস্তুতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। কতক মালেকী ফকীহও এমনটি করেছেন। তারা শারিকার সংজ্ঞা দিয়েছেন, দুজন বা ততোধিক মালিকের মাঝে মূল্য সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত।[২]

شَرِكَةُ مِلْك বা যৌথ মালিকানার প্রকারভেদ

যৌথ মালিকানা প্রথমত দুই প্রকার: شَرِكَةُ الدَّيْن বা যৌথ ঋণ কিংবা অন্য কিছুতে যৌথ মালিকানা

২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ২৫৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১০৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১১; হাওয়াশিত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২০৯; হাওয়াশিল ইরাকী, আলা তুহফাতি ইবনি আসীম, খ. ২, পৃ. ২১০

www.amarboi.org

ক. شركة الدين হলো দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি ঋণের হকদার হওয়া। যেমন একজন ব্যবসায়ীর দায়ে একশ দীনার ঋণ থাকা, কোনো যৌথ কারবারের অংশীদাররা তাদের ভাগ হিসাবে সে দীনারগুলোর প্রাপক হবে।

খ. ঋণছাড়া অন্যকিছুর যৌথ মালিকানা/অধিকার (شركة غير الدين) : কোনো নগদ বস্তু বা প্রাপ্য বা উপকারে যৌথ অধিকার। যেমন অধিকার বিভিন্ন যানবাহনে, যৌথ মালিকানার দোকানে বিভিন্ন কাপড় বা বিভিন্ন খাবারে অধিকার। যেমন শুফআর অধিকার দুই শরীকের, তৃতীয় শরীক বিক্রি করার ক্ষেত্রে। ব্যাপকভাবে ঘরে বসবাসের অধিকার বা জমি চাষের অধিকার জমি ভাড়া নেওয়া ব্যক্তির জন্য। বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহদের মাঝে এই ভাগের ক্ষেত্রে কোনো মতপার্থক্য নেই।[৩]

দ্বিতীয়ত : ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলক যৌথ মালিকানা

ক. ইচ্ছাকৃত যৌথ মালিকানা (الاختيارية) হলো যা দুই বা ততোধিক শরীকের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে। যা চুক্তির মাধ্যমে হতে পারে বা চুক্তি ছাড়া। শুরু থেকে চুক্তি যৌথ হোক বা যৌথ চুক্তি হঠাৎ হোক অথবা চুক্তির পর সম্পদে অংশীদারি হোক।

শুরু থেকে চুক্তি যৌথভাবে সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে যৌথ মালিকানার উদাহরণ হলো দুজন হাল চাষ বা আরোহণের জন্য কোনো জন্তু কিনল অথবা পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসায় শুরু করল। এমনিভাবে এ ধরনের বা অন্য কোনো ধরনের কোনো পণ্য কিনল বা হেবা কবুল করল বা অসিয়্যত বা সদকা কবুল করল।

নতুন ভাবে যৌথ চুক্তি হওয়া বা চুক্তি সংঘটনের পর সম্পদে যৌথ মালিকানার নমুনা হলো, এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেনাবেচা অথবা হেবা বা অসিয়ত গ্রহণ সংঘটিত হলো। তারপর তার সাথে এক ব্যক্তি শরীক হলে সে ব্যক্তি বিনিময়সহ বা বিনিময় ছাড়া তার অংশীদারী গ্রহণ করল।

চুক্তি ছাড়া যৌথ কারবার সংঘটনের নমুনা হলো দুজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ একসাথে মিশিয়ে ফেলল বা উভয়ের পাতানো জাল দিয়ে উভয়ে এক শিকার ধরল অথবা উভয়ে মিলে একটি পতিত ভূমি আবাদ করল।

খ. অনিচ্ছাকৃত বা জবরদস্তিমূলক মালিকানা হচ্ছে, যা দুই বা ততোধিক শরীকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংঘটিত হয়। যেমন একসাথে রাখা বিভিন্ন থলে ছিদ্র

---

৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১২-১৪; তানভীরুল আবছার, ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ, খ. ৩, পৃ. ৩৬২; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৪; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৯

www.amarboi.org

হয়ে গেল আর থলের বস্তু মিশে গেল। ফলে অসম্ভব না হলেও একত্র হয়ে যাওয়ার কারণে এগুলোকে আলাদা আলাদা করা কষ্টকর। তবে যদি এক শরীক বাকীদের অনুমতি ছাড়া মেশায় তাহলে ইবনে আবেদীন বলেন, এই শরীক নিজ সম্পদের সাথে যা কিছু মিশিয়েছে সেগুলোর সে মালিক হবে। আর বাড়াবাড়ির কারণে সে অনুরূপ বস্তু দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ে দায়বদ্ধ থাকবে। ফলে এখানে কোনো যৌথ মালিকানা থাকবে না।[৪]

উল্লিখিত মাসআলায় কোনো মতভেদ নেই। তবে এর সদৃশ একটি মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। তা হলো, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজ সম্পদের সাথে অন্যের সম্পদ মেশানোর কারণে কোনো ব্যক্তি অন্যের সম্পদের মালিক হওয়া। আর সম্পদ মেশানোটা এমনভাবে হবে যে, দুজনের সম্পদ আলাদা করা সম্ভব হয় না বা আলাদা করা কষ্টকর। হানাফীগণ বলেন, এর মাধ্যমে সে মালিক হবে। তবে তার দায়িত্বে অন্যকে পরিবর্ত প্রদানের দায় সাব্যস্ত হবে। ইবনুল কাসিম, তার সাথে অধিকাংশ মালেকী ফকীহ, হাম্বলীদের মধ্যে কাজী ইয়ায রহ.-এ মত পোষণ করেন। কাজী ইয়ায বলেন, এটি মাযহাবের কিয়াসসম্মত মত। এটি শাফেয়ী রহ.-এর একটি মত। অধিকাংশ পরবর্তী শাফেয়ী ফকীহ এটিকে নির্ভরযোগ্য মত বলেছেন। তবে তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মতটিতে তারা শর্ত আরোপ করেছেন, পরিবর্ত প্রদান না করা পর্যন্ত মিশ্রণের কারণে যে অংশের মালিক সে হয়েছে তাতে সে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এর কারণ, এভাবে সে যে বস্তুর মালিক হয়েছে যদি সে তার সন্তোষমূলক বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে মালিক হতো তাহলে নিজ জিম্মায় মালিককে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত সে তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারতো না। সুতরাং সন্তোষ ছাড়া মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার বিধান অধিক আমলযোগ্য।

তিন মাযহাবের কতক ফকীহ এই বলপূর্বক মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে নাকচ করেন। তারা বলেন, এ সম্পদ যৌথ মালিকানাধীন হবে। এটি শাফেয়ী রহ.-এর একটি মত। তাকী আস্‌সুবকী রহ. এ মতটি গ্রহণ করেছেন এবং এর সমর্থনে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মালেকী ফকীহদের মধ্যে আশহাব রহ. এবং অধিকাংশ পরবর্তী হাম্বলী ফকীহদের মত এটিই।[৫]

---

৪. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৪; আল-ইতহাফ বি আশবাহি ইবনি নুজাইম, পৃ. ৪৪৮

৫. ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৪, ১৮৪ ও ১৮৭; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৫ ও ২১৩, ৩১৯-৩২০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৩১৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৯২; আশ শারকাভী, আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১০৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪১০; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪

www.amarboi.org

যৌথ মালিকানার বিধানাবলি

যৌথ মালিকানায় দুই বা ততোধিক শরীকের প্রত্যেকে অপরের অংশের বিবেচনায় অপরিচিত ব্যক্তি। কেননা এই যৌথ কারবার কেউ কারো প্রতিনিধিত্ব করে না। এবং কোনো শরীকের অপর শরীকের সম্পদে কোনো মালিকানাও সাব্যস্ত হয় না। তা ছাড়া অন্য কোনোভাবে এক শরীকের ওপর অন্যের কোনো কর্তৃত্বও নেই। অথচ সম্পদে কর্তৃত্ব করার বৈধতার পন্থা হলো মালিকানা বা কর্তৃত্ব,[৬] এ বিষয়টিতে মতভেদের কোনোই সম্ভাবনা নেই।

এই বিধানের ভিত্তিতে আহরিত বিভিন্ন মাসআলা

১. যৌথ মালিকানার কোনো এক শরীকের অপর শরীকের সম্পদে কোনো পারস্পরিক চুক্তি যেমন বিক্রি, ইজারা বা ভাড়া দেওয়া বা ধার দেওয়া ইত্যাদি সংঘটনের অধিকার নেই। তবে তার এই শরীক অনুমতি দিলে সে করতে পারবে।

যদি কেউ সীমাতিক্রম করে যেমন যৌথ মালিকানাধীন বস্তু ভাড়া বা ধার দেয়, তারপর ভাড়াগ্রহীতা বা ধারগ্রহীতার হাতে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এই শরীকের তার শরীককে তার অংশের ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক; এ মাসআলাতেও কোনো মতভেদ নেই।[৭]

২. যৌথ মালিকানায় প্রত্যেক শরীকের অধিকার আছে তার অংশ অন্য শরীকের কাছে বিক্রি করা অথবা অন্য যে কোনোভাবে এমনকি অসীয়তের মাধ্যমে নিজ অংশ মালিকানামুক্ত করে শরীকের দায়িত্বে দিয়ে দেওয়ার। তবে যৌথ মালিকানাধীন বস্তু ভাগ করা ছাড়া হেবা করা যায় না, (ভাগ করার পর) যে পর্যন্ত হেবার বস্তুটি অপর শরীক কবুল না করে। (ততক্ষণ তাতে হেবা সম্পন্ন হবে না।) ক্ষতির অবস্থা এর ব্যতিক্রম, যার আলোচনা সামনে আসছে।

হানাফী ফকীহগণ এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এটি সামগ্রিকভাবে ঐকমত্যপূর্ণ মত। যৌথ মালিকানার বস্তু হেবা করা সকল আলেমের মতে বৈধ। এমনই মালেকী, হাম্বলী ও শাফেয়ী ফকীহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। হানাফী ফকীহদের মতে যৌথ মালিকানার বস্তু হেবা করা জায়েয নয় -এর অর্থ হলো : তৎক্ষণাৎ মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। তবে হেবা সহীহ হবে, বস্তুটি ভাগ করে অর্পণ করার ওপর মালিকানা স্থগিত থাকবে।[৮]

---

৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩

৭. মাজাল্লা তুল আহকাম আল-আদালিয়্যা, ধারা : ১০৭৫ হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২, ১৮৫; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪

৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬; তাকমিলাতু ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১২৩; আল-ঈনায়া, আলাল হিদায়া, খ. ৭, পৃ. ১২১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৩২৯

www.amarboi.org

৩. হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের মতে এক শরীকের নিজ অংশ অন্য শরীক ছাড়া অন্য কারো কাছে সে শরীকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা জায়েয। তবে ক্ষতির অবস্থা ব্যতিক্রম। হানাফী ফকীহগণ একটি অবস্থাকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন। তা হলো, ব্যাপক ও বিস্তৃত করা ছাড়া দু সম্পদের মিশ্রণ ঘটানো। এক্ষেত্রে শরীকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি জায়েয নেই। কারণ এ অবস্থায় প্রতিটি সম্পদ তার মালিকের মালিকানাধীন, যদিও এগুলোকে পৃথক করা কষ্টকর অথবা অসম্ভব। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে মিশ্রণ ঘটানো হোক বা শরীকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত মিশ্রণের কারণে মিশ্রণ হোক, বিধান অভিন্ন।

এ অবস্থায় অর্থাৎ ব্যাপক বানানো ছাড়া দুসম্পদের মিশ্রণ ঘটানো হলে এক শরীককে তার শরীকের অনুমতি নিতে হবে, যেন এ শরীক ছাড়া অন্য কারো কাছে তার বিক্রি বৈধ হয়। এ বিধান ততক্ষণ, যতক্ষণ সম্পদ থাকে যৌথ যা ভাগ করা হয়নি।[১]

এই অবস্থা (শরীক ছাড়া অন্য কারো কাছে বিক্রি বৈধ হওয়া শরীকের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল) এবং অন্য অবস্থার মাঝে (যখন বিক্রির বৈধতা শরীকের অনুমতি নির্ভর নয়) বিক্রি বৈধ হওয়ার বিধানে পার্থক্যের কারণ হলো, দুই শরীকের মাঝে সম্পদ যৌথ থাকা অবস্থায় এই যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর প্রতিটি অংশ তা যত ছোট ও ক্ষুদ্র হোক না কেন শরীকদের যৌথ মালিকানাধীন হয়ে যায়। দুই শরীকের মাঝে সম্পদ যৌথ হওয়া যে কোনো ভাবে হতে পারে। যেমন দুজন একটি বস্তু মীরাছ হিসেবে পাওয়া বা অন্য কোনো কারণ যা যৌথ মালিকানা দাবি করে যেমন দুজন একসাথে কোনো বস্তু ক্রয় করা বা একজন অপরজনকে সে বস্তুর যৌথ অংশে শরীক করা।

আর যৌথ অংশ শরীকের কাছে বা অন্য কারো কাছে বিক্রি করা জায়েয। যেহেতু এটি অর্পণে ও গ্রহণে কোনো বাধা নেই। যৌথ অংশ আলাদা করা অর্পণ করার জন্য শর্তও নয়। এ কারণে সত্তাগতভাবে যা ভাগ হওয়া কবুল করে না যেমন পশু ও ছোট ঘর ইত্যাদির যৌথ অংশের বিক্রি বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তবে বিক্রেতা শরীকের অনুমতি ছাড়া যৌথ মালিকানাধীন বস্তু পুরোটা অর্পণ করলে সে হবে লুণ্ঠনকারী বা ছিনতাইকারী পর্যায়ভুক্ত। আর তার ক্রেতা হবে ছিনতাইকারী থেকে ছিনতাই করার পর্যায়ভুক্ত; ঐ শরীকের অংশ বিবেচনায় যা সে শরীক বিক্রি করেনি।

---

১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬-৩৬৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৩; হাশিয়াতু শিবরুমালাসী, আলা নিহায়াতিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৮৩

www.amarboi.org

এভাবে অর্পণের পর যদি বস্তুটি নষ্ট হয় তাহলে যে শরীক বিক্রি করেনি তার অধিকার রয়েছে ক্রেতা ও বিক্রেতা এ দুইজনের যার কাছ থেকে ইচ্ছা সে নিজ অংশের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। যদি সে ক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

যৌথ মালিকানায় থাকা অযৌথ অংশ তার মালিকের অধীনে থাকবে। তবে যদি যৌথ অংশের সাথে মিলে যায় বা সেটাকে পৃথক করা কষ্টকর হয় তাহলে ভিন্ন বিষয়। তবে এই মিলে যাওয়া বা আলাদা করা কষ্টকর হওয়া বস্তুটির অর্পণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না, যদি সে তা বিক্রি করে। তবে যৌথ কারবারের শরীক ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে শরীকের অনুমতি ছাড়া সে অংশ বিক্রি করলে এ বিক্রি অর্পণ করার পরিপন্থী ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে অর্পণ করা ও গ্রহণ করা অসম্ভব এই শরীকের অংশের মিশ্রণ ছাড়া, তাই শরীকের অনুমতির ওপর বিক্রি স্থগিত থাকবে।[১০]

আয যাখীরা গ্রন্থে আল কারাফী আল মালেকী বলেন, উদাহরণত যদি কোনো পশুর মালিকানায় দুজন শরীক হয় মীরাছ বা অন্য কোনো মাধ্যমে, তাহলে এক শরীকের অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া সে পশুতে কোনো হস্তক্ষেপ করা জায়েয হবে না। যদি এক শরীক তার অংশ বিক্রি করে এবং অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া সমুদয় বস্তু ক্রেতাকে অর্পণ করে তাহলে নীতিমালা অনুসারে সে জরিমানার দায়বদ্ধ থাকবে। কেননা তার সর্বাধিক সুন্দর অবস্থান হলো এ বস্তু তার হাতে আমানত হিসেবে গচ্ছিত। এ অবস্থায় তা অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হলে শরীক নিজের বাড়াবাড়ির কারণে দায়বদ্ধ থাকবে। তবে অর্পণ করতে অক্ষমতার কারণে বিক্রি অবৈধ হওয়া আবশ্যক হবে না। যদি তার শরীক উপস্থিত থাকে, তাহলে বিক্রি তার অধীন করা হবে। তখন তার ও ক্রেতার মাঝে কথাবার্তা হয়ে যা ফয়সালা হওয়ার হবে। আর যদি যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে এ বিষয় বিচারকের কাছে তোলা হবে। তিনি বিক্রির অনুমতি দেবেন এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ নিজ কর্তৃত্বে রাখবেন।[১১]

ক্ষতির অবস্থা

ভবন বা গাছ, ফল বা ফসলের যৌথ অংশের বিক্রি জায়েয নেই। এক্ষেত্রে যৌথ অংশ বিক্রি দ্বারা উদ্দেশ্য : যে জমিতে এগুলো আছে সে জমি থেকে আলাদা করে এগুলো বিক্রি করা।

---

১০. আল বাহজা আলাত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২১৬

১১. টীকাসহ নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৮৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৩; হাওয়াশী তুহফা ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১৬

www.amarboi.org

যদি ভবন ভেঙ্গে ফেলা ও গাছ অপসারণের শর্ত করা হয় তাহলে যে শরীক বিক্রি করেনি তার অংশের ভবন ভেঙ্গে ফেলা ও গাছ অপসারণ ছাড়া উপরিউক্ত শর্ত পূরণ করা সম্ভব হবে না, যেহেতু এই জমি যৌথ মালিকানাধীন। আর এই ভেঙ্গে ফেলা ও অপসারণ করা প্রকাশ্য ক্ষতি, যা জায়েয নেই। তা ছাড়া ভবন ও গাছ অবশিষ্ট রাখার শর্ত চুক্তির মূলদাবির অতিরিক্ত, দুই চুক্তিকারীর একজনের জন্য উপকারের শর্ত। সুতরাং এ শর্ত সত্তাগতভাবে বাতিল এবং চুক্তি বাতিলকারীও বটে। কেননা এতে সুদ রয়েছে, কারণ এ উপকার বিনিময়মুক্ত অতিরিক্ত উপকার।[১২]

ফল বা ফসল যদি কাটার সময়ে উপনীত না হয়, তাহলে শরীক ভিন্ন কারো কাছে শরীকের অনুমতি ছাড়া এগুলোর কোনো অংশের বিক্রি জায়েয নেই। যেহেতু তখন ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কারণ ক্রেতা তার ক্রয়কৃত অংশ থেকে কেটে নেওয়ার দাবি জানাবে। আর এই শরীকের অংশ কাটা ছাড়া ক্রয়কৃত অংশ অর্পণ করা সম্ভব নয়।[১৩]

ফকীহদের মতে, শরীক উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ছাড়া যৌথ মালিকানার বস্তু দিয়ে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই। এর কারণ, অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে সে হবে জবর দখলকারী। অনুমতি প্রদানে স্বাভাবিক প্রচলনের অনুমতিও অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং যৌথ মালিকানাধীন জানোয়ারের পিঠে যদি অন্য শরীকের অনুমতি ছাড়া কোনো শরীক আরোহণ করে বা বোঝা বহন করে, তাতে পশু ধ্বংস হয় বা দুর্বল হয় আর তার মূল্য কমে যায়, তাহলে পশু ধ্বংস হওয়ার অবস্থায় সে তার শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে আর পশু দুর্বল হলে তার মূল্য হ্রাসের ক্ষতি পূরণ দেবে।

এক শরীক অপর শরীকের উপস্থিতি সত্ত্বেও তার অনুমতি ছাড়া যৌথ মালিকানার জমিতে চাষ করলে বা ভবন নির্মাণ করলে, সেক্ষেত্রে গসবের (জবরদখলের) বিধানাদি প্রয়োগ করা হবে। জমি দুজনের মাঝে ভাগ করা হবে। প্রথম শরীকের জন্য তার শরীকের জমি-অংশে যে ফসল বা ভবন আছে তা উপড়ে ফেলা এবং তার জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে। তবে ফসল পেকে গেলে বা পেকে যাওয়ার উপক্রম হলে শুধু জমির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; ফসল উপড়ে ফেলা আবশ্যক নয়। অপর শরীকের জন্য বৈধ নয় যৌথ মালিকানার জমিতে চাষকারী শরীককে অর্ধেক বীজ দেওয়া এই শর্তে যে, ফসল উভয়ের মাঝে ভাগ হবে।

---

১২. রদ্দুল মুহতারসহ আদ দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫

১৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৮৯; আল-বাহজা আলাত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২০৯, ২১৬

www.amarboi.org

এর কারণ, ফসল উদগত না হলে এই কারবার হবে অজ্ঞাত বস্তুর বিক্রি। তবে ফসল উদগত হলে এই কারবার করতে সমস্যা নাই। যেমন শরীকের অধিকার নাই ফসল না কেটে জমি ভাগ করা সম্ভব হলে ফসল তুলে ফেলার জন্য জোরাজুরি করার।

এক্ষেত্রে শাফেয়ীদের একটি সুন্দর মূলনীতি রয়েছে। শরীক যদি যৌথ মালিকানার বস্তু ব্যবহার না করে বা পালাক্রমে ব্যবহার করে তাহলে সে হবে তার আমানতদার। পালাক্রমে ব্যবহার করা হবে ফাসিদ ইজারা। আর যদি শরীকের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করে তাহলে হবে আরিয়া (ধারকৃত সম্পদ নেওয়া)। আর অনুমতি ছাড়া করলে হবে গসব (জবরদখল)। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ দোহন করাও ব্যবহার করার মাঝে অন্তর্ভুক্ত।[১৪]

এক শরীকের অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুতে, উপস্থিত অন্য শরীকের জন্য যৌথ মালিকানার বস্তু হতে এমনভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ, যেভাবে বস্তুটির ক্ষতি না হয়।[১৫]

যৌথ মালিকানার বস্তুর পেছনে যদি খরচের প্রয়োজন হয়, নির্মাণের প্রয়োজনে বা অন্য কারণে, যেমন ধসে যাওয়া অংশের পুনর্নির্মাণ বা দুর্বল অংশের সংস্কার অথবা পশুকে খাবারদান, আর শরীকদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ হলে, কতক শরীক খরচ করতে ইচ্ছুক আর কতক অনিচ্ছুক, তাহলে হানাফীদের মতে এসংক্রান্ত বিধানে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। কারণ, যৌথ সম্পদটি হয়তো বিভাজনযোগ্য হবে অথবা বিভাজনযোগ্য নয়।

ক. বিভাজনযোগ্য সম্পদ, যেমন প্রশস্ত বাড়ি, বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুতকৃত দোকানপাট বা একাধিক গবাদিপশু। এসব ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক শরীককে খরচ করতে বাধ্য করা যাবে না। তবে নিজ সম্পদের সংস্কার ও সেজন্য খরচে যে ইচ্ছুক তার জন্য যৌথ সম্পদটি ভাগ করা হবে। তবে অনিচ্ছুক ব্যক্তির অবস্থান মঙ্গল ও সুবিধার বিপরীত হলে সে যদি দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক হয় (এবং ওয়াকফের দুটি যৌথ বাড়ি) তাহলে তাকে বাধ্য করা হবে খরচ প্রদানে। কেননা তার হস্তক্ষেপ ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য সুবিধাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। (তাই সে সুবিধার বিপরীত অবস্থান নিলে তাকে বাধ্য করা হবে।)

---

১৪. প্রাগুক্ত; আশ শারকাভী আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৩

১৫. মোল্লা মিসকীন আলাল কানয, খ. ২, পৃ. ২০৮; আল-ঈনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৮, পৃ. ৩৮০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৮৯; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ২৭৮; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৬

www.amarboi.org

খ. যৌথ মালিকানার সম্পদ যদি ভাগযোগ্য না হয় তাহলে অনিচ্ছুক শরীককে খরচ প্রদানে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হবে। কেননা তার অনিচ্ছা নিজ সম্পদ দ্বারা তার শরীকের উপকার গ্রহণে প্রতিবন্ধক। এর নমুনা হলো একটি গবাদিপশুর খরচ, নহর ভাড়া নেওয়া, হ্রদ বা কূপ সংস্কার করা অথবা সেচযন্ত্র, জাহাজ বা ভাগযোগ্য নয় এমন দেয়াল স্থান সংকীর্ণতার কারণে বা তাতে বোঝা রেখে দেওয়ার কারণে সংস্কারের খরচ। তবে দেয়ালে রেখে দেওয়া বোঝা যদি সংস্কারে বা নির্মাণে অনিচ্ছুক শরীকের হয় তবে ভিন্ন কথা। পরবর্তী হানাফী ফকীহগণ এ মতের দিকে ঝুঁকেছেন যে, এ বিধানের ক্ষেত্রে প্রশস্ত দেয়ালও অবিভাজনযোগ্য বস্তুর পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু এর সংস্কার ও নির্মাণে এক শরীক অংশগ্রহণ না করলে অন্য শরীকের ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

মালেকীদের মত হানাফীদের মতের সাথে প্রায় মিলে যায়। তারা এতটুকু যোগ করেন, খরচে অনিচ্ছুক শরীক যদি অনিচ্ছায় অটল থাকে তাহলে বিচারক সে শরীকের পক্ষ থেকে আবশ্যক খরচ বহনে সক্ষম ব্যক্তির কাছে তার পূর্ণ অংশ বিক্রি করবেন। শরীকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ক্ষতি রোধ করার জন্যে তারা খরচ পরিমাণ অংশ কারো নিকট বিক্রির মত দেন না। এমনিভাবে বিক্রি না করে খরচ বহনে একাই সক্ষম হলেও কোনো শরীককে পুরো খরচ বহনে বাধ্য করার মতও তারা দেন না। যেমন যে অংশ ওয়াকফকৃত সে অংশ বিক্রি করার মত তারা দেননি। তারা বিক্রি নিষেধ করেছেন যখন সেখানে এমন কিছু থাকে যা খরচের জন্য যথেষ্ট, যেমন : সঞ্চিত ফসল, নগদ পারিশ্রমিকে ভাড়া নিতে আগ্রহী লোক থাকার দরুন প্রাপ্ত পারিশ্রমিক। যদিও তাদের পক্ষ হতে অন্য আরো মত বর্ণিত হয়েছে।

যদি যে অংশ ওয়াকফ করা হয়েছে তা বিক্রি করা ব্যতীত খরচ যোগানোর মতো কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে পুরো জমিটাই বিক্রি করে ফেলতে হবে। যে জমি ওয়াকফ করা হয়নি তা যেমন বিক্রি করা হয়। তাহলে তাতে শরীক সংখ্যা বাড়বে না। খলীলের গ্রন্থের কতক ব্যাখ্যাকার এ সম্পর্কে কিছু না বলায় নাফরাভী তা আলোচনা করেছেন।

তারা ওয়াকফকে বিক্রির জন্য প্রতিবন্ধক মনে করেন না। তবে যৌথ সম্পদ পুরোটাই যদি ওয়াকফকৃত হয় তাহলে খরচে ইচ্ছুক ব্যক্তি আবশ্যক খরচ বহন করবে। তারপর অপর শরীকের অংশে কৃত খরচ তার জমির ফসল থেকে উসূল করবে।

উপরন্তু মালেকীগণ নিশ্চিত উপকার না হলে সংস্কার করতে অনিচ্ছুক শরীককে জোর করার মত দেন না। এর উদাহরণ দিয়েছেন তারা ঝরণা ও কূপের সংস্কার। এমনকি তাদেরই এক দলের ঐ মত তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এ সকল

www.amarboi.org

ঝরণা ও কূপের পাশে ফসল বা ফল থাকে তাহলে খরচ দিতে বাধ্য করা যাবে। তাদের মতে সংস্কার ইচ্ছুক-শরীক সংস্কার করবে। এরপর সে অনিচ্ছুক শরীককে বাড়তি পানি প্রদানে বাধা প্রদান করবে। যে অতিরিক্ত পানি সংস্কারকাজে প্রয়োজন। এভাবে সে নিতে থাকবে পূর্ণ খরচ উসুল না হওয়া পর্যন্ত। এমনকি যদি সদাসর্বদা এই অবস্থাই থাকে তাহলেও এভাবেই সে উসুল করবে।

তবে এ সংক্রান্ত মালেকীদের বক্তব্য পশুর ক্ষেত্রে নয়। (তবে যথাস্থানে তাদের স্পষ্ট বক্তব্যে বোঝা যায়, পশুর বিধান উল্লিখিত বিধানের ব্যতিক্রম নয়।) সে বক্তব্য হচ্ছে, তারা সালিশ/বিচারককে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার মত দেন যদি গবাদিপশু ব্যক্তি মালিকানাধীন হয় আর মালিক তার জন্য খরচ করা থেকে বিরত থাকে। মোটকথা, অতিরিক্ত তারা মালিককে যবেহযোগ্য পশু যবেহ করার অধিকার দিয়েছেন। যদি সে যবেহ করা বা খরচ প্রদান উভয়টি করতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হবেন।[১৬]

যৌথ পশুর খরচ প্রদানের ক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ ও হাম্বলীগণের মত উপরিউক্ত হানাফী ও মালেকী ফকীহদের মতের অনুরূপ। পশু ছাড়া অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে শাফেয়ী ও আহমদ রহ. উভয়ের দুটি মত রয়েছে। ক্ষতি দূর করার স্বার্থে এবং মালিকানাধীন বস্তু পরিত্যক্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে অনিচ্ছুক শরীককে অন্য শরীকের সাথে নির্মাণ ও খরচ প্রদানে বাধ্য করা হচ্ছে একটি মত। হাম্বলীগণ ও অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহ যেমন গাযালী রহ. ও ইবনুস সালাহ রহ. এ মতটিকে নির্ভরযোগ্য মত বলেছেন।

অপর মত হলো বাধ্য না করার। কেননা অনিচ্ছুক ব্যক্তি খরচ প্রদান করে ক্ষতিগ্রস্তও হবে। আর ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি দূর করা যায় না। তা ছাড়া অনিচ্ছুক ব্যক্তির খরচ না করার ওযর বা ভিন্ন চিন্তা থাকতে পারে। উপরন্ত যে বস্তু প্রাণশূন্য, তার সত্তাগত এমন কোনো সম্মানও নেই, যার কারণে তার পিছনে খরচ করা যথাযথ বলে বিবেচিত হবে। তাই তা পরিত্যক্ত হলে শরয়ীভাবে মর্যাদাবান কোনো বস্তু নষ্ট করা হবে না। যেহেতু কোনো কাজ না করাকে তারা নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন না। বরং এক্ষেত্রে নষ্ট করার বিষয়টি কোনো কাজ হতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি নিজ সামানা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তা বিনষ্ট বলে গণ্য হবে।

এ মতটি শাফেয়ীদের কাছে নির্ভরযোগ্য। ইবনে কুদামা বলেন, দলিলের বিচারে এটি মজবুত। যদিও শাফেয়ীদের জাওযী উদ্ভিদকে এ বিধানের ব্যতিক্রম সাব্যস্ত

---

১৬. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৬৬; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৩৭২; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭৩-১৭৪; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১০৮-১০৯

www.amarboi.org

করে তা পশুর বিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। শাফেয়ীদের কোনো কোনো ফকীহ উভয় মতের মাঝে সমন্বয় করেন এভাবে যে, খরচে বাধ্য করার বিষয় বিচারকের কাছে ন্যস্ত করা হবে। যদি তিনি অনিচ্ছুক শরীকের পক্ষ থেকে শুধু গোয়ার্তুমি পান তাহলে তাকে বাধ্য করবেন। যদি তেমন না হয় তাহলে বাধ্য করবেন না।[১৭]

এক শরীক অপর শরীকের নিকট থেকে খরচকৃত অর্থ ফেরত নেওয়া

বিভাজনযোগ্য যৌথ মালিকানার বস্তুতে এক শরীক অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া পুরো খরচ একা বহন করলে, হানাফীদের মতে সে হবে স্বেচ্ছাদানকারী। সদৃশ বস্তু বা মূল্যজাতীয় বস্তু কোনোটির দ্বারা তার শরীকের নিকট থেকে সে খরচকৃত অর্থ আদায় করতে পারবে না। যেহেতু ভাগ করে খরচ করলে স্বেচ্ছাদান থেকে বাচার এবং না করার সুযোগ ছিল, কিন্তু সে তা করেনি।

তবে তারা উল্লেখ করেন, যৌথ সম্পদ স্থানান্তর করার জন্য খরচ না করলে যদি সম্পদ খোয়া যাওয়া বা কমে যাওয়ার আশংকা করে শরীক, যেমন মরুভূমির মত ভয়ংকর জায়গায় মালবোঝাই যান নষ্ট হলো, তাহলে সে স্থানান্তর করার জন্য খরচ করবে। আর যা খরচ করবে তা থেকে শরীকের অংশ পরিমাণ তার নিকট থেকে আদায় করবে।

বিভাজনযোগ্য নয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে ইবনে নুজাইম আল আশবাহ গ্রন্থে মত দিয়েছেন, শর্তহীনভাবে শরীক অন্য শরীকের নিকট থেকে তার অংশ পরিমাণ আদায় করবে। সম্ভব হলে বস্তুটি ভাড়া দেবে এবং তা থেকে তার খরচ তুলে নেবে। খরচ যদি বিচারকের আদেশে করে থাকে তাহলে বস্তুর ভাড়া থেকে খরচ পরিমাণ অর্থ উসুল করবে। আর বিচারকের আদেশ ছাড়া হলে সংস্কারের বিভিন্ন খাতে ব্যয়কৃত অর্থের বাজারমূল্য উসুল করবে।[১৮]

যে শরীক যৌথ সম্পদে ব্যয়কৃত অর্থ একা বহন করে, বিচারকের আদেশ বা শরীকের অনুমতি ব্যতীত, সে খরচকৃত অর্থের কোনো অংশ তার শরীকের নিকট থেকে আদায় করতে পারবে না। শাফেয়ীদের মতে এর কারণ, এক্ষেত্রে সে স্বেচ্ছাদানকারী। এমনকি যাকে খরচে অংশগ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হবে তার ক্ষেত্রেও অপরকে স্বেচ্ছাদাতা বিবেচনা করা হবে। এই শরীকের বিষয়টিকে তুলনা করা হয়েছে ঐ লোকের সাথে যে অপরের ঋণ তার অনুমতি ছাড়া শোধ করে, এ ব্যক্তির বিধান হাম্বলীদের মতে অনুরূপ। তবে তাদের মতে খরচে

১৭. 'আশ-শারকাভী, আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮; দালীলুত তালিব, পৃ. ২৫০-২৫১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৯০; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৫, ৪৯, ৫০

১৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬৪, ৩৬৬. ৩৬৭

www.amarboi.org

অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার বিষয়টি ভিন্ন, যদি শরীক তার অপর শরীক থেকে উসুলের উদ্দেশ্যে খরচ করে থাকে। এর ভিত্তি হলো এক ব্যক্তির ঋণ তার অনুমতি ছাড়া শোধ করার ক্ষেত্রে হাম্বলীদের দুই মতের একটি। তা হলো, এ ব্যক্তি মূল ঋণগ্রহীতা থেকে সমুদয় ঋণ আদায়ের হকদার।

মালেকীগণ বলেন, এক শরীক যদি যৌথ জাঁতাকল মেরামত করে অন্য শরীকদের অনুমতি বা তাদের নীরবতাসহ, তাহলে সে প্রত্যেকের দায়ে আবশ্যক অংশ অনুপাতে তার খরচকৃত অর্থ তাদের নিকট থেকে আদায়ের হকদার। আর যদি তাদের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও করে, তাহলে সে তাদের দায়ে আবশ্যক কোনো অর্থ আদায়ের অধিকার পাবে না। তবে সে তার খরচকৃত অর্থ ফসল থেকে উসুল করবে। তার উসুল করার পর যা উদ্বৃত্ত হবে তাতে সকলেই অংশীদার হবে।[১৯]

যৌথ ঋণ (الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ)

এটি এমন ঋণ, যা দুই বা ততোধিক শরীকের দায়ে এক কারণে আবশ্যক হয়। যেমন দুই শরীক তাদের যৌথ মালিকানাধীন একটি বাড়ি এক চুক্তিতে বিক্রি করল, প্রত্যেকের অংশের মূল্য আলাদা করে নির্ধারণ না করে। যদি মৌলিকভাবে বা বিধানগত বিচারে ঋণ আবশ্যক করে, এধরনের চুক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে ঋণ আবশ্যক হওয়ার কারণও ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর ঋণে অংশীদারী বাদ হবে। এর নমুনা হলো, এমন ঋণ, যা এক বস্তু যেমন এক বাড়ি বা একখণ্ড জমি যা দুজনের মালিকানাধীন, এমন একক বস্তুর মূল্য হিসাবে একজন ক্রেতার ওপর সাব্যস্ত হবে যদি তাদের প্রত্যেকে নিজ অংশ স্বতন্ত্র চুক্তিতে বিক্রি করে। এরপর যদি তারা ক্রেতার কাছ থেকে সমুদয় ঋণের একটি চুক্তিনামাও গ্রহণ করে তবুও এ ঋণ যৌথ হবে না। যেহেতু এটি দুকারণে আবশ্যক হয়েছে। মৌলিকভাবে ও বিধানগত এক কারণে নয়। যদিও বিক্রিত পণ্য, ক্রেতা ও চুক্তিনামা বিধানগত বিচারে এক। সুতরাং দু'বিক্রেতার কারো অপরের নিকট থেকে আদায়ের সুযোগ নেই, যদি তারা ঋণের কোনো অংশ লাভ করে।

যৌথ ঋণের একটি প্রকার হলো দুই বা ততোধিক শরীকের দায়ে এক কারণে আবশ্যক প্রতিটি ঋণ। তা এমন যা দুটো অযৌথ সম্পদের বিনিময়ে হয়ে থাকে। কিন্তু এক চুক্তির মাধ্যমে উভয়ের নিকট দাবি করা হয়। যেমন এই ব্যক্তির একটি বাড়ি এবং ঐ ব্যক্তির একটি বাড়ি। বাড়ি দুটোর সামগ্রিক মূল্য ধার্য করে তারা উভয়ে একসাথে এক চুক্তিতে এ দুটোকে বিক্রি করল। সমুদয়

---

[১৯] রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮; আল-খিরাশী, খ. ৪, প, ২৭৩-৭৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১০; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৭, ৮৮

www.amarboi.org

মূল্যের আলাদা পরিমাণ উল্লেখ করা হলো না, যেমন ছয়শ মুদ্রা এ বাড়ীর মূল্য আর চারশ মুদ্রা সে বাড়ির মূল্য এভাবে বলা হলো না। এমনিভাবে মুদ্রার গুণ দিয়ে নির্ধারণ করা হলো না। যেমন বলল, স্বর্ণমুদ্রা এই বাড়ির মূল্য আর রৌপ্যমুদ্রা ঐ বাড়ির মূল্য, এভাবে বিক্রি করল না। মূল্যের আলাদা করে বিবরণ দেওয়া হলে বা মুদ্রার গুণ নির্ধারণ করা হলে তা এক চুক্তিতে বিক্রির পরিপন্থী। এর কারণ, ক্রেতা তখন একজনের অংশে বিক্রিচুক্তি গ্রহণ করে অপরের অংশে বিক্রিচুক্তি রদ করার সুযোগ পায়। এই কারণ দর্শিয়ে যে, এই বাড়ির মূল্য বা মুদ্রাগুণ তার মিলমতো নয়।

তাহলে চুক্তির ভিন্নতাহেতু ঋণটি যৌথ হবে না। তবে উভয়ের প্রাপ্যের কমবেশ বলে দেওয়া হলে অতিরিক্ত অংশ আদায় করে দেওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্যের কমবেশ দূর করা হলে ঋণটি পুনরায় যৌথ হয়ে যাবে। আননিহায়া গ্রন্থকার যোগ করেন, মৌলিকভাবে গুণে বা পরিমাণে পার্থক্য করা হবে না, এশর্ত হওয়া উচিত চুক্তির সময় এ বিষয়ে আলোচনা না হোক।[২০]

যৌথ ঋণ কব্জা করা (قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ)

হানাফীগণ, শাফেয়ীগণ, এক বর্ণনা অনুযায়ী হাম্বলীগণ এবং মালেকীদের মাযহাবমতে, দুইজন ব্যক্তির যৌথ পাওনা ঋণের কোনো অংশ যদি একজন কব্জা করে, ঋণ কব্জাকারী ঋণগ্রহীতার কাফীল বা তার পক্ষ থেকে হাওয়ালা করা ব্যক্তি হোক না কেন, এই কব্জাকৃত অর্থ যৌথ ঋণের অংশ বলে বিবেচিত হবে। তাই এ কব্জাকৃত অর্থ যৌথ মালিকানার হবে। যে শরীক কব্জা করেনি ফকীহদের মতে তার নাম الشريك الساكت। তার অধিকার রয়েছে মূল ঋণে তার অংশ অনুপাতে পরিশোধকৃত ঋণের অংশ সে কব্জাকারী শরীকের নিকট থেকে আদায় করতে পারবে। যেমন তার অধিকার রয়েছে কব্জাকারী শরীককে তার কব্জাকৃত অংশের মালিক হওয়ার সুযোগ দিতে দাবি ছেড়ে দেওয়া এবং তার অধিকার গচ্ছা না যাওয়ায় ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নিজ অংশ আদায় করা। এমনকি যদি ঋণগ্রহীতার কাছে তার অংশ গচ্ছা যায়, যেমন ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া হয়ে মারা গেল তাহলে সে কব্জাকারী শরীকের নিকট থেকে তার অংশ আদায় করবে, যেহেতু সে যা নিরাপদ থাকার আশা করেছিল (অর্থাৎ তার অংশ) তা নিরাপদ নেই। এ জাতীয় ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকার শর্ত প্রচলনগতভাবে বোঝা যায়।

এ সকল ক্ষেত্রে বিধান একই। ঋণ কোনো বস্তুর বিনিময়ে হোক, যেমন : দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন একটি বাড়ির মূল্য হিসেবে এক হাজার মুদ্রা,

২০. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ৪৫; ফাতহুল কাদীরসহ আল ঈনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৭, পৃ. ৪৭

www.amarboi.org

অথবা ক্ষতির বিনিময়ে হোক; যেমন দুজনের মালিকানাধীন ফসলের বাজারমূল্য স্বরূপ এক হাজার মুদ্রা, এ ফসলের উপড়ে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদির জরিমানা হিসেবে যা আদায় করে। যেমন দুজন ব্যক্তি মীরাছ হিসেবে এক ওয়ারিসদাতার নিকট থেকে একটি বস্ত্র পেয়েছে বা কোনো কর্জের বিনিময় হিসেবে যা তারা যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ থেকে কর্জ দিয়েছে।

এক শরীক কব্জা করলে যৌথ পাওনার কব্জা ধরা হবে। এর কারণ, এ অংশ শুধু কব্জাকারী শরীকের অংশ, এ বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তবে যদি ঋণদাতাদের মাঝে ঋণ ভাগ করে দেওয়া থাকে তাহলে ভিন্ন বিষয়। আর এটি হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয় দুটি কারণে :

প্রথম কারণ, কারো দায়কে অংশ অংশ করে ভাগ করা যায় না। অথচ এটিই ভাগ করার মূল বিষয়। সুতরাং ঋণের ক্ষেত্রে এর সম্ভাব্যতা অবাস্তব।

দ্বিতীয় কারণ : ভাগ করা হলে তাতে বিনিময় প্রদানের অর্থ যুক্ত হয়। এর কারণ, যৌথ সম্পদের যতগুলো অংশ- তা যত ছোট হোক না কেন- আমরা নির্ধারণ করতে পারি, তার প্রতিটি অংশ দুই শরীকের যৌথ হক। যদি আমরা দায়িত্বে থাকা ঋণের ক্ষেত্রে ভাগ হওয়া সঠিক বলি, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, দু'জন শরীকের প্রত্যেকে ঋণে তার শরীকের মালিকানা থেকে যে অংশ তার ভাগে পড়েছে তা সে নিজ মালিকানা থেকে শরীকের জন্য যে অংশ ছেড়ে দিয়েছে তার বিনিময়ে কিনল। অথচ এমন করা যায় না, এর কারণ এ কারবার হয়ে যায় দেনাদার ছাড়া অন্য কারো কাছে ঋণ বিক্রির পর্যায়ভুক্ত। (الشَّرِيكُ السَّاكِتُ) কব্জা না করা শরীকের ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে উসুল করার অধিকার আছে। এর কারণ, তার পাওনা ঋণ এই ঋণগ্রহীতার দায়ে রয়েছে। আর ঋণগ্রহীতার সে অংশ অন্য কারো কাছে আদায় করার অধিকার নেই। সুতরাং এই আদায়ের (এক শরীককে শোধ করা) মাধ্যমে তার পাওনা রহিত হবে না।[২১]

তবে এই শরীক যদি প্রথমে কব্জাকারী শরীকের নিকট থেকে আদায় করে তাহলে সে যা কব্জা করেছে তা তার মূল হক হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কেননা ঋণ কব্জা করা ছাড়া নির্ধারিত হয় না। তাই কব্জাকারীর জন্য এই শরীককে কব্জা করতে বাধা দেওয়া বা শোধকৃত সম্পদ ছাড়া অন্য সম্পদ থেকে দেওয়ার অধিকার নেই। কব্জাকৃত সম্পদ মূল ঋণের অনুরূপ হোক বা তা থেকে ভালো

---

২১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৫; তাবয়ীনুল হাকাক, খ. ৫, পৃ. ৪৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৪; আল-খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ৪০৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২৬; আশ-শারহুল কাবীর, আল-মুগনীসহ, খ. ৫, পৃ. ১২৪

www.amarboi.org

অথবা তা থেকে খারাপ যাই হোক না কেন, বিধান অভিন্ন। কেননা (মূল ঋণ ও শোধকৃত অর্থের) শ্রেণী যদি এক হয়, তাহলে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হওয়ার ব্যবধান কব্জাকৃত সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ হওয়ায় বাধা হবে না। এ জন্য ঋণদাতাকে উৎকৃষ্ট মান গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে।

নষ্ট হওয়া, খোয়া যাওয়া ইত্যাদি যে কোনো কারণে অথবা কোনো বিনিময় প্রদান, স্বেচ্ছাদান বা জরিমানা আদায় ইত্যাদি নানা ভাবে কব্জাকারী শরীকের সীমালঙ্ঘন ব্যতীত হাত থেকে কব্জাকৃত সম্পদ ছুটে গেলে এর অর্থ হবে, সে তার শরীককে ঋণে থাকা তার অংশ থেকে বঞ্চিত করল। তাই অন্য শরীকের এই অধিকার হবে তাকে জরিমানা আদায় করতে বলা। তার বাড়াবাড়ি না হলে জরিমানা আসবে না। তবে হারিয়ে যাওয়া সমুদয় সম্পদ কব্জাকারীর মালিকানা থেকে হারিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। অবশ্য যে শরীক ঋণ কব্জা করেনি তার পূর্ণ অংশ ঋণগ্রহীতার দায়ে থাকবে।

তবে ঋণগ্রহীতার কাছে কব্জাকারী শরীকের প্রাপ্য গচ্ছা যাওয়ার পর অপর শরীক যদি এই শরীকের কাছে ঋণ আদায় করতে আসে, তাহলে অন্য সকল ঋণের মতো এই শরীকের হকও কব্জাকারীর জিম্মায় আবশ্যক হবে। কেননা কব্জাকৃত সম্পদে তার অংশের ঝুলে থাকাকে সে রহিত করেছে, যেহেতু সে কব্জাকারী শরীককে কব্জাকৃত অংশের মালিক হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এবং তাতে ঋণগ্রহীতার নিকট তলব করার সুযোগ প্রদান করেছে।[২২]

কব্জাকারী শরীকের কব্জাকৃত ঋণ থেকে এই শরীক তার অংশ কব্জা করার পর ঋণগ্রহীতার দায়ে থাকা অবশিষ্ট ঋণ প্রত্যেকের নিজ নিজ অবশিষ্ট অংশ অনুপাতে ভাগ হবে। আর এটিই মূল ঋণে তাদের প্রাপ্য থাকার মূল সম্পর্কসূত্র।

এই বিধান অর্থাৎ দুই শরীকের একজন ঋণের যা কব্জা করবে তা উভয়ের যৌথ প্রাপ্য হওয়ার বিধানটিকে আবু হানীফা রহ. শর্তহীন বলেছেন। এক শরীক তার অংশকে মেয়াদী করুক না করুক, বিধান অভিন্ন। কেননা তার মতে মেয়াদী বানানো অনর্থক। যেহেতু মেয়াদী বানানো হলে ঋণে ভাগ হওয়া প্রকাশ্য। এর দলিল, বর্তমান সম্পদ গুণগত বিচারে মেয়াদী নয়, যা স্পষ্ট। আর বিধানগত বিচারেও নয়, যেহেতু বর্তমান সম্পদ ছাড়া মেয়াদে পরিশোধযোগ্য সম্পদের দাবি করা অসম্ভব।

আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে যা ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর একটি বর্ণনা, ঋণকে মেয়াদে পরিশোধযোগ্য বানানো হলে তা তলব করার প্রতিবন্ধক। দু'শরীকের

---

২২. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৭; আল-আতাসী, আলাল মাজাল্লা, খ. ৪, পৃ. ৪২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৫-৬৬

www.amarboi.org

একজন যদি নিজ অংশ মেয়াদে পরিশোধযোগ্য বানায়, তাহলে মেয়াদ হওয়ার আগে কব্জাকারী শরীক যা কব্জা করে সে একা তার মালিক হবে। কেননা ঋণে মেয়াদ থাকা তা তলব করার পরিপন্থী। তাদের ভিন্নমতের কারণ, ঋণকে মেয়াদী বানানো তাদের মতে সহীহ্। কেননা এটি নিজ সম্পদে মালিকের হস্ত ক্ষেপ। তাই কাউকে ঋণ থেকে দায়মুক্তি প্রদান করার ন্যায় এটিও প্রযোজ হবে। বরং মেয়াদী বানানো তো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দায়মুক্তি। তাই তা নিছক দায়মুক্তির ন্যায় বিবেচনা করা হবে। এরপর যখন মেয়াদ উপস্থিত হবে তখন ধরে নেওয়া হবে যেন মেয়াদের শর্ত ছিল না। অন্য শরীক যদি ঋণের কোনো অংশ কব্জা করে, আর এ শরীকের পাওনা অংশ বাকি থাকে, তাহলে সে এই শরীক থেকে ঋণে তার অংশ পরিমাণ উসুল করবে। আর পাওনা বাকি না থাকলে অন্য শরীক তাকে ক্ষতিপূরণ দেবে।

হাম্বলীদের মতে, যে বর্তমান ঋণে তার অংশ বিলম্বে আদায়যোগ্য করে, তার অধিকার রয়েছে যে বিলম্ব না করে নগদ গ্রহণ করেছে তার অংশে শরীক হওয়ার। তবে যদি এ শরীকের ঋণ কব্জা হয়ে থাকে তার অনুমতিক্রমে আর কব্জাকৃত সম্পদ নষ্ট হয়, এদিকে ঋণ আদায়ের সময় তখনও হয়নি তাহলে বিধান ভিন্ন, এই শরীক অপর শরীকের অংশে অংশ নিতে পারবে না।[২৩]

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কিত ইবনে রজব রহ.-এর বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, হাম্বলীগণ এক শরীক যা কব্জা করে তা বিশেষভাবে তার মালিকানাধীন গণ্য করেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. এ মতটি গ্রহণ করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ স্পষ্টবক্তব্যে এ মত ব্যক্ত করেছেন, যেমন কাজী ইয়ায।[২৪]

কব্জা করার স্থলবর্তী (مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ مَا يُعَادِلُ الْوَفَاءَ)

এক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা পূর্ণ বা আংশিক ঋণ পরিশোধের সমার্থক। তবে এগুলোর কোনো কোনোটি মূল ঋণদাতার নিকট থেকে কব্জা করার স্থলবর্তী। কেননা এগুলো প্রকারান্তরে ঋণের দাবি করা। যেমন ঋণদাতার কোনো নিকট পাওনা ঋণগ্রহীতার থাকার মাধ্যমে তার দায় থেকে দেনা ও ঋণ রহিত হয়ে যায়, ঋণ দ্বারা ঋণ শোধ করার বদলাবদলি তরীকা হিসেবে। যেমন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার কাছে কোনো বস্তু বিক্রি করল, বা তাকে ভাড়া দিল বা কর্জ হিসেবে দিল, অথবা তার দেনা ঋণের বিপরীতে কোনো বস্তু দ্বারা সন্ধি করল, বা ঋণের বিপরীতে কোনো কিছু বন্ধক রাখল আর বন্ধক রাখা বস্তুটি নষ্ট

---

২৩. প্রাগুক্ত; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ৪৭-৪৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৭

২৪. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৯

www.amarboi.org

হয়ে গেল, অথবা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কোনো বস্তু নষ্ট বা জবরদখল করল এর পর তা ঋণদাতার কাছে নষ্ট হলো, অথবা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কোনো বস্তু ফাসিদ চুক্তিতে ক্রয় করেছিল। তার পর তা খোয়া যাওয়া বা তার মালিকানার বাইরে চলে যাওয়ায় ঋণগ্রহীতার হাতছাড়া হলো।

এমনিভাবে এগুলোর কোনো কোনোটি কব্জা করতে দেওয়া এবং আদায় করার স্থলবর্তী; কব্জা করা ও দাবি করার স্থলবর্তী নয়। যেমন ঋণদাতার পূর্ব পাওনা ঋণগ্রহীতার নিকট সদ্যকৃত ঋণের মাধ্যমে রহিত হবে। যেহেতু মূলনীতি হচ্ছে, দুটি ঋণ পরস্পর মুখোমুখি পরিশোধযোগ্য হলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিশোধ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা প্রথম পরিশোধযোগ্য ঋণটি দ্বিতীয় ঋণ নেওয়ার পূর্বেই আদায় করা আবশ্যক ছিল। যেমন তুমি তার কাছ থেকে কোনো কিছু কিনলে এবং কব্জা করলে। তারপর বস্তুটির মূল্য সে পুরোপুরি নেওয়ার আগেই তোমার কব্জায় থাকা বস্তুটি তুমি নষ্ট করলে। (তাহলে মূল্য পরিমাণ ঋণ পরিশোধ বলে গণ্য হবে।)

এ বিষয়গুলোর কোনোটি এমন, যেগুলোতে মূলত ঋণ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হয় না। বরং তা দ্বারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত করা হয়। যেমন কারো ঋণ হেবা করে তাকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করা। অথবা তা দ্বারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত করা নয়; তবে তার পরিশোধে কারো অংশীদার হওয়ার সুযোগ থাকে না। যেমন মহিলার দায়ে থাকা ঋণকে তার মহর নির্ধারণ করার দরুন তার ঋণ রহিত হওয়া। অথবা কিসাসের দাবিদার ব্যক্তির দায়ে থাকা ঋণ জিনায়াতুল আমদ (ইচ্ছাকৃত অপরাধ)-এর সন্ধির বিনিময়ের বদল হওয়ার মাধ্যমে রহিত হওয়া। (যেমন হত্যা করা বা ঋণগ্রহীতার মাথায় হাড় পর্যন্ত পৌঁছে এমন আঘাত করা)। উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রে চুক্তি স্বয়ং ঋণের ওপর সংঘটিত হয়েছে। ফলে এ চুক্তিটি স্বয়ং এর অধিকার লাভ করেছে। তারপর স্বামী বা আঘাতকারী কারো দায়ে কোনো কিছুর বিনিময় না রেখে তা রহিত হয়েছে। এভাবে ঋণের বিনিময়ে ঋণ শোধ হয়েছে। আর বাস্তবে কারো অংশীদার হওয়ার সুযোগ থেকে শংকামুক্ত হয়েছে তা যা তারা তাদের দায়ে আবশ্যক করে নিয়েছে। সুস্পষ্ট যে, মহিলার সম্ভোগ এবং অপরাধীর কিসাস রহিত হওয়া এমন বিষয়, যেখানে যৌথ মালিকানা চলে না।

ইমাম মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে ইজারার ক্ষেত্রে অনুরূপ মত বর্ণিত রয়েছে, যদি ইজারাকে ঋণের সাথে যুক্ত করা হয়। কেননা উপকার লাভ শর্তহীন সম্পদের শ্রেণীভুক্ত নয়।[২৫]

---

২৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ৪৭

www.amarboi.org

হানাফীদের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, যৌথ ঋণের ক্ষেত্রে দুই শরীকের একজন যদি উল্লিখিত কোনো পন্থায় নিজ অংশ পূর্ণ আদায় করে তাহলে তার শরীক তার কাছ থেকে তা আদায়ের অধিকার রাখে না। অধিকার না রাখার অর্থ হলো, এই শরীক তার শরীকের কাছ থেকে অথবা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায়ের ইচ্ছাধিকার পাবে। তবে যেক্ষেত্রে সে দাবি করে এবং কোনো ভাবে তা কব্জা করে সেক্ষেত্রে তার খিয়ার থাকবে না। সে সময় অংশীদারীর যোগ্য বস্তু কব্জাকারীর জন্য নিরাপদ। তবে এটি পরিশোধ করা বা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নয়।

সন্ধির মাধ্যমে- যার ভিত্তি উদারতা ও ভ্রুক্ষেপ না করা- শোধকৃত ঋণ উসূলের অবস্থা অন্য পন্থায়-যার বৈশিষ্ট্য কষাকষি ও কৃপণতা যেমন বিক্রি ও ইজারার পন্থায়-শোধকৃত ঋণের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ, বিক্রির মাধ্যমে শোধের ক্ষেত্রে অর্ধেক পুঁজির শরীক, তার শরীকের নিকট থেকে যে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নিজ অংশের বিনিময়ে কোনো কিছু কিনেছে, এক চতুর্থাংশ উসুল করা এবং এটা উসুল করতে বাধ্য করা সঙ্গত। সেক্ষেত্রে এটিই প্রকাশ্য, শরীক ক্রেতা নিজ অংশ পুরোপুরি আদায় করতে পারবে তাই, এই উসুলে ক্রেতার কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা ক্রেতার অবস্থা এমন নয় যে, শরীক তাকে যে মূল্য পরিশোধ করছে তার চেয়ে বেশি বা তার বরাবর নেওয়ার সামর্থ্য তার আছে। যে শরীক বস্তুটি কিনেছে তারও এই ক্ষমতা নেই যে, সে যা কিনেছে তা অপর শরীককে দিয়ে দেবে। কেননা, এটি সে কিনেছে তার দায়িত্বে মূল্য বাকি রেখে। এরপর সে মূল্য এবং ঋণগ্রহীতা বিক্রেতার দায়িত্বে থাকা ঋণে বদলা বদলি হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, যদি তারা রাজি হয় যে কেনা বস্তুটি তাদের যৌথ, তবে তা তাদের যৌথ মালিকানাধীন হবে। এটি হবে আলাদা চুক্তি। যেন ক্রেতা বিন্ন অন্য শরীক, বস্তুটির অর্ধেক ঋণের এক চতুর্থাংশ দিয়ে কিনল, যা সে ক্রেতা থেকে উসুলের হকদার।

সন্ধির মাধ্যমে উসূলের ক্ষেত্রে, যে বস্তুর বিনিময়ে এক শরীক তার অংশের ক্ষেত্রে সন্ধি করেছে তার নিকট থেকে যদি অপর শরীক উসুল করে তাহলে সে ঋণের এক চতুর্থাংশ উসুলে বাধ্য করার অধিকার পাবে না। এর কারণ, হতে পারে সন্ধির মাধ্যমে সে যা উসুল করেছে তা বেশি হবে, যেহেতু সন্ধির ভিত্তি হলো উদারতা। তাই এক্ষেত্রে সন্ধিকারী শরীকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। সে ঋণের এক চতুর্থাংশ দিতে পারে অথবা সন্ধিকৃত বস্তুর অর্ধেক দেবে।[২৬]

---

২৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৫-৬৮; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ৩১৭; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ৪৫-৪৮

www.amarboi.org

যৌথ ঋণের কোনো পাওনাদার যদি তার ঋণগ্রহীতাকে নিজ পাওনার আংশিক ঋণ থেকে দায়মুক্ত করে, তাহলে এই পাওনাদারের অবশিষ্ট অংশ এবং অন্য শরীকের পূর্ণ অংশ ঋণগ্রহীতার দায়ে আবশ্যক থাকবে।

ঋণের কোনো অংশ তারা কব্জা করলে সে অংশের ভাগ হবে এই অনুপাতে- দায়মুক্তকারীর অবশিষ্ট অংশ আর অন্য পাওনাদারের পূর্ণ অংশ- যদি এই ভাগ দায়মুক্তি থেকে বিলম্বিত হয়। অথবা তাদের ভাষ্য অনুযায়ী ঋণের ভাগ হবে অবশিষ্ট অংশ অনুপাতে। কব্জার পর দায়মুক্তি সহীহ হওয়ার কারণে কব্জার আগে দায়মুক্তি হোক বা পরে, বিধান অভিন্ন। সুতরাং ঋণ যদি হয় এক হাজার প্রত্যেকের পাওনা পাঁচশ করে, এরপর এক পাওনাদার তার পাওনা একশ দায়মুক্ত করল। এখন দায়মুক্তিকারীর জন্য অবশিষ্ট থাকবে অন্য শরীকের পাঁচ ভাগের চার ভাগ। এখন যা কিছু কব্জা করা হবে তা এই অনুপাতে বণ্টিত হবে।

যদি সমানভাবে বণ্টন করার পর দায়মুক্তি হয়, তাহলে বণ্টন সহীহ ভাবে সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরা হবে। কারণ, বণ্টনের সময় উভয়ের হক ছিল সমান। এরপর ঋণগ্রহীতা তাকে দায়মুক্তকারী পাওনাদারের কাছ থেকে সে একশ নিয়ে আসবে, যা সে পাওনাদার মাফ করে দিয়েছে। এটি সর্বসম্মত মত, তবে কব্জা করার পর ঋণ মাফ করা হানাফীদের স্বতন্ত্র মত।[২৭]

যৌথ চুক্তি : شَرِكَةُ الْعَقْدِ

সংজ্ঞা : ১. হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মতে শারিকাতুল আকদ -এর সংজ্ঞা হলো : عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِيْنَ فِي الأَصْلِ وَالرِّبْحِ 'পুঁজি ও লাভের মধ্যে অংশীদারীর ভিত্তিতে দুই শরীকের যৌথ চুক্তি।' আল-জাওহারা-এর গ্রন্থকার থেকে এমনটাই তারা উদ্ধৃত করেছেন। 'পুঁজির ক্ষেত্রে দুই শরীকের অংশগ্রহণ' শর্ত করা দ্বারা বোঝা যায়, এটি মুদারাবা থেকে ভিন্ন। কেননা মুদারাবার মধ্যে শ্রমিক ও পুঁজিদাতার অংশগ্রহণ শুধু লাভের মধ্যে হয়ে থাকে, মূল পুঁজিতে নয়। সেক্ষেত্রে পুঁজি একজনই দেবে; বিষয়টি স্পষ্ট।[২৮]

হাম্বলী ফকীহদের মতে শারিকাতুল আকদ-এর সংজ্ঞা : اجْتِمَاعٌ فِي تَصَرُّفٍ। 'সম্মিলিতভাবে কার্যপরিচালনায় অংশগ্রহণ।' তাদের এ সংজ্ঞা ও মুদারাবাকে অন্তর্ভুক্ত করে না, যদিও তাদের মতে মুদারাবা যৌথ কারবারের একটি প্রকার। কতক

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩০১; খ. ৩. পৃ. ৩৪৩

www.amarboi.org

শাফেয়ীর সংজ্ঞা অবশ্য উল্লিখিত সংজ্ঞার কাছাকাছি। তাদের মতে শারিকাতুল আকদ হচ্ছে : عَقْدٌ يَثْبُتُ بِه حَقٌّ شَائِعٌ فِي شَيْءٍ لِمُتَعَدِّدٍ 'এমন চুক্তি যা দ্বারা একটি বস্তুতে একাধিক ব্যক্তির যৌথ অধিকার সাব্যস্ত হয়।' ইবনে আরাফা এর সংজ্ঞায় বলেন : بَيْعُ مَالِكٍ كُلِّ بَعْضَهُ بِبَعْضِ كُلِّ الآخَرِ ، مُوجِبٌ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِمَا فِي الْجَمِيعِ 'সমুদয় অংশের মালিক তার এক অংশকে অপরের সমুদয় অংশের এক অংশের বিনিময়ে বিক্রি করা যা পুরো অংশে উভয়ের কার্য সম্পাদন বৈধ হওয়ার মাধ্যম।'[২৯]

শারিকাতুল আকদ-এর (যৌথ চুক্তি) তিনও প্রকার (أَمْوَالٌ–পুঁজিভিত্তিক, أَعْمَالٌ–কর্মভিত্তিক, وُجُوهٌ–সম্মানভিত্তিক) বৈধ। তা আনান বা মুফাওয়াযা যাই হোক না কেন।

যৌথ চুক্তি শরীয়তসম্মত হওয়ার দলিল

শারিকাতুল আনান (সমান পুঁজির ভিত্তিতে যৌথ কারবার) কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

ক. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

'শরীকদের অনেকে তো একে অন্যের ওপর অবিচার করে; পক্ষান্তরে কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ অবিচার করে না এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প।'[৩০]

আয়াতে উল্লিখিত الْخُلَطَاءُ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য যৌথ কারবার সম্পাদনকারী ব্যক্তিবর্গ। তবে এটি যৌথ মালিকানাধারী অর্থের অধিক নিকটবর্তী। উপরন্তু আয়াতটি দাউদ আ.-এর জবানে বিধৃত তৎকালীন শরীয়তের বিধান, যা অব্যাহত ও কার্যকর থাকা আবশ্যক নয়। ইবনুল হুমাম রহ. এমনটি বলেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, 'পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধান বর্তমান শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে কি-না' বিষয়টিতে ফকীহদের মতানৈক্য বিদ্যমান। সম্ভবত ইবনে হুমাম বিষয়টিতে উদারতা অবলম্বন করেছেন, নয়তো তিনি এর বিপরীতে কঠোর।

খ. সুন্নাহ : হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কুদসী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

---

২৯. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১০৯; আশ-শারকাভী আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১০৯; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪. পৃ. ২৫৪ ও ২৭১; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ২৭১; আল-হাওয়াশী আলা তুহফাতি ইবনি আযিম।

৩০. সূরা সোয়াদ : ২৪; দ্রষ্টব্য : ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩০; নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২৬৪; আত তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৯

www.amarboi.org

'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি দুই শরীকের মাঝে যৌথ কারবারকারী তৃতীয় ব্যক্তি, যতক্ষণ না একজন তার সঙ্গীর সাথে খেয়ানত করে। যখন খেয়ানত করে তখন আমি তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে যাই।'[৩১]

২. হযরত সায়েব ইবনে আবী সায়েব আল-মাখযুমী রা.-এর হাদীস। ইসলামের প্রথমযুগে তিনি নবীজীর সাথে ব্যবসায়ে অংশীদার ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي ، لاَ يُدَارِي وَلاَ يُمَارِي 'আমার ভাই ও আমার অংশীদারকে মোবারকবাদ। সে বাদানুবাদও করে না, প্রতারণাও করে না।'[৩২]

ইমাম আহমদের উদ্ধৃত আবুল মিনহাল রা.-এর হাদীস : যায়েদ ইবনে আরকাম ও বারা ইবনে আযিব রা. যৌথ কারবার করতেন। তারা নগদ ও বাকি মূল্য দিয়ে রূপা কিনলেন। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন, যে রৌপ্য অংশ নগদ মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে তা বহাল রাখো। আর যে অংশ বাকি মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে তা ফেরত দাও। হাদীসটি এ অর্থে সহীহ বুখারীতে রয়েছে। বুখারীতে হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে : مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ 'যা হাতে হাতে (নগদ) কেনা হয়েছে তা রাখো। আর যা বাকিতে কেনা হয়েছে তা ফেরত দাও।'[৩৩]

এ হাদীসে নবীজীর স্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে। এটি যৌথ কারবার অনুমোদনমূলক অসংখ্য হাদীসের একটি, যেগুলো মৌলিকভাবে এ কারবার অনুমোদনে সন্দেহ দূর করে। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ মানুষের কর্ম ছিল ব্যবসা ও অংশীদারি ব্যবসা। এজন্য ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, যৌথ কারবারের লেনদেন নবীজীর সময়ে প্রচলিত ছিল। নিরবচ্ছিন্নভাবে তা চলে আসছে। কোনো নির্দিষ্ট হাদীস দ্বারা তা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। হেদায়া

---

৩১. أنا ثالث الشريكين হাদীছে কুদসীটি ইমাম আবু দাউদ রহ. উদ্ধৃত করেছেন, খ. ৩, পৃ. ৬৭৭, (তাহকীক : ইযযত উবায়দ); ইবনে হাজার ইবনুল কাত্তানের সূত্রে উল্লেখ করেন, তিনি সনদের এক বর্ণনাকারী মাজহুল (অজ্ঞাত) হওয়ার কারণে এটিকে মা'লল (দোষযুক্ত) বলেছেন। সেই সাথে তিনি দারাকুতনীর সূত্রে বলেন, তিনি সনদটি মুরসাল হওয়ার কারণে এটিকে মালূল (দোষযুক্ত) বলেছেন। আত তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৯; (ছাপা শারিকাতুল তিবাআতিল ফান্নিয়্যা)।

৩২. হাকিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, খ. ২, পৃ. ৬১; মুদ্রণ : দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া। হাকীম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৩৩. আবুল মিনহাল বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন, খ. ৪, পৃ. ৩৭১; ছাপা, মায়মানিইয়া। মূল অর্থের হাদীস বুখারীতে রয়েছে। ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ১৪৩; ছাপা মালাফিয়া।

www.amarboi.org

গ্রন্থকার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন যখন লোকেরা যৌথ কারবার করত। তিনি তাদের এ কারবার বহাল রেখেছেন।[৩৪]

গ. ইজমা : লোকেরা বরাবরই সর্বযুগে সর্বস্থানে এ লেনদেন করে আসছে। প্রত্যেক যুগেই বড় বড় ফকীহ ছিলেন। তারপরও এ লেনদেন অপছন্দনীয় হওয়ার কোনো মত শোনা যায়নি।[৩৫]

ঘ. যুক্তি : শারিকাতুল আনান (সমপুঁজির যৌথ কারবার) হচ্ছে সম্পদ বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির একটি পন্থা। সম্পদ কম হোক বা বেশি, এমন লেনদেনের প্রয়োজন রয়েছে; মানুষের প্রচলনই এর বড় প্রমাণ। এমনকি যৌথ বিশাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যা সাধারণত একজন ব্যক্তির পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয় তা বর্তমান সময়ে লেনদেনের বড় এক ধারা হতে চলেছে। এটা হলো একদিক; অন্যদিকে শারিকাতুল আনানের বিধান ও প্রয়োগে এমন কোনো বিষয় নেই যা শরীয়তের বিপরীত। মূলত শারিকাতুল আনান এক প্রকার ওকালাত (প্রতিনিধি নিয়োগকরণ), কারণ এই শারিকায় প্রত্যেক শরীক অপর শরীকের উকীল। এককভাবে কোনো ব্যক্তি কারো উকীল হলে তা শরীয়তসম্মত হওয়ার বিষয়ে কোনো বিবাদ নেই। সুতরাং দুজনের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষে উকীল হলে তার বিধানও অনুরূপ হবে। তখন একাধিক ওকালাত সংঘটিত হবে। এভাবে এখানে ওকালাত বৈধ হওয়ার দাবি বর্তমান এবং এর বিপরীতে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। যেমনটা ফকীহগণ বলেন। শারিকাতে যদিও অজ্ঞাত বিষয়ের ওকালাত অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে শারিকার আওতায় এমন অজ্ঞাত চুক্তি বৈধ। কেননা অজ্ঞাত বিষয়ের ওকালাত শিরকাতে মূল বিষয় না হওয়ায় তা হয় ক্ষমার্হ। আর কোনো বিষয় যা ক্ষমার্হ তা এড়িয়ে যাওয়া হয়; মৌল বিষয় হলে ঐ বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া হয় না।

শারিকাতুল আমওয়ালে (যৌথপুঁজির কারবার) মুফাওয়াযা চুক্তি (সকল বিষয়ে সমতার পর সমান যৌথ পুঁজির কারবার) বৈধতার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। হানাফীগণ এটিকে বৈধ বলেছেন এবং আগত হাদীস দিয়ে দলিল দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : فَاوِضُوا ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ 'তোমরা মুফাওয়াযা করো তা অধিক বরকতসম্পন্ন।'[৩৬] হাদীসের কিতাবে এ

---

৩৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩

৩৫. বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৪

৩৬. যায়লায়ী নাসবুর রায়া গ্রন্থে বলেন, غريب খ. ৩, পৃ. ৪৭৫। ইবনে হাজার বলেন, غريب অর্থ হলো لم أجده আমি এ হাদীসটি পাইনি। আদ-দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়া, খ. ২, পৃ. ১৪৪; ছাপা আল ফুজালা।

www.amarboi.org

হাদীসটি অপরিচিত (পাওয়া যায় না)। তবে এ চুক্তি জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া হয় মৌলিক বৈধতা দিয়ে। যেহেতু চুক্তির মূল অবস্থা হলো বৈধতা– যতক্ষণ না অবৈধতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে অবৈধতার কোনো প্রমাণ নেই।[৩৭]

অজ্ঞাত বস্তুতে ওকালাত এবং অজ্ঞাত বস্তুর জন্য অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষে কাফালাত অন্তর্ভুক্ত করার কারণে শাফেয়ীগণ এই কারবারকে অবৈধ বলেন। কারণ উল্লিখিত উভয় কারবার স্বতন্ত্রভাবে অবৈধ। সুতরাং যে কারবার উভয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তা অবশ্যই অবৈধতর গণ্য হবে।

শারিকাতুল আমাল ও শারিকাতুল ওজুহ হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে বৈধ। শাফেয়ীগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। শারিকাতুল ওজুহের ক্ষেত্রে মালেকীদের মতও অনুরূপ, তারা অবৈধতার মত প্রদান করেন।
এ কারবার বৈধ হওয়ার পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল প্রমাণ দেওয়া হয় :

প্রথম : মৌলিকভাবে সকল চুক্তি বৈধ, যতক্ষণ না অবৈধ হওয়ার দলিল পাওয়া যায়। এমন কোনো দলিল নেই যা এ কারবার অবৈধ হওয়া সাব্যস্ত করে।

দ্বিতীয় : এ দুটি কারবার করার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক শরীককে অপর শরীকের পক্ষ থেকে অন্তর্নিহিত উকীল বানানোর মাধ্যমে কারবারদ্বয় সহীহ হওয়া সম্ভব, যেন প্রত্যেকের কার্যক্রম ও অর্জিত লাভ সবার জন্য বৈধ হয়। সুতরাং কারবারদ্বয় বাতিল হওয়ার বিধান দেওয়া মোটে যথার্থ নয়।

শাফেয়ীদের মতে শারিকাতুল আমাল ও শারিকাতুল ওজুহ যৌথ পুঁজি না থাকার কারণে বাতিল। উপরন্তু শারিকাতুল আমালে ধোঁকা রয়েছে। মালেকী ফকীহদের মতে শারিকাতুল ওজুহ বাতিল। কেননা এটি পরিশ্রমিকের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ আদায় এবং এমন ঋণের পর্যায়ভুক্ত যা উপকার টেনে আনে। তারা এই শারিকার নাম দিয়েছেন শারিকাতুল যিমাম (شَرِكَةُ الذِّمَمِ)।[৩৮]

ক্ষেত্র বিবেচনায় শারিকাতুল আকদের প্রকারভেদ

এই বিবেচনায় শারিকাতুল আকদ তিন ভাগে বিভক্ত :

১. শারিকাতুল আমওয়াল : شَرِكَةُ أَمْوَال
২. শারিকাতুল আমাল : شَرِكَةُ أَعْمَال
৩. শারিকাতুল ওজুহ : شَرِكَةُ وُجُوه

---

[৩৭] বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৮; আদ-দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়া, খ. ২, পৃ. ১৪৪; নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২৬৫

[৩৮] ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৭, ২৪, ২৮, ৩০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৩৭১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৮

www.amarboi.org

এ প্রকারভেদের কারণ হলো, যৌথ কারবারের পুঁজি যদি নগদ অর্থ হয় তাহলে সেটি শারিকাতুল আমওয়াল। আর যদি শ্রম অন্যের হয় তাহলে সেটি শারিকাতুল আমাল। এর আরো দুটি নাম রয়েছে : ১. شَرِكَةُ صَنَائِعِ : শারিকাতু সানায়ে ২. شَرِكَةُ أَبْدَانٍ : শারিকাতু আবদান।[৩৯]

এটিকে شَرِكَةُ التَّقَبُّلِ : শারিকাতুত তাকাব্বুলও বলা হয়। কেননা কখনো কখনো তাকাব্বুল (প্রস্তাব গ্রহণ) এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হয়, যে গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো কাজে সক্ষম হয় না। তা সত্ত্বেও এই শারিকা করা সম্ভব। কেননা সে তার সক্ষম শরীককে বাধ্য করতে সক্ষম। এভাবে তারা তাকাব্বুলের ক্ষেত্রে শরীক।

যে শারিকা দুই বা ততোধিক শরীকের মাঝে সম্মান ও অবস্থানের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়, যা বিনিয়োগে লাভের যোগ্য, এই শারিকা হলো শারিকাতুল ওজুহ। সাধারণত এ শারিকায় পুঁজি না থাকা এবং দেউলিয়াদের মাঝে এই শারিকা সংঘটিত হওয়ার কারণে একে শারিকাতুল মাফালীসও : شَرِكَةُ الْمَفَالِيسِ বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিশদ বিবরণ হলো :

শারিকাতুল আমওয়াল (شَرِكَةُ أَمْوَالٍ) হলো দুই বা ততোধিক শরীক এই শর্তে চুক্তি করা যে, তারা নিজ পুঁজিতে ব্যবসা করবে এবং জ্ঞাত পরিমাণ অনুপাতে লাভ তাদের মাঝে বণ্টিত হবে। এক্ষেত্রে চুক্তির সময় পুঁজির পরিমাণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, পণ্যক্রয়ের সময় তা জানা যাবে। এবং প্রত্যেক কেনাবেচাতে তাদের সকলের অংশগ্রহণের শর্ত করুক বা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি করার শর্ত করুক, অথবা এ বিষয়টি শর্তমুক্ত রাখুক, বিধান একই। চুক্তি 'ব্যবসায় (তিজারাত), শব্দে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। বরং ব্যবসার অর্থবোধক যে কোনো শব্দ যথেষ্ট। যেমন উভয় শরীক বলল, আমরা আমাদের এই পুঁজিতে অংশীদার হলাম এই শর্তে যে, আমরা কেনাবেচা করব এবং লাভ আমাদের মাঝে অর্ধেক হিসেবে ভাগ করব।

শারিকাতুল আমাল (شَرِكَةُ أَعْمَالٍ) হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির চুক্তি করা এই মর্মে যে, তারা নির্দিষ্ট প্রকারের[৪০] এক বা একাধিক কাজ অথবা অনির্দিষ্ট তবে

---

৩৯. সম্ভবত ইবনে আবেদীন একজনের বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমকেও শারীরিক বিবেচনা করেছেন। তাই শারিকাতুল আবদান নামকরণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এর কারণ হলো, কাজটি উভয় শরীক সাধারণত শারীরিকভাবে করে থাকে। রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৩

৪০. অর্থাৎ প্রকার ও ক্ষেত্র নির্দিষ্ট, যেমন আসবাবপত্রে গদি লাগানো, কাপড় সেলাই করা। হস্তাক্ষর ও অংক শেখানো, কুরআনের হিফয শিক্ষাদান ইত্যাদি যে সমস্ত কারণে মাদরাসা ইত্যাদি গড়ে উঠে। রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৩১

www.amarboi.org

ব্যাপক কোনো কাজ গ্রহণ করবে। পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট জ্ঞাত পরিমাণ অনুপাতে তাদের মাঝে বন্টিত হবে। এর নমুনা হলো : সেলাই করা, কাপড়ে রং লাগানো, ভবন নির্মাণ, চিকিৎসাসামগ্রী তৈরি ইত্যাদি যে কোনো কাজ। কাজ গ্রহণের পূর্বে তাদের পরস্পরের চুক্তি সংঘটন আবশ্যক। যদি তিনজন কোনো কাজ গ্রহণ করে যৌথ কারবারপূর্ব পারস্পরিক চুক্তি ছাড়া; তাহলে তারা যৌথ কারবারী হবে না। তিন শরীকের প্রত্যেকের ভাগে এক তৃতীয়াংশ কাজ সম্পাদন আবশ্যক হবে। যদি কোনো শরীক নিজে পুরো কাজ সম্পাদন করে তাহলে সে এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় সেবাদানকারী বিবেচিত হবে। সুতরাং আদালতের বিচার অনুযায়ী সে এক তৃতীয়াংশ পারিশ্রমিকেরই হকদার হবে।

কাজগ্রহণ প্রত্যেক শরীকের হক হওয়া আবশ্যক, যদিও এমন হতে পারে যে, নির্দিষ্ট একজন কাজ গ্রহণ করবে আর অপর শরীক কাজ করবে। এজন্য সারাখসী আলমুহীত গ্রন্থে বলেন, যদি দোকানের মালিক বলে, আমি কাজ গ্রহণ করব, তুমি গ্রহণ করবে না। আমি তোমাকে কাজ দেব, অর্ধেক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তুমি তা করবে, তাহলে এই কারবার জায়েয হবে না। এ সূত্র ধরে ইবনে আবেদীন বলেন, জায়েয হওয়ার শর্ত হলো : কোনো শরীকের কাজ গ্রহণের অধিকার বাদ পড়বে না; উভয়ের কাজ গ্রহণ করা এবং কাজ করার স্পষ্ট বর্ণনা থাকা শর্ত নয়। এর কারণ, যদি উভয়ে এভাবে শরীক হয় যে, একজন কাজ গ্রহণ করবে এবং অন্যজন কাজ করবে তাতে কেউ কোনো আপত্তি না করে, তাহলে প্রত্যেক শরীক কাজ গ্রহণ ও কাজ সম্পাদন করতে পারবে। যেহেতু শারিকাতে ওকালাত অন্তর্ভুক্ত। এটি হানাফী ফকীহদের বক্তব্য যা মৌলিকভাবে হাম্বলীদের মতের তুল্য। তবে তারা মুবাহ বিষয়াদির মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদারীকে যোগ করেন।[৪১]

হানাফীদের বক্তব্য অনুসারে শারিকাতুল আবদান দু'প্রকার

প্রথম প্রকার : কতক কাজ বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কতক গুলোর সাথে সম্পর্কিত। যেমন ছুতারের কাজ বা কামারবৃত্তি। কাজ দুটি এক হোক বা ভিন্ন ভিন্ন হোক।

দ্বিতীয় প্রকার : হলো নিঃশর্ত যৌথ কারবার, যাউল্লিখিত শর্তের সাথে যুক্ত নয়। যেমন তারা একমত হয়ে যে-কোনো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে-কোনো প্রকার কাজ করবে।[৪২]

---

৪১. ফাতহুল কাদীর। ইবনে আবিদীন সহমত ব্যক্ত করেছেন। বাদায়ে'-তে ভিন্নমত রয়েছে। ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৮-৩৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮-৩৬১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৩১ ও ৩৩৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৫, পৃ. ৫৪৫

৪২. আল-খানিয়া হিন্দিয়্যাসহ, খ. ৩, পৃ. ৬২৪; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৭

www.amarboi.org

শারিকাতুল ওজুহ : (شَرِكَةُ وُجُوه) হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পুঁজি ছাড়া চুক্তিবদ্ধ হওয়া এই মর্মে যে, তারা বাকিতে পণ্যসামগ্রী কিনবে আর তা নগদ মূল্যে বিক্রি করবে। আর পণ্যের মূল্যের দায় অনুপাতে তাদের মাঝে লাভ বণ্টিত হবে।[৪৩]

এমনই মত হাম্বলী মাযহাবের কাজী ঈয়ায ও ইবনে আকীলের। তারা লাভ নির্ধারণ করেছেন পণ্যের মালিকানা অনুসারে, যেন তা দায়মুক্ত বস্তুর লাভ না হয়। কিন্তু অধিকাংশ হাম্বলী ফকীহ্ এ কারবারের লাভ উভয় শরীকের শর্ত অনুযায়ী বণ্টনের মত দিয়েছেন। যেমন শারিকাতুল আনান-এ তাদের মত। যেহেতু এই শারিকায় শারিকাতুল আনানের অনুরূপ কাজ ও অন্যান্য বিষয় রয়েছে। বিশেষত ব্যবসায়িক দক্ষতা ও মানুষের কাছে সম্মানের ক্ষেত্রে দুই শরীকের মাঝে যে ব্যবধান আছে তা-ও লক্ষণীয়। বরং ইবনে কুদামা এই শারিকার চূড়ান্ত পর্যায় লক্ষ করে তা পুঁজিমুক্ত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মুদারাবা : মুদারাবার পরিচয় ও বিধানাবলি এ সংক্রান্ত আলাদা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দেখুন : مُضَارَبَة

সমান বা কমবেশির বিবেচনায় শারিকাতুল আকদের প্রকারভেদ

পাঁচটি বিষয়ে সমান বা কমবেশি হওয়া উদ্দেশ্য :

১. যৌথ কারবারের পুঁজি (نُقُوْد) : যৌথ কারবারের উপযোগী উভয় শরীকের সকল অর্থ সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত;
২. পুঁজির দ্বারা সকল ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন;
৩. লাভ;
৪. ব্যবসায়িক ঋণ থেকে প্রত্যেক শরীকের আবশ্যক অংশের কাফালাত বা দায়িত্ব গ্রহণ।
৫. কার্য পরিচালনার যোগ্যতা।[৪৪]

এ বিষয়গুলোর বিচারে যৌথ চুক্তি দুভাগে বিভক্ত : ১. শারিকাতুল মুফাওয়াযা (شَرِكَةُ مُفَاوَضَة), ২. শারিকাতুল আনান (شَرِكَةُ عَنَان)।

---

৪৩. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩০

৪৪. স্পষ্ট এই পাঁচটি বিষয় বিন্যস্ত করা হয়েছে সম্পদের অংশীদারী বিবেচনায় রেখে। সকল যৌথচুক্তিতে এর প্রয়োগ করতে যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন তা তো স্পষ্ট। যেমন শারিকাতুল আমাল-এর ক্ষেত্রে কাজ গ্রহণ করা পুঁজির স্থলবর্তী। আর কাজের দেখাশোনো মূলপুঁজিকে খাটানোর স্থলবর্তী। শারিকার কারণে যে বিষয়াদির কাফালাত গ্রহণ আবশ্যক তা ব্যবসায়ে ঋণের কাফালাত গ্রহণের স্থলবর্তী। আর শারিকাতুল ওজুহ-এর ক্ষেত্রে দু শরীকের ব্যক্তিসম্মানের পাশাপাশি পণ্যাদির মূল্যের ক্ষেত্রে তাদের আবশ্যকীয় দায় শারিকায় পুঁজির স্থলবর্তী।

www.amarboi.org

হানাফী ফকীহদের মতে শারিকাতুল মুফাওয়াযা হলো : যে শারিকায় উভয় শরীকের মাঝে শারিকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সময়ব্যাপী উপরিউক্ত পাঁচ বিষয়ে সমতা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।[৪৫] কেননা শারিকাতুল মুফাওয়াযা হলো দুই পক্ষ থেকে সম্পাদিত সকল জায়েয চুক্তির অন্যতম। প্রত্যেকের যখন ইচ্ছা তা বাতিল করার অধিকার আছে। তাই এ শারিকার থাকা অব্যাহত অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থার বিধান দেওয়া হয়েছে। আর প্রাথমিক অবস্থায় সমতাবিধান শর্ত করা হয়েছে।[৪৬]

শর্তাদি ব্যাখ্যার আলোচনায় উল্লিখিত পাঁচ বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যা আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শারিকাতুল আনান : হচ্ছে ঐ শারিকা যার মাঝে উল্লিখিত সমতা নেই। মৌলিকভাবে এই সমতা অনুপস্থিত অথবা চুক্তির সময় বর্তমান থাকলেও পরে তা দূর হয়ে গেছে। যেমন চুক্তির সময় উভয় শরীকের সম্পদ ছিল সমান। এরপর তা দিয়ে কেনার পূর্বে একজনের সম্পদের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেল। তখন এই মূল্যবৃদ্ধির কারণেই চুক্তিটি শারিকাতুল আনান-এ রূপান্তরিত হবে।[৪৭]

---

৪৫. উল্লিখিত বিষয়গুলোতে পরস্পরের সমতা বিধানের কারণেই এই শারিকাকে শারিকাতুল মুফাওয়াযা নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা মুফাওয়াযা শব্দের অর্থ অগ্রিম বিচারে সমতা বিধান, যেমনটা মুহীতুল মুহীত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।
এ অর্থ অনুসারেই আফওয়াহ আওদী বলেছেন, لايصلح الناس فوضى لاسراة لهم বিশৃঙখল অবস্থায় লোকদের সংশোধন হবে না, যাদের কোন নেতা নেই। উল্লিখিত فوضى র অর্থ, সবাই এক পর্যায়ের। তাদের এমন কোন নেতা নেই, যে তাদের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করবে আর সবল থেকে দুর্বলের প্রাপ্য আদায় করবে।

৪৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৬

৪৭. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৬
عنان শব্দের উৎপত্তি عن শব্দ থেকে। অর্থ : মনে হওয়া। সুতরাং মনে হওয়ার আগের ও পরের অবস্থা এক সমান হবে না। শারিকাতুল আনান-এর শরীকের অবস্থাও অনুরূপ। শারিকাতুল মুফাওয়াযায় যে বিষয়গুলোর সমতা শর্ত সেগুলোর সবগুলোতে বা কোনো কোনটিতে সমতা রয়েছে বলে এই শরীকের ধারণা হয়। পরে হয়তো সমপর্যায় ক্ষুণ্ন হয়। কাসানী ও আসমাঈ-র মতে শব্দটি عنان الفرس ঘোড়ার লাগাম শব্দ থেকে গৃহীত। এ নামকরণের সূত্র হচ্ছে ঘোড়সওয়ার একহাতে লাগাম ধরে। অপরহাতে ঘোড়া পরিচালনা করে। অনুরূপ অবস্থা শারিকাতুল আনান-এর এই শারিকায়, শরীকের আংশিক সম্পদে শারিকা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপত্তি হলো, জামিদ ইসম থেকে শব্দের নির্গত হওয়া শ্রুতি নির্ভর। যেমন استحجر ও استحسف শারিকাতুল আনান আরবদের পরিচিত কারবার ছিল। তাই অযৌক্তিক শব্দ নির্গত ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৭; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২০

www.amarboi.org

শারিকায় কাফালাত কি বাতিল হবে? স্পষ্ট বিধান হলো, হ্যাঁ বাতিল হবে। কেননা তা অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য কাফালাত। সুতরাং গৌণ হওয়া ছাড়া তা বৈধ নয়। আর শারিকাতুল আনানে কাফালাত অন্তর্ভুক্ত হয় না। ফলে কাফালাত শারিকায় উদ্দিষ্ট বিষয় হয়। আর তা এমন উদ্দিষ্ট বিষয় যা অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে ফাতাওয়া খানিয়াতে বৈধতার মত উদ্ধৃত হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ, কাফালাত সর্বাবস্থায় শারিকায় অমৌল বিষয়, যদিও কাফালাতের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হোক না কেন।[৪৮]

মুফাওয়াযা বৈধ হওয়ার জন্য উলিখিত পাঁচ বিষয়ের সমতাবিধান মালেকীদের মতে শর্ত নয়। বরং তাদের মতে শারিকাতুল আনান ও শারিকাতুল মুফাওয়াযা'র বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য হলো, শারিকাতুল মুফাওয়াযায় প্রত্যেক শরীক অন্য শরীকের জন্য কার্যসম্পাদনকে শর্তমুক্ত করে। ফলে প্রতিটি হস্তক্ষেপে এক শরীক অপর শরীকের কাছে যেতে বাধ্য থাকে না। শারিকা সংক্রান্ত যে-কোনো হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে তার মতামত আছে কিনা তা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয় না। শারিকাতুল আনানের বিষয় ভিন্ন, সেখানে উল্লিখিত বিষয়ে অপর শরীকের অনুমতি ও অনুমোদন আবশ্যক।[৪৯]

হাম্বলীদের মতে মুফাওয়াযা-র দুটি অর্থ রয়েছে

প্রথম অর্থ : চারটি শারিকা অর্থাৎ আনান, মুফাওয়াযা, আবদান ও ওজুহ-এর একত্রিত অবস্থান। দুই শরীকের প্রত্যেকে তার শরীকের জন্য মুদারাবা ও এ সকল শারিকার সকল কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করলে শারিকা সহীহ হবে। কেননা এটি একাধিক সহীহ শারিকার সমষ্টি। উভয় শরীকের কৃত শর্ত অনুসারে লাভ বণ্টিত হবে। আর লোকসান উভয়ের পুঁজি অনুপাতে।

দ্বিতীয় অর্থ : দুই বা ততোধিক শরীক কারবারের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যা কিছু সাব্যস্ত হয় তাতে শরীক থাকবে। এটিও সঠিক, তবে এ শর্তে যে, এর মাঝে তারা বিরল উপার্জন বা ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করবে না। অন্যথায় প্রত্যেক শরীক নিজ অর্জিত সম্পদ ও কর্ম এবং এর সাথে আবশ্যক বিভিন্ন দায়ের ক্ষেত্রে একক থাকবে। 'কেননা প্রত্যেক মানুষ ভালো যা অর্জন করে তা তার। আর মন্দ যা উপার্জন করে তাও তার।' (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)[৫০]

---

৪৮. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২০; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫

৪৯. আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৮-২৬৫; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭১; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৪

৫০. সুরা বাকারা, আয়াত ২৮৬

www.amarboi.org

বিরল উপার্জনের নমুনা হলো কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ, ভূতলে প্রোথিত সম্পদ ও মীরাছ। আর ক্ষতিপূরণের নমুনা হলো : কাফালাত, ছিনতাই, অপরাধের কারণে বা ধারকৃত বস্তু নষ্ট করার কারণে যা আবশ্যক হয়।[৫১]

এই প্রকারের ক্ষেত্রে হাম্বলীগণ উভয় শরীকের সম্পদ অথবা কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতা সমান হওয়ার শর্ত করেন না।

সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় যৌথ চুক্তির প্রকারভেদ

تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

হানাফী ফকীহদের মতে এই বিবেচনায় যৌথ চুক্তি দু'প্রকার : ১. مُطْلَقَة : মুতলাক বা শর্তমুক্ত; ২. মুকাইয়াদ বা مُقَيَّدَة : শর্তযুক্ত।

মুতলাক বা শর্তহীন হলো যাকে এক বা একাধিক শরীকের কাঙ্ক্ষিত কোনো শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয় না। যেমন নির্দিষ্ট ব্যবসাকেন্দ্র, সময়, স্থান অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথে লেনদেনের শর্ত না করা। অর্থাৎ দুই শরীক সব ধরনের ব্যবসায়ে যৌথ অংশগ্রহণ করবে এবং কোনো ধরনের কোনো শর্ত করবে না। এই নিঃশর্ত রাখার দিক তারা দুইয়ের অধিক গ্রহণ করবে না- শর্তহীন সময় বা অন্য কিছু- তাহলে তা হবে শারিকাতুল আনানে।

শারিকাতুল মুফাওয়াযায় অবশ্যই সকল প্রকার ব্যবসা নিঃশর্ত ভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমনটা হিদায়া'র স্পষ্টভাষ্য দ্বারা বুঝে আসে। যদিও আল বাহরুর রায়েকে রয়েছে, এই শারিকা কখনো নির্দিষ্ট কোনো ব্যবসার শর্তে শর্তযুক্ত হতে পারে।[৫২] নিঃশর্ত সময় এই কারবারে একটি সম্ভাব্য বিষয়, আবশ্যিক নয়।

শর্তযুক্ত যৌথচুক্তি হলো যা উল্লিখিত শর্তাদিযুক্ত হয়। যেমন কোনো বস্তু, সময় বা স্থানের শর্তযুক্ত হওয়া। যেমন বিভিন্ন শস্য, তৈরি পোশাক, যানবাহন বা তরিতরকারীর শর্ত করা। অথবা এ বছরের তুলার মওসুমে বা এই জেলায় কারবার পরিচালনার শর্ত করা। কতক দোকান বা ব্যবসাকেন্দ্রের শর্ত করা শারিকাতুল মুফাওয়াযায় গৃহীত নয়। কোনো সময়ের সাথে যুক্ত করা মুফাওয়াযা ও আনান উভয় শারিকায় হতে পারে।

'শর্তমুক্ত' ও 'শর্তযুক্ত' সময়ের শর্ত যুক্ত করার কারণে শারিকার এই প্রকারভেদ সকল মাযহাবে বিদিত। শাফেয়ীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে এক শরীকের কার্য সম্পাদন শর্তযুক্ত করে অন্য শরীকের কার্য পরিচালনা শর্তমুক্ত করা জায়েয। তবে কতক ফকীহ থেকে বর্ণিত, এক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীকের কার্য পরিচালনার

---

৫১. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১৯৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৬৪

৫২. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫১

www.amarboi.org

সীমা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। সময় নির্দিষ্ট করার কারণে শারিকা বাতিল হবে– কতক মালেকীর বক্তব্যে এর সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তাদের স্পষ্ট বিধান হলো, মেয়াদ অনাবশ্যক হলেও শারিকা বৈধ হবে।[৫৩]

জোরপূর্বক যৌথচুক্তি : شَرِكَةُ الْجَبْرِ

এটি এমন শারিকা যা মালেকী ফকীহগণ এককভাবে সাব্যস্ত করেন। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হযরত ওমর রা.-এর ফয়সালা। তাদের কেউ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : اسْتِحْقَاقُ شَخْصٍ الدُّخُولَ مَعَ مُشْتَرِي سِلْعَةٍ لِنَفْسِهِ مِنْ سُوقِهَا الْمُعَدِّ لَهَا ، عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ 'কোনো পণ্য পণ্যের নির্ধারিত বাজার থেকে যে নিজের জন্য কিনেছে তার সাথে বিশেষভাবে কোনো ব্যক্তির অংশগ্রহণের দাবি করা।' সামনের শর্তগুলো থেকে এটি আরো সুস্পষ্ট হবে। তারা এর জন্য সাতটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

তিনটি শর্ত বিশেষভাবে পণ্যসম্পর্কিত। সেগুলো হচ্ছে,

১. পণ্য ক্রয় করা হবে তা বিক্রির জন্য প্রস্তুত/নির্ধারিত বাজারে। কোনো বাড়ী, কোনো একমুখী বা উভয়মুখী গলিতে নয়; নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে;
২. তার ক্রয় হবে ব্যবসার জন্য। ক্রেতা নিজ শপথ দ্বারা অন্য কিছুর জন্য না হওয়া রদ করবে। তবে অন্য অবস্থা ও দলিলাদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে ভিন্ন কথা। যেমন দক্ষতা অর্জনের জন্য বা বিয়ের বাসরের জন্য কেনার বারবার দাবি করা (তখন তার কথা গৃহীত হবে না।)
৩. কেনা দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যবসা হতে হবে যে শহর থেকে কিনেছে সে শহরেই; অন্য কোনো স্থান নিকটবর্তী হলেও সেখানে নয়।[৫৪]

তিনটি শর্ত ব্যবসায় জড়িত শরীক-সম্পর্কিত :

১. কেনার সময় উপস্থিত থাকা;
২. ক্রেতার কাছ থেকে বাড়িয়ে না নেওয়া;
৩. কেনা পণ্যের বিক্রেতা হওয়া। তাদের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এই বাজারের ব্যবসায়ী হওয়া শর্ত নয়।

একটি শর্ত ক্রেতার সাথে সম্পর্কিত। তা হলো, উপস্থিত ব্যবসায়ীদেরকে সে বলবে না, সে নিজের একচেটিয়া মালিকানায় পণ্য নিতে চাচ্ছে, এক্ষেত্রে সে কারো অংশীদারী চাচ্ছে না। সুতরাং যে মূল্য বাড়ানোর প্রতিযোগিতা করতে চায় সে তা করতে পারে।

---

৫৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৩; হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১০
৫৪. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৪; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৬, ৩৬৭

www.amarboi.org

যখন এই সকল শর্ত পূর্ণরূপে থাকবে তখন উপস্থিত ব্যবসায়ীদের শারিকার জন্য বাধ্য করার অধিকার সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে মেয়াদ যত দীর্ঘ হোক না কেন, কেনা পণ্য বাকি থাকাই মৌল বিষয়। শারিকা করতে অনিচ্ছুক হলে ক্রেতাকে তা মেনে নেওয়া পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। তবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে শুফআর মতো এটিও রহিত হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে ক্রেতার জন্য যে-কোনো কারণে- লোকসান বাস্তব হওয়া বা লোকসানের আশঙ্কা হওয়া- উপস্থিত শরীকদেরকে তার সাথে শরীক হতে বাধ্য করার অধিকার নেই, সকল শর্ত পূর্ণরূপে বিদ্যমান হওয়ার পরও। তবে উপস্থিত অন্য ব্যবসায়ীর যদি পণ্যের দরদাম করার সময় তাকে বলে, আমাদেরকে শরীক বানাও, তখন সে হ্যাঁ বলে উত্তর দিল বা চুপ থাকলে তাদেরকে শরীক বানানো হবে।

তাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে যা বুঝে আসে তা হচ্ছে, 'আমাদেরকে শরীক করো' বলে ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব প্রদানে ক্রেতার হ্যাঁ উত্তর পণ্য কেনার সময় ব্যবসায়ীদের উপস্থিতির স্থলবর্তী। সুতরাং বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হওয়ার আগে তাদের চলে যাওয়া শারিকায় অংশগ্রহণে বাধা হবে না। তবে ক্রেতা হ্যাঁ বা না বলে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে নীরব থাকলে ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব প্রদানটি উক্ত পণ্য কেনার সময়ে উপস্থিতির স্থলবর্তী বলে ধর্তব্য হবে না।

তবে সেক্ষেত্রে তাদের অধিকার থাকবে তার নিকট থেকে কসম আদায় করার এই মর্মে যে, সে তাদের বিরুদ্ধে পণ্য কিনেনি।[৫৫]

শারিকা বা যৌথচুক্তির শব্দ : صيغة عقد الشركة

প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে যৌথচুক্তি সংঘটিত হয়। মূল পুঁজির ক্ষেত্রে শারিকাতুল আনান সংঘটনে এর নমুনা হচ্ছে : এক ব্যক্তি অপরকে বলবে, আমি একশ দীনার দিয়ে তোমার সাথে যৌথ কারবারে শরীক হলাম। এ মর্মে যে, আমরা তা দিয়ে ব্যবসা করব আর লাভ আমাদের মাঝে অর্ধেক অনুপাতে বণ্টিত হবে। এভাবে বলল এবং ব্যবসাকে প্রকারমুক্ত রাখল অথবা কোনো প্রকারের সাথে যুক্ত করল, যেমন তৈরী পশমের পোশাক অথবা যে কোনো তৈরি পোশাক। এরপর অপর ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে।

পুঁজির ক্ষেত্রে শারিকাতুল মুফাওয়ায়ায় এর নমুনা হলো : এক ব্যক্তি অপরকে বলবে– উভয়ে স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলমান বা জিম্মী– আমি তোমার সাথে

৫৫. আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৬; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৪; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭২

www.amarboi.org

আমার ও তোমার সমুদয় অর্থে শরীক হলাম (এই ব্যক্তির অর্থ ঐ ব্যক্তির অর্থের সমপরিমাণ) এ মর্মে যে, এ পুঁজি দ্বারা আমরা সকল প্রকার ব্যবসায় করব আর ব্যবসায়িক ঋণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকে অপরের কাফীল। এরপর অপর ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে।

মুখে বলার স্থলাভিষিক্ত হবে কাজ দ্বারা বোঝানো।[৫৬] সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার মালিকানাধীন সমুদয় অর্থ বের করে, আর অপরকে বলে, তুমি অনুরূপ অর্থ বের করো এবং পণ্য কেনো। আল্লাহ্ আমাদেরকে যে লাভ দেবেন তা আমাদের মাঝে সমান হারে অথবা দুই তৃতীয়াংশ তোমার আর এক তৃতীয়াংশ আমার এই হারে বণ্টিত হবে; অপর ব্যক্তি কোনো কথা বলল না। তবে সে তার অর্থ নিল আর নিজ অর্থ দিল। তার সঙ্গীর ইশারা অনুসারে কাজ করল, তাহলে এটিও বিশুদ্ধ শারিকাতুল আনান হবে।

শারিকাতুল মুফাওয়াযার ক্ষেত্রেও অনুরূপ। এক ব্যক্তি তার মালিকানার সমুদয় অর্থ বের করল এবং তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক কোনো সঙ্গীকে বলল, এ পরিমাণ অর্থ বের করো। এই শর্তে যে, দুজনের সমুদয় অর্থ দিয়ে আমরা সকল প্রকার ব্যবসা করব। সমানহারে আমাদের মাঝে লাভ বণ্টিত হবে। ব্যবসায়িক ঋণের ক্ষেত্রে একজন হবে অপরের কাফীল; তারপর অপর ব্যক্তি কোনো কথা বলল না। কিন্তু তার সঙ্গীর ইশারা অনুযায়ী সবকিছু করল। তাহলে এটিও বিশুদ্ধ শারিকাতুল মুফাওয়াযা হবে। এটি হানাফীদের মত।

কাজ দ্বারা বোঝানো যথেষ্ট, এটি মালেকী ও হাম্বলীদেরও মত। কারণ তারা বলার ক্ষেত্রে প্রচলনে অনুমতি বোঝানোকে বিবেচনা করেন– যদি তা শব্দজাতীয় বা শব্দের স্থলবর্তী কোনো কিছু না হয়; যেমন লেখা বা বোবা ব্যক্তির স্পষ্ট ইশারা হয়, তাহলেও তা অনুমতি বুঝাবে। এজন্য মালেকীদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, দু'জনের একজন অপর জনকে যদি বলে, আমাকে শরীক করে নাও আর অপর ব্যক্তি নীরব থাকার মাধ্যমে তার সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলেও যথেষ্ট। দু'জনের সম্পদ একসাথে করা বা যৌথ কারবারে ব্যবসার কার্যক্রম শুরু করাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। যেমন হাম্বলীদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, যৌথ কারবার নিয়ে দুই ব্যক্তির কথা বলা এবং কাছাকাছি সময়ে উভয়ের সম্পদ একত্র করা এবং কাজ শুরু করা যৌথ কারবার অনুমোদনের জন্য যথেষ্ট।

---

৫৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৭; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৫; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০১

www.amarboi.org

শাফেয়ীদের মতে, কাজ দিয়ে বোঝানো শব্দ বা তার স্থলবর্তী হবে না। কারণ, মালিকের কাছে নিজ সম্পদের সংরক্ষণ হচ্ছে মৌলিক অবস্থা। সুতরাং মালিকের মালিকানা থেকে বের করতে হলে অতিরিক্ত শক্তিসম্পন্ন কোনো নির্দেশ লাগবে। এমনকি 'আমরা শরীক হলাম' বলা দ্বারা শারিকা সংঘটিত হওয়ার মতকে শাফেয়ীগণ দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এ সম্ভাবনা আছে যে, উল্লিখিত শব্দ দিয়ে বিগত কোনো যৌথ কারবার বা হস্তক্ষেপমুক্ত প্রতিষ্ঠিত যৌথ মালিকানার সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং শারিকা সংঘটিত হওয়ার জন্যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাক্য হওয়া জরুরি।

তারা শারিকাতুল মুফাওয়াযার শব্দ দিয়ে শারিকাতুল আনান সংঘটিত হওয়া বৈধ মনে করেন। যদি তা শারিকাতুল আনান-এর নিয়তযুক্ত হয়। অন্যথায় শব্দ বাতিল গণ্য হবে, যেহেতু তাদের মতে শারিকাতুল মুফাওয়াযা বৈধ নয়। মোদ্দাকথা, তাদের মতে শারিকার উপযুক্ত শব্দ হলো যা শারিকাতুল আনান-এর ইঙ্গিতবাহী, যেহেতু ইঙ্গিতের মাধ্যমে চুক্তি সংঘটন বৈধ।[৫৭]

কাজ গ্রহণের ক্ষেত্রে শারিকাতুল মুফাওয়াযার নমুনা হলো, কাফালাত গ্রহণের যোগ্য দুজনের একজন অপর জনকে বলবে : আমি তোমার সাথে শরীক হলাম সকল কাজে অথবা এই পেশায় (সেলাই করা, ছুতারের কাজ বা কাসারের কাজ)[৫৮] এই মর্মে যে, আমাদের উভয়ে কাজ গ্রহণ করবে আর আমি ও তুমি কাজের দায়, ক্ষতি ও লাভে সমান শরীক এবং এ মর্মে যে, যৌথ কারবারের কারণে প্রত্যেকের ওপর যা আবশ্যক হবে অপরজন তার কাফীল। এরপর অপরজন প্রস্তাব গ্রহণ করবে। উল্লিখিত শব্দের অনুপস্থিতিতে পারস্পরিক চুক্তি হলে এটি হবে শারিকাতুল আনান। তবে অবশ্যই দুজনকে ওকালাত গ্রহণের যোগ্য হতে হবে, যেমনটা স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে।[৫৯]

ওজুহের ক্ষেত্রে শারিকাতুল মুফাওয়াযার নমুনা হলো : কাফালাত গ্রহণের যোগ্য দুজনের একজন অপর জনকে বলবে, আমি তোমার সাথে শরীক হলাম এই

---

৫৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২-২১৩

৫৮. এই শেষোক্ত মত কাসানী রহ.-এর বক্তব্য থেকে গৃহীত। (শারিকাতুল আমাল হলো কাপড় সেলাই বা রাঙ্গানো ইত্যাদি কাজে দুব্যক্তির শরীক হওয়া। বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৭।) যদিও মুফাওয়াযার ভিত্তিতে অন্যান্য শারিকায় সকল পেশা ও কর্মের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি কিয়াসের দাবি। বরং উপযুক্ত শব্দ হলো নিঃশর্ত অন্তর্ভুক্তি কিয়াসের দাবি যেন গ্রহণ করা যায় এমন কাজ গ্রহণে দুই শরীকের কারো কোন বাধা না থাকে। এটিই তারা মাজালল্লায় গ্রহণ করেছেন; (মাদ্দাহ-১৩৫৯)

৫৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৭, ৬৩ ও ৬৫

www.amarboi.org

মর্মে যে, আমি আর তুমি যৌথ ব্যবসা করব। বাকিতে কিনে নগদে বিক্রি করব। আমরা যা কিনব সে বস্তু, তার মূল্য ও লাভের ক্ষেত্রে সমতাবিধান এবং ব্যবসার ঋণ ও এজাতীয় যে দায় প্রত্যেকের আবশ্যক হয় সেগুলোতে প্রত্যেকে অপরের কাফীল হবো। তখন অপরজন তার প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

উপরিউক্ত শব্দে শর্তাদির কোনোটি লঙ্ঘিত হলে এই কারবার শারিকাতুল আনানে পরিণত হবে। তবে সর্বাবস্থায় উভয়ের ওকালাত গ্রহণের যোগ্য হওয়া এবং বস্তুর মূল্যের দায় অনুপাতে উভয়ের মাঝে লাভ বণ্টিত হওয়া আবশ্যক। সামনে শর্তাদির আলোচনায় এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা আসছে।

এক শরীক যদি অপরকে বলে, আমি তোমার সাথে মুফাওয়াযা করলাম (فاوضتك) আর সে তা গ্রহণ করে, তাহলে এ প্রস্তাব গ্রহণ যথেষ্ট। কেননা তার শব্দ (فاوضتك) যৌথ কারবারের সকল বিষয়ে পূর্ণ সমতা বোঝায়। যখন উভয় শরীক এই শব্দ উল্লেখ করবে তখন তার হুকুম সাব্যস্ত হবে, শব্দকে তার অর্থে বিবেচনা করে।[৬০]

যৌথ চুক্তির শর্তাদি

সাধারণ শর্তসমূহ :

এই শর্তগুলো যৌথ কারবারের মূল তিন প্রকার : শারিকাতুল আমওয়াল, শারিকাতুল আমাল ও শারিকাতুল ওজূহ-এর কোনো এক প্রকারের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এগুলো সাধারণ শর্ত; তা বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত :

প্রথম প্রকার : মুফাওয়াযা ও আনান উভয় শারিকার ক্ষেত্রে :

প্রথম : ওকালাত গ্রহণের যোগ্যতা

দুটি বিষয়ের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করা যায় :

১. ওকালাতের জন্য চুক্তিকৃত কার্য পরিচালনার যোগ্যতা : যেন তা দ্বারা শারিকার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। শারিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভের ক্ষেত্রে অংশীদারী। কেননা এর পন্থা হলো, দুজন শরীকের প্রত্যেকে অপরের ওকীল হবে তার কর্তৃত্বাধীন বস্তুর অর্ধেকে আর বাকি অর্ধেকে হস্তক্ষেপে ও নিয়ন্ত্রণে সে হবে মূল ব্যক্তি। অন্যথায় পুরো অংশে মূল ব্যক্তি পূর্ণ লাভ অর্জনে একক ব্যক্তি হবে। অপরের পক্ষ থেকে কার্য সম্পাদনকারী সাধারণত কর্তৃত্ব বা ওকালাতের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করে। ধরে নেয়া যাক কর্তৃত্ব নেই, তাহলে শুধু ওকালাতই অবশিষ্ট থাকল।[৬১]

---

৬০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৭, ৬৩ ও ৬৫

৬১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩০

www.amarboi.org

সুতরাং ঘাস কাটা, কাঠ কাটা, শিকার করা ইত্যাদি এমন কাজ যেগুলোতে শারিকা বৈধ নয়, যেহেতু এগুলো ওকালাত গ্রহণের অযোগ্য। এগুলোর ক্ষেত্রে মালিকানার কারণটি যে সম্পাদন করে (অর্থাৎ শিকার করা, ধরা বা গ্রহণ করা) তার জন্যই মালিকানা সাব্যস্ত হয়, যেমন অন্যান্য মুবাহ্ বিষয়ের মালিকানার ক্ষেত্রে। শরীয়ত এগুলোর ক্ষেত্রে আগে হাতে নেওয়াকে মালিকানার কারণ সাব্যস্ত করেছে।[৬২]

২. প্রত্যেক শরীকের ওকীল বানানো ও ওকীল হওয়ার যোগ্যতা

কেননা প্রত্যেক শরীক অর্ধেক সম্পদে ওকীল এবং অন্য অর্ধেকে মূল ব্যক্তি। সুতরাং ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এমন বালক এবং এমন বিকারগ্রস্ত যে সুস্থমস্তিক নয় তাদের পক্ষ থেকে যৌথ কারবার সহীহ্ নয়।[৬৩]

উল্লিখিত শর্তটির উভয় অংশ সর্বজনগৃহীত।[৬৪] কেননা সকলে একমত যে, শারিকাতে ওকালাত অন্তর্ভুক্ত। তবে এই শর্তের প্রয়োগক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ :

ক. মুবাহ্ বিষয়াদি : হানাফীদের মতে এটি ওকালাত গ্রহণের যোগ্য নয়। তবে অন্যদের মতে তা ওকালাত গ্রহণের যোগ্য। এ কারণে মালেকীগণ শারিকাতুল আবদানের (যৌথ কায়িক পরিশ্রম) উদাহরণ দিয়েছেন, একাধিক শিকারীর শিকার সন্ধান অথবা একাধিক খননকারীর খনিজসম্পদ সন্ধান- যা বর্তমানে যৌথ পেট্রোল কারবার সদৃশ- এবং খননকাজে যৌথ অংশগ্রহণ করা। মুবাহ বিষয়াদি অর্জনে শারিকা বৈধ হওয়া হাম্বলীদের স্পষ্ট মত। এমনকি তারা এই শারিকাকে শারিকাতুল আমালের একটি পৃথক প্রকার নির্ধারণ করেছেন।[৬৫]

খ. লেনদেন নিষিদ্ধ ব্যক্তির অভিভাবকের যৌথ কারবার : শাফেয়ী ও হাম্বলীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে লেনদেন-নিষিদ্ধ ব্যক্তির অভিভাবক লেনদেন-নিষিদ্ধ ব্যক্তির সম্পদ দিয়ে যৌথ কারবার করা বৈধ। কেননা এই সম্পদ দ্বারা তার জন্য মুদারাবা করা জায়েয। অথচ মুদারাবার ক্ষেত্রে শ্রমিক লাভের একটা অংশ নিয়ে যায়। সুতরাং যৌথ কারবার জায়েয হওয়া তো আরো অধিক যুক্তিযুক্ত। যেহেতু এর লাভ পুরোটাই পুঁজিদাতা ব্যক্তি পায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মত হলো, দুই শরীকের একজন যদি মারা যায় আর মৃত শরীকের ওয়ারিস লেনদেন-নিষিদ্ধ হয়,

---

৬২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৫; পুরোটা রয়েছে বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৩

৬৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৮

৬৪. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১০৯

৬৫. আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২২৫ ও ২৬৯; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭১; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৪৫; দালীলুত তালিব, পৃ. ১২৭

www.amarboi.org

তাহলে এই ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য আবশ্যক হচ্ছে শারিকা কল্যাণকর মনে হলে তা অব্যাহত রাখা। এর প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, কার্য সম্পাদনকারী শরীকের বিশ্বস্ত হওয়া। যদি তার আমানতদারি নেই বলে স্পষ্টভাবে জানা যায়, পরে সম্পদও নষ্ট হয়, তাহলে অভিভাবককে জরিমানা বহন করতে হবে। কারণ, অপর শরীকের আমানতদারির খোঁজ নিতে সে ত্রুটি করেছে।[৬৬]

স্মর্তব্য যে, ওকীল নিয়োগের যোগ্যতা ও ওকীল হওয়ার যোগ্যতা এ দুটি যোগ্যতা বিবেচ্য সে ক্ষেত্রে, যেখানে উভয়ের সাথে কাজ যুক্ত হবে। যদি শুধু একজনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে হানাফীদের মতে এটি শুধু শারিকাতুল আনান-এর ক্ষেত্রে হতে পারে। সেখানে শর্ত হলো, অনুমতি প্রদানকারীর ওকীল নিয়োগের যোগ্যতা আর অনুমতিপ্রাপ্তের ওকীল হওয়ার যোগ্যতা। এজন্য এক্ষেত্রে শাফেয়ীদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, এ অবস্থায় অনুমতি প্রদানকারী অন্ধ হতে পারে। যদিও উভয়ের সম্পদ একত্র করার ক্ষেত্রে ওকীল নিয়োগ আবশ্যক। তবে অনুমতিপ্রাপ্তের চক্ষুষ্মান হওয়া আবশ্যক।[৬৭]

দ্বিতীয় : আনুপাতিক হারে লাভের পরিমাণ জানা থাকা : أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ

প্রত্যেক শরীকের লাভের অংশ হতে হবে ব্যাপক অংশে নির্দিষ্ট, যা মোট পুঁজিতে প্রত্যেক শরীকের অংশ হিসাবে ধার্য হবে। যেমন অর্ধেক। সুতরাং যদি আনুপাতিক পরিমাণ উল্লেখ ছাড়া শরীকের জন্য লাভের একটি অংশ থাকবে, এই মর্মে চুক্তি হয় তাহলে সে চুক্তি ফাসেদ হবে। কেননা যৌথ কারবারের উদ্দেশ্য হলো লাভ অর্জন। সুতরাং লাভ অজ্ঞাত থাকলে মূল চুক্তি ফাসেদ হবে। যেমন বিক্রি ও ইজারার ক্ষেত্রে মূলবস্তু এবং তার বিনিময় অজ্ঞাত থাকলে বিক্রি ও ইজারা ফাসেদ হয়ে যায়।

একইভাবে চুক্তি ফাসেদ হবে যদি লাভে শরীকের পরিমাণ জ্ঞাত হলেও পুরো লাভের বিচারে পরিমাণ অজ্ঞাত হয়। যেমন একশ বা তার কম-বেশ। কেননা এভাবে লাভের অংশ নির্ধারণ করা চুক্তির চাহিদা অর্থাৎ লাভে উভয়ের অংশী হওয়ার পরিপন্থী। হতে পারে এক শরীকের জন্য নির্ধারিত অংশ পরিমাণই লাভ অর্জিত হবে। তখন তা একজনের অংশে চলে যাবে। অন্য কারো তাতে কোনো অংশ থাকবে না। তারা বলেন, এমন নির্ধারণ যৌথ কারবারের চুক্তি বাতিল করে

৬৬. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, টীকাসহ, খ. ৫, পৃ. ৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৪

৬৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৩

www.amarboi.org

দেবে। কেননা শর্তকৃত লভ্যাংশই যদি পূর্ণ অর্জিত লাভ হয় তাহলে শারিকাতে (যৌথ কারবার) যে শরীক লাভ থেকে কোনো অংশ নেয়নি তার নিকট থেকে ধার নেওয়া হয়ে যাবে অথবা তা হবে ইবযা (কাউকে পুঁজির লাভ একক ভাবে প্রদান)।। তবে শারিকার পুঁজি বহির্ভূত সম্পদ থেকে শরীকের জন্য নির্দিষ্ট জ্ঞাত পরিমাণ পারিশ্রমিক, যেমন প্রতিমাসে পঞ্চাশ বা একশ দীনার নির্ধারণ করা হয়, তাহলে আল মুহীতুল বুরহানী থেকে আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যায় উদ্ধৃত করা হয়েছে, শারিকা সহীহ হবে; আর শর্ত বাতিল গণ্য হবে।[৬৮]

উল্লিখিত শর্তটি সর্বজনগৃহীত। এ মাসআলায় ইবনুল মুনযির রহ. আলেম সমাজের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন। দুই শরীকের কারো জন্য লাভের নির্দিষ্ট অংক যেমন একশত দীনার শর্ত করা হলে শারিকা সহীহ হবে না। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংকের লাভ এক শরীকের জন্য নির্ধারণ করা হোক বা লাভের আনুপাতিক হার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত নির্ধারণ করা হোক অথবা সে আনুপাতিক হার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কম নির্ধারণ করা হোক বিধান অভিন্ন। কেননা উল্লিখিত সকল অবস্থায় কোনো এক শরীকের জন্য সম্পূর্ণ লাভ বিশিষ্ট করা হতে পারে। আর তা যৌথ কারবারের উদ্দেশ্য পরিপন্থী। অথবা হানাফীদের পরিভাষা অনুযায়ী যৌথ কারবার বাতিলকারী।

এ পর্যায়ভুক্ত মাসআলা হলো, যদি এক শরীকের জন্য যৌথ কারবারের দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোনো দ্রব্যের অর্জিত লাভ প্রদানের শর্ত করা হয়। যেমন এই কাপড় বা এই দু কাপড়ের একটি অথবা অনুরূপভাবে সফরের লাভ, যেমন প্যারিসের এই সফর অথবা এই সফর এবং তার পরবর্তী লন্ডনের সফর অথবা এই মাস বা এই বছরের লাভ কোনো এক শরীককে প্রদানের শর্ত করা হলে যৌথ কারবার বাতিল হবে।

হাম্বলীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে এক শরীক যদি অপর শরীককে বলে, অর্ধেক পণ্যের লাভ তোমার, তাহলে এটিও উল্লিখিত মাসআলার পর্যায়ভুক্ত হয়ে শর্তের কারণে বাতিল হবে। কেননা এর পরিণতি হলো, লাভের একটি অংশে একজনের প্রাধান্য হবে এ ধারণায় যে, এ লাভ সে অর্ধেকে তার কাজ থেকে অর্জিত। তবে যারা মনে করেন 'অর্ধেকের লাভ' আর 'লাভের অর্ধেক' এক তাদের মত ভিন্ন। তাদের নিকট তা জায়েয হবে।[৬৯]

---

৬৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৯, ৮১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৫; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৫০; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪

৬৯. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৪, ১৪৮, ১৪৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০০

www.amarboi.org

দ্বিতীয় প্রকার শর্তাবলি : যেগুলো শারিকাতুল মুফাওয়াযার সাথে বিশিষ্ট

এ শর্তগুলোর কোনো একটিতে ব্যতিক্রম হলে এই শারিকা শারিকাতুল আনানে রূপান্তরিত হবে।

প্রথম : কাফীল হওয়ার যোগ্যতা

হানাফীদের মতে এটি উভয় শরীকের জন্য আবশ্যক শর্ত। কেননা তাদের প্রত্যেকে ব্যবসার ঋণ এবং এজাতীয় ঋণের ক্ষেত্রে অপরজনের কাফীলের স্থলাভিষিক্ত। ব্যবসাজাতীয় ঋণের নমুনা হলো কর্জ নেওয়া। এ জাতীয় যা কিছু এক শরীকের জন্য আবশ্যক অপর শরীকের জন্যও তা আবশ্যক হবে। সুতরাং যার মাঝে এই যোগ্যতার শর্তগুলো– যেমন বালেগ হওয়া, সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া ইত্যাদি পূর্ণরূপে নেই তার জন্য শারিকাতুল মুফাওয়াযা বৈধ নয়। যদি নাবালেগ শিশু অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এই শারিকা করে তবুও তা বৈধ হবে না। যেহেতু এটির প্রতিবন্ধকতা ব্যক্তিগত; শিশু তো স্বেচ্ছাদানের যোগ্য নয়। তাছাড়া এই কাফালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উল্লিখিত প্রকারের যে ঋণ এক শরীকের ওপর আবশ্যক সেটিতে অন্য শরীকের কাফালাত গ্রহণ। এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ রহ. মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির শারিকাতুল মুফাওয়াযায় অংশগ্রহণে নিষেধ করেন। এবং তার শ্রেণীভুক্ত যেমন মুরতাদ। কেননা তার কাফালাত তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সীমিত। অথচ শারিকাতুল মুফাওয়াযা-য় কাফালাত সীমিত নয়।

মৌলিকভাবে শারিকাতুল মুফাওয়াযার ক্ষেত্রে যারা হানাফীদের সঙ্গে একমত, তারা বিশদ বিধানে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা হচ্ছেন মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণ। তারা কাফালাতকে এই শারিকার ভিত্তি নির্ধারণ করেননি। তারা শারিকাতুল মুফাওয়াযায় নিহিত ওকালাতকে যথেষ্ট মনে করেন। তাই তাদের মতে এই শারিকায় এক শরীকের ওপর আবশ্যক অর্থদণ্ডের দায় অপর শরীকের ওপর আবশ্যক হবে না, যতক্ষণ না তার অনুমোদনক্রমে প্রথম শরীক অর্থদণ্ডের আবশ্যকীয় কারণে অংশ নেয়।[৭০]

দ্বিতীয় : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতায় সমান হওয়া শর্ত মনে করেন। তাই তাদের মতে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, এক ধর্মাবলম্বী, যেমন দুজন মুসলমান বা দুজন খ্রিস্টানের মাঝে শারিকা চুক্তি সহীহ। এক্ষেত্রে এক ধর্মাবলম্বী হওয়ার স্থলবর্তী হবে দুই জিম্মী (মুসলিম

---

৭০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬০-৬১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮; আল-খিরাশী, আলা-খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬১; আশ-শরহুল কাবীর, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৯৮

www.amarboi.org

দেশের অমুসলিম নাগরিক) যদিও তাদের একজন হয় আহলে কিতাব (ইহুদী বা খ্রিস্টান), আর অন্যজন হয় অগ্নিপূজক। তারা একই বিধানভুক্ত গণ্য হবে, কারণ ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম এক ধর্মের হুকুমভুক্ত।[৭১]

স্বাধীন এবং গোলামের মাঝে শারিকাতুল মুফাওয়াযা সহীহ নয়, যদিও গোলাম মুকাতাব (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আযাদ হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ) বা লেনদেনের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর মাঝে, মুসলমান ও কাফেরের মাঝে শারিকাতুল মুফাওয়াযা সহীহ নয়। যেহেতু উপরিউক্ত শর্ত- উভয়ে কর্তৃত্বের যোগ্য হওয়া-অনুপস্থিত। কারণ স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য অনুমতি থাকলেও গোলাম ও শিশু লেনদেনে নিষিদ্ধ ব্যক্তি। কাফের শূকর কিনতে ও বিক্রি করতে পারবে, অথচ মুসলমান তেমন করতে পারে না। (তাই তাদের মাঝেও মুফাওয়াযার কারবার হতে পারে না।)

আবু ইউসুফ রহ. ওকালাত ও কাফালাতের যোগ্যতায় সমান হওয়া যথেষ্ট মনে করেন। এছাড়া অন্য বিষয়ের তারতম্য বিবেচনা করেন না। এ কারণে তিনি আহলে কিতাব ও অগ্নিপূজকের মাঝে শারিকাতুল মুফাওয়াযা সহীহ হওয়ার সাথে তুলনা করে মুসলমান ও জিম্মীর মাঝে শারিকাতুল মুফাওয়াযার সংঘটন বিশুদ্ধ মনে করেন। ওকালাত ও কাফালাতের যোগ্যতায় সমান হওয়ার পর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের যোগ্যতার কমবেশ সত্ত্বেও উপরিউক্ত চুক্তি তার মতে বৈধ। তবে তিনি মুসলমান ও কাফেরের যৌথ কারবার মাকরূহ মনে করেন। কেননা কাফের ইসলামে বৈধ হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে অবগত থাকবে না। আর খোঁজ পেলেও সে বৈধ ক্ষেত্রগুলোর বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন সুদ ও এ জাতীয় বিষয় থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে না। এভাবে তার সাথে যৌথ কারবারের কারণে মুসলমান অবৈধ ও হারাম বস্তু ভক্ষণের শিকার হবে।[৭২]

মুসলমান ও কাফেরের যৌথ কারবারকে শাফেয়ীরা মাকরূহ মনে করেন। মালেকী ও হাম্বলীগণ মাকরূহ হওয়ার ত্রুটি দূর করেন এই শর্ত আরোপ করেন, কাফের শরীক মুসলিম শরীকের উপস্থিতি ছাড়া কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। কারণ, তখন যৌথ কারবারে কাফেরের হস্তক্ষেপ দ্বারা শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সম্পাদন করা থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। আর যে সকল হস্তক্ষেপে মুসলিম শরীক অনুপস্থিত থাকবে আর সে ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রের

---

৭১. এটি ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকারের কারণ বিশেষণ। আল-ইনায়া গ্রন্থকারের কারণ বিশেষণ ভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে। তিনি বলেন, উভয়ে যিম্মী হওয়ার বিবেচনায় সমান হওয়ার কারণে। (আল-ইনায়া আলাল হিদায়া, ফাতহুল কাদীরসহ, খ. ৫, পৃ. ৭)

৭২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৭-৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮

www.amarboi.org

বাইরে অন্য ক্ষেত্রে যেমন সুদচুক্তি, মদ ও মৃত জন্তু কেনা চুক্তি সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হবে, হাম্বলীদের স্পষ্ট ভাষ্যমতে সে চুক্তি ফাসেদ হওয়ার সাথে সাথে দন্ড ও দায় কাফেরের ওপর আবশ্যক হবে। আর যেক্ষেত্রে হারাম বিষয়ে চুক্তি সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট, সেক্ষেত্রে মূলনীতি হলো চুক্তিটি বৈধ হওয়া। (সুতরাং এমন ক্ষেত্রে চুক্তি বৈধ হবে।)

জায়েয হওয়ার পক্ষে তাদের দলিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারবাসী ইহুদীদের সাথে খায়বারের ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে যৌথ কারবার করেছিলেন। এমনিভাবে মদীনায় এক ইহুদীর নিকট থেকে তিনি খাবার কিনেছেন এবং তার কাছে নিজ বর্ম বন্ধক রেখেছেন। এরপর তা বন্ধক থাকা অবস্থায় নবীজীর ওফাত হয়েছে।[৭৩] এটিও তাদের সাথে কৃত চুক্তি। মালেকীদের বক্তব্যে এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ প্রকাশিত হয় না। তবে তারা বলেন, যদি মুসলিম শরীক তার কাফের শরীকের সুদী কারবারে সন্দিহান হয় তাহলে তার লাভটুকু দান করে দেওয়া মুস্তাহাব। আর যদি মদ সংক্রান্ত কারবারে সন্দিহান হয় তাহলে সমুদয় অর্থ সদকা করা উচিত।[৭৪]

তৃতীয় : কোনো শরীকের পক্ষ থেকে শ্রমদানের শর্ত না করা

(أَنْ لاَ يُشْتَرَطَ الْعَمَلُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ)

যদি (শারিকাতুল মুফাওয়াযায়) কোনো এক শরীকের শ্রমদানের শর্ত করা হয় তাহলে হানাফীদের মতে এই যৌথ কারবার বাতিল হবে।[৭৫] কেননা এই শর্তারোপ মৌলিক কার্য পরিচালনার যেগুলোতে অংশগ্রহণ সম্ভব সেগুলোতে সমতাবিধান শীর্ষক করা মুফাওয়াযা চুক্তির বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। মালেকীদের মত এক্ষেত্রে হানাফীদের মতের কাছাকাছি। যেহেতু সাধারণভাবে সকল যৌথ পুঁজির কারবারে তাদের শর্ত হলো, মূল পুঁজি অনুসারে শরীকের শ্রমদান। অর্থাৎ প্রত্যেক শরীক তার পুঁজি অনুপাতে শ্রমদান করবে। সুতরাং যদি মূল পুঁজির অর্ধেক তার হয় তাহলে এই কারবারে তাকে অর্ধেক শ্রমদান করতে হবে। আর যদি তার প্রদত্ত পুঁজি হয় তিন ভাগের দুভাগ তাহলে ওই পরিমাণ শ্রমদান করতে হবে। এটিই মৌলনীতি, যদি

---

৭৩. انه عامل أهل خيبر-ইবনে ওমর রা.-এর সূত্রে হাদীসটি বুখারী রহ. উদ্ধৃত করেছেন। ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ১৩; ছাপা, আস সালাফিয়্যা; মুসলিম রহ., খ. ৩, পৃ. ১১৮৬ ছাপা হালাবী, আর ان النبي صلى الله عليه وسلم توف ودرعه مرهونة হাদীসটি বুখারী রহ. উদ্ধৃত করেছেন। ফাতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৯৯; ছাপা আস সালাফিয়্যা।

৭৪. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১০; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ২৪৫; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮

৭৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৫০

www.amarboi.org

ব্যতিক্রম কোনো শর্ত না করা হয়। যেমন এক বা দুই তৃতীয়াংশ শ্রমদানের শর্ত করা হয় অর্ধেক পুঁজি দেওয়া শরীকের জন্য; সেক্ষেত্রে শারিকা ফাসেদ হবে, আর লাভ বণ্টিত হবে পুঁজিতে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে। প্রত্যেক শরীক অপর শরীকের নিকট থেকে তার প্রাপ্য শ্রমের বিনিময় উসুল করবে। শর্ত করা ছাড়া কোনো শরীক যদি স্বেচ্ছাদান হিসেবে অতিরিক্ত শ্রমদান করে, তাহলে তাতে সমস্যা নেই। এটি তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও স্বেচ্ছাদান।[৭৬]

সাধারণভাবে মূল পুঁজির কারবারের সাথে নির্দিষ্ট শর্তাবলি

সাধারণভাবে অর্থাৎ যৌথ কারবারটি মুফাওয়াযা বা আনান যাই হোক।

প্রথম শর্ত : মূল পুঁজি হতে হবে নগদ; ঋণ নয়। কারণ, যে ব্যবসার মাধ্যমে যৌথ কারবারের উদ্দেশ্য অর্থাৎ লাভ অর্জিত হবে তা ঋণ দ্বারা অর্জিত হবে না। সুতরাং ঋণকে মূল পুঁজি বানানো যৌথ কারবারের উদ্দেশ্য পরিপন্থী।[৭৭]

দ্বিতীয় শর্ত : পুঁজি মূল্যজাতীয় হওয়া :

পুঁজি মৌলিক অর্থ হবে, যেমন টাকশালের ছাপমারা সোনা, রূপা অথবা প্রচলিত অন্য মুদ্রা অথবা ছাপহীন স্বর্ণ-রৌপ্য-[৭৮] যদি এগুলো দ্বারা লেনদেনের প্রচলন থাকে– এটি হানাফী মাযহাবের স্থিরীকৃত মত।

সকল পণ্য অর্থাৎ মৌলিক দুটি মুদ্রা জাতীয় ধাতু স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্য কোনো বস্তু যৌথ কারবারের পুঁজি বা কোনো শরীকের প্রদেয় পুঁজির অংশ হতে পারে না।[৭৯] যদিও এ বস্তুগুলো পাত্র বা ওজন দ্বারা পরিমাপযোগ্য অথবা কাছাকাছি গড়নের গুনে গুনে বিক্রি করার বস্তু হয়। জাহিরুর রিওয়ায়াহ-মতে এটি আবু হানীফা রহ.-এর মত। তার সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন আবু ইউসুফ রহ. ও কতক হাম্বলী ফকীহ।

---

৭৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৫; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭০; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৩

৭৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬০; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৭

৭৮. এ দুটিকে আভিধানিক ভাবে تبر বলা হয়, আগুনে এগুলোকে গলানো পর্যন্ত। অর্থাৎ খনিজে মিশ্রিত মাটি থেকে পরিষ্কার করার আগে। অন্যথায় এগুলোর নাম نقرة আল মিসবাহ অভিধানে আছে, نقرة অর্থ ঐ রৌপ্যটুকরা, যাকে খনিজ মাটি থেকে পরিস্কার করে আগুনে গলানো হয়েছে।

৭৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৯ ও ৩৬১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১৫-১৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০৬; আল-ফুরূ, খ. ২, পৃ. ৪১৭

www.amarboi.org

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং অনেক শাফেয়ী ফকীহর মতে এ পণ্যজাতীয় বস্তু দুপ্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার : পাত্র দ্বারা পরিমাপযোগ্য বস্তু, ওজন করে পরিমাপযোগ্য বস্তু এবং কাছাকাছি গড়নের গণনাযোগ্য পণ্য। দ্বিতীয় প্রকার : অন্যান্য পণ্য।

অন্য ভাষায়, তারা মিছলী বস্তুর ও মূল্য জাতীয় বস্তুর (المُتَقَوَّم) মাঝে পার্থক্য করেন। সাধারণভাবে দ্বিতীয় প্রকারে যৌথ কারবার সংঘটিত হতে পারে না বলে মত দিয়েছেন। আর প্রথম প্রকারে হওয়ার মত দিয়েছেন, দুজনের সম্পদ এক শ্রেণীভুক্ত হলে সেগুলো মিশ্রণের পর। এ মতের কারণ, এই প্রকারভুক্ত বস্তুগুলো পণ্যসর্বস্ব বস্তু নয়। বরং এক বিচারে এগুলো পণ্য, যেহেতু নির্দিষ্ট করলে এগুলো নির্দিষ্ট হয়। আবার এক হিসাবে এগুলো মূল্য, যেহেতু অন্যান্য মূল্যের মতো এগুলো দ্বারা দায়িত্বে আবশ্যক ঋণ রেখে কোনো বস্তু কেনা যায়। সুতরাং এ বস্তুগুলোর উভয় সাদৃশ্যে প্রতি লক্ষ রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ সঙ্গত। সে হিসাবে উভয়ের সম্পদ এক করার পূর্বে পণ্যের সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ করা হয়েছে। তাই তখন শারিকা সংঘটন নিষিদ্ধ। আর উভয়ের সম্পদ এক করার পর মূল্যের সাদৃশ্যে প্রতি লক্ষ করে এগুলো দ্বারা শারিকা সংঘটন করা অনুমোদিত হলো। কেননা উভয়ের সম্পদ এক করার মাধ্যমে শারিকার অস্তিত্ব লাভ হয়। ফলে সম্পদ এক করার মাধ্যমে যৌথ চুক্তির বিষয়টি শক্তি অর্জন করে।

তবে এ পণ্য জাতীয় বস্তু এক শ্রেণীভুক্ত হলেই কেবল যৌথচুক্তি বৈধ হওয়ার কারণ হবে। এক শ্রেণীর বস্তুকে অন্য শ্রেণীভুক্ত বস্তুর সাথে মেলানো হলে, যেমন গমকে যবের সাথে, তেলকে ঘির সাথে মেলানো হলে, এই মিশ্রণ মিছলী বস্তু থেকে তার মিছলী হওয়ার বৈশিষ্ট্য দূর করে দেবে।

আর বস্তুর এই গুণ দূর হওয়ার পরিণতি হলো, মূল পুঁজি ও লাভ অজ্ঞাত হওয়া এবং লাভ বণ্টনে বিবাদ হওয়া। যেহেতু এর মূল্যমান নির্ধারণের জন্য এর পরিমাণ জানার প্রয়োজন হবে। আর মূল্যমান নির্ধারণ একটি ধারণার বিষয়। নির্ধারণকারীর ভিন্নতার দরুন মূল্য বিভিন্ন হয়। অথচ মিছলী বস্তুর ভিন্ন অবস্থা। যেহেতু তার অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায়। (সুতরাং মিছলী বস্তু এক শ্রেণীভুক্ত হলে মূল পুঁজি ও লাভের ক্ষেত্রে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নেই।)

অধিকাংশ হাম্বলী ফকীহ এবং কতক শাফেয়ীর মতে যে-কোনো ছাপই হোক না কেন, ছাপকৃত মুদ্রা মূল পুঁজি হওয়া শর্ত। হাম্বলী ফকীহ ইবনে কুদামা বলেন, এক্ষেত্রে খাঁদ থাকার কোনো ছাড় নেই। তবে মুদ্রা তৈরিতে অপরিহার্য পরিমাণে খাঁদ থাকলে তার বিধান ভিন্ন।[৮০]

---

৮০. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৬; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৬; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭

www.amarboi.org

মালেকীদের মতে, প্রত্যেক শরীক স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা দিলে যৌথচুক্তির সংঘটন বৈধ হবে। একইভাবে একজন স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করলে আর অপরজন তেমনই করলে চুক্তির সংঘটন বৈধ হবে। অথবা এক পক্ষ থেকে নগদ বস্তু, অন্য পক্ষ থেকে পণ্য অথবা উভয়ের পক্ষ থেকে পণ্য একত্র করলেও যৌথচুক্তি সংঘটিত হবে। উভয়ের পণ্য এক শ্রেণীভুক্ত হোক বা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। একপক্ষ থেকে শুধু স্বর্ণ, অপর পক্ষ থেকে শুধু রৌপ্য একত্র করা হলে তাদের মতে চুক্তির সংঘটন বৈধ হবে না, যদিও প্রত্যেক শরীক অপর শরীককে তার প্রদেয় দ্রুত পরিশোধ করে। এর কারণ, এভাবে কারবার করলে একসাথে শারিকা ও সারফ (মুদ্রা কেনাবেচা) করা হয়। এমনিভাবে পরিমাণ ও গুণের বিচারে এক হলেও দু প্রকার খাবারের সমন্বয়ে শারিকা বৈধ নয়।[৮১]

ইবনে আবী লায়লা রহ.-এর মতে নিঃশর্তভাবে সকল পণ্যের সমন্বয়ে শারিকা বৈধ। বন্টনের ক্ষেত্রে চুক্তির সময়ের পণ্যমূল্য ধর্তব্য। ইমাম আহমদ রহ.-এর এমন একটি বর্ণনা রয়েছে, যা হাম্বলী ফকীহ আবু বকর ও আবুল খাত্তাব গ্রহণ করেছেন। এর কারণ, উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে পণ্যের সমন্বয়ে শারিকার সংঘটন বিশুদ্ধ বলা হলে তা শারিকার উদ্দেশ্য পরিপন্থী হচ্ছে না। কারণ, শারিকার উদ্দেশ্য হলো উভয় শরীকের সম্পদে প্রত্যেক শরীকের হস্তক্ষেপ বৈধ হওয়া এবং এরপর লাভ বন্টন করা। এই উদ্দেশ্য মূল্যজাতীয় বস্তু দ্বারা যেমন অর্জিত হয়, অন্য বস্তু দ্বারাও তেমন সম্ভব। এক্ষেত্রে তারা দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন যাকাতের নেসাব নির্ধারণের সময় ব্যবসার পণ্যের বাজারমূল্য বিবেচনা করা।[৮২] (যাকাতের নেসাব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ব্যবসার পণ্যের বাজারমূল্য হিসাব করা হয়, তেমনিভাবে লাভ বন্টনের সময় চুক্তির সময়ে বহাল বাজারমূল্য বিবেচ্য হবে।)

তৃতীয় শর্ত : পুঁজি উপস্থিত থাকা : أَنْ يَكُوْنَ رَأْسُ الْمَالِ حَاضِرًا

হানাফীদের মতে, পুঁজি উপস্থিত থাকা শর্ত। কাসানী বলেন, চুক্তির সময় নয়, বরং পণ্য ক্রয়ের সময় উপস্থিত থাকা শর্ত। কারণ তখন উপস্থিত থাকা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। উদ্দেশ্য হলো, লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা করা। এ কারণে যে শরীক অপর শরীককে এক হাজার দীনার প্রদান করে এ শর্তে যে, সে অনুরূপ একহাজার দীনার প্রদত্ত অর্থের সাথে মেলাবে। এরপর সে ব্যবসা করবে আর লাভ উভয়ের মাঝে বন্টন হবে, তাহলে প্রথম শরীক বিশুদ্ধ শারিকা সংঘটন করেছে বলে ধর্তব্য হবে– যদি অপর শরীক শর্তমতো কাজ করে। যদিও দ্বিতীয়

---

৮১. আশ-শরহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮-৪৬১; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৬; আল বাহজা শরহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২১২

৮২. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৫

www.amarboi.org

শরীক প্রথম শরীককে লোকসানে শামিল করতে পারে না, যতক্ষণ না সে প্রমাণ পেশ করবে যে, উভয়ের ঐকমত্যে গৃহীত কাজই সে করেছে।

এভাবেই বলেছেন কাসানী ও ইবনুল হুমাম। ইবনে আবেদীনও এই মতের কাছাকাছি। খিযানাতুল মুফতীন ও খানিয়ার সূত্রে ফাতাওয়া হিন্দিয়্যার বক্তব্য হলো, চুক্তির সময় বা পণ্যক্রয়ের সময় পুঁজি উপস্থিত থাকা শর্ত। উভয় অবস্থায়- চুক্তি ও পণ্যক্রয়ের সময়-অনুপস্থিত সম্পদের বিনিময়ে শারিকা সহীহ হবে না।[৮৩]

মুদারাবার সাথে তুলনা করে হাম্বলীগণ চুক্তির সময় উভয়ের সম্পদ উপস্থিত থাকার শর্ত করেছেন। তাদের মতে, চুক্তির সময় উভয়ের সম্পদ উপস্থিত থাকা শারিকাকে দৃঢ় করে। যেহেতু সম্পদের উপস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে শারিকার কার্যক্রম শুরু করার সুযোগ দেয়, আর শারিকার উদ্দেশ্য অর্জন বিলম্বিত হয় না। তবে সেই সাথে তারা বলেছেন, অনুপস্থিত সম্পদ বা দায়ে আবশ্যক সম্পদের ভিত্তিতে শারিকা সম্পাদিত হয়, এরপর সম্পদ উপস্থিত করা হয় এবং শরীকের হস্তক্ষেপ করার মতো উভয় শরীক সে সম্পদে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে এই হস্তক্ষেপ দ্বারাই শারিকা সংঘটিত হবে।

মালেকী আলেম খিরাশী খলীল রহ.-এর বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে বোঝা যায়, পুঁজি উপস্থিত করা বা উপস্থিতির স্থলবর্তী কোনো কিছু করা মালেকীদের মতে শর্ত। তবে পুঁজির ক্ষেত্রে নগদ অর্থের মধ্যে তিনি আলোচনা সীমিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, যদি এক শরীকের নগদ অর্থ অনুপস্থিত থাকে তাহলে শারিকা সহীহ হবে না। তবে যদি নগদ অর্থ কাছাকাছি সময়ে হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর সম্পদ হাতে আসার পূর্বে ব্যবসা শুরু না করার ব্যাপারে উভয়ে একমত হয়, তাহলে শারিকা সহীহ হবে। পক্ষান্তরে যদি দূরবর্তী সময়ে সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অথবা কাছাকাছি সময়ে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই উভয় শরীক ব্যবসার কার্যক্রম শুরু করতে একমত হয়, অথবা উভয় শরীকের নগদ অর্থ অনুপস্থিত থাকে, যদিও তা কাছাকাছি সময়ে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে- উল্লিখিত কোনো ক্ষেত্রে শারিকা শুদ্ধ হবে না। তাদের কতকের মতে দূরবর্তী সময় হলো চার দিন। কারো মতে তা দশ দিশ। শেষোক্তটি খিরাশীর স্থিরীকৃত মত। তবে খিরাশী অন্য ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যার অর্থ : এই শর্ত আবশ্যক হওয়ার শর্ত; সহীহ হওয়ার শর্ত নয়।[৮৪]

---

৮৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬০; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১৪ ও ২২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০৬

৮৪. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭, ৪৯৯, ৫০১; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৫৮

www.amarboi.org

চতুর্থ শর্ত : উভয়ের সম্পদ এক করা : الْخَلْطُ

হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে শারিকাতুল আমওয়ালে (যৌথপুঁজির কারবার) উভয় শরীকের সম্পদ এক করা শর্ত নয়। মালেকীদের সঠিক রায় হলো, এটি মৌলিকভাবে শারিকা সহীহ হওয়ার শর্ত নয়। বরং ইবনুল কাসিমের মতে তা শারিকা আবশ্যক হওয়ার শর্তও নয়। অধিকাংশ মালেকী ফকীহ তার সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন। ইবনে রুশদ ছাড়া অন্যদের মতে চুক্তি সংঘটন করলেই অর্থাৎ চুক্তির শব্দ পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই শারিকা আবশ্যক হয়। চুক্তির সংঘটন 'আমরা শরীক হলাম' অথবা মৌখিক বা কার্যত কোনো আচরণ যা এই অর্থ ধারণ করে তা দ্বারা হোক না কেন। শর্ত হলো শুধু পুঁজির ক্ষেত্রে উভয় শরীকের দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ। সুতরাং জামানাতের পূর্বে সম্পদ নষ্ট হলে মালিকের দায়ে বর্তাবে; অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে শারিকা প্রযোজ্য হবে। এ অংশ দ্বারা শারিকার উদ্দেশ্যে যা কিনবে, তা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শারিকার জন্য কেনা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। তবে অবশিষ্ট পুঁজির মালিক যদি তার শরীকের সম্পদ নষ্ট হওয়ার বিষয়টি জানার পর পণ্য কেনে, আর তার শরীক অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয় অথবা ক্রয়কারী শরীক দাবি করে যে পণ্যটি সে নিজের জন্য কিনেছে তাহলে এই পণ্যের মালিকানা ক্রেতার সাথে নির্দিষ্ট হবে। তবে মালেকী ফকীহদের মতে সম্পদ একত্র করার শর্ত মিছলী (বাজারে যার সদৃশ বিদ্যমান) বস্তুর সাথে নির্দিষ্ট। কীমী বস্তুর (বাজারে যার সদৃশ থাকে না) জামানত উভয়ের সম্পদ একত্র করার ওপর নির্ভরশীল নয়।

উভয়ের সম্পদ বাস্তবিকভাবে একত্র করা অর্থাৎ এমনভাবে একত্র করা যে, কারো সম্পদ আলাদা করা যায় না– তা অবাশ্যক নয়। এটি ইবনুল কাসিম-এর পছন্দনীয় মত। অধিকাংশ মালেকী ফকীহ এ মতের অনুসারী। বরং বিধানগত বিচারে একত্র করা যথেষ্ট। তা এভাবে যে, দুই শরীকের সম্পদ এক ব্যক্তির সংরক্ষিত স্থানে রাখা হলো অথবা দুই শরীকের সংরক্ষিত স্থানে রাখা হলো এভাবে যে, এক দোকানে উভয়ের সম্পদ আলাদা করে রাখা হলো আর এক শরীকের কাছে দোকানের চাবি থাকল অথবা প্রত্যেকের সম্পদ আলাদাভাবে এক একজন সংরক্ষকের কাছে রাখা হলো, আর উভয় সংরক্ষক একজন শরীকের নিকট অথবা উভয়ের সম্পদ রাখা স্থানের নিয়ন্ত্রক অথবা তাদের পছন্দমত কোনো বিশ্বস্ত লোকের হাতে তা অর্পণ করল।

শাফেয়ীদের মতে উভয়ের সম্পদ একত্র না করলে যৌথচুক্তি সম্পাদিত হবে না। অনুরূপ যদি এক করা হয়; তারপরও আলাদা থাকে শ্রেণীভিন্নতার কারণে, যেমন দুই দেশের দুই ছাঁচে তৈরি মুদ্রা অথবা সোনা ও রূপার মুদ্রা অথবা

www.amarboi.org

প্রকারগত ভিন্নতার কারণে, যেমন নতুন মুদ্রা ও পুরোনো মুদ্রা তাহলেও যৌথচুক্তি সম্পাদিদ হবে না। কারণ, মিশ্রিত মুদ্রাগুলোর পরস্পর ভিন্নতার দরুন তা হবে অমিশ্রণ ঘটানোর মতো। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীক তার প্রদত্ত সম্পদের লাভ ও ক্ষতি বহন করবে। একত্র করার পূর্বে কারো সম্পদ নষ্ট হলে তা শুধু তার মালিকের দায় থেকে নষ্ট হবে। মালিক অন্য শরীকের নিকট থেকে ক্ষতি উসুল করতে পারবে না। চুক্তির পর সম্পদ একত্র করা শাফেয়ীদের মতে বিবেচ্য নয়। যদিও কতক শাফেয়ীর মতে, চুক্তির পর মজলিস ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বে উভয়ের সম্পদ এক করা হলেও চলবে। সেক্ষেত্রে বিলম্বিতভাবে এই সম্পদ একত্র করার পর সম্পদে হস্তক্ষেপের জন্য প্রত্যেক শরীক অপর শরীকের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে। স্পষ্টত দুইজন যে সম্পদ মীরাস হিসেবে বা কেনার সূত্রে বা তাদেরকে হেবা করার দরুন লাভ করে তা নিজে নিজেই চার প্রকার মিশ্রণে মিশ্রিত হয়; যদিও তা বিভিন্ন মূল্যের পণ্যজাতীয় বস্তু হোক না কেন।[৮৫]

মূলপুঁজি সংক্রান্ত শারিকাতুল মুফাওয়াযার সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি

এগুলো এমন শর্ত, যার একটি লঙ্ঘিত হলে শারিকাতুল মুফাওয়াযা শারিকাতুল আনানে পরিণত হয়।

প্রথম শর্ত : হানাফীদের মতে মূল পুঁজিতে সমপরিমাণ থাকা শর্ত। এটি শুরু এবং শেষ উভয় অবস্থাতেই বিবেচ্য। সুতরাং যতক্ষণ পুঁজিতে অংশীদারী বহাল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো সময় সমপরিমাণ থাকা আবশ্যক। (এর উদাহরণ হলো, এক শরীকের পক্ষ থেকে এক হাজার দীনার, অপর শরীকের পক্ষ থেকে অনুরূপ এক হাজার দীনার।) কেননা শারিকা এমন চুক্তি, যা আবশ্যক নয়। প্রত্যেক শরীকের যখন ইচ্ছা তা বাতিলের অধিকার আছে। তাই এর অবস্থা হলো প্রতি মুহূর্তে নবায়িত চুক্তির ন্যায়। আর এই শারিকার 'মুফাওয়াযা' নামের দাবিতেই চুক্তির শুরু থেকে সমতা অব্যাহত থাকা শর্ত। সুতরাং সমান পুঁজির ভিত্তিতে শারিকা চুক্তি সম্পাদনের পর এক শরীক যদি মীরাস বা অন্যসূত্র যেমন দানসূত্রে মূল্যজাতীয় এমন সম্পদের মালিক হয়, যা দ্বারা শারিকা সম্পাদন বৈধ, আর শরীক তা কব্জা করে, তাহলে শারিকাতুল মুফাওয়াযা বাতিল হবে। সমতা নষ্ট হওয়ায় চুক্তিটি শারিকাতুল আনানে পরিণত হবে।

---

৮৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬০; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮; হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২,. ২১৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৫৩; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৩

www.amarboi.org

অপরদিকে যদি সে ঋণ বা পণ্যজাতীয় স্থাবর বা অস্থাবর এমন সম্পদের মালিক হয়– যা দ্বারা শারিকা সম্পাদন বৈধ নয়, তাহলে এগুলোর মালিক হওয়া শারিকার মূল পুঁজি হওয়ার যোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে সমতার পরিপন্থী নয়। তাই এটি মুফাওয়াযা অব্যাহত রাখারও বিপরীত নয়। তবে যদি মূল্য হিসাবে ঋণ কব্জা করে তাহলে তখন পরিপন্থী হওয়া সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে তা আনানে পরিবর্তিত হবে।[৮৬]

আবু হানীফা রহ.-এর সূত্রে দুটি বর্ণনার প্রসিদ্ধটি অনুসারে পুঁজি সমান হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রার ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। যেমন এক শরীকের স্বর্ণজাতীয় মুদ্রা, অপর শরীকের রৌপ্যজাতীয় মুদ্রা– যদি বাজারমূল্য হিসেবে উভয়ের প্রদত্ত অংশ সমান হয়। যদি এক শরীকের প্রদত্ত অংশের বাজারমূল্য বেড়ে যায় তাহলে শারিকাটি মুফাওয়াযা থেকে আনানে পরিণত হবে। তবে পণ্য কেনার পর যদি উভয়ের অংশে বা একজনের অংশের বাজারমূল্য বেড়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা প্রথম অবস্থায় যৌথপুঁজি মূল পুঁজি থেকে পণ্যের মূল্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং পুঁজির ক্ষেত্রে যুগপৎ অংশীদারীতেও তারতম্য হয়নি। আর দ্বিতীয় অবস্থায় পণ্যের মূল্য বাদে অতিরিক্ত অংশ যেন উভয়ের যৌথ মালিকানার। কেননা পণ্যের মূল্যের অর্ধেক অপর শরীকের প্রাপ্য; যেহেতু উভয়ের প্রদত্ত অংশের সমুদয় দিয়ে পণ্য কেনা খুব কম হয়ে থাকে। তাই সূক্ষ্ম যুক্তির দাবি হলো জটিলতা দূর করার স্বার্থে এটিকে প্রথম অবস্থার সাথে যুক্ত করা। যদিও সাধারণ যুক্তির চাহিদা হচ্ছে, এ অবস্থায় মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল হওয়া। ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে,[৮৭] মালেকী ও হাম্বলীগণ মুফাওয়াযার সম্পাদন বৈধ হওয়ার জন্য পুঁজিতে উভয় শরীকের সমান হারে অংশগ্রহণ শর্ত করেন না।[৮৮]

দ্বিতীয় শর্ত : পুঁজি হওয়ার যোগ্য উভয় শরীকের সমুদয় সম্পদ পুঁজিরূপে অন্তর্ভুক্ত হওয়া : شُمُول رَأْسِ الْمَال لِكُل مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ مَال الشَّرِيكَيْنِ

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, হানাফীদের মতে মূল্যজাতীয় বস্তুই শুধু পুঁজি হওয়ার যোগ্য, যদি তা নগদ বস্তু হয়; ঋণ নয় এবং তা বর্তমান হয়; অনুপস্থিত নয়। এক্ষেত্রে সৃষ্টিগতভাবে মূল্যজাতীয় বা প্রচলনের ভিত্তিতে মূল্যজাতীয় হওয়ার বিধান এক।

---

৮৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫০
৮৭. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৪; আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৬, ৩৬৭
৮৮. ফাতহুল কাদীর,খ. ৫, পৃ. ৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬১

www.amarboi.org

সুতরাং কোনো শরীকের যদি পুঁজি হওয়ার যোগ্য কোনো সম্পদ থাকে যা সে পুঁজির বাইরে রাখা প্রাধান্য দেয়, তাহলে শারিকাটি শারিকাতুল আনান হবে; শারিকাতুল মুফাওয়াযার সংজ্ঞা প্রয়োগ না হওয়ায় এটি মুফাওয়াযা হবে না। এক্ষেত্রে সে সম্পদ শরীকের হস্তগত নাও হতে পারে, যেমন অন্যের কাছে গচ্ছিত সম্পদ। যে সম্পদ পুঁজি হওয়ার অযোগ্য দুই শরীকের যার ইচ্ছা সে সম্পদের একক মালিক হলে তাতে মুফাওয়াযার পরিবর্তন হবে না। এর কারণ এমন সম্পদ অংশীদারী গ্রহণ করে না। তাই একক মালিকানার বিষয়টি কোনো শরীকের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির অধিকারী হওয়ার অনুরূপ। সুতরাং যে কোন পণ্য (এর আওতায় বাজারে সদৃশ বিদ্যমান বস্তু ও স্থাবর সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত), ঋণ বা অবর্তমান মুদ্রা তার ইচ্ছা অনুযায়ী সে তা নিজ মালিকানায় নিয়ে আসতে পারে, যতক্ষণ এ মুদ্রা অবর্তমান আছে। এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সে যদি মুদ্রাকে ঋণরূপে কব্জা করে অথবা অবর্তমান মুদ্রা বর্তমান হয়, তাহলে শারিকাটি মুফাওয়াযা থেকে পরিবর্তিত হয়ে আনান হয়ে যাবে, যেহেতু সমপরিমাণ সম্পদের মালিকানা অব্যাহত রাখা মুফাওয়াযার ক্ষেত্রে শর্ত।[৮৯]

তৃতীয় শর্ত : প্রত্যেক শরীকের জন্য সকল ব্যবসা করার সুযোগ থাকা

إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ

এটি হানাফীদের মতে শর্ত। প্রত্যেক শরীক নিজ ইচ্ছামাফিক যে কোনো প্রকার ব্যবসা করবে। সে ব্যবসার আকার কম হোক বা বেশি, সহজ হোক বা কঠিন, সস্তা হোক বা চড়া মূল্যের– বিধান অভিন্ন। এমনকি দুই শরীক যদি শর্ত করে যে, তাদের উভয়ে বা একজন কতক প্রকার ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ থাকবে, যেমন জমির ফসলাদি বা মেশিন ও যন্ত্রপাতির ব্যবসা করবে না অথবা একজন শুধু এটার ব্যবসা করবে, সেটার ব্যবসা নয়; অপরজন শুধু সেটার ব্যবসা করবে, এটার ব্যবসা নয়; তাহলে এই শারিকা মুফাওয়াযা থাকবে না। বরং তা আনান হয়ে যাবে। এর কারণ, ব্যবসাযোগ্য সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং কোনো প্রকার ব্যবসার সাথে শারিকাকে বিশিষ্ট না করা মুফাওয়াযার দাবি। যেমনটা হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন।

প্রত্যেক শরীকের নিঃশর্ত কার্যক্রমের শর্ত মালেকীগণ ও হাম্বলীদের মতে বিদিত নয়। এর কারণ, মালেকীগণ মুফাওয়াযাকে দুভাবে বিভক্ত করেন। ১. সাধারণ, কোনো এক প্রকার ব্যবসার সাথে যা নির্দিষ্ট নয়। ২. খাস, যা সাধারণের বিপরীত।

---

৮৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬১; ফাতহুল কাদীর আল ইনায়া, আল হিদায়া, খ. ৫, পৃ. ৬; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮

www.amarboi.org

হাম্বলীদের বক্তব্য থেকে উল্লিখিত মতটি তাদেরও মত বলে বোঝা যায়। কেননা তারা যদিও সকল প্রকার ব্যবসায়ী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে এমন এক নির্দিষ্ট প্রকার মুফাওয়াযার মত দেন, তবুও তাদের মতে একটি প্রকার এমন রয়েছে যেখানে কতক শরীক কতককে নির্দিষ্ট প্রকারে সীমিত করতে পারে।[৯০]

শারিকাতুল আমাল-এর সাথে বিশিষ্ট শর্তাবলি

প্রথম শর্ত : এই শারিকার ক্ষেত্র হচ্ছে কাজ। কেননা কাজ সম্পাদন শারিকাতুল আমালের মূল পুঁজি। কোনো শরীকের পক্ষ থেকে যদি কাজ সম্পাদন না হয় তাহলে শারিকা সহীহ হবে না। তবে এই কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে উভয় শরীকের কাজ গ্রহণে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যথেষ্ট। যদিও উভয়ের জন্য কাজ গ্রহণের অধিকার সাব্যস্ত করা হয়, অথবা একজনের জন্য কার্য বিচারে আর অপরের জন্য তাত্ত্বিক বিচারে অর্থাৎ যৌথচুক্তির চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকের অধিকার থাকবে উভয়ের সম্মতিপূর্ণ কাজ গ্রহণ করা। যেহেতু যৌথচুক্তির দাবি হিসেবে প্রত্যেক শরীক কাজ গ্রহণের ক্ষেত্রে অপরের ওকীল, যদিও গ্রহণকৃত কাজ সে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম না দেয়। কিন্তু কোনো কারণে সে যদি তার শরীকের জন্য কাজ গ্রহণের অধিকার ছেড়ে দেয়- কখনো কখনো শারিকা চুক্তি ও উভয় শরীকের বিচারে তা যৌক্তিকও হয়ে থাকে-সে যদি অধিকার ছেড়ে দেওয়ার পর কাজ গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অধিকার পুনরায় প্রয়োগ করতে চায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার অপর শরীকের নেই।

যৌথচুক্তি সম্পাদনের পর এক শরীক যদি কাজ গ্রহণ করে এবং এককভাবে কাজ আঞ্জাম দেয়, যেমন কাপড় সেলাইয়ের কাজ গ্রহণ করল। তারপর সে কাপড় কাটল ও সেলাই করল, তাহলে পারিশ্রমিক তার ও অন্য শরীকের মাঝে অর্ধেকহারে ভাগ হবে– যদি শারিকাতুল মুফাওয়াযা হয়ে থাকে; অথবা উভয়ের সম্মতিপূর্ণ আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে– যদি শারিকাতুল আনান হয়ে থাকে। এর কারণ, কাজ গ্রহণ উভয়ের পক্ষ থেকে হয়েছে, যেহেতু অর্ধেক কাজগ্রহণ হয়েছে অপর শরীকের পক্ষ থেকে ওকালাতের ভিত্তিতে। আর কাজটি গ্রহণ করার পর তা উভয়ের দায়ে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ কাজ এক শরীকের সম্পাদন করা তার পক্ষ থেকে অপর শরীকের কাজ সম্পাদনে সহযোগিতা ও স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে ধর্তব্য হবে। যেহেতু দায় আবশ্যক হয় লাভের ভিত্তিতে।[৯১]

---

৯০. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৫-৬; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০৮; তাদের পূর্বে ইবনে নুজাইম আর পর ইবনে আবিদীন। রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫১; আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৫৩

৯১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩২৯

www.amarboi.org

কোনো শরীকের শ্রমমুক্ত ফাসিদ শারিকার নমুনা হলো, কাপড় ধোওয়ার যৌথচুক্তি[৯২]। এ চুক্তিতে উভয় শরীক একমত হয় যে, একজন ওয়াশিং মেশিন পেশ করবে আর অপরজন কাজগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার পুরো কাজ করবে। পরে লাভ বণ্টন ছাড়া প্রথমজনের কোনো কাজ নেই। এই শারিকা ফাসেদ হওয়ার কারণে কার্য সম্পাদনকারী পাবে পারিশ্রমিক। কেননা তার কাজ দ্বারা সে এই পারিশ্রমিকের হকদার হয়েছে। আর ওয়াশিং মেশিন সরবরাহকারীকে সে মেশিনের ভাড়া হিসাব করে টাকা দেবে।

হানাফীদের মতে উল্লিখিত শারিকা ফাসিদ। তবে হাম্বলীদের মতে কাপড় ধোওয়া ও অন্যান্য পেশার যৌথচুক্তি বৈধ এই শর্তে যে, উভয় শরীক কাজ করবে একজনের যন্ত্র দিয়ে অন্যজনের জায়গায়। আর পারিশ্রমিক তাদের মাঝে বণ্টিত হবে। কেননা পারিশ্রমিক কাজের পরিবর্ত; মেশিন ও জায়গার পরিবর্ত নয়। মোটকথা, এক শরীক যন্ত্রের অর্ধেক দিয়ে স্বেচ্ছাসেবা ও সহযোগিতা করেছে আর অপর শরীক অর্ধেক জায়গা দিয়ে সহযোগিতা করেছে। তবে হ্যাঁ, যদি শারিকা ফাসিদ হয়ে যায় তাহলে মেশিন, জায়গা ইত্যাদি শরীকদের দেওয়া বস্তু ও তাদের কাজের অনুপাতে অর্জিত পারিশ্রমিক বণ্টন করা হবে। এটিই হাম্বলীদের স্পষ্টভাষ্যের মত।[৯৩]

শারিকাতুল আমাল হলে, শরীক লাভে অংশীদার হবে, যদিও সে কাজ না করে। এটি হাম্বলীদের স্থিরীকৃত মৌলিক বিষয়। যদিও তাদের কতক ফকীহ, যেমন ইবনে কুদামা এ মত প্রকাশ করেন যে, ওজর ছাড়া যে কাজ ছেড়ে দেবে সে শরীককে লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হবে, যেহেতু সে নিজের ওপর শর্তকৃত বিষয় আদায়ে ত্রুটি করেছে।

উল্লিখিত অবস্থায় শারিকা বাতিল হওয়ার বিষয় স্পষ্টভাবে না বললেও মালেকীদের স্থিরীকৃত মত হচ্ছে, এক শরীকের দীর্ঘ অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির পর শারিকাতুল আমালে অপর শরীক যে কাজ করবে সে কাজের দায়, সম্পাদন ও কাজের পারিশ্রমিক তার সাথে নির্দিষ্ট হবে। তবে যদি দ্বিতীয় শরীক প্রথম শরীকের সুস্থ অবস্থায় উপস্থিতির সময় অথবা সামান্য সময়ের অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির পর কাজ গ্রহণ করে তাহলে ভিন্ন বিধান হবে।[৯৪]

---

৯২. বর্তমানে এটি المنجلة নামে পরিচিত। মিসবাহ অভিধানে আছে : قصرت الثوب قصرًا بيضته 'কাপড় সাদা করা। القصارة অর্থ শিল্প। এর ইসমে ফায়েল হচ্ছে : قصار

৯৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৪; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৫০

৯৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১৫

www.amarboi.org

মালেকীগণ যন্ত্রকে কাজের সম্পূরক গণ্য করেন। সুতরাং অবশ্যই যন্ত্র হবে কাজে শরীকের অংশের সমান। যেমন কাজে কোনো শরীকের উদাহরণত তিন ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক অংশ থাকলে তার জন্য দুই তৃতীয়াংশ যন্ত্র প্রদানের শর্ত করা যাবে না, চুক্তিতে এই অতিরিক্ত অংশ বিবেচনা করা যথার্থ হবে না। অতিরিক্ত অংশের শর্তের প্রেক্ষিতে কাজ ও লাভের ক্ষেত্রে তারতম্য হওয়ার দরুন তা শারিকা বাতিলের কারণ হবে, পার্থক্যের বিবেচনা পরিপূর্ণভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। যদিও চুক্তিতে সামান্য ব্যবধানকে স্বেচ্ছাদান বিবেচনা করে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। চুক্তির পর স্বেচ্ছাদানের সীমা অনির্ধারিত। সুতরাং এক শরীক চুক্তিতে সম্পূর্ণ যন্ত্র বিনামূল্যে প্রদান করলে কেমন হবে?

যদিও সাহনূন ও তার অনুসারী মালেকী ফকীহগণ এক শরীকের যন্ত্রপ্রদান যথেষ্ট মনে করেন না। বরং তাদের মতে, উভয় পক্ষের বস্তুর মালিকানা বা উপকার গ্রহণের মালিকানা অথবা একপক্ষের বস্তুমালিকানা আর অপর পক্ষের উপকার গ্রহণের মালিকানা হিসেবে যন্ত্র উভয় শরীকের যৌথ মালিকানাধীন হওয়া শর্ত। একপক্ষের বস্তুমালিকানা আর অপরপক্ষের উপকার গ্রহণের মালিকানার উদাহরণ হলো, যন্ত্রটি এক শরীকের মালিকানাধীন। সে অপর শরীকের কাছে কাজে তার অংশ পরিমাণ যন্ত্র ভাড়া দিল। অথবা উভয় শরীকের নিজমালিকানার যন্ত্র আছে। তবে তারা চুক্তিতে উদ্দিষ্ট আনুপাতিক অংশহারে নিজ যন্ত্রের অংশ অপরের যন্ত্রের অংশের বিনিময়ে ভাড়া নিল। বরং ইবনুল কাসিম যন্ত্রের জামানাতের ক্ষেত্রে উভয় শরীক সমান হওয়া আবশ্যক মনে করেন। সুতরাং যন্ত্র একজনের বস্তুমালিকানাধীন আর অপরের উপকার গ্রহণের মালিকানাধীন এমন হওয়া বৈধ নয়।

কোনো শরীকের জন্য নির্দিষ্টভাবে শ্রমদানের শর্ত করা হলে তাতে শারিকা ফাসেদ হওয়ার বিষয়ে অধিকাংশ হাম্বলী ফকীহ অভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে ইবনে কুদামা শারিকা সহীহ হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, সে শ্রমদানের জন্য অপরকে নিজ জন্তু দেয় আর উপার্জন উভয়ের মাঝে বণ্টন হয়। এ মাসআলায় ইমাম আহমদ ও আওযাঈ রহ.-এর স্পষ্ট বক্তব্যে এটি কিয়াসসম্মত মত। ইবনে তাইমিয়া এ মত পোষণ করেন।[৯৫]

সব শরীকের জন্য শ্রমদানের শর্ত করা হোক বা কতক শরীকের জন্য, সর্বাবস্থায় শারিকা বাতিল হওয়া শাফেয়ীদের মত। কেননা এগুলো পৃথক পৃথক সম্পদ।

---

৯৫. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৮, ২৭০-২৭১; বুলগাতুল সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৫০; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৭

www.amarboi.org

সুতরাং সহীহ শারিকার আওতায় এগুলো একত্র হতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে ফাসেদ শারিকার বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে।[৯৬]

দ্বিতীয় শর্ত : যৌথ কাজটি এমন হওয়া চাই ইজারা চুক্তিতে যার দাবি করা যায়। যেমন কাপড় বোনা, কাপড় বানানো, কাপড় সেলাই করা, অলংকার তৈরি করা, কামারের কাজ ও ছুতাবের কাজ এবং লেখা বা অংক বা চিকিৎসাশাস্ত্র বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। অনুরূপভাবে পরবর্তী যুগের ফকীহদের ফতোয়া অনুযায়ী সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে কুরআন, ফিকহ, হাদীস ইত্যাদি সকল শরয়ী ইলমের শিক্ষাদান। যদিও শেষোক্তগুলোর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, অন্যান্য দীনী কাজের মতো এগুলোতে ইজারা বৈধ না হওয়া।

যে কাজ ইজারাচুক্তির মাধ্যমে দাবি করা যায় না, সে কাজের ক্ষেত্রে শারিকাতুল আমাল সহীহ হবে না। শরীয়তনিষিদ্ধ সকল কাজ এর আওতাভুক্ত। যেমন মৃত ব্যক্তির শোকে কাঁদার জন্য লোক ভাড়া করা, উলঙ্গ নৃত্য এবং মাখরাজ সহীহভাবে উচ্চারণে বিঘ্নতা ঘটায় এমন সুরে কুরআনের তেলাওয়াত। অনুরূপ সকল দীনী কাজ এর আওতাভুক্ত। তবে পরবর্তী ফকীহগণ তীব্র প্রয়োজনের কারণে যেগুলো ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোর বিধান ভিন্ন।

যেন শরয়ী ইলমগুলো লুপ্ত না হয় আর দীনী নিদর্শানাবলি পরিত্যক্ত না হয়। যেমন আযান দেওয়া, ইমামতি করা ও কুরআনের শিক্ষাদান।[৯৭] সুতরাং ওয়াজকারীদের চুক্তি বৈধ নয়, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওয়াজ করবে এবং আখেরাত স্মরণ করাবে। অনুরূপ সাক্ষীদের যৌথচুক্তি বৈধ নয়। যেহেতু মিথ্যা সাক্ষ্য হলে তা শরীয়তে নিষিদ্ধ আর সত্য হলে তা দীনী কাজ বা ফরজ পর্যায়ের। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যগ্রহণ ও সাক্ষ্যপ্রদান এক, যেমনটা যথাস্থানে বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে।[৯৮]

শারিকাতুল ওজুহ-এর সাথে নির্দিষ্ট শর্ত

হানাফী এবং হাম্বলী ফকীহ কাজী ও ইবনে আকিলের মতে, দুই শরীকের মাঝে লাভ পণ্যের মূল্যে উভয়ের দায় অনুপাতে বণ্টিত হওয়া শর্ত। উভয়ে একত্রে বা প্রত্যেকে আলাদাভাবে যা কিনবে, তাদের অংশ অনুপাতে তার মূল্যে তাদের দায় নির্ধারিত হবে। আর অংশের পরিমাণ শারিকা চুক্তিতে উভয়ের সম্মত শর্তগুলোর অনুগামী হবে।

---

৯৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬

৯৭. মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ৩৬৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯

৯৮. মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ১৭৭-১৭৮; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭২; হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১৫; আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭২৯

www.amarboi.org

জায়েয ও শরীয়তসম্মত হলো শারিকাতুল ওজুহ-এ উভয়ে চুক্তিবদ্ধ হবে এই মর্মে যে, তারা উভয়ে বা একজনে যা কিনবে তা তাদের মাঝে অর্ধেক হিসেবে দায়বদ্ধ থাকবে। অথবা তাদের জ্ঞাত কমবেশ পরিমাণ হিসেবে, সে পরিমাণ যাই হোক না কেন, দায়বদ্ধ থাকবে। যেমন, এক শরীকের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ, অথবা এর চেয়ে কম বা বেশি আর অপরের দুই তৃতীয়াংশ বা তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ। যেহেতু জানা আছে, হানাফীদের মতে শারিকাতুল মুফাওয়াযায় লাভে সমতা আবশ্যক, সুতরাং এক্ষেত্রে পণ্যের অংশ ও মূল্যের ক্ষেত্রে সমতাও আবশ্যক।

জামানাতের অংশের চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণে লাভ কোনো শরীকের জন্য শর্ত করা হলে এই শর্ত বাতিল। এই শর্তের কোনো ক্রিয়া নেই। লাভ উভয়ের জামানাত অনুপাতে বণ্টিত হবে। কেননা জামানাত ছাড়া এই শারিকায় লাভের দাবি করার কোনো কারণ নেই। তাই লাভ জামানাত অনুপাতেই হবে। এর কারণ, লাভের অধিকারী হওয়া যায় সম্পদ, শ্রমদান বা জামানাত দ্বারাই। যেমন বিধানাবলির আলোচনায় আলোচিত হবে। এখানে কোনো পুঁজি বা শ্রম যেহেতু নেই, তাই জামানাতের কারণে লাভের হকদার হওয়া নির্ধারিত। সুতরাং কেবল জামানাত অনুপাতে লাভ বণ্টিত হবে, জামানাতের আওতাভুক্ত নয় এমন বস্তুর লাভ আবশ্যক হবে না।

হাম্বলীদের মাযহাবে শারিকাতুল ওজুহ-এর ক্ষেত্রে উভয় শরীকের ঐকমত্য অনুযায়ী লাভ বণ্টিত হবে। কেননা এই শারিকায় উভয় শরীক ব্যবসা করে। আর ব্যবসা এমন কাজ, যার মান ও পরিমাণ বিচারে তারতম্য হয়। যেমন ব্যবসা সম্পাদনকারীদের জানাশোনা/অভিজ্ঞতা ও উদ্যমতার বিচারে ভিন্নতা হয়। সুতরাং ন্যায়সঙ্গত মত হলো, উভয় শরীককে স্বাধীনতা দেওয়া, যেন তারা সকল অবস্থাকে সে অনুপাতে নির্ধারণ করতে পারে। এমনকি যদি তা লাভে তারতম্যও দাবি করে তাহলে উভয় শরীকের মত অনুসারে একে অপরকে এ বিষয় শর্তযুক্ত করতে কোনো বাধা নেই। এর উদাহরণ, এই ব্যক্তি অন্য একাধিক শারিকাতুল আনান বা মুদারাবায় যুক্ত হতে পারে। এ দুটিতে প্রাপ্য ব্যক্তিদের মাঝে নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুপাতে-সমান সমান বা তারতম্য করে এই তারতম্য যেমনই হোক না কেন-লাভ বণ্টন করাই যথেষ্ট।[৯৯]

---

[৯৯] আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭৩১; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৩-১২৪

www.amarboi.org

শারিকার বিধান এবং এর প্রতিক্রিয়া : أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ وَالْآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا
প্রথম : সাধারণ বিধানাবলি

ক. পুঁজি ও লাভে অংশীদার হওয়া

যৌথচুক্তির বিধান হলো চুক্তিকৃত বিষয় এবং তা থেকে অর্জিত বিষয় দুই চুক্তিকারীর মাঝে যৌথ হওয়া।[১০০]

খ. চুক্তি আবশ্যক না হওয়া (عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ)

মালেকীগণ ছাড়া এটি অন্যদের সম্মিলিত মত। প্রত্যেক শরীকের এককভাবে শারিকা বাতিল করার অধিকার আছে। অপর শরীক খুশি হোক বা অসন্তুষ্ট, উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত, পুঁজি মুদ্রা হোক বা পণ্য– সর্বাবস্থায় বিধান অভিন্ন।

তবে চুক্তি বাতিল হওয়া হানাফীদের মতে বাস্তবায়িত হবে অপর শরীক বাতিল হওয়ার বিষয়টি জানার পর থেকে। কারণ, যৌথচুক্তির দাবি হিসেবে তাকে হস্তক্ষেপের অধিকার থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। আর এটি ইচ্ছাকৃতভাবে শরীকের অপসারণ করা, যা বাতিলকারী শরীক নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী অগ্রবর্তী করেছে। তাই তাকে অন্যের ক্ষতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে চুক্তি বাতিল হওয়ার জন্যে বিষয়টি শরীকের জানা শর্ত নয়; যেমন ওকীলকে অপসারণের ক্ষেত্রে শর্ত না।[১০১] তবে হানাফীদের মধ্যে তাহাবী ও যায়লায়ী, মালেকীদের ইবনে রুশদ ও তার নাতী এবং কতক হাম্বলী ফকীহর মতে,[১০২] চুক্তি বাতিল হওয়ার জন্য নগদ অর্থ হিসেবে পুঁজি বর্তমান থাকা শর্ত; পণ্যরূপে নয়। এর অন্যথা হলে শারিকা বহাল থাকবে এবং চুক্তি বাতিল করা নাকচ হবে। তবে কতক হাম্বলী ফকীহের মতে চুক্তি রহিত করা বাতিল হবে না। বরং তাদের মতে পুঁজি নগদ অর্থ হওয়ার ওপর চুক্তির বাতিল হওয়া নির্ভর করে। সুতরাং পুঁজি নগদ অর্থ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শরীকের পুঁজিতে হস্তক্ষেপের অধিকার আছে। তবে তাতে তাদের অন্য কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নেই। যেমন বন্ধক রাখা, হাওয়ালা করা অথবা পুঁজি যে নগদ অর্থ ও মুদ্রা হবে তা ছাড়া অন্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা।[১০৩]

---

১০০. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০২
১০১. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০২
১০২. বুলগাতুস মালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৫৫; আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭২৭
১০৩. আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৩; আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭২৭; বাদায়েউস সানায়ে, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৪; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬২

www.amarboi.org

চুক্তি বাতিল করার শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে, এক শরীক অপর শরীককে বলল : আমি এই শারিকায় তোমার সাথে কাজ করব না। উপরিউক্ত অবস্থার পর যদি অপর শরীক শারিকার পুঁজিতে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে চুক্তি বাতিল হওয়ার সময় সে এই পুঁজিতে অন্য শরীকের অংশের দায় গ্রহণ করবে। যদি তা মিছলী হয় (বাজারে যার সদৃশ বিদ্যমান) তাহলে মিছলী বস্তু দ্বারা আর বাজারে যার সদৃশ নেই তার বাজার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেবে।[১০৪]

পুঁজি ব্যবহৃত হওয়া শর্ত না হলে শারিকা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন যদি পুঁজি পণ্য অবস্থায় থাকে, তাহলে উভয় শরীকের মত অনুযায়ী তারা তা বণ্টন কিংবা বিক্রি করে মূল্য বণ্টন করতে পারে। যদি তাদের মতভেদ হয়, একজন বণ্টনের ইচ্ছুক আর অপরজন বিক্রির, তাহলে বণ্টন ইচ্ছুক শরীকের বক্তব্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা পণ্যের বণ্টন প্রত্যেক শরীকের প্রাপ্য পুঁজি ও লাভ নিশ্চিত করে, অতিরিক্ত কোনো কার্যক্রমের ক্লেশ ছাড়া। এই বিবেচনায় শরীক মুদারাবার কর্মী থেকে ভিন্ন। যেহেতু বিক্রির মাধ্যমেই কর্মীর প্রাপ্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং যে যখন বিক্রির দাবি করবে তখন তা গৃহীত হবে। হাম্বলীগণের স্থিরীকৃত মত এটিই।[১০৫]

ইবনে রুশদ, তার নাতী এবং তাদের মতানুসারী ফকীহগণ বাদে অন্য মালেকী ফকীহদের মত হলো, যৌথচুক্তি আবশ্যকীয় চুক্তি। পুঁজি ব্যবহৃত হওয়া বা শরীকের গ্রহণ করার পর আমলে পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই আবশ্যকতা অব্যাহত থাকবে। কতক হাম্বলী ফকীহও কাজ গ্রহণ করার পর শারিকাতুল আমাল (যৌথ কাজের চুক্তি) আবশ্যক হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন।[১০৬]

গ. শরীকের কর্তৃত্ব আমানতের কর্তৃত্ব : يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ

ফকীহদের ঐকমত্যে শারিকার পুঁজিতে শরীকের কর্তৃত্ব আমানতের কর্তৃত্ব, যে-কোনো প্রকার শারিকা হোক না কেন। কেননা পুঁজি গচ্ছিত সম্পদের ন্যায়, যা তার মালিকের অনুমতিতে কব্জা করা হয়েছে, তাতে বদল পরিশোধ করা বা কব্জার মাধ্যমে চুক্তি মজবুত করার উদ্দেশ্য করা হয় নাই।[১০৭]

---

১০৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৪; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ৪৩৯

১০৫. আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৩-১৩৪

১০৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৭; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ৫৮০; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৫; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৮২; আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৫ ও ২৬৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭

১০৭. তাবয়ীনুল হাকাইক, খ. ৫, পৃ. ৬৪; আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৩; আশবাহ সুয়ূতী, পৃ. ২৮৩; কাওয়াঈদ, ইবনে রজব, পৃ.

www.amarboi.org

আমানতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, সীমালঙ্ঘন বা ব্যবহারে অবহেলা ছাড়া তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। সুতরাং শরীক যদি সীমালঙ্ঘন, অযত্ন বা ব্যবহারে অবহেলা না করে, তাহলে সে শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে না– যদিও শারিকার পুঁজি নষ্ট হোক বা শেষ হোক না কেন। লাভ ও লোকসানের ক্ষেত্রে পূর্ণ বা আংশিক পুঁজি নষ্ট বা শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং পুঁজি অপর শরীককে দেয়ার ক্ষেত্রে তার দাবি কসমের সাথে সত্যায়ন করা হবে।[১০৮]

শরীকের কর্তৃত্ব আমানতের কর্তৃত্ব হওয়া, লাভ লোকসান এবং অবশিষ্ট ও ব্যয়কৃত পুঁজির ক্ষেত্রে কসমসহ তার বক্তব্য গ্রহণ করার ফল হলো, সে অন্য আমানতদারের মতো, যেমন অসী ও ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; তার বিশদ হিসাব পেশ করা আবশ্যক নয়। বরং এভাবে সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়াই যথেষ্ট যে, শারিকার পুঁজি থেকে আমার কাছে অবশিষ্ট আছে এত দীনার বা আমি এই পরিমাণ ক্ষতির শিকার হয়েছি অথবা আমি এত পরিমাণ দীনার লাভ করেছি। যদি তার থেকে হিসাব গ্রহণ করা হয় তাহলে এতটুকু হিসাবই। অন্যথায় সে কসম খাবে, এর অতিরিক্ত কোনো কিছু করা যাবে না।

আল হিদায়ার ব্যাখ্যাকারগণ এভাবেই নিঃশর্তভাবে ফতোয়া দিয়েছেন। তবে ফকীহগণ বিচারের দিক বিবেচনায় একে শর্তযুক্ত করেছেন। তারা বলেন, উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত হিসাব পেশ করা যথেষ্ট, যদি বাস্তবে এই আমীন আমানতদারির বিচারে পরিচিত হয়ে থাকেন। তেমন পরিচিত না হলে বিচারক তার কাছে বিশদ হিসাব তলব করবেন এবং সে পেশ না করলে শাস্তির হুশিয়ারি দেবেন। তবে আমীন যদি সংক্ষিপ্ত হিসাব দানেই অনমনীয় থাকে তাহলে কসম ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।[১০৯] শাফেয়ীগণও একথাই বলেন। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য মতে, যদি শরীকের বিরুদ্ধে খেয়ানত করার দোষ দেওয়া হয় তাহলে খেয়ানত না করাই হলো এক্ষেত্রে মৌলিক অবস্থা।[১১০]

সীমালঙ্ঘনের একটি হলো অপর শরীকের নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ। দুই শরীকের যত কর্তৃত্ব ব্যবহারের সুযোগ আছে এর মধ্যে এক শরীক যদি অপর শরীককে কোনো হস্তক্ষেপ/কারবার করতে নিষেধ করে, তাহলে অপর শরীক তা থেকে

৬৭; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৫; বুলগাতুস মালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৯-১৭০; দালীলুত তালিব, পৃ. ১৩৪; আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭২৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬

১০৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬ ও ৩৫৭; আল ইতহাফবি আশবাহি ইবনি নুজাইম, পৃ. ৩৩৮

১০৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭, ৪৩৮; আল ইতহাফ বি আশবাহি ইবনি নুজাইম, পৃ. ৩৩৭

১১০. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪৫; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৮০; আল মুগনী, আশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১২৯

www.amarboi.org

বিরত থাকবে। যদি নিষেধের বিরোধিতা করে তাহলে শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে। যেমন এক শরীক অপরকে বলল, ব্যবসার পুঁজি নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণ করো না এরপর অপর শরীক ভ্রমণ করল। অথবা বলল, তুমি শুধু নগদ বিক্রি করবে, এরপর অপর শরীক বাকিতে বিক্রি করল।[১১১]

এটিই হাম্বলীদের স্থিরীকৃত মত। তারা বলেন, যদি শরীকের জন্য বাকিতে বিক্রির অনুমতি না থাকে আর সে বাকিতে বিক্রি করে, তাহলে বিক্রি বাতিল হবে, যেহেতু বিক্রি হয়েছে অনুমোদনছাড়া। তবে যদি এ মূলনীতি অনুসরণ করি যে তৃতীয় পক্ষের বিক্রি স্থগিত, তাহলে এই বিক্রি স্থগিত থাকবে। যদিও এক্ষেত্রে হাম্বলী ফকীহ খিরকীর স্পষ্ট মত হলো বিক্রি বৈধ, তবে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক। ক্ষতিপূরণ দ্বারা উদ্দেশ্য পণ্যের মূল্যের ক্ষতিপূরণ। আর বিক্রি বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দ্বারা উদ্দেশ্য পণ্যের বাজারমূল্যের ক্ষতিপূরণ। তবে ক্ষতিপূরণ দ্বারা সব অবস্থায় বাজারমূল্যের ক্ষতিপূরণ উদ্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেহেতু বাজারমূল্য ছাড়া কোনো সম্পদ হাতছাড়া হয়নি।[১১২]

সীমাতিক্রমের একটি হলো অপর শরীকের অংশ না জানা এবং এ অবস্থায় মারা যাওয়া। যদি সে শরীকের অংশের অবস্থা বিশদভাবে না জানিয়ে মারা যায় তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ বহন করা হবে। তবে যদি কোনো ওয়ারিস জানে এবং তার জানার প্রমাণ পেশ করে এবং এমনভাবে শরীকের অংশের বিবরণ দেয় যা ক্ষতিপূরণ বহনকে রহিত করে তাহলে ভিন্ন কথা। মৃত শরীক অপর শরীকের অংশের বিশদ বিবরণ এভাবে দেবে যে, অপর শরীক কি তার কাছ থেকে নিজ অংশ বুঝে নিয়েছে, না তার অংশ সীমাতিরিক্ত ব্যবহার বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়েছে বা শেষ হয়েছে অথবা এর কোনোটা হয়নি? সে সম্পদ কি তার কাছে বা অন্য কারো কাছে নগদ আছে, না মানুষের কাছে ঋণ হিসেবে আছে? আল আশবাহ গ্রন্থে ইবনে নুজাইম রহ.-এর বক্তব্য থেকে এমনটা বুঝে আসে। তিনি বলেন, না জানিয়ে মারা যাওয়ার অর্থ হলো সে আমানতের অবস্থা বিশদভাবে বলেনি। আর তার জানা ছিল যে, তার ওয়ারিস অবস্থা জানে না।[১১৩]

উল্লিখিত অজ্ঞাত রাখাকে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ অসীয়ত বর্জন করা শব্দে প্রকাশ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাদের মত হানাফীদের চেয়ে কঠিন। তাদের মতে, এই শরীক তার ওয়ারিসকে তার কাছে থাকা অপর শরীকের অংশ সংক্রান্ত

১১১.

১১২. আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৫০-১৫১

১১৩. আল ইতহাফ বি আশবাহি ইবনি নুজাইম, পৃ. ৪১৫

www.amarboi.org

অসীয়ত করলেও জামানাত (ক্ষতিপূরণ) থেকে মাফ পাবে না। বরং বিচারকের কাছে অসীয়ত করা আবশ্যক। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সাক্ষী রেখে কোনো আমীনের কাছে অসীয়ত করবে।[১১৪]

মালেকীদের মত হানাফীদের মতের অনুরূপ। তবে তারা দশ বছর অতিক্রান্ত হলে ক্ষতিপূরণ রহিত হওয়ার মত দেন। তারা বলেন, এক্ষেত্রে ধরে নেয়া হবে সে সম্পদ ফেরত দিয়েছে, যদি সে সম্পদ কোনো দৃঢ় প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করে থাকে।[১১৫]

ঘ. লাভের হকদার হওয়া : اسْتِحْقَاقُ الرِّبْح

শ্রম বা জামানাত ছাড়া সম্পদ লাভের হকদার হওয়া যায় না। সম্পদ দিয়ে এর হকদার হওয়া যায়। কেননা সম্পদের বর্ধনই তো লাভ। তাই সম্পদের মালিকের তা প্রাপ্য। একারণেই পুঁজিদাতা মুদারাবায় লাভের হকদার। শ্রমদানের মাধ্যমে লাভের হকদার হবে যখন শ্রমদান হবে লাভের কারণ। যেমন ইজারার সাথে বিবেচনা করে মুদারাবার লাভে শ্রমিক মুযারিবের অংশ।

জামানতের মাধ্যমে লাভের হকদার হওয়া যায়। যেমন শারিকাতুল ওজুহ-এর ক্ষেত্রে। এর দলিলঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ বা الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ অর্থাৎ[১১৬] 'যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর দায় নেবে বস্তুর লাভ তার হবে।' এজন্যই এক ব্যক্তি কোনো একটি কাজ, যেমন কাপড় সেলাইয়ের অর্ডার নিল আর নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তা আঞ্জাম দেয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। এরপর এই পারিশ্রমিকের চেয়ে আরো কমে এই কাজ অন্য কারো দ্বারা করালো এবং উভয় পারিশ্রমিকের মধ্যবর্তী অর্থ সে হালাল ও পবিত্র হিসেবে ভক্ষণ করল; এমন কারবার জায়েয। কেননা সে কাজ না করলেও শুধু কাজের দায়গ্রহণ করেছে। অথচ হতে পারে তার কোনো মৌল পুঁজি ছিল না।

এই তিনটি কারণ, যেগুলো দ্বারা লাভের হকদার হওয়া যায়, এর একটিও যদি বর্তমান না থাকে, সেক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্য হওয়ার অন্য কোনো পন্থা নেই। এজন্য কারো অপরকে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, তুমি তোমার সম্পদে হস্তক্ষেপ করো এই শর্তে যে, লাভ আমার হবে অথবা আমাদের মাঝে বণ্টিত হবে। সকল

---

১১৪. আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭৮৭

১১৫. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ৩২৯; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ২০৩

১১৬. الخراج بالضمان হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। খ. ৩, পৃ. ৭৮০; তাহকীক, ইযযত উবায়দ, ইবনেল কাত্তান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, যেমন উল্লিখিত রয়েছে আত তালখীসুল হাবীব-এ, খ. ৩, পৃ. ২২; ছাপা, শারিকাতুত তিবাআতিল ফান্নিয়্যাহ।

www.amarboi.org

ফকীহর মতে এটি অর্থহীন কথা ছাড়া কিছু হবে না। আর লাভ সম্পূর্ণ পুঁজি বিনিয়োগকারীর হবে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া।[১১৭]

শারিকাতুল আমওয়াল-এর দুপ্রকার : মুফাওয়াযা ও আনান-এর ক্ষেত্রে সাধারণত পুঁজি ও শ্রমদান উভয়টি হয়ে থাকে। আমরা যেমনটা জেনেছি, শারিকাতুল মুফাওয়াযায় লাভ সর্বদা সমানহারে বণ্টিত হবে। আর শারিকাতুল আনান-এর লাভ বণ্টন হবে উভয়ের পুঁজি অনুসারে, যদি শ্রমদানের বিষয়টি উভয় শরীক অগ্রাহ্য করে। শ্রমদানের দরুন লাভের পরিমাণ নির্ধারিত করার অধিকার উভয় শরীকের আছে। যে লাভ এককভাবে হবে তার, যার জন্য চুক্তিতে শ্রমদানের শর্ত করা হবে, এটি হবে পুঁজিতে তার প্রদত্ত পরিমাণ অনুপাতে চুক্তির দাবি অনুযায়ী লাভের অংশের অতিরিক্ত। যেন এই লাভের পরিমাণ শ্রমদানকারী শরীক কোনো পুঁজি, শ্রম বা জামানাত ছাড়া গ্রহণের হকদার না হয়। এক্ষেত্রে অপর শরীকের শ্রমদানের শর্ত করুক বা না করুক, এই শরীক শর্ত অনুযায়ী শ্রমদান করুক বা না করুক, বিধান অভিন্ন। অভিন্নতার কারণ হলো শ্রমদানের শর্ত; শ্রমদান বর্তমান হওয়া নয়।

এ কারণেই শারিকাতুল আনান-এ উভয়ের পুঁজি সমান হওয়া আর লাভে কমবেশ হওয়া, অথবা পুঁজিতে কমবেশ করে লাভ সমানহারে বণ্টন হওয়া, উভয়টি আমাদের বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী বৈধ; নিঃশর্তভাবে এবং যখন শ্রমদানের শর্ত করা হবে না তখন নয়। এর অন্যথা হলে শর্ত বাতিল হবে, আর উভয়ের পুঁজি হিসেবে লাভ বণ্টন হবে। লোকসান হলে সর্বাবস্থায় উভয়ের পুঁজি অনুপাতে হবে। কেননা লোকসান পুঁজির ব্যয়কৃত অংশ। সুতরাং তা পুঁজি অনুপাতে নির্ধারিত হবে।

হানাফী ফকীহ আন্‌নাহর-এর গ্রন্থকার বলেন : যদি উভয় শরীক নিজেদের শ্রমদানের শর্ত করে– যদি পুঁজি সমান হয় আর লাভে কমবেশ করা হয়, তাহলে আমাদের তিন ইমামের মতে জায়েয। যুফার রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন। উভয়ের শর্ত অনুযায়ী লাভ উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে, যদিও এক শরীকই শ্রমদান করুক না কেন।

যদি এক শরীকের জন্য শ্রমদানের শর্ত করে আর উভয়ের পুঁজি অনুপাতে লাভের শর্ত করে তাহলে এটা জায়েয। যে শরীকের শ্রম নেই তার পুঁজি

---

১১৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩১; হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫২; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ৭০; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫; আশ শারকাওয়ী, আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১২; আল বাজুরী আলা ইবনি কাসিম, খ. ১, পৃ. ৪০০; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৪০

www.amarboi.org

শ্রমদানকারী শরীকের নিকট পণ্য হিসেবে থাকবে। এর লাভ তার, ক্ষতিও তার। যদি শ্রমদানকারী শরীকের জন্য তার পুঁজির আনুপাতিক হার থেকে বেশি পরিমাণ লাভের শর্ত করে তাহলে এটা জায়েয। শ্রম ছাড়া শরীকের সম্পদ শ্রমদানকারীর কাছে মুদারাবার পুঁজি হিসেবে থাকবে। যদি এই শ্রম ছাড়া শরীকের জন্য আনুপাতিক হিসেবে তার পুঁজির বেশি পরিমাণ লাভের শর্ত করে, তাহলে এই শর্ত সহীহ্ নয়। তার পুঁজি শ্রমদানকারীর নিকট পণ্য হিসেবে থাকবে, প্রত্যেকে সর্বদা নিজ পুঁজির লভ্যাংশ পাবে। আর লোকসান উভয়ের মাঝে নিজ পুঁজি অনুপাতে ধর্তব্য হবে।[১১৮]

মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে লভ্যাংশের মূলনীতি লোকসানের মতোই; উভয়ের পুঁজি অনুপাতে তা বণ্টিত হওয়া আবশ্যক। যদি চুক্তিতে এর বিপরীত শর্ত করা হয় তাহলে চুক্তিই বাতিল হবে।[১১৯]

হাম্বলীদের মতে, লাভ উভয়ের পুঁজি অনুপাতে। তবে এর বিপরীত শর্ত করা হলে শর্ত অনুযায়ী লাভের বণ্টন হবে।[১২০] কতক মুতাআখখির (পরবর্তী) হাম্বলী ফকীহ্ হানাফীদের সাথে পুরোপুরি অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে লাভ বণ্টন হবে উভয়ের পুঁজি অনুপাতে। তবে শ্রমদানকারীর জন্য অতিরিক্ত লাভের শর্ত করা হলে সে শর্ত সহীহ্।[১২১]

মালেকীগণ পুঁজি অনুপাতে শ্রমদানের শর্ত যোগ করেন। এর অন্যথা হলে শারিকা বাতিল হবে। যেমন পুঁজিতে এক শরীকের অংশ হলো একশ, অপর শরীকের দুইশ, এরপর তারা সমান শ্রমদানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলো। (পুঁজির তারতম্য হওয়ার পর সমান শ্রমদানের শর্ত করায় এই চুক্তি বাতিল হবে।) যদি এই যৌথচুক্তি তারা বাস্তবায়ন করে তাহলে এক-তৃতীয়াংশের শরীক অপর শরীকের কাছে তার এক ষষ্ঠাংশ শ্রমের সমপারিশ্রমিক উসূল করার হকদার হবে। তবে চুক্তি সহীহভাবে সম্পাদন হওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে কোনো শরীকের আংশিক বা পূর্ণ শ্রম দান বৈধ।[১২২]

---

১১৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫২

১১৯. বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ৭০; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫

১২০. আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৪০

১২১. জ্ঞাতব্য যে শারিকাতুল মুফাওয়াযা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এটি তাদের মত। রদ্দুর মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৯

১২২. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬১; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৩

www.amarboi.org

অন্যান্য মাযহাবের স্পষ্ট ভাষ্যমতে শারিকাতুল আনান-এ এক শরীকের পক্ষ থেকে শ্রমদান সহীহ। অর্থাৎ এক শরীক অপর শরীককে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দেবে। এর অন্যথা হবে না, তাই অনুমতিপ্রাপ্ত শরীক শারিকার পূর্ণ পুঁজিতে কার্য পরিচালনা করবে। অপর শরীক ইচ্ছা হলে শুধু নিজ পুঁজিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এই শরীককে তার নিজ পুঁজিতে হস্তক্ষেপ না করার শর্ত করা বৈধ নয়। বরং এমন শর্ত চুক্তি বাতিলের কারণ হবে, যেহেতু এর মাধ্যমে মালিককে নিজ সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়।

তবে এই শরীক যদি অঙ্গীকার করে যে, সে শ্রমদান করবে না এবং নিজের জন্য তা শর্ত করে, তাহলে হাম্বলীদের মতে এভাবে শ্রমদান এক শরীকের জন্য সীমিত করা বৈধ। এরপর এই শরীকের জন্য শ্রমদানের বদলা হিসেবে যদি পুঁজিতে তার অংশ অনুপাতে প্রাপ্য লভ্যাংশের অতিরিক্ত লাভ দেওয়া হয় তাহলে এই কারবার শারিকাতুল আনান ও মুদারাবা-য় পরিণত হবে। আর যদি অতিরিক্ত লাভ ছাড়া পুঁজি অনুপাতে লাভ নির্ধারণ করা হয় তাহলে এটি শারিকা হবে না। বরং হবে ইবযা। আর যদি অতিরিক্ত লভ্যাংশ শ্রমদানকারী শরীক ছাড়া অন্য শরীকের জন্য নির্ধারণ করা হয় তাহলে বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে নির্ধারণের শর্ত বাতিল হবে। আর এটিও ইবযা হবে যা তাদের বক্তব্যের দাবি। তবে ইবনে কুদামা রহ.-এর বক্তব্যে স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে যে, শারিকাতুল আনান যৌথ শ্রমদানের দাবি করে।[১২৩]

মুফাওয়াযা ও আনান- উভয়ে প্রযোজ্য বিধান : أَحْكَامٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعَنَانِ

প্রথম : শরীকদের প্রদত্ত পুঁজির গুণ ও শ্রেণী ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ দুটি কারবার বৈধ হওয়া, যখন কতক বিজ্ঞ ব্যক্তির নির্ধারণে উভয়ের সম্পদের সমতা হয়। এটিই উদ্দিষ্ট শর্তপূরণের জন্য যথেষ্ট। মুফাওয়াযা বা আনান কোনোটাতেই হানাফীগণ পুঁজির শ্রেণী ও গুণ এক হওয়ার শর্ত করেন না। উভয় শরীকের সম্পদ ভিন্ন শ্রেণীর হলেও এই দুটি কারবার সহীহ হবে। তারা সমান হিসেবে নির্ধারণ করুক বা তারতম্য হিসাব করে, আর এই তারতম্য যে পর্যায়ের-ই হোক না কেন, অথবা চুক্তির সময় তারা পরিমাপ না করুক, বিধান অভিন্ন।[১২৪] ভিন্ন শ্রেণীর পুঁজি দ্বারাও জায়েয হবে, যেমন এক শরীকের পক্ষ থেকে দীনার অপর শরীকের পক্ষ থেকে দিরহাম দেওয়া হলো। ভিন্ন গুণের মুদ্রা দ্বারাও হবে, যেমন সাদা ও কালো, যদিও এগুলোর বাজারমূল্যে তারতম্য হয়।[১২৫]

---

১২৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৩; আল ফুরূ, খ. ২, পৃ. ৭২৫; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৯

১২৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৬

১২৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫১, ৩৫২

www.amarboi.org

মালেকীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে উভয়ের পুঁজি বিশেষত মুদ্রার ক্ষেত্রে এক জাতীয় হওয়া শর্ত, গুণ এক হওয়া নয়। এটি আশহাব ও সাহনূন রহ. ছাড়া অধিকাংশ মালেকী ফকীহর মত।

দ্বিতীয় : উভয়ের সম্পদ অমিশ্রণ হওয়া সত্ত্বেও উভয় চুক্তি বৈধ হওয়া; এটি হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীগণের মত। শাফেয়ীদের মতপার্থক্য রয়েছে, যেমনটা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় : উভয়ের সম্পদ অর্পণ ছাড়াই শারিকাদ্বয় বৈধ হওয়া। শারিকাতুল মুফাওয়াযা বা শারিকাতুল আনান কোনোটি সহীহ হওয়ার জন্য এই শর্ত নেই যে, প্রত্যেক শরীক অপর শরীককে তার সম্পদের ব্যবহারে জটিলতামুক্ত সুযোগ করে দেবে। মুদারাবা এ থেকে ভিন্ন; মুদারাবার বৈধতা শ্রমিকের কাছে পুঁজি প্রদানের ওপর নির্ভর করে।

চতুর্থ : প্রত্যেক শরীকের নগদে ও বাকিতে বিক্রির অধিকার। প্রত্যেক শরীকের দরদাম করে, লাভ করে সমান মূল্য দিয়ে বা মূল্যের কম দিয়ে এবং যেভাবে ভালো মনে করে কেনাবেচার অধিকার রয়েছে। কেননা এটি ব্যবসায়ীদের স্বভাব। প্রত্যেক শরীকের বিক্রীত পণ্য কব্জা করা, মূল্য কব্জা করা, পণ্য ও মূল্য কব্জা করা, ঋণ নিয়ে বিবাদ করা, ঋণ আদায়ের দাবি করা, হাওয়ালা করা, হাওয়ালা গ্রহণ করা এবং যে পণ্যে সে অথবা তার সঙ্গী শরীক দায়িত্ববান তা দোষের কারণে ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে। বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে হানাফীদের মত হলো, প্রত্যেক শরীকের নগদ ও বাকিতে বেচাকেনা করার অধিকার আছে, যেহেতু এভাবে ও যেভাবে সম্ভব ব্যবসায়ীদের লেনদেনের ধারা বর্তমান। শারিকা চুক্তিতে এই ধারা ও স্বভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এর কারণ, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার যে অনুমতি এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তা নিঃশর্ত, যেমন শর্ত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

শারিকা চুক্তিতে যদি পরস্পর শর্তাবদ্ধ হয় যে, তারা শুধু নগদে বিক্রি করবে; বাকিতে নয়, অথবা বাকিতে বিক্রি করবে; নগদে নয় অথবা শারিকাতুল আনান-এর ক্ষেত্রে এই শর্তাবদ্ধ হয় যে, এক শরীক নগদে বিক্রি করবে আর অপরজন বাকিতে বিক্রি করবে। তাহলে উভয়ের কৃত শর্তে তারা বহাল থাকবে। বরং চুক্তি সম্পাদনের পর যদি তারা এই শর্তাদিতে আবদ্ধ হয় তাহলেও তার বাস্তবায়ন আবশ্যক। একইভাবে যদি এক শরীক অপর শরীককে শারিকাতুল আনান-এ নির্দিষ্ট কোনো পন্থায় বিক্রি করতে নিষেধ করে, যেমন তাকে বাকিতে বিক্রি করতে বা নগদে বিক্রি করতে নিষেধ করল, তাহলে এই শরীকের জন্য সে নিষিদ্ধ পন্থা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এমনকি যদি সে এর বিরোধিতা করে তাহলে শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ তার ওপর বর্তাবে। এ কারণেই ইবনে

www.amarboi.org

নুজাইম ফতোয়া দিয়েছেন, যে শরীককে তার শরীক নিষেধ করার পর সে বাকিতে বিক্রি করে তার বিক্রি শুধু তার অংশে কার্যকর হবে; আর শরীকের অংশের বিক্রি তার অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে। এমনকি যদি সে তাকে না জানায় তাহলে বিক্রি বাতিল হবে। অর্থাৎ তখন অংশ হাতছাড়া হওয়ার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।[১২৬]

নগদ ও বাকিতে বিক্রি করা সংক্রান্ত যে বিধান আলোচনা করা হয়েছে, বাকি ও নগদে কেনার ক্ষেত্রে বিধান অনুরূপ। তারা এক্ষেত্রে মতবিরোধ করতে পারবে না, যদিও অন্যত্র তারা মতবিরোধ করতে পারে। তারা যখন মুফাওয়াযা করবে তখন খরিদ করা হবে শুধুই শারিকার জন্যে। উভয় শরীকের ব্যক্তিগত চাহিদা বাদে। শারিকাতুল আনান সর্বদা এমন নয়, এ সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসছে।

তবে ফাতাওয়া কাযীখানে বলা হয়েছে, যদি মুফাওয়াযার শরীক বাকিতে কোনো খাদ্যদ্রব্য কেনে তাহলে তার দায় উভয়ের কাঁধে আসবে। কিন্তু যদি এ কাজটি আনান-এর শরীক করে তবে তার মূল্য পরিশোধের দায় শুধু তার উপর বর্তাবে। যদি মুফাওয়াযার শরীক সালাম বিক্রিতে শস্য বিক্রি করে তবে তা তার অপর শরীকের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।[১২৭]

মালেকী ও হাম্বলীগণের মত হানাফীদের অনুরূপ, প্রত্যেক শরীকের বাকি ও নগদে কেনাবেচা করার অধিকার আছে। তবে তারা মুফাওয়াযা ও আনান-এর মাঝে বিধানগত পার্থক্য করেন না।[১২৮] শাফেয়ীগণ ও কতক হাম্বলী ফকীহর মতে বাকীতে বিক্রি জায়েয নেই। যেহেতু এতে ধোঁকা এবং শারিকার পুঁজি নষ্ট হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই বিধান সকল শরীকের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত প্রযোজ্য।[১২৯] শাফেয়ীদের মতে, যদি নিঃশর্তভাবে বাকীতে অথবা ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করে অনুমতি দেওয়া হয়, যেমন তোমার যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো তবে এই অনুমতি প্রচলিত মেয়াদে ধর্তব্য হবে; অন্য মেয়াদে যেমন দশ বছর ইত্যাদির অর্থে নয়।[১৩০]

---

১২৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫ ও ৩৫৭; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৮-৭১; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৯; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৬; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩২৩

১২৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫ ও ৩৫৭; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৮-৭১; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৯; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৬; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩২৩

১২৮. হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২০৯; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৯; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৫০

১২৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৪-২১৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৮-৯

১৩০. টীকাসহ, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৯

www.amarboi.org

পঞ্চম : হানাফী, মালেকী ও কতক হাম্বলী ফকীহর মতে কেনা, বেচা ও সকল হস্তক্ষেপে, যেমন তাদের কোনো ব্যবসার প্রয়োজনে মজদুর, কারিগর, নির্মাতা ও পশু চিকিৎসককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করা এবং জন্তু বা ঠেলাগাড়ি ভাড়া নেওয়া এবং শারিকার সুবিধার খাতগুলোতে ব্যয় করা– এ সকল কারবার করার অধিকার প্রত্যেক শরীকের আছে। তবে এক শরীকের নিয়োগকৃত ওকীলকে অন্য শরীকের অপসারণ করা বৈধ, যখনই সে চায়, ওকীলের ওকীলের অবস্থার অনুরূপ।[১৩১]

শাফেয়ীগণ ও অধিকাংশ হাম্বলী ফকীহর মতে এক শরীকের অনুমতি ছাড়া অন্য শরীকের ওকীল নিয়োগের অধিকার নেই। এর কারণ, অপর শরীক তার ক্ষমতা প্রয়োগকেই অনুমোদন করেছে। আর তাদের মূলনীতি হলো, যে (অন্যের) অনুমতি ছাড়া শ্রমদান করতে পারে না সে (তার) অনুমতি ছাড়া ওকীল নিয়োগ করতে পারে না।[১৩২]

ষষ্ঠ : শারিকায় শ্রমদানের জন্য কাউকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়ার অধিকার রয়েছে উভয় শরীকের। নিয়োগদান শারিকার সম্পদ সংস্কার করার জন্য হোক, যেমন শারিকার গবাদিপশুকে সুস্থ করা বা যন্ত্রগুলো তৈরি করা অথবা সম্পদ পাহারা ও সংরক্ষণের জন্য হোক বা সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করার জন্য হোক অথবা অন্য যে কারণেই হোক না কেন। অপর শরীকের অনুমোদনে তা বাস্তবায়িত হবে। নিয়োগদানের অধিকার থাকার কারণ, ব্যবসায়ীদের স্বভাব হলো, যে সকল খাতের লাভ ব্যবসায়ে অর্জিত হবে সে খাতগুলোতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মজদুর নিয়োগ করা।[১৩৩]

সপ্তম : যে শরীক নিজে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমদান করে তার পারিশ্রমিক দেওয়া আবশ্যক হবে কার? তার পারিশ্রমিক শারিকার পক্ষ থেকে দেওয়া আবশ্যক। যদি সে নিজেকে খেদমতের উদ্দেশ্যে শ্রমদানে নিয়োগ না করে, শারিকাতুল আনানে খেদমততুল্য কোনো কাজে লিপ্ত না হয়, তাহলে পারিশ্রমিক এককভাবে তার জন্যই হবে।

আর শারিকাতুল মুফাওয়াযার ক্ষেত্রে, ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া থেকে স্পষ্টভাষ্যে তারা উদ্ধৃত করেছেন, যদি দুই শরীকের একজন কোনো বস্ত্র

---

১৩১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৯; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৬; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৯, ১৩২; আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪১৭; আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৯

১৩২. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৫৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২৬; আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪১৭

১৩৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬০, ৭০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৪

www.amarboi.org

সংরক্ষণ, কাপড় সেলাই বা কোনো কাজের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমদান করে, তাহলে পারিশ্রমিক উভয়ের মাঝে বণ্টন হবে। আর যদি নিজে সেবার জন্য শ্রমদান করে, তাহলে পারিশ্রমিক এককভাবে তার মালিকানাধীন হবে।[১৩৪] এটি বাদায়েউস সানায়ে থেকে গৃহীত মত। সেবাদানের বিষয়টি ভিন্ন হওয়ার কারণ কাসানী এভাবে বলেন, এক্ষেত্রে শরীক অন্য শরীক বাদে নিজের জন্য কাজ গ্রহণের অধিকার লাভ করে। অন্য ক্ষেত্রগুলো এর ব্যতিক্রম। যখন সে সেবাদানকে আবশ্যক করল এবং তা আঞ্জাম দিল, তখন সে নিজের জন্য একক আবশ্যকীয় দায় পূর্ণ করল। সুতরাং অনুরূপভাবে বিশেষভাবে তার জন্য পারিশ্রমিক সাব্যস্ত হবে। যদি সে সেবাদান ছাড়া অন্য কোনো কাজ গ্রহণ করে, তা নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়, তাহলে এই কাজগ্রহণ ও আবশ্যক করে নেওয়া উভয় শরীকের ওপর বর্তাবে। কেননা এ জাতীয় কাজ অংশীদারী গ্রহণ করে। আবশ্যকীয় কাজ যদি একজন এককভাবে আঞ্জাম দেয় তবু উভয়ের পক্ষ থেকে শ্রমদান ধর্তব্য হবে। আর যে শ্রমদান করেছে সে হবে তার শরীকের অংশের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাদানকারী। তাই পারিশ্রমিক উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে।[১৩৫] অনুরূপ বিধান প্রতিটি কাজের যা তাদের একজন করবে সেটার পারিশ্রমিক উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে।

মুফাওয়াযা বা আনান কোনোটির শরীক তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো কাজের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমদান করে এর পারিশ্রমিক এককভাবে ভোগ করার অধিকার নেই। তবে অন্য শরীক স্পষ্ট অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা। এর কারণ, কোনো শরীক অপর শরীকের স্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া শারিকা চুক্তির কোনো দাবি পরিবর্তনের অধিকার রাখে না, যেমনটা ইবনুল হুমাম ও অন্যদের স্থিরীকৃত মত।

মালেকী ও হাম্বলীগণের স্থিরীকৃত মত হলো, শারিকা চুক্তির বাইরে সে তার শ্রমদানের পারিশ্রমিক এককভাবে গ্রহণ করবে, যদিও সে কাজটি শারিকার শ্রেণীভুক্ত কাজ হোক না কেন। যেমন সে শারিকার শ্রেণীভুক্ত তৈরি পোশাক একই ব্যবসার প্রকারে মুদারাবার জন্য পুঁজি নিল। মোদ্দাকথা হলো, যদি সে অন্য কাজের কারণে শারিকাভুক্ত কাজ সম্পর্কে অমনোযোগী হয় তাহলে অবশ্যই তার শরীকের অনুমতি লাগবে। যেন এই অনুমতির সে তার কাজের মাধ্যমে স্বেচ্ছাদান করতে পারে। অনুমতি না নিয়ে করলে এই শরীকের অধিকার

[১৩৪] আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩১০
[১৩৫] বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৫

www.amarboi.org

রয়েছে, তার পক্ষ থেকে যে শ্রমদান সে করেছে তার পারিশ্রমিক সে তার কাছ থেকে উসুল করতে পারবে।[১৩৬]

অষ্টম : হানাফী, মালেকী ও কতক হাম্বলী ফকীহর মতে তৃতীয় ব্যক্তিকে মুদারাবার পুঁজি হিসেবে শারিকার পুঁজি প্রদানের অধিকার রয়েছে প্রত্যেক শরীকের। কেননা মুদারাবা শারিকা থেকে লঘু, আর ভারী বিষয় লঘু বিষয়কে অনুগামী করে। মুদারাবা লঘু হওয়ার কারণ হচ্ছে, মুদারাবার লোকসান এককভাবে পুঁজিদাতার হয়। অথচ শারিকার ক্ষেত্রে তা উভয় শরীকের ওপর নিজ পুঁজির পরিমাণ অনুযায়ী বর্তায়। ফাসিদ মুদারাবায় মুদারিব শ্রমিক লভ্যাংশ পায় না। অথচ ফাসিদ শারিকায় উভয় শরীকের মাঝে তা নিজ পুঁজি অনুপাতে বণ্টিত হয়। তা ছাড়া শারিকার মৌলিক দাবি লাভ ও পুঁজিতে অংশীদার হওয়া আর মুদারাবার মৌল দাবি হলো লাভে যৌথভাবে অংশগ্রহণ; পুঁজিতে নয়।[১৩৭] তবে মালেকীগণ মুদারাবা জায়েয হওয়ার জন্য সম্পদ ব্যাপ্ত হওয়ার শর্ত করেন।

শাফেয়ীগণ ও হাম্বলীগণ, যারা এক শরীকের অনুমতি ছাড়া অপর শরীকের উকীল নিয়োগ করা, ব্যবসার জন্য মজদুর নিয়োগ করা বৈধ বলেন না তাদের মতে, তৃতীয় ব্যক্তিকে শারিকার পুঁজি মুদারাবার পুঁজি হিসেবে প্রদান জায়েয নয়।

নবম : হানাফীদের মতে, প্রত্যেক শরীকের শারিকার পুঁজি গচ্ছিত রাখার জন্য দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা তার জন্য এই পুঁজি একজন পাহারাদারের দায়িত্বে রাখা বৈধ, যাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এটি সংরক্ষণের জন্য সে দিতে পারে। সুতরাং পারিশ্রমিক ছাড়া সংরক্ষণের জন্য দেওয়া তো জায়েয হওয়ার অধিক উপযুক্ত। তা ছাড়া গচ্ছিত রাখা ব্যবসার অন্যতম স্বার্থ, যেহেতু এর মাধ্যমে চুরি, রাস্তার ও অন্য বিষয়ের বিপদ থেকে সংরক্ষণ হয়।[১৩৮]

হানাফীগণ ছাড়া অন্যদের মতে, নেহায়েত প্রয়োজন হওয়া ছাড়া শরীকের গচ্ছিত রাখা জায়েয নেই। যেহেতু গচ্ছিত রাখার মাধ্যমে কখনো কখনো সম্পদ নষ্ট হয়। সুতরাং যদি প্রয়োজন ছাড়া শরীক তা গচ্ছিত রাখে আর নষ্ট হয় তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ দেবে।[১৩৯]

---

১৩৬. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬০; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৯; হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১৪; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৩

১৩৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৯; আল ঈনায়া, আল হিদায়া, ফাতহুল কাদীরসহ, খ. ৫, পৃ. ২৫; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮; আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪১৪

১৩৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৮-৬৯; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫

১৩৯. বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩২

www.amarboi.org

দশম : ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ ও হানাফী ফকীহদের মতে, রাস্তা আশঙ্কামুক্ত হলে প্রত্যেক শরীক অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া শারিকার সম্পদ নিয়ে সফর করার অধিকার রাখে। কেননা শারিকাকে শর্তমুক্ত রাখা হয়েছে। তা কোনো জায়গার সাথে শর্তযুক্ত নয়। তাই প্রত্যেক শরীকের হস্তক্ষেপ নিঃশর্তভাবে প্রয়োগ হবে। যেহেতু দলিল ছাড়া শর্তমুক্ত বিষয়কে শর্তযুক্ত করা যায় না। এখানে দলিল অনুপস্থিত। এরপর সফর নিকটে হোক বা দূরে, সম্পদ হালকা হোক বা ভারী, বিধান একই। তবে দুটি অংশেই মতভেদ রয়েছে।[১৪০]

শাফেয়ীগণ ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে, স্পষ্ট অনুমতি, প্রচলনে পরিচিত অনুমতি বা তীব্র প্রয়োজন ছাড়া শরীকের জন্য শারিকার সম্পদ নিয়ে সফর করা বৈধ নয়।

'প্রচলনে পরিচিত অনুমতি'র একটি হলো, শারিকা চুক্তি জাহাজে সম্পাদিত হলো। এরপর গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা অব্যাহত থাকল। তীব্র প্রয়োজনের একটি হলো, বড় বিপদ বা প্রবলপরাক্রম শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য শহরবাসীকে শহর থেকে নির্বাসিত করা।

যদি শরীক বিরোধিতা করে অননুমোদনপ্রাপ্ত এলাকা সফর করে, সম্পদ ধ্বংস হলে তাকে সঙ্গী শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে; কিন্তু সে যদি কোনো কিছু বিক্রি করে তাহলে তার বিক্রি বহাল থাকবে। এ মাসআলার সাথে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার কোনো বৈপরীত্য নেই।[১৪১] শারিকাতুল আনান-এর ক্ষেত্রে মালেকীদের মত অনুরূপ। শারিকাতুল মুফাওয়াযা-য় তাদের মত সুবিধা লক্ষ্য রাখার শর্তযুক্ত।[১৪২]

একাদশ : হানাফীদের মতে শারিকার বিক্রি হয়ে যাওয়া সম্পদ ইকালা করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেক শরীকের। পণ্যের বিক্রেতা সে হোক বা তার শরীক। কেননা ইকালা (পণ্য বিক্রির পর ফেরত নেয়া) প্রকারান্তরে ক্রয় করা। আর প্রত্যেক শরীক নিজে বা তার শরীক যা বিক্রি করেছে তা ইকালা করার অধিকার রাখে।[১৪৩] এটি মালেকীদেরও মাযহাবসম্মত মত এবং হাম্বলীদের নির্ভরযোগ্য মত। যদিও তাদের মতে ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে, দুই সম্ভাবনার এক সম্ভাবনামতে ইকালা হচ্ছে বিক্রি ভেঙ্গে দেওয়া। তবে তারা এটিকে সুবিধার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন, যেমন মূল্য পরিশোধে ক্রেতার অপারগতা বা শারিকা চুক্তির স্পষ্ট লোকসান হওয়া ইত্যাদি হলে ইকালা করা যাবে।[১৪৪]

---

১৪০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭১; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৪

১৪১. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫

১৪২. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৪

১৪৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭১

১৪৪. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৩

www.amarboi.org

দ্বাদশ : শারিকার সম্পদ নষ্ট করা বা স্বেচ্ছায় দান করা দুই শরীকের কারো জন্য বৈধ নয়, যেহেতু শারিকার উদ্দেশ্য হলো লাভ অর্জন করা। সুতরাং যতক্ষণ অন্য শরীকের স্পষ্ট অনুমতি থাকবে না, কম বা বেশি শারিকার সম্পদ হেবা করা বা ঋণ দেওয়ার অধিকার নেই কোনো শরীকের।[১৪৫] কেননা হেবা করা স্রেফ স্বেচ্ছাদান আর ঋণ দেওয়া প্রথম অবস্থায় স্বেচ্ছাদান, যেহেতু ঋণ হলো তাৎক্ষণিক নগদ বিনিময় ছাড়া সম্পদ হস্তান্তর। সুতরাং যদি কোনো শরীক তা (হেবা বা ঋণ দেওয়া) করে তাহলে স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া অপর শরীকের ওপর তা বর্তাবে না। এই কাজ শুধু তার অংশের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে।

তবে পরবর্তী ফকীহগণ হেবা নিষিদ্ধ হওয়া থেকে কিছু বিষয়কে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। যেমন গোশত, রুটি ও ফলমূল ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা হেবার অনুমোদন দিয়েছেন। যেগুলো লোকেরা পরস্পর হাদিয়া দেয় এবং সেগুলোতে উদারতার আচরণ করে। আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাতে উদ্ধৃত হয়েছে, শরীকের অধিকার রয়েছে শারিকার সম্পদ দ্বারা হাদিয়া দেওয়ার ও দাওয়াতের আয়োজন করার। এক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। বিশুদ্ধ মত হলো, এর পরিমাণ প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রচলন হলো যে পরিমাণ খরচ ব্যবসায়ীরা অন্যায় গণ্য করে না।[১৪৬]

অনুরূপভাবে আবু ইউসুফ রহ.-এর মত, যে শরীক বিক্রির দায়িত্ব পালন করে সে পণ্যের মূল্য হেবা করা অথবা ক্রেতাকে মূল্য থেকে অব্যাহতি দান করা আর অন্য শরীকের মূল্য হেবা করা বা মূল্য থেকে দায়মুক্ত করার বিধান এক; প্রত্যেকের কাজ দু'জনের মধ্যেই সীমিত থাকবে। এই মতকে হানাফী ফকীহগণ নির্ভরযোগ্য মত হিসাবে গ্রহণ করেননি। আবু ইউসুফ রহ.-এর বিপরীতে তাঁদের মত হলো, যে শরীক বিক্রির দায়িত্ব আঞ্জাম দেয় সে যদি ক্রেতাকে পণ্যের মূল্য হেবা করে বা মূল্য থেকে দায়মুক্ত করে, তাহলে অপর শরীকের ওপর তা বর্তাবে না। অন্য শরীক তার কাছে নিজ অংশের যেটুকু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেটুকু উসুল করবে। যেমন বিক্রির জন্য নিয়োগকৃত ওকীলের অবস্থা। যদি ওকীল এমন (হেবা বা দায়মুক্তি) করে তাহলে তা বাস্তবায়িত হয়। আর তার নিয়োগদানকারী তার কাছ থেকে তার মূল্য উসুল করে।[১৪৭]

মালেকীদের মতেও বিধান অনুরূপ। তবে তারা অনুমোদিত মূল্যের দায়মুক্ত করাকে আংশিক মূল্যহ্রাসের সাথে সীমাবদ্ধ করেন। এছাড়া অন্য বিষয়ে তারা

---

১৪৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬

১৪৬. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩১২

১৪৭. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৭; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

www.amarboi.org

নিঃশর্ত মত দেন। সুতরাং চুক্তি সম্পাদনকারীর পক্ষ থেকে মূল্যহ্রাস হওয়ার অথবা অন্য শরীকের পক্ষ থেকে মূল্যহ্রাস সমান। অনুরূপভাবে তারা ব্যাপকভাবে শরীকের জন্য অনুমোদিত স্বেচ্ছাদানকে সীমিত করেন ঐ খরচে যা প্রচলন অনুমোদন করে এবং যা শারিকার মূল সম্পদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এটি একটি ব্যাপক মৌলনীতি, যা শারিকার সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে আগ্রহদানের জন্য হাদিয়া উপঢৌকন, দাওয়াত নিমন্ত্রণ ও ঋণ দেয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। হাম্বলীদের অনুরূপ মত রয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে তারা কম ছাড় দেন এবং শারিকার উপকারের বিষয়টি অধিক লক্ষ্য রাখেন।[১৪৮]

ত্রয়োদশ : শরীকের অনুমতি ছাড়া অন্য শরীক যাকাত আদায় করতে পারবে না। এর কারণ, তাদের যৌথচুক্তি হয়েছে ব্যবসা-সংক্রান্ত। আর যাকাত ব্যবসা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। উপরন্তু মালিকের অনুমতি ছাড়া যাকাত প্রদান যথাযথভাবে আদায় হবে না। যেহেতু যাকাত সহীহভাবে প্রদানের জন্য নিয়ত শর্ত। ফলে অন্য শরীকের যাকাত প্রদান স্বেচ্ছাদানের সাথে যুক্ত হবে। আর এই শরীক অন্যের সম্পদ দিয়ে স্বেচ্ছাদানের অধিকার রাখে না। তবে অন্য শরীক অনুমতি দিলে তার অনুমতির কারণে যাকাত প্রদান সহীহ হবে।[১৪৯]

চতুর্দশ : এক শরীক অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া শারিকার সম্পদ নিজের একক সম্পদের সাথে একত্র করা জায়েয নেই। এর কারণ, একত্র করা একাধিক হক স্বাধীন হস্তক্ষেপে বিভিন্ন বাধা আবশ্যক করে। সুতরাং (এভাবে) এক শরীকের ওপর অন্য শরীককে কর্তৃত্ববান হতে দেওয়া যাবে না, যেন তার কর্তৃত্ব সম্পদের মালিকের অনুমোদনকৃত সীমা অতিক্রম না করে। হানাফী ও হাম্বলীগণ স্পষ্ট ভাষায় এটি উল্লেখ করেছেন।[১৫০]

জ্ঞাতব্য : শরীকের পক্ষ থেকে ব্যাপক অনুমতি : যেমন এক শরীক অপর শরীককে বলল, তোমার যেভাবে ভালো মনে হয় নিয়ন্ত্রণ করো। তার এ কথা বলার দরুন ব্যবসায়ে সংঘটিত সকল কারবারের ক্ষেত্রে, যেমন বন্ধক রাখা, বন্ধক গ্রহণ করা, সফর করা, একক সম্পদের সাথে একত্র করা এবং তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যৌথচুক্তি করা ইত্যাদিতে স্বতন্ত্র অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। কারো মতে উল্লিখিত কাজগুলো অনুমতি ছাড়া অবৈধ হয়, তার মতে এক্ষেত্রে সাধারণ অনুমতিই যথেষ্ট।

---

১৪৮. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৯, ২৬০; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮-১৬৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৯৫

১৪৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬২

১৫০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৬, ৫০৮

www.amarboi.org

কিন্তু এই ব্যাপক অনুমতি হেবা করা, ঋণ দেওয়া ইত্যাদি কারবার যেগুলো সম্পদকে নষ্ট করা বা বিনিময়ছাড়া মালিক বানানোর শ্রেণীভুক্ত সেগুলো করার অনুমোদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এজাতীয় কারবারগুলো যৌথভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য স্পষ্ট অনুমোদন আবশ্যক। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এ মত স্পষ্টভাবে বলেছেন।[১৫১]

মুফাওয়াযার সাথে নির্দিষ্ট বিধান : أحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ

এ বিধানগুলোর মূলকথা হলো, শারিকাতুল মুফাওয়াযা'র দুই শরীক ব্যবসা ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে বিধানগত বিচারে এক ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত, যদিও বাস্তবে তারা দুজন।[১৫২] এ বিধানের মূল কারণ হলো শারিকাতুল মুফাওয়াযা ওকালাত ও কাফালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেহেতু প্রত্যেক শরীক অন্য শরীকের আবশ্যক বিষয়াদিতে তার ওকীল; আর তার ওপর আরোপিত বিষয়াদিতে তার কাফীল।[১৫৩] এই মূলনীতির ভিত্তিতে কয়েকটি শাখা মাসআলা ও বিভিন্ন ফলাফল আহরিত হয় :

প্রথমত : এক শরীক যা কিছু কিনবে তা শারিকার জন্য কেনা বলে ধর্তব্য হবে। তবে তার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এবং তার পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এর ব্যতিক্রম। এভাবে যে কোনো শরীকের যাবতীয় ক্রয়কৃত বিষয় শারিকার জন্য ধর্তব্য হওয়ার কারণ হলো, শারিকাতুল মুফাওয়াযা চুক্তির দাবি হলো, যা কিছুতে যৌথ অংশগ্রহণ সহীহ তাতে সমতাবিধান করা। ব্যবসায়িক চুক্তি যৌথ অংশগ্রহণ সহীহ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। ইজারাও এর অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু ইজারা হলো উপকার কেনা। আর উপকার ভোগ যৌথভাবে হওয়া বৈধ। সুতরাং এক শরীক যা ভাড়া করবে তাও শারিকার জন্য বলে ধর্তব্য হবে। হানাফীগণ এ মতটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[১৫৪]

মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করার কারণ হচ্ছে, প্রচলন এগুলোকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করে। যেহেতু এগুলো এমন কিছু যা প্রত্যেক শরীকের নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য এককভাবে প্রয়োজন হয়। এতে অপর শরীক কোনো দায় বহন করে না। আর প্রচলনমতে যা শর্ত তা স্পষ্ট বাক্যে শর্ত

১৫১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬; নিহায়াতুর মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১০; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৮; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩২

১৫২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৩

১৫৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৭

১৫৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৩-৭৪

www.amarboi.org

করার অনুরূপ। তাই এই মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এককভাবে তার ক্রেতার মালিকানাধীন হবে। যদিও উল্লিখিত ইঙ্গিতকে অগ্রাহ্য করলে এগুলো শারিকাতুল মুফাওয়াযার আওতাধীন বিষয়, যেহেতু এগুলো ব্যবসাযোগ্য পণ্য ও যৌথ মালিকানা গ্রহণযোগ্য, শারিকার জন্য উপযুক্ত এবং যেহেতু উপকার কেনা শারিকা গ্রহণ করে। এমন মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ঘর, বসবাসের জন্য যা ভাড়া নেওয়া হয়, ঠেলাগাড়ি, জাহাজ, বিমান ও গবাদি পশু যেগুলো আরোহণ করার জন্য অথবা বিশেষ ফায়দার জন্য বহন করা যেমন হজ্জ, কর্মস্থল থেকে দূরে ছুটিকালীন সময় কাটানো এবং এককভাবে কারো সামানাপত্র বহন করা।

এক্ষেত্রে অন্য একটি পার্থক্য রয়েছে। মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদির পূর্ণ মূল্য এর ক্রেতা বহন করবে, যেহেতু এ বিষয়গুলো এককভাবে তার মালিকানাধীন। এ কারণে যদি কোনো শরীক বস্তুগুলোর মূল্য শারিকার সম্পদ থেকে পরিশোধ করে তাহলে অপর শরীকের অধিকার রয়েছে মূল্যে তার অংশ আদায় করার।

মুতাআখখির মালেকী ফকীহদের মতে, শারিকাতুল মুফাওয়াযার শরীকের একক ব্যক্তিগত খরচ, তার পানাহার, পোশাক, সামানপত্র নিঃশর্তভাবে বাদ যাবে। শারিকার সম্পদ থেকে শরীক এই খরচ ব্যয় করলেও তা হিসাবভুক্ত হবে না। দুই শরীকের প্রদত্ত পুঁজির অংশ, উভয়ের খরচ, উভয়ের দেশের মূল্যমান এগুলো সবগুলো ভিন্ন হোক বা অভিন্ন, বিধান এক। এরপর তারা এর কারণ বলেছেন যে, সাধারণত এগুলো সামান্য খরচ বা ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত।[১৫৫]

শরীকের পারিবারিক খরচ বাদ দেয়ার জন্য শর্ত হলো উভয়ের শরীকের পরিবারের সদস্যসংখ্যা সমান হওয়া এবং সামাজিক বিচারে এক পর্যায়ের হওয়া। অন্যথায় পারিবারিক খরচ হিসাবভুক্ত হবে। সুতরাং এক শরীক যদি তার অংশের অতিরিক্ত সম্পদ নেয় তাহলে তার খরচকৃত সম্পদে অপর শরীক নিজ অংশ ফেরত নেবে।[১৫৬] মালেকী ফকীহগণ মুফাওয়াযা-র শরীককে নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য কেনার দাবিতে সত্যবাদী মনে করেন খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক ইত্যাদিতে, সকল কিছুতে নয়।[১৫৭]

শারিকাতুল মুফাওয়াযায় এক শরীকের ঋণের স্বীকারোক্তি অন্য শরীকের জন্য প্রয়োগ হওয়া

দ্বিতীয়ত : শারিকাতুল মুফাওয়াযা-য় এক শরীকের জন্য ব্যবসার ঋণ বা এর স্থলবর্তী যে ঋণ আবশ্যক হয় তা অপর শরীকের জন্যও আবশ্যক হবে। এক

---

১৫৫. আল খিরশী আলা খলীল, টীকাসহ, খ. ৪, পৃ. ২৬৪

১৫৬. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৪; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭০-১৭১

১৫৭. বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭১

www.amarboi.org

শরীকের ঋণের স্বীকারোক্তি, তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার ওপর ঋণ আবশ্যক হওয়ার এবং কাফালাত হিসেবে তার শরীকের জন্যও আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট; এটি হানাফীদের মত।[১৫৮]

মালেকীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, উপরিউক্ত বিধান শারিকা বিদ্যমান অবস্থায় ঋণের স্বীকারোক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো নগদ বস্তু যেমন গচ্ছিত সম্পদ বা বন্ধককৃত সম্পদ, অথবা ঋণের স্বীকারোক্তি হয় শারিকা চুক্তি শেষ হওয়ার পর, তাহলে স্বীকারকারী শরীকের জন্য নগদ বস্তু বা ঋণের অংশ আবশ্যক হবে।[১৫৯]

এরপর সে তার শরীকের অংশের জন্যে নিছক সাক্ষী হবে। যার জন্যে স্বীকৃতি সে এই সাক্ষীর সাথে কসম খাবে। এবং শরীকের অংশের সে হকদার হবে।[১৬০]

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, শিরকাতুল আনানে যে পর্যন্ত তা বহাল থাকবে শরীক ঋণ নেওয়ার বা শারিকা হিসাবে কোনো পণ্য নেওয়ার কথা থাকবে। কেউ কেউ তা পছন্দও করেছেন। তাহলে তা মুফাওয়াযায়ও অবশ্যই আসবে।[১৬১]

তৃতীয় : শারিকাতুল মুফাওয়াযার পক্ষে মতদানকারী সকলের ঐক্যমতে শারিকার সম্পদে এক শরীকের পরিচালিত চুক্তির হকসমূহ উভয় শরীকের বিচারে সমান। হকসমূহের উদাহরণ হলো, দোষের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া,[১৬২] পণ্যের হকদার বের হলে মূল্য উসুল করা, পণ্য বা মূল্য অর্পণের দাবি করা, এই দুটোকে কব্জা করা বা কব্জা করতে দেওয়া। এ সকল বিষয় তাদের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, বিধান অভিন্ন। সুতরাং কোনো শরীক যদি শারিকার জন্য কোনো বস্তু কেনে, আর কারণ বর্তমান থাকার কারণে এই অধিকারগুলোর কোনোটি প্রয়োগ করতে চায়, তাহলে প্রয়োগের অধিকার তার জন্য সীমিত হবে না। বরং তার শরীকের জন্যও প্রয়োগের অধিকার সাব্যস্ত হবে। যে কারবারগুলো কেনার শ্রেণীভুক্ত সেগুলোর বিধান অনুরূপ।[১৬৩]

কেউ শারিকা চুক্তির কোনো পণ্য কেনার পর তাতে কোনো দোষ পেলে তার অধিকার থাকে দুই শরীকের যাকে ইচ্ছা তার কাছে বস্তুটি ফেরত দেওয়ার। যদি

---

১৫৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭২; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪১; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ১৮৮

১৫৯. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৩

১৬০. আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭২৬

১৬১. আল খিরশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬১-২৬২

১৬২. হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২০৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; বুলগাতুস মালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮

১৬৩. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৬

www.amarboi.org

ক্রেতার কাছে থাকা পণ্যের কোনো হকদার প্রকাশিত হয়, তাহলে তার বিধান যেমন প্রকাশ পেল যে, পণ্যটি গসবকৃত বা চুক্তিকৃত। তাহলে ক্রেতার অধিকার রয়েছে যে শরীককে ইচ্ছা তার কাছে প্রদত্ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করবে। যদিও সে শরীক হয়তো বিক্রির চুক্তি সম্পাদন করেনি বা মূল্য কব্জা করেনি। অনুরূপভাবে ক্রেতার অধিকার রয়েছে চুক্তির প্রথম অবস্থায় দুই শরীকের যাকে ইচ্ছা তার নিকট পণ্য অর্পণের দাবি করার, যদিও সে শরীক তার কাছে পণ্যটি বিক্রি করেনি। আর প্রত্যেক শরীকের মূল্য কব্জা করার অধিকার রয়েছে, অধিকার রয়েছে দাবিকৃত পণ্য অর্পণ করার। অথবা একজন কব্জা করবে অপরজন অর্পণ করবে অথবা এর বিপরীত করবে, এমন সব করার অধিকার রয়েছে। তবে যদি কোনো শরীক নিজের ব্যক্তিগত কোনো বস্তু বিক্রি করে বা ভাড়া দেয় সেক্ষেত্রে চুক্তির অধিকারগুলো একান্ত তার জন্য সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার নিকট থেকে এমন বস্তু কিনবে সে অপর শরীককে পণ্য সোপর্দ করার দাবি করার অধিকার পাবে না। আর অপর শরীকও তার কাছে মূল্য উসুলের দাবি করার অধিকার পাবে না।[১৬৪]

চতুর্থ : শারিকাতুল মুফাওয়াযা-র শরীকের কার্যক্রম তার ও তার শরীকের জন্য বাস্তবায়িত হবে, এমন সকল ক্ষেত্রে যার লাভ ও উপকার শারিকা ভোগ করে। এক্ষেত্রে এ কার্যক্রম ব্যবসা বা তার সংশ্লিষ্ট কারবার জাতীয় হোক বা অন্য কিছু, বিধান অভিন্ন।

এই বিধান শারিকাতুল মুফাওয়াযার পক্ষে মতদানকারী সকলের ঐকমত্যপূর্ণ। অর্থাৎ হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীগণ। মালেকীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, সুবিধা পরিপন্থী প্রতিটি কারবার এক শরীকের পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্য শরীকের শারিকার জন্য বাস্তবায়ন অপর শরীকের পরবর্তী অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। যদি অন্য শরীক অনুমতি না দেয় তাহলে তা শুধু এই কারবারকারী শরীকের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে। আর সে অপর শরীকের হকের ক্ষতিপূরণ দেবে। সুতরাং যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে মূল মূল্যের দায়িত্ব দেয়া হয় এমন চুক্তিতে যা সে বা তার শরীক সম্পাদন করে, আর লাভের অনুপাত হলো একশতে পঞ্চাশ, এরপর তার শরীক যদি অনুমোদন না করে তাহলে একশতে পঁচিশ দীনার হারে তার শরীক তার নিকট থেকে উসুল করবে, যদি শারিকা হয়ে থাকে আধাঅধি লাভের অনুপাতে। কেননা মুহাবাত স্বেচ্ছাদানের ন্যায়। তবে এক্ষেত্রে মুহাবাতের জন্য পুঁজিদাতা শারিকার মঙ্গলার্থে ঝুঁকিগ্রহণকারী কর্মীর প্রতি সদয় আচরণ করছে।

---

১৬৪. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

পঞ্চম : হানাফীদের নিকট যার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত সে মুফাওয়াযা করলে তা সহীহ ও কার্যকর হবে। মুহাবাতের অপবাদ কোনো প্রভাব ফেলবে না। এর কারণ, এক্ষেত্রে দুজন শরীক হবে এক ব্যক্তি তুল্য। আনান এর বিপরীত। তাতে একজন অপর জনের ওকীল হয়। নিয়ম হচ্ছে, অপবাদের স্থান ওকালাত থেকে বাদ রাখা হয়। এটি আবু হানীফা রহ.-এর মত। তবে যদি ওকীলকে বলা হয়, তুমি যার সাথে ইচ্ছা লেনদেন করো, তাহলে সে স্বাভাবিক মূল্যে লেনদেন করতে পারবে। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এ সময় যে কোনো অবস্থায় স্বাভাবিক মূল্যে লেনদেন সহীহ্ হওয়াকে আবশ্যিক বলেছেন।[১৬৫]

মালেকীগণ বলেন, মুফাওয়াযায় এক শরীকের অনুমতি না নিয়ে অপর শরীক যে কোনো কর্তৃত্ব করতে পারবে যদি তা শারিকার কল্যাণে হয়। সেক্ষেত্রে মুহাবাতের স্থানে বিক্রিরও তারা অনুমতি দেন যদি মুহাবাত প্রমাণিত না হয়।[১৬৬]

শারিকাতুল মুফাওয়াযায় তৃতীয় ব্যক্তির সাথে চুক্তি করা
(مُشَارَكَةُ الْمُفَاوِضِ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ)

শারিকাতুল মুফাওয়াযার শরীকের শারিকাতুল আনান চুক্তি করার অধিকার আছে। এই চুক্তি অপর শরীকের অধিকারে বাস্তবায়িত হবে, সে পছন্দ বা অপছন্দ করুক না কেন। কেননা শারিকাতুল আনান শারিকাতুল মুফাওয়াযা থেকে লঘু। তাই শারিকাতুল মুফাওয়াযার আওতায় শারিকাতুল আনান সম্পাদন করতে এবং মুফাওয়াযার অনুগামীরূপে সংঘটিত হতে কোনো বাধা নেই। যেমন সাধারণভাবে যে-কোনো শারিকার আওতায় মুদারাবা চুক্তি সম্পাদন বৈধ। মুদারাবার সম্পাদন এভাবে হবে যে, শারিকার পুঁজি দিয়ে কোনো শরীক তৃতীয় ব্যক্তির সাথে মুদারাবার চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। এটি সাহেবাইনের মত।[১৬৭]

এর কারণ হলো, শারিকাতুল মুফাওয়াযার আওতায় অন্য শারিকাতুল মুফাওয়াযা সম্পাদন বৈধ নয়। অর্থাৎ শারিকাতুল মুফাওয়াযার কোনো শরীকের জন্য অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির সাথে শারিকাতুল মুফাওয়াযার চুক্তিবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। কারণ, বস্তু তার অনুরূপ বস্তুকে নিজের অধীন করতে পারে না।

---

১৬৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭২-৭৩; রদ্দুর মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৪; আল বিরশী আলা খলীল, টীকাসহ, খ. ৪, পৃ. ২৫৯

১৬৬. রদ্দুর মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ২২৫; আল আতাসী, আলাল মাজালা, খ. ৪, পৃ. ২৯৭

১৬৭. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৪

www.amarboi.org

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. উক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন।[১৬৮] মুতাআখখির হানাফী ফকীহদের মতে এটিই নির্ভরযোগ্য মত। তবে তারা শারিকাতুল মুফাওয়াযার সম্পাদন বৈধ না হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, এই চুক্তি শারিকাতুল আনান-এ পরিণত হবে। যার সাথে এই শরীক দ্বিতীয় শারিকা চুক্তি করল যে যদি এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে এই শরীকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তবু এই শারিকার লাভ তার ও তার প্রথম শরীকের মাঝে ভাগ হবে।[১৬৯]

ইমাম মুহাম্মদ রহ. শারিকাতুল মুফাওয়াযার শরীক অন্য শারিকাতুল মুফাওয়াযা সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক আছে বলে মনে করেন না। হাসান বিন যিয়াদ রা.-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মত বর্ণিত হয়েছে, শারিকাতুল মুফাওয়াযার শরীকের অন্য শারিকাতুল মুফাওয়াযা সম্পাদনের অধিকার নেই এবং তার জন্য শারিকাতুল আনান সম্পাদনের সুযোগ নেই। এর কারণ, উভয় নবচুক্তিতে প্রথম শারিকার চুক্তিকৃত দাবিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে, যেহেতু প্রথম শারিকার পুঁজিতে অবর্তমান নতুন শরীকের এতে অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর মূলপুঁজিতে অবর্তমান ব্যক্তির অধিকার সাব্যস্ত করা সকল শরীকের সম্মতি ছাড়া জায়েয নয়।[১৭০]

হাম্বলীদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো আবু হানীফা রহ.-এর মতের সমর্থন।[১৭১] মালেকীদের মতে, শারিকাতুল মুফাওয়াযার শরীকের জন্য শারিকার আংশিক পুঁজির ক্ষেত্রে শারিকাতুল মুফাওয়াযা বা অন্য কোনো শারিকা সম্পাদনের সুযোগ আছে। তবে এই আংশিক পুঁজি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হতে হবে, অনির্দিষ্ট ও ব্যাপক নয়। যেমন কোনো শরীক শারিকার পুঁজি থেকে একশ দীনার আলাদা করল, আর তৃতীয় ব্যক্তি অনুরূপ একশ দীনার আনল। এরপর তারা উভয়ে দুইশ দীনারে ব্যবসা করল। এই তৃতীয় ব্যক্তি হবে প্রথম শারিকার বাকি পুঁজি থেকে সম্পর্ক মুক্ত।[১৭২]

শারিকাতুল আনানের সাথে নির্দিষ্ট বিধান : أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْعَنَانِ

প্রথম : প্রত্যেক শরীক যা কিছু কিনবে তা-ই শারিকার জন্য ক্রয়কৃত গণ্য হবে না। এর কারণ, যে শরীকের হাতে শারিকার পুঁজির কোনো অংশ নেই সে অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া কোনো বস্তু শারিকার জন্য কিনতে পারবে না। বরং

---

১৬৮. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৪
১৬৯. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩১৩; রদ্দুর মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬
১৭০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৭
১৭১. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৬
১৭২. আল খিরশী আলা খলীল ও টীকা, খ. ৪, পৃ. ২৫৯

www.amarboi.org

পুঁজিশূন্য অবস্থায় সে যা কিনবে তা নিজের জন্য বা শারিকা ছাড়া অন্য বৈধ পন্থায় যার জন্য সে কিছু কিনতে চায়, তার জন্য হবে। তার কেনা বস্তু শারিকার মালিকানাধীন হতে পারে না।

অনুরূপভাবে ঐ শরীক যার কর্তৃত্বে শারিকার সমুদয় সম্পদ পণ্য হিসেবে আছে; মুদ্রা হিসেবে নয় অথবা তার কাছে নগদ মুদ্রা আছে, যা পণ্যের মূল্য পরিমাণ নয়, এই শরীকের কৃত মুদ্রার (অর্থাৎ মূল্যজাতীয় বস্তু দ্বারা) বিনিময়ে কেনা চুক্তি শারিকার জন্য সাব্যস্ত হবে না। এমনকি চুক্তির দাবি হিসেবে যে প্রকার ব্যবসা শারিকা সীমিত তা ভিন্ন অন্য জাতীয় পণ্য শরীক কিনলে তার কেনা পণ্যের কোনো অংশ শারিকার জন্য সাব্যস্ত হবে না। যেমন শরীক কিনল চাল অথচ শারিকার চুক্তিকৃত ব্যবসা হলো তুলার ক্ষেত্রে, অথবা এর বিপরীত [১৭৩]হলো।[১৭৪]

উপরিউক্ত আলোচনার অর্থ হলো অন্য শরীকের একান্ত অনুমতি ছাড়া শারিকাতুল আনান-এর অন্য শরীক যা কিনবে[১৭৫] তা তিনটি শর্ত ছাড়া শারিকার জন্য সাব্যস্ত হবে না।[১৭৬]

১. শরীকের হাতে শারিকার এই পরিমাণ পুঁজির অংশ থাকা যা তার ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য পরিশোধের জন্য যথেষ্ট;
২. যদি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে তবে তার হাতে পুঁজির যে অংশ থাকবে তা হবে নগদ মুদ্রা; পণ্য নয়;
৩. শরীকের ক্রয়কৃত বস্তু শারিকার চুক্তিকৃত ব্যবসা শ্রেণীভুক্ত হওয়া। উপরোক্ত আলোচনা থেকে চতুর্থ শর্ত গ্রহণ করা যায়। তা হলো :
৪. অন্য শরীক পণ্যটি তার একক মালিকানার জন্য হওয়ার স্পষ্ট অনুমোদন না দেওয়া।

যখন এই চার শর্ত পূর্ণরূপে মজুদ হবে, তখন কেনাবেচা শারিকার জন্য সাব্যস্ত হবে, যদিও শরীক দাবি করে যে, সে নিজের জন্য কিনেছে বা পণ্যটি কেনার

---

১৭৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৮, ৭২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫
১৭৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩, ৩৬২
১৭৫. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়ায় উদ্ধৃত আংশিক বক্তব্যে এই বিশেষায়ণের বিপরীত মত বোঝা যায়। সতর্কীকরণ ছাড়া পরস্পর বিরোধী মতামত উল্লেখ করার ক্ষেত্রে হিন্দিয়্যা গ্রন্থকারগণ তেমন খেয়াল করেন না। তবে এই বিশেষায়ণের বিপরীত মতের উপর নির্ভর করা যায় না, খ. ২, পৃ. ৩১১। ফাতাওয়া খানিয়াতে এক্ষেত্রে শারিকাতুল মুফাওয়াযা ও শারিকাতুল আনানের পার্থক্যের স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫।
১৭৬. স্পষ্ট, যে সম্পদ শারিকাহর আওতাভুক্ত হবে না তা হলো শরীকের হাতে থাকা শারিকাহর নগদ পুঁজির অতিরিক্ত সম্পদ। এছাড়া অবশিষ্ট সম্পদ শারিকাহর জন্যই হবে। মুযারাবার আলোচনায় ইবনে আবিদীন এর সাদৃশ একটি মত সমর্থন করেছেন। রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৭

www.amarboi.org

সময় সে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ পণ্যটি শারিকার জন্য কেনার কথা বলে সাক্ষ্য দেওয়া পর্যন্ত তার থাকবে। কেননা সে অপর শরীকের অবগতি ছাড়া নিজেকে ওকালাতের দায়মুক্ত করতে পারে না। এটি হানাফীদের মত।[১৭৭]

৭২. অন্যান্য মাযহাবে উল্লিখিত শর্তগুলো নেই। তবে শারিকাতুল আনান ও শারিকাতুল ওজুহে শর্ত সংক্রান্ত হাম্বলীদের একটি মত রয়েছে। তা হলো, শরীকের নিজের জন্য কেনার দাবি অগ্রহণযোগ্য। তবে উভয়ে শারিকাহর এক্ষেত্রে তারা কসমসহ শরীরকর সত্যায়নের মতকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৭৮] শাফেয়ী মাযহাবের স্পষ্ট বক্তব্যমতে শারিকাতুল আনান-এ হাম্বলীদের উলিখিত মত আসলযোগ্য।[১৭৯] এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, শরীক একজন আমীন যে একটি সম্ভাব্য বিষয় দাবি করেছে। তার তরফ থেকে জানা ছাড়া এটা জানা সম্ভব নয়। যদি কেনার সময় তার নিয়ত স্পষ্টভাবে জানার ও সে সংক্রান্ত সাক্ষ্য রাখার সম্ভাবনা থাকত তাহলে কসম ছাড়া শরীকের বক্তব্য গ্রহণ করা হতো। বরং শাফেয়ীদের বক্তব্য হলো, নিজের জন্য কেনার দাবিতে তাকে সত্যায়ন করা হবে, যদিও এতে সে লাভবান হয় এবং শারিকাহর জন্য কেনার দাবিতে তাকে সত্যায়ন করা হবে, যদিও এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে তাদের মতে, শরীক যদি শারিকাহর জন্য কেনার দাবি করে আর নিজ অংশ দোষের কারণে ফেরত দিতে চায় তাহলে শারিকাহর জন্য কেনার দাবিতে তাকে সত্যায়ন করা হবে না। যেহেতু বাহ্য অবস্থা হলো বস্তুটি তাকে সুযোগ দেয়া হবে না। তবে বিক্রেতা যদি শারিকাহর জন্য কেনার দাবিতে শরীককে সত্যায়ন করে, শাফেয়ীদের মতে তাকে চুক্তির বিভাজনের এবং তার একক অংশ ফেরত দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। কেননা শরীক নিজ অংশের ক্ষেত্রে মূলব্যক্তি আর শরীকের অংশের ক্ষেত্রে সে ওকীল। তাই তার এক চুক্তি প্রকারান্তরে দুই চুক্তি।[১৮০] মালেকীদের মতে, নিজের জন্য কেনার দাবিতে শরীককে সকল প্রকার শারিকায় সত্যায়ন করা হবে। তবে ওয়ারিছদের মাঝে সম্পাদিত শারিকাতুল জাবর এর বিষয় ভিন্ন। শারিকাতুল মুফাওয়াযায় তারা স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি বলেছেন। এক্ষেত্রে তারা পণ্যের কেনাকে সীমিত করেছেন শরীকের জন্য ও তার পরিবারের জন্য উপযুক্ত বিষয়াদি অর্থাৎ খাবার পানীয় ও পোশাক কেনার ক্ষেত্রে; অন্য পণ্যাদি স্থাবর সম্পত্তি ও প্রাণী কেনার ক্ষেত্র নয়।[১৮১]

---

১৭৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩

১৭৮. আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৭২৯

১৭৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬

১৮০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬;

১৮১. বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭১

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : হানাফীদের মতে, এক শরীকের ওপর যে ঋণ আবশ্যক হবে তা আদায়ের জন্য অপর শরীককে বলা হবে না। এর কারণ, শারিকাতুল আনান একমাত্র ওকালাতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। তবে পারস্পরিক দায়গ্রহণের কথা চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলে ভিন্ন কথা। যেমনটা ফতোয়া খানিয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। যদিও ইবনুল হুমাম রহ. এক্ষেত্রেও কাফালাত বাতিল হওয়ার মতকে সমর্থন করেছেন। সমর্থন করার কারণ, এই কাফালাত অজ্ঞাত বিষয়ের কাফালাত। স্পষ্ট কাফালাতও অজ্ঞাত বিষয়ের জন্য বৈধ হয় না। সুতরাং স্পষ্ট কাফালাতের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কাফালাত বৈধ হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।[১৮২]

হাম্বলীদের মতে, শারিকা চুক্তি সংক্রান্ত শারিকাতুল আনান-এর শরীকের নগদ বস্তু বা ঋণের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই শরীক শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত। আর স্বীকারোক্তি ব্যবসার অংশ নয়। তাই তার স্বীকারোক্তি শুধু তার অংশের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে।[১৮৩] তারা এভাবেই নিঃশর্ত মত ব্যক্ত করেছেন। সম্পদ তার হাতে রয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ দেননি। তবে ঋণ হবে ব্যবসার অনুগামী, যেমন শারিকার জন্য কেনা পণ্যের মূল্য অথবা বহনকারী, সংরক্ষক ও প্রহরীর পারিশ্রমিক, যেহেতু এটি হবে তার স্বীকারোক্তি। যেমন পণ্য অর্পণ করা স্বীকৃতি প্রকাশ করে, অথবা এটি হবে মূল্য কব্জা করতে দেয়া।

হানাফীদের মতে এই বিশদ বিবরণ নেই। হাম্বলীগণ কখনো এ মত উল্লেখ করেন। হাম্বলী ফকীহ্ কাজী রহ.-এর মত-এর উত্তর দেওয়ার জন্য। শারিকা চুক্তির ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে শরীকের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন কাজী ইয়াস রহ.। তিনি বলেন, নিশ্চয় শরীকের অধিকার আছে পণ্য কিনে মজলিসে মূল্য অর্পণ না করার। তাই মূল্য সংক্রান্ত তার স্বীকারোক্তি যদি গ্রহণ না করা হয় তাহলে লোকদের সম্পদ নষ্ট হবে। আর লোকেরাও তার সাথে লেনদেন থেকে বিরত থাকবে। আল-ইনসাফ গ্রন্থপ্রণেতা তার সূত্রে এ মতটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এটিই সঠিক।[১৮৪]

তৃতীয় : হানাফী ফকীহদের মতে, এক শরীক যে চুক্তির কার্যক্রম সম্পাদন করে সে চুক্তির হকগুলো সে শরীকের মাঝে সীমিত থাকবে, যেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত একথা স্বীকৃত থাকবে, কোনো কাফালা নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির হকগুলো চুক্তি সম্পাদনকারীর জন্যই হবে। সুতরাং কোনো শরীক শারিকার সম্পদ বিক্রি করলে বা ভাড়া দিলে সে শরীকই মূল্য বা ভাড়া উসুল করবে এবং তার কাছে

---

১৮২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২০৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫১, ৩৫৬, ৩৬৩

১৮৩. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩১; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০

১৮৪. আশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১২৪; আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪২১

www.amarboi.org

বিক্রিত পণ্য বা ভাড়া দেয়া বস্তু অর্পণের দাবি করা হবে। মতবিরোধ হলে সে সময় সে বিবাদ করবে। হয়তো সে দলিল দেবে বা তাকে দলিল শোনানো হবে। হয়তো তাকে কসম খেতে বলা হবে বা সে কসম খেতে বলবে। এসকল বিষয়ে তার শরীক ও অন্য কেউ এক বরাবর। শরীকের পক্ষে বা বিপক্ষে এখানে কিছুই করা হবে না। বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে ক্রেতা হলো চুক্তিকারী আর বন্ধক গ্রহণের ক্ষেত্রে বিক্রেতা হলো চুক্তি কারী। যদিও অন্য ব্যক্তি সে চুক্তিতে শরীক ছিল যা ঋণ আবশ্যক করেছে। এর কারণ, বন্ধক রাখা হলো অন্য শরীকের সম্পদ থেকে তার ঋণ পূর্ণ পরিশোধ করা যেহেতু আলোচনা চলছে শারিকার কোনো বস্তু বন্ধক রাখার বিষয়ে আর কেউ অন্যের ঋণ তার সম্পদ থেকে তার অনুমতি ছাড়া পরিশোধের অধিকার রাখে না। আর বন্ধক গ্রহণ করা হলো এককভাবে অংশ পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। আর এটিও তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ করার অধিকার রাখে না[১৮৫]।[১৮৬]

মালেকীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে শারিকাতুল আনান-এর কোনো শরীকের জন্য অপর শরীকের জানা ও অনুমতি ছাড়া একক ক্ষমতায় শারিকায় কিছু করার অধিকার নেই।[১৮৭]

হাম্বলীদের মত সম্পর্কে আলমুগনী গ্রন্থে ইবনে কুদামা রহ. বলেন, শারিকাতুল আনান-এর প্রত্যেক শরীকের জন্য পণ্য ও মূল্য কব্জা করার এবং কব্জা করতে দেওয়া, ঋণ নিয়ে বিবাদ করা, ঋণ আদায়ের দাবি করা, হাওয়ালা করা ও হাওয়ালা গ্রহণ করা, যে চুক্তি সে বা তার শরীক সম্পাদন করেছে দোষের কারণে সে চুক্তির পণ্য ফেরত দেয়া ইত্যাদি কার্যক্রম তার বাস্তবায়ন করার অধিকার আছে। কেননা চুক্তির হকগুলো চুক্তিকারীর সাথে বিশিষ্ট নয়।[১৮৮] শাফেয়ীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, শারিকাতুল আনান-এর কোনো শরীক এককভাবে দোষের কারণে পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার হক রাখে।[১৮৯]

যে ক্ষেত্রে শারিকাতুল আনান-এর এক শরীকের কার্যক্রম অন্য শরীকের ওপর প্রযোজ্য হয়

চতুর্থ : সকল ফকীহের ঐকমত্যে এক শরীকের কার্যক্রম অন্য শরীকের জন্য প্রযোজ্য হওয়া ব্যবসার সাথে সীমিত। সুতরাং এক শরীক যদি কোনো বস্তু গসব করে বা নষ্ট করে, তাহলে সে শরীক এককভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করবে।

---

১৮৫. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩

১৮৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭০

১৮৭. আল-খিরাশী, আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৫

১৮৮. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৯, ১৩০

১৮৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১০

www.amarboi.org

এক্ষেত্রে অন্য শরীক তার সাথে অংশ নেবে না। বিপরীতে শরীক যদি কোনো জিনিস শারিকার জন্য সহীহভাবে ক্রয় করে, আর চুক্তির দাবি হিসেবে সে তা কেনার অধিকারও রাখে তাহলে তার কেনা তার জন্য এবং তার শরীকের জন্য প্রযোজ্য হবে। এই শরীক যদি নিজ সম্পদ থেকে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে তাহলে তার শরীকের নিকট থেকে মূল্যে তার অংশ উসুল করতে পারে। বরং বিক্রি যদি ফাসিদ হয় আর কেনা বস্তু যদি নষ্ট হয় তাহলে সে এ বস্তুটির ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। বরং ক্ষতিপূরণ বহনে অন্য শরীক তার সাথে অংশগ্রহণ করবে। তা হবে ব্যবসার পুঁজিতে উভয়ের আনুপাতিক অংশ হিসেবে।

শারিকাতুল আনান-এর এক শরীকের কার্যক্রম অন্য শরীকের ওপর প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমে শারিকার পুঁজির লাভ হওয়া যথেষ্ট মনে করেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ., যেমনটা তাঁর মত শারিকাতুল মুফাওয়াযার কোনো শরীকের কার্যক্রম অন্য শরীকের ওপর প্রয়োগ হওয়ার ক্ষেত্রে।

মাবসুত গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, ভাড়া করা যানবাহন যা শারিকাতুল আনান-এর এক শরীক তার একান্ত কোনো প্রয়োজনে, যেমন তার পরিবারের খাবার বহন করার জন্যে ভাড়া করলে এই বাহনটি এককভাবে তার জন্য হবে।[১৯০] সুতরাং তার শরীক এটি ব্যবহার করলে ক্ষতিপূরণ দেবে। তবে যদি প্রথম শরীক শারিকার প্রয়োজনে, যেমন শারিকার কোনো পণ্য বহন করার জন্যে বাহনটি ভাড়া করে, তাহলে এই বাহনটি যৌথ ভাড়ার আওতাধীন হবে। তখন এর বিধান হবে, যদি উভয় শরীক বাহনটি ভাড়া করত তখন আরোপিত বিধানের অনুরূপ। এমনকি যদি অন্য কেউ পূর্বে বহনকৃত পণ্যের সদৃশ পণ্য বহন করে আর বাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না।[১৯১]

বাজারদরের কম মূল্যে শারিকাতুল আনান-এর শরীকের বিক্রি করা

শাফেয়ীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, অনেক লোকসান দিয়ে শরীক কেনাবেচা করবে না। যদি এমন লোকসান কেনাবেচা করে, তাহলে শুধু তার অংশে চুক্তি সহীহ হবে। এবং এ সময়ে ক্রেতা বা বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। তবে যদি শরীক দায়ে আবশ্যক মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে সকলের ক্ষেত্রেই চুক্তিটি সহীহ ও ধর্তব্য হবে। আর এককভাবে ক্রেতার জন্য কেনা হয়েছে বলে ধরা হবে; শারিকাহর জন্য নয়।[১৯২]

---

১৯০. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩২৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৪; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৬

১৯১. আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬০; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৫৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০২; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩০

১৯২. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫

www.amarboi.org

তারা বলেন, বাজারদরের স্বাভাবিক মূল্যের বিনিময়ে কোনো শরীকের বিক্রির অধিকার নেই, যদি অধিক মূল্য দিয়ে কিনতে আগ্রহী ক্রেতা থাকে। এমনকি যদি শরীক কার্যত বিক্রি করে, আর খেয়ারের সময়ে অধিক মূল্য দিয়ে কিনতে আগ্রহী ক্রেতা প্রকাশ পায়, তাহলে শরীকের জন্য আবশ্যক পূর্ব বিক্রিচুক্তি বাতিল করা। অন্যথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।[১৯৩]

শারিকাতুল আনান-এর শরীকের জন্য তার শরীক ছাড়া অন্য কারো সাথে শারিকা চুক্তি সম্পাদন করা

শারিকাতুল আনান-এর কোনো শরীকের জন্য তার শরীকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো শারিকা: মুফাওয়াযা বা আনান-এ চুক্তিবদ্ধ হওয়া জায়েয নেই। এর কারণ, বস্তু নিজের অনুরূপ বস্তুকে অনুগামী করতে পারে না। তাহলে তার ঊর্ধ্ব বিষয়কে কীভাবে অনুগামী করবে? তবে যদিও সে শারিকায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে না তবে সে ওকীল নিয়োগের অধিকার রাখে। সুতরাং যদি সে শারিকা চুক্তি করে তাহলে শারিকা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তবে শারিকা চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণে তাতে অন্তর্ভুক্ত ওকালাত বাতিল হওয়া আবশ্যক নয়। এর কারণ, অংশ বিষয় বাতিল হওয়ার কারণে পুরো বিষয় বাতিল হওয়া আবশ্যক নয়। এটি হানাফীদের মত।[১৯৪]

অন্যান্য শরীকের অনুমতি ছাড়া শ্রমদানের জন্য শারিকার পুঁজি তৃতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। যদিও বিনিময় ছাড়া শারিকার সেবাদানের উদ্দেশ্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক না কেন। (বিনিময় ছাড়া সেবাদানের নাম হলো ইবযা)। এর কারণ, শারিকা চুক্তিতে শরীকদের অনুমোদন শুধু শরীকের কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপে সীমিত; অন্য কারো কর্তৃত্বে ও হস্ত ক্ষেপে শরীকদের অনুমোদন নেই।[১৯৫] তাই এ মাসআলাটির বিধান কোনো শরীকের শারিকা চুক্তি থেকে সরে গিয়ে অন্যকে তার স্থলবর্তী করার অনুরূপ বিধান। (এক্ষেত্রে অন্যান্য শরীকের অনুমোদন যেমন আবশ্যক, তেমন অন্যকে শ্রমদানের জন্য শারিকার পুঁজি প্রদানে শরীকদের অনুমোদন আবশ্যক।)

---

১৯৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৮

১৯৪. তারা এমনটি বলেছেন। এর কারণ হিসেবে যা মনে হয় তা হলো, শরীক তার হাতে থাকা নিজ সম্পদ ও শারিকার সম্পদের অর্ধেকের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি আর বাকি অর্ধেককে সে উওকীল। কিতাবগুলোর ভাষ্য এ ব্যাপারে প্রায় পার্থক্যমুক্ত। তবে স্পষ্টকরণে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। দ্রষ্টব্য : বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৬৯; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩২২

১৯৫. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫০৬

www.amarboi.org

আনান ও ওজুহ-এর বিধান : أَحْكَامُ شَرِكَتَي الْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ

এই দুটি শারিকা মুফাওয়াযা বা আনান-এর আওতাধীন হবে। সুতরাং শারিকাতুল মুফাওয়াযার শ্রেণীভুক্ত হলে পুঁজির ক্ষেত্রে শারিকাতুল মুফাওয়াযার বিধান প্রয়োগ হবে। আর শারিকাতুল আনান-এর শ্রেণীভুক্ত হলে পুঁজির ক্ষেত্রে শারিকাতুল আনান-এর বিধান প্রয়োগ হবে। যদি এ দুটির কোনোটির শ্রেণীভুক্ত হওয়া থেকে শর্তমুক্ত হয় তাহলে শারিকাটি হবে শারিকাতুল আনান-এর শ্রেণীভুক্ত। কেননা শারিকাতুল আনান-এর শ্রেণীভুক্ত হওয়া সর্বদার মৌলনীতি।[১৯৬]

তবে শারিকাতুল আমাল শারিকাতুল আনান-এর শ্রেণীভুক্ত হলে তা সর্বদা দুটি মাসআলায় শারিকাতুল মুফাওয়াযার বিধান গ্রহণ করে।

প্রথম মাসআলা : এক শরীকের কাজ গ্রহণ উভয়ের জন্য দায় আবশ্যক করে। তারা উভয়ে এক ব্যক্তি হলে যে বিধান হতো সে বিধানের অনুরূপ বিধান হবে। যদিও তা তাদের একজনের জন্য নিজে শ্রমদান আবশ্যক করে না, যতক্ষণ না কাজের অর্ডারদাতা নিজে শ্রমদানের শর্ত করে। এই শর্ত করা ছাড়া কাজ গ্রহণকারী শরীক শ্রমদান করা বা তার শরীকের শ্রমদান করা অথবা তাতে তৃতীয় কারো শ্রমদান করা সমান। যেমন তারা দুজন কাউকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মজদুর নিয়োগ করল, যে গ্রহণকৃত কাজ আঞ্জামে সক্ষম। কেননা এক্ষেত্রে নিঃশর্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়াই হলো চুক্তির বিষয়।[১৯৭]

তবে কাজের অর্ডারদাতার পক্ষ থেকে শর্ত করা হলে শ্রমদান হবে শর্তের অনুগামী। তবে উভয়ের জন্য দায়বদ্ধতা আবশ্যক হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মাসআলা পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। যে শরীকের কাছে কাজে শ্রমদানের দাবি করা হয়নি এই শর্ত তাকে দায়বদ্ধতার বিধান থেকে মুক্ত করবে না। তবে হ্যাঁ, এই শর্ত শারিকা অব্যাহত থাকার সময় তার অধিকার আদায়ের দাবি করা শর্তমুক্ত করে– যদি এই শরীক কাজ গ্রহণকারী না হয়। তবে কাজগ্রহণে যদি এই শর্ত না থাকে, তাহলে শারিকা সমাপ্তির পরও দায়বদ্ধতা অব্যাহত থাকবে।

এই মূলনীতির আলোকে আহরিত মাসআলা হলো :

১. কাজের নির্দেশদাতার অধিকার রয়েছে যে শরীককে ইচ্ছা তার কাছে পূর্ণ কাজের তাগাদা করার;

---

১৯৬. আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৫৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২; আশ-শারকাওয়ী আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১

১৯৭. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫১১

www.amarboi.org

২. নির্দেশদাতার কাছে পূর্ণ পারিশ্রমিক আদায়ের অধিকার রয়েছে যে কোনো শরীকের;

৩. ইচ্ছামত যে-কোনো শরীককে পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে নির্দেশদাতার দায়মুক্তি। এটি হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীদের মত।[১৯৮]

দ্বিতীয় মাসআলা : কোনো শরীকের কারণে দুই শরীকের শ্রমদানের বস্তুটি যদি দোষযুক্ত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার ক্ষতিপূরণ উভয়ের ওপর আবশ্যক হবে। কাজের নির্দেশদাতা এই ক্ষতিপূরণ যে-কোনো শরীকের কাছ থেকে দাবি করার অধিকার রাখে। এটি হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীদের মত।[১৯৯]

হাম্বলীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, কোনো শরীকের ব্যবহারে অবহেলা হওয়ার সাথে যৌথ ক্ষতিপূরণ ঝুলন্ত। যদি কারো ব্যবহারে অবহেলাহেতু পণ্যটি দোষযুক্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এককভাবে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান আবশ্যক হবে।[২০০]

হানাফীদের মতে, শারিকাতুল আনান শ্রেণীভুক্ত এ দুই মাসআলা ছাড়া শারিকাতুল আমাল অন্যান্য ক্ষেত্রে শারিকাতুল আনান-এর মতোই। এ জন্যই তারা শারিকাতুল আমালের শ্রেণীভিন্নতার অর্থাৎ মুফাওয়াযা ও আনান ভিত্তিতে শরীকের স্বীকারোক্তির বিধান ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেন। সুতরাং শারিকাতুল আমাল-এর কোনো শরীক অতীত সময়ের সাথে যুক্ত করে কোনো ব্যবহৃত বস্তুর মূল্য যেমন সাবান, পরিষ্কারক দ্রব্য বা অন্যজাতীয় দ্রব্যের মূল্য অথবা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বা দোকানভাড়া সংক্রান্ত কোনো ঋণের স্বীকারোক্তি করে, আর তার শরীক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে অপর শরীকের বিপরীতে তাকে সত্যায়ন করা হবে, যদি এটি শারিকাতুল মুফাওয়াযার শ্রেণীভুক্ত হয়। আর প্রমাণ ছাড়া তাকে সত্যায়িত করা হবে না, যদি এটি শারিকাতুল আনান-এর শ্রেণীভুক্ত হয়। এর কারণ, স্বীকারকারীর জন্য তার দেওয়া স্বীকারোক্তি আবশ্যক। আর অপর শরীকের জন্য তার স্বীকারোক্তি আবশ্যক নয়, তবে যদি সে অপর শরীকের কাফীল হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আর শারিকাতুল মুফাওয়াযায় শরীকের অবস্থা এমনই অর্থাৎ প্রত্যেকে অপর শরীকের কাফীল। আর শারিকাতুল আনান কাফালাতের শর্তমুক্ত হলে তা কাফালাতমুক্ত হয়। তবে বিক্রিত পণ্য নষ্ট হওয়ার আগে বা ইজারার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে ঋণের স্বীকারোক্তি দায় নিঃশর্তভাবে শারিকার ওপর আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে মুফাওয়াযা ও আনানের কোনো পার্থক্য নেই।

---

১৯৮. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭২; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭১

১৯৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২

২০০. হাওয়াশীত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২১১; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৯

www.amarboi.org

অনুরূপ দুই শরীকের শ্রমদানের বস্তু; যেমন কাপড়ের কোনো অংশ কোনো দাবিদার দাবি করল, তাতে এক শরীক তার মালিকানা স্বীকার করে আর অপরজন অস্বীকার করে, তাহলে মুফাওয়াযা ছাড়া অন্য শারিকায় স্বীকারকারীকে তার শরীকের বিপক্ষে সত্যায়ন করা হবে না। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন। এ মাসআলায় তিনি সাধারণ যুক্তি ছেড়ে সূক্ষ্ম যুক্তি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, শারিকাতুল আনানেও স্বীকারকারী শরীকের স্বীকারোক্তির দায় শারিকার ওপর আবশ্যক হবে; শ্রমদানের ক্ষেত্রে শারিকাতুল আনানকে শারিকাতুল মুফাওয়াযার সাথে যুক্ত করার বিবেচনায়। যেমন যৌথ দায়বদ্ধতা ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে শারিকাতুল আনানকে শারিকাতুল মুফাওয়াযা-র সাথে যুক্ত করা হয়েছে।[২০১]

মালেকীদের মতে, শারিকাতুল আমালের ক্ষেত্রে উভয় শরীক এক ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত।[২০২] এই ব্যাপক মূল বিধানের দাবি হলো প্রত্যেক শরীকের স্বীকারোক্তি গৃহীত হওয়া এবং নিঃশর্তভাবে উভয়ের ওপর তা প্রয়োগ হওয়া। এক্ষেত্রে মুফাওয়াযা ও আনানে কোনো পার্থক্য হবে না। এবং নগদ ও ঋণজাতীয় বস্তুতেও পার্থক্য হবে না।

হাম্বলীদের মতে, এক শরীকের স্বীকারোক্তি উভয়ের ওপর প্রয়োগ হবে, যদি তার কর্তৃত্বে থাকা বস্তু সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি হয়ে থাকে। কেননা এখানে তার কর্তৃত্ব রয়েছে। আর যদি কর্তৃত্বে অবর্তমান বস্তু সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি হয় তাহলে স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে না, যেহেতু এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব অনুপস্থিত।[২০৩]

শারিকাতুল আমাল-এর উভয় শরীকের মাঝে উপার্জন বণ্টন এবং উভয়ের ক্ষতি বহন করা : قِسْمَةُ الْكَسْبِ بَيْنَ شَرِيكَيِ الْعَمَلِ وَتَحَمُّلُهُمَا الْخَسَارَةَ

হানাফী, হাম্বলী ও কতক মালেকী ফকীহের মতে, শারিকাতুল আমাল শারিকাতুল আনানভুক্ত হলে তা থেকে লব্ধ উপার্জন উভয় শরীকের মাঝে শর্তকৃত হারে বণ্টিত হবে। এক্ষেত্রে উভয় শরীকের জন্য শর্তের সমন্বয় বা শ্রমদানের শর্তের সাথে এই শর্তের অসমন্বয়কে বিবেচনা করা হবে না। এ বিধানের কারণ ও শারিকাতুল ওজুহ-এ লাভ বণ্টনের ক্ষেত্রে এ বিধানের বিপরীত হওয়ার কারণ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

---

২০১. 'আল বাজীরামী আলাল মানহাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০
২০২. 'বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৩১
২০৩. 'নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩

www.amarboi.org

এটি একটি মৌলিক নীতি। উভয় শরীক শ্রমদান করুক বা এক শরীক, শ্রমদানে অনিচ্ছুক শরীক কোনো ওজরের কারণে; যেমন সফর বা অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো কারণে; যেমন অলসতা ও অহংকারের কারণে শ্রমদানে বিরত থাকুক না কেন এই মৌলনীতি কার্যকর। কেননা শ্রমদাতা শরীক অপর শরীকের সাহায্যকারী, আর শর্তকৃত বিষয় হলো নিঃশর্ত শ্রমদান। এ কারণে শ্রমদানের জন্য মজদুর নিয়োগ করা, এমনকি বিনামূল্যে সহযোগিতা নিতে কোনো বাধা নেই।[২০৪]

যদি উভয় শরীক নির্দিষ্ট অংশ অনুপাতে শর্তকৃত শ্রমদানে উদ্যোগী না হয়, তাহলে শ্রমদান আবশ্যক হবে উভয়ের শর্তকৃত লাভ অনুপাতে। কেননা লাভ অনুপাতে শ্রম বন্টনই মূল নীতি। সুতরাং স্পষ্ট বক্তব্য ছাড়া এর অন্যথা করা যাবে না।

শারিকাতুল আমাল-এর ক্ষতি কাজের দায় অনুপাতেই বণ্টিত হবে। কাজের দায় বলে উদ্দেশ্য প্রত্যেক শরীকের জন্য যে পরিমাণ কাজ করার শর্ত করা হয়েছে তার পরিমাণ হিসাব। শারিকাতুল আমওয়ালে যেমন পুঁজির পরিমাণ হিসেবে ক্ষতি বহন করা লাগে, তেমনি শারিকাতুল আমাল-এর শর্তকৃত কাজের পরিমাণ হিসেবে ক্ষতি বহন করা আবশ্যক, যেহেতু কাজের দায়বদ্ধতা এই শারিকায় পুঁজির স্থলবর্তী। এ কারণে যদি উভয়ে শর্ত করে এক শরীকের ওপর দুই তৃতীয়াংশ কাজের দায় আর অপরের জন্য এক তৃতীয়াংশ, আর ক্ষতি উভয়ে অর্ধেক হারে বহন করবে, তাহলে ক্ষতিবহন সংক্রান্ত শর্ত বাতিল হবে। এবং ক্ষতি উভয়ের শর্তকৃত কাজের দায় অনুপাতে বহন করা আবশ্যক হবে।[২০৫]
হাম্বলীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, (কাজ ও দায়বদ্ধতা) নিঃশর্ত রাখা হলে তা কাজ ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে সমানহারে বন্টনের অর্থে গ্রহণ করা হবে। যেমন জিআলার (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মজদুর নিয়োগ শর্তমুক্ত হলে) বিধান, যেহেতু এক্ষেত্রে (কারো অংশ বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে) অগ্রাধিকার প্রদানমূলক কোনো দলিল মজুদ নেই।[২০৬]

অধিকাংশ মালেকী ফকীহের মতে, শারিকাতুল আমাল-এর উভয় শরীকের কাজ অনুপাতে লাভ বন্টন আবশ্যক। এতে সামান্য ব্যবধানের বেশি করা যাবে না। এটি শারিকা চুক্তি সম্পাদনকালের বিধান। চুক্তি সম্পাদনের পর কোনো শরীক স্বেচ্ছাশ্রম দিলে তাতে কোনো নিষেধ নেই, যদিও সে পুরো কাজ স্বেচ্ছাশ্রম

---

২০৪. 'নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪-৫২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২
২০৫. 'হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১১; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭১
২০৬. 'ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১

www.amarboi.org

হিসেবে করে। যদি উভয়ের কাজের হার ও লাভের হারে বিস্তর ব্যবধানের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে এটি ফাসেদ চুক্তি হবে। আর প্রত্যেক শরীক অপরের পক্ষ থেকে কৃত কাজ অনুপাতে লাভ উসুল করবে।[২০৭]

তবে মালেকীগণ বিধানগত এই কাজের কঠোরতার সাথে সাথে শারিকার কাজের সময় ছাড়া অন্য সময়ে কোনো শরীক শ্রমদান করে যে লাভ পায় তা গ্রহণের ক্ষেত্রে উদার মত দেন। তারা উক্ত লাভ এই শরীকের একক বলে মত দেন। যেমন তারা শারিকাতুল আমওয়াল-এ উলিখিত ক্ষেত্রে এই মত দিয়েছেন।[২০৮]

দ্রষ্টব্য : কাজের প্রকার এবং স্থান এক হওয়া হানাফীদের মতে শারিকাতুল আমাল সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত নয়। এটি হাম্বলীদের বিশুদ্ধ মত। তবে শারিকাতুল তাকাব্বুল বৈধ হওয়ার মত অনুযায়ী যুফার রহ.-এর মত উল্লিখিত মতের বিপরীত। উল্লিখিত মতের কারণ হচ্ছে, শারিকার উদ্দেশ্য অর্থাৎ লাভ অর্জন করা, কাজের প্রকার এক হওয়া ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অর্জিত হওয়া সম্ভব, যেমন সম্ভব কাজের স্থান এক হওয়া এবং একাধিক হওয়া সত্ত্বেও অর্জিত হওয়া।[২০৯]

মালেকীগণ ও হাম্বলী ফকীহ আবুল খাত্তাবের মতে, কাজের প্রকার এক হওয়া শর্ত। তবে মালেকীগণ উভয় শরীকের কাজ পরস্পর আবশ্যকীয় হওয়া এবং একজনের কাজ অপরের কাজের ওপর নির্ভরশীল হওয়াকে এক জাতীয় হওয়া গণ্য করেন। যেমন সুতা তৈরি করা ও বুনন করা, স্বর্ণ ও রূপা ছাঁচে ঢালা এবং গয়না তৈরি করা। বরং কতক মালেকী ফকীহের মতে শিল্প বা কাজে উভয় শরীক সমান সুচারুরূপে করার যোগ্য হওয়া শর্ত। এমন কঠোর শর্তারোপের কারণ, এক শরীকের শ্রমঅর্জিত লাভ ও কষ্টের ফল ভক্ষণ থেকে অন্য শরীককে বাঁচানো। তবে ইবনে কুদামা রহ. তাদেরকে পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন, যদি এক শরীক বলে, আমি কাজ গ্রহণ করব আর তুমি কাজ করবে তাহলে উভয়ের কাজ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শারিকা চুক্তি বৈধ হয়।[২১০]

শ্রমদানের জায়গা এক হওয়ার শর্ত আল মুদাওয়ানা-য় বর্ণিত মালেকী মাযহাবের মত। তবে পরবর্তী মালেকী ফকীহগণ এর বিপরীত মতকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তারা আল মুদাওয়ানা-য় বর্ণিত মতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ মতটি প্রযোজ্য সে ক্ষেত্রে যেখানে উভয়ের জায়গায় কাজের প্রচলন এক না হয়, যেন এক শরীক অপর শরীকের উপার্জন ভক্ষণ করা আবশ্যক না হয় অথবা মতটি

---

২০৭. 'আল-খিরাশী আলা খলীল, টীকাসহ, খ. ৪, পৃ. ২৮৪
২০৮. 'আশ-শারকাওয়ী আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৩
২০৯. 'ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬
২১০. বাদাইউস সানাইঈ, খ. ৬, পৃ. ৭৭; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ২৭১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১৫

www.amarboi.org

প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে যখন এক শরীকের জায়গার কাজটি অপর শরীকের জায়গার কাজ থেকে পৃথক হয়। অর্থাৎ শরীকদ্বয় তাদের গ্রহণকৃত কাজে একে অপরকে তার জায়গায় সহযোগিতা করতে পারে না অথবা মতটি প্রযোজ্য তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, যেখানে একজনের কর্তৃত্বে গৃহীত কাজে অপর শরীকের কর্তৃত্ব সচল না হয় সেক্ষেত্রে। তাদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, উদ্দেশ্য যদি ব্যবসা হয় তাহলে পেশার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না।[২১১]

ফাসিদ শারিকা : الشَّرِكَةُ الْفَاسِدَةُ

যে শারিকায় শারিকা বৈধ হওয়ার সকল শর্ত পূর্ণ উপস্থিত থাকে না তা-ই হচ্ছে ফাসিদ শারিকা। যেমন ওকীল নিয়োগ করা বা ওকীল হওয়ার যোগ্যতা, চুক্তিক্ষেত্র, ওকালাত গ্রহণের যোগ্যতা এবং নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে উভয় শরীকের মাঝে লাভ বণ্টিত হওয়া ইত্যাদি শর্ত না থাকা।[২১২]

ফকীহগণ ফাসিদ শারিকার বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছেন। তন্মধ্যে উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি:

প্রথম : সাধারণ মুবাহ বিষয়াদির অর্জনে শারিকা চুক্তি। যেমন কাঠ কাটা, ঘাস তোলা, শিকার করা, পানি সংগ্রহ করা, পাহাড়ী ফল পাড়া, বৈধ ভূমি থেকে পেট্রোল বা সৃষ্টিজাত খনিজ দ্রব্য; যেমন স্বর্ণ, লোহা, তামা অথবা অজ্ঞাত মালিকের প্রোথিত ভান্ডার উত্তোলন করা অথবা মালিকানাহীন মাটি দ্বারা কাঁচা বা পাকা ইট তৈরি করা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য শারিকা চুক্তি করা। হানাফীদের মতে এই শারিকা ফাসিদ। কেননা শারিকা ওকালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ শারিকার ক্ষেত্র ওকালাত গ্রহণের অনুপযুক্ত। কেননা মুবাহ বস্তুতে যার আগে কর্তৃত্ব হাসিল হয় সে তার মালিক হয়, তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। সুতরাং এ জাতীয় বস্তু একজন নিয়ে অন্যজনকে সে বস্তুতে ওকীল বানানো সম্ভব নয়। তবে যদি মাটি, অনুরূপ পলিমাটি[২১৩] কারো মালিকানাধীন হয়, আর দুজন এই মর্মে শারিকা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা এটা কিনবে, পোড়াবে এবং বিক্রি করবে তাহলে এটি বিশুদ্ধ শারিকা বলে গণ্য হবে।

---

২১১. 'আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৮; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭২

২১২. 'শারিকা সহীহ হওয়ার অন্যান্য শর্ত পেছনে উল্লিখিত হয়েছে।

১. শারিকাতুল আমওয়াল-এর পুঁজি নগদ হওয়া; ঋণ নয়।
২. শারিকাতুল আমওয়াল-এর পুঁজি মূল্যজাতীয় বস্তু হওয়া।
৩. চুক্তির সময় বা পণ্য ক্রয়ের সময় পুঁজি উপস্থিত থাকা।
৪. শারিকাতুল আমাল-এ চুক্তির ক্ষেত্র কাজ হওয়া।
৫. উল্লিখিত কাজ এমন হওয়া, ইজারা চুক্তির মাধ্যমে যার দাবি করা যায়।

২১৩. 'পলিমাটি, যাকে তার সাথে থাকা পানি বহন করে। কাঁচ তৈরিতে এর দখল রয়েছে। মুহীতুল মুহীত, কিতাবের শব্দ হলো, বালুর মতো মাটি, পানি যাকে বয়ে আনে।

www.amarboi.org

মালেকী ও হাম্বলীগণের মতে, নিঃশর্তভাবে মুবাহ বিষয়াদি অর্জনের জন্য শারিকা চুক্তি করা বৈধ।[২১৪]

সাধারণত এমন হয়ে থাকে, দুজন ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন একটি পশু বা ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে, যা একজন অপরজনকে এই শর্তে দেয় যে, সে তা ভাড়ায় খাটাবে এবং এর জন্য শ্রম দেবে, আর লাভের দুই তৃতীয়াংশ হবে এই শরীকের। আর যে শরীক শ্রমদান করেনি সে এক তৃতীয়াংশ লভ্যাংশ পাবে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী ফকীহগণ এবং হাম্বলী ফকীহ ইবনে আকীল ও কাজীর মতে এই শারিকা ফাসিদ। কেননা এই শারিকার পুঁজি হলো উপকার। আর উপকার পণ্যজাতীয় বস্তুর সমপর্যায়ভুক্ত।[২১৫] তাই তাদের মালিকানা অনুপাতে আয় সাব্যস্ত হবে। যে শ্রম দেবে তার শ্রম অনুপাতে সে পারিশ্রমিক পাবে, তা যতই হোক। ইবনে আবেদীন বলেন, যৌথ কারবারের কাজের সাথে তার তুলনা করা হবে না। নয়তো আমরা বলতাম, তার কোন পারিশ্রমিক মিলবে না। এর কারণ, ধর্তব্য কাজগুলো সে এ দুজনের বাইরে অন্য কারো জন্য করেছে।

এই মাসআলার সদৃশ একটি মাসআলা রয়েছে। তা হলো, একজনের গবাদি পশু বা ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে। সে আরেকজনকে তা শ্রম খাটানোর জন্য দিল। পারিশ্রমিক উভয়ের সম্মতিপূর্ণ নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে। ইমাম আহমদ ও আওযায়ী রহ.-এর মুযারাআ চুক্তি বৈধ হওয়ার বিবেচনায় তাদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে এটি বৈধ। অনুরূপ বিধান প্রতিটি বস্তুর, যা প্রবৃদ্ধির জন্য শ্রম খাটাতে দেওয়া হয়। লাভের অংশের বিনিময়ে তা অন্যকে দেওয়া বৈধ। তবে এটি সকল আহলে ইলমের মতে ফাসিদ, যেহেতু এতে তীব্র প্রতারণা ও অজ্ঞতার সুযোগ রয়েছে। তাই উভয় শরীকের মালিকানা অনুপাতে বস্তুতে তাদের অধিকার থাকবে। তাই যে শ্রম দেবে সে অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক লাভ করবে তা যাই হোক না কেন।

উল্লিখিত শারিকাসমূহ অবৈধ ও ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে হানাফীদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন মালেকী, শাফেয়ী ফকীহগণ ও নিঃসঙ্কোচে হাম্বলী ফকীহ ইবনে আকীল, আর কতক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে হাম্বলী ফকীহ কাজী রহ.।[২১৬] তাদের

---

২১৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩১-৩২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬০; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৭-২৬৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৪; হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১০-২১৫

২১৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১

২১৬. ইসলামী শরীয়ার কোন বিধান কিয়াসের বিপরীতে হওয়া সংক্রান্ত যে বিতর্ক আজ রাষ্ট্র হয়ে আছে তা কারোর অজানা নয়। এ সংক্রান্ত ইবনে তাইমিয়া রহ. ও তার শিষ্য ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর দীর্ঘ আলোচনা দেখুন ইলামুল মুওয়াককিঈন কিতাবে। তবে কোন

www.amarboi.org

মতের উৎস ও দলিল হচ্ছে কাফীযুত তাহহান[২১৭] নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসটি। কাফীযুত তাহহান অর্থ পেষণকৃত শস্যের কিছু অংশের বিনিময়ে পেষণের চুক্তি করা।[২১৮] এমন করা হলে তা হবে ফাসিদ ইজারা চুক্তি। ফাসিদ ইজারার অর্থে গ্রহণ করা ছাড়া এ হাদীসের অন্য প্রয়োগক্ষেত্র নেই। সুতরাং গবাদি পশু বা ঘোড়ার গাড়ির মাসআলায় লাভ পাবে এগুলোর মালিক। কেননা এগুলোতে বহন করার দ্বারাই বিনিময়ের হকদার হওয়া যায়। আর শ্রমদানকারী পাবে অনুরূপ শ্রমদানের পারিশ্রমিক।

এই কারবার সহীহ্ হওয়ার জন্য নিকটবর্তী চিন্তা হলো, এই কারবারকে মুদারাবার সাথে যুক্ত করে দেওয়া। কিন্তু মুদারাবা পণ্য জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে সহীহ্ হয় না। উপরন্তু তা একটি ব্যবসা। অথচ এখানে শ্রমদান ব্যবসার সাথে সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট।

চতুর্থ : পশুর শারিকা চুক্তিতে অধিকাংশ যা ঘটে তা হলো, এক লোকের একটি গরম্ন রয়েছে। তখন সে তা অন্য একজনকে দেয় ঘাস খাওয়ানো ও দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে। এই শর্তে যে, যে কোনো হারে যেমন অর্ধেক অর্ধেক হারে উপার্জন উভয়ের মাঝে বণ্টন হবে।

এটিও ফাসিদ শারিকা। এটি শারিকাতুল আমওয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যেহেতু এটি পুঁজি জাতীয় বস্তুমুক্ত চুক্তি, যে বস্তু দিয়ে তারা ব্যবসা করবে। এটি শারিকাতুত তাকাবুল বা শারিকাতুল ওজুহ-এর অন্তর্ভুক্তও নয়। এই অন্তর্ভুক্ত না হওয়া তো স্পষ্ট।

উপার্জিত লাভ এক শরীকের মালিকানাধীন বস্তুর প্রবৃদ্ধিমাত্র। সে শরীক হলো গরম্নর মালিক। তাই সে লাভ পাবে। অপরজন শুধু ঘাস-তৃণের বাজারমূল্য এবং অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক পাবে। অনুরূপ বিধান রেশম পোকার, এর মালিক যদি তা অন্য ব্যক্তিকে তৃণলতা খাওয়ানো এবং সেবার উদ্দেশ্যে দেয় এই শর্তে যে, উপার্জন বণ্টিত হবে উভয়ের মাঝে। অনুরূপ বিধান মুরগী অন্যকে দেওয়ার, এই শর্তে যে, ডিম উভয়ের মাঝে অর্ধেক হারে বণ্টন হবে।

বিধান কিয়াস বহির্ভূত হওয়ার অর্থ হলো ঐ বিধানের মর্ম বোধগম্য না হওয়া। সুতরাং যে বিধানের মর্ম বোধগম্য আর সে বিধানে বিশেষায়ণের দলীল অনুপস্থিত সে বিধানের ভিত্তিতে কিয়াস করার বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না। (তাইসরুত তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহ, খ. ২, পৃ. ২৭৯

২১৭. 'কফীয قفيز একটি পরিমাপমাত্র। আট মাকু ধারণ করে এটি। তবে এখানে এটি উদ্দিষ্ট নয়। বরং একটি নির্দিষ্ট পরিমাপমাত্র উদ্দেশ্য, যা তাহহানের জন্য নির্ধারিত। যেমন রিতিল। দ্রষ্টব্য : আল-মিসবাহুল মুনীর।

২১৮. 'হাদীসটি দারাকুতনী আবু সাঈদ খুদরী রা. এর সূত্রে উলেখ করেছেন, ৭০/৭৪, ছাপা দারুল মাহাসিন। হাদীসটির সনদ সহীহ আত তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৬০

www.amarboi.org

তারা বলেন, এ কারবার বৈধ হওয়ার হীলা হলো, মালিক বস্তুটির অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে, মূল্য যত কম হোক না কেন, বিক্রি করবে। এরপর বস্তু থেকে আরো যা অর্জন সম্ভব হবে তা উভয়ের মাঝে উল্লিখিত হারে বণ্টন হবে।

আমরা ইমাম আহমদ রহ. ও ইমাম আওযায়ী রহ.-এর স্পষ্ট বক্তব্য জেনেছি। তাদের মতে এ জাতীয় সকল শারিকা শ্রমদানের মাধ্যমে বস্তুর প্রবৃদ্ধি ঘটানোর মতো বৈধ। যেমন জেনেছি অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে তাঁদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। এমনকি কতক শাফেয়ী ফকীহ্ বলেছেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উচিত এ জাতীয় কারবার থেকে বিরত থাকা, যেহেতু এতে অনেক ক্ষতি রয়েছে।[২১৯]

তবে মালেকীগণ একটি শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যা হাম্বলী মতের সদৃশ। তা হলো, তারা দুজনের শারিকা চুক্তি সহীহ্ বলেন, যাদের একজন নর পাখি আনবে আর অন্যজন মাদী পাখি আনবে। উভয়ের পাখি হবে এমন যেগুলোর নর-মাদী উভয়টিকে লালনপালন করা হয়, যেমন কবুতর; এরপর একটিকে অন্যটির সাথে বিয়ে দেবে এই শর্তে যে, এগুলোর ছানা সমানহারে উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে আর প্রত্যেকে নিজ পাখির খরচ বহন করবে, আর মারা গেলে ক্ষতিপূরণ বহন করবে। তবে একজন স্বেচ্ছায় অপরের পাখির খরচ বহন করতে পারে।

এই শারিকা বৈধ হওয়ার কারণ, তাদের বক্তব্যের পূর্বাপর যে ইঙ্গিত বহন করে সে মতে এগুলো এমন বস্তু যা ব্যবসা ছাড়া অন্য পন্থায় প্রবৃদ্ধি লাভ করে। তাই এগুলোকে ব্যবসা দ্বারা প্রবৃদ্ধি লাভ করা বস্তুর সমপর্যায়ের গণ্য করা হবে।[২২০]

ফাসিদ শারিকার বিধানবলি : أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ

প্রথম : বিশুদ্ধ শারিকা দ্বারা যে উপকার অর্জিত হয় ফাসিদ শারিকা দ্বারা তা হয় না। এটি হানাফীদের স্থিরীকৃত মত।

শারিকা যেহেতু শাফেয়ীদের নিকট স্বতন্ত্র চুক্তি নয়, বরং অন্যান্য ওকালাতের ন্যায় একটি ওকালাত, তাই তারা বলেন, ফাসিদ শারিকার শরীকের যাবতীয় কার্যক্রম অনুমতি থাকার কারণে কার্যকর হবে। হাম্বলীদের মতও অনুরূপ।[২২১]

---

২১৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৬; আশ-শারকাওয়ী, আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১৬-১১৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৪৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬

২২০. আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৬৫; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭১

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : হানাফীদের মতে, যে শারিকায় সম্পদ রয়েছে তা এককভাবে শ্রমদানকারী শরীকের মালিকানাধীন হবে। সাধারণ মুবাহ বিষয়াদি অর্জনের শারিকা চুক্তির ক্ষেত্রে যখন এক শরীক সে বস্তু গ্রহণ করবে আর অপরজন তাকে সহযোগিতার কোনো চেষ্টা করবে না, সেক্ষেত্রে বস্তুটি যে নিয়েছে তার হবে। কারণ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ সে সরাসরি সম্পাদন করেছে। তার শরীকের এতে কোনো অংশ নেই। যদি উভয়ে একসাথে নেয়, তাহলে উভয়ের মাঝে অর্ধেক হারে বণ্টিত হবে। কেননা উভয়ে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে অংশগ্রহণ করেছে।

সুতরাং তারা উভয়ে যদি তা বিক্রি করে, বিভিন্ন মূল্যমানধারী বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্যের বিবেচনা করে, যেমন কাঠ ও ঘাস এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু বিদ্যমান জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে সদৃশ বস্তুর বিবেচনা করে, যেমন পাত্রের পরিমাপে পানি এবং ওজন করে খনিজ দ্রব্য, আর উভয়ের মালিকানার হার তো জানা রয়েছেই, তাহলে বস্তুর মূল্য উভয়ের মাঝে উল্লিখিত হারে বণ্টন হবে। আর যদি আনুপাতিক হার মনে না থাকে, তাহলে অর্ধেক মূল্যের ক্ষেত্রে উভয়ের দাবিকে সত্যায়ন করা হবে। কেননা এক্ষেত্রে দাবি বাহ্য অবস্থার বিপরীত নয়। যেহেতু তারা দুইজন একইসাথে তা অর্জন করেছে এবং তাতে তাদের কর্তৃত্ব বহাল রয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থা এটাই যে, বস্তুর মালিকানায় তারা সমপর্যায়ের। বস্তুর অর্ধেকের বেশি অংশে এক শরীকের দাবি প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা হবে না, যেহেতু এক্ষেত্রে তার দাবি বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত।

যদি এক শরীক মুবাহ বস্তু গ্রহণ করে, আর অপরজন তাকে এ পরিমাণ সাহায্য করে, যা গ্রহণ বলে বিবেচিত নয়, সে সাহায্য কাজ হোক বা অন্যকিছু, যেমন একজন বস্তুটি উপড়ে তুলে দিল আর অপরজন বস্তু জমা করেছে অথবা একজন বস্তুটি উপড়ে তুলল, জমা করল ও বাঁধল, আর অপরজন তা বহন করল। অথবা একজন পানি সংগ্রহ করল আর অপরজন পানি বহন করার জন্য মশক, পাত্র, গাধা বা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এলো– এ সকল অবস্থায় যে বস্তুটি নেবে তারই মালিকানাধীন হবে। আর যে সাহায্য করেছে তাকে এই ব্যক্তি আমাদের উল্লিখিত মতানুসারে তার অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক অথবা তার অনুরূপ যন্ত্রের পারিশ্রমিক, সে পারিশ্রমিক যত হোক না কেন, দেওয়া আবশ্যক হবে।। এর কারণ, প্রথম ব্যক্তি ফাসিদ চুক্তি দিয়ে তার উপকার উসুল করেছে। (তাই এক্ষেত্রে ফাসিদ শারিকার বিধানাবলি প্রয়োগ হবে।)[২২২]

---

[২২১]. 'বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬; কাওয়াঈদ ইবনে রজব, পৃ. ৬৫

[২২২]. 'ফাতহুল কাদীর আল-ঈনায়া, খ. ৫, পৃ. ৩২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬০-৩৬১

www.amarboi.org

মালেকী ও শাফেয়ীগণ এককভাবে একজনের শ্রমদানের ক্ষেত্রে হানাফীদের সাথে অভিন্ন মতপোষণ করেন। তবে উভয় শরীকের পক্ষ থেকে কাজটি হলে তারা তিনটি অবস্থায় ভাগ করেন:

১. উভয়ের কাজ পরস্পর ভিন্ন হওয়া। তখন প্রত্যেকে নিজ উপার্জন লাভ করবে;
২. উভয় কাজ মিশ্রিত হওয়া। তবে এভাবে মিশ্রিত হওয়া যে, একের কাজ অপরের দিকে সম্বন্ধ হয়ে বিভ্রাট হবে না। সেক্ষেত্রে উপার্জন উলিম্নখিত অনুপাতে বণ্টিত হবে;
৩. কাজ দুটি এমনভাবে মিশে যাওয়া যে, দুটির সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে তারা হানাফীদের সাথে ভিন্নমত করেন। এ অবস্থায় তাদের মতে দুটি সম্ভাব্য অবস্থা রয়েছে।

প্রথম সম্ভাবনা : উভয়ে সমান উপার্জন ভোগ করা। কেননা এটি মূল অবস্থা; মালেকীদের বাহ্যিক বক্তব্য এটিই।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : উভয়কে আপোষ রফার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

এখানে একটি ভিন্নমতের ক্ষেত্র রয়েছে। মুবাহ বিষয়াদি অর্জনের জন্য শারিকা চুক্তির আওতায় এক শরীক এককভাবে যে মুবাহ বিষয়াদি অর্জন করে সে বিষয়গুলো তার ও অপর শরীকের মাঝে বণ্টিত হবে, যতক্ষণ ধরে নেওয়া হবে যে, উভয়ের মাঝে বণ্টনের নিয়তে সে বস্তুটি তারা অর্জন করেছে। কারণ মুবাহ বস্তু অর্জনে স্থলবর্তী বানানো সহীহ। এটি মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মত।[২২৩]

হাম্বলীদের মতে, উভয় শরীকের কাজ করার অবস্থায় লাভ উভয়ের মাঝে সমানহারে বণ্টিত হবে। কেননা লাভের হকদার হওয়ার কারণ হচ্ছে শ্রমদান যৌথ। এরপর প্রত্যেক শরীক অপর শরীকের নিকট থেকে তার জন্য করা নিজ শ্রমের পারিশ্রমিক উসুল করবে। অর্থাৎ দুইজনের চুক্তি হলে প্রত্যেকে নিজ কাজের পারিশ্রমিকের অর্ধেক, আর তিনজনের চুক্তি হলে তার কাজের পারিশ্রমিকের এক তৃতীয়াংশ, এবং চারজনের চুক্তি হলে কাজের পারিশ্রমিকের এক চতুর্থাংশ, এভাবে যতজনের চুক্তি তত অংশ হিসেবে নিজ পারিশ্রমিকের অংশ উসুল করবে।

তবে হাম্বলী ফকীহ আবু জাফর রহ. শারিকাতুল আমওয়াল-এর ক্ষেত্রে সহীহ শারিকা ও ফাসিদ শারিকা-র লাভ বণ্টনে সমতাবিধানের মত দেন। সুতরাং উভয় শরীক যদি শর্ত করে তাহলে লাভ উভয়ের শর্ত হিসেবে বণ্টিত হবে।

---

২২৩. 'আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৫৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২; আশ-শারকাওয়ী আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১

www.amarboi.org

কেননা (লাভের পরিমাণ) অজানা থাকা সত্ত্বেও শারিকা চুক্তি সহীহ। সুতরাং ফাসিদ শারিকায় নির্ধারিত লাভ সাব্যস্ত হবে, যেমন নিকাহ ফাসিদ হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত মহর সাব্যস্ত হয়।[২২৪]

মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে শারিকাতুল ওজুহ পুঁজিশূন্য ফাসিদ শারিকার শ্রেণীভুক্ত। তাদের মতে এই শারিকার তিনটি অবস্থা রয়েছে :

প্রথম অবস্থা : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এই মর্মে এক হলো যে, একজন নিজ দায়ে আবশ্যক ঋণের বিনিময়ে যা কিনবে অপরজন সে বস্তুতে তার শরীক হবে। আর লাভ উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। কতক মালেকী ফকীহ এটিকে শারিকাতুয যিমাম (شَرِكَةُ الذِّمَمِ) নামে পৃথক করেন।[২২৫]

শাফেয়ীদের মতে এক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীক যা কিনবে তা এককভাবে তার জন্য হবে। এর লাভ ক্ষতি উভয়টি সে ভোগ করবে।[২২৬] এর অর্থ হলো, উভয়ে একসাথে যা কিনবে শুধু তা চুক্তিতে কৃত শর্তানুযায়ী উভয়ের যৌথ মালিকানাধীন হবে।

কিন্তু মালেকীগণ বলেন, শারিকা ফাসিদ হওয়া সত্ত্বেও তারা যে বস্তু একসাথে কিনবে আর যে বস্তু একজন কিনবে, উভয়টি তাদের নির্ধারণকৃত শর্ত অনুযায়ী যৌথ মালিকানাধীন হবে।[২২৭]

লক্ষণীয়, উল্লিখিত অবস্থায় মালেকী ও শাফেয়ীগণ উভয়ে কেনার ক্ষেত্রে একে অপরকে ওকীল না বানানোর ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। যদি একে অপরকে ওকীল বানানো হয়ে থাকে, তাহলে মুতাআখখির শাফেয়ী ফকীহদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, এই শারিকা যথার্থ শারিকাতুল আনান হবে; পুঁজির পরিমাণ না জানা থাকলে উভয়ের মাঝে লাভের হার উল্লেখ করার শর্তে। এমন হলে যে শরীক কেনার দায়িত্বমুক্ত, এককভাবে তার ওপর আবশ্যক মূল্য তার দেনা হিসেবে থাকবে।[২২৮]

নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে উভয়ের শারিকানার জন্য নির্দিষ্ট বস্তু কেনার অনুমতি দেওয়া বা ওকীল বানানো সহীহ। সকলের মতে এটি যৌথ মালিকানা অপরিহার্য করে, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। যেমন যদি তারা উভয়ে নিজের ওপর আবশ্যক ঋণের বিনিময়ে একসাথে সে বস্তু কিনতো তাহলে যেমন যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হতো অনুরূপ এক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হবে।

---

[২২৪]. 'আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫১১

[২২৫]. 'আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭২; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭১

[২২৬]. 'মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২

[২২৭]. 'হাওয়াশীত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২১১; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৯

[২২৮]. 'আল বাজীরামী আলাল মানহাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০

www.amarboi.org

মালেকীগণ ও কতক শাফেয়ী ফকীহ্ বলেন, বিক্রেতা প্রত্যেক শরীকের কাছে শুধু তার অংশের মূল্য দাবি করবে, যদি এক শরীকের পক্ষে অপর শরীকের যামানের শর্ত না করা হয়। শাফেয়ীদের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ওকীল এক্ষেত্রে কাফীলের স্থলবর্তী।[২২৯]

দ্বিতীয় অবস্থা : একজন প্রখ্যাত ও একজন অখ্যাত ব্যক্তি শারিকা চুক্তিবদ্ধ হলো এই মর্মে যে, প্রখ্যাত ব্যক্তি কিনবে আর অখ্যাত ব্যক্তি বিক্রি করবে। এই শারিকায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যা কিনবে তা এককভাবে তার মালিকানাধীন হবে। আর অখ্যাত ব্যক্তি হবে ফাসিদ জিআলা (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা)-র শ্রমদাতার ন্যায়, যেহেতু শ্রমের বিনিময় অজ্ঞাত। তাই সে প্রখ্যাত ব্যক্তির নিকট তার অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিকের হকদার হবে। যেমনটা শাফেয়ীদের স্থিরীকৃত মত।[২৩০]

মালেকীদের বক্তব্যে প্রথম অবস্থা থেকে এ অবস্থার বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই। তবে স্পষ্টভাবে তারা উলেখ করেছেন, প্রত্যেক শরীক অপরের পক্ষ থেকে কৃত শ্রমের পারিশ্রমিক আদায় করবে। এ মতে তাদের কতক ভিন্নমত করেছেন এবং এই শারিকা সহীহ্ হওয়ার মতের দিকে ঝুঁকেছেন।

তৃতীয় অবস্থা : অখ্যাত ব্যক্তির সম্পদে প্রখ্যাত ব্যক্তি শ্রমদান করবে, অখ্যাত ব্যক্তি সম্পদ তার কাছে অর্পণ করা ছাড়াই। অথবা (এভাবে বলা যায়) প্রখ্যাত ব্যক্তির দায়িত্ব শুধু অখ্যাত ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি করা, যদিও সে তার কাছে সম্পদ অর্পণ করে।

শাফেয়ীগণ উল্লেখ করেছেন, এই শারিকা উভয় অবস্থাতেই ফাসিদ মুদারাবা হবে। হয়তো পুঁজি নগদ না হওয়ার কারণে অথবা পুঁজি মুদারাবার শ্রমিকের হাতে অর্পণ না করার কারণে। তাই মুদারাবার শ্রমিকের প্রাপ্য হবে শুধু তার অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক, অন্যকিছু নয়।[২৩১]

মালেকীগণ প্রথম অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেননি। দ্বিতীয় অবস্থায় তারা শাফেয়ীদের সাথে একমত, শ্রমিক তার অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক পাবে। তারা এটিকে জুঅল (جعل) নামে অভিহিত করেছেন। তারা যোগ করেছেন, প্রতারণা থাকায় ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে, যদি পণ্য অবশিষ্ট থাকে। অন্যথায় তার অধিকার রয়েছে পণ্যের বাজারমূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি গ্রহণ করার।[২৩২]

---

২২৯. 'বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৩১

২৩০. 'নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩

২৩১. 'নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪-৫২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১২

২৩২. 'হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১১; আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭১

www.amarboi.org

তৃতীয় : যে শারিকার পুঁজি হবে এক শরীকের পক্ষ থেকে, আর যে কোনো কারণে শারিকা ফাসিদ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃত্ব থাকবে পুঁজিদাতা শরীকের আর অপর শরীক পাবে তার অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক। এটি হানাফীদের মত কেননা কর্তৃত্ব মালিকানার বর্ধিত ফল। যেমন অনুরূপ মত তারা দিয়েছেন ফাসিদ মুযারাআ চুক্তিতে, সেক্ষেত্রে ফসল বীজদাতার জন্য হবে।

কিছু ঘর, ঘোড়ার গাড়ি বা কিছু গবাদিপশুর মালিক কোনো ব্যক্তি যদি অপরকে ভাড়ায় খাটানোর জন্য সেগুলো দেয় এই শর্তে যে, ভাড়া উভয়ের মাঝে বণ্টন হবে, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে শুধু তার অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে মালিকের।

যেমন যদি বাজারে পণ্য বিক্রি করতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তির ঘোড়ার গাড়ি বা গবাদিপশুর প্রয়োজন হয়, যেটি তার পণ্য স্থানান্তর করবে, সেক্ষেত্রে ঘোড়ার গাড়ি বা পশুর মালিক যদি স্রেফ এই শর্তে বাহন দিতে রাজি হয় যে, অর্ধেক লাভ সে পাবে তাহলে এই শর্ত বাতিল হবে আর শারিকা-চুক্তি ফাসিদ হবে। সমুদয় লাভ পাবে পণ্য মালিক। কেননা লাভ তার মালিকানা বস্তুর বর্ধিত ফল। ঘোড়ার গাড়ি বা পশুর মালিক পাবে শুধু অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক। যেহেতু সে ফাসিদ চুক্তিতে এর মুনাফা উসুল করেছে।[২৩৩]

হানাফী ছাড়া অন্যদের মত, অনুরূপ লাভ হবে পুঁজির অনুগামী।[২৩৪] এ কারণে শাফেয়ীগণ বলেন, যদি তিনজন যৌথচুক্তিতে আবদ্ধ হয়, একজন সম্পদ দিয়ে, অন্যজন এই সম্পদ দিয়ে পণ্য কেনার মাধ্যমে আর তৃতীয়জন এই পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে, এই শর্তে যে, লাভ বণ্টন হবে তাদের মাঝে; তাহলে লাভ পাবে সম্পদের মালিক। অন্য দুই শরীক পাবে শুধু নিজ শ্রমের প্রচলিত পারিশ্রমিক।[২৩৫]

চতুর্থ : ফকীহদের ঐকমত্যে যদি উভয় শরীকের পক্ষ থেকে পুঁজি দেওয়া হয় তাহলে এই পুঁজির ক্ষেত্রে প্রদত্ত অংশ অনুযায়ী উভয়ের কর্তৃত্ব থাকবে। যেমন শারিকাতুল আমওয়াল-এ লাভের ক্ষেত্রে উভয় শরীকের প্রত্যেকের অংশ যদি অজানা থাকে (তাহলে পুঁজিতে প্রদেয় পরিমাণ অনুসারে লাভ বণ্টিত হয়।)

যেমন এক ব্যক্তির মালবাহী গাড়ি আছে, আর অপরের আছে আরোহণের গাড়ি। এরপর তারা শারিকা চুক্তিবদ্ধ হলো যে, প্রত্যেকে নিজের ও অপরের মালিকানার অংশ ভাড়া দেবে আর অর্জিত লাভ উভয়ের মাঝে বণ্টন হবে সমানহারে অথবা

---

২৩৩. 'ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১

২৩৪. 'আল-খিরাশী আলা খলীল, টীকাসহ, খ. ৪, পৃ. ২৮৪

২৩৫. 'আশ-শারকাওয়ী আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৩

www.amarboi.org

নির্দিষ্ট অনুপাতে, তাহলে এই শারিকা ফাসিদ হবে। কারণ এই শারিকার সারকথা হলো, প্রত্যেক শরীক অপরকে বলল, তুমি তোমার মালিকানাধীন ঐ বস্তুর মুনাফা এবং আমার মালিকানাধীন এই বস্তুর মুনাফা বিক্রি করো এই শর্তে যে, এটি ও ঐটির মূল্য আমাদের মাঝে এত হারে বন্টন হবে। এমন চুক্তি তো স্রেফ কোনো শ্রম বা সামান ছাড়া অন্যের সম্পদ দ্বারা লাভ অর্জন করা মাত্র। অথচ পুঁজি, শ্রম বা সামান ছাড়া লাভ অর্জন করা যায় না।

তবে এই ফাসিদ শারিকাকে যদি বাস্তবায়নের অর্থে গ্রহণ করা হয়, উভয়ে যদি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গাড়ি ভাড়া দেয়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ মালিকানা বস্তুর ভাড়া পাবে। আর যদি এক চুক্তির অধীনে প্রত্যেকে নিজ নিজ গাড়ি ভাড়া দেয় নির্দিষ্ট শ্রমক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, তাহলে এটি হবে সঠিক ইজারা চুক্তি। অর্জিত লাভ উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে, প্রত্যেকের মালিকানাধীন বস্তুর অনুরূপ শ্রমের পারিশ্রমিক হিসেবে। যেভাবে পৃথক দুটি বিক্রিত বস্তুর ক্ষেত্রে বাজারদর হিসেবে মূল্য ভাগ করা হয় সেভাবে।[২৩৬] লাভ উভয়ের শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে না। এর কারণ, ফাসিদ শারিকার অন্তর্নিহিত শর্ত অর্থহীন শর্ত, এই শর্তের কোনো বিবেচনা করা হবে না।[২৩৭]

এই বিধান যেটিকে এই প্রকার শারিকা (অর্থাৎ যেখানে পুঁজি উভয় শরীকের হয়) ব্যাপক মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেছে তা অধিকাংশ আহলে ইলমের মত। এ বিধানে ঐকমত্য পোষণ করেছেন মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ। তারা বলেন, প্রত্যেক শরীক অপর শরীকের পক্ষ থেকে কৃত শ্রমের অনুরূপ পারিশ্রমিক উসুল করবে। তবে যদি কোনো শরীক স্বেচ্ছাদান হিসেবে শ্রমদান করে তাহলে সে উসুল করবে না।

তবে মালেকীগণ মুযারাআ সংক্রান্ত তাদের আহরিত মৌলনীতিতে অটল। যেমনটা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তারা সে মূলনীতির ক্ষেত্র এলেই সে নীতি অনুসারে মত দিয়েছেন। এজন্যই তাদেরকে বলতে পাই, যদি তিনজন লোক শারিকা চুক্তিবদ্ধ হয় : একজন বাড়ি দিয়ে, অন্যজন গবাদিপশু দিয়ে, আর অন্যজন চাকরি দিয়ে এই শর্তে যে, পেষণের কাজ নির্দিষ্ট একজন করবে, আর সে যেন হয় পশুর মালিক, তাহলে এককভাবে যে শ্রমদান করবে সে পাবে পূর্ণ লাভ। অন্যদের প্রদত্ত বিষয়াদি অনুসারে সেগুলোর যথাযথ ভাড়া প্রদান করা আবশ্যক হবে এই শ্রমদানকারীর ওপর।[২৩৮] সম্ভবত তাদের ছাড়া এই মত অন্য

---

২৩৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৬

২৩৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৭; আল-খিরশী, খ. ৪, পৃ. ২৭১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১৫

২৩৮. আল-খিরাশী আলা খলীল, খ. ৪, পৃ. ২৭১; হাওয়াশী তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২১১

www.amarboi.org

কারোর নেই। অনুরূপ মত মালবাহী গাড়ী ও আরোহণের গাড়ির উল্লিখিত মাসআলায়, যদি এককভাবে এক শরীক শ্রমদান করে।

উলিম্নখিত ব্যাপক মূলবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনো কখনো মতভিন্নতা হতে পারে। হাম্বলীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, যেমন ইবনে কুদামা রহ. উল্লেখ করেছেন দুই পশুর মাসআলায়, দুই শরীক যদি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট বস্তুর বাহনকে নিজ দায়ে গ্রহণ করে। এরপর তারা বাহন দুটিতে বা অন্য বাহনে বহন করে তাহলে এটি সহীহ শারিকা হবে। আর পারিশ্রমিক বণ্টিত হবে উভয়ের শর্ত অনুযায়ী।[২৩৯]

তবে হানাফীদের মূলনীতি এ মতের সমর্থন করে না। এর কারণ, তাদের মতে চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য উভয় শরীকের যৌথ কবুল করা আবশ্যক; এই কবুল করা ইবনে কুদামা রহ.-এর উল্লিখিত কবুল করার পূর্বে।[২৪০] ইবনে কুদামা পুনরায় আলোচনা করেছেন। তিনি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শারিকা চুক্তি সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এমনকি সে অবস্থাতেও সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন, যখন উভয় শরীক নিজ নিজ বাহন ভাড়া দেয়। তাদের মতে মুবাহ বিষয়াদি অর্জনে শারিকা সহীহ হওয়ার সাথে তুলনা করে।[২৪১]

পরিশিষ্ট

ফাসিদ শারিকায় বিক্রেতা এক শরীকের কাছে যা বিক্রি করেছে তার মূল্য কিভাবে দাবি করবে, যদি এক শরীক অনুপস্থিত থাকে আর অপর শরীক উপস্থিত থাকে?

মালেকীগণ বলেন, এর তিনটি অবস্থা রয়েছে :

প্রথম অবস্থা : ফাসিদ শারিকার বিষয়টি বিক্রেতার জানা রয়েছে। তখন সে উপস্থিত শরীকের নিকট শুধু তার অংশের মূল্য আদায়ের দাবি করার অধিকার পাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : বিক্রেতা তাদের শারিকা চুক্তি সম্পর্কে জানে, তবে শারিকা যে ফাসিদ তা জানে না। তখন বিক্রেতা উপস্থিত শরীকের কাছে সমুদয় মূল্য আদায়ের দাবি করার অধিকার রাখে, যদিও এমন হতে পারে যে, এই শরীক তার নিকট থেকে পণ্য কিনেনি।

তৃতীয় অবস্থা : বিক্রেতা তাদের শারিকা সম্পর্কেই জানে না। এ অবস্থায় উপস্থিত শরীক খোদ যদি তার নিকট থেকে পণ্য কিনে থাকে তাহলে তার কাছে সমুদয় মূল্য আদায়ের দাবি করবে। কেননা বিক্রেতা তার সাথে এ চুক্তিতে

---

২৩৯. 'আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১৫

২৪০. 'ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১

২৪১. 'আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১১৬

www.amarboi.org

আবদ্ধ হয়নি যে, সে অর্ধেক মূল্যের ক্ষেত্রে অন্যের উকিল। (আর বাকি অর্ধেকে সে মূল ব্যক্তি, সুতরাং বিক্রেতা তার কাছে পূর্ণ মূল্য দাবি করবে মূল ব্যক্তি হিসেবেই।) আর যদি উপস্থিত শরীক তার কাছ থেকে না কিনে থাকে, তাহলে বিক্রেতা এই শরীককে শুধু মূল্যে থাকা তার অংশ আদায়ের দাবি জানাবে। কেননা উপস্থিত শরীক তো শুধু সেই আংশিক মূল্যের পরিবর্ত পণ্যের মালিক।

এ মাসআলা এভাবেই তারা উল্লেখ করেছেন লাখামীর সূত্রে। তবে খিরাশী যা উল্লেখ করেছেন তাতে মতভিন্নতা রয়েছে। ইচ্ছে হলে দেখে নিন।

শারিকা শেষ হওয়ার কারণসমূহ : أَسْبَابُ انْتِهَاءِ الشَّرِكَةِ

সাধারণ কারণ : শারিকা শেষ হওয়ার সাধারণ কারণগুলো এমন, যেগুলো কোনো এক প্রকার বাদ দিয়ে অন্য প্রকার শারিকার সাথে বিশিষ্ট নয়। বরং সকল প্রকার শারিকায় এগুলোর প্রয়োগ হয়।

প্রথম : এক শরীকের চুক্তি বাতিল করা। শারিকা চুক্তি আবশ্যক না হওয়া সংক্রান্ত আলোচনায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় : হানাফীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, এক শরীকের শারিকা চুক্তি অস্বীকার করা চুক্তি বাতিলের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং যদি কেউ অস্বীকার করে, তাহলে অস্বীকারকারী শরীকের জন্য শারিকার সম্পদে অপর শরীকের অংশে হস্ত ক্ষেপ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমনিভাবে অপর শরীকের অস্বীকারের বিষয়টি জানার পর সে অস্বীকারকারীর অংশে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে গাসিব (জবরদখলকারী) এর ন্যায় তার ওপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। সে পাবে এর লাভ, বহন করবে এর ক্ষতি। কেননা সে মালিকের অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করেছে। তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে লাভ ভোগ করা তার জন্য ভাল হবে না। তাই সে লাভ দান করে দেবে।[২৪২]

শাফেয়ীদের স্পষ্ট বক্তব্যমতে, শরীকের ওকালাত বা প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে শারিকা বাতিল হয়ে যাবে। যদি অস্বীকারকরণ হয় ইচ্ছাকৃত এবং এ দ্বারা অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণের ইচ্ছা না করা হয়, যেমন প্রচন্ড জালেমের হাত থেকে ওকালাতের সম্পদ রক্ষা করা। শাফেয়ীদের উক্ত মতের কারণ, শারিকা তাদের মত কেবল ওকালাত। এই মতে হাম্বলীদের মতভিন্নতা রয়েছে।[২৪৩]

---

২৪২. 'ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৪; রদ্দুল মুহতার, পৃ. ৩৫৭-৩৬২

২৪৩. 'মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৪, ২৩৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮

www.amarboi.org

তৃতীয় : কোনো শরীকের পূর্ণ পাগল হওয়া।[২৪৪] হানাফীদের মতে পাগলামী একমাস বা পূর্ণ একবছর অব্যাহত না থাকলে তা পূর্ণ পাগলামী বলে ধর্তব্য হবে না।[২৪৫] তবে কতক হানাফীর এতে ভিন্নমত রয়েছে। সুতরাং পাগলামী শুরু হওয়ার পর উল্লিখিত সময় পর্যন্ত অব্যাহত না থাকলে শারিকা শেষ হবে না।

উল্লিখিত কারণে শারিকা বাতিল হবে। কারণ শারিকা ওকালাতনির্ভর। ওকালাত থেকে শারিকা মুক্ত হয় না। আর পূর্ণ পাগল অবস্থা ওকালাতের যোগ্যতা লুপ্ত করে দেওয়ার কারণে ওকালাত বাতিল হয়ে যায়। এক শরীকের শারিকা অস্বীকার সংক্রান্ত বিগত আলোচনা[২৪৬] পাগল শরীকের অংশে অন্য শরীকের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনো সময়ের শর্ত ছাড়া উল্লিখিত কারণে শারিকা বাতিল হওয়ার স্পষ্ট মত দিয়েছেন শাফেয়ীগণ ও হাম্বলীগণ।[২৪৭]

চতুর্থ : এক শরীকের মারা যাওয়া। কারণ মৃত্যুর কারণে ওকালাত বাতিল হয়ে যায়। আর শারিকার অন্তর্ভুক্ত ওকালাত শারিকার সত্তাগত অংশ। শুরু করা বা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে শারিকা ওকালাতমুক্ত হতে পারে না। কারণ শারিকা শুরুয় হওয়ার পর শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শরীকের অপরের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ও অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

তবে মৃত্যুর কারণে শারিকা বাতিল হওয়া অপর শরীকের জানার ওপর নির্ভর করে না। যেহেতু এটি অনিচ্ছাকৃত বিধানগত অপসারণ, যার আগপিছ করা অসম্ভব। কারণ স্রেফ মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্পদের মালিকানা শরীয়ভাবে ওয়ারিছদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর শরীয়ত যা নগদ কার্যকর করে তা স্থগিত করা সম্ভব নয়।[২৪৮]

শুধু মৃত শরীকের বিবেচনায় শারিকা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তার যদি একজন মাত্র শরীক থাকে, তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে শারিকার কিছুই আর বহাল থাকবে না। তবে একাধিক শরীক থাকলে অন্য শরীকদের জীবদ্দশা পর্যন্ত শারিকা অবশিষ্ট থাকবে।[২৪৯]

---

২৪৪. 'শব্দটির উচ্চারণ فَطْبَقًا সবাই বলে فَطْبَقًا এভাবে বললে শব্দটি সহীহ হওয়ার একটি দিক রয়েছে। তবে তা বর্ণিত নয়, আল মিসবাহুল মুনীর-এ এমনটি আছে।

২৪৫. 'প্রথম মত আবু ইউসুফ রহ.-এর, দ্বিতীয়টি ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর। দুটি মতের একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া মতভেদপূর্ণ বিষয়। অগ্রাধিকার দেয়ার কারণসহ দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৩৮; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ২৩৭

২৪৬. 'বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬২

২৪৭. 'মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৩

২৪৮. 'ফাতহুল কাদীর, খ,. ৫, পৃ. ৩৪

২৪৯. 'রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১

www.amarboi.org

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ উল্লিখিত কারণে শারিকা বাতিল হওয়ার বিষয় স্পষ্টভাবে বলেছেন।[২৫০]

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের স্থিরীকৃত মতে, প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসের সম্পদ বন্টন করা এবং নতুন করে শারিকা শুরু করার- এ দুটির যে কোনটি করার এক্তিয়ার রয়েছে। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসের অভিভাবক অথবা পাগলামীর কারণে শারিকা শেষ হয়ে যাওয়া শরীকের অভিভাবকের জন্য আবশ্যক উলিস্নখিত দুটি বিষয়ের মাঝে লেনদেন নিষিদ্ধ ব্যক্তির জন্য অধিক উপকারী বিষয়টি গ্রহণ করা। তবে হ্যাঁ, যদি পরিত্যক্ত সম্পদে ঋণ থেকে থাকে অথবা অনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য অসীয়ত থাকে তাহলে সেগুলো আদায় করার সাথে নতুন করে শারিকা শুরম্ন করা ঝুলে থাকবে। পরিত্যাক্ত সম্পদের বহির্ভূত সম্পদ দ্বারা ঋণ বা অসীয়ত আদায় করা হোক না কেন, কেননা এ দুটি বিষয় পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে বন্ধকের ন্যায় ঝুলন্ত। আর বন্ধকের বস্তুতে শারিকা সহীহ্ হয় না।

নির্দিষ্ট কারো জন্য অসীয়ত করা হলে উল্লিখিত বিধানে সে ওয়ারিসের পর্যায়ভুক্ত। ওয়ারিসদের গণনার সময় তাকে একজন ওয়ারিসরূপে গণ্য করা হবে। শাফেয়ীদের মতে নতুন করে শারিকা করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া যথেষ্ট; যদিও তাদের কতক কিতাবের বক্তব্যে বুঝে আসে, এই যথেষ্ট হওয়া সীমিত সেই শারিকার ক্ষেত্রে, যার পুঁজি হয় পণ্য।[২৫১]

হানাফীদের মতে, মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে কোনো শরীকের আশ্রয় নেওয়ার রায় দেওয়া হলে এর মাধ্যমেও শারিকা শেষ হয়ে যায়। কেননা এভাবে সে শরীক দারুল হারবের অধিবাসীভুক্ত হয়ে যায়। আর হানাফীদের মতে উল্লিখিত রায় দেওয়া বিধানগত মৃত্যু হিসেবে গণ্য। বরং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মত হলো, উল্লিখিত রায়ের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, বিধানগত মৃত্যুর সূচনা মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে।[২৫২] সুতরাং এই কারণে যদি শারিকা বাতিল হয়, এরপর শরীক আবার মুসলমান হয়, তবু শারিকার বিবেচনায় তার সুযোগ নেই। কারণ শারিকা বাতিল হয়ে গেছে এবং বাতিল হওয়াই চূড়ান্ত।

উলিস্নখিত রায় ছাড়া শরীক মুরতাদ হলে সে দারুল হারবে আশ্রয় নিক বা না নিক, তার মুরতাদ হওয়ার ভিত্তিতে শারিকা স্থগিত থাকবে। এমনকি মুরতাদ শরীক যদি মুসলমান হয়ে ফিরে আসে তাহলে পূর্ব লেনদেন অবস্থা পুনরায়

---

২৫০. 'মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৩

২৫১. 'মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১০; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৪

২৫২. 'বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১১২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩০৯

www.amarboi.org

বহাল হবে। আর যদি মুরতাদ অবস্থায় যে মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে শারিকা বাতিল হওয়া প্রতীয়মান হবে।[২৫৩]

ছয় : চুক্তির শর্তের অন্যথা করা : যেমন শরীক শারিকায় নির্ধারিত জায়গার সীমা অতিক্রম করল।[২৫৪] তবে এক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হবে বিরুদ্ধাচরণের পরিমাণ অনুযায়ী, আংশিক বা পরিপূর্ণ। পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণের নমুনা হলোঃ এক শরীক অন্যকে পণ্য নিয়ে বের হতে নিষেধ করল। এরপরও সে শরীক পণ্য নিয়ে বের হলো। আংশিক বিরুদ্ধাচরণের নমুনা হলোঃ এক শরীকের বাকিতে বিক্রি করা আর অপর শরীকের তা অনুমোদন না করা। এক্ষেত্রে অন্য শরীকের অংশে বিক্রি বাতিল হবে, আর বিক্রেতা-শরীকের অংশে বিক্রি কার্যকর হবে। তখন কার্যকর হওয়া অংশে শারিকা বাতিল হবে।

মালেকীগণ কেবল চুক্তির শর্ত নয়, বরং চুক্তির স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করার ভিত্তিতে কোনো বিধানের মত দেন না। তবে যে অংশে বিরোধিতা হয়েছে অন্য শরীককে সে অংশে হস্তক্ষেপ রদ করার অধিকার প্রদান এবং বিরোধিতার কারণে সম্পদ নষ্ট হলে বিরোধিতাকারী শরীককে জরিমানা আদায়ের মত দেন।

শারিকাতুল আনান-এর শরীক এককভাবে হস্তক্ষেপ করার আলোচনায় তারা এটি স্পষ্টভাবে বলেছেন। উল্লিখিত বিধানের কারণ, এক শারিকা এক শরীককে জানানো ছাড়া অন্য শরীকের একক শারিকায় হস্তক্ষেপ না করা দাবি করে।[২৫৫] অনুরূপ হানাফীদের মত। এক শরীকের অনুমতি ছাড়া অন্য শরীকের বাকিতে বিক্রি করার কার্যক্রম সম্পর্কে শাফেয়ীদের আলোচনায় ও[২৫৬] এটি বুঝে আসে। তাদের মতে, এটি শারিকা চুক্তির ধরন দ্বারা সমর্থিত, বাকিতে বিক্রির অধিকার নয়।[২৫৭]

সপ্তম : শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ শারিকা বাতিল করে এমন বিষয়ের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেন, নির্বুদ্ধিতার কারণে কোনো এক শরীকের হঠাৎ লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়া। শাফেয়ীগণ দেউলিয়া হওয়ার কারণে লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়াকেও শারিকা বাতিল করার কারণ গণ্য করেন। তবে দেউলিয়া হওয়া শুধু দেউলিয়া সম্পর্কিত অংশে শারিকা বাতিল করে। অর্থাৎ দেউলিয়া হওয়া শরীকের লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ার পর এমন কোনো হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে না। লেনদেন নিষিদ্ধ

---

২৫৩. 'ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৪; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬১

২৫৪. 'রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭

২৫৫. 'বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৭১

২৫৬. 'আর ইজাযাতের ব্যাপারে তাদের অবস্থান তো প্রসিদ্ধ।

২৫৭. 'নিহায়াতুল মুহতাজ, টীকাসহ, খ. ৫, পৃ. ৯

www.amarboi.org

হওয়া শরীককে সে হস্তক্ষেপ প্রয়োগের যোগ্যতাশূন্য করেছে। শাফেয়ীদের একটি মূলনীতি হলো, দেউলিয়া হওয়া ব্যক্তির জিম্মায় আবশ্যক হওয়া বিক্রি ও ক্রয় কার্যকর হয়।

নির্বোধ ব্যক্তির (নির্বুদ্ধিতার কারণে যার লেনদেন নিষিদ্ধ) কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৈধ নয়। তবে অসীয়ত ও তাদবীরের (মৃত্যুকালে দাসদাসীকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি) ক্ষেত্রে বৈধ। সুতরাং যদি নিঃস্ব শরীক বা তার শরীক শারিকার কোনো সম্পদ বিক্রি করে, তাহলে অনিঃস্ব শরীকের অংশে বিক্রি কার্যকর হবে। আর যদি নিঃস্ব ব্যক্তি নিজ দায়ে শারিকার জন্য কিনে তাহলে তাদের মতে এটি শারিকায় কার্যকর হবে।[২৫৮]

বিশেষ কারণসমূহ

প্রথম : হানাফীদের মতে শারিকাতুল আমওয়াল-এ পুঁজি ধ্বংস হওয়া। উভয়ের সম্পদ নষ্ট হওয়া। শারিকার পুঁজি দ্বারা পণ্য কেনার আগে হোক বা পরে, শারিকার আংশিক পুঁজি দ্বারা পণ্য কেনার আগে একজনের সম্পদ নষ্ট হোক না কেন, বিধান অভিন্ন। যখন সম্পদের শ্রেণীভিন্নতাহেতু বা মিশ্রিত না থাকার কারণে একজনের সম্পদ অন্যজনের সম্পদ থেকে পৃথক হয় এসময় শুধু পুনরাবৃত্তির দ্বিতীয় দিক ধারণা করা যায়। থাকা অসম্ভব। যদি উভয়ের পুঁজি একজাতীয় হয় আর উভয়টিকে এক করা হয়, এরপর এই একত্র সম্পদ থেকে যা নষ্ট হবে তা উভয়ের সম্পদ থেকে নষ্ট হবে। যেহেতু এটা নিশ্চিত বলা যায় না, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ এই শরীকের; ঐ শরীকের নয়। যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে তা শারিকার জন্য ধর্তব্য হবে।

পুঁজি ধ্বংস হওয়ার কারণে শারিকা বাতিল হওয়ার মূল কারণ হলো, যখন শারিকার সমুদয় পুঁজি নষ্ট হয়ে যায় তখন চুক্তির নির্দিষ্ট ক্ষেত্র-ই নষ্ট হয়ে যায়। আর ক্ষেত্র বাতিল হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যেমন পণ্য নষ্ট হলে বিক্রি বাতিল হয়ে যায়।

নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদ এক্ষেত্রে চুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র হয়। এর কারণ, মূল্যজাতীয় বস্তু যদিও বিনিময় চুক্তিসমূহে নির্দিষ্ট হয় না, নতুবা তা মূল্য হওয়ার গুণশূন্য হয়ে যায়। এবং সত্তাগত উদ্দিষ্ট পণ্য হয়ে যায়। তবে অন্য ক্ষেত্রে যেমন হেবা ও অসিয়্যতের মত এমন প্রতিটি চুক্তির ক্ষেত্রে, যেখানে পণ্যজাতীয় বস্তুর বিপরীতে কোনো বিনিময় থাকে না, সেক্ষেত্রে (নির্দিষ্ট করার কারণে) নির্দিষ্ট হয়। আর শেষোক্তটি শারিকার ধরন।[২৫৯]

---

২৫৮. 'আর-রশীদ আলা নিহায়াতিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১০; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৩

২৫৯. 'বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৮; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪

www.amarboi.org

পণ্য কেনার পূর্বে একজনের সম্পদ নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে যখন শারিকা বাতিল হয়ে যায়, তখন অবশিষ্ট সম্পদ তার মালিকের জন্য নির্দিষ্ট ও একক হয়ে যায়। এরপর অন্য শরীক সে সম্পদ দিয়ে যা কিনবে, তা তার একক মালিকানাধীন হবে। পুঁজি নষ্ট হয়ে যাওয়া শরীকের এতে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। শারিকার পন্থায় নয়, যেহেতু জানা আছে যে, সেটি বাতিল। শারিকার আওতাধীন ওকালাতের পন্থায়ও নয়, যেহেতু শারিকা বাতিল হওয়ার অনুগামী হিসেবে সেটিও বাতিল। তবে যদি শারিকা ওকালাত শব্দ ছাড়া সম্পাদিত হয়ে থাকে।[২৬০] তাহলে অবশিষ্ট সম্পদের মালিক যা কিনবে ওকালাতের হুকুম হিসেবে তা যৌথ মালিকানাধীন হবে। কেননা স্পষ্টভাবে ওকালাত শারিকা বাতিল হওয়ার কারণে বাতিল হয় না।[২৬১] আর (ক্রেতা) শরীক অপর শরীকের নিকট থেকে তার অংশের মূল্য উসুল করবে। তবে এক্ষেত্রে ওকালাত হবে যৌথ মালিকানা, যেহেতু তাদের মাঝে শারিকা চুক্তি নেই।

হাম্বলীদের মতে, কোনো শরীকের সম্পদ নষ্ট হওয়া নিঃশর্তভাবে শারিকা থেকে ধর্তব্য হবে। অনুরূপভাবে নষ্ট না হওয়া অবশিষ্ট সম্পদও শারিকার জন্য ধর্তব্য হবে। কেননা স্রেফ শারিকা চুক্তির মাধ্যমেই তারা উভয়ের সম্পদ একত্র হওয়ার মত দেন। তারা বলেন, সম্পদ এক শব্দে বণ্টন হতে পারে, যেমন খারস (অনুমান করে বিক্রি)-র ক্ষেত্রে। সুতরাং এক শব্দ দ্বারা সম্পদ যৌথ হওয়ায় কোনো বাধা নেই, যেমন শারিকার ক্ষেত্রে যদি সম্পদ দ্বারা শারিকা হয়ে থাকে অর্ধেক লাভের হারে, তাহলে শুধু শারিকা চুক্তির দাবি হলো প্রত্যেক শরীকের অর্ধেক সম্পদে অপর শরীকের মালিকানা সাব্যস্ত হবে।[২৬২]

নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে মালেকীগণ মাঝামাঝি একটি মত দিয়েছেন। তারা বলেন, উভয়ের সম্পদ এক করার পূর্বে একজনের সম্পদ নষ্ট হলে, যদিও বিধানগত বিচারে শরীকদ্বয় সম্পদ এক করেছে, তা এককভাবে সম্পদের মালিকের দায় থেকে ধর্তব্য হবে। শারিকা থেকে ধর্তব্য হবে না। তবে এরপরও শারিকা বহাল থাকবে। এমনকি অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা যা কেনা হবে তা শারিকার জন্য বলে সাব্যস্ত হবে। যে শরীকের সম্পদ নষ্ট হয়েছে তার নিজ মূল্যের অংশ পরিশোধ আবশ্যক হবে। তবে ক্রেতা শরীক যদি অপর শরীকের সম্পদ নষ্ট

২৬০. 'যেমন তারা বলল, আমরা এক হলাম এই মর্মে যে, আমাদের প্রত্যেকে যা কিনবে তা আমাদের মাঝে যৌথ হবে। রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪

২৬১. 'ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৭৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

২৬২. 'আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৮

www.amarboi.org

হওয়ার বিষয়টি জানার পর কিনে থাকে, আর সম্পদ নষ্ট হওয়া শরীক সেটিকে শারিকার জন্য অনুমোদন না করে অথবা সে অনুমোদন করে তবে অন্য শরীক দাবি করে যে, সে বস্তুটি নিজের জন্য কিনেছে তাহলে বস্তুটি এককভাবে অবশিষ্ট সম্পদের মালিকের জন্য হবে।[২৬৩]

এ ব্যাপারে শাফেয়ীদের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আমি দেখিনি। তবে তাদের মতে, শারিকা সহীহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদ এক করার শর্ত দাবি করে। একজনের সম্পদ বা উভয়ের সম্পদ নষ্ট হলে শারিকা বাতিল হয়ে যাবে।[২৬৪]

দ্বিতীয় : শারিকাতুল মুফাওয়াযা-য় সমতাবিধান ছুটে যাওয়া। ছুটে যাওয়া বিষয় শারিকার পুঁজিতে সমতা হোক বা নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতার সমতা হোক, বিধান অভিন্ন। উল্লিখিত যে কোন কারণে যদি শারিকাতুল মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে যায় তাহলে তা শারিকাতুল আনান-এ রূপান্তরিত হবে, যেহেতু শারিকাতুল আনান-এ সমতাবিধানের শর্ত নেই। এটি হানাফীদের মত।[২৬৫]

তৃতীয় : সময়াবদ্ধ শারিকায় সময় ফুরিয়ে যাওয়া। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, হানাফী ইমাম তাহাবী রহ. ছাড়া সকল ফকীহর মতে শারিকাকে সময়াবদ্ধ করা সহীহ।

অনুবাদ : নাজিদ সালমান

---

২৬৩. 'বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৬৮

২৬৪. 'নিহায়াতুল মুহতাজ, টীকাসহ, খ. ৫, পৃ. ১০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২১৫

২৬৫. 'আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩১১

www.amarboi.org

عَقْد : চুক্তি : Contract

পরিচিতি

আকদ (عَقْد)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

عَقْد (চুক্তি)-এর আভিধানিক অর্থ হলো : বন্ধন, বাঁধন, সংযোগ, সম্পর্ক, সংশ্লিষ্টতা, ধার্যকরণ, আরোপ, শক্ত করা, সুদৃঢ় করা, কঠিন করা, জোর দেওয়া, টানা দেওয়া, জামানত, নিশ্চয়তা, গ্যারান্টি, নিরাপত্তা, বীমা, দায়-দায়িত্ব, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, শপথ, আমল, কাল ইত্যাদি।

আল-কামূস গ্রন্থে 'আকদ' শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে, রশির বাঁধন এবং ব্যবসায়ের চুক্তি ও কঠিন প্রতিজ্ঞা।[১]

একাধিক বিষয় বা বস্তু একত্র করা বুঝাতেও 'আকদ' ব্যবহৃত হয়। যেমন : عَقَدَ الْحَبْلَ : তখন বলা হয় যখন একটি রশির এক পার্শ্ব অপর পার্শ্বের সাথে মিলানো হয় এবং এভাবে উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়।[২]

মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে 'আকদ' -এর অর্থে কেউ কেউ বলেন : عَقَدْتُ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ : ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির চুক্তি করেছি। আরও বলা হয় : وَعَقَدْتُ الْيَمِينَ : শপথ করেছি। আর عَقَّدْتُهَا তাশদীদযুক্ত করে বলা হলে অর্থ হবে। চুক্তি বা শপথে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা। عَاقَدْتُهُ عَلَى كَذَا এবং عَقَدْتُهُ عَلَيْهِ-এর অর্থ হচ্ছে, তার সঙ্গে চুক্তি ও অঙ্গীকার করেছি। مَعْقَدُ الشَّيْءِ শব্দটি মাজলিস (مَجْلِس)-এর ওজনে, অর্থ হলো: চুক্তির জায়গা। عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ -এর অর্থ হচ্ছে : বিয়ে বা এ জাতীয় চুক্তি মজবুতকরণ, দৃঢ় করা, যথার্থতা, বলিষ্ঠতা।

عَقْد (আকদ্) শব্দের বহুবচন হলো عُقُودٌ ।[৩]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে পাকে নির্দেশ প্রদান করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করো।'[৪]

---

১. আল-কামূস।

২. ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব।

৩. মিসবাহুল মুনীর।

৪. সূরা মায়েদা, আয়াত- ১

www.amarboi.org

www.amarboi.org

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

"তার ইদ্দত (অপেক্ষার শরীয়তসম্মত সময়) শেষ হওয়ার আগে কখনো তার সাথে বিয়ের সংকল্প করো না।"[৫]

عقدة-এর অর্থ যেহেতু মজবুতকরণ ও দৃঢ়তা, তাই আয়াতের অর্থ হলো, ইদ্দত পালনের সময়ে নারীদের সাথে বিবাহের চুক্তি করো না।[৬]

পরিভাষায় : عَقْد (আকদ-) -এর দুটি অর্থ রয়েছে :

ক. সাধারণ অর্থ

وَهُوَ كُلُّ مَا يَعْقِدُهُ (يَعْزِمُهُ) الشَّخْصُ أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ ، أَوْ يَعْقِدَ عَلَى غَيْرِهِ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ إِلْزَامِهِ إِيَّاهُ

প্রত্যেক ওই সঙ্কল্প, যা মানুষ করবে বলে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, অথবা অন্যের ওপর তা করার জন্যে আবশ্যিকরূপে আরোপ করে থাকে। ইমাম জাস্‌সাস রহ. এ সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।[৭]

আর এ কারণেই ব্যবসায়, বিবাহ ও অন্য সকল বিনিময়ের চুক্তিকে 'আকদ' বলা হয়েছে। কেননা, দুই পক্ষের প্রত্যেক পক্ষই এ চুক্তি টিকিয়ে রাখা নিজের ওপর আবশ্যিক করে নিয়েছে। আর ভবিষ্যতের কসম বা শপথকেও 'আকদ' বলা হয়। কেননা, শপথকারী তার ওপর সে কাজ করা বা পরিত্যাগ করা আবশ্যক করে নিয়েছে। তদ্রূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার ও আমানত রক্ষা করা কেও আকদ বলে। কারণ, অঙ্গীকার প্রদানকারী ও আমানত রক্ষাকারী তা পূরণ করা নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। এমনিভাবে মানুষ ভবিষ্যতে করবে বলে নিজের উপর যে শর্ত আরোপ করে তাকে ও 'আক্‌দ' বা চুক্তি বলা হয়। মানত ও মানতের স্থলাভিষিক্ত বিষয়গুলোও এমন।[৮]

এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা আলুসী রহ. আল্লাহ তাআলার বাণী : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ পূরণ করো।)-কে ব্যাপক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি যেসব দীনি বিধান ও হুকুম-আহকাম আরোপ করেছেন এবং বান্দারা নিজেদের মধ্যে আমানত, লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে যেসব আবশ্যকীয় চুক্তি করে- সবই এই আয়াতে বর্ণিত উকুদের অন্তর্ভুক্ত।[৯]

---

৫. সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৫

৬. ইমাম কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ১৯২

৭. আল জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২৯৪ ও ২৯৫

৮. প্রাগুক্ত

৯. আলুসী, রূহুল মাআনী, খ. ৬, পৃ. ৪৮

www.amarboi.org

খ. নির্দিষ্ট অর্থ : এ অর্থ হিসেবে দু'টি ইচ্ছার সংযোগ থেকে উৎসারিত বিষয়ের ওপর 'আকদ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেন যথাস্থানে তার শরয়ী প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জুরজানী রহ. বলেন : الْعَقْدُ رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ অর্থাৎ চুক্তি হলো ঈজাব (প্রস্তাব প্রদান) ও কবুলের মাধ্যমে একাধিক পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছা ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার সংযোগ ও বন্ধন।[১০]

আল্লামা যারকাশীও প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন :

ارْتِبَاطُ الْإِيْجَابِ بِالْقَبُولِ الالْتِزَامِيِّ كَعَقْدِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا

বাধ্যবাধকতা পূর্ণ কবুলের সাথে ঈজাবের সংযোগ ও বন্ধন, যেমন ব্যবসায়ের চুক্তি ও বিবাহের চুক্তি ইত্যাদি।[১১]

এ গ্রন্থে আলোচ্য 'আকদ' বা চুক্তি বিষয়ের আলোচনা এ দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতেই।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الالْتِزَامُ (কর্তব্যরূপে গ্রহণ, বাধ্যবাধকতা) : الالْتِزَامُ শব্দটি শাব্দিকভাবে لَزِمَ يَلْزَمُ لُزُومًا থেকে উৎকলিত। যার আভিধানিক অর্থ হলো- ثَبَتَ وَدَامَ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আবশ্যক হওয়া, দৃঢ় ও স্থায়ী হওয়া। বলা হয় : لَزِمَهُ الْمَالَ অর্থাৎ وَجَبَ عَلَيْهِ তার সম্পদ প্রদান আবশ্যক হয়েছে। আরো বলা হয় : لَزِمَهُ الطَّلَاقُ অর্থাৎ وَجَبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ "তালাকের হুকুম মেনে চলা তার আবশ্যক হয়ে গেছে।"

আরো বলা হয় : أَلْزَمْتُهُ الْمَالَ وَالْعَمَلَ فَالْتَزَمَ আমি তার ওপর সম্পদ ও কাজ আবশ্যক করেছি, ফলে তা আবশ্যক হয়ে গেছে। الالْتِزَامُ-এর অর্থ الاعْتِنَاقُ অর্থাৎ নিজের স্কন্ধে কিংবা দায়িত্বে কোনো বিষয় আরোপ ও আবশ্যক করে নেওয়া।

الالْتِزَامُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَازِمًا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

নিজের ওপর কিছু কাজ আবশ্যক করে নেওয়া যা তার ওপর ইতোপূর্বে বাধ্যতামূলক ছিল না। ইমাম আল হাত্তাব রহ. বলেন :

إِنَّهُ إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ

সাধারণভাবে বা কোনো বিষয়ের শর্ত করে কোনো নেক কাজ নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া।

---

১০. জুরজানী, আত তা'রীফাত।

১১. আয যারকাশী, আল-মানসূর, খ. ২, পৃ. ৩৯৭

www.amarboi.org

ব্যবহার ও প্রচলনে الْتزام। শব্দটি এ অর্থের তুলনায় সীমিত ও নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা হচ্ছে, ভালো কাজ নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া।[১২] আর এ الْالْتِزَامُ। শব্দটি তার সীমিত অর্থ হিসাবেই عقد তথা চুক্তি থেকে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ।

খ. التَّصَرُّفُ : التَّصَرُّفُ। শব্দের আভিধানিক অর্থ : التَّقَلُّبُ فِي الْأُمُورِ ، وَالسَّعْيُ فِي طَلَبِ الْكَسْبِ। বিভিন্ন কাজে লেগে থাকা, কাজ পরিচালনা করা এবং কোনো জিনিস উপার্জন বা সংগ্রহের চেষ্টা করা।[১৩]

ফকীহ সমাজের কথা দ্বারা বোঝা যায়, তারা التَّصَرُّفُ।-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন: 'ব্যক্তির নিজের ইচ্ছায় কোনো কাজ সংঘটন কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ। আর এর ওপর শরীয়ত বিভিন্ন বিধান আরোপ করে। তা কথা ও কাজ উভয়টাকে অন্তর্ভুক্ত করে।' ফলে التَّصَرُّفُ। হলো عَقْد থেকে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ।

গ. الْعَهْدُ وَالْوَعْدُ। (প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি) : الْعَهْدُ। -এর আভিধানিক অর্থ : অসিয়ত করা, উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। যেমন বলা হয় : عَهِدَ إِلَيْهِ يَعْهَدُ অর্থাৎ সে অসিয়ত করেছে। الْعَهْدُ। শব্দটির আরো অর্থ : নিরাপত্তা, শান্তি, আশ্রয়, হেফাজত, রক্ষা, চুক্তি, দায়-দায়িত্ব, ঋণ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, সম্মান, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, চুক্তিনামা। তবে الْعَهْدُ। শব্দটি সাধারণত আল্লাহর ওয়াদাকৃত বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া বান্দার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, চুক্তি ও চুক্তিনামার ক্ষেত্রেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৪]

এ অর্থ হিসেবে সাধারণ ব্যবহারে الْعَهْدُ। শব্দটি عَقْد-এর নিকটবর্তী; আর নির্দিষ্ট ব্যবহারের বিচারে عَقْد থেকেও ব্যাপক।

الْوَعْدُ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ : ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার। তা মৌখিক আশাব্যঞ্জক বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে। এবং তা কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রকৃত আর অকল্যাণের ক্ষেত্রে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৫]

পরিভাষায় الْوَعْدُ।-এর সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়েছে :
إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংবাদদাতার পক্ষ হতে কোনো উত্তম কর্মসৃষ্টির সংবাদ প্রদান।

---

১২. ফাতহুল আলী আল-মালিক, খ. ১, পৃ. ২১৭ ও ২১৮

১৩. আল-কামূসুল মুহীত, লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর।

১৪. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর।

১৫. ইবনে কুদামা, মাকায়ীছিল লুগাত; আল-মিসবাহুল মুনীর।

www.amarboi.org

চুক্তির রুকনসমূহ

কোনো বিষয়ের রুকন বা উপাদানসমূহ : মৌলিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি। যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রতিটি অংশকেই এ বিষয়ের রুকন বা উপাদান বলে।[১৬]

পরিভাষায় রুকন বলা হয় : কোনো জিনিসের সত্তাগত অংশকে, যার সাথে এ ধরনের আরো অংশ যুক্ত হয়ে জিনিসটি গঠিত হয়। এ অংশগুলোর দ্বারাই বিষয়টির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, এ অংশগুলো ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না।[১৭]

চুক্তির উপাদান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল ফকীহ একমত যে, ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণতা পাবে না যতক্ষণ তার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী, ঈজাব ও কবুল এবং ঈজাব- কবুল আবর্তিত হওয়ার স্থান (الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) পাওয়া না যাবে।

অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিই চুক্তির রুকন বা মৌলিক উপাদান।[১৮]

হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মতে, চুক্তির রুকন হলো শুধু সীগা তথা ঈজাব ও কবুল। আর চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় ব্যক্তি বা পক্ষ এবং চুক্তির বিষয়– এগুলো চুক্তির শব্দ-ঈজাব ও কবুল আবশ্যক করে। তবে সেগুলো রুকনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি এ জন্য যে, সীগা ব্যতীত চুক্তির প্রকৃত বিষয় সংঘটিত হয় না। যেহেতু অন্য অংশগুলো চুক্তির প্রকৃত অংশ নয়, যদিও অন্য বিষয়গুলোর ওপর চুক্তির অস্তিত্ব নির্ভরশীল।[১৯]

চুক্তির সীগা বা শব্দ, চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় ব্যক্তি বা পক্ষ এবং চুক্তির বিষয়– প্রত্যেকটির জন্য পৃথক শর্ত রয়েছে। শরয়ী আকদ বা চুক্তির অস্তিত্বের জন্যে যেগুলোর পর্যাপ্ত উপস্থিতি আবশ্যক। এখন আমরা নিম্নে সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করব :

প্রথম : চুক্তির শব্দ

চুক্তিসম্পাদনকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন কোনো কথা বা কাজ প্রকাশিত হওয়া যা চুক্তিতে তার সন্তুষ্টি প্রমাণ করে, একে ফকীহগণ ঈজাব ও কবুল বলে ব্যক্ত করেছেন।[২০]

---

১৬. আল-মিসবাহুল মুনীর, ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব।

১৭. আয যুরজানী, আত-তারীফাত, হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ১, পৃ. ১৬১-১৬৪

১৮. আল-হাত্তাব ওয়াল মাওয়াকু আলাইহি, খ. ৩, পৃ. ৪১৯ ও ৪ খ., পৃ. ২২৮; আশ শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ৩, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫-৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০

১৯. আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪

২০. হাত্তাব, মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২২৮

www.amarboi.org

তবে চুক্তির ভিন্নতার কারণে চুক্তির শব্দের মধ্যেও ভিন্নতা প্রকাশিত হবে :

১. বেচাকেনার চুক্তিতে এ ক্ষেত্রে এমন কথা বা কাজ যথেষ্ট যা তার সন্তুষ্টি এবং বিনিময়ের মাধ্যমে মালিক বানানোর প্রমাণ বহন করে। যেমন বিক্রেতা বলল : আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম অথবা আমি তোমাকে প্রদান করলাম অথবা আমি তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম ইত্যাদি। আর ক্রেতা বলবে : আমি ক্রয় করলাম অথবা আমি মালিক হলাম অথবা আমি গ্রহণ করলাম, এমনি বিভিন্ন শব্দ।[২১]

২. হাওয়ালা চুক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের সবকিছুই যথেষ্ট যা মালিকানা স্থানান্তরে ও ঋণের দায়িত্ব পরিবর্তনে রাজি খুশি থাকা প্রকাশ করে। যেমন মালিকানা বা ঋণের দায়িত্ব স্থানান্তরকারী বলল : আমি তোমার নিকট দায়িত্ব অর্পণ করলাম, আমি তোমার দায়িত্বে এটি যুক্ত করলাম। আর (এর জবাবে) মালিকানা বা দায়িত্ব গ্রহণকারী বলল : আমি সম্মত আছি, আমি (এটি) গ্রহণ করলাম ইত্যাদি।[২২]

৩. ঋণ বন্ধকের চুক্তি : যা বন্ধকদাতা (ঋণগ্রহীতার) কথার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, সে বলল : আমি তোমার নিকট এ ঘরটি বন্ধক দিলাম অথবা আমি তোমাকে তা বন্ধক হিসেবে প্রদান করলাম। (জবাবে) বন্ধক গ্রহীতা (ঋণদাতা) বলল : আমি সম্মত বা রাজি আছি অথবা আমি গ্রহণ করলাম।[২৩]

মূলকথা হলো, ঈজাব ও কবুলের পরিচায়ক যে কোনো শব্দ বা রীতির ওপর ভিত্তি করেই চুক্তি সংঘটিত হয়। যেহেতু চুক্তি সংঘটিত হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট শব্দও নেই এবং কোনো নির্দিষ্ট সীগাও নেই।

ঈজাব ও কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য

হানাফী ফকীহগণের মতে চুক্তির ক্ষেত্রে ঈজাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : চুক্তি সম্পাদনকারী দু'জনের একজনের প্রাথমিক কথাবার্তা; অথবা কথাবার্তার স্থলবর্তী কোনো বিষয়, তা যে ব্যক্তি কাউকে পণ্যের মালিক বানাতে চায় তার পক্ষ থেকে হোক কিংবা মালিক হতে ইচ্ছুক (ক্রেতা) এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হোক। আর কবুল হলো অপর পক্ষ প্রথম পক্ষের কোনো কথার ওপর একমত থেকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া দ্বিতীয় কথা।[২৪]

---

২১. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ১৬৯; হাশিয়া আশ শারকাভী, খ. ২, পৃ. ১৬

২২. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ৬৮০

২৩. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ৭৭০

২৪. আল-ইখতিয়ারু লি তা'লীলিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৪; আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ২৪৪

www.amarboi.org

সুতরাং ফকীহদের মতে, উল্লিখিত দু'টি কথার প্রথমটি হলো ঈজাব আর দ্বিতীয়টি হলো কবুল– প্রথম বা দ্বিতীয় কথা যে অন্যকে পণ্যের মালিক বানাতে চায় (বিক্রেতা) বা যে মালিক হতে চায় (ক্রেতা) যে-ই বলুক তাতেই ইজাবকবুল সাব্যস্ত হবে।

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ ব্যতীত অন্য আলেমদের মতে, ঈজাব হলো যে মালিক বানাতে চাচ্ছে তার বক্তব্য। যেমন : বিক্রেতা, ইজারাদার, স্ত্রী অথবা তার অভিভাবক। তাদের বক্তব্য প্রথমে ও শেষে যখনই বলা হোক উভয়ই সমান। আর কবুল হলো যে মালিকানা লাভ করে তার বক্তব্য, যদিও তা প্রথম বলা হোক না কেন। সুতরাং তাদের কাছে মোটকথা হলো, যে মালিক বানাবে সে হলো اَلْمُوجِبُ। ঈজাবদাতা। আর যে ব্যক্তি মালিক হতে চাচ্ছে সে হলো اَلْقَابِلُ। বা গ্রহণকারী। এক্ষেত্রে ঈজাব ও কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব ও গ্রহণ, কোনটি আগে কোনটি পরে তা দেখার বিষয় নয়।[২৫]

ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমসমূহ

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, ঈজাব ও কবুল যেমনিভাবে শব্দের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এমনিভাবে লেখা, ইশারা ইঙ্গিত এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। এটি কোনো কিছু আদান প্রদানের মাধ্যমেও হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো চুক্তিতে কিছু মাধ্যমের বিধানের ক্ষেত্রে তারা মতবিরোধ করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. ঈজাব ও কবুল– দু'টি শব্দের দ্বারা চুক্তি সংঘটন

সকল ফকীহ একমত, ঈজাব ও কবুল কিছু শব্দের দ্বারা সংঘটিত হয়, চুক্তি সম্পাদনে এটিই হলো মূল। আর এ কথায় ফকীহদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই : যখন অতীতকালীন শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ঈজাব ও কবুল করা হয় তখন চুক্তি সংঘটিত হয়। যেমন বিক্রেতা বলল : بِعْتُ (আমি বিক্রয় করলাম) আর ক্রেতা বলল : اِشْتَرَيْتُ। (আমি ক্রয় করলাম।) আর এক্ষেত্রে (এ প্রকাশ্য ঘোষণার মধ্যে) নিয়তের কোনো প্রয়োজন হবে না। কারণ এ সীগাগুলো যদিও অতীতকালীন শব্দ তথাপি ভাষাভাষী ও শরয়ী পারিভাষিক সংজ্ঞাবিদদের প্রচলনে এগুলোকে বর্তমানকালের জন্যে গ্রহণ করা হয়েছে। আর প্রচলনই হচ্ছে শব্দ গঠনের বিপরীতে ফয়সালাকারী। ইমাম কাসানী রহ. একেই কারণ দেখিয়েছেন।[২৬] তা ছাড়া

২৫. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৬২; হাশিয়াতুল কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৫৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০; ইবনে কুদামা, আল মুগনী, খ.৩, পৃ. ৫৬১

২৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৩৩; আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৭৪ ও ৭৫

www.amarboi.org

কেনাবেচা সংঘটিত হওয়ার জন্য এ শব্দগুলো প্রকাশ্য, তাই এগুলো আবশ্যক করে নেওয়া হয়েছে। এটি ইমাম হাত্তাব রহ. বলেছেন।[২৭]

ভবিষ্যতের কোনো শব্দ দ্বারা সংঘটিত হবে না। তাই প্রশ্নবোধক শব্দ; আর الْمُضَارِعُ মুযারে– যা ভবিষ্যতকাল নির্দেশ করে, এর দ্বারা ঈজাব ও কবুল সংঘটিত হবে না।[২৮]

তবে বর্তমানের অর্থে মুযারে-এর যে সীগা–শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। যেমন : আমরের (আদেশসূচক) সীগা। যথা : কাউকে বলা হলো : بِعْنِي (আমার নিকট বিক্রয় করো)। অতঃপর যখন অপর পক্ষ থেকে এ কথার জবাব দেবে এবং বলবে : بِعْتُكَ (আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম।) হানাফীগণ বলেন : এ দ্বিতীয় কথাটি ঈজাব হলো, যা প্রথম পক্ষের কবুলের মুখাপেক্ষী। আর এটি হাম্বলীদের একটি মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের অগৃহীত বক্তব্যও।[২৯]

মালেকীদের মত, এটি শাফেয়ীদের গৃহীত মত এবং হাম্বলীদের এক মত : এ শব্দগুলোর দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। তাই এরপর প্রথম পক্ষের কবুলের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।[৩০]
অপরদিকে মুযারে-এর সীগা যদি বর্তমান কাল নির্দেশ করে তাহলে চুক্তি সংঘটিত হবে। অন্যথায় হবে না।

ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন বিক্রেতা বলবে : আমি তোমার নিকট এ বস্তুটি একহাজার দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম অথবা আমি তা ব্যয় করলাম অথবা আমি তোমাকে তা প্রদান করলাম। আর ক্রেতা বলল : আমি তোমার নিকট থেকে এটি ক্রয় করলাম অথবা গ্রহণ করলাম; এ অবস্থায় দুজনেই প্রথম কথাটিতে বর্তমান কালের নিয়ত করলে ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হবে। যদি তাদের একজন অতীতকালের শব্দ এবং অপরজন ভবিষ্যতের শব্দ ব্যবহার করে এবং ঈজাবে বর্তমান কালের নিয়ত করে, তাহলে ও ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। যদি তা নিয়ত না করে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না।[৩১]

---

২৭. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২২৯ ও ২৩০

২৮. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩ ও ৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫ ও ৬; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০

২৯. আতাসী, শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৩২; আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬১

৩০. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৬২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬১

৩১. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৪

www.amarboi.org

উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আব্দুস সালামের নিকট থেকে হাত্তাব যা বর্ণনা করেছেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন : যদি কেউ অতীতকালীন সীগা/শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে গ্রহণ করা থেকে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা ঠিক হবে না। আর যদি মুযারে তথা ভবিষ্যতকালীন শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে তা সম্ভাব্য হওয়ার দিকে নির্দেশ করবে এবং এরপর সে শপথ করবে যে বিষয়ের দিকে সে ইঙ্গিত করেছে সেদিকে।[৩২]

বিস্তারিত দেখুন : صيغة

চুক্তির মধ্যে শব্দ বা অর্থের মূল্যায়ন

কিছু সংখ্যক ফকীহের মতে ফিকহী নিয়মানুযায়ী চুক্তির মূল লক্ষণীয় বিষয় হলো কাঙ্ক্ষিত ও উদ্দিষ্ট অর্থ এবং উদ্দেশ্য। শব্দ ও বাক্য মূল উদ্দেশ্য নয়।[৩৩]

এ নিয়মটির অর্থ হলো : যেমনটি আদ্দুরার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– চুক্তি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদ্বয়ের নিজেদের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের দিকে নজর দেওয়া হয় না, বরং চুক্তির সময় বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় তার মূল লক্ষ্যের ও অর্থের প্রতিই নজর করা হয়। কারণ, প্রকৃত লক্ষ্য হলো বাক্যের অর্থ, শব্দ নয়, অথবা ব্যবহৃত সীগাও নয়। কারণ অর্থের জন্যেই শব্দের গঠন।[৩৪]

তবে বিভিন্ন চুক্তিতে ফকীহগণ এ মূলনীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। তাদের এক শ্রেণী কোথাও এটিকে ব্যবহার করেছেন, আর অপর এক শ্রেণী এটি ব্যবহার করেননি। আর এটা এ চুক্তিগুলোর প্রকৃতিতে বিরোধের দরুন ঘটেছে।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মতে, এটি অধিকাংশ চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইবনে নুজাইম রহ. বলেন : মূল্যায়ন ও বিবেচনা অর্থের, শব্দের নয়। অনেক স্থানে হানাফী ফকীহগণ তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন : الْكَفَالَةُ -তে মূল ব্যক্তিকে দায়মুক্ত রাখার শর্ত করা হলে তা হবে حوالة দায়মুক্ত না রাখার শর্ত করা হলে তা হবে كفالة। ঋণ প্রদানকারী যদি ঋণের টাকা দান করে দেয়, তাহলে অর্থ হিসাবে এটি ঋণ গ্রহীতাকে দায়মুক্তি প্রদান বলে বিবেচিত হবে। তাই সহীহ মতানুযায়ী এই হিবা ও দান কবুলের ও কজা করার ওপর নির্ভর করবে না।

---

৩২. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৩২

৩৩. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ৩

৩৪. আদ দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতুল আহকাম, খ. ১, পৃ. ১৮ ও ১৯

www.amarboi.org

এমনিভাবে যদি কেউ তালাক থেকে রাজআত করে নিকাহের শব্দ দ্বারা, তাহলে সে রাজআত সহীহ্ হবে অর্থের দিক লক্ষ করে। আর ব্যবসায় সম্পন্ন হবে কারো এ কথার দ্বারা : এটি ধরো এতো টাকায়। অতঃপর অপর পক্ষ বলবে, আমি ধরলাম। এ ক্ষেত্রে হিবার শব্দ দ্বারাও বিক্রয় সংঘটিত হবে যদি বদলের উল্লেখসহ তা বলা হয়। এমনি ভাবে : الإعْطَاء ও الاشْتِرَاء শব্দ দ্বারাও বিক্রি সম্পন্ন হবে। আর ইজারা সম্পাদিত হবে الْهِبَة ও التَّمْلِيك শব্দসমূহ দ্বারা। তদ্রূপ ইজারা সংঘটিত হবে উপকারিতার সন্ধি (الصُّلْح عَنِ الْمَنَافِعِ); এবং আরিয়াত (الْعَارِيَة) শব্দ দ্বারা।

যে সব শব্দ তাৎক্ষণিকভাবে মূল বস্তুর মালিকানা বুঝায় সে সব শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়। যেমন : الْبَيْع وَالشِّرَاء وَالْهِبَة وَالتَّمْلِيك। আর সালাম সংঘটিত হবে بيع শব্দ দ্বারা, যেমন বেচাকেনা সংঘটিত হবে سلم শব্দ দ্বারা। মুদারাবাতে পুঁজির মালিক যদি পূর্ণ লাভ মুদারিবের, এ শর্ত মেনে নেয়, তাহলে মুদারাবা শব্দ ব্যবহার করলেও তা হবে ঋণ প্রদান। যদি পূর্ণ লাভ মালিকের জন্য হয় তাহলে তা হবে ইবযা; মুদারাবা নয়।

অতঃপর ইবনে নুজাইম বলেন, উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে অনেকগুলো মাসআলা বের হতে পারে। যেমন :

মূল্য গ্রহণ ব্যতীত বিক্রির দ্বারা কখনও হিবা সংঘটিত হবে না। আর ভাড়া দিয়ে ভাড়া না নিলে তা আরিয়াত বা ধার বলে গণ্য হবে না। আর নিকাহ (النِّكَاح) ও তাযবীয (التَّزْوِيج) শব্দ দ্বারা বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। এমনিভাবে তালাকের শব্দাবলি দ্বারা দাসমুক্তি হবে না, যদি তার নিয়ত করাও হয়। কারণ, তালাক ও দাসমুক্তি এ দুটোতে শব্দের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়; শুধু অর্থের প্রতি নয়।[৩৫]

হানাফীগণ এ নিয়মের ওপর ভিত্তি করে যে সকল মাসআলা বের করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মাসআলা হলো : بيع الوفاء বায়উল ওয়াফা সম্পাদন করার চুক্তি। সুতরাং যখন বিক্রেতা বলবে : بعت هذه الدار بيع الو فاء بكذا। এতো টাকার বিপরীতে এ ঘরটি বায়উল ওয়াফা পদ্ধতিতে বিক্রি করলাম। আর এ প্রস্তাবের পর অপরপক্ষ এটি কবুল করে। এ কথার দ্বারা মূল ঘরের মালিকানা প্রদানের কোনো ফায়দা অর্জিত হবে না, যদিও ব্যবসায়ের শব্দ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে ফায়দা অর্জন করা আবশ্যক করে। এখানে তা হয় না, যেহেতু দু'পক্ষের মালিকানা প্রদান উদ্দেশ্য থাকে না। বরং বায়উল ওয়াফার উদ্দেশ্য হলো

---

৩৫. ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, পৃ. ২০৭ ও ২০৮; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ২২০

www.amarboi.org

বিক্রেতার জিম্মাতে থাকা ক্রয়কারীর ঋণ সুশৃঙ্খলভাবে নিরাপদ রাখা। এই ঋণ পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা পর্যন্ত পণ্যটা ক্রেতার হাতে থাকবে। তাই এখানে বন্ধকের বিধান কার্যকর হবে, বিক্রির নয়; যেহেতু মর্ম ও অর্থের মূল্যায়ন হবে, শব্দ ও বাক্যের নয়। এর ভিত্তিতে বায়উল ওয়াফাতে বিক্রেতা মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে পণ্যটা ফেরত নেবে, যেমন ক্রেতা পণ্যটা ফেরত দিয়ে মূল্যটা ফেরত নেবে।

এসময় ক্রেতার জন্য জায়েয হবে না, বায়উল ওয়াফাতে বিক্রীত বস্তু বিক্রেতা ব্যতীত আর কারো কাছে সে বিক্রি করবে। কারণ, সেটি হলো বন্ধকের মতো। যেমন ক্রেতার বায়য়ে ওফা-এর মধ্যে শুফআ-এর অধিকার থাকেনা। বরং শুফআ-এর অধিকার বাকী থাকে বিক্রেতার জন্য।[৩৬] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা بَيْعُ الْوَفَاءِ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

মালেকীদের মতে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হলো : প্রত্যেকটি চুক্তি সংঘটিত হয় নিয়্যত ও উদ্দেশ্য এবং এ দুয়ের অভিব্যক্তি ঘটায় এমন শব্দ দ্বারা অথবা তার স্থলবর্তী ইঙ্গিত বা এ ধরনের কিছু দ্বারা। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু অর্থ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। তাই তারা تعاطى বায় তাআতীকে জায়েয বলেন। তারা বলেন : মানুষ যাকে ক্রয় বিক্রয় গণ্য করে তা-ই ব্যবসায়। তারা বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু কঠিনতা করেন। কিন্তু তারা নিকাহ বা বিবাহ সূচক শব্দ হওয়ার শর্ত করেন না। বরং বলেন, স্থায়ী মালিকানা প্রকাশক যে কোন শব্দে বিবাহ সংঘটিত হয়।

আর তা হলো تزويج (তাযবীয), تمليك (তামলীক), هبه (হিবা) ও بيع (বা'য়) ইত্যাদি শব্দ। তারা আরো বলেন, এ সকল শব্দের উদ্দেশ্যই বিবাহ হলে তা হবে সহীহ।[৩৭]

চুক্তির ক্ষেত্রে শব্দের তুলনায় অর্থকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দেওয়াকে সকল শাফেয়ী সর্বসম্মত নীতির ন্যায় গ্রহণ করেনি। বরং তারা এ নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন : চুক্তির সীগা গুরুত্ব ও মূল্য পাবে নাকি শব্দের অর্থ, এটা নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। ফলে শাখা মাসআলায় ও প্রাধান্যে বিরোধ হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো : যখন ক্রেতা বলবে : আমি তোমার নিকট থেকে এ কাপড়টি ক্রয় করলাম, তার বৈশিষ্ট্য এই, এতো দিরহামে। তখন অপরপক্ষ বলবে : আমি তোমার নিকট এটি বিক্রি করলাম। শায়খাইনও এ মতে সমর্থন দিয়েছেন যে, এ অবস্থায় শব্দের ওপর ভিত্তি করে ব্যবসায় সম্পাদিত হবে।

---

৩৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৯

৩৭. আল-ফুরূকু লিল ক্বারাফী।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় মত : সুবুকী রহ. যেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ অবস্থায় অর্থের দিক লক্ষ্য করে সালাম ব্যবসায় সম্পাদিত হবে।

আরো একটি মাসআলা : যখন সওয়াবের শর্ত করে দান করা হয়, তখন এটি কী অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে ব্যবসায় না শব্দের ওপর ভিত্তি করে দান সম্পাদন হবে? আলোচ্য দু'টি অবস্থার মধ্যে প্রথমটিই অধিক সহীহ।

আরো একটি মাসআলা : যখন কেউ বলবে : আমি তোমার নিকট এটি বিক্রয় করলাম। অথচ এ অবস্থায় কোনো মূল্য উল্লেখ করবে না। তখন যদি আমরা অর্থকেই উদ্দেশ্য মনে করি তাহলে এটি হবে হিবা। আর যদি শব্দের দিকে লক্ষ করা হয় তাহলে তা বাই'য়ে ফাসিদ হিসেবে গণ্য হবে।

অপর একটি : যদি কেউ বলে : আমি তোমার কাছে এ কাপড়টি সালাম পদ্ধতিতে প্রদান করেছি এ ক্রীতদাসের বিনিময়ে। এটি অবশ্যই সালাম বিক্রি হবে না। প্রকাশ্য হিসাবে ব্যবসায়ই সম্পাদিত হবে না শব্দের ভিন্নতার কারণে। দ্বিতীয় মত হচ্ছে, এটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বিক্রি সম্পন্ন হবে।

এমনিভাবে অপর একটি হলো : যার ওপর ঋণের দায়ভার রয়েছে, যখন ঋণদাতা তাকে বলবে : আমি তোমার পক্ষ থেকে এ ঋণ দান করলাম। তাহলে এটি গ্রহণের ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা হবে। একটি হলো : এতে হিবার শব্দ থাকার দরুন তা কব্জার শর্তযুক্ত হবে। আর অপরটি হলো, এটি অর্থ হিসাবে দায়মুক্তি বুঝাবে।

যেমন : রাজাআতের ক্ষেত্রে বিবাহের শব্দ ব্যবহার, সেচের শব্দ দ্বারা ভাড়া দেওয়া বা ইজারা প্রদান করা, আর ভাড়া বা ইজারা সম্পর্কিত শব্দ দ্বারা সালাম বিক্রি, বিক্রয় শব্দ দ্বারা ভাড়া বা ইজারা দেওয়া, আর ইকালা শব্দ দ্বারা ব্যবসায় এবং জামানতের শব্দ দ্বারা বিনিময়পত্র বা চেক ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি বিষয় সম্পাদন করা।[৩৮]

এ রকম অনেক মাসআলা ইমাম যারকাশী রহ. তার 'আল-মানসুর ফীল কাওয়ায়িদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট কায়েদাসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন : কায়েদা বা রীতি হলো, যদি শব্দ অর্থ প্রকাশে দুর্বল হয়, তাহলে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এটির হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। যেমন : (بعتك بلا ثمن) 'আমি তোমার কাছে এটি বিক্রয় করলাম কোনো মূল্য ব্যতীত।' এক্ষেত্রে বিক্রি হবে না। আর যদি শব্দের মধ্যে কোনো প্রকার দুর্বলতা না দেখা যায়, তাহলে হয়তো সীগাটি প্রসিদ্ধ হবে, তাহলে শব্দটি হয়তো তার মর্ম বোঝাবে নয়তো তার অর্থ। যদি মর্ম প্রকাশে সীগাটি প্রসিদ্ধ হয়, যেমন : اسلمت إليك। 'আমি তোমার প্রতি এ গোলামের বিপরীতে কাপড় সপে দিলাম।' ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে

৩৮. আস-সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ১৮৩ - ১৮৫

www.amarboi.org

প্রসিদ্ধ সীগা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্মগ্রহণই অধিক শুদ্ধ। এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন, ব্যবসায় সম্পাদিত হবে। আর যদি সীগাটি প্রসিদ্ধ না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অর্থের প্রতি বিবেচনা করে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে। যেমন বলা হয়ে থাকে : بكذا وهبتك 'আমি তোমাকে এতো টাকার বিনিময়ে দান বা হিবা করলাম' বলা। তাহলে ব্যবসা বা কেনা-বেচা হওয়াই অধিক সহীহ্ হবে।

আর যদি এ দু'টি অবস্থাই সমানভাবে বিরাজ করে, তাহলে সীগার দিকটাই ধরে নেওয়া হবে অধিক সহীহ। কারণ এ ক্ষেত্রে সীগাটিই হলো আসল, আর অর্থ হলো তার অনুগামী।[৩৯]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণও এই নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। তারা শব্দের مقاصد ও উদ্দেশ্যসমূহ এবং معاني বা অর্থসমূহকে مباني শব্দাবলির তুলনায় অধিকাংশ চুক্তিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে পরিত্যাগ করেছেন, এভাবে কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন : যে ব্যক্তি শরীয়তের উৎস ও ভিত্তি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে তার কাছে প্রকাশিত হবে যে, বিধিবিধান প্রণেতা যে সমস্ত শব্দে বক্তা কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করেনা, বরং উদ্দেশ্যহীন বা অনিচ্ছায় বলে, সেগুলোকে অর্থহীন বলে বাদ দিয়েছেন। যেমন : ঘুমন্ত ব্যক্তি, ভুলে যাওয়া ব্যক্তি, মাতাল ব্যক্তি, অজ্ঞ ব্যক্তি, জবরদস্তির শিকার ব্যক্তি এবং المخطئ তথা ভুলকারী ইত্যাদি অধিক খুশির কারণে অথবা ক্রোধের কারণে অথবা রোগের কারণে বা এ জাতীয় অন্যান্য কারণে যে ভুল বলে ফেলে, এ সকল লোক কিছু বললে তাদের ঐ সকল কথিত বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া যাবে না। যেমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি তার বাহন পাওয়ার প্রেক্ষিতে অধিক আনন্দের কারণে বলে উঠে : اللهم انت عبدي وأنا ربك 'হে আল্লাহ্ তুমি আমার গোলাম আর আমি তোমার প্রভু'[৪০] তাহলে তাকে কাফের বলা হবে না। কিভাবে শব্দসমূহকে ধরা হবে, যা অকাট্যভাবে একথা প্রকাশ করে যে, বক্তার উদ্দেশ্য তার বক্তব্যের বিপরীত?[৪১]

---

৩৯. আল-মানসূর ফীল কাওয়ায়েদ, খ. ২, পৃ. ৩৭১ - ৩৭৪

৪০. মুসলিম, আস সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৯৩, হাদীস নং-৭১৩৬। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি নিম্নরূপ :
عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ .

৪১. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১০৭

www.amarboi.org

মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন'-এর এক স্থানে বলেছেন, যদি চুক্তিসম্পন্নকারী উভয়ে যে ব্যাপারে গোপনে একমত হয়েছে তার বিপরীত প্রকাশ করে তবে ধর্তব্য হলো তারা যা গোপন করেছে, তার ওপর একমত হয়েছে এবং চুক্তির দ্বারা তারা যা ইচ্ছা করেছে।[৪২]

তিনি আরো বলেছেন, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চুক্তির প্রাণ এবং তার সত্যায়নকারী অথবা বাতিলকারী। সুতরাং চুক্তির ক্ষেত্রে শাব্দিক বিবেচনার চেয়ে উদ্দেশ্যই বেশি বিবেচ্য। কেননা শাব্দিক উদ্দেশ্য অন্য কিছুকে সাব্যস্ত করে। আর চুক্তির উদ্দেশ্য তা-ই যার ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে। অতএব বোঝা গেল, চুক্তিতে মূল বিবেচ্য হচ্ছে কাজ-কর্মের মৌলিক অবস্থা ও উদ্দেশ্য, কার্যসমূহের বাহ্যিক শব্দাবলী নয়।[৪৩]

স্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতে মূল উদ্দেশ্য বিবেচ্য, তার শব্দ নয়; হাম্বলী আলেমদের এই মত থাকা সত্ত্বেও তারা এমন কতক মাসআলা আলোচনা করেছেন যেগুলোতে মূল বিবেচ্য উদ্দেশ্য না শব্দ, তা নিয়ে তারা এখতেলাফ করেছেন।

ইবনে রজব বলেন, শব্দ তার মূল উদ্দেশ্য ব্যতীত বিপরীত কোনো দিক বুঝালে এর দ্বারা কি চুক্তি বাতিল হবে? না কি كناية গ্রহণ করে তা বিশুদ্ধ ধরা হবে? এ ব্যাপারে মতভেদ বিদ্যমান। বিশেষত তাতে কি শব্দের হিসেব বিবেচ্য হবে, নাকি অর্থের হিসেব? এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মাসআলা উদ্ভাবন হতে পারে। যেমন :

যদি কেউ কোনো কিছু ধার দেয়, তাতে বিনিময় প্রদানের শর্ত করে, সেটা কি বৈধ হবে না অবৈধ হবে? এর দু'টি দিক হতে পারে :

প্রথমতঃ বৈধ হবে। তখন كناية হিসাবে তা قرض (কর্জ) বলে গণ্য হবে। যদি তা পরিমাপকৃত অথবা ওজনকৃত বস্তু হয়, তাহলে কব্জা করার দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তি তার মালিক হবে।

দ্বিতীয়তঃ তা বাতিল ও অবৈধ হবে। কেননা বদল প্রদানের শর্ত করার দ্বারা তা আসল قرض (কর্জ) থেকে বের হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে 'এ মালটি মুদারাবা ভিত্তিতে তুমি গ্রহণ করো, লভ্যাংশ সব তোমার অথবা আমার। কাজী ইয়াজ ও ইবনে আকীল রহ. বলেন, এ ব্যবসা বাতিল। তাতে শ্রমিককে তার শ্রমের যথাযথ পারিশ্রমিক দিতে হবে।

---

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

এরূপ মত আল-মুগনী গ্রন্থে ও রয়েছে। আবার ইবনে রজব রহ. ঐ গ্রন্থ থেকে নকল করে (অপর স্থানে) বলেন : এটি হবে ابضاع ইবযা' যা বৈধ। তিনি لفظ ব্যতীত মর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এভাবে যদি কেউ সালাম শব্দ ব্যবহার করে বিক্রি করে, তাহলে তা কি বৈধ না অবৈধ? এখানে দুটি মত রয়েছে। এক. ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে السلم শব্দের দ্বারা বিক্রয় বৈধ হবে না। দ্বিতীয় দিক হলো : بيع বৈধ হবে। এটি কাজী ইয়াজ এর মত, তাতে তিনি আহমদ-এর বিপরীত বলেছেন।[৪৪]

আমরা ফকীহদের দেখতে পাই, তারা কোনো কোনো শাখা মাসআলায় শব্দের তুলনায় মর্মের প্রাধ্যন্য দেওয়ার নীতিতে সমন্বয় না করে বরং বিরোধ করেছেন, যদিও মর্মগ্রহণকে মূলনীতি তূল্য বিবেচনা করেছেন।

সীগার ক্ষেত্রে صريح এবং كناية তথা প্রকাশ্য ও অস্পষ্ট

চুক্তির কিছু সীগা আছে صريح যেগুলো উদ্দেশ্য বুঝাতে খুবই স্পষ্ট, এ গুলোতে নিয়তের বা নির্দেশকের কোনো দরকার নেই। কেননা শ্রোতার নিকটে এসকল শব্দের অর্থ স্পষ্ট। যেমনটি ইমাম কাসানী রহ. বলেছেন। অপর কিছু হলো كناية যেগুলো উদ্দেশ্য বোঝানোর ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। যেগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে হলে নিয়ত ও নির্দেশকের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কেননা এগুলো উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। তাতে অস্পষ্টতা থাকার দরুন নিয়ত ও নির্দেশককে বিবেচনা করতে হয়। এটি শাবরামাল্লিসী বলেছেন।

এ বিষয়ে সকল ফকীহ একমত, তালাক, দাস মুক্তি, শপথ ও মানত যেমন صريح সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তেমনিভাবে كناية তথা অস্পষ্ট শব্দ দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ফকীহগণ উল্লিখিত বিষয়গুলো বাদে অন্যান্য বিষয় كناية দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।[৪৫]

চুক্তিতে صريح ও كناية-এর সীগাসমূহের ব্যবহার নিয়ে সর্বাধিক আলোচনা করেছেন শাফেয়ীগণ। ইমাম নববী রহ. তার 'আল-মাজমু' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমাদের আলেমগণ বলেন, যে সকল কাজ ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার

৪৪. ইবনে রজব, আল কাওয়ায়িদ ফীল ফিক্‌হ, পৃ. ৪৯

৪৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৩, পৃ. ১৫, ১০১; খ. ৪, পৃ. ৪৬; এবং খ. ৫, পৃ. ৮৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২৩১, আস সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১৮; হাশিয়াতুশ শাবরামাল্লিসী 'আলা নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৮৪; আদ দুররুল মানসূর, খ. ২, পৃ. ৩১০; এবং খ. ৩, ১০১ ও ১১৮; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ৩, পৃ. ৪২৭

www.amarboi.org

ওপর নির্ভরশীল, যেমন الطلاق، العتاق، الإبراء ইত্যাদি যেমনিভাবে كناية শব্দ দ্বারা সংঘটিত হয় নিয়তের দরুন, ঠিক তেমনিভাবে صريح শব্দ দ্বারাও সংঘটিত হয়। আর যেগুলো ব্যক্তির একক ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না, বরং ঈজাব ও কবুলের প্রয়োজন হয় সেগুলো দুই প্রকার।

এক : যেগুলোতে সাক্ষী রাখার শর্ত বিরাজমান। যেমন বিবাহ, প্রতিনিধির বিক্রয়-যখন موكل সাক্ষী রাখার শর্ত করে। এগুলোতে নিয়ত থাকলেও كناية দ্বারা সংঘটিত হবে না। কেননা شاهد তথা সাক্ষ্যদাতা মূলব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে অবহিত নয়।

দুই : যার মধ্যে সাক্ষী রাখার শর্ত যুক্ত নয়, এটি আবার দুই প্রকার : ১. যেটার উদ্দেশ্য غرر এর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : গোলামকে মুকাতাব বানানো এবং খুল'আ। এগুলো নিয়ত-এর সাথে كناية শব্দ দ্বারা সংঘটিত হবে, এতে কোনো মতভেদ নেই। ২. যেটা كناية শব্দ দ্বারা সংঘটিত হবে না। যেমন بيع তথা ক্রয়-বিক্রয়, إجارة তথা ভাড়া দেয়া এবং مساقاة পানি সিঞ্চন ইত্যাদি।

এগুলো অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা নিয়তের সাথে সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ যেটি সেটি হলো, كناية শব্দ বলা এবং তাতে কোনো অর্থ উদ্দিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে পারস্পরিক সম্মতিও রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে كناية দ্বারা চুক্তি সম্পাদন হবে। যেমন খুল'আ। এটি সাব্যস্ত করা হয়েছে হযরত জাবির রা.-এর হাদীস দ্বারা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে বললেন : তোমার উটটি আমার নিকটে বিক্রি করো। আমি (জাবির রা.) বললাম : এক ব্যক্তি আমার নিকটে এক উকিয়া স্বর্ণ পাবে। তার বিনিময়ে এ উটটি আপনার। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : আমি তা গ্রহণ করলাম।[৪৬] (এখানে كناية ভাবে উটের দাম বলা হলো, তাতে দুপক্ষের সম্মতি রয়েছে।)

ইমামুল হারামাইন বলেন : ব্যবসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়তের সাথে كناية বা অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে মতভেদ সে সময়, যখন অবস্থার নিদের্শক না থাকে। কিন্তু যদি নির্দেশক পরিপূর্ণভাবে থাকে এবং উভয়পক্ষের তা বোধগম্য হয় তবে كناية শব্দ দ্বারা ও চুক্তি অকাট্য ভাবে সম্পাদন হবে। কিন্তু বিবাহ কখনোই অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা সহীহ্ হবে না, যদিও ইঙ্গিত প্রকাশক পরিপূর্ণ ভাবে থাকে।[৪৭]

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ চুক্তির মধ্যে كناية দাখিল হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইবনে রজব রহ.-এর কাওয়ায়িদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাম্বলী

---

৪৬. মুসলিম, আস সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২২২

৪৭. আন নববী, আল মাজমূ', খ. ৯, পৃ. ১৫৩; আদ দুররুল মানসূর, খ. ৩, পৃ. ১১৮; এবং খ. ২, পৃ. ৩০৬

www.amarboi.org

মাযহাবের অনুসারীগণ كناية দ্বারা চুক্তি সঙঘটিত হওয়া নিয়ে মতভেদ করেছেন। যেমন : কাজী ইয়াজ রহ. বিভিন্ন স্থানে বলেন : তালাক ও দাসমুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুতে كناية শব্দ দ্বারা কোনো কিছু সংঘটিত হবে না। এদুটো বিষয় ছাড়া কোনো চুক্তি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো كناية নেই।[৪৮]

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ ইবনে রুশদ রহ.-এর রচিত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে বলেন : ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে, صريح এবং كناية উভয় ধরনের শব্দ দ্বারা بيع সংঘটিত হবে। তিনি বলেন : এ সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ.-এর কোনো কথাই আমি উল্লেখ করবো না। তবে এ ব্যাপারে ইমাম কুরতূবী রহ. আল্লাহর এ আয়াতের واحل الله البيع وحرم الربوا। (আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসায়কে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম।'[৪৯]) ব্যাখ্যায় বলেন : ব্যবসায় হচ্ছে ঈজাব ও কবুল, যা অতীত কাল ও ভবিষ্যত কালের শব্দাবলি দ্বারা সংঘটিত হয়। যদি তা অতীত কালের শব্দাবলি দ্বারা হয়, সেটাই হাকীকত। যদি ভবিষ্যত কালের শব্দাবলি হয়, তাহলে তা হবে كناية । অতঃপর তিনি বলেন : ব্যবসায় صريح ও كناية শব্দাবলি দ্বারা সংঘটিত হবে, যার দ্বারা মালিকানা স্থানান্তর হওয়া বুঝায়। রচয়িতা ইবনে ইউনূস ও অন্যদের কথা বর্ণনা করে হাত্তাব বলেন : উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো ব্যবসায়ের সীগা যদি অতীত কালের শব্দাবলি হয়, তাহলে বিক্রি হবে আবশ্যিক। আর যদি তা مضارع তথা ভবিষ্যত কালের শব্দ হয় তাহলে শপথ করতে হবে। অতঃপর তিনি ইমাম কুরতূবী রহ.-এর পূর্ব বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন : ব্যবসায় صريح এবং ঐ كناية শব্দ দ্বারা সংঘটিত হবে যার মর্ম হলো মালিকানা হস্তান্তর করা। হাত্তাব আরো বলেন : যদি কেউ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত কালের সীগা ব্যবহার করে, তবে তার কথায় ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং সে যেটা উদ্দেশ্য করবে সেটার ওপরই শপথ করবে।[৫০]

এ সম্পর্কে হানাফী ফকীহগণ বলেন : এমনিভাবে كناية-এর শব্দও চুক্তির শব্দের মধ্যে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে কাসানী রহ. হিবা অধ্যায়ে বলেন : যদি কেউ বলে : حملتك على هذه الدابة তার এ বাক্যটির মর্ম হিবাও হতে পারে আরিয়াত, ও হতে পারে। তারা দলিল হিসাবে বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : আমি একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলাম। যার নিকট ঘোড়াটি ছিল সে তার কিছু ক্ষতি করলো। অতঃপর আমি উক্ত ঘোড়াটি এ ধারণা করে ক্রয় করতে চাইলাম যে, ঐ ব্যক্তি আমার নিকট তা একটু কম মূল্যে

---

৪৮. ইবনে রজব, আল কাওয়ায়িদ, পৃ. ৫০, কায়েদা- ৩৯

৪৯. সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৫

৫০. আল কুরতূবী, আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭

www.amarboi.org

বিক্রি করবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে এ সম্পর্কে জানালে তিনি বললেন : لا تعد في صدقتك তুমি তোমার সদকা ফিরিয়ে এনো না।[৫১]

নবীজীর এ কথা تمليك العين ও تمليك المنافع উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং নির্দিষ্ট নিয়ত থাকা আবশ্যক। কাসানী রহ. এ প্রসঙ্গে আরো বলেন : যদি বিক্রেতা বলে : ابيعه منك بكذا অর্থাৎ আমি এটিকে তোমার নিকট এ দামে বিক্রি করছি, এর উত্তরে ক্রেতা বলল : اشتريه অর্থাৎ আমি তা ক্রয় করলাম। এ সময় প্রথম বাক্যে তারা উভয়ে ঈজাব-এর নিয়ত করলে রুকন পূর্ণ হবে এবং ব্যবসায় ও চুক্তি সংঘটিত হবে। আমরা এখানে নিয়তের বিবেচনা করেছি। এর কারণ উক্ত সীগাটি حال তথা বর্তমানকালের অর্থ প্রকাশ করে, এটাই সহীহ। কিন্তু এটি ভবিষ্যত কালের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে অধিক। তখন এটির মর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন দেখা দেয়।[৫২]

লেখা অথবা চিঠির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন

সাধারণভাবে সকল ফকীহ লিখনি বা কোনো দূত প্রেরণের মাধ্যমে ঈজাব ও কবুলের দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হওয়ার বিশুদ্ধতায় ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। তবে এটি বিবাহের চুক্তি ব্যতীত অন্য সকল চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৫৩]

অতঃপর তারা কিছু চুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে কিছু কিছু শর্তের ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মারগিনানী রহ. বলেন : কোনো কিছু লেখা হলো কোনো বিষয়ে বক্তব্য রাখার ন্যায়। এমনিভাবে কোনো দূত মারফত যখন চিঠি এবং লেখা নির্দিষ্ট মজলিসে পৌঁছবে (তখন এর মাধ্যমে ঈজাব সম্পন্ন হবে।)।[৫৪]

ইমাম দুসূকী রহ. ব্যবসায় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন : এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কথা অথবা উভয় পক্ষের লেখা দ্বারা কিংবা একজনের কথা অন্য জনের লেখার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধভাবে সংঘটিত হবে।[৫৫]

কিন্তু বিবাহের চুক্তি কোনো লেখনীর দ্বারা সংঘটিত হবে না। এটি অধিকাংশ ফকীহ মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের অভিমত। পাত্র-পাত্রী উভয়েই উপস্থিত

৫১. মুসলিম, আস সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২৪০; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. ৩৫২

৫২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৩৩

৫৩. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০; আদ-দারদীর, হাশিয়া দুসূকী ওআশ শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫; হাশিয়াতুল কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৫৪; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৮

৫৪. আল হিদায়া, খ. ৫, পৃ. ৭৯

৫৫. আদ দারদীর, হাশিয়া দুসূকী ওআশ শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩

www.amarboi.org

থাকুক অথবা অনুপস্থিত থাকুক। এ প্রসঙ্গে আল্লামা দারদীর রহ. বলেন : বোবা ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও ক্ষেত্রে ইশারা অথবা লেখনী দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যথাযথ হবে না।[৫৬]

তিনি অপর এক স্থানে বলেছেন : যদি অভিভাবকের জন্য নির্ধারিত শর্ত অথবা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অথবা তাদের যে কোনো একজনের শর্ত কিংবা বিবাহের কোনো রুকন বিনষ্ট হয়, যেমন কোনো মেয়ে যদি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে বা মৌখিক বক্তব্য দ্বারা যদি বিবাহ সম্পাদিত না হয়, বরং কোনো লেখা অথবা অন্য কোনো ইঙ্গিত বা ইশারা দ্বারা অথবা শরয়ী গ্রাহ্য নয় এমন কোনো কথার দ্বারা সংঘটিত হয়, তবে সহবাসের পূর্বে অথবা পরে, তা যত পরেই হোক না কেন, উক্ত বিবাহ সাধারণভাবে বাতিল হবে।[৫৭]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শারবীনী আল-খতীব রহ. বলেন : কোনো লেখনীর দ্বারা উপস্থিত অবস্থায় হোক বা অনুপস্থিত অবস্থায় বিবাহ সংঘটিত হবে না। এর কারণ, তা كناية এর মধ্যে গণ্য হবে। যদি কেউ অনুপস্থিত কারো উদ্দেশে বলে : আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম অথবা বলে, আমি তাকে অমুকের সাথে বিবাহ দিলাম। অতঃপর তার এ কথা লিখে উক্ত ছেলের নিকট পাঠিয়ে দেয়, অতঃপর সে ছেলে উক্ত লেখা পড়ে যদি বলে : আমি এ প্রস্তাব কবুল করলাম, তাহলে উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হবে না।[৫৮]

হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা বুহুতী রহ. বলেন : যদি কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তি কথার প্রয়োজন বোধ না করে ইশারা বা ইঙ্গিত কিংবা লেখার মাধ্যমে বিবাহ করে তবে সে বিবাহ বৈধ হবে না।[৫৯]

হানাফী মাযহাবের বক্তব্যে এ বিষয়টির বৈধতা পাওয়া যায়। তাদের বক্তব্য হলো : উপস্থিত ব্যক্তির লেখার মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হবে না। সুতরাং যদি কেউ লেখে, 'আমি তোমাকে বিবাহ করলাম' আর কনেও যদি লেখে, 'আমি কবুল করলাম' তবে এতে বিবাহ সংঘটিত হবে না। এমনিভাবে কনে যদি লিখিত প্রস্তাবের জবাবে মুখে বলে, আমি কবুল করলাম, তবুও বিবাহ হবে না। তবে যদি মজলিসে অনুপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বিবাহের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কনে কবুল বলে, তবে নির্দিষ্ট শর্ত ও অবস্থা সাপেক্ষে বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। যেমনটি ইবনে 'আবিদীন রহ. তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

---

৫৬. আশ শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ৩৫০
৫৭. আশ শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ৩৮৭
৫৮. মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৪১
৫৯. কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৩৯

www.amarboi.org

লেখার মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হবে যেমনিভাবে মৌখিক প্রস্তাবের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হয়। তবে তার ধরন হলো, প্রস্তাব সম্বলিত একটি লেখা যখন কনের কাছে পৌঁছবে, তখন সে সাক্ষীদের উপস্থিত করবে এবং উক্ত লেখা তাদের সামনে পাঠ করবে এবং বলবে : 'আমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম' অথবা বলবে : 'অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহের প্রস্তাব লিখে পাঠিয়েছে, এ ব্যাপারে তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তার সাথে আমাকে বিবাহ দিলাম, তাহলে (এ বিবাহ) সহীহ হবে।

আর যদি সে তাদের উপস্থিতিতে শুধু এ কথা বলে যে, 'আমি অমুকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম,' তবে উক্ত বিবাহ সংঘটিত হবে না, যেহেতু বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করা শর্ত। এ অবস্থায় তাদেরকে যদি পাত্রী লিখিত প্রস্তাব শোনায় এবং সে কবুল করে, তবে দু'পক্ষের কথা শ্রবণের কারণে উক্ত বিবাহ সংঘটিত ও সহীহ হবে। কিন্তু এর বিপরীত হলে বা সাক্ষী না থাকলে বিবাহ সহীহ হবে না। ইবনে 'আবিদীন রহ. এ প্রসঙ্গে কামেল গ্রন্থ হতে বলেন : এ বিরোধ সে সময়, যখন লেখাটি تزوج শব্দ দ্বারা লিখিত হবে, আর যদি লেখাটি امر। তথা আদেশ সম্বলিত হয় যেমন তার কথা : زوجي نفسك مني .... অর্থাৎ তোমাকে আমার সাথে বিবাহ দাও' তখন পত্রে কী লেখা রয়েছে তা সাক্ষীদের জানানো শর্ত নয়। এর কারণ, তখন কনে হবে বরের প্রতিনিধি। এভাবে সে দুপক্ষের দায়িত্ব পালন করবে।[৬০]

সাধারণত লেখার মাধ্যমে চুক্তি সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, সেটা স্পষ্ট ও স্থায়ী হতে হবে। অর্থাৎ লেখার ধরন উক্ত চুক্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। যেমন, কোনো বই অথবা কোনো পাতায় লিপিবদ্ধ করা। যা প্রচলিত পদ্ধতিতে সহজভাবে লেখা, যা সহজে বোঝা যায়। আর যদি সেটা স্পষ্ট ও স্থায়ী না হয়, যেমন : পানির অথবা বাতাসের ওপর লেখা কিংবা প্রচলিত পদ্ধতিতে না হয়, তবে তার দ্বারা কোনো ধরনের চুক্তিই সংঘটিত হবে না।

সুতরাং লেখার দ্বারা কোনো চুক্তি সংঘটিত হতে হলে তা যে কোনো একজনের ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। এটাই ফকীহগণের সর্বসম্মত বক্তব্য।[৬১] বরং ঐ লেখাটি কখনো শাব্দিক উচ্চারণের চেয়েও বেশি মজবুত এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের তাদের ঋণ

---

৬০. হাশিয়াতু রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুররিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ২৬৫; মুস্তফা মুহাম্মদ, ফাতহুল কাদীর মা'আল হিদায়া, খ. ২, পৃ. ৩৫০

৬১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ৫৫; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৫৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫

www.amarboi.org

আদান-প্রদানের সময় তা লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে রেখ; তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন ন্যায্যভাবে তা লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লেখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে, আর তার কিছু যেন না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। তা ছোট হোক অথবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনোরূপ বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহ্র নিকট এটি ন্যায্যতর এবং প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা না লিখলে কোনো দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তাদের ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে তা হবে তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তিনিই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত।"[৬২]

---

৬২. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২

www.amarboi.org

ইঙ্গিতের দ্বারা চুক্তি

সকল ফকীহ্ একমত যে, বোবা ব্যক্তির বোধগম্য সর্বজনবিদিত ইশারা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবেচ্য, তা দ্বারা সকল ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হতে পারবে। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা তথা ভাড়া প্রদান, বন্ধক দেওয়া, বিবাহ ইত্যাদি।

ইবনে নুজাইম রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন : বোবা ব্যক্তির ইশারা গ্রহণযোগ্য, ইশারা দ্বারা সকল কিছুই শরী'য়াত সম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত।[৬৩]

এ প্রসঙ্গে নাফরাভী রহ. বলেন : বোবার ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে সকল চুক্তি সংগঠিত হয়। তার কারণ হলো : ক্রয়-বিক্রয় কথার দ্বারা এবং কথা ব্যতীত অন্য যে কোনো কিছু যা সম্মতি প্রকাশ করে তা দ্বারা সংঘটিত হয়।[৬৪]

আল্লামা খতীব বাগদাদী রহ. বলেন : বোবা ব্যক্তির যে কোনো চুক্তি সম্পর্কে ইশারা-ইঙ্গিত বা তার কোনো লেখা অন্যদের মুখে উচ্চারণের ন্যায় (গ্রহণযোগ্য)।[৬৫] এ সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবেও একই মত ব্যক্ত করা হয়েছে।[৬৬]

তবে বোবা ব্যতীত অন্যদের ইশারা ইঙ্গিতে কোনো চুক্তি সংঘটিত হওয়া নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ ফকীহ্ বলেছেন : যদি ব্যক্তি কথা বলতে সক্ষম হয় তবে তার ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হবে না। তবে মালেকী মাযহাবে এর বিপরীত মত পোষণ করা হয়েছে। তারা বলেন : কথা বলতে সক্ষম ব্যক্তির কোনো চুক্তি ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারাও সংঘটিত হয়।[৬৭]

ইশারা-ইঙ্গিত অনুযায়ী আমলের জন্য লিখতে অক্ষমতা শর্ত কি-না এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। বিস্তারিত إشارة নামক পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

العقد بالتعاطي বা আদান-প্রদানের চুক্তি

التعاطي শব্দটি تعاطى শব্দটির মাসদার, যা العطو থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ নাগাল পাওয়া বা গ্রহণ করা। ব্যবসার ক্ষেত্রে এর ধরন হলো : ক্রেতা বিক্রীত বস্তু গ্রহণ করার বিপরীতে বিক্রেতাকে উক্ত বস্তুর দাম পরিশোধ করবে। অথবা

---

৬৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ৫৫; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৫৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫

৬৪. আল-ফাওয়াকিহ্ আদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৫৭।

৬৫. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৮; হাশিয়াতুল কালয়ুবী মা'আ 'উমাইরিয়া, খ. ২, পৃ. ১৫৫; আয যারকাশী, আদ দুররুল মানসূর, খ. ১, পৃ. ১৬৪

৬৬. ইবনে কুদামা, আল মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৩৯

৬৭. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ৭০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৮; হাশিয়াতুল কালয়ুবী মা'আ 'উমাইরিয়া, খ. ২, পৃ. ১৫৫; আয যারকাশী, আদ দুররুল মানসূর, খ. ১, পৃ. ১৬৪

www.amarboi.org

বিক্রেতা পণ্য প্রদান করলে ক্রেতা মূল্য প্রদান করবে, কোনো কথা বার্তা ব্যতীত কিংবা কোনো ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া উক্ত কার্যটি সংঘটিত হবে।

التعاطي যেমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে হয় তেমনি লেনদেন ও বিনিময় জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতে পারে।[৬৮] তবে বিবাহ বন্ধন تعاطي পদ্ধতিতে সংঘটিত হবে না।[৬৯]

সকল চুক্তিরই মূল হচ্ছে, তা কথার দ্বারা সংঘটিত হবে। কেননা কাজ কখনো সরাসরি চুক্তির অর্থ প্রকাশ করে না। কিন্তু التعاطي তথা আদান-প্রদান প্রচলন ও অভ্যাস অনুযায়ী হলে তা শাব্দিক নির্দেশনার সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়। আর এ জন্য অধিকাংশ ফকীহ্ এ মত প্রকাশ করেছেন যে, التعاطي দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হয়, যখন তাতে এমন চিহ্ন ও নিদর্শন পাওয়া যাবে যা উভয়ের খুশি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। আর এ চুক্তিগুলো সাধারণ আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, কোনো কিছু তৈরি করার ফরমায়েশ এবং এ জাতীয় চুক্তির ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। এটি হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের মত।

আর শাফেয়ীদের মতে التعاطي দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হওয়া বৈধ নয়। তবে কতক শাফেয়ী ফকীহ্ التعاطي কেবল গুরুত্বহীন বস্তুতে বৈধ বলেছেন। ইমাম নববী রহ., এবং আরো অনেকে তন্মধ্যে আল-মুতাওয়াল্লী, আল-বাগাভী রহ. প্রমুখ রয়েছেন যারা বলেন : তুচ্ছ বস্তুতে تعاطي বৈধ, মানুষ যেগুলোকে ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণনা করে।[৭০]

ঈজাব ও প্রস্তাবের সাথে 'কবুল'-এর সামঞ্জস্য

সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত যে, ঈজাব ও কবুল সামঞ্জস্যপূর্ণ বা একটি অপরটির অনুরূপ হলেই কেবল মাত্র চুক্তি সংঘটিত হবে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ হলো, বিক্রেতা যে সমস্ত কথা বলবে ক্রেতা সেগুলো কবুল করবে। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ ক্রেতা ঐ সকল শর্ত বা তার কতক শর্তের বাইরে অন্য কিছু গ্রহণ করল, অথবা কিছু প্রস্তাব মানল কিছু মানল না। তবে উক্ত চুক্তি সংঘটিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন প্রস্তাব না হয়।[৭১]

---

৬৮. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব। হাশিয়াতুদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩

৬৯. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৪০; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৪১

৭০. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭; হাশিয়াতুদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪১

৭১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৩৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৬

www.amarboi.org

এ প্রসঙ্গে আল্লামা বুহূতী রহ. বলেন : ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হতে হলে কবুলটি ঈজাব-এর সাথে পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যদি এর বিপরীত হয়, যেমন : বিক্রেতা বলল : আমি তোমার কাছে (এ বস্তুটি) দশ দিরহামে বিক্রয় করলাম, এরপর যদি ক্রেতা বলে : আমি তা আট দিরহামে কবুল করলাম। (তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়) সংঘটিত হবে না।[৭২]

এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, সেটা হতে হবে نقد বা মুদ্রা এবং তার বৈশিষ্ট্য নগদ বাকি ইত্যাদিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং যদি বিক্রেতা বলে, আমি তোমার নিকটে এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করলাম। এটি শুনে ক্রেতা বলল : আমি একশত দিনারে ক্রয় করলাম অথবা যদি বলে যে, আমি তোমার নিকটে এক হাজার নিখুঁত দিরহামে বিক্রয় করলাম। ক্রেতা বলল : আমি এক হাজার খুঁতপূর্ণ দিরহামে ক্রয় করলাম, এ জাতীয় ঈজাব ও কবুল দ্বারা কোনো ধরনের ক্রয় বিক্রয় সংঘটিত হবে না, যেহেতু এভাবে বলার দ্বারা বিক্রেতার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, গ্রহণ করা হয়নি।[৭৩]

এ ভাবেই সকল মাযহাবের গ্রন্থসমূহে একথাটি বিদ্যমান।

ফকীহগণ চুক্তি সংঘটিত হওয়ার শর্ত হিসেবে ঈজাব ও কবুলে অর্থগত সামঞ্জস্য থাকার কথা বর্ণনা করেছেন। এ জন্য তারা উল্লেখ করেছেন, যদি বিক্রেতা বলে : আমি এ বস্তুটি তোমার নিকটে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তখন ক্রেতা বলল : আমি তা দুই হাজার দিরহামে ক্রয় করলাম। তবে তা বৈধ হবে। কেননা যে অধিক বস্তু কবুলকে কম বস্তুও সে কবুল করে। এ অবস্থায় যদি বিক্রেতা মূল্যের অতিরিক্ত হওয়াটা গ্রহণ করে সে পরিমাণে পণ্য বাড়িয়ে দেয়, তবে উক্ত চুক্তি দুই হাজারের বিনিময়েই সংঘটিত হবে। আর যদি না গ্রহণ করে তবে এক হাজারেই উক্ত ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। কেননা বিক্রেতার মালিকানায় অধিক পরিমাণ প্রবেশ করানোর কর্তৃত্ব ক্রেতার নেই, বিক্রেতার সন্তুষ্টি ব্যতীত। এমনিভাবে ইবনে হুমাম বর্ণনা করেছেন।[৭৪]

তথা ঈজাব ও কবুল একত্রিত হওয়া

عقد ও চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ঈজাব তথা প্রস্তাবের সাথে কবুল একত্র হওয়া শর্ত। এ একত্র হওয়াটা চুক্তির মজলিসেই হতে হবে। তাহলে একই স্থানে ঈজাব ও কবুল এক সাথে সম্পন্ন হবে। যখন চুক্তি সম্পন্নকারী উভয়েই উপস্থিত থাকবে তখন যে মজলিসে ইজাব ও প্রস্তাব দেয়া হবে সে মজলিসেই কবুল হওয়া শর্ত।

---

৭২. কাশ্‌শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৬

৭৩. কাশ্‌শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬

৭৪. আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, ৭৭; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৯

www.amarboi.org

অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি প্রস্তাব পাঠানো হলে যে মজলিসে অপর পক্ষ সে সম্পর্কে জানবে সে মজলিসেই কবুল ও গ্রহণ করা শর্ত। সাধারণভাবে কিছু চুক্তি এ শর্তের বাইরে। যেমন : وكالة ও وصية-এর চুক্তি।

এ রকম শর্তের চাহিদা হলো : প্রস্তাবের মজলিসে কবুলের সংযুক্তি পর্যন্ত ঐ প্রস্তাবের প্রস্তাবক তার প্রস্তাবে বহাল থাকবে। কবুল সংযুক্তির পূর্বেই ঐ প্রস্তাব থেকে যেন সে সরে না যায়। প্রস্তাবকের পক্ষ থেকে বা চুক্তির মজলিসে যার কাছে প্রস্তাব দেয়া হবে তার পক্ষ থেকে উপেক্ষা প্রকাশক কোনো কিছু যেন প্রকাশিত না হয়। ঐ চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যেন সে মজলিস বাতিল না করা হয়। এটার অর্থ এই নয় যে, ঈজাব তথা প্রস্তাব প্রকাশের পর কবুল ও গ্রহণটি তাড়াতাড়ি সম্পাদন হতে হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ قبول বিষয়টি فورية তথা তাড়াতাড়ির শর্তে শর্তযুক্ত করেননি। এটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আর বিস্তারিত আলোচনা হলো নিম্নরূপ :

ক. প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব হতে সরে আসা

অধিকাংশ ফকীহ-হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে, ঈজাব টি অপরিহার্য নয়, তাই ব্যক্তি তার প্রস্তাব তথা إيجاب থেকে অপর পক্ষের কবুল করার পূর্ব পর্যন্ত ফিরে আসতে পারবে। সেটি বিনিময়ের চুক্তির ক্ষেত্রে হতে পারে, যেমন : ব্যবসা ও ইজারা ইত্যাদি। কিংবা দান-অনুদানের চুক্তি হতে পারে। যেমন : হিবা বা দান অথবা আরিয়াত বা ধার কর্জ অথবা এ জাতীয় অন্যান্য চুক্তি।

আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা গ্রন্থের বর্ণনায় এসেছে, প্রস্তাবকারী অপর পক্ষের কবুল করার পূর্বে যে কোনো সময় তার প্রস্তাব থেকে ফিরে আসতে পারবে।[৭৫]

বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কেউ প্রস্তাব করার পর অপর পক্ষের কবুল করার পূর্বেই উক্ত প্রস্তাব থেকে ফিরে আসে, তবে তার ফিরে আসা সহীহ হবে। অনুরূপভাবে সে চুক্তির এ প্রস্তাব অংশ লেখার পর উক্ত চুক্তি থেকে ফিরে আসতে পারবে।

এ প্রত্যাবর্তনের বিশুদ্ধতার পক্ষে দলিল হিসেবে তারা বলেন : প্রস্তাবকারী যেহেতু তার প্রস্তাবের মাধ্যমে কবুলকারীকে কবুলের অধিকার প্রদান করে তাই তার সে প্রস্তাব থেকে ফিরে আসার অধিকার আছে। যেমন উকীলকে প্রত্যাহার করা যায়। আর এটা এই জন্য যে, যদি প্রত্যাহার জায়েজ না হয় তবে মালিক হিসাবে তার অধিকার খর্ব হয়। যেমন বিক্রেতা তার পণ্যের মালিক, ক্রেতা তার

৭৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়া, খ. ৩, পৃ. ৮

www.amarboi.org

মালিকানা গ্রহণ করতে পারে চুক্তির মাধ্যমে। তাই তার মালিকানা গ্রহণ কখনই মূল ব্যক্তির মালিকানার বিপরীত হবে না বা তার শক্তি খর্ব করবে না।[৭৬]

এ কথার ওপর ভিত্তি করে এটাও বলা যায়, প্রস্তাবকারী যদি কবুলকারীর কবুল করার পূর্বে তার প্রস্তাব থেকে ফিরে আসে, অতঃপর কবুলকারী কবুল করে তবে উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হবে না, প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করার দরুন এবং কবুলটি প্রস্তাবের সাথে মিলিত না হওয়ায়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শারবীনী রহ. বলেন, ঈজাব থেকে কবুল পর্যন্ত সকল কিছুই স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হওয়া চুক্তির শর্ত।[৭৭]

মালিকী মাযহাবের ইমাম আল-হাত্তাব রহ. ইবনে রুশদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, প্রস্তাব দেওয়ার পর অপর ব্যক্তির কবুল করার পূর্বে যদি সে তার প্রস্তাব থেকে সরে যেতে চায় তবে ক্রেতা কবুল বললে ও (প্রত্যাহারের পর) বিক্রেতার উক্ত প্রত্যাবর্তন ঠিক হবে না।[৭৮]

তাদের এ বক্তব্যে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, প্রস্তাবকারী প্রস্তাব থেকে প্রত্যাবর্তন করলেই তার প্রস্তাব বাতিল হয় না। বরং উক্ত প্রস্তাব অপর পক্ষ থেকে কবুল করার জন্য অবশিষ্ট থাকে। আর যখন কবুল বলবে তখনই তা প্রস্তাবের সাথে সম্পৃক্ত হবে। তখনই চুক্তি সংঘটিত হবে। অথবা ক্রেতা প্রত্যাখ্যান করলে উক্ত চুক্তি সংঘটিত হবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম দুসূকী রহ. বলেন : ইবনে রুশদ-এর মতটি প্রযোজ্য হবে তখন যখন প্রস্তাবকারীর সীগা অতীতকালীন সীগার মত চুক্তি আবশ্যক করবে। [৭৯]

প্রস্তাব কবুলকারীর কি তার কবুল থেকে চুক্তির মজলিসে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ আছে? এ ব্যাপারে মতভেদ বিদ্যমান। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ে কিংবা তাদের একজনের চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

ঈজাব ও কবুলের সংযোগ বাস্তবায়নের শর্ত হচ্ছে, ঈজাবকারী অথবা অপরপক্ষ (কবুলকারী) অথবা তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে চুক্তি সংঘটিত হওয়ায় উপেক্ষা বা অনাগ্রহ প্রকাশ না পায়। আর এ জন্য চুক্তি বিষয়েই কথাবার্তা হওয়া উচিত। এদের মাঝে এমন কোনো বিচ্ছিন্নতা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যা চুক্তি থেকে ঘুরে যাওয়ার আলামত হয়। আল বাহরুর রায়েক নামক গ্রন্থ থেকে ইবনে আবিদীন রহ. বলেন :

---

৭৬. আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৭৮

৭৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬; আল গাযালী, আল ওয়াযীয; আশ শারহুল কাবীর মা'আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪

৭৮. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৪০

৭৯. হাশিয়াতুদ দুসূকী মা'আশ শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪

www.amarboi.org

ঈজাব যে কোনো ধরনের অনাগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে বাতিল হবে। আর ইমাম হাত্তাব রহ. বলেন : যদি কোনো প্রতিবন্ধক বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী কথা বলা কাজ তাদের কথাবার্তার মাঝে পরিলক্ষিত হয়, যার দরুন কারো পরবর্তী কথা পূর্বের কথার জবাব বলে সমাজে ধর্তব্য হয় না, তবে ক্রয় বিক্রয় সংঘটিত হবে না।[৮০]

এরকম অনাগ্রহের উদাহরণ হচ্ছে, বিক্রেতা তার যে মাল বিক্রয়ের জন্য আহ্বান করছে উক্ত মাল আঁকড়ে ধরে রেখে অন্য কিছু বিক্রয় করে, তবে ক্রেতার উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকবে না।[৮১]

শাফেয়ী আলেমগণ কঠোরতা অবলম্বন করে বলেন : চুক্তি বাস্তবায়নের শর্ত হলো, ঈজাব ও কবুলের মাঝে এমন কোনো শব্দ থাকতে পারবে না যা উক্ত চুক্তি সম্পর্কিত নয়, যদিও সেটা অল্প হোক।[৮২]

চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন : সামাজিক প্রচলনে চুক্তি কর্তন করে এমন কোনো কাজে তারা রত হবে না। হলে কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে না। যেহেতু এর দ্বারা অনাগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাই তা হবে সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানতুল্য।[৮৩]

ঈজাব ও কবুলের মধ্যবর্তী সময়ে চুক্তিসম্পাদনকারীদের কোনো একজনের মৃত্যু

অধিকাংশ ফকীহ- হানাফী, শাফে'য়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ফকীহদের মতে ঈজাব-এর পরে এবং কবুলের পূর্বে যদি চুক্তি সম্পাদনকারীদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তবে উক্ত ঈজাব ও প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে। মৃত্যুর পর কোনো চুক্তিই সম্পাদিত হবে না। প্রস্তাব প্রদানকারীর মৃত্যুর পর অপর পক্ষ তা কবুল করলেও কোনো চুক্তি সম্পাদিত হবে না। এমনিভাবে যাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সে মারা যাওয়ার পর তার কোনো ওয়ারিস তা কবুল করলেও তা যথার্থ হবে না।

এ অবস্থায় উক্ত চুক্তি সম্পাদিত না হওয়ার দলিল হলো, প্রস্তাবকারীর মৃত্যুর পর কবুল বলা হলে ঈজাবের সাথে কবুল একত্র অবস্থায় পাওয়া যাবে না। ফলে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া চুক্তির মজলিসটি মৃত্যুর কারণে পণ্ড হয়েছে। যেহেতু চুক্তির শর্ত এখানে বিদ্যমান নেই। শর্ত হলো প্রস্তাবের সাথে কবুল-এর সংযোগ ।[৮৪]

---

৮০. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২০

৮১. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৪০

৮২. কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৪৭

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. হাশিয়াতু রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৯

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত, যা তাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, প্রস্তাব ও কবুলকারী মৃত্যু বরণ করলে কখনই ঈজাব বাতিল হয় না। তাই যার প্রতি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিসগণ কবুল করার এবং উক্ত চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার রাখে। আল্লামা কারাফী রহ. বলেন : যখন যায়িদকে প্রস্তাব দেওয়া হলো, তখন তার (মৃত্যুর পর) ওয়ারিসগণ তা কবুল ও প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।[৮৫]

এ কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মালেকী মাযহাবের আলেমগণের মতে চুক্তিসম্পাদনকারী দুজনের একজনের মৃত্যু হলে ঐ চুক্তি পন্ড হয় না। আর আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তাদের মতে প্রস্তাব কবুল অথবা প্রত্যাখ্যানের পূর্বে প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব থেকে ফিরে আসা বৈধ নয়।[৮৬]

আবার কতক ফকীহ মৃত্যুর ন্যায় পাগলামি অথবা অজ্ঞান হওয়ার দ্বারাও ঈজাব বাতিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৮৭]

চুক্তির মজলিস এক হওয়া

কোনো চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ইজাব ও কবুল এক বৈঠকে হওয়া শর্ত। যদি ইজাব ও কবুলের বৈঠক ভিন্ন হয় তবে চুক্তি সংঘটিত হবে না। দুই চুক্তি সম্পাদনকারীর অবস্থার ভিন্নতার কারণে, চুক্তির অবস্থা এবং চুক্তির ধরন হিসেবে চুক্তির বৈঠক ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং চুক্তির বৈঠকে দুই চুক্তি সম্পাদনকারীর উপস্থিতির অবস্থা এবং তাদের উভয়ের অনুপস্থিতির অবস্থা এক রকম হবে না। যেমনিভাবে ঈজাব ও কবুলের অবস্থা চুক্তির মজলিসে কথা বার্তা দ্বারা হলে লিখিত অথবা চিঠির মাধ্যমে ঈজাব কবুলের অবস্থা থেকে ভিন্ন হয়। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

দুই চুক্তিসম্পন্নকারী উপস্থিত অবস্থায় চুক্তির বৈঠক

ফকীহগণের বর্ণনায় পাওয়া যায় দুই চুক্তিসম্পাদনকারীর উপস্থিত অবস্থায় চুক্তির মজলিসের উপাদান তিনটি:

এক. المكان তথা স্থান

দুই. الزمان তথা কাল বা সময়

তিন. حالة المتعاقدين من الاجتماع والانصراف على العقد চুক্তিসম্পাদনকারী দ্বয়ের চুক্তি একত্রিত হওয়া অথবা বিরত হওয়ার অবস্থা।

---

৮৫. আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৮৮

৮৬. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৪০

৮৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬

www.amarboi.org

কাসানী রহ. বলেন : চুক্তির স্থানের সাথে সম্পর্কিত যে শর্ত তা হচ্ছে, মজলিসের একতা। অর্থাৎ ঈজাব ও কবুল এক মজলিসে হতে হবে। যদি মজলিস ভিন্ন হয়, তবে চুক্তি সংঘটিত হবে না। এমনকি যদি কেউ কোনো কিছু বিক্রির প্রস্তাব দেয়, আর কবুলকারী কবুল করার আগে উক্ত মজলিস থেকে অন্যস্থানে প্রস্থান করে অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যা মজলিসের ভিন্নতা প্রমাণ করে, অতঃপর কবুল করে, তবে উক্ত চুক্তি সংঘটিত হবে না।[৮৮]

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যায় বলা হয়েছে, চুক্তির মজলিস হচ্ছে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একত্র হওয়ার স্থান। এর দলিল হলো : الضرورة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر। অর্থাৎ কঠিনতা দূরীকরণের এবং প্রয়োজন সহজে বাস্তবায়ন করা। অন্যথায় প্রস্তাব বিলুপ্ত হবে যে সময় তা সংঘটিত হয়েছিল সে সময় বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। তখন প্রকৃত পক্ষে কবুলের সাথে কোনো সম্পর্কই থাকবে না। এ প্রসঙ্গে কাসানী রহ. আরো বলেন : একই মজলিসে এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানে কোনো বিলম্ব করতে পারবে না। এটা হচ্ছে কিয়াস। কেননা এটি সংঘটিত হওয়ার জন্য উভয়ের একত্রায়ণ শর্ত। কাজেই প্রথমটি মওজুদ থাকল আর দ্বিতীয়টি অনুপস্থিত, অথবা দ্বিতীয়টি পাওয়া গেল আর প্রথমটি অনুপস্থিত, তাহলে রুকন স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো না। তাহলে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার দ্বাররুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই মজলিস ও সময় একত্রে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।[৮৯]

বাবারতী রহ. বলেন : মজলিস সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ঈজাব বাতিল করা ক্রেতার জন্য কঠিন। আর ঐ মজলিসের পরেও আলোচনা অবশিষ্ট ও চলমান রাখা বিক্রেতার জন্য কঠিন। কিন্তু মজলিসে স্থগিত রাখা তাদের উভয়ের জন্য সহজ। আর মজলিসটি হচ্ছে এ জাতীয় বিভিন্ন কথার একত্রিকরণ। তাই তার সম্পূর্ণ সময়কে একই সময় গণ্য করা হবে ঐ কঠিনতাকে দূরীকরণের এবং সহজতা বাস্তবায়নের জন্য।[৯০]

এটা হানাফী মাযহাবের মতামত, যা অন্যান্য ফকীহদের মতের অনুরূপ। শাফেয়ী মাযহাবের আলিমগণ বিপরীত মতপ্রদান করে বলেছেন, কবুল শীঘ্রই ব্যক্ত করা শর্ত। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

এ প্রসঙ্গে হাত্তাব রহ. বলেন : মাযহাবের ইমামদের মতামত থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, চলমান কোনো বৈঠকে কারো প্রস্তাব দেওয়ার পর কবুলকারী কোনো

---

৮৮. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ১৮১

৮৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৩৮

৯০. আল-ইনায়া সহ আল-হিদায়া, খ. ৫, পৃ. ৭৮

www.amarboi.org

বিলম্ব না করে কবুল করলে সকলের মতে উক্ত বিক্রয় অবশ্যই সংঘটিত হবে। কিন্তু যদি কবুল বিলম্বিত হয় এমনকি যদি মজলিস শেষ হয়ে যায় তবে সকলে একমত, উক্ত বিক্রয় সংঘটিত হবে না। যদি কোনো বিচ্ছিন্নকারী বস্তু তাদের কথার মধ্যে প্রবেশ করে যার দ্বারা প্রস্তাবের পর তার পরবর্তী কথা জবাব বলে গণ্য না হয়, বরং প্রত্যাখ্যান প্রকাশিত হয়, তবে উক্ত চুক্তি সংঘটিত হবে না।[৯১]

হাম্বলী মাযহাবের বুহুতী রহ. যা বলেন তা উক্ত বক্তব্যের কাছাকাছি। তিনি বলেন : ঈজাব-এর পর কবুল বিলম্বিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে যে পর্যন্ত, তারা ঈজাব ও কবুলের মাঝে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত না হবে। কিন্তু যদি অন্য কোনো কাজে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর কারণ, মজলিসের অবস্থা চুক্তির অবস্থার ন্যায়। যেহেতু যে সকল চুক্তিতে কব্জা করা শর্ত সেগুলোতে তা মজলিসেই করতে হয় (তেমনি কবুল ও মজলিসেই করতে হয়)। শাফেয়ী মাযহাবের মত অন্য ফকীহদের সাথে এক। তারাও মজলিসের তিনটি উপাদানের কথা বলেন। তবে তারা কবুলের ক্ষেত্রে দ্রুততাকে শর্ত হিসেবে দেখেন।

তড়িৎ অথবা বিলম্বে কবুল প্রসঙ্গ

অধিকাংশ ফকীহ- হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে : প্রস্তাব কবুলের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা শর্ত নয়, যতক্ষণ চুক্তি সম্পাদনকারী দু'জন মজলিসে উপস্থিত থাকে ততক্ষণই সময় থাকে। যেমন : একজন প্রস্তাব করল মজলিস শুরু হওয়ার সময়, আর অপরজন তা কবুল ও গ্রহণ করল মজলিসের শেষ সময়ে। তাহলে এই ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চুক্তি সংঘটিত হবে। আর এ ক্ষেত্রে একই মজলিসে ঈজাব ও কবুলের মধ্যে এতটুকু বিলম্ব কোনো ক্ষতির কারণ বা কোনো সমস্যা বলে গণ্য হবে না।

এ প্রসঙ্গে কাসানী রহ. বলেন : নিশ্চয় (কবুলের ক্ষেত্রে) দ্রুততা ও তাড়াহুড়া করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্তে গ্রহণকারীকে চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের মুখাপেক্ষী হতে হয়। তাই সে যদি এ প্রস্তাব গ্রহণে তাড়াহুড়া করে তাহলে সে বিষয়টি সম্পর্কে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণে সক্ষম হবে না।[৯২]

এ প্রসঙ্গে হাত্তাব রহ. বলেন : ঈজাব ও কবুল অন্য কোনো বাক্য দ্বারা পৃথক না হওয়া শর্ত নয়, যদি তা অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য হয়। তাই যদি কবুলকারী মজলিসের মধ্যে কবুল করে তাহলেই চুক্তি সম্পাদিত হবে।[৯৩]

---

৯১. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৪০
৯২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৩৭
৯৩. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৪১

www.amarboi.org

এ প্রসঙ্গে আল-বুহুতী রহ. বলেন : যদি প্রস্তাব করার পর বিলম্বে কবুল করে তাহলেও তা সহীহ্ শুদ্ধ হবে যতক্ষণ তারা মজলিসে অবস্থান করবে।[১৪]

আলেমগণ এ দিকে লক্ষ করেই বলেন, মজলিসে এদিক সেদিকের নানা কথাই হতে পারে।[১৫]

শাফি'য়ী মাযহাবের আলেমদের মতে, এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো ঈজাব ও কবুলের মধ্যবর্তী সময়ে চুপ থাকাটা (বা অন্য কথা) অধিক না হওয়া। যদিও তা ভুলে বা সম্পাদনকারী দু'জনের বিষয়টি অজানা থাকার দরুন হতে পারে। কেননা (ঈজাব ও কবুলের মধ্যে) দীর্ঘ বিরতি হলে দ্বিতীয়পক্ষ প্রথম পক্ষের উত্তর দেওয়ার পরিস্থিতি থাকে না। যেমনটি আল্লামা শারবীনী ও খতীব রহ. বলেছেন।[১৬]

তারা আরো বলেন : ঈজাব ও কবুলের মধ্যে অন্য কোনো লোক কথা বললে তা ক্ষতিকর হবে, যদিও তা সামান্য হয়। যদিও তারা মজলিস হতে পৃথক না হয়। আর এখানে 'অন্য কারো কথা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো কথা যা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, সমর্থনযোগ্য নয় এবং যা কোনো উপকারী নয়।[১৭]

কবুলের জন্য আবশ্যক জ্ঞান

হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতে, চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেকের কথা প্রত্যেককে শুনতে হবে, যা চুক্তি সম্পাদন হওয়ার জন্য শর্ত। আর এটি উপস্থিত সকলের সামনেই হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যাতে উল্লেখ করা হয়েছে : বিক্রি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী দু'জন ব্যক্তির কথা একে অপরকে শুনতে হবে। এটি ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।[১৮]

এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ রহ.-এর অনুসারীগণ একটি শর্তারোপ করেছেন। সেটি হলো : চুক্তি সম্পাদনের কথাবার্তা চুক্তি সম্পাদনকারী নিজে শুনলেই হবে না, বরং তার নিকটবর্তী লোকদেরও শুনতে হবে, শুনাতে হবে। আনসারী রহ. তার শারহুল মানহাজ গ্রন্থে বলেন : যদি তার নিকটবর্তী লোকেরা শব্দ শুনতে পায়, তাহলে সহীহ শুদ্ধ হবে। যদিও তার অন্য পক্ষ বা সহচরগণ শুনতে না পায়।[১৯]

---

১৪. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৪৭

১৫. প্রাগুক্ত; আল-ইনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৫, পৃ. ৭৮

১৬. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫; হাশিয়াতুল কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৫৪

১৭. হাশিয়াতুল কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৫৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫

১৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩

১৯. শারহুল মানহাজ বিহামিশিল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ১৩

www.amarboi.org

এ সব আলোচনা হলো সরাসরি ঈজাব ও কবুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা উপস্থিত লোকদের মাঝে সংঘটিত হয়। তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশে ঈজাবের ক্ষেত্রে বিধান অন্যটিও হতে পারে। আর তা হলো, অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশে শাব্দিক ঈজাব বলা লিখিত ঈজাব তুল্য। যা 'অনুপস্থিত দু ব্যক্তির চুক্তি' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চুক্তি সম্পাদনকারী দু'জনের অনুপস্থিতিতে চুক্তির মজলিস

ইতঃপূর্বে দু'জন ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাদের ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে কিভাবে সহীহ শুদ্ধভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের তাদের চিঠি অথবা দূত প্রেরণ অথবা এমনি কোনো মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন শুদ্ধ। তাই যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে (চুক্তির জন্য) লিখিত প্রস্তাব দেবে, যেমন : بعتك داري بكذا অর্থাৎ "আমি আমার ঘরটি তোমার কাছে এতো টাকায় বিক্রয় করতে চাই।" এরপর এ পত্রটি অপর ব্যক্তির কাছে পৌঁছলে যদি সে তা কবুল করে তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে এ ঈজাব ও কবুলের কারণে চুক্তি সংঘটিত হবে।

এ প্রসঙ্গে ফকীহদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে : চুক্তি সম্পাদনকারী দু'ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকাকালে চুক্তির মজলিস হলো- যার নিকট চিঠি বা বাহক পাঠানো হবে তার কবুলের মজলিস।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. বলেন : চিঠি (লিখে প্রস্তাব দেওয়া) হলো সরাসরি প্রস্তাবের ন্যায়। এমনিভাবে দূত প্রেরণ। চিঠি যে মজলিসে পৌঁছবে এবং দূত তার দায়িত্ব পালন করবে যে মজলিসে তা-ই কবুলের মজলিস বলে গণ্য হবে।[১০০]

এ প্রসঙ্গে শাফেয়ী আলেম রামালি রহ. বলেন : যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিক্রয় করা হয়। যেমন : بعت داري من فلان "অমুকের নিকট আমার ঘরটি বিক্রয় করলাম।" অথচ সে অনুপস্থিত। যখন ঐ লোকটির নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো, সে বলল : আমি এ প্রস্তাবটি কবুল করলাম। (তাদের এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে) ব্যবসায় সহীহ হবে। এমনিভাবে যদি লিখে দেয় তাহলেও তাদের মধ্যকার ব্যবসায় সম্পন্ন হবে।[১০১]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুহূতী রহ. বলেন : যদি ক্রেতা মজলিশে অনুপস্থিত থাকে, বিক্রেতা তাকে পত্র লিখে অথবা দূত মাধ্যমে এ সংবাদ প্রেরণ করে যে, إني بعتك داري بكذا

---

১০০. আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮১
১০১. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯

www.amarboi.org

"আমি এতো টাকায় আমার ঘর তোমার নিকট বিক্রয় করলাম।" যখন এ খবর অপর পক্ষ কবুলকারীর নিকট পৌছালো। অতঃপর সে যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যকার ব্যবসায়ের চুক্তি সহীহ্ শুদ্ধ হবে।[১০২]

এমনভাবে অনুপস্থিত দু'জন চুক্তি সম্পাদন কারী ব্যক্তির চুক্তির মজলিস হলো কবুলের মজলিস। যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

সুতরাং এ মজলিসে ঈজাবের সাথে কবুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রই বিবেচ্য হবে। তাই যখন কোনো ব্যক্তি কারো নিকট ঈজাব বা প্রস্তাব করবে-সে নিজেই হাজির হয়ে প্রস্তাবটি দিল-এমন গণ্য করা হবে। আর এর দ্বারা ঈজাব যথাযথ হয়ে যায়। আর যখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তা মজলিসের মধ্যে কোনো আপত্তি না করে গ্রহণ করে তা সংঘটিত হয়ে যাবে।

আর যদি মজলিস ভেঙ্গে যায় অথবা যাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সে যদি এমন আচরণ করে যা স্বাভাবিকভাবে ঐ প্রস্তাব কবুলের ব্যাপারে তার অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে চুক্তি সংঘটিত হবে না। আর এ ক্ষেত্রে প্রস্তাব পৌছা ও একই মজলিসে কবুল করার মাঝে বিলম্ব স্বাভাবিক বলে ধর্তব্য হবে। আর অনুপস্থিত দুজনের মধ্যে এ চুক্তি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্পর্কে প্রস্তাবদাতার অবগতি শর্ত নয়। এ ক্ষেত্রে ফকীহদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো : মজলিসের মধ্যে গ্রহণকারী কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে চুক্তি সংঘটিত হয়।[১০৩]

যে সকল চুক্তিতে মজলিস এক থাকা শর্ত নয়

কিছু কিছু চুক্তি প্রকৃতিগতভাবেই ঈজাব ও কবুলের এক মজলিসে হওয়ার শর্ত ব্যতীতই সংঘটিত হয়। বরং কিছু চুক্তি মজলিসে কবুল করা সহীহ্ শুদ্ধ নয়। এধরনের চুক্তি হলো :

ক. অসীয়তের চুক্তি : অসীয়ত হচ্ছে কাউকে মালিক বানানো, যা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত। তাই তার ঈজাব সংঘটিত হবে অসীয়তকারীর জীবিত থাকা অবস্থায়। কিন্তু অসীয়তকারীর মৃত্যুর পর ছাড়া যার জন্য সে অসিয়ত করেছে তার এ প্রস্তাব কবুল করা যথাযথ হবে না। তাই সে যদি ঈজাবের মজলিসে তা কবুল করে অথবা তার পর অসিয়তকারী জীবিত থাকা অবস্থায় সেটি কবুল করে তাহলে তার অসীয়ত সম্পন্ন হবে না। [আরো বিস্তারিত দ্র. অসীয়ত অংশে।]

---

১০২. কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৮

১০৩. আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৩৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৮

www.amarboi.org

খ. অভিভাবকত্বের চুক্তি : এটি ব্যক্তির মৃত্যুবরণের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোট সন্তানদের কর্তৃত্ব এবং নাবালক সন্তানদের জীবন-যাপনের দিক বিবেচনা করে কাউকে অসী ও অভিভাবক বানানো, নিজের স্থলাভিষিক্ত করা। এ ক্ষেত্রে ঈজাবের মজলিসেই কবুলের বিষয়টি শর্ত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াই শ্রেয়। কেননা অসীয়তকারীর ইন্তেকালের পরেই অপর কোনো ব্যক্তির অভিভাবকত্ব প্রকাশিত হবে বা তার প্রয়োজন দেখা দেবে।

গ. প্রতিনিধিত্বের চুক্তি : এটি নিজের জীবদ্দশায় নিজের কোনো কাজে কাউকে স্থলবর্তী করা। কিন্তু তার ভিত্তি হলো সহজীকরণের ওপর। সুতরাং প্রতিনিধি ঈজাবের মজলিস ব্যতীত অন্যত্র যদি তা কবুল করে তাহলে ও প্রতিনিধিত্বের চুক্তি শুদ্ধ হবে। মজলিসে তার অনুপস্থিতির কারণে কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না। এর কারণ সে এটি যে কোনো সময় প্রত্যাহার করতে পারে। কেননা, চুক্তির প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তা অপরিহার্য হয় না। [ওকালত অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

দুই. চুক্তি সম্পাদনকারী দু'ব্যক্তি

চুক্তি সম্পাদনকারী দু'ব্যক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য : যারা চুক্তি সম্পাদন করে। তারা হয়তো প্রত্যক্ষ ভাবে তাতে জড়িত হয়, নিজের পক্ষ থেকে বেচে বা কেনে অথবা প্রতিনিধি হিসাবে করে। হয়তো কারো জীবৎকালে কাউকে সে দায়িত্ব দিল অথবা কাউকে তার অসী করে গেল। সে তার মৃত্যু বরণের পর তার অনুমতি বা বিচারকের রায়ের পর ছোট ছোট সন্তানদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যেহেতু কোনো চুক্তিসম্পন্নকারী ব্যতীত কোনো চুক্তি সংঘটিত হয় না, তাই অধিকাংশ ফকীহ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার জন্য তাদের উপস্থিত থাকার শর্ত দিয়েছেন। যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। চুক্তি সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য চুক্তিসম্পাদনকারী এবং তা গ্রহণকারীর জন্য কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

প্রথমত : যোগ্যতা : চুক্তিসম্পাদনকারীকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের ক্ষমতাশালী এবং দায়িত্ববান হতে হবে। সে হবে বুদ্ধিমান, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, সুবোধ ও প্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং কোনো অবোধ শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগলের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী হওয়া সহীহ শুদ্ধ হবে না। আর যে বালক ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষমতা অর্জন করে সে যে সকল চুক্তি তার জন্য শুধুই লাভজনক সে সব চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। যেমনি হিবা, সদকা, অসীয়ত, ওয়াক্ফ কবুল করা। এক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন নেই। এর বিপরীতে তার জন্য যে সব চুক্তি শুধুই ক্ষতিকর সেগুলো শুদ্ধ হবে না। যেমন

www.amarboi.org

অন্যের জন্য হিবা, অসীয়ত করা। এমনিভাবে তালাক ও ঋণের ক্ষেত্রে কাফালা ইত্যাদি। যদি তার অভিভাবক ও অসী তাকে এ সকল কাজের অনুমতি দেয় তবুও সেসব সহীহ্ হবে না।

যে সকল চুক্তিতে তার উপকার ও ক্ষতি দু'টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : ব্যবসায় ও ইজারা দেয়া ইত্যাদি। সেগুলোতে অলী বা অভিভাবকের অনুমতিক্রমে যে বালক ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে তার এ সকল কার্যক্রম সহীহ্ হবে। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত সহীহ্ হবে না। এটি হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের অভিমত। তবে শাফেয়ীগণ ব্যবসা শুদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারীর বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন সাবালক হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।

দ্বিতীয়ত : অভিভাবকত্ব বা প্রতিনিধিত্ব

ولاية শব্দটি ولي শব্দ থেকে গৃহীত। যার আভিধানিক অর্থ হলো : আল্লাহ ওয়ালা, বন্ধু, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক, কর্তা, মালিক, চুক্তিবদ্ধ, অনুসারী। আর ولاية শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈকট্য, সাহায্য, সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা কর্তৃত্ব, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি।[১০৪]

পরিভাষায়, নিজের কোনো কথা অপর কারো দ্বারা বাস্তবায়ন করানো অথবা কোনো বিষয় থেকে কাউকে বিরত রাখা বা নিষেধ করার ক্ষমতাই হলো ولاية।[১০৫]

এটি শর্ত নির্ধারিত হয়েছে, যেন চুক্তিটি সংঘটিত হতে পারে সহীহ্ শুদ্ধভাবে।

এর শরয়ী প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় চুক্তি সম্পাদনকারীর মধ্যে আবশ্যিকভাবে। তার মধ্যে কিছু গুণাবলী থাকা আবশ্যক হয়। তাকে এমন হতে হবে যে, তার প্রতিনিধিত্বে একটি চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। [এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ولاية অংশে করা হয়েছে।]

তৃতীয়ত : সন্তুষ্টি ও পছন্দ বা বাছাইয়ের স্বাধীনতা

এ বিষয়ে সকল ফকীহ্ একমত, চুক্তির ক্ষেত্রে উভয়ের সন্তুষ্টি হলো চুক্তির ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসায় করা হয় তা বৈধ।"[১০৬]

---

১০৪. আল মিসবাহুল মুনীর, পৃ. ৮৮৬

১০৫. আয যুরজানী, আত তা'রীফাত, আল বারকাতী কৃত কাওয়ায়িদুল ফিক্হ

www.amarboi.org

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : إنما البيع عن تراض "নিশ্চয়ই ব্যবসায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।"[১০৭]

رضا (রিযা) হলো : আন্তরিক তুষ্টি ও সন্তোষ। যেটি বিরাগ, বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির বিপরীত। এর পরিচয়ে অধিকাংশ ভাষাবিদ বলেন, বিরক্তিভাব ও অপছন্দ ব্যতীত কোনো কাজ করাই হলো রিযা।[১০৮]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা-এর অনুসারীগণ বলেন : কোনো কিছু বেছে নেওয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, স্বাধীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা যার বাহ্যিক প্রভাব চেহারার উজ্জলতায় ফুটে উঠে অথবা কোনো কাজ উত্তম বিবেচনা করে তার অগ্রাধিকার প্রদান করে।[১০৯] দ্র : رضا

আর اختيار (ইখতিয়ার) হলো অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে সিদ্ধান্তহীন কোনো কাজের, যা কর্তার ক্ষমতাধীন, দু দিকের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা করা।[১১০] দ্র : اختيار

আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাবের আলেমগণ এ দু'টি বিষয়ের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে বলেন : যে সকল চুক্তি রহিত হতে পারে সেগুলো সহীহ্ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে তাতে সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আর এগুলো হলো : ব্যবসায়ের চুক্তি ও ইজারা বা ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি আর্থিক লেনদেন। সুতরাং এগুলো উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতীত কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর (সন্তুষ্টি ব্যতীত) যদি আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়, তাহলে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন : বলপ্রয়োগে বিক্রি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. বলেন : .... কেননা এ সকল চুক্তি সম্পন্ন হতে যে সকল শর্ত রয়েছে তন্মধ্যে রিযা বা উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত।[১১১]

তাদের মূলকথা হলো, রিযা ব্যতীত আর্থিক লেনদেনের চুক্তি সম্পাদিত হবে। তবে তা সহীহ্ হবে না। সুতরাং ইখতিয়ারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ভুল করে যে বিক্রি করেছে তার ব্যবসায়ও সংঘটিত হবে। কেননা বাক্য নিজ ইখতিয়ারে প্রকাশিত হয়েছে। অথবা ইচ্ছাকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্টির অনুপস্থিতি হলে তা ভঙ্গ হবে। যে সকল চুক্তি হানাফীদের

---

১০৬. সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯
১০৭. ইবনে মাজা, আস সুনান, খ. ২, পৃ. ৭৩৭; মিসবাহুয যুজাজা, খ. ২, পৃ. ১০
১০৮. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ২২, পৃ. ২২৮
১০৯. আত তালভীহ আলাত তাওযীহ, খ. ২, পৃ. ১৯৫; কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ১৫০৩
১১০. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ২২, পৃ. ২২৯
১১১. আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ২৯৪

www.amarboi.org

মতে রহিত হয় না, সেসব সহীহ্ হওয়ার জন্যে সন্তুষ্টি শর্ত নয়। তাদের মতে এটি বিবাহ, তালাক, 'দাসমুক্তি, রাজ'আত ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি বলপূর্বকও এগুলো করা হতে পারে।[১১২]

এ সম্পর্কে অন্য সকল ফকীহের স্পষ্ট অভিমত এই যে, নিশ্চয়ই রিযা তথা সন্তুষ্টি হলো চুক্তির মূল, অথবা মূলভিত্তি অথবা শর্ত। প্রত্যেকটি চুক্তির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি যদি না থাকে তাহলে আর্থিক লেনদেনের চুক্তি হোক বা অন্য কোনো চুক্তি, তা সংঘটিত হবে না।

সম্মতি বা সন্তুষ্টির বিপরীত দোষ-ত্রুটি

ফকীহদের মতে রিযা ও সম্মতির বিপরীত দোষ-ত্রুটি হলো : জবরদস্তি, অজ্ঞতা, ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি গোপনকরণ, প্রতারণা, ধোঁকা, প্ররোচনা, বিপদের সম্মুখীনকরণ, রসিকতা, ঠাট্টা, তামাশা, আকর্ষণ, প্রলোভন ও ছলনা ইত্যাদি। চুক্তির মধ্যে যখন এ সকল দোষ ও ত্রুটি দেখা যাবে চুক্তি ভঙ্গ ও বাতিল হবে। অথবা কোনো কোনো অবস্থায় ফাসিদ হবে, যে সকল অবস্থা নিয়ে অন্য সকল ফকীহ্ ও হানাফীদের মাঝে বিরোধ রয়েছে। অথবা এ সকল ত্রুটির কোনোটি চুক্তির মধ্যে দেখা দিলে তখন তা আর আবশ্যক থাকে না, ফলে চুক্তি সম্পাদনকারীদের দুজনের বা কোনো একজনের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে চুক্তি ভাঙ্গার এক্তিয়ার অর্জিত হয়। আর এ সকল ত্রুটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা পরিচিতি, সম্পর্কিত বিধান ও রিযার উপরে পতিত এ গুলোর প্রভাব এবং অধিকাংশ ফকীহ-এর মতবিরোধ, এ সবকিছুই এ গ্রন্থের বিবিধ পরিভাষায় আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় : চুক্তির ক্ষেত্র বা স্থান

চুক্তির স্থান বা ক্ষেত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে বস্তুর ওপর চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়, ফলে তাতে চুক্তির নানা বিধান ও প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। তবে চুক্তির ভিন্নতার কারণে চুক্তির ক্ষেত্রও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রটি নির্দিষ্ট সম্পদ হতে পারে। যেমন : ব্যবসায়িক চুক্তির স্থান হচ্ছে বিক্রয়কৃত পণ্য, হিবার চুক্তির ক্ষেত্র হিবাকৃত বিষয়, বন্ধকী চুক্তির ক্ষেত্র বন্ধককৃত বিষয়। এমনিভাবে চুক্তির ক্ষেত্র কখনো কাজ হতে পারে; যেমন ইজারার ক্ষেত্র শ্রমিকের কাজ, কৃষিজমির ক্ষেত্রে কৃষকের কাজ, প্রতিনিধিত্বের বেলায় প্রতিনিধির কাজ। এমনিভাবে নির্দিষ্ট বস্তুর উপকার গ্রহণ হতে পারে চুক্তির ক্ষেত্র। যেমন : ভাড়া প্রদান চুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে ভাড়াকৃত বস্তুর উপকার, ধারের চুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে ধারকৃত বিষয়ের উপকার।

---

১১২. তাইসিরুত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ৩০০৬; আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ২২, পৃ. ২৩৩

www.amarboi.org

এ ছাড়া অন্য কিছু বিষয়ও চুক্তির ক্ষেত্র হতে পারে। যেমন : বিবাহের চুক্তি ও কাফালা-এর চুক্তি ইত্যাদিতে।

এ কারণে ফকীহ্ সমাজ প্রত্যেক চুক্তির বেলায় চুক্তির ক্ষেত্র বা স্থান প্রসঙ্গে কিছু শর্তারোপ করেছেন। তারা প্রতিটি চুক্তিতে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে কিছু শর্ত রয়েছে ব্যাপক যেগুলো সাধারণভাবে সকল চুক্তিতে পরিপূর্ণভাবে থাকা আবশ্যক। যথা :

ক. ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি (وُجُودُ الْمَحَلِّ) : চুক্তির ভিন্নতার কারণে এ শর্তের প্রয়োগও বিভিন্ন ভাবে হয় :

বিক্রি চুক্তিতে সামগ্রিকভাবে এ কথায় সকল ফকীহ্ একমত, চুক্তির ক্ষেত্র-পণ্য-চুক্তিকালে মওজুদ থাকতে হবে। সুতরাং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি পণ্য মওজুদ না থাকে তাহলে ব্যবসায় শুদ্ধ হবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 'তোমার কাছে নাই এমন জিনিসের ব্যবসা করো না।'[১১৩]

শুদ্ধ না হওয়ার কারণ এটিও, যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই, সে জিনিসের ব্যবসায়ের চুক্তি করা অজ্ঞতা ও ধোঁকার নামান্তর। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ 'রাসূলুল্লাহ সা. ধোঁকা ও প্রতারণাযুক্ত ব্যবসায় হতে নিষেধ করেছেন।'[১১৪]

এ কথাগুলোর ওপর ভিত্তি করে ফকীহ্দের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, নরপ্রাণীর বীর্য হতে আগত প্রাণী বিক্রি, মাদী প্রাণীর গর্ভে ধারণকৃত ভ্রুণ বিক্রি, ভ্রুণের ভ্রুণ বিক্রি হবে বাতিল। এমনিভাবে ক্ষেতের শস্য ও গাছের ফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল স. বলেছেন :

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟

"তুমি কি ভেবে দেখেছ, 'আল্লাহ্ তাআলা যখন (চুক্তিবদ্ধ) ফল ফলানো থেকে বিরত থাকেন, তখন তুমি তোমার ভাইয়ের সম্পদ কিসের বিনিময়ে গ্রহণ করবে?"[১১৫]

---

১১৩. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান; তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৪, পৃ. ৪৩০। হাদীসের বর্ণনাকারী হাকীম ইবনে হিযাম রা.। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

১১৪. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১১৫৩; হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রা.।

১১৫. ইমাম বুখারী, আস সহীহ; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮; ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১১৯০; হাদীসটির বর্ণনাকারী আনাস রা.। হাদীসটি বুখারী থেকে আনা হয়েছে।

www.amarboi.org

তবে ফকীহগণ মানুষের তীব্র প্রয়োজনের দরুন[১১৬] 'সালাম'চুক্তির ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন জিনিসের বিক্রি ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন।[১১৭] যেমন একই দলিলের ভিত্তিতে হানাফীগণ 'অর্ডার' ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সালাম ও অর্ডার-এর মধ্যে বর্তমানে পণ্য না থাকলেও ব্যতিক্রম হিসেবে এ দুটোকে জায়েয বলা হয়েছে। বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : اسْتِصْنَاع।

শস্য ও গাছের ফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে কেনাবেচা করা জায়েজ নেই। এর কারণ, তা অস্তিত্বহীন আর অস্তিত্বহীন জিনিসের কেনাবেচা নাজায়েয। তবে ফল প্রকাশিত হওয়ার পর উপযোগিতা প্রকাশের পূর্বে যদি শস্য ও ফল দ্বারা উপকার লাভ করা যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তৎক্ষণাৎ শস্য ও ফল কর্তন করার শর্তে কেনাবেচা জায়েয; ধোঁকা না থাকার কারণে। কিন্তু যদি এ অবস্থায় ফল না-কাটা অর্থাৎ ফল/ফসল গাছে থাকার শর্তারোপ করা হয়, তাহলে অধিকাংশ ফকীহের মতে বিক্রি জায়েজ হবে না।[১১৮]

তবে ফকীহ সমাজ ফল প্রকাশের পর নতুন বর্ধিত ফলের বিধান সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : ثِمَار

ইজারা বা ভাড়াচুক্তিতে অধিকাংশ ফকীহ প্রাপ্ত উপকারকে সম্পদ বিবেচনা করেছেন। হাম্বলী ও শাফেয়ীগণ তো ওই উপকার চুক্তির সময়ই উহ্যগত বিদ্যমান বলে মনে করেছেন। সুতরাং তাদের মতে চুক্তির সময় উপকারিতা মওজুদ থাকার ভিত্তিতে চুক্তি সংঘটিত করা বিশুদ্ধ হবে। এজন্যেই তারা বলেন, সাধারণ ইজারার ক্ষেত্রে কেবল ইজারার মাধ্যমেই ভাড়াগ্রহীতা ওই বস্তুর উপকারিতার এবং ভাড়াদাতা ভাড়ার মালিক হয়ে যাবে।[১১৯]

মালেকীগণ ইজারার বৈধতার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যদিও চুক্তির সময়ে বস্তুর উপকার অবিদ্যমান, কিন্তু সাধারণত অতি শীঘ্রই তার পূর্ণপ্রাপ্তি ঘটে। আর যে উপকারে সাধারণত পূর্ণপ্রাপ্তি হয় অথবা তাতে পূর্ণপ্রাপ্তি হওয়া ও না হওয়া বরাবর হয় সেক্ষেত্রে শরীয়ত ছাড় দিয়েছে।[১২০]

---

১১৬. আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৯৬; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২২; ইবনে কুদামা, আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩০৪

১১৭. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২০৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৬৬

১১৮. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৭৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৪১; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৮১

১১৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৬৪; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৪২

১২০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২১৮

www.amarboi.org

আর হানাফী ফকীহগণ ইজারাকে মূলনীতি থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে জায়েয বলেছেন। এর কারণ, ইজারা জায়েয হওয়ার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহে দলিল অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা কাসানী রহ. বলেন : ইজারা হলো কোনো জিনিসের উপকারিতা বিক্রি করা আর উপকারিতা বর্তমানে অবিদ্যমান; নিয়ম হচ্ছে অবিদ্যমান জিনিস বিক্রি করা যায় না। সুতরাং ব্যবসায়ে এমন কিছু সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না যা ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি হচ্ছে কিয়াস বা যুক্তির চাহিদা। তবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে সূক্ষ্ম বিচারে ইজারাকে আমরা বৈধ বলেছি।[১২১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ইজারার বৈধতা যুক্তি অনুযায়ী। কেননা, চুক্তির ক্ষেত্র যখন বস্তু হয়, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান যে কোনো অবস্থায়, যেহেতু তাতে চুক্তি করা সম্ভব, তাতে মূলনীতি হচ্ছে, চুক্তির ক্ষেত্র অবিদ্যমান অবস্থায় ধোঁকার কারণে চুক্তি নাজায়েয হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুক্তিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে (যেমন সালাম বিক্রিতে) প্রয়োজনের খাতিরে। অবিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও যখন তা বৈধ, অতএব বিদ্যমান হওয়ার প্রেক্ষিতে উপকার অবশ্যই বৈধ হবে।

আর যদি এমন হয় যে, সেখানে একটি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থা বা ক্ষেত্র নেই, আর সাধারণত তা নিরাপদই থাকে; তাহলে ওই বিষয়ে চুক্তি করাতে কোনো ঝুঁকি ও জুয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সেটা বৈধ হবে। আর এটাকে বস্তুর বিক্রির সাথে তুলনা করা অযৌক্তিক।[১২২]

অনেক ফকীহ বিনিময় পূর্ণ চুক্তি (عُقُود الْمُعَاوَضَة) এবং সেবামূলক চুক্তি (عُقُود التَّبَرُّع)-এর মাঝে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, প্রথম প্রকার চুক্তিতে চুক্তির ক্ষেত্র অবিদ্যমান হলে চুক্তি বৈধ হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে চুক্তির ক্ষেত্র বিদ্যমান বা অবিদ্যমান যেমনই থাকুক, চুক্তি জায়েয হবে।

এ ধরনের কথাই মালেকীগণ বলেন : যে সকল চুক্তি স্বেচ্ছাদান বা অনুদানের সাথে নির্দিষ্ট যেমন : হিবা, সেটি বৈধ হবে, যদি চুক্তির বিষয় হিবাকৃত বস্তুর বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব না থাকে, বরং তা কারোর জিম্মায় দেনা হিসেবে থাকে। অথবা সে সম্পর্কে বর্তমানে কিছুই জানা না থাকে। তথাপি হিবা জায়েয হয়। অতএব, বোঝা গেল, কোনো প্রতিদান ব্যতীত হিবার মধ্যে প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া জায়েজ। এ কারণে তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে কোনো কিছু হিবা করল যা সে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট

---

১২১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭৩

১২২. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ২২ ও ২৬

www.amarboi.org

থেকে ওয়ারিস হিসেবে পাবে; অথচ সে জানে না তা কি ১/৬ অথবা ১/৪ অংশ- পরিমাণ অজ্ঞাত, তবুও জায়েয হবে।[১২৩]

এমনিভাবে তাদের মতে বন্ধকের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়-বন্ধক হিসাবে রাখা বস্তু-মওজুদ না থাকলেও তা বৈধ। যেমন এমন ফল যার উপযোগিতা প্রকাশ পায়নি। সুতরাং যে জিনিসের ওপর আস্থা রাখা যায় তা মোটে কিছু না থাকার চেয়েও উত্তম- যেমনটি তারা বলেন।[১২৪]
এটি ব্যবসায়ের চুক্তি ও সকল প্রকার বিনিময়পূর্ণ চুক্তির বিপরীত।[১২৫]

খ. চুক্তির ক্ষেত্র বিধান লাভের উপযুক্ত হওয়া

চুক্তির ক্ষেত্র সম্পর্কে ফকীহগণ শর্তারোপ করেছেন যে, তা চুক্তির বিধান লাভের উপযুক্ত হতে হবে। আর চুক্তির বিধান বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চুক্তি পরবর্তী ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া। তা চুক্তির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। উদাহরণত বেচাকেনার চুক্তির ফলাফল হচ্ছে, বিক্রেতার মালিকানা থেকে পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় স্থানান্তর হওয়া। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, পণ্যটি শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল্যমানবিশিষ্ট সম্পদ এবং বিক্রেতার মালিকানাধীন হতে হবে। সুতরাং যে পণ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ নয়, তাতে বেচাকেনা জায়েয হবে না।[১২৬] যেমন মুসলিমদের নিকট মৃত জন্তুর বেচাকেনা। এমনিভাবে যখন তা মূল্যমানবিশিষ্ট না হয় অর্থাৎ শরয়ীভাবে তা দ্বারা উপকার লাভ করা না যায়; যেমন : মদ ও শূকরের গোশত, এ দুটি বস্তু অমুসলিমদের নিকট সম্পদ বলে বিবেচিত হলেও মুসলমানদের কাছে মূল্যবান নয়। তাই এগুলো বিক্রি করা হারাম।[১২৭]

এ প্রসঙ্গে হযরত জাবের রা.-এর সনদে একটি হাদীস বিধৃত হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সা. মদ, মৃতপ্রাণী ও শূকরের গোশতের ব্যবসায় হারাম করেছেন।'[১২৮]

---

১২৩. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২১২
১২৪. বুলুগাতুস সালিক মা'আশ শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ১০৯
১২৫. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২১২
১২৬. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০০
১২৭. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৪৯; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪২
১২৮. ইমাম বুখারী, আস সহীহ; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৪

www.amarboi.org

মুনাফা বা উপকারিতা বেচাকেনার চুক্তি; যেমন : ভাড়া বা ইজারা ও ধার দেওয়া ইত্যাদির বেলায় চুক্তির ক্ষেত্র অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ উপকারিতা বৈধ হতে হবে। সুতরাং হারাম জিনিসের ইজারা নাজায়েয। যেমন ব্যভিচার বা মৃত ব্যক্তির জন্যে কান্না করা ইত্যাদির জন্যে কাউকে ভাড়া বা ধার নেওয়া। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে إجارة অংশ দেখা যেতে পারে।

যেমনিভাবে অবৈধ উপকারিতা ইজারা দেওয়া নেওয়া হারাম, তেমনিভাবে কোনো জিনিস আরিয়া চুক্তি বা ধার নিয়ে হারাম উপকার লাভ করাও হারাম। কেননা আরিয়া-চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির অন্যতম, চুক্তির ক্ষেত্র (ধারকৃত জিনিস) দ্বারা উপকার হাসিল করা বৈধ হতে হবে; তৎসঙ্গে মূল বস্তু অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন বসবাসের জন্যে বাড়ি, আরোহণের জন্যে জন্তু বা গাড়ি। সুতরাং উপভোগ করার উদ্দেশ্যে মহিলার যৌনাঙ্গ এবং আনন্দ ও বিনোদনের জন্যে ক্রীড়া-কৌতুকের সামগ্রী ধার দেওয়া/নেওয়া জায়েয হবে না। এমনিভাবে গানবাদ্যের যন্ত্র ও বাঁশি এ জাতীয় হারাম বস্তু ধারপ্রদান বৈধ নয়। এক কথায় বলা যায়, শরীয়তে যে জিনিস অবৈধ ও হারাম তা ধার দেওয়া/নেওয়া জায়েয নয়। বিস্তারিত দেখা যেতে পারে عَارِيَّة শিরোনামে।[১২৯]

ওকালাত বা প্রতিনিধি বানানোর ক্ষেত্রে চুক্তির ক্ষেত্রটি স্থানান্তরযোগ্য ও অন্যকে প্রদান করার মতো হওয়া শর্ত। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্যে তা খাস হওয়া চলবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে وكالة শিরোনামে।

গ. চুক্তির স্থান সম্পর্কে উভয় পক্ষের জ্ঞান থাকা

চুক্তির ক্ষেত্র সম্পর্কিত শর্ত হলো, তা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় ব্যক্তি/পক্ষের কাছে পরিচিত ও নির্দিষ্ট হতে হবে। যেন এমন কোনো অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা না থাকে যা পরবর্তী সময়ে প্রতারণা ও ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

চুক্তির ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান হবে ওই বস্তুর পূর্ণ অংশ কিংবা কিছু অংশ দেখা অথবা এমনভাবে গুণাগুণ বর্ণনার দ্বারা যার দ্বারা ওই বস্তুটি অন্য বস্তু হতে পৃথক হয়ে যায় কিংবা ওই বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করার মাধ্যমে।

এটি বিনিময়যুক্ত চুক্তির ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সকল ফকীহর নিকট স্বীকৃত শর্ত। সুতরাং উদাহরণত বকরির পাল থেকে অনির্দিষ্টভাবে একটি বকরি বিক্রি করা জায়েয হবে না। তদ্রূপ নির্দিষ্ট না করে দুটি বাড়ির একটি ভাড়া দেওয়া বৈধ নয়।

---

১২৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৩৭২; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৬৫; আল খিরাশী আলা খলীল, খ. ৬, পৃ. ১৪১; আল মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর, পৃ. ২৫৫

www.amarboi.org

কারণ, এখানে চুক্তির স্থান অর্থাৎ চুক্তিকৃত বিষয়টি অজ্ঞাত। আর এই অজ্ঞতা ধোঁকা ও প্রতারণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; এর পরিণাম হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদ।

কতক ফকীহ এই মাসআলার মধ্যে বেশি অজ্ঞতা– যা ঝগড়া সৃষ্টি করে এবং কম অজ্ঞতা– যা ঝগড়া সৃষ্টি করে না; এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, বেশি বা বিরাট অজ্ঞতা চুক্তির বৈধতাকে বারণ করে; কিন্তু কম বা অল্প অজ্ঞতা চুক্তির বিশুদ্ধতাকে নিষেধ করে না। অর্থাৎ অল্প অজ্ঞতা সত্ত্বেও চুক্তি জায়েয হয়।[১৩০]

কোন্ উপকারিতার ইজারা জায়েয? এ বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহ্ সামাজিক প্রচলন বা রেওয়াজকে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। তদ্রূপ বেশি ও কম অজ্ঞতার মাপকাঠিও সামাজিক প্রচলন।[১৩১] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : بَيْع ও إِجَارَة

আর সালাম-চুক্তির মধ্যে ক্ষেত্র অর্থাৎ মুসলাম ফীহ্-এর জন্যে শর্ত হলো, চুক্তিবদ্ধ বস্তুটির জাত, শ্রেণি, গুণাগুণ, পরিমাপ, পরিমাণ, সংখ্যা, গণনা কিংবা গজ ইত্যাদি জানা থাকতে হবে। কেননা, এ বিষয়গুলোতে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা ঝগড়া-বিবাদের জন্ম দিতে পারে।[১৩২]

এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

'যে ব্যক্তি অগ্রিম খেজুর (ক্রয় ও বিক্রয়) করে তার উচিত তার পরিমাপ, ওজন এবং নির্দিষ্ট সময় জেনে নেওয়া।'[১৩৩] বিস্তারিত জানতে سَلَم শিরোনামে দেখা যেতে পারে।

উপরের এসব বিধি-বিধান হচ্ছে বিনিময়যুক্ত চুক্তির ক্ষেত্রে।

অনুদান ও স্বেচ্ছাসেবামূলক চুক্তিতে চুক্তির ক্ষেত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকা অবস্থায় তার বৈধতার বিষয়ে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দুটো চুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হলো :

---

১৩০. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৭৯; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৫; আল কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ৬১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৪৬

১৩১. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ১১৩; মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়্যা, ধারা : ৫২৭; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৩৯; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫১১

১৩২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৭; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২০৬; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৪৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯২

১৩৩. ইমাম বুখারী; ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৯; মুসলিম, আস সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২২৭

www.amarboi.org

১. হেবা-র চুক্তি

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ দানকৃত বস্তু অর্থাৎ হেবা-চুক্তির ক্ষেত্রটি নির্দিষ্ট ও পরিজ্ঞাত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন : দানকৃত বস্তুটির হেবা সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, তা কব্জা করতে হবে, তাতে যৌথ মালিকানা থাকতে পারবে না, অন্যের মালিকানা থেকে তা পৃথক ও মুক্ত থাকবে। সুতরাং এসব শর্তের আলোকে বোঝা যাচ্ছে, ওলানে থাকা অবস্থায় পশুর দুধ, শরীরে থাকা অবস্থায় ছাগলের পশম, বাগানে থাকা অবস্থায় খেজুর অথবা গাছে থাকা অবস্থায় ফল হেবা করা জায়েয হবে না।[১৩৪]

এ প্রসঙ্গে ইমাম শারবীনী আল-খতীব রহ. বলেন, যে জিনিস বেচাকেনা করা জায়েয তার হেবাও বৈধ; আর যে জিনিস বেচাকেনা করা জায়েয নেই তার হেবাও নাজায়েয ও অবৈধ। যেমন- অজ্ঞাত বস্তু, ছিনতাইকৃত জিনিস যা মালিক হস্তগত করতে পারেনি, হারিয়ে যাওয়া দাস বা প্রাণী, পলাতক দাস দাসী।[১৩৫]

তবে মালেকীগণ এ বিষয়টিতে প্রশস্ততার সাথে কাজ নিয়েছেন। তারা অজ্ঞতাপূর্ণ বা যৌথ বস্তুতেও হেবা বৈধ বলে মত দিয়েছেন। আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী (الفواكه الدواني) কিতাবে বিধৃত হয়েছে, দানকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে শর্ত হলো, মোটামুটিভাবে তা স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে। তাই তা অজ্ঞ বস্তুকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।[১৩৬] বিস্তারিত দেখুন পরিভাষা : هِبَة

২. অসীয়তের চুক্তি

অসীয়তকারী ব্যক্তি নিজ সম্পদের এক অংশ বা নির্ধারিত অংশ অসিয়ত করতে পারবে– যদিও তা অনির্দিষ্ট হয়; যেমনটি হানাফীগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন। তবে এ অবস্থায় বিষয়টি ওয়ারিসদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, তার অসিয়তটি অজ্ঞাত; যা কম বেশিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অবশ্য মূলনীতি হচ্ছে, অজ্ঞতা থাকলেও অসিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয় না।[১৩৭]

হাম্বলী ফকীহদের মতে, গর্ভের বাচ্চা যদি অসীয়তকারীর মালিকানাধীন হয়, তাহলে এর অসীয়ত করা জায়েয। তাদের মতে ধোঁকা–প্রতারণা বা ক্ষতির ঝুঁকির কারণে অসীয়ত কার্যকর হওয়া বাধাপ্রাপ্ত হবে না।[১৩৮]

---

১৩৪. আদ দুররুল মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫০৮-৫১১

১৩৫. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৯৯

১৩৬. আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ২১৬

১৩৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৪২৯

১৩৮. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৮৩

www.amarboi.org

এমনিভাবে অজ্ঞাত বা অজানা বিষয়ে অসীয়ত করা শাফেয়ী মাযহাবে বৈধ। যেমন গর্ভের বাচ্চা- মা বাদে বা মায়ের সাথে। স্তনের বা ওলানের দুধের অসীয়ত করা, বকরির গায়ে থাকা অবস্থায় পশমের অসীয়ত করা ইত্যাদি।[১৩৯] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা وصية শিরোনামে রয়েছে।

ইমাম আল-কারাফী রহ. 'আল-ফুরূক' নামক গ্রন্থে চুক্তি ও লেনদেনে কোন্ কোন্ অজ্ঞতা প্রভাব সৃষ্টি করে আর কোন্গুলো প্রভাব সৃষ্টি করে না- তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ধোঁকাপূর্ণ ও অজ্ঞ-অপরিচিত জিনিস বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞা অনেক সহীহ্ হাদীসে বিধৃত হয়েছে। এতোটুকুর পর ফকীহদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে। তাদের একটি অংশ এই অজ্ঞতাকে সকল লেনদেনে ব্যাপক মনে করেছেন। যেমন ইমাম শাফেয়ী রহ. হেবা, সদকা, ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেওয়া, খুলা', সন্ধি ইত্যাদি সব লেনদেনে অজ্ঞতাকে প্রতিবন্ধক মনে করেন। আর কতক ফকীহ্ পার্থক্য করেন। যেমন ইমাম মালেক রহ.।

তাঁর মতে যেসব লেনদেনে/চুক্তিতে ধোঁকা ও অজ্ঞতা পরিহার করা হয়- আর তা হচ্ছে দর কষাকষি করার ক্ষেত্রসমূহ এবং সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত লেনদেন; আর যেসব লেনদেনে ধোঁকা ও অজ্ঞতা পরিহার করা হয় না- যেখানে সম্পদ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; এ দুটোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সে হিসেবে ইমাম মালেকের মতে লেনদেন তিন প্রকার : নিরেট আর্থিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত লেনদেন, স্বেচ্ছাসেবামূলক লেনদেন, দুটোর মধ্যবর্তী লেনদেন।

নিরেট আর্থিক ও সম্পদের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত লেনদেনে ধোঁকা ও অজ্ঞতা পরিহার করা হয়; তবে তীব্র প্রয়োজন কিংবা প্রচলন থাকলে ভিন্ন কথা। দ্বিতীয়ত নিরেট সেচ্ছাসেবা, অনুদান ও অনুগ্রহমূলক লেনদেন; যেখানে সম্পদপ্রাপ্তি ও সম্পদবৃদ্ধিও উদ্দেশ্য থাকে না। যেমন সদকা, হেবা, ঋণের দায় মাফ করে দেওয়া কিংবা ক্রীতদাস মুক্তি দেওয়া।

প্রথম প্রকার লেনদেনে অজ্ঞতা ও ধোঁকার কারণে বিনিয়োগ বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশংকা বিদ্যমান। তাই শরীয়তের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানের চাহিদা হচ্ছে, সেখানে অজ্ঞতা নিষিদ্ধ হওয়া। আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ নিরেট স্বেচ্ছাসেবামূলক লেনদেনে এই অজ্ঞতা কোনো ক্ষতি বয়ে আনবে না। তাই শরীয়তের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান এবং অনুগ্রহে প্রেরণাদানের চাহিদা হচ্ছে, সেখানে যে কোনো পদ্ধতিতে প্রশস্ততার সাথে কাজ করা যাবে। চুক্তির ক্ষেত্র জ্ঞাত না হয়ে অজ্ঞাত হলেও কোনো সমস্যা নেই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন অজ্ঞাত হওয়ার কারণে তা

---

১৩৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪

www.amarboi.org

সহজ হয়ে গেছে। আর যদি এখানে অজ্ঞতাকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করানো হয় তাহলে স্বেচ্ছাসেবা ও অনুদান কমে যাবে। সুতরাং কেউ তার পলাতক গোলাম দান করলে তা জায়েয হবে। গ্রহীতা তা পাওয়ার পর এর দ্বারা উপকৃত হবে। কারণ, এর মধ্যে তার কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, এই গোলামের পেছনে সে তো কিছুই খরচ করেনি। এটি চমৎকার বিধান।[১৪০]

এরপর লেখক বলেন : আর এ দুটোর মধ্যবর্তী প্রকার হচ্ছে 'বিবাহ'। বিয়েতে সম্পদ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও প্রশান্তি। সে হিসেবে এর মধ্যে সাধারণভাবে যে কোনো অজ্ঞতা ও ধোঁকা জায়েয হতে পারে। অপরদিকে শরীয়তপ্রণেতা বিয়েতে সম্পদের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ 'তোমরা সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রীদেরকে তালাশ করবে।'[১৪১] এর দ্বারা বোঝা যায়, বিয়েতে অজ্ঞতা ও ধোঁকা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে বিয়েতে পরস্পরবিরোধী দুই ধরনের সাদৃশ্য পাওয়ার কারণে ইমাম মালেক রহ. মধ্যবর্তী বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ বিয়ের মাঝে স্বল্প অজ্ঞতা ও ধোঁকা জায়েয, বেশি পরিমাণে হলে জায়েয নয়। যেমন অনির্দিষ্ট গোলাম বা ঘরের ফার্নিচারের বিনিময়ে বিয়ে করা জায়েয। কিন্তু পলাতক গোলাম ও হারানো উট মোহর নির্ধারণ করা নাজায়েয হবে।[১৪২]

গ. হস্তান্তরের ক্ষমতা

চুক্তির ক্ষেত্র সম্পর্কিত আরো একটি শর্ত হলো তা হস্তান্তর করা সম্ভব হতে হবে। আর্থিক বিনিময়যুক্ত লেনদেনের চুক্তিতে সবাই মোটামুটি এ শর্তের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। সুতরাং হারানো বা পালিয়ে থাকা জন্তু বা এ ধরনের কোনো বস্তু কেনাবেচা, ইজারা, সন্ধি বা এ ধরনের কোনো চুক্তির ক্ষেত্র হতে পারবে না। অদ্রূপ ছিনতাইকারী ব্যতীত অন্যের কাছে ছিনতাইকৃত বাড়ি কিংবা জমিন বা অন্য কোনো জিনিস শত্রুর হাতে রেখে বিক্রি করা জায়েব হবে না।

আল্লামা কাসানী বলেছেন : পণ্যের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহের একটি হলো, চুক্তির সময় পণ্য হস্তান্তর করা সম্ভব হওয়া। তাই চুক্তিকালে পণ্য হস্তান্তর করা সম্ভব না হলে চুক্তিই সংঘটিত হবে না– যদিও পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানায় থাকে। যেমন পলাতক গোলাম। এমনকি পণ্যটি চুক্তির পরে হস্তান্তরযোগ্য হলে নতুনভাবে ঈজাব ও কবুলের প্রয়োজন পড়বে। তবে উভয় পক্ষ যদি সম্মত

১৪০. আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৫০ সামান্য পরিবর্তনসহ
১৪১. সূরা নিসা, আয়াত ২৪
১৪২. আল ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৫০

www.amarboi.org

থাকে তাহলে পরস্পরে নিছক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রি সম্পন্ন হবে– তখন আর নতুন ঈজাব-কবুলের দরকার পড়বে না।[১৪৩]

ভাড়ায় প্রদানকৃত বস্তুর শর্ত প্রসঙ্গে ইমাম কাসানী বলেন, ইজারার বস্তুটি বাস্তবে ও শরীয়তসম্মতভাবে হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। কারণ, চুক্তিকৃত বস্তুর অনুপস্থিতিতে চুক্তি সংঘটিত হতে পারে না। সুতরাং পলাতক গোলামকে ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। তদ্রূপ ছিনতাইকারী ব্যতীত অন্যের কাছে ছিনতাইকৃত জন্তু ভাড়া দেওয়া হবে অবৈধ।[১৪৪]

আল্লামা যারকাশী রহ. তাঁর আল-মানছুর কিতাবে লিখেছেন : আবশ্যকীয় চুক্তির বিধান হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ বিষয় পরিজ্ঞাত এবং তাৎক্ষণিক হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। তবে যে চুক্তি আবশ্যকীয় নয় তাতে কখনো এমন শর্তের দরকার পড়ে না। যেমন পলাতক গোলাম ফিরিয়ে আনার পুরস্কার চুক্তি। (এখানে কাজের অজ্ঞতা থাকলেও তা বৈধ বলে বিবেচিত)।[১৪৫]

পণ্যের শর্তাবলি আলোচনায় ইমাম নববী রহ. বলেন : তৃতীয়ত পণ্য হস্তান্তরযোগ্য হওয়া। সুতরাং হারানো, পলাতক এবং ছিনতাইকৃত বস্তু/জন্তু বিক্রি করা জায়েয হবে না। শারবীনী আল-খতীব এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, তাৎক্ষণিক ওই বস্তুসমূহ হস্তান্তর করা সম্ভব না হওয়ার কারণে নাজায়েয হয়েছে।[১৪৬] অন্যান্য মাযহাবের কিতাবসমূহেও অনুরূপ বিধান রয়েছে।[১৪৭]

তবে স্বেচ্ছাসেবা ও অনুদানমূলক চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে মালেকীগণ পলাতক গোলাম এবং হারানো জন্তু হেবা করাকে জায়েয বলেন। অথচ চুক্তির সময় তা হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। জায়েযের কারণ, তা নিছক অনুদান ও অনুগ্রহ; প্রচলিত অর্থে কোনো চুক্তি নয়। সুতরাং ওই ব্যক্তি যখন তা পেয়ে হস্তগত করতে পারবে তখন এর দ্বারা উপকৃত হবে। আর না পেলেও তো সে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না– যেমনটি ইমাম কারাফী বলেছেন। হস্তান্তর করা সম্ভব নয় এমন বস্তুতে শাফেয়ীগণ অসীয়ত জায়েয বলেছেন।[১৪৮] আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. স্বেচ্ছাসেবামূলক লেনদেনের ক্ষেত্রে বলেছেন : উপস্থিত, অনুপস্থিত বস্তু এবং

---

১৪৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৪৭
১৪৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৭
১৪৫. আয যারকাশী, আদ দুররুল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০০
১৪৬. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২
১৪৭. আল-হাত্তাব এবং হাশিয়া মাওওয়াক, খ. ৪, পৃ. ২৬৮; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৬২
১৪৮. আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৫০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২ পৃ. ৪৪

www.amarboi.org

হস্তান্তর করা সম্ভব কিংবা সম্ভব নয় যে কোনো বস্তু হলেও এ ক্ষেত্রে ধোঁকা ও প্রতারণার কোনো আশংকা নেই।[১৪৯]

চুক্তির প্রকারভেদ

ফকীহগণ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে চুক্তি ভাগ করেছেন এবং তারা চুক্তির নানা বৈশিষ্ট্য ও ফিকহী বিধান বর্ণনা করেছেন। যেগুলো এক ধরনের চুক্তিসমূহে পাওয়া যায়, সেগুলোর দ্বারা অপর ধরনের চুক্তিসমূহ পৃথক হয়ে যায়। ওই প্রকারসমূহের মধ্য হতে কিছু নিম্নরূপ :

প্রথম : আর্থিক ও অ-আর্থিক চুক্তি

কোনো সম্পদ বা টাকা পয়সার বিষয়ে চুক্তি সংঘটিত হলে সকল ফকীহের মতে ওই চুক্তিটি আর্থিক চুক্তি। ওই বস্তুর মালিকানা স্থানান্তর বিনিময়ের মাধ্যমে হতে পারে- যেমন বেচাকেনার সকল প্রকার; যথা- সরফ, সালাম, মুকায়াযা (পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি); কিংবা বিনিময় ছাড়া হতে পারে- যেমন হেবা, ঋণপ্রদান, কোনো বস্তু সম্পর্কে অসীয়ত করা ইত্যাদি। অথবা তা কোনো কাজের বিনিময়েও হতে পারে; যেমন মুযারাআ, মুসাকাত, মুদারাবা ইত্যাদি।

তবে চুক্তিটি যখন নির্দিষ্ট কোনো কাজের বিপরীতে হবে; যেমন ওকালত, কাফালত, অসী হওয়া অথবা নির্দিষ্ট কোনো কাজ হতে বিরত থাকা; যেমন মুসলমানদের ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধবিরতির চুক্তি, তাহলে তা উভয় পক্ষ থেকেই একটি অ-আর্থিক চুক্তি বলে গণ্য হবে।

আরো কিছু চুক্তি রয়েছে যা একদিক বিচারে আর্থিক চুক্তি হয়, আবার অন্য বিচারে আর্থিক চুক্তি হয় না। যেমন বিয়ে, খুলা, হত্যার বদলে অর্থদণ্ডে সন্ধি, জিযিয়া-চুক্তি ইত্যাদি।

ফকীহবৃন্দ মুনাফা ও উপকারিতার চুক্তি– যেমন ইজারা, ধারপ্রদান ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ বলেন, এগুলো আর্থিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের মতে বস্তুর উপকারিতাও সম্পদ কিংবা সম্পদের হুকুমে গণ্য। হানাফীগণ-এর বিরোধিতা করেন। কারণ, তাদের মতে উপকারিতা সম্পদ নয়।[১৫০]

আল্লামা যারকাশী বলেন : চুক্তি হয়তো উভয় পক্ষ থেকে প্রকৃতই আর্থিক হবে; যেমন বেচাকেনা ও সালাম। অথবা বিধানগত আর্থিক হবে; যেমন ইজারা। কারণ, বস্তুর উপকারিতা সম্পদের স্থলাভিষিক্ত। অনুরূপ হচ্ছে মুদারাবা ও মুসাকাত।

---

১৪৯. ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ২৮

১৫০. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২৬৩

www.amarboi.org

অথবা চুক্তিটি দুদিকের কোনো দিক থেকে আর্থিক হবে না; যেমন যুদ্ধবিরতির চুক্তি। কারণ, এখানে চুক্তিবদ্ধ জিনিস কোনো সম্পদ নয়; বরং মুসলমান ও কাফের উভয় পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকা হচ্ছে চুক্তির মূল বিষয়। এমনিভাবে বিচারের চুক্তি। কিংবা চুক্তিটি একপক্ষ থেকে আর্থিক হবে; যেমন বিয়ে, খুলা, হত্যার বদলে আর্থিক সমঝোতা চুক্তি কিংবা জিযিয়ার চুক্তি।

উভয়পক্ষ থেকে অ-আর্থিক চুক্তিটি উভয়পক্ষে আর্থিক চুক্তির তুলনায় বেশি আবশ্যকীয়। এটি এভাবে প্রকাশিত হয়, আর্থিক লেনদেনে বিনিময়দ্রব্যে (পণ্য বা মুদ্রা) কোনো দোষ প্রকাশিত হলে চুক্তিটি রহিত করা জায়েয। যেমন খিয়ারুল আইবে হয়ে থাকে। কিন্তু অ-আর্থিক চুক্তিটি কোনোভাবেই রহিত করা যায় না; তবে কোনো প্রতিবন্ধকতা যদি চুক্তির ধারাবাহিকতার প্রতিবন্ধক হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

আর্থিক চুক্তি দুই প্রকার : ১. শুধুই আর্থিক (مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ); ২. নিছক আর্থিক নয় (غَيْرُ مَحْضَةٍ)। শুধু আর্থিক চুক্তি হলো, যেখানে উভয় পক্ষ থেকে অর্থ বা সম্পদই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন বেচাকেনা। আর যে চুক্তি শুধু আর্থিক নয় তা শর্তযুক্ত হয় না, অর্থাৎ তাকে কোনো জিনিসের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যায় না; তবে মহিলার পক্ষ থেকে খুলা-চুক্তি হলে ভিন্ন কথা। যেমন মহিলা স্বামীর অর্থপ্রাপ্তিকে শর্তযুক্ত করে বলল, 'তুমি আমাকে তালাক দিলে এক হাজার টাকা পাবে।'[১৫১]

তিনি আরো বলেন : চুক্তিকে এভাবেও ভাগ করা যায় যে, তা হয়তো নিশ্চিত কোনো বস্তুকেন্দ্রিক হবে। যেমন বেচাকেনার সকল প্রকার। অথবা বস্তুর উপকারিতার চুক্তি; যেমন ইজারা। এটিই বিশুদ্ধ উক্তি। আর এজন্যেই ফকীহগণ বলেন, ইজারা হলো 'বিনিময়ের মাধ্যমে উপকারিতার মালিক বানানো।' এর বিপরীতে আবু ইসহাক বলেন, ইজারার মধ্যে বস্তুটিই চুক্তির ক্ষেত্র; এটিকে ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে যেন তার দ্বারা উপকার হাসিল করা যায়।[১৫২]

দ্বিতীয় : আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় চুক্তি

আবশ্যকীয় চুক্তি (الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ) হলো এমন চুক্তি যা দুপক্ষের একপক্ষ অন্যের সন্তুষ্টি ব্যতীত রহিত করতে পারে না। আর এর বিপরীত হচ্ছে অনাবশ্যকীয় বা সাধারণ বৈধ চুক্তি (الْعُقُودُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ বা الْعَقْدُ الْجَائِزُ)। এর সংজ্ঞা : তা এমন চুক্তি যা একপক্ষ অন্যপক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতীত রহিত বা ভঙ্গ করতে পারে।[১৫৩]

---

১৫১. আয যারকাশী, আল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০২

১৫২. আয যারকাশী, আল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০৩

১৫৩. আয যারকাশী, আল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০০

www.amarboi.org

চুক্তি আবশ্যক হওয়া বা না হওয়ার দিক বিবেচনা করে ফকীহ সমাজ যাবতীয় চুক্তি কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, দুজন বা দুপক্ষের মাঝে সংঘটিত চুক্তি কয়েক প্রকার :

প্রথমত : যা উভয় পক্ষ থেকে আবশ্যক। যেমন- বেচাকেনা, সরফ, সালাম, তাওলিয়া, তাশরীক, বিনিময়ের সন্ধি, হাওয়ালা, ইজারা, মুসাকাত, হেবার জিনিস গ্রহণের পর অপরিচিত কাউকে হেবা করে দেওয়া, মহর ও খুলার বিনিময়।

দ্বিতীয়ত : উভয় পক্ষ থেকে নিশ্চিত অনাবশ্যকীয়। যেমন- অংশীদারী ব্যবসা, ওকালত বা প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ, মুদারাবা, অসীয়ত, আরিয়ত, ওদীয়ত, ঋণ দেওয়া, মজুরি-চুক্তি, বিচারকার্য, প্রশাসনিক সকল দায়িত্ব–শাসনক্ষমতা ব্যতীত।

তৃতীয়ত : মতানৈক্যপূর্ণ চুক্তি। তবে সঠিক কথা হচ্ছে তা আবশ্যকীয়। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতা ও তীর প্রতিযোগিতা, এ হিসেবে যে এগুলো ইজারার মতো। এই মতের বিরুদ্ধচারীগণ বলেন, উভয়টাতে পুরস্কার রয়েছে। (এ ধরনের বিষয় আবশ্যক হয় না)। আর বিয়ে মহিলার পক্ষ থেকে নিশ্চিত আবশ্যকীয়; সঠিক মতানুসারে পুরুষের পক্ষ থেকেও। যেমন বেচাকেনা। অন্যমতে পুরুষের পক্ষে বিয়ে অনাবশ্যকীয় চুক্তি। কারণ, সে তালাক প্রদানের অধিকারী।

চতুর্থত : অনাবশ্যকীয় চুক্তি, যা পরবর্তী সময়ে আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন, গ্রহণ করার পূর্বে হেবা ও বন্ধক। মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত।

পঞ্চমত : একপক্ষ থেকে আবশ্যক হলেও অন্যপক্ষ হতে অনাবশ্যক। গ্রহণের পর বন্ধক, ক্ষতিপূরণ, কাফালত, নিরাপত্তার চুক্তি ও শাসনব্যবস্থা।[১৫৪]

আল্লামা যারকাশী রহ. বলেন : মূলত চুক্তির প্রকার হচ্ছে তিনটি : ১. উভয় পক্ষ হতে আবশ্যক। ২. উভয় পক্ষ থেকে অনাবশ্যক। ৩. একপক্ষ থেকে আবশ্যক, অন্যপক্ষ হতে অনাবশ্যক।[১৫৫] তিনি আরো বলেন, আবশ্যকীয় চুক্তির বিধান হলো চুক্তিবদ্ধ জিনিস নির্দিষ্ট, পরিজ্ঞাত ও তাৎক্ষণিক হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। কিন্তু অনাবশ্যকীয় চুক্তি এমন নাও হতে পারে। যেমন পলাতক গোলাম ফিরিয়ে আনার পুরস্কার চুক্তি।

উভয়পক্ষ হতে আবশ্যক– এমন চুক্তির আরো বিধান হচ্ছে, তাতে স্থায়ী খিয়ার থাকবে না। এবং চুক্তি সম্পাদনকারী একজন কিংবা উভয়ে মৃত্যুবরণ করলেও এই চুক্তি রহিত হবে না। তদ্রূপ পাগলামি ও বেহুঁশ হওয়ার কারণে

---

১৫৪. সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ২৭৫; ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৩৬

১৫৫. আয যারকাশী, আদ দুররুল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৩৯৮ ও ৪০০

www.amarboi.org

রহিত হবে না। কিন্তু জায়েয চুক্তি, যা আবশ্যক নয় এর বিপরীত। যেমনটি আল্লামা যারকাশী রহ. বলেছেন।[১৫৬]

এই নীতিমালা হানাফীদের মত অনুসারে কার্যকর নয়। তারা তাদের মতের সপক্ষে বলেন, ইজারা-চুক্তি এমন একটি চুক্তি যা উভয় পক্ষ থেকেই আবশ্যক। তবে ইজারা বাতিল হয়ে যায় মৃত্যু দ্বারা। কারণ, ইজারা লাভের ওপর হয়ে থাকে। আর লাভ ও উপকার তো একটু একটু করে উৎপাদন হতে থাকে। সুতরাং উভয়পক্ষের যে কারোর ইন্তেকালের পর সৃষ্ট উপকারিতা চুক্তির সময় ছিল না। সুতরাং মৃত্যুর দ্বারা হানাফীদের মতে ইজারা রহিত হয়ে যাবে।[১৫৭] বিস্তারিত আলোচনা إجارة। ইজারা পরিভাষায় দেখা যেতে পারে।

তৃতীয় : খিয়ারের সুযোগ থাকা বা না থাকা হিসাবে বিভক্তি

আল্লামা ইবনে কুদামা চুক্তিতে খিয়ারের (গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের স্বাধীনতা) সুযোগ থাকা বা না থাকা হিসেবে চুক্তিকে ছয়ভাগে ভাগ করেছেন। এবং এগুলোর বিধানও বাতলে দিয়েছেন। তা নিম্নরূপ :

ক. এমন আবশ্যকীয় চুক্তি যার উদ্দেশ্য কেবল বিনিময়। যেমন বেচাকেনা ও বেচাকেনার সদৃশ অন্যান্য চুক্তি। আর তা দু প্রকার :

প্রথম প্রকার : সেখানে দু ধরনের খিয়ার সাব্যস্ত হয়। খিয়ারুল মজলিস ও খিয়ারুশ শারত। যেমন এমন বেচাকেনা যেটিতে মজলিসে কব্জা করা শর্ত নয়। এমন সন্ধি করা যার মধ্যে বেচাকেনার অর্থ রয়েছে। দুটি বর্ণনার একটি মতে বিনিময়ের শর্তে হেবা করা। দায়িত্বের ইজারা দেওয়া। যেমন ভাড়াদাতা বলল, তোমার কাছে ভাড়া দিলাম এই শর্তে যে, তুমি আমার এ কাপড়টি সেলাই করে দিবে বা এরূপ কোনো শর্ত জুড়ে দিল। তাহলে তাতে খিয়ার সাব্যস্ত হবে। আর নির্দিষ্ট বস্তুতে ইজারা হলে তার সময় যদি চুক্তির সময় থেকেই শুরু হয়, তাহলে তাতে খিয়ারুল মজলিস সাব্যস্ত হবে, খিয়ারুশ শারত নয়। কারণ, খিয়ারুশ শারত সাব্যস্ত হলে খিয়ার চলাকালে চুক্তিবদ্ধ উপকারিতার কিয়দংশ হাতছাড়া হওয়া কিংবা মোটেও না পাওয়ার কারণ হতে পারে। আর উভয়টিই নাজায়েয।

দ্বিতীয় প্রকার : যে চুক্তির মধ্যে মজলিসেই কব্জা করা শর্ত। যেমন সরফ, সালাম, সুদী পণ্যকে একই প্রকারের পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। এসব চুক্তিতে খিয়ারুশ শারত সাব্যস্ত হবে না।

---

১৫৬. আয যারকাশী, আদ দুররুল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০১

১৫৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২২২

www.amarboi.org

খ. আবশ্যকীয় চুক্তি, তাতে বিনিময় গ্রহণ করা হলেও তা মূল উদ্দেশ্য থাকে না। যেমন বিবাহ ও খুলা। এ দুটোতে খিয়ার হবে না। কারণ, খিয়ার সাব্যস্ত হয় ব্যয়কৃত অর্থের বিনিময়ে নিজের প্রাপ্য অংশের যথাযথ পরিচয় লাভ করার জন্যে। আর এখানে তো বিনিময় মূল উদ্দেশ্যই নয়। তদ্রূপ ওয়াকফ, হেবা। উপরন্ত বিয়েতে খিয়ার সাব্যস্ত করা হলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

গ. একপক্ষ হতে আবশ্যকীয় চুক্তি, অন্য পক্ষ থেকে নয়। যেমন বন্ধক; তা বন্ধকদাতার পক্ষ হতে আবশ্যক, কিন্তু বন্ধকগ্রহীতার পক্ষ হতে অবশ্যক নয়। সুতরাং তাতে খিয়ার সাব্যস্ত হবে না। কারণ, বন্ধকগ্রহীতার জন্যে বন্ধক গ্রহণ করা আবশ্যিক না হওয়ার কারণে তার খিয়ার গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকের বস্তুটি কব্জা করার পূর্ব পর্যন্ত বন্ধকদাতা তার জন্যে খিয়ার সাব্যস্ত করার কোনো সার্থকতা নেই। তদ্রূপ জামিনদার ও কাফীল-এর অবস্থা।

ঘ. উভয় পক্ষ হতে অনাবশ্যক চুক্তি। যেমন : অংশীদারী কারবার, মুদারাবা, মজুরি-চুক্তি, ওকালাত, ওদীয়ত, অসীয়ত ইত্যাদি। এ সকল চুক্তিতে খিয়ার সাব্যস্ত হবে না। কারণ, এ চুক্তিগুলো সংঘটিত হতে খিয়ারের প্রয়োজন হয় না। এবং এ চুক্তিগুলোর মূল গঠনেই রহিত করার সুযোগ রয়েছে; তাই খিয়ারের কোনো প্রয়োজন নেই।

ঙ. আবশ্যক ও অনাবশ্যক দুটোর মাঝামাঝি চুক্তি। যেমন : মুসাকাত ও মুযারাআ। বাহ্যত এ দুটি চুক্তি বৈধ, আবশ্যক নয়। তাই এ দুটোতে খিয়ারের কোনো প্রয়োজন না থাকায় খিয়ার হবে না। দুর্বল বর্ণনামতে উভয়টি আবশ্যক চুক্তি। এ হিসেবে এগুলোতে খিয়ার সাব্যস্ত হওয়া ও না হওয়া দুটি মতই রয়েছে।

চ. এমন আবশ্যক চুক্তি যার মধ্যে সম্পাদনকারী উভয়ের একজনের স্বাধীনতা থাকে। যেমন হাওয়ালা এবং শুফআ। এগুলোতে খিয়ার হবে না। যেহেতু চুক্তিতে একজনের সন্তুষ্টি বিবেচনা করা হয় না, তাই তার কোনো খিয়ার থাকবে না। সুতরাং যখন একপক্ষে খিয়ার হবে না, দ্বিতীয় পক্ষেও খিয়ার হবে না।[১৫৮]

চতুর্থ : যেসব চুক্তিতে দখল বা কব্জা করা শর্ত, আর যেগুলোতে শর্ত নয়

দখল বা কব্জা করা শর্ত কিংবা শর্ত নয়– এ হিসেবে ফকীহগণ সকল চুক্তি দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

---

১৫৮. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৯৪

www.amarboi.org

প্রথম প্রকার : এমন সব চুক্তি যেগুলোতে মোটামুটিভাবে চুক্তির সময় চুক্তিবদ্ধ বস্তু কব্জা করা শর্ত নয়। এ প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে সাধারণ বেচাকেনা, ইজারা, বিয়ে, অসীয়ত, ওকালাত, হাওয়ালা ইত্যাদি। বেচাকেনা তো ঈজাব ও কবুল দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়। এরপর এই চুক্তির ফলাফল ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। যেমন- পণ্যের মালিকানা বিক্রেতার নিকট হতে ক্রেতার কাছে চলে যায়, মূল্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট থেকে সরে এসে বিক্রেতার হয়ে যায়। সে সময়ই তারা পরস্পর কব্জা করুক বা না করুক। এই বিধান ফকীহদের ঐকমত্য অনুযায়ী। তবে হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণ স্পষ্ট বলেছেন, বেচাকেনার ক্ষেত্রে যদিও শুধু চুক্তির দ্বারাই মালিকানা স্থানান্তর হয়ে যায়, কিন্তু পণ্য ও মূল্য কব্জা করা ব্যতীত তা স্থায়িত্ব লাভ করে না। যেমন বিয়ের ক্ষেত্রে মহর।[১৫৯]

ইজারা শুধু ঈজাব ও কবুল দ্বারাই সংঘটিত হয়। আর ইজারার ফলাফল বা প্রভাব প্রকাশিত হয় চুক্তি সংঘটিত হওয়ার দ্বারাই; তা উসুল করার চাহিদা প্রকাশ করা ছাড়াই। এটি অধিকাংশ আলেমের অভিমত।[১৬০]

তবে হানাফীগণ এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন : ভাড়াদাতা কেবল চুক্তির দ্বারাই ভাড়ার টাকার মালিক হয়ে যাবে না; বরং সে ভাড়ার টাকা উসুল করা কিংবা ভাড়ার টাকা উসুল করার সুযোগ লাভ করা অথবা অগ্রিম ভাড়া নেওয়া অথবা অগ্রিম ভাড়া প্রদানের শর্ত করার দ্বারা হতে পারে। যেমন ভাড়াগ্রহীতা শুধু চুক্তির দ্বারাই উপকার লাভের মালিক হয়ে যায় না। কারণ, বস্তুর উপকার অল্প অল্প করে সৃষ্টি হতে থাকে। তাই সে উপকার পূর্ণ উসুল করার দ্বারা অথবা একদিন একদিন করে ক্রমশ মালিক হতে থাকে।[১৬১] এমনি ভাবে বিয়েতে কেবল চুক্তির মাধ্যমেই এর ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। মহর গ্রহণ করা ছাড়াই। তদ্রূপ অসীয়ত, ওকালাত, হাওয়ালা। এসব চুক্তি সংঘটিত হওয়ার জন্যে চুক্তিবদ্ধ বস্তু কব্জা করা শর্ত নয়।

দ্বিতীয় প্রকার : যেসব চুক্তিতে চুক্তির সময় চুক্তিবদ্ধ জিনিস কব্জা করা শর্ত

এমন কিছু চুক্তি রয়েছে যেগুলোতে চুক্তির সময়ই চুক্তিবদ্ধ জিনিস দখলে নেওয়া অর্থাৎ কব্জা করা শর্ত। তা কয়েক প্রকার :

---

১৫৯. ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৪৭; সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ২৮২; ইবনে রাজাব, আল-কাওয়ায়িদ, পৃ. ৭৪-৭৬

১৬০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২১৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৬৪; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৪৩

১৬১. ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৪৮

www.amarboi.org

ক. এমন যাবতীয় চুক্তি যেগুলোতে মালিকানা স্থানান্তরের জন্যে কজা করা শর্ত। যেমন- হেবা, কর্জ বা ঋণ ও আরিয়াত বা ধারপ্রদান।

হেবা বলা হয় : هِيَ تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার জীবদ্দশায় নিজের কোনো জিনিস বিনিময় ব্যতীত অপরকে দিয়ে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, কেবল ঈজাব ও কবুল দ্বারা হেবাতে মালিকানা স্থানান্তর হয় না। বরং হেবাকারীর অনুমতিক্রমে তা কজা করা জরুরি।[১৬২]

মালেকীগণ বলেন, মালিকানা স্থানান্তরের জন্যে হেবায় কজা করা শর্ত নয়। বরং হেবাচুক্তি দ্বারাই হেবাগ্রহীতা হেবাকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যাবে। এ জন্যে হেবাকারীর দায়িত্ব হচ্ছে তাকে কজা করার সুযোগ করে দেওয়া।[১৬৩]

এমনিভাবে কর্জ বা ঋণ সম্পর্কে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন : ঋণগ্রহীতার কাছে মালিকানা স্থানান্তরের জন্যে কজা করা শর্ত। কজা করা ব্যতীত সে মালিক হবে না।[১৬৪]

এক্ষেত্রে মালেকীগণ বলেন, শুধু চুক্তির মাধ্যমেই তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ঋণকৃত বস্তু কজা করার কোনো প্রয়োজন নেই।[১৬৫]

এই মূলনীতির আলোকে চুক্তির পর হলেও কজা করার আগে যদি ঋণকৃত ওই বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে ঋণদাতা এর ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কারণ, এখনো বস্তুটি তার মালিকানায় রয়েছে, ঋণগ্রহীতার মালিকানায় স্থানান্তর হয়নি।[১৬৬]

ধারে প্রদত্ত বস্তুর ক্ষেত্রে হানাফীগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, ধারে প্রদত্ত বস্তুর উপকারিতা শুধু চুক্তির দ্বারাই স্থানান্তরিত হয় না। বরং ধারকৃত বস্তু দখলে নেওয়া বা কজা করার দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬৭]

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, আরিয়াত বা ধারের ক্ষেত্রে উপকার গ্রহণ বৈধ; কিন্তু তাতে উপকারিতা স্থানান্তরিত হবে না। কারণ তাতে কাউকে

---

১৬২. ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ২৭৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪০০; সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১৯; ইবনে রাজাব, আল কাওয়ায়িদ, পৃ. ৭১

১৬৩. হাশিয়া দুসূকী মা'আশ শারহিল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১০১

১৬৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৩৯৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭৫

১৬৫. দারদীর প্রণীত আশ শারহুল কাবীর, দুসূকীর হাশিয়াসহ, খ. ৩, পৃ. ২২৬

১৬৬. প্রাগুক্ত

১৬৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২১৪

www.amarboi.org

উপকারিতার মালিক বানানো হয় না। (যেমনটি ইজারার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।) আর মালেকীগণের মতে ধারের ক্ষেত্রে কেবল চুক্তির মাধ্যমেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, ধারেপ্রদত্ত বস্তু কজা করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিস্তারিত عارية আরিয়াত পরিভাষায় দেখা যেতে পারে।

খ. কিছু চুক্তি এমন রয়েছে যেগুলো বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে কজা করা শর্ত। যেমন : সরফ, সুদী বস্তুসমূহ বিক্রি করা, সালাম, মুদারাবা, মুসাকাত, মুযারাআ।

সরফ-চুক্তি বলা হয় : هُوَ بَيْعُ النَّقْد بِالنَّقْد অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার লেনদেন। সকল ফকীহ সরফের বিষয়ে একমত, তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে চুক্তির মজলিস থেকে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে উভয় বিনিময়বস্তু কজা করা শর্ত। দলিল হচ্ছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস :

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করো না; তবে সমান সমান হলে করো। একটিকে আরেকটি থেকে বাড়িয়ে দিও না। রূপার বিনিময়ে রূপা কেনাবেচা করো না; তবে সমান সমান হলে করো। একটিকে আরেকটি থেকে বাড়িয়ে দিও না। তেমনি উপস্থিত বস্তুর বিনিময়ে অনুপস্থিত বস্তু বিক্রি করো না।"[১৬৮]

তদ্রূপ সুদী জিনিসের বেচাকেনা। যেমন গম, যব ইত্যাদি। এসব বস্তু অনুরূপ বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করতে হলে পরস্পরে কজা করা শর্ত।[১৬৯] কারণ, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন হাদীসে বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

"রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রিতে রিবা– সুদ হবে; তবে নগদ বিক্রি করলে হবে না। গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা রিবা; তবে নগদে বিক্রি করা যাবে। যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা রিবা; তবে নগদে বিক্রি করা যাবে। খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করায় সুদ হবে, তবে নগদ নগদ বিক্রি করা।"[১৭০]

---

১৬৮. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৮০; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২০৮, হাদীস নং ৪১৩৮ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রা.।

১৬৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৫; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৫; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৯; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২১৭

১৭০. বুখারী, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৭৮; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২১০, হাদীস নং ৪১৪৩, হাদীসটির বর্ণনাকারী উমর রা.।

www.amarboi.org

অর্থাৎ নগদ বিক্রি করলে আর সুদ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সমান সমানও হতে হবে– যেমনটি উপরের হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল।

আর সালাম বলা হয় : بَيْعُ الْأَجِل بِالْعَاجِل "নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকিতে পণ্য বিক্রি করা।" এ ব্যাপারে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী-এ তিন মাযহাবের ফকীহদের মত হলো, সালাম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে উভয়ে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রেতার মূলধন কব্জা করা শর্ত।[১৭১]

কারণ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"যে ব্যক্তি খেজুরে সালাম বিক্রি করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপ, নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে।"[১৭২]

হাদীসে বর্ণিত اَلتَّسْلِيفُ-এর অর্থই হলো, প্রদান করা, দেওয়া। (অতএব মূল্য এখনই প্রদান করতে হবে।) এখানে আরেকটি কারণ রয়েছে, তা হচ্ছে, মূলধন কব্জা করার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হলে তা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি (বাকীর বিপরীতে বাকী বিক্রি) হয়ে যাবে। অথচ তা নিষিদ্ধ। কারণ সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বিধৃত হয়েছে।

মালেকীদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, সালামের ক্ষেত্রে চুক্তির মজলিসে মূলধন কব্জা করা শর্ত নয়। তারা বলেন, মূলধন কব্জা করা দুই/তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয। কারণ, যে জিনিস অতি শীঘ্রই পাওয়া যাবে তা বর্তমানে পাওয়া গেছে বলে ধরা যায়।[১৭৩]

মুদারাবা হচ্ছে : إِعْطَاءُ مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ অর্থাৎ 'লাভের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে কাউকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সম্পদ দেওয়া।' অধিকাংশ ফকীহ- হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের সকল ফকীহ এবং কতিপয় হাম্বলী ফকীহ বলেন, মুদারাবা-চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে শ্রমিকের কাছে মূলধন হস্তান্তর করা শর্ত; এভাবে যে, সে তা স্বাধীনভাবে কাজে লাগাতে পারবে।[১৭৪]

---

১৭১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০২; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩৯১

১৭২. বুখারী ও মুসলিম, টীকা ১৪০ দ্রষ্টব্য।

১৭৩. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫১৪

১৭৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৮৪; আশ শারহুল কাবীর মা'আ হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫১৭; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মুদারাবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য মূলধন কব্জা করা শর্ত নয়।[১৭৫] বিস্তারিত দেখা যেতে পারে مُضَارَبَةٌ শিরোনামে।

মুসাকাত-চুক্তি হচ্ছে :

عَقْدٌ عَلَى دَفْعِ الشَّجَرِ وَالْكُرُومِ إِلَى مَنْ يُصْلِحُهَا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهَا

'ফলের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে বাগান চাষ করতে দেওয়া।' হানাফী ও শাফেয়ীগণ চুক্তির বৈধতার জন্যে বাগানের মালিকের ওপর শর্তারোপ করেছেন; শ্রমিকের কাছে বাগান হস্তান্তর করা, যেন সে দেখাশোনা করতে পারে। পরবর্তী সময়ে উৎপাদিত ফল দুজনের মাঝে (শর্ত মোতাবেক) বণ্টন করা হবে। সুতরাং মালিক যদি বাগানের গাছগুলো নিজের অধিকারে কিংবা একসঙ্গে দুজনের অধিকারে রাখার শর্ত করে, তাহলে অর্পণ ও হস্তান্তর না পাওয়ার কারণে চুক্তিই বিশুদ্ধ হবে না।[১৭৬] বিস্তারিত দেখুন : مُسَاقَاةٌ

তদ্রূপ যারা মুযারাআ বা বর্গাচাষকে বৈধ বলেন, তাদের মতে ভূমি কৃষকের কাছে হস্তান্তর করা তা বৈধ হওয়ার জন্যে শর্ত। এ কারণে ভূমির মালিকের ওপর কাজের শর্তারোপ করা হলে কিংবা দুজনে মিলে কাজ করার শর্ত করলে মুযারাআ বিশুদ্ধ হবে না; জমি মুক্ত করে দেওয়া পাওয়া যায়নি বলে।[১৭৭] বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : مُزَارَعَةٌ শিরোনামে।

গ. যে সকল চুক্তি আবশ্যক হওয়ার জন্যে কব্জা করা শর্ত

কিছু চুক্তি এমন রয়েছে যেগুলো আবশ্যক হওয়ার জন্যে কব্জা করা শর্ত। যেমন হেবা ও বন্ধক। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত হলো, কব্জা করার পূর্বে কেবল ঈজাব ও কবুল দ্বারা হেবা-চুক্তি আবশ্যক হয়ে যায় না। সুতরাং হেবাকৃত বস্তু হেবাগ্রহণকারী কব্জা না করা পর্যন্ত হেবাকারী তার হেবা প্রত্যাহার করার সুযোগ পাবে। এমনকি কতক ফকীহ হেবার বস্তু কব্জা করার পরও হেবা আবশ্যক না হওয়ার মত দিয়েছেন। সে হিসেবে এরপরও হেবাকারী হেবা ফেরত নিয়ে আসতে পারবে; তবে কয়েকটি অবস্থা ব্যতিক্রম। সে অবস্থাগুলোতে হেবা ফেরত নিতে পারবে না।[১৭৮]

---

১৭৫. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৫

১৭৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১৪৪৫; মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ১৫৫

১৭৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১৭৮

১৭৮. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪০১; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৫৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২৩-১২৭

www.amarboi.org

মালেকীগণ বলেন, কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায় কব্জা করার দ্বারা হেবা আবশ্যক হয়ে যায়।[১৭৯] বিস্তারিত দেখা যেতে পারে : هِبَة

বন্ধকের ক্ষেত্রে দখল বা কব্জা করাকে সকল ফকীহ্ শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বন্ধকদাতার প্রত্যাহারমূলক কথায় বন্ধক চুক্তি রহিত হয়ে যায়; তদ্রূপ এমন কাজ দ্বারাও রহিত হয়ে যায় যা বন্ধকদাতার মালিকানা দূর করে দেয়।[১৮০] বিস্তারিত দেখুন পরিভাষা : رَهْن

পঞ্চম. বিনিময়পূর্ণ ও অনুদানমূলক চুক্তিসমূহ

কিছুসংখ্যক ফকীহ্ চুক্তিতে বিনিময় বিদ্যমান ও অবিদ্যমান-এ দৃষ্টিকোণ থেকে সমুদয় চুক্তি দুভাগে ভাগ করেছেন : ১. বিনিময়পূর্ণ চুক্তি عُقُوْدُ الْمُعَاوَضَة : এবং ২. অনুদানমূলক চুক্তি : عُقُوْدُ التَّبَرُّع

প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, বেচাকেনার সকল প্রকার, যেমন পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি, সালাম, সরফ, ইজারা, অর্ডার, সন্ধি, বিয়ে, খুলা, মুদারাবা, মুযারাআ, মুসাকাত, অংশীদারী চুক্তি ইত্যাদি এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে : হেবা, আরিয়াত বা ধার, ওদীয়ত, ওকালাত, ঋণগ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত কাফালত গ্রহণ, বন্ধক, অসীয়ত ইত্যাদি।

এ প্রকারসমূহের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আল্লামা যারকাশী বলেন, চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ কিংবা এক পক্ষ কারোরই যদি বিনিময় উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা নির্দিষ্ট ও পরিজ্ঞাত হওয়া শর্ত। যেমন পণ্যের মূল্য, ইজারার বিনিময় ইত্যাদি। তবে মহর ও খুলার বিনিময় তা থেকে ভিন্ন। কারণ, এ দুটোতে অজ্ঞতা থাকলেও বাতিল হবে না, যেহেতু এখানে তার পরিজ্ঞাত বিকল্প রয়েছে; আর তা হচ্ছে মহরে মিসল। কখনো বিনিময়টা অজ্ঞাত জিনিসের পর্যায়ভুক্ত হয়। যেমন মুদারাবা ও মুসাকাতের বিনিময়।

এখানে এমন কিছু চুক্তি রয়েছে যেগুলোতে বিনিময় সম্পর্কে সাধারণ বা সামান্য পরিমাণ জ্ঞাত হওয়াই যথেষ্ট। এর উদাহরণ অংশীদারী চুক্তি। কারণ, এখানে মিশ্রিত সম্পদে উভয়ের প্রদত্ত পুঁজির অংশ জানা শর্ত। যেমন অর্ধেক অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। সঠিক অভিমত অনুসারে যদি পরেও তা জানা সম্ভব হয় তাহলেও তা বৈধ হবে। অপরদিকে এমন কিছু চুক্তি রয়েছে যেগুলোতে সামান্য পরিমাণ জানা যথেষ্ট নয়। যেমন মুদারাবা ও কর্জ।

---

১৭৯. আদ দুসুকী, মা'আশ শারহিল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১০১

১৮০. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২৮; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৬

www.amarboi.org

উপস্থিত বস্তু প্রত্যক্ষ করে পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া কি যথেষ্ট? আসলে বিভিন্ন চুক্তির ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী তা ভিন্ন হয়ে থাকে। কিছু চুক্তিতে কতক বস্তু প্রত্যক্ষ করাই যথেষ্ট; যেমন বেচাকেনা। আর কতক চুক্তিতে তা যথেষ্ট নয়; যেমন মুদারাবা।[১৮১]

স্বেচ্ছা সেবা ও অনুদানমূলক চুক্তিসমূহে বিনিময় না থাকার কারণে তাতে সামান্য ধোঁকা ও অজ্ঞতা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়। কারণ, এর ভিত্তিই হচ্ছে সহজতা, প্রশস্ততা ও দয়ার ওপর।[১৮২]

এছাড়া আরো কিছু চুক্তি রয়েছে যা সূচনালগ্নে অনুদানমূলক হয়ে থাকে; কিন্তু পরিণামের বিচারে বিনিময়মূলক হয়ে যায়। যেমন ঋণ প্রদানের চুক্তি। কারণ, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার ওপর অনুগ্রহ করছে। তবে ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় ঋণগ্রহীতাকে ঋণের হুবহু বদল ফেরত দিতে হয়। সে হিসেবে তা বিনিময়মূলক চুক্তি হয়ে যায়। এমনিভাবে ঋণগ্রস্তের অনুমতিক্রমে কাফালাতের চুক্তি। কেননা, শুরুতে তা অনুদানমূলক– যখন কাফীল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে সে যখন ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করার পর ঋণগ্রস্তের কাছ থেকে প্রদত্ত টাকার সমপরিমাণ উসুল করে তখন তা বিনিময়মূলক চুক্তিতে পরিণত হয়।

বিনিময়মূলক চুক্তি এবং অনুদানমূলক চুক্তির বিধানে পার্থক্য রয়েছে, চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে। বিনিময়মূলক চুক্তি যেমন বেচাকেনা ও ইজারা ইত্যাদিতে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব– যদি তা শর্তসহকারে সঠিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। দলিল হচ্ছে কুরআনে কারীমের এ আয়াত : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 'তোমরা চুক্তি ও অঙ্গীকার পূরণ করো।'[১৮৩]

কারণ, তা পূরণ না করলে অপর চুক্তিকারী যা বিনিয়োগ করেছিল তা ধ্বংস হয়ে সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

কিন্তু অনুদানমূলক চুক্তি । যেমন, হেবা, আরিয়াত, কর্জ, অসীয়ত ইত্যাদি এর বিপরীত। এসব চুক্তিতে অনুদান প্রদানকারীর অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়। কারণ, সে অনুগ্রহকারী ও স্বেচ্ছাদানকারী। আর অনুগ্রহকারীর ওপর কোনো বাধ্য বাধকতা থাকে না। বিভিন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে এ বিধানের ভিন্নতা থাকতে পারে। তবে ফকীহগণ স্পষ্ট বলেছেন, অনুদানমূলক হলেও এসব অঙ্গীকার পূরণ করা মুস্তাহাব ও উত্তম। কারণ, তা পূরণ করাও অনুগ্রহের

---

১৮১. আয যারকাশী, আদ দুররুল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০৩; ইবনে রাজাব, আল-কাওয়ায়িদ, পৃ. ৭৪

১৮২. আল-কারাফী, আল ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৫১

১৮৩. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১

www.amarboi.org

অন্তর্ভুক্ত। শরীয়ত একাধিক স্থানে দান ও অনুদানে উৎসাহ দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 'তোমরা একে অপরে কল্যাণ ও খোদাভীতির ব্যাপারে সহযোগিতা করো।'[১৮৪] আর এটিই অধিকাংশ ফকীহের অভিমত।

মালেকীগণের মতে অনুদানমূলক হলেও কিছু চুক্তিতে চুক্তি পূরণ করা আবশ্যক। যেমন নির্দিষ্ট মেয়াদের আরিয়াত সময় অতিবাহিত হতেই ফেরত দেওয়া তাদের মতে ওয়াজিব।[১৮৫] যেমনিভাবে তাদের মতে হেবা কবুল করা আবশ্যক। সুতরাং যদি হেবাকারী তা অর্পণ করতে অসম্মত হয় তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে।[১৮৬]

ষষ্ঠ : শুদ্ধ, বাতিল ও ফাসিদ চুক্তি

শরীয়ত কোনো চুক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এর ফলাফল প্রকাশিত হওয়া কিংবা কোনোটাই না হওয়ার বিচারে ফকীহগণ চুক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: ১. বিশুদ্ধ চুক্তি (الْعَقْدُ الصَّحِيحُ), ২. অবিশুদ্ধ চুক্তি (الْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ)।

বিশুদ্ধ চুক্তি

বিশুদ্ধ চুক্তি হলো :

وَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ مَعًا ، بِحَيْثُ يَكُونُ مُسْتَجْمِعًا لِأَرْكَانِهِ وَأَوْصَافِهِ ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ

'এমন চুক্তি যার মূল ও গুণ উভয়টি শরীয়তসম্মত, চুক্তিটা এমন যে, তাতে এর মূল ও গুণের সমাবেশ ঘটে। অতঃপর এর দ্বারা কাঙ্খিত ফলাফল প্রকাশিত হয়।' যেমন প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যমানসম্পন্ন ও হস্তান্তরযোগ্য জিনিস শরীয়তে গ্রহণযোগ্য ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে বিক্রি করা। এর দ্বারা বেচাকেনার ফলাফল প্রকাশিত হবে; যেমন ক্রেতা পণ্যের মালিক এবং বিক্রেতা মূল্যের মালিক হবে। এমনিভাবে মূল্যের মাধ্যমে শরীয়তে বৈধ এমন উপকার হাসিলের জন্যে ইজারা গ্রহণ করা। সুতরাং এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রকাশ পাবে; যেমন ভাড়াগ্রহীতা ওই বস্তুর উপকার গ্রহণের সুযোগ পাবে এবং ভাড়াদাতা ভাড়ার মালিক হবে।[১৮৭]

---

১৮৪. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত-২

১৮৫. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯-৪৪২

১৮৬. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২৬২

১৮৭. মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা, ধারা : ১০৯ ও ১১০; আয যারকাশী, আদ দুররুল মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০৯

www.amarboi.org

এভাবে সকল প্রকার চুক্তি– যদি তার মূলে বা তার শর্তসমূহে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। বরং শরীয়তসম্মতভাবে চুক্তি সংঘটিত হয়, তাহলে সে চুক্তির ফলাফল প্রকাশিত হবে।

অশুদ্ধ চুক্তি

অশুদ্ধ চুক্তি হলো : এমন চুক্তি শরীয়তে যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং এর কোনো ফলাফলও প্রকাশিত হয় না। অথবা বলা যায়, তা এমন চুক্তি যা মূল ও গুণ কোনো ভাবে শরীয়তসম্মত নয়। বা যা মূল হিসেবে শরীয়তসম্মত হলেও গুণগতভাবে শরয়ীতসম্মত নয়। প্রথমটির উদাহরণ হচ্ছে পাগল এবং নির্বোধ বালকের চুক্তি। অথবা মৃত জন্তু, রক্ত কিংবা শরীয়তে সম্পদ বিবেচ্য নয় এমন বস্তু বিক্রয়ের চুক্তি। দ্বিতীয়টির উদাহরণ, জবরদস্তিমূলক চুক্তি এবং বিনিময়মূলক লেনদেনের ক্ষেত্রে অজানা জিনিসের চুক্তি করা।[১৮৮]

অশুদ্ধ চুক্তিকে হানাফীগণ দুভাগে ভাগ করেছেন : ১. বাতিল চুক্তি (عقد باطل), ২. ফাসিদ চুক্তি (عقد فاسد)। বিস্তারিত দেখা যেতে পারে; শিরোনাম : فساد ، بطلان

সপ্তম. কার্যকরী চুক্তি ও স্থগিত চুক্তি

অধিকাংশ ফকীহ চুক্তির প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল প্রকাশ ও অপ্রকাশের দিক বিবেচনা করে সমুদয় চুক্তি দু ভাগে ভাগ করেছেন :

ক. কার্যকরী চুক্তি العَقْدُ النَّافِذُ

কার্যকরী চুক্তি হলো সহীহ শুদ্ধ চুক্তি, যার সঙ্গে অন্যের হক জড়িত নয়। আর তার প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক প্রকাশিত হয়।[১৮৯] কিংবা বলা যায়, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের অধিকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশিত চুক্তি। তার কর্তৃত্ব মৌলিক হোক; যেমন কেউ নিজের পক্ষ থেকে চুক্তি করল। কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক হোক; যেমন অসীর চুক্তি অথবা অধীনস্থ ব্যক্তির পক্ষে অভিভাবকের চুক্তি কিংবা মক্কেলের পক্ষে ওকীলের চুক্তি।

কার্যকরী চুক্তির প্রতিক্রিয়া ও বিধান হচ্ছে, তা ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যের অনুমতির মুখাপেক্ষী নয়।

খ. স্থগিত চুক্তি : العَقْدُ المَوْقُوفُ

হস্তক্ষেপের অধিকারী কিন্তু কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে প্রকাশিত চুক্তিকে স্থগিত চুক্তি বলে। যেমন কেউ অন্যের সম্পদ তার অনুমতি

---

১৮৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ৩০৫; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৬৩; সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১০; রওজাতুন নাযের, পৃ. ৩১

১৮৯. দুরারুল হুক্কাম শারহি মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৯৫ ও ৩০৪

www.amarboi.org

ব্যতীত বিক্রি করে দিল। কিংবা বলা যায়, তা এমন চুক্তি যার সঙ্গে অন্যের অধিকার জড়িত রয়েছে।[১৯০]

স্থগিত চুক্তির বিধান

স্থগিত চুক্তি জায়েযের প্রবক্তাদের মতে এর বিধান হলো, তা একটি বিশুদ্ধ চুক্তি। কারণ, তা মৌলিক ও গুণগতভাবে শরীয়তসম্মত। সুতরাং তা বৈধ বেচাকেনা বলে গণ্য হবে, তবে স্থগিতের ভিত্তিতে। অর্থাৎ তার শরীয়তসম্মত মালিকের অনুমতির ওপর তা নির্ভরশীল থাকবে। যেমন অনধিকার চর্চাকারীর চুক্তি, লেনদেনের অনুমতি নেই এমন সুবোধ বালকের চুক্তি ইত্যাদি।

ফকীহগণ স্থগিত চুক্তির বৈধতা ও শুদ্ধতা সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ তথা হানাফী ও মালেকী ফকীহদের মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের পুরাতন অভিমত ও হাম্বলী মাযহাবের একটি বর্ণনা : স্থগিত চুক্তি শুদ্ধ চুক্তি, তবে তার কার্যকারিতা স্থগিত থাকে। মালিক কিংবা যে অনুমতি প্রদান ও হস্তক্ষেপের অধিকারী সে যদি অনুমতি প্রদান করে তাহলে তা কার্যকর ও বাস্তবায়ন হবে; আর অনুমতি না দিলে হবে না।[১৯১] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টম. সাময়িক চুক্তি ও সাধারণ চুক্তি

কতক ফকীহ চুক্তিতে সময় প্রবেশ করা বা না করার ওপর ভিত্তি করে চুক্তিতে দুটি ভাগ করেছেন : ১. সাময়িক চুক্তি/নির্ধারিত সময়ের চুক্তি (الْعُقُودُ الْمُؤَقَّتَةُ), ২. সাধারণ চুক্তি বা সময়-অনির্দিষ্ট চুক্তি (الْعُقُودُ غَيْرُ الْمُؤَقَّتَةِ/الْعُقُودُ الْمُطْلَقَةُ)।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ুতী রহ. বলেন, যে চুক্তিতে সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ রুকন হয় সেই চুক্তি অবশ্যই সাময়িক চুক্তি। যেমন ইজারা, মুসাকাত, যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি। আর যে চুক্তি এরূপ নয় তা সাধারণ চুক্তি। তবে কখনো তাতে সময় নির্ধারণ করা হয়– যা চুক্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন মুদারাবা, তাতে সময় উল্লেখ করা হয়, সে সময়ের পর কেনা নিষেধ। কতক চুক্তি সময় নির্ধারণ কবুল করে না, তন্মধ্যে বিশুদ্ধমতে জিযিয়া, বেচাকেনার

১৯০. মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ৪৭; দুরারুল হুক্কাম, খ. ১, পৃ. ৯৪; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০০

১৯১. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৪৪; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০০; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ৪৭; ইবনে জুযাই-এর আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৬৩; হাশিয়া দুসুকী, আশ শারহুল কাবীর সহ, খ. ৩, পৃ. ১০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৫, সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ১৮৫; ইবনে কুদামা, আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৭৪

www.amarboi.org

চুক্তি, বিয়ে, ওয়াক্ফ। আর কতক চুক্তি সময় নির্ধারণ গ্রহণ করে– আর তা শর্তরূপে বিবেচিত হয়; যেমন ইজারা, মুসাকাত, সঠিক অভিমত অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি। আর কতক চুক্তি সময় নির্ধারণ গ্রহণ করে, কিন্তু তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে সময় শর্ত নয়; যেমন ওকালাত, অসীয়ত।

আল্লামা সুয়ূতী আরো বলেন, মোটকথা যেসব চুক্তিতে সময় নির্ধারণ করা যায় না সেগুলোতে সময় নির্ধারণ করা হলে তা বাতিল হয়ে যায়। যেমন বেচাকেনার সকল প্রকার, বিয়ে ও ওয়াক্ফ।[১৯২]

সকল ফকীহ্ উল্লেখ করেছেন, ইজারা-চুক্তি সাময়িক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।[১৯৩] ওকালাতের চুক্তির ক্ষেত্রে তারা বলেছেন, তাতে সময় নির্ধারণ করা যাবে।[১৯৪] তেমনি একটি চুক্তি হচ্ছে মুসাকাত-চুক্তি। যদি তাতে সময় নির্ধারণ না করা হয় তাহলে হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী তথা অধিকাংশ ফকীহের মতে প্রথম ফলের ওপর চুক্তিটি সংঘটিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।[১৯৫]

হাম্বলীগণ বলেন, মুসাকাতে সময় নির্ধারণ করা বিশুদ্ধ। যেহেতু, তার সময় নির্ধারণে কোনো ক্ষতি নেই।[১৯৬] তবে তাতে সময় নির্ধারণ শর্ত হবে না।

যেসব চুক্তি সময় নির্ধারণকে গ্রহণ করে না তন্মধ্যে বন্ধকী-চুক্তিও একটি।[১৯৭]

অদ্রূপ হেবাচুক্তি। কারণ তা হচ্ছে বিনিময়হীন কোনো বস্তুর মালিক বানিয়ে দেওয়া তাৎক্ষণিকভাবে। আর বস্তুর মালিক বানিয়ে দেওয়া সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট হলে তা বৈধ হয় না। যেমন বেচাকেনা।[১৯৮]

কাফালাত-চুক্তি সময় নির্ধারণকে গ্রহণ করে কিনা, এ বিষয়ে ফকীহ্গণ মতানৈক্য করেছেন। হানাফী ফকীহ্দের মত, শাফেয়ীদের একটি উক্তি এবং হাম্বলীদের অভিমত হচ্ছে, তাতে সময় নির্ধারণ জায়েয। অদ্রূপ মালেকীগণও

---

১৯২. সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ২৮২-২৮৩

১৯৩. ইবনে নুজাইম, পৃ. ৩৩৬; আল-মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ৪

১৯৪. আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ২৮৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২৩; আল-মুগনী মাআশ শারহিল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ২১০

১৯৫. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৪৯; দারদীর প্রণীত আশ শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ২২৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩২৭

১৯৬. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৫৩৮

১৯৭. আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ২৩৬; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১৭৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২. পৃ. ৩২৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩৫০

১৯৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১১৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৯৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৯৮; আল-মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ২৫৬

www.amarboi.org

কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সময় নির্ধারণকে জায়েয বলেছেন। শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, কাফালাতে সময় নির্ধারণ করা জায়েয নয়।[১৯৯] এ সম্পর্কে বিস্ত ারিত জানতে أجل পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

'চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত' বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ের মাঝে যে সকল কথা আলোচিত হয়। তখন চুক্তির ফলাফল এ সকল শর্তে শর্তযুক্ত হয় অথবা চুক্তির মৌলিক বিষয়ের অতিরিক্ত ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের সঙ্গে চুক্তিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[২০০]

অধিকাংশ ফকীহ চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী দু ভাগে ভাগ করেছেন: ১. সহীহ ও বিশুদ্ধ শর্ত (شَرْط صَحِيح); ২. অশুদ্ধ শর্ত (شَرْط غَيْر صَحِيح)। হানাফী ফকীহগণ চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন : ১. বিশুদ্ধ শর্ত (الشَّرْطُ الصَّحِيحُ), ২. ফাসিদ শর্ত (الشَّرْطُ الْفَاسِدُ), ৩. বাতিল শর্ত (الشَّرْطُ الْبَاطِل)।

বিশুদ্ধ শর্তের নিয়ম হচ্ছে, চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় তা চুক্তির সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে; অথবা শর্তটিকে চুক্তি কামনা করবে কিংবা শর্তটি চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এ পর্যন্ত বিষয়টিতে ফকীহ সমাজের ঐকমত্য রয়েছে। অথবা যে শর্তের বৈধতার পক্ষে শরীয়তের কোনো দলিল রয়েছে। কিংবা যে শর্তের পক্ষে সামাজিক প্রচলন বিদ্যমান, যেমন হানাফী ফকীহগণ বৃদ্ধি করে বলেন অথবা যা চুক্তি সম্পাদনকারীর জন্যে বৈধ কোনো উপকার বয়ে আনে, যেমনটি শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেছেন।

বিশুদ্ধ শর্তের উদাহরণ হচ্ছে, বেচাকেনার চুক্তিতে কব্জা করার শর্ত, বাকি মূল্যের ক্ষেত্রে বন্ধক বা কাফালাতের শর্ত করা।[২০১]

উপরিউক্ত শর্তগুলো এবং এ ধরনের যে কোনো বিশুদ্ধ শর্ত চুক্তিতে আরোপ করা যাবে; এগুলো চুক্তি সংঘটনে বা চুক্তির বৈধতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

বাতিল বা ফাসিদ শর্ত হচ্ছে, এমন শর্ত যা চুক্তি কামনা করে না অথবা তা চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা তার কারণে ধোঁকা সৃষ্টি হবে কিংবা শরীয়তে

---

১৯৯. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৬৬; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ৩১৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২. ঈ. ২০৭; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪১ .

২০০. হাশিয়াতুল হামুয়ী, ইবনে নুজাইম-এর আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, খ. ২, পৃ. ২২৫; আয যারকাশী, আদ দুররুল মানছুর, খ. ১, পৃ. ৩৭০

২০১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৭১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৬৫; আন নববী, আল মাজমূউ, খ. ৯, পৃ. ৩৬৪; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৮৯

www.amarboi.org

বর্ণিত হয়নি এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া। এ ধরনের শর্তের মধ্যে কিছু এমন রয়েছে যা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। যেমন গর্ভবতী হওয়ার শর্তে জন্তু বিক্রি করা। কারণ তাতে ধোঁকার আশংকা বিদ্যমান।[২০২]

এমনিভাবে এমন চুক্তি যার মাঝে সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । কারণ এ বিষয়ে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা বিধৃত হয়েছে।[২০৩]

এ প্রকারের উদাহরণ এমন শর্ত, যে শর্তের সাথে কৃত চুক্তি বৈধ; কিন্তু স্বয়ং শর্তটি অকার্যকর হয়ে যায়। যেমন মুযারাআর মধ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী দুজনের একজন শর্ত করল, অপরজন তার অংশ বিক্রি করতে পারবে না অথবা তার অংশ অমুককে হেবা করতে হবে, তাহলে মুযারাআ বৈধ ও শুদ্ধ হবে, শর্ত বাতিল হয়ে যাবে; যেমনটি হানাফীগণ বলেছেন।[২০৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত شـرط পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

চুক্তির প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব

চুক্তির প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব হলো, চুক্তির পর যেসব বিষয় প্রকাশিত হয় বা দেখা দেয় এবং যা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ের লক্ষ্য হয়। আর এটাই হচ্ছে উভয়ের মাঝে চুক্তি সংঘটনের মূল উদ্দেশ্য।

চুক্তির ভিন্নতার কারণে চুক্তির ফলাফল ও প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং মালিকানা অর্জনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত চুক্তি; যেমন বেচাকেনা, হেবা, ঋণ। এসব চুক্তি চুক্তির রুকন ও শর্তসহ বিশুদ্ধভাবে সংঘটিত হলে চুক্তিসম্পাদকারী এক জন থেকে অপর জনে মালিকানা স্থানান্তরের ফলাফল প্রকাশ করে। চুক্তিটি বিনিময়ের মাধ্যমে হোক; যেমন বেচাকেনার চুক্তি। তা পণ্যের মালিকানা ক্রেতার কাছে এবং মূল্যের মালিকানা বিক্রেতার কাছে স্থানান্তর করে। অথবা চুক্তিটি বিনিময় ছাড়া হোক; যেমন হেবাচুক্তি। তদ্রূপ অসীয়ত অসীয়তকারীর ইন্তেকালের পর তার অসীয়তকৃত বস্তু গ্রহণের পর কিংবা শুধু মৃত্যুর পর অসীয়তকৃত সম্পদে মালিকানা স্থানান্তর করে। এ বিষয়ে ফকীহদের বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিরোধ বিদ্যমান।

মুনাফা ও উপকারিতার চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির ফলাফল হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ বস্তু হতে উপকারিতা স্থানান্তর করা অথবা উপকারিতা গ্রহণ বৈধ করা; বিনিময়ের মাধ্যমে হতে পারে, যেমন ইজারার চুক্তি। কিংবা বিনিময়হীন হতে পারে; যেমন ধার ও অসীয়ত।

---

২০২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৮৬; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫৮

২০৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৬৮-১৭১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩০৭-৩১০; শীরাজী, আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৭৫; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ৯৭

২০৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৭০

www.amarboi.org

আর নিশ্চয়তা বা নির্ভরতার জন্যে চুক্তি, যেমন কাফালা ও বন্ধকের চুক্তির ফলাফল হচ্ছে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়িত্বের সঙ্গে নতুন দায়িত্ব সংযোগের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধে নিশ্চয়তা প্রদান করে। অথবা বন্ধকী বস্তু আটকে রাখা সুযোগ করে দেয়– ঋণ পরিশোধ করার। আর হাওয়ালা-চুক্তির ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়িত্ব থেকে তৃতীয় ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অর্পণ করে।

কাজের চুক্তির ক্ষেত্রে ফলাফল হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ বিষয়ে কাজের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করা। যেমন মুদারাবা ও অংশীদারি ব্যবসার চুক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তদ্রূপ মুযারাআ, মুসাকাত ইত্যাদি। আমানত চুক্তির ফলাফল হলো, আমানত গ্রহীতার হাতে আমানতের বস্তু সংরক্ষণে থাকা। বিয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে উপভোগ করার বৈধতা পাওয়া। এমনিভাবে প্রতিটি চুক্তি শরীয়তসম্মত যে যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সম্পাদিত হয় ওইসব বাস্তবায়ন হওয়াই চুক্তির ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ।

চুক্তির সমাপ্তি এবং তার কারণ

চুক্তির পরিসমাপ্তি দু'ভাবে হতে পারে : ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাকৃত বাধ্যগত ক্ষেত্রে।[২০৫]

প্রথম অবস্থায় আবার দুটো অবস্থা হতে পারে। চুক্তিতে আবদ্ধ দু'ব্যক্তির একজন অথবা দু'জনই চুক্তি ভঙ্গের ইচ্ছা করতে পারে। একজন চুক্তি ভঙ্গের ইচ্ছা করলে শরীয়তের পরিভাষায় এটিকে فسخ বা রহিতকরণ বলে। আর যদি উভয়ে রাজি থাকে তাহলে তাকে إقالة বা অব্যাহতিকরণ বলা হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ বাধ্যগত ক্ষেত্রে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়তো সাময়িক চুক্তির ক্ষেত্রে হবে; যেমন ইজারা, ধারগ্রহণ, ওকালাত ইত্যাদি। অথবা তা সাধারণ কোনো চুক্তি হবে। যেমন : বন্ধক, বিবাহ, ব্যবসায় ইত্যাদি। চুক্তির এ পরিসমাপ্তির অবস্থাকে বলা হয় انفساخ বা রহিত হওয়া।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি অবস্থার কিছু কারণ ও বিধান রয়েছে। আমরা তা নিম্নে উল্লেখ করছি :

চুক্তি পরিসমাপ্তির ঐচ্ছিক কারণ সমূহ

ক. الفَسْخ : বিচ্ছিন্নকরণ বা রহিতকরণ

فسخ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তির বন্ধন খুলে দেওয়া এবং চুক্তির বিধান উঠিয়ে দেওয়া।[২০৬]

---

২০৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৯৮

২০৬. হাশিয়া কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৯৫ ও ২৮০

www.amarboi.org

অনাবশ্যকীয় চুক্তির ক্ষেত্রে স্বভাবগতভাবেই তা হতে পারে। যেমন ওকালাত, ওদীয়ত ও অংশীদারী চুক্তি। এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। এমনিভাবে অধিকাংশ ফকীহের মতে সাধারণ ধারগ্রহণের বিধানও তাই। অথবা মালেকীদের মতে তা কোনো কাজ বা সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট হবে না। এসব চুক্তিতে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেকে নিজ ইচ্ছা দ্বারা রহিতকরণের মাধ্যমে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। পাশাপাশি লক্ষ্য রাখতে হবে, চুক্তি রহিত করার দ্বারা কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয়। অদ্রূপ আবশ্যকীয় চুক্তি; যেমন বেচাকেনা, ইজারা ইত্যাদিতে যখন চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ের অথবা কারো একজনের খিয়ার থাকে তখন যার খিয়ার রয়েছে সে নিজ ইচ্ছায় চুক্তি রহিত করতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিভাষা : فَسْخٌ

খ. الإِقَالَة : অব্যাহতি দান

ইকালা বলা হয় : উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিক্রমে চুক্তি উঠিয়ে ফেলা এবং চুক্তির বিধান ও প্রতিক্রিয়া রহিত করা। ইকালার ক্ষেত্র হচ্ছে উভয়ের পক্ষ হতে আবশ্যকীয় এমন চুক্তি যা খিয়ারের মাধ্যমে রহিত করা যায়। কারণ, তা এমন চুক্তি যা উভয়পক্ষের ইচ্ছা ও ঐকমত্য ছাড়া রহিত করা সম্ভব নয়। এ হিসেবে ইকালা বিশুদ্ধ হবে বেচাকেনা, ইজারা, বন্ধক, সালাম ও সন্ধিতে। লক্ষণীয়, এ সবই হচ্ছে আবশ্যকীয় চুক্তি।[২০৭]

যে সকল চুক্তি আবশ্যকীয় নয়, বরং ইচ্ছাধীন, সে সব চুক্তির ক্ষেত্রে ইকালা শুদ্ধ নয়। যেমন দ্রব্য ধার দেওয়া, অসীয়ত, মজুরি-চুক্তি। অথবা এমন আবশ্যকীয় চুক্তি যা খিয়ারের মাধ্যমে রহিত করা যায় না। যেমন ওয়াক্ফ, বিয়ে।[২০৮]

ইকালার শর্তাবলি এবং চুক্তির সমাপ্তিতে ইকালার প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে إقالة পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

গ. নির্দিষ্ট সময় ও কাজের পরিসমাপ্তি :

কতক চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে। অথবা যে কাজের উদ্দেশ্যে চুক্তি সংঘটিত হয়েছিল তা সমাপ্তির পর চুক্তিরও পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট মেয়াদের ইজারা-চুক্তি মেয়াদ শেষ হলে সমাপ্ত হয়ে যাবে।

---

২০৭. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১১০; আল-খিরাশী 'আলা মুখতাসার খালীল, আদাবী এর টীকাসহ, খ. ৫, পৃ. ১৬৯; ইমাম শাফে'ঈ, আল-উম্মু, খ. ৩, পৃ. ৬৭; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৩৫

২০৮. আল-মাবসূত, খ. ২৯, পৃ. ৫৫; আল-ইনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ৪৯২; আল মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ৮৩; মুখতাসারুল মুযানী আলাল উম্ম, খ. ২, পৃ. ২৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪৩৩; কাশ্শাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২২৫

www.amarboi.org

এ বিষয়ে ফকীহদের ঐকমত্য রয়েছে। যেমন বসবাসের ঘর, চাষাবাদের জমি ভাড়া নেওয়া। তবে যদি এমন কোনো ওজর পাওয়া যায় যা চুক্তি অব্যাহত রাখা কামনা করে তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন, জমিনের ফসল কাটার পূর্বে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অথবা নদীর মাঝে থাকাবস্থায় কিনারায় পৌঁছার পূর্বেই নৌকা ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।[২০৯] বিস্তারিত জানতে إجارة পরিভাষায় দ্রষ্টব্য

এমনিভাবে নির্দিষ্ট কাজের জন্যে মানুষ ভাড়া নেওয়া হলে কাজ সমাপ্তির পর ইজারা শেষ হয়ে যাবে। যেমন কুলি, ধোপা, দর্জি– এরা যখন কাজ সম্পন্ন করে। তেমনিভাবে নির্দিষ্ট কাজ করে দেওয়ার ব্যাপারে ওকালাত-চুক্তি। সুতরাং ওকীলের দায়িত্বে অর্পিত নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করার পর চুক্তি শেষ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে وكالة পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় : অনিচ্ছাকৃত ও বাধ্যগত অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গের কারণ

ক. চুক্তিবদ্ধ জিনিস বিনষ্ট হওয়া

এ কথায় সকল ফকীহ একমত যে, কিছু চুক্তি নিঃশেষ হওয়ার কারণ হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ জিনিস বিনষ্ট হওয়া। কারণ তখন চুক্তি বাকি রাখা আর সম্ভব হয় না। সুতরাং ভাড়া করা জন্তু মারা গেলে কিংবা বসবাসের উদ্দেশ্যে ভাড়া করা বাড়ি ভেঙে পড়লে ইজারা বাতিল হয়ে যায়।[২১০]

এমনিভাবে যখন ধার করা বস্তু বা গচ্ছিত বস্তু বিনষ্ট হয়ে যায় আরিয়াত বা আমানত-চুক্তিতে অথবা অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলধন (শিরকাতুল আমওয়াল বা মুদারাবা) ধ্বংস হয়ে যায় তখন একই বিধান। এ বিষয়ে প্রত্যেকটি পরিভাষায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এই কারণটি প্রলম্বিত ও মেয়াদী চুক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর– যেখানে চুক্তির ক্ষেত্র দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে চুক্তির প্রতিক্রিয়াও দীর্ঘায়িত হয়। পক্ষান্তরে যে সব চুক্তির ফলাফল তাৎক্ষণিক প্রকাশিত হয়– উদাহরণস্বরূপ বেচাকেনা- সেখানে বিনিময়ের উভয় বস্তু অর্থাৎ পণ্য ও মূল্য কব্জা করার পর চুক্তিবদ্ধ জিনিস (পণ্য) ধ্বংস হয়ে গেলেও চুক্তিতে তার কোনো প্রভাব পড়বে না।

---

২০৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১৪; আশ শীরাজী, আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪১০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬৭

২১০. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দীয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬১; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৫২; আল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৪৩২; গাযালী, আল ওজীয, খ. ১, পৃ. ১৩৬; হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৮৪; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৭৩; দারদীর, আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৪৯

www.amarboi.org

তবে পণ্য কব্জা করার পূর্বে যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন ফকীহ সমাজ পণ্য বিনষ্ট হওয়ার দরুন বেচাকেনা বাতিল হওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। হানাফী ও শাফেয়ীগণ বেচাকেনা বাতিল হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।[২১১] এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা রয়েছে।

কব্জা করার পূর্বে পণ্য ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আল্লামা কাসানী বলেন, পণ্য কব্জা করার পূর্বে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যদি পুরো পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, চুক্তি বহাল থাকলে ক্রেতার কাছে মূল্য তলব করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর যখন তার কাছে মূল্য তলব করা হবে তখন সেও বিক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তর করতে বলবে। অথচ বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তরে অক্ষম। সুতরাং সে মূল্য চাইতে পারবে না। এ অবস্থায় বিক্রি চুক্তি বহাল থাকার আর কী ফায়দা? তাই বেচাকেনার চুক্তিটিই বাতিল হয়ে যাবে।

পণ্য নিজের কোনো কাজের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেল। তা ছিল কোনো জন্তু; সে নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেলল, তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। তদ্রূপ বিধান হবে যদি পণ্যটি বিক্রেতার হস্তক্ষেপে ধ্বংস হয়। তখন আমাদের মতে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য প্রদান রহিত হয়ে যাবে। আর যদি ক্রেতার হস্তক্ষেপে বিনষ্ট হয় তবে কেনাবেচা বাতিল হবে না; বরং ক্রেতার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। কারণ, পণ্যটি ধ্বংস করার মাধ্যমে সে তা কব্জা করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।[২১২]

ইমাম নববী রহ. বলেন : বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতা কব্জা করার পূর্ব পর্যন্ত তা বিক্রেতার দায়িত্বে থাকবে। (তাই হস্তান্তরের পূর্বে নষ্ট হলে এর ক্ষতিপূরণ বিক্রেতার ওপর বর্তাবে।) এ অবস্থায় যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পণ্যটি বিনষ্ট হয় তাহলে বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।[২১৩]

মালেকী ফকীহগণ বলেন, পণ্যটি যদি এমন হয় ক্রেতার যা পুরোপুরিভাবে পাওয়ার ও বুঝে নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তা মিসলী বস্তু, কায়লী, ওজনী বা গণনাযোগ্য বস্তু, তাহলে পণ্য বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে বিক্রেতার ওপর। পক্ষান্তরে পণ্যটি যদি নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি হয় কিংবা কীমী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে পণ্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হবে না। বরং চুক্তিটি বিশুদ্ধ ও আবশ্যকীয় হলে এর ক্ষতিপূরণ ক্রেতার ওপর বর্তাবে।[২১৪] হাম্বলীগণও এরূপ মতামত প্রদান করেন।[২১৫]

---

২১১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৬; সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ২৮৭।

২১২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ ২৩৮

২১৩. হাশিয়া কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ২১০

২১৪. আশ শারহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ১৯৬

www.amarboi.org

খ. চুক্তি সম্পাদনকারী একজনের বা উভয়ের মৃত্যু

চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়ের কিংবা একজনের মৃত্যু আবশ্যকীয় চুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে হানাফীগণের মতে ইজারা-এর ব্যতিক্রম। তারা বলেন, ভাড়াদাতা বা ভাড়াগ্রহীতার মৃত্যু হলে ইজারা বাতিল হয়ে যায়। কারণ উপকারিতা চুক্তির সময় বিদ্যমান কোনো সম্পদ নয়; বরং তা আস্তে আস্তে অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা যদি মৃত্যুর পর ইজারা বাকি থাকার বিধান উল্লেখ করি, তাহলে ভাড়াদাতার মৃত্যুর সুরতে ভাড়াগ্রহীতা কিংবা তার ওয়ারিসগণ এমন বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে যাবে যার মালিকানা ভাড়াদাতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। আর নবসৃষ্ট উপকারিতা তো মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল না যে, তা ভাড়াগ্রহীতার ওয়ারিসদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ উপকার সৃষ্ট হলেও ভাড়াদাতা নেই। অপরদিকে এখন যে উপকার সৃষ্টি হচ্ছে তার মালিকদের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি, তাই চুক্তি বাতিল হবে।[২১৬]

পক্ষান্তরে অন্য সকল ফকীহ বলেন, ইজারার মেয়াদ থাকাকালে কারো মৃত্যু হলে তা ইজারা-চুক্তি বাতিলে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ উপকারিতা এমন সম্পদ চুক্তির সময় যা উহ্যভাবে উপস্থিত ছিল। তাই চুক্তির মাধ্যমে তা ভাড়াগ্রহীতার কাছে স্থানান্তর হতে পেরেছে।[২১৭]

যে সকল চুক্তি আবশ্যকীয় নয়; যেমন ওকালাত, ধারপ্রদান, ওদীয়ত ইত্যাদি- এসব চুক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী কোনো একজন বা উভয়ের মৃত্যুতে বাতিল হয়ে যায়। কারণ, এসব এমন চুক্তি যেগুলো তাদের জীবদ্দশায় কোনো একজনের ইচ্ছায় বাতিল হতে পারে এবং উভয়ের ইচ্ছায় স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। সুতরাং যখন এক চুক্তি সম্পাদনকারী মৃত্যুবরণ করবে তখন তার ইচ্ছা বাতিল হয়ে যাবে এবং আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে উভয়ের মর্জি ও ইচ্ছার স্থায়িত্ব বহাল না থাকায় এ চুক্তিগুলোর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বাতিল হয়ে যাবে।[২১৮]

---

২১৫. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬৯

২১৬. আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৬১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২২২

২১৭. বুলগাতুস সালিক, খ. ৪, পৃ. ৫০; আল-ইকনা, খ. ২, পৃ. ৭২; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৭।

২১৮. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৪৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৩০; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২২৫

www.amarboi.org

গ. চুক্তিবদ্ধ জিনিস ছিনতাই হওয়া : غَصْبُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ

কতক চুক্তির ক্ষেত্রে ছিনতাই বা লুট হওয়ার দ্বারা চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। ইজারা-চুক্তি সম্পর্কে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন : ভাড়াকৃত জিনিসটি ছিনতাই হয়ে গেলে ভাড়াগ্রহীতা ইজারা রহিত করতে পারবে। কারণ, চুক্তি ভঙ্গ না হলে তার অধিকার গ্রহণ করায় বিলম্ব হবে। সুতরাং চুক্তি রহিত হয়ে গেলে এর বিধান হবে, কোনো চুক্তিতে মূল জিনিস ধ্বংস হওয়ার দরুন চুক্তি রহিত হওয়ার অনুরূপ। আর যদি চুক্তিটি রহিত না করে এবং এ অবস্থায় ইজারার সময় শেষ হয়ে যায়, তাহলে চুক্তিটি রহিত করে প্রদত্ত নির্ধারিত ভাড়া ফেরত নিতে পারে; অথবা চুক্তিটি অব্যাহত রেখে ছিনতাইকারীর নিকট থেকে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। এ দুটোর যে কোনোটি করার এখতিয়ার তার রয়েছে।[২১৯]

হানাফীগণ বলেন, ভাড়াগ্রহীতার হাত থেকে যদি ভাড়াকৃত বস্তুটি ছিনতাই হয়ে যায়, তাহলে ভাড়ার পুরো সময়ে বস্তুটি ছিনতাইকৃত থাকলে সমুদয় ভাড়া বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ মালিকের কাছে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে না। আর যদি মেয়াদের কিছু সময় ছিনতাই অবস্থায় থাকে, তাহলে সে অনুপাতে ভাড়া বাদ যাবে। কারণ, ভাড়াকৃত বস্তু দ্বারা ভাড়াগ্রহীতা উপকার হাসিল করার সুযোগ পায়নি। হানাফী ফকীহদের প্রসিদ্ধ উক্তি অনুসারে গসব বা ছিনতাই দ্বারা ইজারা ফাসেদ হয়ে যায়; তাদের কতক আলেম এর বিপরীত বক্তব্য প্রদান করেন।[২২০]

মালেকী ফকীহগণ চুক্তিবদ্ধ বস্তু থেকে উপকার গ্রহণে অক্ষমতার তালিকায় ছিনতাইকে উল্লেখ করেছেন। সে কারণে তারা ছিনতাই হলে চুক্তি বাতিল হওয়ার বিধান আরোপ করেছেন। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, উপকার গ্রহণে কোনোরূপ ওজর ও অক্ষমতা ইজারাকে বাতিল করে দেয়। আর অক্ষমতা পণ্য ধ্বংস হওয়া থেকেও ব্যাপক। তাই বিনষ্ট হওয়া, অসুস্থতা, ছিনতাই, জবরদস্তি মূলক বিপণিবিতান বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি সবই অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।[২২১]

চুক্তি রহিত বা সমাপ্তির আরো একটি কারণ

চুক্তি বাতিল হওয়া কিংবা সমাপ্তিতে পৌঁছার ক্ষেত্রে ফকীহগণ আরো একটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন; তা হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ জিনিসের কোনো দাবিদার

---

২১৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩১৮; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৫৩-৪৫৫

২২০. আয যায়লাঈ, খ. ৫, পৃ. ১০৮; ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৮

২২১. দারদীর কৃত আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৪৯

www.amarboi.org

বের হয়ে আসা। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন, দলিল-প্রমাণ কিংবা ক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা যদি পণ্যের কোনো দাবিদার প্রকাশিত হয়, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং তার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাবে।[২২২] হানাফীগণ বলেন, দাবিদার বের হওয়ার দরুন চুক্তি বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে যায় না। বরং চুক্তিটি দাবিদারের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সে অনুমতি দিলে চুক্তি বহাল থাকবে; আর অনুমতি না দিলে বাতিল হয়ে যাবে। তখন ক্রেতা বিক্রেতা থেকে মূল্য উসুল করে নিবে।[২২৩] বিষয়টি اسْتِحْقَاق শিরোনামে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

অনুবাদ : মুহাম্মদ যুবায়ের ও মুহীউদ্দীন কাসেমী

---

২২২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৩২৫; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৫০; ইবনে রজব-এর আল-কাওয়ায়েদ, পৃ. ৩১৩; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৯৮

২২৩. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৯১

www.amarboi.org

بيع سَلَم : বায় সালাম : Salam

পরিচিতি

সালাম (سَلَم)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

আরবী ভাষায় السَّلَمُ (সালাম) শব্দের এক অর্থ হচ্ছে : الإِعْطَاءُ وَالتَّسْلِيفُ প্রদান করা, অগ্রিম প্রদান করা।[১] বলা হয় : أَسْلَمَ الثَّوْبَ لِلْخَيَّاطِ অর্থাৎ কাপড়টি সে দর্জির নিকট দিয়েছে। ইমাম মুতার্‌রেযী বলেন : أَسْلَمَ فِي الْبُرِّ অর্থ : সে গমের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করেছে। এক্ষেত্রে السَّلَم শব্দটি السَّلَمُ থেকে নির্গত হয়েছে। উক্ত বাক্যের মূল হলো, أَسْلَمَ الثَّمَنَ فِيهِ অতঃপর الثَّمَن শব্দ বিলুপ্ত করা হয়েছে।[২]

পরিভাষায় সালাম হলো : " عِبَارَةٌ عَنْ " بَيْعِ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلاً দায়িত্বে আবশ্যক বস্তুকে এমন মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা যা নগদ প্রদান করা হয়। সালামে বিবেচ্য শর্তে মতবিরোধ করার কারণে ফকীহগণ সালামের সংজ্ঞায়ও মতবিরোধ করেছেন।

হানাফী এবং হাম্বলী ফকীহগণ, যারা নগদ সালাম বিক্রি পরিহার করার জন্য বিক্রয় চুক্তির বৈঠকে মূলধন হস্তগত করা এবং পণ্য বাকিতে প্রদান করার শর্ত করেছেন, তারা সালামের এমন সংজ্ঞা প্রদান করেন যা উক্ত শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ পর্যায়ে ইবনে আবেদীন সালামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : هُوَ شِرَاءُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ অর্থাৎ সালাম হলো নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা।[৩]

আল-মাজাল্লাতুল আদলিয়্যার ১২৩ নং ধারায় সালামের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে : بَيْعُ مُؤَجَّلٍ بِمُعَجَّلٍ অর্থ : নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকি পণ্য বিক্রি করা। আর আল-ইকনা নামক গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে :

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

"চুক্তির বৈঠকে হস্তগত মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট গুণে বিশেষিত দায়িত্বে আবশ্যক বাকি পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি।"[৪]

---

১. লিসানুল আরব, মূলবর্ণ غرر আল মাগরাভী রচিত প্রবন্ধ, পৃ. ২১৬; কাওনাভী রচিত আনিসুল ফুকাহা, পৃ. ২১৮; কাদী ইয়ায রচিত মাশারিকুল আনওয়ার, খ. ২, পৃ. ২১৭

২. মুত্তারিযী রচিত আল মুগরিব (তাহকিকুল ফাখুরী ওয়া মুখতার, হালব ১৪০২ হিজরী) ৪১২

৩. রদ্দুল মুহতার (বুলাক বর্ষ ১২৭২ হিজরী) ৪১২

৪. কাশশাফুল কিনা (মক্কার সরকারী ছাপাখানা ১৩৯৪ হিজরী), খ. ৩, পৃ. ২৭৬; বালী রচিত আল মুতলি, পৃ. ২৪৫

www.amarboi.org

শাফেয়ী ফকীহগণ, যারা সালাম বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তির বৈঠকে মূলধন হস্তগত করা শর্ত করেন এবং নগদ ও বাকিতে সালাম বিক্রি বৈধ বলেন, তারা সালামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يُعْطَى عَاجِلاً "দায়িত্বে আবশ্যক নির্দিষ্ট গুণে বিশেষিত বস্তুকে এমন মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করার চুক্তি যা নগদ পরিশোধ করা হয়।"[৫] উক্ত সংজ্ঞায় শাফেয়ী ফকীহগণ দায়িত্বে আবশ্যক পণ্যটি বাকি হওয়া শর্ত করেননি। কারণ শাফেয়ী ফকীহগণের মতে নগদে সালাম বিক্রি বৈধ।

আর মালেকী ফকীহগণ, যারা নগদে সালাম বিক্রির বিরোধিতা করেন, চুক্তির বৈঠকে মূল্য হস্তান্তরের শর্ত করেন না এবং ব্যাপারটি সহজ রাখার লক্ষ্যে দুই তিন দিন পর্যন্ত সালামের মূল্য প্রদানে বিলম্ব করা জায়েয বলেন, তারা সালামের সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছেন :

" بَيْعُ مَعْلُوم فِي الذِّمَّة مَحْصُور بِالصِّفَة بِعَيْن حَاضِرَة أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهَا إِلَى أَجَل مَعْلُوم "
"নগদ বা নগদের বিধানভুক্ত বস্তুর বিনিময়ে নির্ধারিত মেয়াদে নির্দিষ্ট গুণে সীমাবদ্ধ দায়িত্বে আবশ্যক নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রি করা"।[৬]

সংজ্ঞায় বর্ণিত, أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهَا 'অথবা যা তার বিধানভুক্ত' বাক্যাংশটি সালামের মূল্য দুই তিন দিন পর্যন্ত বিলম্বে পরিশোধ করা বৈধ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। এটি নগদ প্রদানের সমতুল্য বিবেচনা করা হয়েছে এই ভিত্তিতে যে, যা কোনো বস্তুর কাছাকাছি হয় তাকে উক্ত বস্তুর বিধানভুক্ত করা হয়ে থাকে।

সংজ্ঞায় কথিত إِلَى أَجَل مَعْلُوم 'নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত' শব্দটি সালামের পণ্য বাকি হওয়ার আবশ্যকতা বর্ণনা করে এবং নগদ সালাম পরিহার করা বুঝায়।

ফকীহগণ উক্ত সালাম-চুক্তিতে ক্রেতাকে رَبُّ السَّلَم বা الْمُسْلِمُ আর বিক্রেতাকে الْمُسْلَمُ إِلَيْه এবং পণ্যকে الْمُسْلَمُ فِيه ও মূল্যকে رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ বলে নামকরণ করেছেন।[৭]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الدَّيْنُ : ঋণ

الدَّيْنُ (ঋণ) বলা হয় যা নির্দিষ্ট হওয়া ব্যতীত দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়, তা নগদ অর্থকড়ি হতে পারে বা অন্য কিছু।[৮] বিস্তারিত دَيْن পরিভাষা দ্রষ্টব্য।
সালাম অপেক্ষা الدَّيْنُ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক।

---

৫. রাফেয়ী রচিত ফাতহুল আযিয, খ. ৯, পৃ. ২০৭; নব্বী রচিত রওযাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৪

৬. কুরতুবী রচিত আল জামে লিআহকামিল কুরআন (মুদ্রণ দারুর শায়ার, কায়রো), পৃ. ১১৮৬

৭. কাওনাভী রচিত আনিসুল ফুকাহা, পৃ. ২২০

৮. বিচার ও আইন বিষয়ক ম্যাগাজিনের অনুচ্ছেদ নং ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

খ. দায়িত্বে আবশ্যক গুণাগুণে বিশেষিত অনুপস্থিত বস্তু বিক্রি

এরূপ বস্তু দুই প্রকার : এক : বস্তুটি নির্দিষ্ট, দুই : বস্তুটি অনির্দিষ্ট। উক্ত দ্বিতীয় প্রকার বস্তু এবং সালামের মধ্যে পার্থক্য, সালামের ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরে বিলম্ব করা শর্ত করা হয় আর দায়িত্বে আবশ্যক বিশেষিত বস্তু বিক্রি কখনও নগদও হয়ে থাকে। বিস্তারিত দেখুন بَيْع শিরোনামে।

শাফেয়ী ফকীহগণ দায়িত্বে আবশ্যক বিশেষিত অনুপস্থিত বস্তুতে সালাম শব্দ ব্যবহার করে বা বিক্রি শব্দ ব্যবহার করে চুক্তি করার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন। যদি সালাম শব্দ ব্যবহার করে চুক্তি করা হয় তাহলে বৈঠক থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মূল্য হস্তান্তর করা শর্ত।

পক্ষান্তরে যদি বিক্রি শব্দ ব্যবহার করে চুক্তি সম্পন্ন হয় তাহলে শব্দের দিক বিবেচনা করে বৈঠকে মূল্য হস্তান্তর করা শর্ত নয়। আর যেহেতু এটি বিক্রি, সেহেতু যে কোনো একটি বিনিময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া শর্ত। অন্যথায় এটি বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রিতে রূপান্তরিত হবে, যা শুদ্ধ নয়। তবে এটি বৈঠকের মধ্যে হস্তগত করা শর্ত নয়। কারণ নির্দিষ্ট বস্তুটি নগদে পরিণত হওয়ার দরুন নির্দিষ্টকরণ হস্তগত করার সমতুল্য। আর উক্ত নগদের মধ্যে কোনো মেয়াদের প্রবেশ হয় না।[৯]

গ. عَقْدُ الإِجَارَة : ইজারা চুক্তি

ইজারা হলো : هِيَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْلُومَة فِي مُقَابِل عِوَضٍ مَعْلُوم "নির্দিষ্ট বিনিময়ের বিপরীতে নির্দিষ্ট মুনাফা বিক্রি করা।"[১০]

ঘ. الاِسْتِصْنَاع : পণ্য তৈরির ফরমায়েশ

এর সংজ্ঞা হচ্ছে : عَقْدُ مُقَاوَلَة مَعَ أَهْل الصَّنْعَة عَلَى أَنْ يَعْمَل شَيْئًا "শিল্পে দক্ষ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে এই মর্মে ঠিকাদারি চুক্তি করা যে, সে কোনো কিছু তৈরি করে দেবে।"[১১]

সালামের বৈধতা

কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার আলোকে সালাম চুক্তির বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে।

ক. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

---

৯. আল মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৮৩; আশ শারকাভী আলাত তাহরির, খ. ২, পৃ. ১৬

১০. মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়্যা, ধারা : ৪০৫

১১. মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়্যা, ধারা : ১২৪

www.amarboi.org

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকিতে লেনদেন কর তখন তোমরা তা লিখে নাও।"[১২] এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বাকি ঋণ স্বীয় কিতাবের মধ্যে বৈধ ঘোষণা করেছেন এবং এ বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।"[১৩]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করার উপায় হলো, আয়াতটি ঋণ বৈধ করেছে। আর সালাম এক প্রকার ঋণ, অতএব সালামও বৈধ। আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন :

الدَّيْنُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُعَامَلَةٍ كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِيهَا نَقْدًا ، وَالآخَرُ فِي الذِّمَّةِ نَسِيئَةً ، فَإِنَّ الْعَيْنَ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا كَانَ حَاضِرًا ، وَالدَّيْنَ مَا كَانَ غَائِبًا

"ঋণ হলো এমন সব লেনদেন যেগুলোতে দুই বিনিময়ের একটি নগদ আর অপরটি দায়িত্বে বাকি থাকে। কারণ, আরবদের মতে নগদ হলো যা উপস্থিত আর বাকি হলো যা অনুপস্থিত।"[১৪]

এ আয়াতটি ব্যাপক হওয়ার কারণে সর্বপ্রকার বাকি লেনদেন হালাল হওয়া বুঝায়। সালামটি এক প্রকার বাকি লেনদেন হওয়ায় তা আয়াতের আওতাভুক্ত হবে। কারণ, মেয়াদ পর্যন্ত সালাম বিক্রির পণ্যটি বিক্রেতার দায়িত্বে থাকে।

খ. এক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো যা ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক রাসূল সা. সম্পর্কে বর্ণিত। রাসূল সা. যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন লোকেরা দুই তিন বছর মেয়াদে খেজুর বাকিতে বিক্রি করত। রাসূল সা. বললেন,

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"যে বাকিতে খেজুর বিক্রি করবে সে যেন নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাণে ও পরিমাপে বাকিতে বিক্রি করে"।[১৫]

---

১২. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২

১৩. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা, ইমাম শাফেয়ী কর্তৃক (স্বীয় মুসনাদে, খ. ২, পৃ. ১৭১; বিন্যাস : সিন্দি, প্রকাশ : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া) হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, আল হাকেম (খ. ২, পৃ. ২৮৬, মুদ্রণ দারুল মায়ারিফিল উসমানিয়া)।

১৪. ইবনুল আরাবী রচিত আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৪৭

১৫. হাদীসটি বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৯, মুদ্রণ : সালাফিয়্যা), মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৭, মুদ্রণ : আল হালাবী, মুসলিম শরীফ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

অতএব হাদীসটি সালাম বিক্রির এবং তাতে গ্রহণযোগ্য শর্তের বৈধতা প্রমাণ করে। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবযা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রা.-এর হাদীস আরো স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে যে, আমরা রাসূল সা.-এর সাথে গনীমতের সম্পদ লাভ করতাম। আর আমাদের নিকট শামদেশ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায় আসত। অতঃপর আমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে তাদেরকে গম, যব এবং তেল বাকি দিতাম। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কি কৃষিজাত ফসল ছিল, নাকি ছিল না? তিনি বলেন, আমরা তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতাম না।[১৬]

গ. ইজমা : ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, আমাদের পরিচিত প্রতিটি আলেম যাদের আমরা অগাধ ইলমের অধিকারী বলে জানি, তারা সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, সালাম বিক্রয় বৈধ।[১৭]

সালাম শরীয়তসম্মত হওয়ার দর্শন

সালাম বিক্রয় এমন একটি চুক্তি যা মানুষের প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সালাম বিক্রির বৈধতার মধ্যেমে মানুষের অসুবিধা ও সমস্যা মোচন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কৃষকের নিকট অনেক সময় এতটুকু সম্পদ থাকে না যা সে ভূমি চাষযোগ্য করা এবং পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ফসলের পরিচর্যা করার জন্য খরচ করতে পারে। এবং তাকে প্রয়োজন পরিমাণ ঋণ দেওয়ার সে কাউকে পায় না। যার ফলে তাকে এমন কোনো লেনদেন করতে হয় যার মাধ্যমে সে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ লাভ করতে পারে। অন্যথায় তার ভূমি আবাদের সুবিধা হাত ছাড়া হয় এবং সে অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়। এদিক লক্ষ করে সালাম বিক্রি বৈধ করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা আল মুগনী নামক গ্রন্থে উক্ত দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন : যেহেতু পণ্যটি ক্রয়-বিক্রয়ে দুটো বিনিময়ের একটি, সেহেতু মূল্যের ন্যায় এটি ও দায়িত্বে আবশ্যক হতে পারে। তা ছাড়া, মানুষের সালাম বিক্রির প্রয়োজনও রয়েছে। কারণ, কৃষি এবং ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিজেদের জন্য এবং ফসলে পরিপক্কতা লাভের উদ্দেশ্যে শস্যের জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, অথচ তারা অনেক সময় ব্যয় করতে অক্ষম হয়। তাই তাদের জন্য সালাম বিক্রি

---

১৬. ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩০৪, (মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদিসা ১৪০১ হিজরী) আব্দুর রহমান বিন আবযা এবং আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা রা.-এর হাদীস ইমাম বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত (ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৪, মুদ্রণ : আস সালাফিয়্যা)।

১৭. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩০৪

www.amarboi.org

বৈধ করা হয়েছে যেন চাষী উপকার লাভ করতে পারে এবং ক্রেতাও[১৮] সস্তায় ফসল প্রাপ্তির উপকার লাভে সক্ষম হয়।[১৯]

সালাম বিক্রি কিয়াস বা যুক্তিসম্মত হওয়ার মাত্রা

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে সালাম চুক্তি শরীয়তসম্মত হওয়া প্রমাণিত হওয়ার পর ফকীহগণ মতভেদ করেছেন যে, শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি কি কিয়াসের অনুকূলে এবং শরীয়তের সাধারণ নীতিমালার চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? না-কি এই চুক্তির প্রতি মানুষের প্রয়োজন থাকার প্রেক্ষিতে কিয়াস পরিপন্থী উপায়ে ব্যতিক্রমভাবে এই বৈধতা এসেছে? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে : (একটি মত) হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী সম্মিলিত ফকীহগণের মত। তা হলো, সালাম বিক্রি হচ্ছে কিয়াস পরিপন্থী উপায়ে বৈধ একটি চুক্তি।[২০] ইবনে নুজাইম রহ. বলেন, هُوَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ " إِذْ هُوَ بَيْعُ الْمَعْدُومِ ، وَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ لِلْحَاجَةِ "এটি কিয়াস পরিপন্থী একটি চুক্তি; কারণ এটি হলো অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রি। তবে প্রয়োজনের কারণে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে এই বিক্রির দ্বারস্থ হতে হয়।"[২১]

যাকারিয়া আনসারী রহ. বলেন, السَّلَمُ عَقْدُ غَرَرٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ। "সালাম হলো ঝুঁকিপূর্ণ চুক্তি, যা প্রয়োজনের কারণে বৈধ করা হয়েছে।"[২২] আর মিনাহুল জলীল নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে : "আল মুদাওয়ানা গ্রন্থে বলা হয়েছে, সালাম হচ্ছে যা বিক্রেতার নিকট নেই তা বিক্রির একটি ব্যতিক্রম সুযোগ।"[২৩]

(দ্বিতীয় মত) তাকী উদ্দিন ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়্যিমের মত। তারা বলেন, সালাম হচ্ছে কিয়াসসম্মত একটি বৈধ চুক্তি এবং এতে শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থী কিছু নেই।

---

১৮. অর্থাৎ সালামের ক্রেতা (ان السلم)।

১৯. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩০৫

২০. দ্রষ্টব্য কাযী আব্দুল ওয়াহহাব রচিত আল ইশরাফ আলা মাসাইলিল খিলাফ, খ. ১, পৃ. ২৮০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ (মুদ্রণ : দারুল কুতুবিল হাদিসা, মিসর) খ. ২, পৃ. ২২৮, বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০১; (ছাপা : আল জামালিয়া ১৩২৮ হিজরী), আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৮-২২১; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১৪

২১. আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৬৯

২২. আসনাল মাতালিব শরহু রাওজিত তালিব, খ. ২, পৃ. ১২২

২৩. ইল্লীশ রচিত মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৩

www.amarboi.org

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ফকীহগণের উক্তি : السَّلَمُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ "সালাম হলো কিয়াস পরিপন্থী" এটি রাসূল সা.-এর নিম্নোক্ত উক্তির শ্রেণীভুক্ত। রাসূল সা. বলেছেন : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 'তোমার নিকট যা নেই তা তুমি বিক্রি করো না"।[২৪] আর তিনি সালামের ব্যাপারে সুযোগ প্রদান করেছেন।' এ কথাটি হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এটি কেবল কতিপয় ফকীহের উক্তি। ফকীহগণ বলেন, সালাম হলো মানুষ কর্তৃক এমন জিনিস বিক্রি করা যা তার নিকট নেই। সুতরাং এটি কিয়াস পরিপন্থী।

রাসূল সা. হযরত হাকীম বিন হিযামকে এমন বস্তু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যা তার নিকট নেই। উক্ত হাদীস দ্বারা হয়তো উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বিক্রি করা। তাহলে হয়তো তিনি ক্রয় করার পূর্বে অন্যের সম্পদ বিক্রি করেছেন। আর উক্ত সম্ভাবনাটি মোটে গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা উক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এমন জিনিস বিক্রি করা যা তিনি হস্তান্তর করতে সক্ষম নন– যদিও তা তার দায়িত্বে আবশ্যক। আর এই সম্ভাবনা অধিক গ্রহণযোগ্য। তাহলে তিনি হয়তো এমন বস্তুর দায়িত্ব নিয়েছেন যে সম্পর্কে তার জানা নেই যে, তা লাভ করা সম্ভব হবে, না-কি সম্ভব হবে না। আর এটি নগদ সালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– যদি তার নিকট বাকি পরিশোধ করা পরিমাণ বস্তু না থাকে।

পক্ষান্তরে বাকি সালাম হলো এক প্রকার ঋণ এবং এটি বাকি মূল্যে ক্রয়ের মতো। দুই বিনিময়ের একটি (মূল্য) দায়িত্বে বাকি থাকা এবং অপর বিনিময় (পণ্য) দায়িত্বে বাকি থাকার মধ্যে কী পার্থক্য ? মহান আল্লাহ বলেন : إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ "যদি তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকি লেনদেন করো তাহলে তোমরা তা লিপিবদ্ধ করে রাখ।"[২৫] ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, দায়িত্বে ওয়াজিব ঋণ আল্লাহর কিতাবে বৈধ এবং উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। সুতরাং এটির বৈধতা কিয়াস অনুযায়ী, কিয়াস পরিপন্থী নয়।[২৬]

অপরদিকে ইলামুল মুওয়াক্কিঈন (إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ) নামক গ্রন্থে ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, "যে ধারণা করে যে, সালাম হলো কিয়াস পরিপন্থী, সে ধারণা করে যে, সালামটি রাসূল সা.-এর নিম্নোক্ত বাণীর আওতাভুক্ত। রাসূল সা.-এর বাণী, لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "যা তোমার নিকট নেই তা বিক্রি করো না"। কারণ, সালাম হলো অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রি আর কিয়াস এরূপ করা থেকে বাধা প্রদান করে।

---

২৪. হাকিম বিন হিযামের হাদীস ইমাম তিরমিযী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে (তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৪, পৃ. ৪৩০; মুদ্রণ : সালাফিয়্যা), তিরমিযি উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন।

২৫. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২

২৬. মাজমুয়াতু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খ. ২০, পৃ. ৫২৯

www.amarboi.org

কিন্তু সঠিক কথা হলো সালামটি কিয়াস সম্মত। কারণ সালাম হলো এমন বস্তু বিক্রি করা যা দায়িত্বে আবশ্যক, যার গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাধারণ ভাবে যা হস্তান্তরযোগ্য। আর সালাম হলো ইজারার মুনাফা বিনিময় করার মতো। একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইজারা হলো কিয়াসসম্মত।

মানুষ যে বস্তুর মালিক নয় এবং যা তার সামর্থ্যে নেই তার মাঝে এবং দায়িত্বে আবশ্যক হস্তান্তরে সক্ষম বস্তুর সালাম বিক্রি যা (সাধারণভাবে) সে হস্তান্তর করতে সক্ষম, এর মাঝে সকলে পার্থক্য করতে পারে। মহান আল্লাহ মানুষকে এ পার্থক্য করার জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং উভয়টাকে একই রকম বিবেচনা করা মৃত জন্তু ও জবাইকৃত পশু এবং সুদ ও বিক্রিকে একই রকম বিবেচনা করার সমতুল্য।[২৭]

সালামের রুকন এবং সালাম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

সম্মিলিত ফকীহ সম্প্রদায়ের মাযহাব হলো সালামের রুকন তিনটি :

১. শব্দ الصِّيغَة : (ঈজাব ও কবুল : প্রস্তাব প্রদান এবং প্রস্তাব গ্রহণ)

২. চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষ : (العَاقِدَان) (সালামের ক্রেতা এবং সালামের বিক্রেতা (وَهُمَا الْمُسْلِمُ ، وَالْمُسْلَمُ إِلَيْهِ))

৩. স্থান/পাত্র (المَحَل) (দুই বস্তু : মূলধন (رَأْسُ الْمَالِ) ও পণ্য (الْمُسْلَمُ فِيهِ))।

এ ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। তারা মনে করেন, সালামের রুকন হলো কেবল এমন শব্দ যা এই চুক্তি সম্পাদনে দুই ইচ্ছার মিল ও একাত্মতা প্রকাশক প্রস্তাব প্রদান এবং প্রস্তাব গ্রহণের সমন্বয়ে গঠিত।[২৮]

প্রথম রুকন : الصِّيغَة -শব্দ

سلم সালাম বা سلف সালাফ শব্দ এবং উভয়টি থেকে নির্গত শব্দ যেমন : أَسْلَفْتُكَ "আমি তোমাকে বাকি প্রদান করলাম, أَسْلَمْتُكَ "আমি তোমাকে সালাম হিসাবে প্রদান করলাম", أَعْطَيْتُكَ كَذَا سَلَمًا أَوْ سَلَفًا فِي كَذَا "আমি তোমাকে সালামস্বরূপ বা সালাফস্বরূপ এ পণ্যের বিপরীতে প্রদান করলাম" এ জাতীয় বাক্য দ্বারা প্রস্তাব প্রদান শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। কারণ এ দুটি একই অর্থ বিশিষ্ট দুই শব্দ। এবং উভয় শব্দ এই চুক্তির নাম। অনুরূপভাবে এমন যে কোনো শব্দ দ্বারা প্রস্তাব গ্রহণ শুদ্ধ হওয়ায় ফকীহগণ ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন

---

২৭. ইলামুল মুওয়াককিইন আর রাব্বিল আলামিন (তাহা আব্দুর রউফ সা'দ কর্তৃক সম্পাদিত), খ. ২, পৃ. ১৯

২৮. শরীফ জুরজানী রচিত আত-তারিফাত (মুদ্রণ : আদ দারুত তিউনিসিয়া ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ), পৃ. ৫৯ ও ৬৭

www.amarboi.org

যা প্রথম ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে। যেমন قَبِلْتُ অর্থ আমি প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, رَضِيتُ অর্থ আমি প্রস্তাবে সম্মত হলাম ইত্যাদি।[২৯]

তবে الْبَيْعِ শব্দ দ্বারা সালাম সংঘটিত হওয়ার আলোচনায় ফকীহগণ মতবিরোধ করে দুটি মত ব্যক্ত করেছেন :

এক. ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ, মালেকী ফকীহগণ, বিশুদ্ধতম মতের বিপরীতে শাফেয়ী ফকীহগণ এবং হাম্বলী ফকীহগণের মত হলো, الْبَيْعِ শব্দ দ্বারা সালাম সংঘটিত হবে– যদি উক্ত শব্দে সালাম উদ্দেশ্য হওয়া বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং সালামের শর্তাবলি তাতে পাওয়া যায়; যেমন ক্রেতা বললো : আমি নগদ দশ দিনারের বিনিময়ে অমুক মেয়াদে, অমুক গুণাগুণ-বিশিষ্ট পঞ্চাশ রিতল তেল তোমার নিকট থেকে ক্রয় করলাম। আর বিক্রেতা প্রস্তাব গ্রহণ করল। অথবা বিক্রেতা বললো : মজলিসের মধ্যে নগদ পঞ্চাশ দিনারের বিনিময়ে অমুক মেয়াদে এরূপ গুণাগুণ-বিশিষ্ট বিশ সা' গম তোমার নিকট বিক্রি করলাম, আর অপর পক্ষ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৩০]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, বাস্তব কথা হচ্ছে, যদি চুক্তিকারী দুই পক্ষ উদ্দেশ্য বুঝতে পারে তাহলে চুক্তি সংঘটিত হবে অর্থাৎ যে কোনো শব্দ দ্বারা চুক্তিসম্পাদনকারী উভয় পক্ষ উভয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হয়– তাহলেই তা দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হবে। আর এ নিয়মটি সকল চুক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কারণ শরীয়তপ্রণেতা চুক্তির জন্য শব্দের সীমারেখা নির্ধারিত করে দেননি, বরং শব্দকে তিনি সাধারণ ও ব্যাপক রেখেছেন। তাই যেমনিভাবে চুক্তির অর্থ প্রকাশক ফারসী এবং রোমান ইত্যাদি অনারব শব্দ দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হবে, অনুরূপভাবে চুক্তির অর্থ প্রকাশকারী আরবী শব্দ দ্বারাও চুক্তি সংঘটিত হবে। এ কারণে এমন সব শব্দ দ্বারা তালাক ও গোলাম আজাদ সম্পাদিত হবে যেগুলো সে সব অর্থ প্রকাশক। বিক্রিতেও বিধান অনুরূপ।[৩১]

---

২৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৪; নিহায়াতুল মুহতাজ ওয়া হাশিয়াতুর রশিদি, খ. ৪, পৃ. ১৭৮; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৪; মিনাহুল জলিল, খ. ২, পৃ. ৩

৩০. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৪; বাদায়েউল সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০১; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৪; রওজাতুত তালিবিন, খ. ৪, পৃ. ৬; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৩৮; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২২৩; মিনাহুল জলিল, খ. ৩৬, পৃ. ৩; ফাতহুল আযিয, খ. ৯, পৃ. ২২৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০১

৩১. ইবনে তাইমিয়া রচিত আল কিয়াস, পৃ. ২৪; মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খ. ২০, পৃ. ৫৩৩; ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, খ. ২, পৃ. ২৩, (মুদ্রণ : তাহা আব্দুর রউফ সা'যাদ) দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

দুই. হানাফী ফকীহ ইমাম যুফার এবং শাফেয়ী ফকীহগণের ঐ মত যা ইমাম নববী এবং রাফেয়ী কর্তৃক শুদ্ধিকৃত, তা হলো, البيع শব্দ দ্বারা সালাম সংঘটিত হয় না। ইমাম যুফার রহ.-এর দলিল হলো কিয়াস অনুযায়ী সালাম সংঘটিত হতে পারে না। কারণ সালাম হচ্ছে এমন বস্তু বিক্রি করা যা মানুষের কাছে নেই। আর এরূপ বিক্রি নিষিদ্ধ। কিন্তু সালাম শব্দ দ্বারা বৈধ, যেহেতু এ সম্পর্কে শরীয়তের বর্ণনা এসেছে।[৩২] তা রাসূল সা.-এর বাণী থেকে সাব্যস্ত : وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ "তিনি সালামে অনুমোদন দিয়েছেন।"[৩৩] তাই বৈধতা সালাম শব্দেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

শাফেয়ী ফকীহ যারা উক্ত মতের পক্ষে তাদের বক্তব্য হলো, এখানে যে শব্দ বলা হবে তা বিবেচ্য হবে এবং শব্দের দিক বিবেচনা করে তা দ্বারা বিক্রি সংঘটিত হবে। আর এটি শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুই বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট করা শর্ত। কিন্তু বৈঠকের মধ্যে মূলধন হস্তগত করা শর্ত নয়। যেহেতু সালাম সাধারণ বিক্রি ছাড়া অন্য কিছু, অতএব বিক্রি শব্দ দ্বারা সালাম সংঘটিত হবে না।[৩৪]

হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ সালামের শব্দের ক্ষেত্রে শর্ত করেন, শব্দটি চুক্তি চূড়ান্ত করার নিশ্চিত অর্থ জ্ঞাপক হতে হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা কারও জন্য (গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের) খিয়ার স্বাধীনতা থাকবে না। কারণ এটি এমন চুক্তি যাতে খিয়ারুশ শর্ত বা চুক্তি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে স্বাধীনতার শর্ত থাকতে পারে না। এর কারণ, সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মজলিস থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বে বিক্রেতাকে মূলধনের মালিক বানাতে হবে এবং বিক্রেতার নিকট তা হস্তান্তর করতে হবে। এভাবে এদুটি বিষয় আবশ্যকীয়ভাবে সাব্যস্ত হওয়া স্বাধীনতার শর্তের পরিপন্থী।

আল উম্ম নামক গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন : সালামে খিয়ার (চুক্তি চূড়ান্ত করা না করার স্বাধীনতা) বৈধ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে বলে, আমি একশ দিনারের বিনিময়ে তোমার নিকট থেকে এক মাস মেয়াদে একশ সা খেজুর এই শর্তে ক্রয় করলাম যে, আমরা যে স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করেছি সে স্থান থেকে পৃথক হওয়ার পর আমার অথবা তোমার অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। তাহলে নগদ বিক্রিতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে তিন দিনের খিয়ার বা স্বাধীনতার শর্ত করার ন্যায় এ ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হবে না।

---

৩২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০১

৩৩. যায়লায়ী রহ.-এর নাসবুর রায়া (খ. ৪, পৃ. ৪৫, মুদ্রণ : আল মাজলিসুল ইলমী) এ উল্লেখ করেছেন, ৪নং অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে এটি উদ্ভাবিত।

৩৪. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৪; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৬; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২২৪; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৪

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে যদি বলে : আমি একশ দিনারের বিনিময়ে এই শত সা' খেজুর তোমার নিকট থেকে এই শর্তে ক্রয় করলাম যে, আমার জন্য এক দিনের খিয়ার থাকবে। যদি আমি সম্মত হই তাহলে আমি তোমাকে দিনার প্রদান করব, আর যদি সম্মত না হই তাহলে আমার ও তোমার মধ্যে স্থিরকৃত বিক্রয় অকার্যকর হবে। এরূপ শর্ত ও বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ, এটি এমন বিক্রি যার মধ্যে পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর গুণাগুণ বর্ণনাকৃত বিক্রির ক্ষেত্রে কেবল ক্রেতা-বিক্রেতা বৈঠক ত্যাগ করার পূর্বে বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করলেই তা বৈধ হয়। কারণ, বিক্রেতা কর্তৃক সালাম কৃত বস্তু হস্তগত করা হলো মালিকানা সূচক হস্তগত করা। কিন্তু যদি সে অন্যের সম্পদ এমন শর্তে হস্তগত করে যে, তার জন্য খিয়ার থাকবে তাহলে এটি মালিকানার হস্তগত বলে গণ্য হবে না।

সালাম বিক্রিতে তাদের দুইজনের কোনো একজনের জন্য ও স্বাধীনতা থাকা বৈধ নয়। কারণ যদি ক্রেতার স্বাধীনতা থাকে তাহলে সে বিক্রেতাকে যা পরিশোধ করছে বিক্রেতা তার মালিকানা লাভ করতে পারবে না। আর যদি বিক্রেতার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে তাতে বিক্রেতার মালিকানা থাকে। ফলে সে তার বিক্রয়কৃত বস্তুতে ক্রেতাকে মালিক বানায় না। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, বিক্রেতা স্বীয় সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পর ক্রেতার নিকট তা ফেরত প্রদান করবে। অতএব কোনো প্রকার স্বাধীনতা না রেখে কেবল বিক্রি চূড়ান্ত করা হলেই এক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হবে।[৩৫]

বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে আছে : শর্ত হলো উভয় চুক্তি সম্পাদনকারী অথবা কোনো একজনের জন্যও খিয়ারের শর্তহীন বিক্রি চুক্তিটি চূড়ান্ত হতে হবে। কারণ মৌলিকভাবে স্বাধীনতার শর্তসহ বিক্রির বৈধতা ও যথার্থতা কিয়াস পরিপন্থী। কেননা এটি এমন শর্ত যা তাৎক্ষণিক বিক্রির বিধান সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে চুক্তির চাহিদার বিপরীত; এবং বিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বাধা।

মৌলিকভাবে এ ধরনের শর্ত চুক্তি বাতিল করে দেয়। তবে আমরা হাদীসের ভাষ্য দ্বারা এটির বৈধতা পেয়েছি। আর ভাষ্যটি নগদ বিক্রির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ভাষ্যের বাইরের বিষয় মূল কিয়াসের আওতাভুক্তই থাকবে; বিশেষত ভাষ্যের বিষয়ের (বিক্রির) সাথে বাইরের বিষয়টির অর্থের মিল না থাকলে তা হাদীসের আওতায় আসবে না। নগদ বিক্রির যে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয়েছে সালামটি সে অর্থে ব্যবহৃত নয়। কারণ প্রতারণা প্রতিহত করার জন্য স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয়েছে। আর প্রতারণা এবং মূল্য কম দেওয়ার ওপরই

---

৩৫. আল উম্ম, খ. ৩, পৃ. ১৩৩; (মুহাম্মাদ যুহরী আন নাজ্জারের দিক নির্দেশনায়)।

www.amarboi.org

সালামের ভিত্তি। কেননা সালাম হলো নিঃস্বদের ক্রয়-বিক্রয়। সুতরাং এটি হাদীসের বর্ণিত বিষয়ের আওতাভুক্ত নয়। তাই বিক্রিতে হাদীসের ভাষ্য আরোপিত হলেও এখানে ভাষ্যটি আরোপিত হবে না। তাই সালামের মধ্যে বিধানটি কিয়াসের অনুযায়ী থাকবে।

আমাদের আলোচনার আলোকে মূলধন হস্তগত করা হলো বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। আর মালিকানা ছাড়া কজা করা শুদ্ধ হয় না। যেহেতু خِيَارُ الشَّرْطِ (অর্থাৎ স্বাধীনতার শর্ত) মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ায় বাধা প্রদান করে, তাই এটি হস্তগত করা শুদ্ধ হওয়ায়ও বাধা প্রদান করবে। শরহু মুনতাহাল ইরাদাতের মধ্যে এরূপই উল্লেখ আছে।[৩৬]

মালেকী ফকীহগণ এ ব্যাপারে মতবিরোধ করে বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অথবা যে কোনো একজনের সালামের ক্ষেত্রে তিন দিন বা তার চেয়ে কম সময়ের খিয়ারুশ শর্ত করা বৈধ, এই শর্তে যে, মূলধন হারাতে পারবে না। যদি মূলধন হারিয়ে যায় তাহলে খিয়ার সহ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, মূলধনটি সালামের পুঁজি এবং মূল্যের মাঝামাঝি হওয়ার দরুন।[৩৭]

এটিই হলো মালেকী ফকীহদের নির্ভরযোগ্য মত। তাদের মতে এটি তিন দিন অথবা তার চেয়ে কম সময় পর্যন্ত সালামের মূলধন হস্তগত করার বিলম্ব বৈধ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। কারণ এই সামান্য বিলম্ব অবিলম্বের সমতুল্য। তাই এই বিলম্ব সহনীয়। কেননা মূলনীতি হলো : أَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ 'কোনো বস্তুর নিকটবর্তী বস্তুতে উক্ত বস্তুর বিধান প্রদান করা হয়।'

চুক্তিসম্পাদনকারী দুই পক্ষ (العَاقِدَانِ)

চুক্তিসম্পাদনকারী দু'পক্ষের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ফকীহগণ শর্ত করেন, তাকে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হতে হবে এবং যদি সে অন্যের জন্য চুক্তি করে তাহলে তার সে ক্ষমতাও থাকতে হবে।

শর্তকৃত যোগ্যতা হলো সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্থাৎ শরয়ী বিবেচনাযোগ্য কথা সম্পাদন ও প্রকাশ করার ব্যক্তিগত যোগ্যতা। আর এই যোগ্যতাটি বাস্তবে পাওয়া যায় এমন ব্যক্তির মাঝে যে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং শরয়ী কোনো বাধার কারণে যার লেনদেন বাধাপ্রাপ্ত নয়। (বিস্তারিত দেখুন পরিভাষা : أَهْلِيَّة)

অন্যের পক্ষ থেকে সালাম-চুক্তি সম্পন্নকারীর ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা হলো নিম্নোক্ত দুই পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে এ ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া :

---

৩৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৬৯

৩৭. ইল্লীশ রচিত মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৫

www.amarboi.org

এক. হয়তো ঐচ্ছিক প্রতিনিধিত্ব যা প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে উকিল বা প্রতিনিধি এবং উকিল নিয়োগকারী প্রত্যেকেই বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করার যোগ্য হওয়া আবশ্যক (সবিস্তারে দেখুন পরিভাষা : وَكَالَة)।

দুই. হয়তো বাধ্যতামূলক প্রতিনিধিত্ব যা শরীয়তপ্রণেতা কর্তৃক নির্ধারণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এ প্রকার ক্ষমতা ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত যে শরীয়ত কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভিভাবক এবং অসী, যাদেরকে চুক্তি সম্পন্ন করার এবং যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের কল্যাণে আর্থিক লেনদেন করার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে হানাফী ফকীহগণ সালাম চুক্তিতে শর্ত করেন, চুক্তি সম্পন্নকারী দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ মৃত্যু-পূর্ব অসুস্থ হবে না।[৩৮]

তারা এধরনের অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড থেকে পাওনাদারদের এবং উত্তরাধিকারীদের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে তার সালামের স্বতন্ত্র বিধান প্রণয়ন করেছেন। কারণ সালাম হলো সম্ভাব্য আনুকূল্যের ক্ষেত্র। কেননা এক্ষেত্রে পণ্যকে তার মূল্য থেকে কমে বিক্রি করা হয়ে থাকে। (তাই কারো আনুকুল্যে অপর কারো ক্ষতি করা যাবে না।)

সালামের ক্রেতা অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়া এবং সালামের বিক্রেতা অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হওয়ার মধ্যে ফকীহগণ পার্থক্য করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের বড় বড় কিতাবে রয়েছে।[৩৯]

الْمَعْقُودُ عَلَيْه : যার ওপর চুক্তি হয়ে থাকে

ক. একই সাথে দুই বিনিময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

ফকীহগণের মাযহাব হলো, সালামের চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য মূলধন এবং পণ্য উভয়টি মূল্যমানসম্পন্ন সম্পদ হওয়া শর্ত। অতএব এ দুইয়ের একটি মদ বা শূকর বা অন্য এমন কিছু হলে সালাম বৈধ হবে না যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উপকারযোগ্য সম্পদরূপে বিবেচিত নয়। (ر : مال)

খ. সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো কোনো বিনিময় এমন সম্পদ না হওয়া যার একটির সাথে অপরটির সালাম করার ক্ষেত্রে বাকি-জাতীয় সুদের উদ্ভব ঘটবে। অর্থাৎ পণ্যটি দায়িত্বে বাকি থাকাকালীন সাধারণ সুদের দুই কারণের একটিও যেন দুই বিনিময়ের কোনো একটিতে পাওয়া না যায়। সুতরাং যদি

৩৮. مرض الموت মৃত্যু পূর্ববর্তী রোগ যদিও উক্ত রোগে মৃত্যু নাও হতে পারে (ر:مرض الموت)।

৩৯. সারাখসী রচিত আল মাবসুত, খ. ২৯, পৃ. ৩৮ এবং ৫৪ এবং ৭৮, বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৫৩

www.amarboi.org

মূলধনে সাধারণ সুদের দুই কারণের একটি পাওয়া যায়, তাহলে বাকিজাতীয় সুদের উদ্ভব ঘটবে আর এরূপ সর্বসম্মতরূপে অশুদ্ধ।[৪০] কারণ উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, সমান সমান এবং নগদ বিক্রি করতে হবে। আর যদি উক্ত পণ্যসমূহ ভিন্ন শ্রেণীর বিনিময়ে লেনদেন হয় তাহলে যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রি করো।"[৪১] (বিস্তারিত দেখুন : رِبًا)

গ. মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহদের মাযহাব হলো, সব ধরনের মুনাফাই সম্পদ এবং তার মূলের মালিকানা লাভ করার দ্বারা এগুলোর মালিকানা লাভ করা যায় এবং এগুলো উপকারযোগ্য বস্তু। এ কারণে ফকীহগণ সালাম-চুক্তিতে মুনাফাকে মূলধন ও পণ্য উভয়রূপে বৈধতা প্রদান করেছে। তাই যদি সালামের ক্রেতা বলে, 'আমার এই বসবাসের বাড়ি এক বছরের জন্য তোমার নিকট সালাম করলাম' অথবা অমুক মেয়াদে, অমুক বস্তুতে একমাসের জন্য সালাম করলাম, তাহলে উক্ত সালাম শুদ্ধ হবে।

আর যদি সে তাকে বলে, অমুক মেয়াদে তোমার দায়িত্বে আবশ্যক, বর্ণনাকৃত মুনাফার বিনিময়ে তোমার নিকট বিশ দিনার সালাম হিসাবে প্রদান করলাম, তাহলে সালাম শুদ্ধ হবে।

ঘ. হানাফী ফকীহগণের মাযহাব হলো, সালামের দুই বিনিময়ের একটিও মুনাফা হতে পারবে না। কারণ যদিও মুনাফা মালিকানাযোগ্য, তথাপি হানাফী মাযহাবে মুনাফাকে সম্পদ বিবেচনা করা হয় না। কারণ হানাফী ফকীহগণের নিকট সম্পদ হলো যার প্রতি মানুষের অন্তরের আকর্ষণ থাকে এবং তা অভাবের মুহূর্তের জন্য সংগ্রহ করে রাখা যায়।[৪২] অথচ মুনাফাকে সংগ্রহ করে রাখা যায় না। কারণ এটি এমন বিমূর্ত বস্তু, ক্রমান্বয়ে যা অস্তিত্ব লাভ করে এবং তার নির্দিষ্ট সময় শেষ

---

৪০. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া (পৃ. ২৭৩), শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৫; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২০৬; বিদায়াতুল মুজতাহিদ (মুদ্রণ : দারুল কুতুবিল হাদিসা) খ. ২, পৃ. ২২৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৪; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩১ এবং পরবর্তী।

৪১. ইমাম মুসলিম কর্তৃক উদ্ধৃত (খ. ৩, পৃ. ১২১১ মুদ্রণঃ আল হালবী)।

৪২. মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়্যা, ধারা : ১২৬

www.amarboi.org

হওয়ার দ্বারা শেষ হয়ে যায় এবং এতে এমন কিছু অস্তিত্ব লাভ করে না যা শেষ হতে পারে না। এই ভিত্তিতে হানাফীদের মতে সালাম-চুক্তির মধ্যে মুনাফাকে বিনিময় সাব্যস্ত করা শুদ্ধ নয়।[৪৩] (বিস্তারিত দেখুন : تَابِع)

৬. সালামের মূলধনের শর্তাবলি

ফকীহগণ সালামের মূলধনের ক্ষেত্রে দুইটি শর্ত করেছেন :

প্রথম শর্ত : মূলধনটি জ্ঞাত বিষয় হতে হবে

ফকীহদের এ কথায় কোনোরূপ মতবিরোধ নেই, মূলধনটি জ্ঞাত বিষয় হওয়া শর্ত। কারণ মূলধনটি আর্থিক বিনিময় চুক্তির একটি বিনিময়, অতএব অন্য সমস্ত বিনিময়-চুক্তির ন্যায় এখানেও এটি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

মূলধনটি হয়তো দায়িত্বে আবশ্যক এবং গুণাগুণ-বর্ণিত বিষয় হবে, অতঃপর চুক্তির বৈঠকে তা নির্দিষ্ট করা হবে। অথবা চুক্তি করার সময়ই তা নির্দিষ্ট হবে, যেন তা উপস্থিত ও দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আর হুবহু তার ওপর চুক্তি হবে।

যদি মূলধনটি গুণাগুণ বর্ণনাকৃত হয়, তাহলে সালামের চুক্তি করার সময় তার শ্রেণী, ধরন, পরিমাণ এবং গুণাগুণ উল্লেখ করতে হবে।

এই ভিত্তিতে বলা যায়, যদি অপর পক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে চুক্তিতে পূর্ণতাদানের উদ্দেশ্যে চুক্তির মজলিসের মধ্যে মূলধন নির্ধারণ এবং তা তার নিকট হস্তান্তর করা আবশ্যক।[৪৪]

সালামের উপস্থিত মূলধনের প্রতি ইঙ্গিত বিবেচনা করার ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন, এটিই কি মূলধনের অজ্ঞতা দূরীকরণে যথেষ্ট এবং তাহলেই কি মূলধনটি জ্ঞাত হিসেবে বিবেচিত হবে, না-কি ইঙ্গিতের পাশাপাশি পরিমাণ এবং গুণাগুণও বর্ণনা করা আবশ্যক?

মালেকী ফকীহগণ, হানাফী ফকীহগণের মধ্যে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ, প্রকাশ্য বর্ণনা মতে শাফেয়ী ফকীহগণ এবং হাম্বলী ফকীহগণের মধ্যে আল-খিরাকী রহ.-এর প্রকাশ্য মত হলো, যদি মূলধনটি নির্দিষ্ট হয় তাহলে তা দেখাই যথেষ্ট। তা

---

৪৩. রাফেয়ী রচিত ফাতহুল আযিয, খ. ৯, পৃ. ২১০; শরহুল খিরাশী আলা খলিল, খ. ৫, পৃ. ২০৩; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৬০; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮২, ২০৮, রওজাতুত তালেবিন, খ. ৪, পৃ. ২৭

৪৪. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৬; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭, ইবনে জুযাই রচিত আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা (মুদ্রণ : তিউনিসিয়া) পৃ. ২৭৪; আল মুগনী (মুদ্রণ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদিসা), খ. ৪, পৃ. ৩৩০; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৩-১২৪

www.amarboi.org

সমজাত বস্তু হোক কিংবা মূল্যজাত বস্তু হোক। এক্ষেত্রে তার পরিমাণ ও গুণাগুণ উল্লেখ করা শর্ত নয়।[৪৫]

কারণ, প্রয়োজন হলো মূলধন নির্ধারণ করা। আর ইঙ্গিতের মাধ্যমে উক্ত প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেছে। অতএব পরিমাণ জানানোর প্রয়োজন নেই। এ কারণে নগদ বিক্রি এবং সালাম বিক্রির ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ জানানো শর্ত নয়– যদি মূলধনটি এমন হয় যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সংশ্লিষ্টতা নেই।[৪৬]

শিরাজী রহ. বলেন, মূলধনের গুণাগুণ এবং পরিমাণ আলোচনা করা আবশ্যক নয়। কারণ এটি এমন চুক্তির বিনিময়, যা অনুরূপ বস্তু ফেরত দিতে বলে না। অতএব বিয়ের মহর এবং বিক্রির মূল্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যথেষ্ট হবে, তার গুণাগুণ উল্লেখ করা আবশ্যিক হবে না।[৪৭]

হাম্বলী ফকীহগণের নিকট নির্ভরযোগ্য এবং ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর এক উক্তি মতে মাযহাব হলো, মূলধনের পরিমাণ এবং গুণাগুণ উল্লেখ করা আবশ্যক। এগুলো বর্ণনা করা ব্যতীত সালাম শুদ্ধ হবে না।[৪৮] শিরাজী রহ. বলেন, যেহেতু পণ্য শেষ হয়ে যাওয়ার দরুন সালাম বাতিল হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই যদি মূলধনের পরিমাণ এবং গুণাগুণ জানা না যায় তাহলে বিনিময় কতটুকু ফেরত নিতে হবে তাও জানা যাবে না।[৪৯]

কাশশাফুল কিনা' গ্রন্থে এসেছে : সালামের মূলধনের গুণাগুণ এবং পরিমাণ জানা থাকা শর্ত যেমনিভাবে পণ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা থাকে। কারণ অনেক সময় যে বস্তুর ওপর চুক্তি হয়েছে তা হস্তান্তর করতে বিলম্ব হয়, ফলে তা বাতিল হতে পারে। তাই সালামের মূলধন জানা থাকা আবশ্যক, যেন তার বিনিময় ফেরত নেওয়া যায়; যেমন ধার নেওয়া হলে তার বিস্তারিত বিবরণ জানা আবশ্যক। সুতরাং এই ভিত্তিতে এমন স্তূপের সালাম শুদ্ধ হবে না যা কেবল প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, তার পরিমাণ ক্রেতা ও বিক্রেতা জানে না কেউ।[৫০]

---

৪৫. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০১; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫১৬; আত্ তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ৫১৬; আল ইনায়া আলাল হিদায়া (আল মাইমানিয়া ১৩১৯ হিজরী), খ. ৬, পৃ. ২২১

৪৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০২

৪৭. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭

৪৮. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২১; হাশিয়াতুর রমলী আলা আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৪; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭

৪৯. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭

৫০. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯১

www.amarboi.org

ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী এবং মালেকী ফকীহগণের মধ্যে কাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব বাগদাদী রহ.-এর মাযহাব হলো, সালামের মূলধনের গুণাগুণ আলোচনা করা শর্ত নয়। তা সমজাত বস্তু হোক কিংবা মূল্যজাত হোক। কারণ গুণাগুণ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য প্রত্যক্ষ করাই যথেষ্ট।

তবে মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মূলধনটি মূল্যজাত হওয়া অথবা এমন সমজাত হওয়া যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এ দুটোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যদি মূলধনটি সমজাত বস্তু হয়, যেমন পরিমাপজাত বস্তু, পরিমাণজাত বস্তু, গজে মাপা বস্তু এবং কাছাকাছি গড়নের সংখ্যাজাত বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাণ বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ করা যথেষ্ট নয়। আর যদি মূলধনটি মূল্যজাত হয় তাহলে তার পরিমাণ বর্ণনা করা শর্ত নয়, তার প্রতি ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট।[৫১]

দ্বিতীয় শর্ত : চুক্তির বৈঠকে মূলধন হস্তান্তর করা

হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহগণের মাযহাব হলো, চুক্তির মজলিসে সালামের মূলধন হস্তান্তর করা সালাম শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। সুতরাং যদি হস্তান্তরের পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতা মজলিস ত্যাগ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[৫২]

তারা এর পক্ষে প্রমাণ উত্থাপন করেছেন :

প্রথমত : রাসূল স.-এর হাদীস : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْن مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم "যে সালাম করে সে যেন নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাপে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে সালাম করে।"[৫৩] রাসূল সা. এ হাদীসে التَسْلِيفُ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন; যার অর্থ الاعطاء। অতএব ليسلف-এর অর্থ হবে فَلْيُعْط (অর্থাৎ সে যেন প্রদান করে)। এখানে এ অর্থ গ্রহণ করার কারণ : সালামের ক্ষেত্রে সালামকারী ব্যক্তি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে সালামের মূলধন প্রদান না করা পর্যন্ত السَّلَف। বিশেষ্যটির প্রয়োগ হয় না।

---

৫১. ফাতহুল কাদির ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২২১ (মাতবায়াতুল মাইমানিয়া, ১৩১৯ হিজরী), রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৭, বুলাক ১২৭২ হি; আল ইশরাফ আলা মাসাইলিল খিলাফ, খ. ১, পৃ. ২৮০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০২

৫২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০২; আল উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৯৫ (মুদ্রণ : যুহরী আন নাজ্জার), আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০২; ফাতহুল আযিয, খ. ৯, পৃ. ২০৯; কিফায়াতুল আখয়ার, খ. ১, পৃ. ১৪২; আনিসুল ফুকাহা, পৃ. ২২০, ইবনে ফারিস রচিত হুলয়াতুল ফুকাহা, পৃ. ১৪০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২০; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৮, কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ.২৯১; ফাতহুল কাদির ওয়াল ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ২২৭, (আল মাইমানিয়া ১৩১৯ হিজরী), রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৮

৫৩. হাদীসটির উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

সুতরাং যদি বিক্রেতার নিকট মূলধন হস্তান্তর না করে তাহলে সে কোনো কিছুর সালামকারী হবে না। বরং উভয়ে সালাম করার অঙ্গীকার প্রদানকারী হবে। ইমাম রামলী রহ. বলেন, "আর দ্বিতীয় কারণ হলো, সালাম শব্দটি মূলধন হস্তান্তর করা অর্থাৎ নগদ পরিশোধ করা, থেকে নির্গত। চুক্তির নামগুলো যেই অর্থ থেকে নির্গত, সেই অর্থগুলো উক্ত নামের মধ্যে থাকা আবশ্যক।"[৫৪]

দ্বিতীয়ত : মূলধন হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হওয়ার অর্থ বাকির বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করে পৃথক হওয়া। আর এরূপ করা সর্বসম্মতক্রমে নিষিদ্ধ।[৫৫]

তৃতীয়ত : সালামের মধ্যে প্রতারণার ঝুঁকি রয়েছে যা প্রয়োজনের তাগিদে মেনে নেওয়া হয়। অপর বিনিময় নগদ হস্তগত করার মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করা হয়। অপর বিনিময়টি হলো মূল্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উভয় পক্ষের প্রতারণা বড় আকারে না হওয়া।[৫৬]

চতুর্থত : কেবল চুক্তিসমূহ সংঘটিত হওয়ার দ্বারাই চুক্তির শরীয়তগত কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের ওপর তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সুতরাং যদি উভয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয় তাহলে উভয় পক্ষের জন্য চুক্তিটি নিরর্থক হবে, যা তার মূল বিধান এবং তার চাহিদা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাই ইবনে তাইমিয়া রহ. সালামের মূলধন বিলম্ব করার ব্যাপারে বলেন, এরূপ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; যেন তাদের উভয়ের দায়িত্ব এমন নিরর্থক বিষয়ের সাথে যুক্ত না থাকে যা তার জন্য এবং অন্যের জন্য উপকারী নয়। যে কোনো চুক্তির উদ্দেশ্য হলো হস্তগত করা। অথচ এটি এমন চুক্তি যা দ্বারা মোটেও উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। বরং এটি বিনা উপকারে দায়িত্ব গ্রহণ।[৫৭]

পঞ্চমত : শরীয়তপ্রণেতার উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক শান্তি ও সমঝোতা সৃষ্টি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির উপকরণ শেষ করে ফেলা। যদি লেনদেনটি উভয় দিকে বাকী থাকে তাহলে উভয় দিক থেকে দাবি উঠবে। এটি অনেক বিবাদ ও শত্রুতার কারণ হবে। তাই শরীয়ত মূলধন নগদ হস্তগত করার শর্ত করার মাধ্যমে উক্ত বিবাদের উপকরণ বন্ধ করে দিয়েছে।[৫৮]

---

৫৪. হাশিয়াতুর রমলী আলা আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২২

৫৫. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৪; ইবনে তাইমিয়া কর্তৃক রচিত নজরিয়াতুল আকদ, পৃ. ২৩৫, নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২৫৫, সুবকী রচিত তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ১০৭; আল মুয়াত্তা, জামিউ বাইয়িস সামার, খ. ২, পৃ. ৬২৮, ৬৬০; (মুদ্রণ : ইসা হালবী)।

৫৬. ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২০৯

৫৭. ইবনে তাইমিয়া রচিত নজরিয়াতুল আকদ, পৃ. ২৩৫

৫৮. কারাফী রচিত আল ফুরুক, খ. ৩, পৃ. ২৯০

www.amarboi.org

প্রকাশ থাকে যে, মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে সালামের মূলধন হস্তগত করার শর্তটি অধিকাংশ ফকীহের মতে চুক্তি শুদ্ধ অবস্থায় রাখার শর্ত; এটি শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। কারণ মূলধন হস্তগত করা ব্যতীতই সালামটি শুদ্ধরূপে সংঘটিত হয়। অতঃপর হস্তগত করার পূর্বে মজলিস ত্যাগ করলে সালাম বাতিল হয়ে যায়। আর চুক্তি শুদ্ধরূপে টিকে থাকার বিষয়টি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই হয়ে থাকে, চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে হয় না। সুতরাং হস্তগতকরণ সালাম সঠিক রাখার শর্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।[৫৯]

আল-মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা-এর ৩৮৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'সালামের শুদ্ধতা বহাল থাকার শর্ত হলো, চুক্তির মজলিসে মূল্য হস্তান্তর করা। সুতরাং সালামের মূলধন হস্তান্তর করার পূর্বে যদি চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষ মজলিস ত্যাগ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে'।

মালেকী ফকীহগণ তাদের প্রসিদ্ধ মতানুসারে, চুক্তির মজলিসে সালামের মূলধন নগদ পরিশোধের শর্ত সংক্রান্ত আলোচনায় জমহুর ফকীহ সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন, শর্ত সাপেক্ষে এবং বিনা শর্তে দুই তিন দিন পর্যন্ত সালামের মূলধন পরিশোধে বিলম্ব করা বৈধ। একথার সূত্রঃ যা কোনো বস্তুর নিকটবর্তী হয় তা উক্ত বস্তুর বিধানভুক্ত হয়। এ ফিকহী সূত্রের ওপর ভিত্তি করে এ ফকীহগণ এই সামান্য বিলম্বকে মার্জনীয় বিবেচনা করেছেন। কারণ এই সামান্য বিলম্ব নগদ সমতুল্য।[৬০] এই সামান্য বিলম্বের বৈধতার কারণ দর্শাতে গিয়ে কাজী আব্দুল ওয়াহহাব বাগদাদী রহ. তাই স্বীয় গ্রন্থ "আল ইশরাফ"-এ বলেছেন : "বিভিন্ন ব্যস্ততায় বিলম্ব হলে তা হস্তগত করার সমতুল্য"।[৬১]

ইবনে রুশদ রহ. আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত নামক গ্রন্থে বলেছেন : শর্তের ভিত্তিতে সালামের মূলধন পরিশোধে তিন দিনের বেশি বিলম্ব করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ। মূলধনটি মুদ্রা হোক কিংবা বস্তু হোক। যদি বিনা শর্তে

---

৫৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৮; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৫৫৫, আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৭৭

৬০. শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২২০; ইবনে রুশদ রচিত আল মুকাদ্দামাত আল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৬; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫১৪, লুনশারিসি রচিত ইজাহুল মাসালিক ইলা কাওয়াইদিল ইমাম মালেক, পৃ. ১৭৩; হয়তো এটি এ কথা থেকে সংগৃহীত যে, ইমাম মালেক রহ. মুদাওয়ানা নামক গ্রন্থে একদিন বা দুই দিনকে মেয়াদরূপে ধার্য করেন নাই, যেমনিভাবে ইবনে সিরাজ থেকে, আততাজ ওয়াল ইকলীল-এর গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন।

৬১. আল ইশরাফ আলা মাসাইলিল খিলাফ, খ. ১, পৃ. ২৮০

www.amarboi.org

তিন দিনের বেশি বিলম্ব করে তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না, যদি মূলধনটি বস্তু হয়। আর যদি মূলধনটি মুদ্রা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। মুদাওয়ানা নামক গ্রন্থের সালাম অধ্যায়ের আলোচনায় প্রতিভাত হয়, এরূপ করার দ্বারা চুক্তি বাতিল ও অশুদ্ধ হবে। আর ইবনে হাবীব রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী চুক্তি বাতিল হবে না। তবে যদি শর্ত সাপেক্ষে তিন দিনের বেশি বিলম্ব করে তবে বাতিল হবে।[৬২]

এর পর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা রয়ে গেল। আর তা হলো, যদি সালাম ক্রেতা ব্যক্তি চুক্তির মজলিসের মধ্যে কিছু মূলধন নগদ পরিশোধ করে আর কিছু মূলধন মেয়াদ নির্ধারণ করে বাকি রাখে তাহলে বিধান কী?

ফকীহগণ এ ব্যাপারে দুই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন :

এক. হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহগণের মত : যে অংশের মূলধন হস্ত গত করা হয়নি সে অংশের সালাম বাতিল হয়ে যাবে এবং সালামের পণ্য থেকে সে পরিমাণ রহিত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে সালাম শুদ্ধ হবে।[৬৩] ইবনে নুজাইম রহ. বলেন, নগদ অংশের ক্ষেত্রে সালাম শুদ্ধ হবে। কারণ সে পরিমাণ মূলধন হস্তগত করা হয়েছে। এবং অশুদ্ধতা সংক্রমিত হবে না। (অর্থাৎ অশুদ্ধ অংশের দরুন শুদ্ধ অংশ বাতিল বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।) কারণ এই অশুদ্ধতা হলো আপতিত। কেননা পুরোটার মধ্যে চুক্তি শুদ্ধভাবে সংঘটিত হয়েছে। এ কারণে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে পুরোটার মূল্য নগদ পরিশোধ করে ফেলে তাহলে শুদ্ধ হবে।[৬৪]

দুই : মালেকী ফকীহগণ এবং ইবনে আবী লায়লার মত। আর তা হলো সকল অংশে সালাম অশুদ্ধ।

মালেকী ফকীহগণ নিজেদের মতের পক্ষে কারণ বর্ণনা করেন, যদি কিছু মূলধন হস্ত গত করা হয় আর কিছু মূলধন বিলম্বে প্রদান করা হয় তাহলে সালাম অশুদ্ধ হবে। কারণ এটি বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রি, যা শুরুতেই সংঘটিত হয়।[৬৫]

ইবনে আবী লায়লার বক্তব্য হলো, তার মতে লেনদেনের অধ্যায়ে মূলনীতি হচ্ছে, যদি চুক্তির কিছু অংশ অশুদ্ধ হয় তাহলে পুরো চুক্তি অশুদ্ধ হয়ে যাবে।[৬৬]

---

৬২. আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৬, মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৪ এবং খ. ৩, পৃ. ৩

৬৩. ফাতহুল আযিয, খ. ৯, পৃ. ২১০; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯১; আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৭৮; তাসিসুন নাযার , পৃ. ৯৫

৬৪. আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৭৮

৬৫. হাশিয়াতুল আদভী আলা কিফায়াতিত তালিবির রব্বানী, খ. ২, পৃ. ১৬৩

৬৬. দাবুসী রচিত তাসিসুন নাযার, পৃ. ৯৫ (মুদ্রণ : দারুল ফিকর বৈরুত ১৩৯৯ হিজরী)।

www.amarboi.org

যদি সালামের ক্রেতা সালামের বিক্রেতার দায়িত্বে থাকা ঋণকে সালামের মূলধনে পরিণত করতে চায় তাহলে হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে এটি বৈধ নয়। যেহেতু এটি সালাম চুক্তিটিকে বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রিতে পরিণত করে।[৬৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রহ. এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেন। তাদের মাযহাব হলো, যে ঋণটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়িত্বে আছে তা যদি বর্তমানে পরিশোধ্য হয় তাহলে সে ঋণকে সালামের মূলধনে পরিণত করা বৈধ হবে। বৈধতার পক্ষে তাদের প্রমাণ হলো, এই মাসআলাতে বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রি অর্থাৎ বিলম্বিত ঋণের বিনিময়ে বিলম্বিত ঋণ বিক্রি করা নিষেধাজ্ঞা না থাকা; যেহেতু সালামের মূলধনে আসা ঋণটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়িত্বে বাকি ঋণ নয়। ফলে তা নগদ ঋণের পরিবর্তে বাকি ঋণ বিক্রির শ্রেণীভুক্ত হবে। (বিলম্বিত ঋণের পরিবর্তে বিলম্বিত ঋণ বিক্রি হবে না।) দ্বিতীয়ত চুক্তির বৈঠকে সালাম বিক্রেতা কর্তৃক সালামের মূলধন বিধানগতভাবে হস্তগত হয়েছে। কেননা এটি তার দায়িত্বে বর্তমানে পরিশোধ্য ঋণ। সুতরাং সালামের ক্রেতা নিজ দায়িত্বে আসা বর্তমান সম্পদকে সালামের মূলধনে পরিণত করার মাধ্যমে যেন স্বীয় সম্পদ তার নিকট থেকে হস্তগত করে তার নিকট ফেরত প্রদান করেছে। তাই এটি বর্তমানে পরিশোধ্য হওয়ার পর বিধানগতভাবে হস্তগত হলো। অতএব শরীয়তের প্রতিবন্ধকতা রহিত হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত সালামের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সর্বসম্মত মত থাকার বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়।[৬৮]

পক্ষান্তরে যদি সালামের মূলধনে পরিবর্তিত ঋণটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়িত্বে বাকি ও বিলম্বিত অবস্থায় থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো ফকীহের কোনোরূপ মতভেদ নেই। এবং এটি নিষিদ্ধ বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রি। এটি নিষিদ্ধ, কেননা এটি বাকি সংক্রান্ত সুদের উপকরণ হয়।

যদি সালামের ক্রেতা সালামের বিক্রেতার হাতে বিদ্যমান স্বীয় সম্পদকে সালামের মূলধনে পরিণত করে, তাহলে কি এরূপ করা শুদ্ধ হবে? এবং চুক্তির অগ্রে সম্পাদিত দখল কি ঐ দখলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে যা চুক্তির মজলিসে সম্পাদিত হওয়ার যোগ্য? না-কি এরূপ করা শুদ্ধ হবে না এবং নতুন দখলের প্রয়োজন?

---

৬৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৯; যাইলায়ী রচিত তাবয়ীনুল হাকায়িক, খ. ৪, পৃ. ১৪০; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২১২; আশ শারহুল কাবির আলাল মুকনি, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১৫৫ (মাতবাআতুল ইমাম, কায়রো), নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২১

৬৮. ইলামুল মুওয়াককিঈন, খ. ২, পৃ. ৯

www.amarboi.org

উক্ত মাসআলাতে ফকীহগণের দুই ধরনের উক্তি রয়েছে :

প্রথম. হাম্বলী ফকীহগণের উক্তি : সালামের বিক্রেতা কর্তৃক সালামের মূলধনে পরিবর্তিত বস্তুর দখলটি ঐ দখলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে যা চুক্তির দ্বারা সম্পাদনযোগ্য। বস্তুটি তার হাতে আমানতরূপে থাক অথবা জামানতরূপে, নতুন করে দখল করার প্রয়োজন হবে না।[৬৯]

দ্বিতীয়. হানাফী ফকীহগণের মত : সালামের মূলধনের সাবেক দখলটি ঐ দখলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে যা চুক্তির বৈঠকে সম্পাদনযোগ্য, যদি মূলধনের ওপর সালাম বিক্রেতার দখলটি আমানাত না হয়ে জামানতরূপে হয়। কারণ যদি বিকল্প দখলটি সম্পাদনযোগ্য দখলের সমপর্যায়ের হয় অথবা তার চেয়ে শক্তিশালী হয়, তাহলে তা তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি মূলধনটি তার দখলে আমানতরূপে থাকে, যেমন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির দখল, আমানতগ্রহীতার দখল, অংশীদারের দখল ইত্যাদি, তাহলে সাবেক দখলটি বর্তমান দখলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। এবং সালাম চুক্তিটি শুদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তির মজলিসে নতুনভাবে দখল করার প্রয়োজন হবে।[৭০] বিস্তারিত দেখুন قَبْض পরিভাষায়।

চ. সালামের পণ্যের শর্তাবলি

প্রথম শর্ত : সালামের পণ্যটি দায়িত্বে আবশ্যক ও গুণাগুণ বর্ণনাকৃত ঋণ হওয়া

সালামের পণ্যটি সালামের বিক্রেতার দায়িত্বে আবশ্যক এবং গুণাগুণ বর্ণনাকৃত ঋণ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে কোনোরূপ মতভেদ নেই। যদি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে সালামের পণ্যরূপে নির্ধারণ করা হয় তাহলে সালাম শুদ্ধ হবে না।[৭১] কারণ এটি প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কেননা সালাম হলো নগদ মূল্যের বিনিময়ে দায়িত্বে আবশ্যক কোনো বস্তু বিক্রি করা। এর চাহিদা হচ্ছে সালামের পণ্যটি সালাম বিক্রেতার দায়িত্বে ঋণরূপে সাব্যস্ত হওয়া। আর তাতে বাধাকতার ক্ষেত্র হলো সালাম বিক্রেতার দায়িত্ব। কিন্তু যদি সালামের পণ্যটি নির্দিষ্ট বস্তু হয় তাহলে সেই বস্তুর সাথে সালামের ক্রেতার

---

৬৯. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯১

৭০. মাজমাউয যামানাতিল বাগদাদী, পৃ. ২১৭; আল ফাতাওয়া আত তুরতুসিয়া, পৃ. ২৫৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৪৮

৭১. আল হিদায়া মাআ ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া (আল মাইমানিয়া ১৩১৯ হিজরী) খ. ৬, পৃ. ২১৯; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা (মুদ্রণ : আদ দারুল আরাবিয়া লিল কিতাব) পৃ. ২৭৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৩৪; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৬, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮৩

www.amarboi.org

অধিকার সংশ্লিষ্ট। আর (তখন) উক্ত নির্দিষ্ট বস্তুটি বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্র হবে, সালামের বিক্রেতার দায়িত্ব বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্র হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সালামের পণ্য নির্ধারণকরণ চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী।

এসবের পাশাপাশি উক্ত নির্ধারণ সালামকে প্রতারণার চুক্তিতে পরিণত করে। কারণ এর দ্বারা চুক্তি কার্যকর করতে অক্ষমতার আশংকা সৃষ্টি হয়। যার ফলে জানা যায় না যে, উক্ত চুক্তি পূর্ণতা পাবে, না-কি ভেঙ্গে যাবে। কারণ, হতে পারে পরিশোধ করার সময় আসার পূর্বে উক্ত নির্দিষ্ট বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে চুক্তি কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

প্রতারণা সকল আর্থিক বিনিময় চুক্তি বাতিল করে দেয়, যা সর্বজনবিদিত। পক্ষান্তরে যদি সালামের পণ্যটি দায়িত্বে আবশ্যক নির্দিষ্ট গুণে বিশেষিত বস্তু হয় তাহলে চুক্তিবদ্ধ গুণাগুণ সমৃদ্ধ যেকোনো পণ্য পরিশোধ করার দ্বারা (সালামের পণ্য) পরিশোধ হয়ে যায়। এবং হস্তান্তর করার পূর্বে সালামের পণ্য ধ্বংস হওয়ার দরুন চুক্তি কার্যকর করা অসম্ভব ও হয় না। কারণ সে অনুরূপ বিকল্প অবলম্বন করতে পারে।[৭২]

সালামের পণ্য নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রতারণা থাকার আশংকার কারণে কতিপয় ফকীহ সালাম চুক্তিকে যে ঋণ লাভ বয়ে আনে তার অন্তর্ভুক্ত করেন। কাজী আবুল ওয়ালিদ বিন রুশদ আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত নামক গ্রন্থে বলেন, বাড়ি এবং ভূমির মধ্যে সালাম বৈধ না হওয়ার একমাত্র কারণ হলো, গুণাগুণ বর্ণনা করা ব্যতীত সালাম বৈধ নয়। আর বাড়ি এবং ভূমির গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে তার অবস্থান উল্লেখ করা আবশ্যক। আর অবস্থান উল্লেখ করার দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বাড়ি ও ভূমির সালামটি ঐ ব্যক্তির কাজের সদৃশ হলো যে ব্যক্তি কারও নিকট থেকে অপর কোনো ব্যক্তির বাড়ি ক্রয় করল এই শর্তে যে, সে উক্ত বাড়ি/ভূমি জবরদখল কারীর নিকট থেকে উদ্ধার করে তাকে দেবে।

এটি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত যা কোনোভাবে বৈধ নয়। কারণ জানা নেই কত দ্বারা সে তা তার নিকট থেকে উদ্ধার করবে? অনেক সময় সে তার নিকট থেকে তা উদ্ধার করতে পারে না। আর যখন তার নিকট থেকে তা উদ্ধার করতে পারে না তখন সে তার নিকট সালামের মূলধন ফেরত প্রদান করে। ফলে এটি একবার (সাধারণ) বিক্রি হয়, আর অন্যবার সালামরূপে বিক্রি হয়। আর এই সালামটি হচ্ছে এমন ঋণ যা উপকার বয়ে আনে।[৭৩]

---

৭২. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯২; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৪-১৩০

৭৩. আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৬

www.amarboi.org

যেমনিভাবে কতিপয় ফকীহ্ বলেন, সালামের পণ্যটি নির্দিষ্ট না হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে এই যে, সালামটি কেবল প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করে কিয়াস ও যুক্তি পরিপন্থী হলেও শরীয়ত কর্তৃক বৈধ হয়েছে। সুতরাং যদি সালামের পণ্য নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে নগদ তখনই তা বিক্রি করা যায়। আর সে ক্ষেত্রে সালাম বিক্রির কোনোরূপ প্রয়োজন নেই। তাই পণ্য নির্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মূল বিধান অর্থাৎ সালামের অবৈধতা ফিরে আসবে।[৭৪]

সম্ভবত সালামের পণ্যটি দায়িত্বে আবশ্যক এবং গুণাগুণ বর্ণনাকৃত ঋণ হওয়া আবশ্যক এবং পণ্য নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সালাম বৈধ না হওয়ার কুরআন-হাদীস ভিত্তিক প্রমাণ হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম রা. থেকে ইবনে মাজার সূত্রে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর নিকট এসে বলল, অমুক সম্প্রদায় (এক ইহুদী সম্প্রদায়) ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের নিকট চলে এসেছে। আমি (অভাবের দরুন) তাদের মুরতাদ (ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী) হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। রাসূল সা. বললেন, তার (ঐ গোত্রের) নিকট কী আছে? (উত্তরে) এক ইহুদী (নির্দিষ্ট বস্তু উল্লেখ করে) বলল, আমার নিকট এত আছে। সে বলল, অমুক সম্প্রদায়ের বাগানের এই এই ফলের মূল্যে তিনশ দিনার। রাসূল সা. বললেন, এত মেয়াদে এবং এত মূল্যে। তবে অমুক সম্প্রদায়ের বাগান থেকে নয়।[৭৫]

সালামের পণ্যটি দায়িত্বে আবশ্যক দেনা হওয়ার শর্ত করাকে ভিত্তি করে ফকীহগণ বলেছেন, যে সমস্ত সম্পদ সালামের পণ্য হতে পারে তা হলো সমজাত বস্তু অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য বস্তু, পরিমাণযোগ্য বস্তু, গজে বিক্রয়যোগ্য বস্তু, কাছাকাছি গড়নের সংখ্যায় গণনাযোগ্য বস্তু। আর ঐসব মূল্যজাত বস্তু যেগুলো গুণাগুণ বর্ণনা করার দ্বারা আয়ত্ত করা যায়।[৭৬]

---

৭৪. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯২; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২১

৭৫. আব্দুল্লাহ বিন সালামের হাদীস : حديث عبد الله بن سلام : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا . . . . ইবনে মাজা (খ. ২, পৃ. ৭৬৬; মুদ্রণ : আল হালবী); বুসাইরী রহ. মিছবাহুয যুজাজা গ্রন্থে উক্ত হাদীসের সনদকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন (খ. ২, পৃ. ২৪, মুদ্রণ : দারুল জিনান)।

৭৬. আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৬৯; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৪; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৮; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২৬৮; আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদির ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২০৬-২০৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭৬; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১২; আল ইফসাহ, খ. ১, পৃ. ৩৬৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৩; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৮-৩২০

www.amarboi.org

শিরাজী রহ. আল-মুহাযযাব নামক গ্রন্থে বলেন, ঐ সমস্ত সম্পদে সালাম বৈধ যেগুলো বিক্রি করা বৈধ এবং তার গুণাগুণ আয়ত্ত করা সম্ভব। যেমন মুদ্রা, বীজ, ফল, কাপড়, পশু, পশম, পশুর লোম, কাঠ, পাথর, কাদা মাটি, মৃৎপাত্র, লোহা, সীসা, স্ফটিক, কাঁচ ইত্যাদি সম্পদ যা বিক্রি করা যায় এবং যেগুলো গুণাগুণ দ্বারা আয়ত্ব করা যায়।[৭৭]

পক্ষান্তরে যে সব সম্পদের গুণাগুণ আয়ত্ত করা যায় না সে সব সম্পদে সালাম বৈধ নয়। কেননা এটি বিবাদ ও ঝগড়ার কারণ হয় আর ঝগড়াঝাটি না হওয়াই শরীয়তের কাম্য।[৭৮]

এই মূলনীতির ভিত্তিতে মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের সম্মিলিত ফকীহ সম্প্রদায় সালামের মূলধনটি অমুদ্রা হওয়ার শর্তে মুদ্রার সালাম বৈধ হওয়ার কথা বলেছেন, যেন এটি বাকি মূলক সুদের কারণ না হয়।[৭৯] ইবনে কুদামা বলেন, "যেহেতু মুদ্রা মহররূপে দায়িত্বে সাব্যস্ত হতে পারে সেহেতু العُرُوض (অর্থাৎ সাধারণ বস্তু যা মুদ্রা নয়)-এর ন্যায় তাতে সালাম সাব্যস্ত হতে পারবে। দ্বিতীয়ত কম-বেশি এবং বাকি কোনো দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সুদ নেই।[৮০] তাই বস্তুর বিনিময়ে বস্তুর সালামের ন্যায় দুই প্রকার মুদ্রার একটির অপরটির সাথে সালাম হতে পারবে।"[৮১]

কারণ রাসূল সা. বলেছেন : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "যে সালাম করে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে সালাম করে।"[৮২] আর স্বর্ণরৌপ্য পরিমাণযোগ্য বস্তু। (তাই তাতেও সালাম বিক্রি সহীহ হবে।) তা ছাড়া যা দায়িত্বে মূল্যরূপে থাকা বৈধ, তা সালামের পণ্য হওয়াও বৈধ। তৃতীয়ত মুদ্রাতে রৌপ্য বা স্বর্ণ হওয়া এবং তার ছাঁচ ও ওজনের ধরন উল্লেখ করা ইত্যাদি

---

৭৭. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৪

৭৮. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৩০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৯৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৮

৭৯. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭৮; আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৯; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৩৭; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২০৬; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ১১; কিফায়াতুত তালিবির রাব্বানী ওয়া হাশিয়াতুল আদভী, খ. ২, পৃ. ১৬৩

৮০. মূলধন মুদ্রা না হয়ে পণ্য হওয়ার কারণে।

৮১. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩২

৮২. হাদীসের সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

গুণের দ্বারা মুদ্রাকে আয়ত্ত করা সম্ভব। সুতরাং সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা রহিত হয়ে তার বৈধতার ভিত্তি পাওয়া গেল।[৮৩]

এ ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণ মতবিরোধ করে বলেছেন, সালামের পণ্য মুদ্রা হওয়া বৈধ নয়। কারণ সালামের পণ্যটি মূল্য দ্বারা নিরূপিত হওয়া আবশ্যক, আর (স্বয়ং) মুদ্রাই মূল্য; অতএব মুদ্রা সালামের পণ্য হতে পারে না।[৮৪]

ইমাম কাসানী রহ. এর পক্ষে প্রমাণ উত্থাপন করেছেন, সালামের পণ্যটি নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া শর্ত। সুতরাং যদি সালামের পণ্যটি নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট না হয় যেমন দিরহাম এবং দীনার, তাহলে তাতে সালাম বৈধ হবে না। কারণ সালামের পণ্যটি পণ্য (মূল্য নয়)। এর প্রমাণ, আমরা বর্ণনা করেছি, রাসূল সা. ঐ বস্তু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যা ব্যক্তির কাছে নেই। আর তিনি সালামের ব্যাপারে সুযোগ দিয়েছেন।[৮৫] এভাবে তিনি সালামকে বিক্রিরূপে অভিহিত করেছেন। অতএব সালামের পণ্যটি পণ্য হবে (মূল্য হতে পারবে না)। আর পণ্যকে নির্দিষ্ট করার দ্বারা পণ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিনিময় চুক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট করার দ্বারা দীনার-দিরহাম নির্দিষ্ট হয় না। অতএব দীনার-দিরহাম পণ্য হতে পারে না, তাই দীনার-দিরহামের মধ্যে সালাম হতে পারে না।[৮৬]

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের সম্মিলিত ফকীহ সম্প্রদায় বরাবর সাইজের গজে পরিমাপযোগ্য বস্তু, কাছাকাছি গড়নের গণনাযোগ্য বস্তু বা বরাবর আকারের গণনাযোগ্য বস্তুকে এমন সব সমজাত বস্তুর শ্রেণীভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন যা সালাম চুক্তিতে দায়িত্বে ঋণরূপে সাব্যস্ত হতে পারে। এবং যে সমস্ত পরিমাপ এবং পরিমাপযোগ্য বস্তুর সালাম- বৈধতা হাদীসে উল্লেখ আছে সে গুলোর সাথে তুলনা করে অপর যে কোনো বস্তু সালামের পণ্য হতে পারবে এমন কারণে যা উভয় ক্ষেত্রে বিরাজমান। তা হলো, পরিমাণ উল্লেখ করার মাধ্যমে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা দূর করা। কারণ, পরিমাণ নির্ধারণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অজ্ঞতা দূর করা এবং কোনোরূপ বিবাদ ছাড়া হস্তান্তর করতে পারা। গণনা ও দৈর্ঘ মাপযোগ্য এককসমূহের দ্বারা নির্ধারণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে

---

৮৩. কাযী আব্দুল ওয়াহহাব আল বাগদাদী রচিত আল ইশরাফ আলা মাসাইলিল খিলাফ, খ. ১, পৃ. ২৮১

৮৪. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৩; আল হিদায়া, ফাতহুল কাদীর আল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২০৬।

৮৫. যায়লায়ী রহ. নসবুর রায়া (খ. ৪, পৃ. ৪৫, মুদ্রণ : আল মাজলিসুল ইলমী) তে বলেন, غريب بهذا اللفظ অর্থাৎ হাদীসটি এই শব্দে বিরল। অতঃপর উল্লেখ করেন, এটি দুই হাদীসের সমন্বয়ে গঠিত। এই আলোচনায় হাদীস দুটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১২

www.amarboi.org

গণনা ও গজে মাপার দ্বারা অথবা সংখ্যার দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমনিভাবে পরিমাণ ও পরিমাপ দ্বারা নির্ধারণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাণ ও পরিমাপ দ্বারা এটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। খতীব শারবিনী রহ. বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয়, হাদীসের মধ্যে পরিমাপ ও পরিমাণকে কেনো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো? উত্তরে বলা হবে, পরিমাপ এবং পরিমাণের অধিক ব্যবহারের কারণে এবং এতদভিন্ন অন্য বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৭]

দ্বিতীয় শর্ত : সালামের পণ্যটি উভয়ের জ্ঞাত হওয়া

ফকীহগণের মধ্যে এ শর্তে কোনোরূপ মতভেদ নেই, সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য, সালামের পণ্যটি এমন জ্ঞাত ও স্পষ্ট হতে হবে যা তার অস্পষ্টতা দূর করবে এবং তা হস্তান্তরকালে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের (সম্ভাব্য) বিবাদের রাস্তা বন্ধ করে দেবে। কারণ এটি আর্থিক বিনিময়চুক্তির একটি বিনিময়। তাই সকল আর্থিক বিনিময়চুক্তির ন্যায় এটিও জ্ঞাত হওয়া শর্ত।

যেহেতু সালামের পণ্যটি দায়িত্বে সাব্যস্ত থাকে, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকে না, সেহেতু ফকীহগণ শর্ত করেন, সালাম চুক্তির মধ্যে পণ্যের শ্রেণী উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ বর্ণনা করে দিতে হবে, এটি গম বা যব বা খেজুর বা তেল। এবং ধরন উল্লেখ করতে হবে যদি একই শ্রেণীর পণ্যের একাধিক ধরন থাকে, অর্থাৎ বর্ণনা করতে হবে যে, চালগুলো আমেরিকান বা পেশওয়ারী ইত্যাদি ধরনের হতে হবে। আর যদি এক শ্রেণীর পণ্যের একটি মাত্র ধরন থাকে তাহলে ধরন উল্লেখ করা শর্ত নয়।[৮৮]

ফকীহগণ রাসূল স.-এর নিম্নোক্ত বাণীর কারণে সালামের পণ্যে পরিমাণ বর্ণনা করা শর্ত করেছেন। রাসূলের বাণী : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "যে সালাম করে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণে ও পরিমাপে সালাম করে।"[৮৯] পরিমাণের বর্ণনাটি এমন যে কোনো পদ্ধতিতে হতে পারে যা, ঐ পরিমাণ থেকে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা দূর করবে যে পরিমাণ হস্তান্তর করা আবশ্যক। এবং দেনার আকারে থাকা পরিমাণ এমন ভাবে আয়ত্ত করবে যেন পরিশোধ করার সময় বিবাদের কোনো সুযোগ না থাকে।[৯০]

---

৮৭. মুগনিল-মুহতাজ, খ. ১, পৃ. ১০৮

৮৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৬; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১০

৮৯. হাদীস : সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

৯০. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৯০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৯

www.amarboi.org

ইবনে কুদামা রহ. আল মুগনী নামক গ্রন্থে বলেন, সর্বজনবিদিত পরিমাপযন্ত্র বা ওজন দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। সুতরাং অপরিচিত পাত্র বা অপরিচিত সুনির্দিষ্ট বাটখাড়া দ্বারা পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ কোনো সময় পরিমাপ যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে সালামের পণ্যের পরিমাণ জানা কঠিন হতে পারে। আর এটা এমন প্রতারণা যা চুক্তির জন্য প্রয়োজন হয় না।

ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, ইমাম আবু হানিফা, তার শিষ্যবৃন্দ, ইমাম শাফেয়ী, সুফয়ান সাওরী এবং আবু সাওরসহ যে সব আলেম থেকে আমরা ধর্মীয় জ্ঞান সংরক্ষণ করে থাকি, তারা প্রত্যেকেই একমত পোষণ করেছেন, এমন ভাণ্ড দ্বারা খাদ্য শস্যের সালাম বৈধ হবে না যেই ভাণ্ডের মাপ জানা নেই। এবং অমুক ব্যক্তির গজের মাপে কাপড়ের সালাম বৈধ নয়। কারণ যদি ভাণ্ড ধ্বংস হয়ে যায় অথবা অমুক ব্যক্তিটি মারা যায় তাহলে সালাম বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তির ভাণ্ড বা পাল্লা নির্দিষ্ট করে আর ভাণ্ড এবং পাল্লা সর্বজন পরিচিত হয় তাহলে বৈধ হবে। আর যদি ভাণ্ড ও পাল্লা সর্বজন পরিচিত না হয় তাহলে বৈধ হবে না।[৯১]

তা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ যথা হানাফী ফকীহগণ, শাফেয়ী ফকীহগণ এবং ইমাম আহমদ-এর এক বর্ণনা যা অনেক হাম্বলী ফকীহ প্রাধান্য দিয়েছেন।[৯২] তা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট ও প্রচলিত পরিমাপক যে কোনো একক দ্বারা সালামের পণ্য নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে চুক্তিকারী দুই পক্ষ একমত হওয়ায় কোনো সমস্যা নেই; যদিও তা নবী স.-এর আমলে সালামের পণ্য নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত নাও হয়। কারণ উদ্দেশ্য হলো তার পরিমাণ জানা, যা তা থেকে অজ্ঞতা এবং প্রতারণা দূর করে দেয় এবং কোনোরূপ ঝগড়া ব্যতীত তা হস্তান্তর করতে পারা। আর সুনির্দিষ্ট, প্রচলিত, পরিমাপকারী যে কোনো একক দ্বারা পরিমাণ সম্পর্কে জানা সম্ভব। এই ভিত্তিতে চুক্তিকারী দুই পক্ষ সালামের পণ্যের জন্যে যে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে তা বৈধ হবে।[৯৩] এবং সুদ জাতীয় বিক্রি থেকে

---

৯১. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৭

৯২. হাম্বলী ফকীহ মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা আল মুগনীর মধ্যে এবং ইবনে আব্দুস তাযকিরার মধ্যে উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং ওয়াজিযও মুনাওয়ার এবং মুনতাখাবুল আযজার মধ্যে উক্ত বর্ণনার প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। (কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৮)

৯৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৯১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৮; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৮; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৬

www.amarboi.org

এটি পৃথক ও ভিন্ন হবে। কারণ সুদজাতীয় পণ্যের মধ্যে পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ দ্বারা আর পরিমাণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাণ দ্বারা সমতা রক্ষা করা শর্ত। আর সুদজাতীয় পণ্যের মূল পরিমাপক ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে সমতার উক্ত শর্তটি সম্পর্কে জানা যায় না।[১৪]

আর হাম্বলী ফকীহগণ নিজেদের মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতের ভিত্তিতে উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন : পরিমাণযোগ্য বস্তু ওজন করে আর ওজনযোগ্য বস্তু পরিমাপ করলে সালাম শুদ্ধ হবে না। কারণ সালামের পণ্য হলো পণ্য, যার পরিমাণ জানা শর্ত। অতএব মৌলিকভাবে যেভাবে পরিমাণ নির্ধারিত তা ছাড়া অন্য উপায়ে নির্ধারণ করা হলে সালাম শুদ্ধ হবে না। যেমন সুদজাতীয় পণ্য পরিমাণ নির্ধারণ না করে একটি অপরটির বিনিময়ে বিক্রি করা। দ্বিতীয়ত যদি মৌলিকভাবে যেভাবে নির্ধারিত সেভাবে না করে অন্য ভাবে সালামের পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে তাহলে বৈধ হবে না। যেমন যদি গজে বিক্রিযোগ্য পণ্য পরিমাণ করে সালাম করে।[১৫]

মালেকী ফকীহগণ বলেন : যে দেশে সালাম সম্পাদিত হচ্ছে সে দেশের নাগরিকদের প্রচলন বিবেচ্য। আবশ্যক হলো চুক্তিকার্য সম্পাদনকালে দেশবাসীর যেই একক দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ পরিচিত সেই পরিমাপজ্ঞাপক একক দ্বারাই সালামের পণ্য আয়ত্ত করা; যেন পরিশোধকালে পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের মধ্যে (সম্ভাব্য) ঝগড়ার পথ রুদ্ধ করা যায়। খিরাশী রহ. বলেন, সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো যে এলাকায় চুক্তি হচ্ছে সে এলাকার প্রচলন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ দ্বারা, যেমন গম; অথবা পরিমাণ দ্বারা, যেমন গোশত অথবা সংখ্যা দ্বারা ও যেমন কোনো কোনো দেশে আনার, আপেল।[১৬]

উক্ত পদ্ধতিতে সালামের পণ্যের পরিমাণের বিবরণ কেবল এমন সব সমজাত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেগুলো বিভিন্ন প্রকার মাপের প্রচলিত একক ওজন বা আয়তন বা দৈর্ঘ্য বা সংখ্যা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

পক্ষান্তরে যদি সালামের পণ্যটি এমন মূল্যজাত বস্তু হয় যার এককগুলো হয় বিভিন্ন ধরনের এবং পার্থক্যপূর্ণ, ফলে মাপের একক দ্বারা এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। যদি গুণাগুণ দ্বারা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় তাহলে তার গুণাগুণ বর্ণনার শর্তে সালাম বৈধ হবে যেন গুণের তারতম্যে চাহিদার

---

১৪. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৯

১৫. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮৫

১৬. আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ৫৩০; আল খিরাশী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২১২

www.amarboi.org

ভিন্নতা এবং মূল্যের স্পষ্ট পার্থক্য হয়ে যায়। ইবনে রুশদ আল হাফীদ বলেন, জানা উচিত, যে ক্ষেত্রে পরিমাণ করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে পরিমাণ দ্বারা, যে ক্ষেত্রে পরিমাপ করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে পরিমাপ দ্বারা, যে ক্ষেত্রে গজ দিয়ে মাপা সম্ভব সে ক্ষেত্রে গজ দ্বারা, আর যে ক্ষেত্রে গণনা করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে গণনার দ্বারা সালামে পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। আর যদি সালামের পণ্যে পরিমাণ নির্ধারণের এ উপায়সমূহের কোনো একটিও না থাকে তাহলে বস্তুর উদ্দিষ্ট গুণাগুণ দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাতে যদি বিভিন্ন ধরন থাকে তাহলে তা উল্লেখ করবে; আর যদি একটি মাত্র ধরন হয় তাহলে ধরন উল্লেখ করতে হবে না।[৯৭]

সবগুলো গুণ উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। কারণ এরূপ করা কঠিন। এবং শেষ পরিণতিতে সালামের পণ্য হস্তান্তর করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ যথাস্থানে সালামের পণ্য এস গুণে গুণান্বিত অবস্থায় পাওয়া কঠিন। তাই এমন কিছু বাহ্যিক গুণাগুণ বর্ণনা করা যথেষ্ট যার দ্বারা সাধারণত মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। ইমাম খিরাশী রহ. এ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, যদি সালামের পণ্যের এমন কতক গুণ স্পষ্ট হয়ে যায় যেই গুণগুলোতে পার্থক্যের দরুন ক্রয়-বিক্রয়কারীর নিকট পণ্যের মূল্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, যার দরুন মানুষ সাধারণত প্রতারণার শিকার হয়। সে সব গুণই আলোচনা করা যথেষ্ট। আশ-শামেল গ্রন্থকারের বরাত দিয়ে হাত্তাব রহ. বর্ণনা করেন, "তাদের দুইজন এবং অন্যদের নিকট পণ্যের পরিচিত গুণাগুণ যদি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে হয়তো সাধারণভাবে এ গুণগুলোর পার্থক্যের দরুন সালামের পণ্যের মূল্যে পার্থক্য হবে অথবা তার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে।[৯৮]

তৃতীয় শর্ত : সালামের পণ্য বিলম্বিত ও বাকি থাকা

হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহ সম্প্রদায় সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত করেন, সালামের পণ্যটি নগদ না হয়ে বাকি হতে হবে। অতএব নগদ সালাম শুদ্ধ হবে না।[৯৯] বাকির শর্ত করার ক্ষেত্রে তাদের প্রমাণ হলো রাসূল সা.-এর বাণী, مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "যে সালাম করে সে যেন নির্দিষ্ট

---

৯৭. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০

৯৮. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১১; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১৩; মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৪, পৃ. ৫৩১

৯৯. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১২; আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৫; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২১; কিফায়াতুত তালিবির রাব্বানী, খ. ২, পৃ. ১৬৩; আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৭৪; বাজী রচিত আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৯৭; আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২১৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৮

www.amarboi.org

মেয়াদে পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাপে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে সালাম করে।"[১০০] রাসূল সা. সালামে মেয়াদের নির্দেশ প্রদান করেছেন আর রাসূল সা.-এর নির্দেশ আবশ্যকতা প্রকাশ করে। তাই মেয়াদ নির্ধারণ সালাম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত সমষ্টির একটি, তাই মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়া সালাম শুদ্ধ হবে না।

তা ছাড়া কোমল আচরণ হিসাবে সালাম বৈধ করা হয়েছে। মেয়াদ নির্ধারণ করা হলেই কোমল আচরণ হবে। সুতরাং মেয়াদ নির্ধারণ না করা হলে কোমল আচরণও হবে না। কারণ সালামের ক্রেতা সালামের পণ্য সস্তায় পাওয়ার কারণে অগ্রিম মূল্য প্রদান করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। আর সালামের বিক্রেতা পণ্যটি বাকি হওয়ার কারণে সালাম করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। তাই যদি মেয়াদ নির্ধারণ শর্ত না করা হয় তাহলে এ উপকারের অস্তিত্ব থাকবে না।[১০১]

কাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন, যেহেতু সালাম শব্দের অর্থই অগ্রিম প্রদান অর্থাৎ মূলধন আগে প্রদান করা আর পণ্য পরে গ্রহণ করা, সেহেতু যা উক্ত নিয়ম বহির্ভূত হবে তা সালামে নিষিদ্ধ হওয়া আবশ্যক।[১০২]

আর যেহেতু নগদ সালাম ঝগড়ার কারণ হয়, কেননা সালাম হলো নিঃস্বদের পণ্য-বিক্রয়, সেহেতু বাহ্যত সালামের বিক্রেতা সালামের পণ্য নগদ হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হবে। আর সালামের ক্রেতা হস্তান্তর করার দাবি করবে। ফলে তারা উভয়ে এমনভাবে বিবাদে লিপ্ত হবে যার দরুন চুক্তি ভঙ্গ করার প্রয়োজন দেখা দেবে। এতে সালামের ক্রেতার ক্ষতি সাধিত হবে। কারণ সে সালাম বিক্রেতার নিকট মূলধন হস্তান্তর করেছে আর সে তা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করে ফেলেছে। যার ফলে সে সালামের পণ্য উদ্ধার করতে পারবে না এবং মূলধনও উদ্ধার করতে পারবে না। তাই মেয়াদ নির্ধারণ শর্ত করা হয়েছে, যেন সে কেবল নির্ধারিত মেয়াদ আসার পর দাবি উত্থাপন করতে পারে। আর বাহ্যত তখন সে হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে। ফলে এটি এমন ঝগড়া পর্যন্ত নিয়ে যাবে না যা চুক্তি ভঙ্গ এবং সালামের ক্রেতার ক্ষতিসাধনের কারণ হয়।[১০৩]

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের মাযহাব হচ্ছে, বাকি সালামের ন্যায় নগদ সালাম বৈধ। এর পক্ষে তাদের প্রমাণ হলো বাকি সালামের তুলনায় তা অগ্রগণ্য হওয়ার কিয়াস।[১০৪] শিরাজী রহ. বলেন, "কারণ বাকি সালাম বৈধ হলে নগদ

১০০. হাদীস : সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

১০১. আল ইশরাফ আলা মাসাইলিল খিলাফ, খ. ১, পৃ. ২৮০, আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২১

১০২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৮

১০৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১২

১০৪. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮৫; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৪; ফাতহুল আযিয, খ. ৯, পৃ. ২২৬; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৭

www.amarboi.org

সালামও বৈধ হবে। কেননা এ প্রকার সালাম প্রতারণা থেকে অধিক নিরাপদ।”[১০৫] তাদের মূল বক্তব্য হলো, বাকির মধ্যে এক প্রকার প্রতারণা রয়েছে। কারণ অনেক সময় সালামের বিক্রেতা নগদ হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়, অথচ নির্ধারিত মেয়াদ শেষে হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়। এ পরিস্থিতিতে যেহেতু বাকি সালাম বৈধ, সেহেতু নগদ সালাম অবশ্যই বৈধ হবে। কারণ এটি প্রতারণা থেকে তুলনামূলক বেশি নিরাপদ।

ইমাম শাফেয়ী রহ. আল উম্ম নামক গ্রন্থে বলেছেন : যেহেতু রাসূল সা. গুণ বর্ণনা করে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য বিক্রির বৈধতা প্রদান করেছেন সেহেতু গুণ বর্ণনাকৃত খাদ্য নগদ বিক্রি আরো অধিক বৈধ হবে। কারণ এ বিক্রিতে রয়েছে এ বৈশিষ্ট্য, পণ্য তার প্রাপককে বুঝিয়ে দেওয়ার জিম্মা নেওয়া হয়েছে। যখন পরে দেওয়ার জিম্মা নেওয়া সঠিক হয়, নগদ দেওয়ার জিম্মাও সেখানে সঠিক হবে। বরং তা নগদ হলে অধিক জিম্মা নিতে পারবে যত তাড়াতাড়ি হবে তাতে ধোঁকা তত কম হবে। আর ক্রেতা বিক্রেতার সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, গুণাগুণ বর্ণনার দ্বারা নির্ধারিত সালামের পণ্য প্রদান করতে বিক্রেতা দায়বদ্ধ।[১০৬]

সালামের সর্বনিম্ন সময়সীমা

যদিও শাফেয়ী ফকীহগণ ব্যতীত ফকীহ সম্প্রদায় সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য সালামের পণ্য বাকি হওয়ার আবশ্যকতায় একমত; কিন্তু তারা সর্বনিম্ন সময়সীমা– যার কমে সালাম শুদ্ধ হয় না– নির্ধারণে মতভেদ করে কয়েকটি উক্তি করেছেন :

হানাফী ফকীহগণের মত ইমাম কারখী রহ. উল্লেখ করেছেন, মেয়াদ নির্ধারণ করার বিষয়টি চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের ওপর ন্যস্ত। এমনকি যদি তারা অর্ধদিন নির্ধারণ করে তাহলে তাও বৈধ হবে।

কোনো কোনো হানাফী ফকীহ خِيَارُ الشَّرْطِ-এর সাথে তুলনা করে বলেছেন, সালামের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সময়সীমা এক মাস নির্ধারণ করেছেন; তা বাদায়েউস সানায়ে-এর গ্রন্থকার গ্রন্থে বিধৃত করে বলেছেন, এটিই বিশুদ্ধ উক্তি। কারণ সালামে মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি শর্ত করা হয়েছে কেবল সালাম বিক্রেতার জন্য সহজতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করার উদ্দেশ্যে। যেন সে উক্ত মেয়াদের মধ্যে সালামের পণ্য অর্জন করে দিতে পারে। এভাবেই

---

১০৫. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৪

১০৬. আল উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৯৫ (সম্পাদনায় মুহাম্মাদ যুহরী আননাজ্জার)।

www.amarboi.org

সহজকরণের অর্থটি বাস্তবায়িত হবে। যা এক মাসের চেয়ে কম তা কমের সীমানায় এসে তাতে নগদ হওয়ার বিধান কার্যকর হবে।[১০৭]

ক. মালেকী ফকীহগণের প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো, সালামের পণ্য প্রদানের সর্বনিম্ন মেয়াদ এতটুকু সময় যাতে বাজার উঠা-নামা করে। যেমন পনের দিন।[১০৮] ইবনে কাসেম তা বলেছেন।

ইবনে ওয়াহাব রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, এটি দুই তিন দিনও হতে পারে। ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, একদিন হলেও কোনো সমস্যা নেই।[১০৯]

উপরিউক্ত মত এবং উক্তিগুলো উত্থাপন করার পর ইমাম বাজী রহ. বলেন, আমাদের উক্তিগুলো প্রমাণিত হওয়ার পর কাজী আবু মুহাম্মদ রহ. যা বলেছেন তা হলো, এ ক্ষেত্রে বাজার ওঠা-নামার বিষয়টির সাথে কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট নয়। এটি কেবল দেশের প্রচলননির্ভর বিষয়। যিনি একে পনের দিন বা তার চেয়ে অধিক সময়সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ করেছেন তিনি কেবল তার দেশের প্রচলনের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করেছেন। ইবনে কাসেম কর্তৃক এর সময়সীমা পনের বা বিশ দিন নির্ধারণের বিষয়টি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ এটি দেশের প্রচলন এবং দেশের বাজার তথ্যের চাহিদা। কারণ সাধারণত এতটুকু সময়ের মধ্যে বাজার উঠা-নামা করে।[১১০]

খ. হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, মেয়াদের জন্য শর্ত হলো এমন একটা সময় হওয়া যার সাধারণ ভাবে মূল্যের মধ্যে প্রভাব পড়ে। যেমন এক মাস অথবা তার কাছাকাছি সময়। কারণ মেয়াদের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে ঐ সহজতার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য যার জন্য শরীয়ত কর্তৃক সালামটি অনুমোদিত হয়েছে।

---

১০৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৩; ফাতহুল কাদীর (আল মাইমানিয়া ১১৩১৯ হিজরী) খ. ৬, পৃ. ২১৯, রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৬

১০৮. শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১০; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৪; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৮; আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৭

১০৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৮; বাজী রচিত আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৯৭; বাজী এবং ইবনে রুশদ উল্লেখ করেছেন, মালেকী ফকীহগণের মতে মতভেদটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে ক্ষেত্রে সালামের পণ্যটি সালামের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দেশে পরিশোধ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি চুক্তি সম্পাদনের দেশ ছাড়া অন্য দেশে পরিশোধ করার চাহিদা প্রকাশিত হয় তাহলে মালেকী ফকীহগণের মতে দুটি স্থানের মাঝের দূরত্ব অতিক্রমের সময়ই হবে সর্বনিম্ন মেয়াদ তা কম হোক বা বেশি। শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১১

১১০. বাজী রচিত আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৯৮

www.amarboi.org

উক্ত সহজতা এমন সময়সীমা নির্ধারণের দ্বারা লাভ হয় না যার মূল্যে কোনো প্রভাব থাকে না।[১১১]

চতুর্থ শর্ত : মেয়াদ জ্ঞাত থাকা

ফকীহগণ একমত, সালামের পণ্য পরিশোধ করার মেয়াদ জ্ঞাত থাকা সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। কারণ রাসূল সা. বলেন, مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "যে সালাম করে সে যেন নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাপে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে সালাম করে।"[১১২] এভাবে রাসূল সা. মেয়াদ জানা থাকার বিষয়টি আবশ্যিক করে দিয়েছেন।[১১৩]

ফকীহগণ বলেছেন, যদি মেয়াদ অজ্ঞাত থাকে তাহলে সালাম অশুদ্ধ থাকবে; অজ্ঞতা বেশি হোক কিংবা সামান্য। কেননা এসব বিষয় বিবাদের কারণ হয়। দ্বিতীয়ত মেয়াদের অজ্ঞতা পরিমাণের অজ্ঞতার ন্যায় চুক্তিকে নষ্ট করে দেয়।[১১৪]

চাঁদের হিসাবে সময় নির্ধারণ করা হলে মেয়াদ সম্পর্কে জানা পরিপূর্ণ হয়। যেমন রজব মাসের প্রথম বা মুহাররম মাসের মাঝামাঝি বা ঐ মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিন। অথবা মুসলমানদের নিকট পরিচিত সৌর মাসের দ্বারাও তা জানা যায়। যেমন ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু, মার্চ মাসের শেষ অথবা সে মাসের অমুক নির্দিষ্ট দিন অথবা সালামের পণ্য প্রাপ্তির নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে মেয়াদ জানা যায়। যেমন বলা হয়, ছয় মাস পর বা দুই মাস বা এক বছর পর ইত্যাদি।[১১৫] মেয়াদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থা সবিস্তারে জানতে أَجَل পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম শর্ত : পণ্য প্রাপ্তির নির্ধারিত সময়ে সালামের পণ্যটি হস্তান্তরযোগ্য হওয়া

উক্ত শর্তের চাহিদা হলো, সালামের পণ্যটি সাধারণভাবে যে সময়ে পাওয়া যায় সে সময়ে তা সহজলভ্য হওয়া। সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি ফকীহগণের

---

১১১. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৮; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮৫

১১২. হাদীস : সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

১১৩. আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১০; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৯; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৪; (মুদ্রণ : আদদারুল আরাবিয়া লিল কিতাব), আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৫, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২১৮, রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৭

১১৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৩

১১৫. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮৭; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৮

www.amarboi.org

সর্বসম্মত শর্ত। কারণ মেয়াদান্তে সালামের পণ্য হস্তান্তর করা আবশ্যক। তাই তখন সালামের পণ্যটি হস্তান্তরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় এটি প্রতারণা হবে, যা নিষিদ্ধ।[১১৬] সুতরাং এমন মেয়াদে ফলের সালাম করা শুদ্ধ হবে না যেই মেয়াদে ফল লাভ হওয়ার বিষয়টি জানা নেই। অথবা যেই মেয়াদে ফলটি কদাচিৎ লাভ করা যায়। যেমনিভাবে নির্দিষ্ট খেজুর গাছের ফলে অথবা নির্দিষ্ট বাগানের ফলে সালাম করা বৈধ হয় না।

ইবনে কুদামা রহ. আল মুগনী গ্রন্থে বলেন, "পঞ্চম শর্ত হলো প্রাপ্তির নির্ধারিত সময়ে সালামের পণ্যটি ব্যাপক পরিমাণে পাওয়া যাওয়া। এবং আমাদের জানা মতে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কারণ যদি ব্যাপারটি এরূপ হয় তাহলে নির্ধারিত মেয়াদে তা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। আর যদি ব্যাপক ভাবে না পাওয়া যায় তাহলে বাহ্যত নির্ধারিত মেয়াদান্তে তা পাওয়া যাবে না। যার ফলে তা হস্ত ান্তর করা সম্ভব হবে না। তাই পলাতক দাস বিক্রির ন্যায় এটি বিক্রি করা শুদ্ধ হবে না। বরং (বিক্রি অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে) এটি তার চেয়েও বেশি। (পলাতক দাসকে খুঁজে পেলে হস্তান্তর করা যাবে, কিন্তু পণ্য না পাওয়া গেলে তা হস্তান্তর করা যাবে না।) প্রয়োজনের তাগিদে সালামে নানাবিধ প্রতারণার ঝুঁকি সহ্য করা হয়। এ অবস্থায় এতে আরো একটি প্রতারণা সহ্য করা হবে না, যেন এতে প্রতারণার মাত্রা বেড়ে না যায়।[১১৭]

মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহদের নিকট চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় সালামের পণ্য পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। অতএব চুক্তির সময় অস্তিত্বহীন বস্তু এবং মেয়াদ আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের হাতে নিঃশেষ বস্তুর সালাম বৈধ হবে।[১১৮] এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি তাদের প্রমাণ। হাদীস : রাসূল সা. যখন মদিনায় আগমন করলেন, এ সময় লোকেরা এক-দুই বছরের মেয়াদে ফলের সালাম করত।

---

১১৬. ফাতহুল আযিয, খ. ৯,পৃ. ২৪৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯০; কিফায়াতুত তালিবির রাব্বানী, খ. ২, পৃ. ১৬২; আল মুহাল্লা, খ. ৯, পৃ. ১১৪; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ১১; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১৮; আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, প. ২১৩; বাজী রচিত আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ৩০০; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৫

১১৭. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৫

১১৮. ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২৪৫; বাজী রচিত আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ৩০০; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৫; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২০; আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৩; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৪; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৯; কাজী আব্দুল ওয়াহহাব রচিত আল ইশরাফ, খ. ১, পৃ. ২৭৯

www.amarboi.org

তখন তিনি বললেন : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "যে সালাম করে সে যেন নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাপে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে সালাম করে।"[১১৯] রাসূল সা. উক্ত হাদীসে চুক্তির সময় সালামের পণ্য পাওয়া যাওয়া শর্ত করেননি। যদি এটি শর্ত হতো, তাহলে তিনি তা উল্লেখ করতেন এবং দুই-তিন বছরের ব্যাপারে বারণ করতেন। কারণ এটি সর্বজনবিদিত, এই দীর্ঘ মেয়াদ পর্যন্ত কোনো ফল থাকে না।

তাছাড়া মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে হস্তান্তরের উপযুক্ত হওয়া যায় না। অতএব তখন সালামের পণ্য থাকা আবশ্যক নয়। কারণ, তখন সালামের পণ্য থাকা কোনো উপকার নেই।

হানাফী ফকীহগণ, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী রহ. এ বিষয়টিতে মতভেদ করেন। তারা বলেন, সালাম কেবল ঐ ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে যে ক্ষেত্রে চুক্তির সময় থেকে নিয়ে মেয়াদ পর্যন্ত পণ্যটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বাজারে পাওয়া যাবে।[১২০]

তারা উক্ত শর্তের পক্ষে প্রমাণ উত্থাপন করেন যে, সালামের বিক্রেতা মারা গেলে মেয়াদ রহিত হয়ে যায় এবং তার উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে সালামের পণ্য নিয়ে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। তাই সালামের পণ্যের সার্বক্ষণিক লভ্যতা শর্ত করা হয়েছে, যেন যে কোনো সময় হস্তান্তর করা যায়। কারণ, যদি এরূপ শর্ত না করা হয় আর মেয়াদ আসার পূর্বে সালামের বিক্রেতা মারা যায় তাহলে অনেক সময় সালামের পণ্য হস্তান্তর করা কঠিন হয়ে যায়। ফলে এটি প্রতারণায় রূপ নেয়।[১২১]

ষষ্ঠ শর্ত : পরিশোধ করার স্থান নির্দিষ্ট করা

সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য সালামের পণ্য পরিশোধ করার স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত হবে কি না তা নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করে চার ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন :

ক. হানাফী ফকীহগণ বলেন : যদি সালামের পণ্যের কোনো রূপ ব্যয়ভার না থাকে অর্থাৎ পণ্যটি বহনের জন্য বাহন খরচ এবং কুলির ভাড়া প্রয়োজন না হয়, তাহলে পরিশোধ করার স্থান বর্ণনা করা শর্ত নয়।[১২২]

---

১১৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম।

১২০. আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদির ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২১৩; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৬; আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৭২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১১

১২১. আদ দুররুল মুখতার ওয়া হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার (বুলাক ১২৭২ হিজরী), খ. ৪, পৃ. ২০৬; আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৭২; আল মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, পৃ. ৫১৩

১২২. ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মধ্যে এ বিধানে কোনো মতভেদ নেই। তাই এরূপ অবস্থায় সালামের বিক্রেতা যেখানে ইচ্ছা পরিশোধ করবে, হাসকাফী রহ. আদ দুররুল মুখতারের মধ্যে এ মতকে শুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে কামাল রহ. বলেছেন, চুক্তি সম্পাদনের স্থানে পরিশোধ করতে হবে। (আদ দুররুল মুখতার ওয়া হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২০৭)

www.amarboi.org

কিন্তু যদি তার জন্য ব্যয়-ভারের প্রয়োজন হয় তাহলে পরিশোধ করার স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত করার ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. সাহেবাইনের সাথে মতভেদ করেছেন। আবু হানিফা রহ. বলেছেন, সালামের পণ্য পরিশোধ করার স্থান বর্ণনা করা শর্ত। কারণ তৎক্ষণাৎ হস্তান্তর করা আবশ্যক না হওয়ায় চুক্তির স্থানটিই হস্তান্তরের স্থানরূপে নির্দিষ্ট হবে না। আর যেহেতু স্থানটি নির্দিষ্ট হলো না, সেহেতু স্থানের বিষয়ে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা রয়ে গেল, যা ঝগড়া বিবাদের কারণ হতে পারে। কারণ স্থানের ভিন্নতার কারণে মূল্যের তারতম্য হয়। সুতরাং বিবাদ এড়ানোর লক্ষ্যে সালামের পণ্য পরিশোধ করার স্থান বর্ণনা করা আবশ্যক। নতুবা এটি গুণের অস্পষ্টতার মতো হয়ে যাবে।

অপরদিকে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন : স্থান নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। বরং চুক্তির স্থানে সে তা পরিশোধ করবে। কারণ চুক্তির স্থানটিই হলো দায়িত্ব গ্রহণের স্থান। তাই ঋণগ্রহণ এবং কোনো বস্তু ধ্বংস করার স্থানের ন্যায় ও নির্দিষ্ট গম বিক্রির ন্যায়, দায়িত্বে নেয়া বস্তু পরিশোধ করার জন্য ঐ স্থানটিই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।[১২৩]

খ. মালেকী ফকীহগণ বলেন, পরিশোধ করার স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়, তবে নির্দিষ্ট হওয়া উত্তম।[১২৪] ইবনে জুযাই রচিত আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, উত্তম হলো পরিশোধ করার স্থান শর্ত করা....। তবে যদি তারা দুইজন চুক্তির মধ্যে কোনো স্থান নির্দিষ্ট না করে তাহলে চুক্তির স্থানটিই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যদি তারা দুইজন কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে তাহলে উক্ত স্থান নির্দিষ্ট হবে। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য স্থানে সালামের পণ্য হস্তগত করা বৈধ হবে না। ক্রেতা এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বের ভাড়া গ্রহণ করবে। কারণ এদুটি স্থান দুইটি মেয়াদ তুল্য।[১২৫]

গ. শাফেয়ী ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য মাযহাব হলো, যদি চুক্তির স্থানটি পণ্য হস্ত ান্তরের যোগ্য না হয় যেমন মরুভূমি, তাহলে সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য সালামের পণ্য হস্তান্তর করার স্থান বর্ণনা করে দেওয়া শর্ত। অথবা যদি পণ্য বহনে ব্যয়-ভার প্রয়োজন হয় তাহলেও হস্তান্তরের স্থান বর্ণনা করে দেয়া শর্ত। আর যদি চুক্তিটি এমন স্থানে সম্পাদিত হয় যে স্থানটি পণ্য হস্তান্তরের উপযুক্ত অথবা

---

১২৩. আল বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৭৬; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৭; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৩; আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২২১

১২৪. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৯; বাজী রচিত আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৯৯; আর এরূপ করা হয় চুক্তিকারী দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ দুর হওয়ার এবং উভয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাঝে প্রবেশ করার লক্ষ্যে।

১২৫. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৫

www.amarboi.org

সালামের পণ্য বহনে কোনো ব্যয়-ভার লাগে না তাহলে এরূপ (নির্দিষ্ট করা) শর্ত নয়। সেক্ষেত্রে প্রচলনগত নীতি অনুসারে পণ্য হস্তান্তরের জন্য চুক্তির স্থানটিই নির্দিষ্ট হবে। তাদের মাযহাবে অনুসারে বিধানটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেই ক্ষেত্রে সালামের পণ্যটি বাকি হবে। পক্ষান্তরে নগদ সালামের ক্ষেত্রে পরিশোধ করার স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। পণ্য হস্তান্তরের জন্য চুক্তির স্থানটিই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।[১২৬]

তারা বলেন : চুক্তির স্থানটি পণ্য হস্তান্তরের যোগ্য না হলে বাকি সালামের ক্ষেত্রে স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত হওয়ার কারণ হলো, স্থানভেদে উদ্দেশ্যে তারতম্য ও পার্থক্য হতে পারে। তাই স্থান বর্ণনা করা আবশ্যক যেমনিভাবে গুণাগুণ বর্ণনা করা আবশ্যক। আর যদি স্থানটি এমন হয় যেখানে বহন করে নিয়ে যেতে খরচাদির প্রয়োজন হয় তাহলে তা বর্ণনা করে নেয়ার কারণ হলো, যেস্থানে হস্তান্তর করতে হবে সে স্থানের ভিন্নতার কারণে মূল্যের পার্থক্য হতে পারে, যেমনিভাবে গুণাগুণের ভিন্নতার কারণে মূল্যের পার্থক্য হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত স্থান পর্যন্ত বহন করে নিতে খরচাদির প্রয়োজন না হয় তাহলে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা আবশ্যক নয়। কারণ, এরূপ স্থানের ভিন্নতার ফলে মূল্যের পার্থক্য হয় না। সুতরাং তা নির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দেয়া আবশ্যক নয়। ঐ সকলগুণের ন্যায় যে সকলগুণের ভিন্নতার কারণে মূল্যের তারতম্য হয় না।[১২৭]

ঘ. হাম্বলী ফকীহগণের মাযহাব হলো পরিশোধ করার স্থান আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূল সা. পরিশোধ করার স্থান আলোচনা করেন নাই।[১২৮] সুতরাং এটিই প্রমাণ যে পণ্য পরিশোধে স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। দ্বিতীয়ত এটি একটি বিনিময়-চুক্তি। সুতরাং এতে পরিশোধের স্থান আলোচনা করা শর্ত হবে না, যেমনটি সাধারণ পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে যদি চুক্তির স্থানে পরিশোধ করা সম্ভব না হয় যেমন খোলা জায়গা, সমুদ্র এবং পাহাড় ইত্যাদি, তাহলে চুক্তির স্থানে পরিশোধ করা কঠিন হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট স্থান বর্ণনা করা শর্ত। অন্যথায় হস্তান্তরের স্থানটি অজ্ঞাত থাকবে। তাই মেয়াদের ন্যায় হস্তান্তরের স্থানটিও এক্ষেত্রে মৌখিকভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়া আবশ্যক।[১২৯]

---

১২৬. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৮; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ১২-১৩; ফাতহুল আযিয, খ. ৯, পৃ. ২৫১, আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭

১২৭. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৭

১২৮. উক্ত হাদীসে আছে, من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

১২৯. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯২; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২১; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩

www.amarboi.org

সালাম চুক্তি থেকে সৃষ্ট এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ

ক. উভয় বিনিময়ের মালিকানা স্থানান্তর

যদি সালামের বিক্রেতা মূলধন হস্তগত করে তাহলে সে তাতে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত সবধরনের লেনদেন করতে পারবে। কারণ সে এটির মালিক হয়েছে এবং এটি তার ইখতিয়ারভুক্ত।

যদিও সালামের পণ্যটি চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী ক্রেতার পাওনায় পরিণত হয়েছে, তবে উক্ত পণ্যে তার মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুয়ূতী রহ. আল আশবাহ ওয়ান্ নাযায়ের নামক গ্রন্থে বলেন, সর্বপ্রকার ঋণ দায়িত্বে সাব্যস্ত হওয়ার পর এবং তার বিনিময় হস্তগত করার পর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়;তবে এক প্রকার ঋণ এর ব্যতিক্রম। আর তা হলো সালামের ঋণ। কারণ এটি সাব্যস্ত হওয়ার পরও প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। এটি অপ্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। কারণ হঠাৎ সালামের পণ্য শেষ হয়ে যেতে পারে, ফলে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে।[১৩০]

খ. হস্তগত করার পূর্বে সালামের পণ্যে এখতিয়ার প্রয়োগ

সালামের ঋণটি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহ সম্প্রদায়ের মাযহাব হলো, সালামের পণ্য যার দায়িত্বে পাওনা আছে তার (অর্থাৎ ক্রেতার) বা অন্যের জন্য তা বিক্রি করা বা কোনো বস্তুর সাথে বিনিময় করা শুদ্ধ হবে না। এর কারণ, সালামের পণ্য বাজার থেকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অথবা উক্ত পণ্যের বিনিময়টি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে (সালাম) চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই এটির অবস্থা হলো হস্তগত করার পূর্বে পণ্যের মতো। সেই সাথে রাসূল সা. বলেন : مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ ، فَلاَ يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ "যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সালাম করবে সে যেন অন্য কোনো কিছুতে তা ব্যয় না করে।"[১৩১] ফকীহগণ বলেন, হাদীসের চাহিদা হলো, সালামের ক্রেতা সালামের পণ্য মালিক বা অন্যের নিকট বিক্রি না করা।[১৩২] এ সর্বসম্মত বিধানটি বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে।

---

১৩০. সুয়ূতী রচিত আল আশবাহ ওয়ান্ নাযায়ের, পৃ. ৩২৬

১৩১. হাদীস, مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ ، فَلاَ يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ ইবনে মাজা, (খ. ২, পৃ. ৭৬৬, মুদ্রণ : আল হালবী), আদ দারা কুতনী (খ. ৩, পৃ. ৪৫, মুদ্রণ : দারুল মাহাসিন) কর্তৃক আবু সাঈদ রা.-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আর দারা কুতনী থেকে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে হাজার রহ. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণনাকারী হাদীসের রাবীকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। এবং একদল আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা উক্ত হাদীসকে দুর্বল ও গরমিলযুক্ত বলেছেন। আত তালখিসুল হাবিরের মধ্যে এরূপই বলা হয়েছে (খ. ৩, পৃ. ২৫; মুদ্রণ : শিরকাতুত তিবায়াতিল ফান্নিয়া)।

১৩২. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৬-২০৯; তাবয়ীনুল হাকায়িক ওয়া হাশিয়াতুশ শালবী, খ. ৪, পৃ. ১১৮; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৮৪; আল উম্ম (মুদ্রণ : যুহরী আননাজ্জার)

www.amarboi.org

হানাফী ফকীহগণ বলেন, সালামের পণ্য হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রি, তা দিয়ে অংশীদারি ব্যবসা, তা লাভে বা সমমূল্যে বিক্রি, এ জাতীয় কোনো প্রকার এখতিয়ার সালামের পণ্যে প্রয়োগ করা ক্রেতার জন্য বৈধ হবে না; যদিও পণ্যটি তার অধীনে থাকে।[১৩৩]

এ সম্পর্কে কাসানী রহ. বলেন, হস্তগত করার পূর্বে সালামের পণ্যে বিনিময় অর্থাৎ ক্রেতা কর্তৃক সালামের পণ্যের পরিবর্তে অন্য শ্রেণীর বস্তু গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ, আমরা আলোচনা করেছি যে, বাকি হলেও সালামের পণ্যটি (সাধারণ পণ্যের ন্যায়) একটি পণ্য, আর স্থানান্তরযোগ্য পণ্যকে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়। শর্তাবলিসহ হাওয়ালা (অর্থাৎ নিজের ঋণ অন্যের দায়িত্বে স্থানান্তর) এর রোকন থাকার কারণে সালামের পণ্য হাওয়ালা করা, অনুরূপভাবে কাফালা (দায়িত্ব) প্রদান করা বৈধ হবে। এবং সালামের পণ্যের বিপরীতে বন্ধক রাখা বৈধ হবে। কারণ সালামের পণ্যটি মূলত ঋণ। আর যে কোনো প্রকার ঋণের জন্য বন্ধক রাখা বৈধ।[১৩৪]

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, সালামের পণ্য বিক্রি করা এবং বদল বিনিময় করা বৈধ নয়।

সালামে হাওয়ালা করা অর্থাৎ ক্রেতাকে বিক্রেতা তার অধিকারের জন্য এমন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা যার নিকট বিক্রেতার ধার বাবদ বা ধ্বংস বাবদ পাওনা রয়েছে। অথবা তার কাছে হাওয়ালা করা অর্থাৎ ক্রেতা নিজের ধার বাবদ বা ধ্বংস বাবদ যার কাছে তার পাওনা তাকে বিক্রেতার নিকট অর্পণ করা বৈধ হবে কি? এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হলো : না (অর্থাৎ বৈধ হবে না) আর দ্বিতীয় মত হলো : হ্যাঁ (অর্থাৎ বৈধ হবে) এবং তৃতীয় মত হলো : সালামের বিক্রেতার নিকট অর্পণ করা বৈধ হবে না; তবে সালামের ক্রেতাকে হাওয়ালা করা বৈধ হবে।[১৩৫]

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, হস্তগত করার পূর্বে সালামের পণ্য বিক্রি করা বৈধ হবে না যদিও তা যার দায়িত্বে রয়েছে তার নিকট বিক্রি করা হয়। এবং সালামের পণ্যের

খ. ৩, পৃ. ১৩৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৭; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৭০; ফাতহুল আযিয, খ. ৮, পৃ. ৪৩২; মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খ. ২৯, পৃ. ৫০০-৫০৩-৫০৬; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪; আল মুবদী, খ. ৪, পৃ. ১৯৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২

১৩৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯৩

১৩৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৪

১৩৫. আল মাজমু শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৩

www.amarboi.org

পরিবর্তে অন্য বস্তু গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না– সালামের পণ্য চুক্তিকালে মজুদ থাক অথবা না থাক, বিনিময়টি মূল্যে তার সমান হোক বা কম-বেশি হোক। এবং সালামের ঋণের বাবদ ক্রেতাকে অন্যের হাওয়ালা করা শুদ্ধ নয়। কারণ তাহলে হস্তগত করার পূর্বে সালামের পণ্য দ্বারা বিনিময় করা হবে। তাই বিক্রির মতো এটিও বৈধ হবে না। এবং সালামের ক্রেতা তার দেনাদারকে বিক্রেতার নিকট হাওয়ালা করাও বৈধ হবে না। কারণ কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত ঋণে হাওয়ালা শুদ্ধ হয়। আর সালাম (সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তাই) ভঙ্গনের শিকার হয়।[১৩৬]

এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়িম রহ. মতভেদ করেন। তারা পণ্য হস্তগত করার পূর্বে যার দায়িত্বে রয়েছে তার নিকট সমমূল্যে বা কম মূল্যে বিক্রি করা জায়েয বলেন, তবে বর্তমান থেকে বেশি মূল্যে নয়; আর এটি ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি এবং ইমাম আহমদ রহ. থেকে বর্ণিত একটি মত।[১৩৭]

ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন, "যদি তুমি নির্দিষ্ট মেয়াদে কোনো বস্তুর সালাম কর তাহলে তুমি যা সালাম করেছ তা যদি নিয়ে থাক তাহলে যথেষ্ট; অন্যথায় তার চেয়ে কম বিনিময় গ্রহণ কর, দুইবার লাভ গ্রহণ করো না।[১৩৮]

সমমূল্যে বা কমমূল্যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রি বা তার বিনিময় গ্রহণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রমাণ হলো শরীয়তের বাধা না থাকা। কারণ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِه "যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সালাম করে সে যেন তাকে অন্য কোথাও ব্যয় না করে। এ হাদীসটি দুর্বল; যা প্রমাণ হতে পারে না।"[১৩৯] যদি হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয় তাহলে فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِه সে যেন তা অন্য কোথাও ব্যয় না করে) এর মর্ম হলো, অন্য কোনো সালামে ব্যয় না করে অথবা তা নির্ধারিত বাকির বিনিময়ে বিক্রি না করে; আর এ ব্যাপারে কোনোরূপ বিবাদ নেই। ইবনুল কাইয়িম রহ. তাই বলেন, "সুতরাং প্রমাণিত হলো এটি হারাম

---

১৩৬. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯৩

১৩৭. ইবনে তাইমিয়া রচিত মুখতাসারুল ফাতাওয়াল আসরিয়া, পৃ. ৩৪৫; মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খ. ২৯, পৃ. ৫০৩-৫০৪-৫১৮-৫১৯; ইবনুল কাইয়িম রচিত তাহযিবু সুনানি আবি দাউদ ওয়া ইযাহু মুশকিলাতিহি, খ. ৫, পৃ. ১১১

১৩৮. তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ ওয়া ইজাহু মুশকিলাতিহি, খ. ৫, পৃ. ১১৩

১৩৯. হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছে আতিয়া বিন সায়াদ আল আউফী যিনি দুর্বল। এবং আবু হাতেম, বায়হাকী, আব্দুল হক, ইবনুল কাত্তান উক্ত হাদীসকে দুর্বল ও গরমিলযুক্ত আখ্যায়িত করেছেন। (আত তালখিসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৫)

www.amarboi.org

করার ব্যাপারে হাদীস-কুরআনে কোনো ভাষ্য নেই, ইজমা ও কিয়াস নেই। উপরন্তু কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য এবং কিয়াস এর বৈধতা কামনা করে।[১৪০]

মূল্যের তুলনায় অধিক দ্বারা এটির বিনিময় বৈধ না হওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রমাণ হলো, সালামের পণ্যের দায় বিক্রেতার ওপর আসে, ক্রেতার ওপর আসে না। সুতরাং যদি ক্রেতা সালামের পণ্য বিক্রেতার নিকট বেশি মূল্যে বিক্রি করে তাহলে সালামের ক্রেতা ঐ বস্তুর ক্ষেত্রে লাভবান হবে যেই বস্তুতে তার দায় নেই। আর রাসূল স. থেকে সহীহ মানের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি এমন বস্তুর লাভ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যেই বস্তুতে দায়দায়িত্ব থাকে না।[১৪১]

এ বিষয়টিতে মালেকী ফকীহগণ মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করেছেন। যদি সালামের পণ্যটি খাবার না হয় তাহলে মালেকী ফকীহগণ সালামের বিক্রেতা ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রির বৈধতা প্রদান করেছেন। ইবনে রুশদ আল হাফীদ রহ. বলেছেন, যে সমস্ত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ সে সমস্ত বস্তুর বিপরীতেই সালামের বিক্রেতা ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিকট সালামের পণ্য বিক্রি করা বৈধ হবে– যদি পণ্যটি খাবার না হয়। কারণ এটি 'হস্তগত করার পূর্বে খাদ্য বিক্রির বিধানের' আওতাভুক্ত।[১৪২]

সালামের পণ্যের বদল বিনিময় করা বা সালামের বিক্রেতার নিকট তা বিক্রি করাকে তারা তিন শর্তে বৈধতা প্রদান করেছেন। যা ইমাম খিরাশী এভাবে ব্যক্ত করেন : তিন শর্তে সালামের বিক্রেতা সালামের পণ্য ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারা সালাম পরিশোধ করতে পারে; নির্ধারিত মেয়াদ এসে পড়ুক বা না আসুক।

প্রথম : সালামের পণ্যটি এরূপ বস্তু হতে হবে যা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা যায়। তাই যদি কাপড়ের বিপরীতে প্রাণীর সালাম করে, অতঃপর উক্ত প্রাণীর পরিবর্তে দিরহাম গ্রহণ করে। তাহলে তা শুদ্ধ হবে। কারণ, হস্তগত করার পূর্বে প্রাণী বিক্রি করা বৈধ।

দ্বিতীয় : গৃহীত বস্তুটি এমন হতে হবে যা সালামের পণ্যের বিপরীতে নগদে বিক্রি করা যায়। যেমন কেউ (অর্থাৎ কাপড় কেনার জন্য অগ্রিম দিরহাম প্রদান করে) জন্যকাপড়ের বিপরীতে দিরহামের সালাম করে, অতঃপর কাপড়ের পরিবর্তে তামার পাত্র গ্রহণ করে তাহলে শুদ্ধ হবে। কারণ কাপড়ের বিনিময়ে পাত্রের নগদ বিক্রি বৈধ।

---

১৪০. তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ ওয়া ইযাহু মুশকিলাতিহি, খ. ৫, পৃ. ১১৭

১৪১. হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, لا يحل سلف ولابيع ولاشرطان في بيع ولاربح مالم يضمن, তিরমিযী (খ. ৩, পৃ. ৫২৭, মুদ্রণ : আল হালবী) কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন : حديث حسن صحيح ।

১৪২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩১

www.amarboi.org

তৃতীয় : গৃহীত বস্তুটি এমন হতে হবে যার মূল্য হিসাবে মূলধন ধার্য করে সালাম করা বৈধ। তাই যদি প্রাণীর মূল্য দিরহাম ধার্য করে সালাম করে, অতঃপর উক্ত প্রাণীর পরিবর্তে কাপড় গ্রহণ করে তাহলে এরূপ করা বৈধ হবে। কারণ কাপড়ের মূল্য হিসাবে দিরহাম ধার্যকরে সালাম করা বৈধ।[১৪৩]

ইবনে জুযাই বলেন, খাদ্যে সালামকারীর খাদ্যের পরিবর্তে অন্য কিছু বা অন্য জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তা মেয়াদ আসার আগে হোক অথবা পরে। কারণ এটি 'হস্তগত করার পূর্বে খাদ্য বিক্রির বিধানের' আওতাভুক্ত। কিন্তু যদি খাদ্য ছাড়া অন্য কিছুতে সালাম করে তাহলে তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে, যদি তার পরিবর্তে ভিন্ন কিছু হস্তগত করে থাকে।

যদি চুক্তির পর মূল্য বিলম্বে হস্তগত করে তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ এটি ঋণের বিনিময়ে ঋণের রূপ নেবে। শ্রেণীর মিল রেখে ভিন্ন ধরনের খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করা বৈধ হবে; যেমন কালো কিসমিসের পরিবর্তে সাদা কিসমিস। তবে যদি দুই ধরনের মধ্যে একটি অপরটির তুলনায় ভালো হয় বা নিম্ন মানের হয়, তাহলে বৈধ হবে না। এরূপ বিক্রি মেয়াদের পর বৈধ হবে।

কারণ সালাম বিক্রিতে অনুগ্রহ এবং দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন করা হয়। তবে মেয়াদের পূর্বে এরূপ বিক্রি বৈধ হবে না। কেননা, এটি নিম্নমানের ক্ষেত্রে নগদ প্রদানের ভিত্তিতে হ্রাসকরণ আর উন্নতমানের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণরূপে সাব্যস্ত। এরপর তিনি বলেন, সমমূল্যে বা কম মূল্যে- তবে বেশি মূল্যে নয়-বিনিময় (অর্থাৎ) সালামের পণ্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রেতার নিকট বিক্রি করা বৈধ। কারণ অধিক মূল্যে বিক্রি করা হলে এটি এমন বাকির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় যা মুনাফা নিয়ে আসে। (এটি নাজায়েয) সালামের বিক্রেতা ছাড়া অন্যের নিকট নগদে বিক্রি করা হলে তা সমমূল্যে বা কম মূল্যে ও বেশি মূল্যে বৈধ। প্রতারণা থাকার কারণে অন্যের নিকট বাকিতে বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ এটি হলো দায় এক থেকে অন্যে স্থানান্তর, যা বৈধ হবে না। যদি প্রথম বিক্রিটি নগদে সম্পাদিত হতো তাহলে পরবর্তীটিতে বাকি বৈধ হতো।[১৪৪]

গ. সালামের পণ্য পরিশোধ

ফকীহগণ এ কথায় একমত, যদি সালামের চুক্তির সময় ধার্যকৃত নির্ধারিত মেয়াদ এসে যায় তাহলে সালামের বিক্রেতা কর্তৃক ঋণ হিসাবে দায়িত্বে থাকা সালামের পণ্য পরিশোধ করা আবশ্যক।

---

১৪৩. শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২২৭

১৪৪. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা (মুদ্রণ : আদ-দারুল আরাবিয়া লিল কিতাব, তিউনিসিয়া) পৃ. ২৭৪-২৭৫

www.amarboi.org

সুতরাং সালামের বিক্রেতা যদি চুক্তির সময় বর্ণিত ও শর্তকৃত গুণাগুণ অনুযায়ী সালামের পণ্য হাজির করে, তাহলে সালামের ক্রেতা কর্তৃক তা গ্রহণ করা আবশ্যক।[১৪৫] কারণ সে তার পাওনা যথাস্থানে হাজির করেছে। তাই তা গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য আবশ্যক। যেমনটি নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তা হস্ত গত করায় তার ক্ষতি হোক কিংবা না হোক।

সে যদি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে বলা হবে, হয়তো তুমি তোমার প্রাপ্য অধিকার হস্তগত করবে অথবা তা থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে। অতঃপর সে যদি অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে বিচারক সালামের বিক্রেতার নিকট থেকে সালামের ক্রেতার পক্ষ হয়ে তা হস্তগত করবে। ফলে বিক্রেতা তা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ বিচারক স্বীয় পদাধিকার বলে অস্বীকারকারীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।[১৪৬]

নির্ধারিত মেয়াদ আসার পূর্বে সালামের ক্রেতা সালামের বিক্রেতার নিকট সালামের পণ্য দাবি করতে পারে না, তা সকলের কাছে প্রকাশ্য।[১৪৭]

তবে যদি মেয়াদ আসার পূর্বে সালামের বিক্রেতা সালামের পণ্য হাজির করে আর সালামের ক্রেতা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে কি তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে, কি-না তা নিয়ে ফকীহগণের দু ধরনের মতামত পাওয়া যায় :

১. শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহগণের উক্তি : যদি মেয়াদ আসার পূর্বে সালামের বিক্রেতা সালামের পণ্য হাজির করে তাহলে সে ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে :

মেয়াদের পূর্বে সালামের পণ্যটি গ্রহণ করার দ্বারা যদি সালামের ক্রেতার ক্ষতি হয়, হয়তো সালামের পণ্যটি এমন যা নষ্ট হয়ে যায়; যেমন ফল এবং সর্বপ্রকার খাবার, অথবা পণ্যটি নতুন না হয়ে পুরাতন হয়; যেমন বীজ, তাহলে সালামের ক্রেতার তা গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। কারণ, তা বিলম্বে গ্রহণ করার মধ্যে তার স্বার্থ আছে, উক্ত বিলম্বিত সময়ে তার উক্ত খাদ্য খাওয়া বা খাওয়ানোর প্রয়োজন হবে। প্রাণীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান। কারণ, এ সময়ে প্রাণী ধ্বংস হওয়ার আশংকা রয়েছে। এখন গ্রহণ করলে উক্ত সময় পর্যন্ত তাকে প্রাণীর জন্য ব্যয় করতে হবে। এমনও হতে পারে, ঐ সময়ে তার প্রাণীর প্রয়োজন হবে। সে

---

১৪৫. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ২৯-৩০

১৪৬. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮৮

১৪৭. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৩০

www.amarboi.org

সময়ের পূর্বে প্রয়োজন হবে না। এ বিধানটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে-ক্ষেত্রে পণ্য সংরক্ষণের জন্য খরচাদি প্রয়োজন হয়; যেমন তুলা অথবা যদি সময়টি ঝুঁকিপূর্ণ হয়, যখন কব্জাকৃত পণ্য অপহরণের ভয় থাকে। সুতরাং এ সব অবস্থায় সে সালামের পণ্য গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। কারণ পণ্য হস্তগত করায় তার ক্ষতি রয়েছে। এবং প্রাপ্তির যথাসময় আসেনি, অতএব এটি বর্তমানে গুণাগুণে ঘাটতিযুক্ত পণ্যের তুল্য হবে।

আর যদি সালামের পণ্যটি এমন হয় যা হস্তগত করায় কোনো ক্ষতি নেই, তা নষ্ট হয় না, যেমন লোহা, সীসা, তামা ইত্যাদি, এগুলো নতুন পুরাতন বরাবর। এরূপ আরো যেমন তেল ও মধু। এমনিভাবে এগুলো হস্তগত করার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই ভয়ের কারণে বা খরচাদি বহন করার কারণে। তাই তা হস্তগত করা তার জন্য আবশ্যক। কারণ তার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। সেই সাথে পণ্যের উপকার সে শীঘ্র লাভ করেছে, তাই এটি অতিরিক্ত গুণ এবং মেয়াদী ঋণ শীঘ্র পরিশোধ করার স্থলাভিষিক্ত হলো।

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেছেন, যদি সালামের ক্রেতা অস্বীকৃতি জানানোর মধ্যে কোনোরূপ উদ্দেশ্য না থাকে, আর সালামের পণ্য পরিশোধ করায় দায়মুক্তি ছাড়াও সালাম বিক্রেতার অন্য উদ্দেশ্য থাকে যেমন পণ্যে বন্ধক থাকে অথবা পণ্য লাভের জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী সালামের ক্রেতাকে (পণ্য গ্রহণে) বাধ্য করা হবে। অন্যথায় দুই ধরনের উক্তি রয়েছে। যার মধ্যে বিশুদ্ধতম হলো তাকে বাধ্য করা হবে।[১৪৮]

২. মালেকী ফকীহগণ বলেন : যদি মেয়াদের পূর্বে সালামের পণ্য পরিশোধ করে তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে; তবে গ্রহণ করতে সে বাধ্য নয়। পরবর্তী ফকীহগণ এক-দুই দিন অগ্রিম হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করার মত দিয়েছেন।[১৪৯]

যদি মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর সালামের বিক্রেতা শর্তকৃত গুণাগুণসহ বকেয়া সালামের পণ্য হাজির করে তাহলে হাম্বলী ফকীহগণের মতে ক্রেতা তা হস্তগত করতে বাধ্য হবে। এমনিভাবে চুক্তিকারী দুই পক্ষ মজলিস ত্যাগ করার পর বিক্রেতা যদি নির্দিষ্ট পণ্য হাজির করে (তাহলেও ক্রেতা তা গ্রহণে বাধ্য হবে)।[১৫০]

---

১৪৮. ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৯; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৩০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৯

১৪৯. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৭৫; বিদায়াতুল মুজাতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩২; বাজী রচিত আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ৩০৪; আল মুদাওয়ানা, খ. ৯,পৃ. ৪৩

১৫০. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৯; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮৮

www.amarboi.org

মালেকী ফকীহগণ বলেন, এ ব্যাপারে মালেক রহ.-এর অনুসারীগণ মতভেদ করেছেন। এ পর্যায়ে তার পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে, সে তা হস্তগত করতে বাধ্য। যেমন ক্রেতা শীতের মখমলের সালাম করেছে।[১৫১] অতঃপর বিক্রেতা গ্রীষ্মকালে উক্ত মখমল হাজির করেছে। আর ইবনে ওয়াহাব এবং আরো অনেকে বলেন : সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।[১৫২]

ইবনে রুশদ আল হাফিদ রহ. উক্ত মাসআলার মতবিরোধের গূঢ়তত্ত্ব এভাবে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন : যিনি মেয়াদ আসার পর পণ্য হস্তগত করতে ক্রেতাকে বাধ্য করার পক্ষপাতি নন, তিনি মনে করেন, পণ্যের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যটি অর্জিত হবে মেয়াদের সময়, অন্য সময় নয়। পক্ষান্তরে যিনি এটির বৈধতা প্রদান করেন এবং তা হস্তগত করতে বাধ্য করার পক্ষে, তিনি সালামের পণ্যকে দীনার ও দিরহামের সাথে তুলনা করেছেন।[১৫৩]

অপর দিকে যদি সালামের বিক্রেতা চুক্তিতে শর্তকৃত গুণাগুণে সমৃদ্ধ না করে নির্ধারিত মেয়াদে সালামের পণ্য হাজির করে তাহলে যা দেখতে হবে : যদি পণ্যের শ্রেণী এবং ধরনসহ হাজির করে, তবে শর্তকৃত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যে সম্পন্নতাসহ হাজির করে, তাহলে সালামের ক্রেতার তা গ্রহণ করা বৈধ। তবে সে গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। কারণ পণ্যটিতে তার চাহিদা অপূরণ রাখা হয়েছে। তাই তা গ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

আর যদি শ্রেণী ও ধরনসহ পণ্য হাজির করে এবং বর্ণিত গুণাগুণের চেয়ে ভালো গুণাগুণসমৃদ্ধ পণ্য হাজির করে, তাহলে সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। কারণ সে চুক্তিতে বর্ণিত গুণাগুণের পাশাপাশি অতিরিক্ত গুণাগুণসহ পণ্য হাজির করেছে। তাই এটি তার জন্য উপকারী হবে, অপকারী হবে না। কারণ উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়নি।[১৫৪]

আর যদি একই শ্রেণীর ভিন্ন ধরনের পণ্য হাজির করে; যেমন খাদারী খেজুরের সালাম করে বারনী খেজুর হাজির করল অথবা হারভী কাপড়ের সালাম করে মারভী কাপড় হাজির করল; তাহলে সে ক্ষেত্রে শাফেয়ী ফকীহগণের তিন ধরনের উক্তি রয়েছে।

ইমাম নববী রহ. বলেন, বিশুদ্ধতম উক্তি হলো, তা গ্রহণ করা অবৈধ হবে। দ্বিতীয় উক্তি হলো, তা গ্রহণ করা আবশ্যক; আর তৃতীয় উক্তি হলো, তা গ্রহণ

---

১৫১. এটি قطيفة এর বহু বচন, যার অর্থ মখমলের চাদর।

১৫২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩২

১৫৩. বিদায়াতুল মুহতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩৩

১৫৪. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ২৯; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৭

www.amarboi.org

করা বৈধ। মাহাল্লী রহ. বলেন, এটি বিনিময়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে অর্থাৎ বিলম্বে হস্তান্তরের পাশাপাশি সুদজাতীয় পণ্যকে সমজাতীয় পণ্যের সাথে বিনিময় করার সাদৃশ্য রাখে।[১৫৫]

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন : সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। কারণ চুক্তিসম্পাদনকারী দুই পক্ষের শর্তকৃত সকল গুণ চুক্তিটির আওতাভুক্ত। অথচ চুক্তিটি কিছু গুণ হারিয়ে ফেলেছে। কারণ ধরন হলো এক গুণ, আর তা হাতছাড়া হয়ে গেছে। সুতরাং এটি অন্য গুণ হাতছাড়া হলে যেমন হয় তেমন হয়ে গেছে।

আর আবু ইয়ালা রহ. বলেন, সে এটি গ্রহণ করতে বাধ্য। কারণ উভয়টি একই শ্রেণীর বস্তু, তাই যাকাতের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির সাথে মেলানো হয়ে থাকে। সুতরাং এটি ধরন একই হয়ে গুণে অতিরিক্ত হওয়া বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো।[১৫৬]

সালামের পণ্যে বিদ্যমান গুণাগুণের যে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকা আবশ্যক তার মানদণ্ড যার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়ে থাকে, তার বর্ণনা ইবনে কুদামা রহ. এভাবে প্রদান করেন, সালামের ক্রেতা কেবল গুণাগুণ বর্ণিত বিষয়ের চেয়ে কমের মালিক হতে পারে। কারণ যদি বিক্রেতা তার নিকট এটি অর্পণ করে তাহলে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয় তার নিকট অর্পণ করে তা থেকে দায়মুক্ত হবে।[১৫৭]

যেই নির্দিষ্ট স্থানে বকেয়া সালামের পণ্য হস্তান্তর করা সালামের বিক্রেতার জন্য আবশ্যক হয়েছে, যদি সে উক্ত পণ্য সেখানে হাজির করে তাহলে সালামের ক্রেতা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না। আর যদি বিক্রেতা অন্য স্থানে পণ্য পরিশোধ করতে চায় তাহলে সে ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করে দুই ধরনের উক্তি পেশ করেছেন :

ক. হানাফী, মালেকী এবং হাম্বলী ফকীহগণ বলেন : অন্য স্থানে সালামের পণ্য গ্রহণ করতে সে বাধ্য নয়, যদিও তার বহন সহজ হয়। এবং নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য স্থানে সালামের পণ্য গ্রহণ করা বৈধ ও হবে না। তবে যদি বিক্রেতা অন্য জায়গায় পণ্য বুঝিয়ে দেয় তবে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে দুই স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বের ভাড়া নিয়ে নেবে। কারণ স্থান দুইটি দুই মেয়াদ তুল্য।

---

১৫৫. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৩০; আল কালয়ুবী আলা শরহিল মুহাল্লা লিল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ২৫৫

১৫৬. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৭

১৫৭. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮৯

www.amarboi.org

বাদায়েউস সানায়ে নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে : যদি শর্তকৃত স্থান ছাড়া অন্য স্থানে অর্পণ করে তাহলে সালামের ক্রেতা তাতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার আছে। কারণ রাসূল সা. বলেন : اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ। "মুসলমানগণ স্বীয় শর্তের কাছে দায়বদ্ধ"।[১৫৮] যদি এ কারণে সে তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করে তাহলে তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কারণ সালামের পণ্য হস্তগত করা মাত্র তাতে তার মালিকানা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি হলো তার নিজের মালিকানাধীন বস্তু স্থানান্তরের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ। অতএব এটি বৈধ হবে না। সুতরাং সে পারিশ্রমিক ফেরত দেবে। এবং শর্তকৃত স্থানে অর্পণ না করা পর্যন্ত সালামের পণ্য সে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। কারণ পণ্যের হস্তান্তরে তার অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় ক্রেতা বিনিময় ছাড়া স্বীয় অধিকার নষ্ট করতে সম্মত নয়। যেহেতু বিক্রেতা বিনিময় অর্পণ করেনি সুতরাং শর্তকৃত স্থানে অর্পণ করার ব্যাপারে ক্রেতার অধিকার বহাল থাকবে।[১৫৯]

খ. শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, যদি সালামের বিক্রেতা হস্তান্তরের স্থান ছাড়া অন্য স্থানে সালামের পণ্য হাজির করে, অতঃপর পাওনাদার ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে উক্ত পণ্য বহনে খরচাদির প্রয়োজন হলে বা স্থানটি ভীতিসংকুল হলে তাকে (গ্রহণ করার জন্য) বাধ্য করা যাবে না। অন্যথায় মেয়াদ আসার পূর্বে পরিশোধ করার ব্যাপারে দুই ধরনের উক্তি থাকার ওপর ভিত্তি করে এখানেও দুই ধরনের মত রয়েছে। সুতরাং যদি সে সম্মত হয়ে তা গ্রহণ করে তাহলে বিক্রেতাকে স্থানান্তর করার খরচাদি প্রদান করতে বাধ্য করা যাবে না। ইমাম নববী রহ. বলেন, দুই মতের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ মত হলো, তাকে (গ্রহণ করতে) বাধ্য করা হবে।[১৬০]

---

১৫৮. হাদীস : اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস থেকে আবু দাউদ (খ. ৪, পৃ. ২০, ইজ্জত উবাইদ দায়াস কর্তৃক সম্পাদিত) উদ্ধৃত করেন। উক্ত হাদীসের সনদ নিয়ে আপত্তি আছে। তবে ইবনে হাজর আত তাগলিক (খ. ৩, পৃ. ২৮২, মুদ্রণ : আল মাকতাবুল ইসলামী) এর মধ্যে হাদীসটি উল্লেখ করে এ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন যা হাদীসকে শক্তিশালী করে।

১৫৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৩; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২২৮; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৫; আল মুদাওয়ানা, খ. ৯, পৃ. ৪২ (মাতবাতুস সায়াদা ১৩২৩ হিজরী), কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯২, শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২

১৬০. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৩১

www.amarboi.org

ঘ. নির্ধারিত মেয়াদে সালামের পণ্য সমর্পণে দুঃসাধ্যতা

নির্ধারিত মেয়াদ যখন আসে সালামের পণ্য তখন যদি ফুরিয়ে যায়, ফলে সালামের বিক্রেতা কর্তৃক যথাসময়ে সালামের পণ্য পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে ফকীহগণ এর বিধিবিধান নিয়ে মতভেদ করেন। এ ব্যাপারে তিনটি মতামত পাওয়া যায় :

ক. হানাফী ও মালেকীদের মত, শাফেয়ীদের প্রকাশ্য বর্ণনা এবং হাম্বলী ফকীহ সম্প্রদায়ের মাযহাব হচ্ছে, সালামের ক্রেতাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে; হয়তো সে পণ্য পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে, আর পণ্য পাওয়া গেলে পণ্যের দাবি জানাবে। অথবা সালাম চুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে তার মূলধন ফেরত নিয়ে নেবে- যদি তা পাওয়া যায়। অথবা বদল গ্রহণ করবে- যদি তা না পাওয়া যায়। যেহেতু তা ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়। আর হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, যেহেতু সালামটি শুদ্ধ ছিল আর অপারগতা হঠাৎ আপতিত হয়েছে, সুতরাং এটি হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়কৃত দাস পালিয়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে।

ইবনে রুশদ আল হাফীদ বলেন : তাদের প্রমাণ হলো, চুক্তিটি এমন বস্তুর ওপর সম্পাদিত হয়েছে যা দায়িত্বে বাকি রয়েছে এবং তা গুণাগুণ বর্ণনাকৃত। সুতরাং তা তার মূলের ওপর বহাল থাকবে। এটি বৈধ হওয়ার জন্য এই বছরের ফল হওয়া শর্ত নয়। এটি নিছক সালামের ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত একটি শর্ত। সুতরাং সে উক্ত শর্তের ব্যাপারে স্বাধীন।[১৬১]

ইমাম নববী রহ. পণ্য ফুরিয়ে যাওয়ার সূত্র এ বলে উল্লেখ করেন, যদি সালামের পণ্যটি মোটেই না পাওয়া যায়, যেমন উক্ত পণ্যটি ঐ দেশে জন্মায়। অতঃপর দেশটি সর্বগ্রাসী দুর্যোগের শিকার হলো, তাতে ঐ পণ্যের সমূলে বিনাশ ঘটলো। তাহলে এটি প্রকৃত বিলুপ্তি। আর যদি পণ্যটি অন্য দেশে পাওয়া যায়, কিন্তু তা আমদানি করতে গেলে নষ্ট হয়ে যায় অথবা তা কেবল এমন একটি গোষ্ঠীর নিকট পাওয়া যায় যারা তা বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে এটিও বিলুপ্তি বলে গণ্য হবে। আর যদি তারা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতে সম্মত হয় তাহলে এটি দুঃসাধ্যের আওতাভুক্ত হবে না। তাই তা অর্জন করা আবশ্যক। আর যদি তা আমদানি করা সম্ভব হয় তাহলে কাছাকাছি হলে আমদানি করা আবশ্যিক হবে।[১৬২]

---

১৬১. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯০; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৭৫ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২২১; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৬; আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২১৪; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ১১

১৬২. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ১২

www.amarboi.org

খ. ইমাম যুফার, আশহাব এবং এক বর্ণনা মতে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, এ অবস্থায় অবশ্যই সালাম চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং সালামের ক্রেতা মূলধন ফেরত নিয়ে নেবে, তাতে বিলম্ব বৈধ হবে না।

আশহাব রহ.-এর মতের কারণ ব্যাখ্যা করে ইবনে রুশদ রহ. বলেন : সম্ভবত তিনি একে বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রির শ্রেণীভুক্ত মনে করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উক্ত মতের ব্যাখ্যা দিয়ে শিরাজী রহ. বলেন, "কারণ চুক্তিবদ্ধ বস্তু হলো এই বছরের ফল, আর তা ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন স্তূপ থেকে এক কফিয ক্রয় করার পর ঐস্তূপ ধ্বংস হয়ে যায়। আর এটাই ইমাম যুফার রহ.-এর প্রমাণ যা ইবনুল হুমাম রহ. বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তা হলো (চুক্তি) বাতিল হওয়ার কারণ হলো হস্তগত করার পূর্বে হস্তান্তর করতে না পারা। সুতরাং বিষয়টি নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে হস্তান্তরের পূর্বে পণ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে যেমনিভাবে মেয়াদ আসার পূর্বে বস্তু সাব্যস্ত হতে পারে না। তেমনিভাবে মেয়াদ চলে যাওয়ার পর বহাল থাকতে পারে না। যেমন পয়সার বিনিময়ে ক্রয় করে, অতঃপর হস্তগত করার পূর্বে যদি পয়সা অচল হয়ে যায়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এখানেও অনুরূপ হবে।[১৬৩]

গ. আর সাহনুন রহ. বলেন, সালামের ক্রেতার সালাম চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার অধিকার নেই। সে কেবল আগামী বছর পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করার অধিকার রাখে।[১৬৪]

ঙ. সালাম বাতিলকরণ

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহগণের সম্মিলিত মাযহাব হলো, সালামের চুক্তি বাতিলকরণ বৈধ। সুতরাং যদি সালামের ক্রেতা সালাম বাতিল করে তাহলে বিক্রেতার সালামের মূল্য ফেরত প্রদান করা আবশ্যক, যদি সালামের মূল্য বহাল থাকে। যদি সালামের মূল্য বহাল না থাকে তাহলে সমজাত বস্তু হলে মূল্যের অনুরূপ বস্তু ফেরত প্রদান করতে হবে, মূল্যজাত বস্তু হলে তার মূল্য ফেরত প্রদান করতে হবে যদি বস্তুটি বহাল না থাকে।

ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, আমরা যে আলেমদের নিকট থেকে ইলম সংরক্ষণ করে থাকি তাদের প্রত্যেকেই এই মত পোষণ করেছেন যে, সকল প্রকার সালামের চুক্তি বাতিল করা বৈধ।[১৬৫] বিস্তারিত দেখতে إقالة পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

---

১৬৩. আল হিদায়া মায়াল ইনায়া ওয়া ফাতহিল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২১৫; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৫; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ১১

১৬৪. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৭৫; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০

www.amarboi.org

যদি সালামের চুক্তি বাতিল করার পর চুক্তিকারী দুইপক্ষ একমত পোষণ করে যে, সালামের বিক্রেতা সালামের ক্রেতাকে মূলধনের পরিবর্তে কোনো বস্তু বা মূল্যজাত কিছু প্রদান করবে, তাহলে তার বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করে দুই ধরনের মত প্রকাশ করেছে :

১. হানাফী ফকীহগণ, ইমাম মালেক ও তাঁর অনুসারী এবং কতিপয় হাম্বলী ফকীহের মাযহাব হলো, এরূপ করা বৈধ নয়।[১৬৬] ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দলিল হলো রাসূল সা.-এর বাণী : مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ ، فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِه অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সালাম করে সে যেন তা অন্য কোনো কিছুর দিকে সরিয়ে না দেয়"।[১৬৭] দ্বিতীয়ত সালামের চুক্তির মাধ্যমে সালামের বিক্রেতার ওপর এটির বদল প্রদানের দায় বর্তায়। তাই হস্তগত করার পূর্বে এতে কোনোরূপ কর্তৃত্ব প্রদর্শন করা বৈধ নয়; যেমনিভাবে ক্রেতার হাতে থাকলে বিক্রেতার তাতে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হয় না।[১৬৮] ইমাম মালেক রহ.-এর প্রমাণ হলো, এই বাতিলকরণের বিষয়টি এভাবে অবৈধকে বৈধকরণের মাধ্যম। তাই তা করা যাবে না।[১৬৯]

২. ইমাম শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং হাম্বলী ফকীহ আবু ইয়ালা রহ.-এর মাযহাব হলো, সালামের পণ্যের বিনিময় গ্রহণ বৈধ।[১৭০] কারণ এটি দায়িত্বে থাকা সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বিনিময়। তাই এর বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে; যেমনটি ধারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত এটি এমন সম্পদ যা চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে ফিরে এসেছে। অতএব এটির বিনিময় গ্রহণ বৈধ হবে। যেমনিভাবে বিক্রি চুক্তি ভঙ্গের পর মূল্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর চুক্তির কারণে সালামের পণ্য প্রদান করার দায় সাব্যস্ত হয়। আর চুক্তি বাতিলের পর এটির ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয়। আর হাদীসের মধ্যে অন্যদিকে না সরানোর নির্দেশে সালামের পণ্য উদ্দেশ্য। অতএব এবিনিময়কে তা অন্তর্ভুক্ত করবে না।

---

১৬৫. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯; আল মুদাওয়ানা, খ. ৯, পৃ. ৬৯ (মাতবায়াতুল সায়াদা ১৩২৩ হিজরী), বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৪; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৩; আল মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ৩০২

১৬৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৯ (বুলাক ১২৭২ হিজরী), বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩২; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭

১৬৭. হাদীস : সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

১৬৮. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭

১৬৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩২

১৭০. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২,পৃ. ২৩২; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯

www.amarboi.org

ইবনে কুদামা রহ. বলেন, যদি আমরা এরূপই বলে থাকি, তাহলে এটি ধার হলে বা বস্তু বিক্রির মূল্য হলে যা বিধান হতো এরও অনুরূপ বিধান হবে। একে অন্য বস্তুতে সালাম বানানো বৈধ হবে না। কারণ তাহলে এটি ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি হয়, (যা বৈধ নয়)। আর চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার পর ধার এবং বিক্রির মূল্যের মধ্যে যা বৈধ হয় এক্ষেত্রেও তা বৈধতা পাবে।[১৭১]

আর শিরাজী রহ. বলেন : যদি সালামের পণ্যের পরিবর্তে অন্য বস্তু সালাম করার ইচ্ছা করে তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ এটি ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি। আর যদি তা দ্বারা কোনো বস্তু ক্রয় করতে চায় তাহলে চিন্তা করবে : যদি উভয়টিতে সুদের এক কারণ মজুদ হয়, যেমন দীনারের পরিবর্তে দিরহাম, যবের পরিবর্তে গম তাহলে হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিকারী দুই পক্ষ মজলিস ত্যাগ করা বৈধ হবে না। যদি দুইটির একটিকে অপরটির বিনিময়ে নগদে বিক্রির ইচ্ছা করে তাহলে যেমনটি হয়ে থাকে। আর যদি উভয়টিতে সুদের এক কারণেও মজুদ না হয়, যেমন গমের বিনিময়ে দিরহাম, কাপড়ের বিনিময়ে কাপড় তাহলে সে ক্ষেত্রে দুইটি মত রয়েছে :

এক. হস্তগত করা ব্যতীত চুক্তিকারী দুইপক্ষের মজলিস ত্যাগ করা বৈধ। যেমনিভাবে হস্তগত করা ব্যতীত চুক্তিকারী দুইপক্ষ মজলিস ত্যাগ করা বৈধ হয়, যদি দুইটি বস্তুর একটিকে অপরটির বিনিময়ে বিক্রি করে।

দুই. (হস্তগত করা ব্যতীত চুক্তিকারী দুই পক্ষ মজলিস ত্যাগ করা) বৈধ নয়। কারণ পণ্যটি বাকি। অতএব তার বিনিময়, যেমন সালামের পণ্য, হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিকারী দুইপক্ষ মজলিস ত্যাগ করা বৈধ হবে না।[১৭২]

চ. বকেয়া সালামের পণ্যকে প্রমাণসিদ্ধকরণ

দুই পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে বকেয়া সালামের পণ্যকে প্রমাণসিদ্ধ করা হয়ে থাকে :

ক. হয়তো সালামের বিক্রেতাকে অস্বীকার থেকে বারণ, ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা অন্য কোনো বাধা প্রতিহত করার জন্যে লেখা বা সাক্ষ্যের মাধ্যমে সালামের পণ্যে সালামের ক্রেতার অধিকার সুদৃঢ় করার মাধ্যমে (প্রমাণসিদ্ধ করা যায়)। পরিমাণ বা গুণগত দিক থেকে ঋণ (অর্থাৎ) সালামের পণ্যকে নিম্নমানের দাবি করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নয়। বিস্তারিত বিবরণ تَوْثِيق পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

---

১৭১. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭

১৭২. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯

www.amarboi.org

খ. অথবা দায়িত্ব প্রদান এবং বন্ধক প্রদানের মাধ্যমে (প্রমাণসিদ্ধ করা যায়)। ফকীহগণ কাফালা তথা দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সালামের পণ্য প্রমাণসিদ্ধ করার ব্যাপারে মতবিরোধ করে কিছু উক্তি করেছেন :

১. হানাফী ফকীহগণ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক, ইবনুল মুনযির রহ. এর মাযহাব হলো, এরূপ করা বৈধ। এটি ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি বর্ণনা এবং আতা, মুজাহিদ, আমর বিন দিনার ও হাকাম প্রমুখ ফকীহগণের মত।[১৭৩]

ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর আল উম্ম গ্রন্থে বলেন, السَّلَمُ السَّلَفُ যেহেতু 'সালাম হলো সালাফ' অর্থাৎ ঋণ। এ কারণে আমি বলি, সালামের মধ্যে বন্ধক এবং জামিনে কোনোরূপ সমস্যা নেই। কারণ এটিও ঋণ হওয়ার সাথে সাথে একপ্রকার বিক্রয়। আর মহান আল্লাহ এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধকের নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব আল্লাহর নির্দেশটি কমপক্ষে বন্ধকের বৈধতা সাব্যস্ত করবে। সুতরাং সালামটি এক প্রকার বিক্রি, তাতেও বন্ধক নেওয়া সহীহ হবে।[১৭৪]

২. হাম্বলী ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য মাযহাব হলো, সালামের বিক্রেতার পক্ষ থেকে বন্ধক বা জামিন গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না।[১৭৫] কারণ, বন্ধক প্রদানকারী যদি সালামের মূলধনের বিপরীতে বন্ধক বা জামিন গ্রহণ করে তাহলে সে এমন জিনিস গ্রহণ করল যা ওয়াজিব নয় এবং ওয়াজিবের কারণও নয়। কারণ সালামের বিক্রেতা তো ইতোমধ্যে এটির মালিক হয়ে গেছে। আর যদি সালামের পণ্যের বিপরীতে গ্রহণ করে তাহলে কেবল এমন বস্তুর বন্ধক নেওয়া বৈধ হবে যা বন্ধকের মূল্য দ্বারা আদায় করা সম্ভব হয়। অথচ বন্ধক দ্বারা সালামের পণ্য আদায় করা সম্ভব হয় না। এবং জিম্মাদারের ঋণ দ্বারাও আদায় করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া বাড়াবাড়ির কারণে তার হাত থেকে বন্ধকটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ফলে সালামের পণ্য ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারা নিজ অধিকার আদায় করতে হবে। অথচ রাসূল সা. বলেন : مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ "যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সালাম করে সে যেন তা অন্য দিকে ফিরিয়ে না দেয়"।[১৭৬] দ্বিতীয়ত সে

---

১৭৩. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ৩২৮; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২৫২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৬৩, খ. ৫, পৃ. ৩১৮; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪২, আল উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৯৪

১৭৪. আল উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৯৪

১৭৫. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৯৮

১৭৬. হাদীস : পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

الْمَضْمُون عَنْهُ (যার পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়)-এর দায়িত্বে যা রয়েছে তাকে الضَّامِن (দায়িত্বগ্রহণকারী)-এর দায়িত্বে যা রয়েছে তার স্থানে স্থাপিত করছে। সুতরাং এটি বিনিময় গ্রহণ এবং বিনিময় নেয়ার সমতুল্য হয়ে যাবে। আর এরূপ করা বৈধ হবে না।[১৭৭]

৩. হযরত আলী, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, হাসান, সাঈদ বিন জুবায়ের, ইমাম আওযায়ী থেকে বিষয়টি মাকরূহ হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।[১৭৮]

ইবনে কুদামা রহ. বলেন, যেহেতু আমরা সালামের জামিন গ্রহণ শুদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, সেহেতু পাওনাদার উভয়ের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা দাবি জানাতে পারবে। আর উভয়ের মধ্যে যে কারো তা পরিশোধ করার দ্বারা দায়মুক্ত হওয়া যাবে। যদি সালামের বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পরিশোধ করার জন্য সালামের পণ্য জিম্মাদারের নিকট অর্পণ করে, তাহলে তা বৈধ হবে এবং সে (অর্থাৎ জিম্মাদার) ক্রেতার উকিল হবে। কিন্তু সে যদি বলে, তুমি আমার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছ সে সুবাদে এটি গ্রহণ করো, তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। এবং এটি হবে অশুদ্ধ দখল যার জন্য তাকে দায়বদ্ধ হতে হবে। কারণ সে কেবল পরিশোধ করার পর গ্রহণ করার অধিকারী হয়। তবে সে যদি তা সালামের ক্রেতার নিকট পৌঁছায় তাহলে সে এর দ্বারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, সালামের বিক্রেতা তাকে যে যার নিকট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেছে সে তার নিকট তা সোপর্দ করেছে। আর যদি সে তা ধ্বংস করে ফেলে তাহলে তার জরিমানা প্রদান তার দায়িত্বে ন্যস্ত। কারণ সে এ দায়িত্বের সাথেই তা হস্তগত করেছে।[১৭৯]

তা ছাড়া যদি সালামের পণ্যের পরিবর্তে ক্রেতা বন্ধক বা জামিন গ্রহণ করে, অতঃপর উভয়ের সম্মতিক্রমে সালাম চুক্তি বাতিল করে দেয় বা সালামের পণ্য প্রদান দুঃসাধ্য হওয়ার কারণে চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে। কারণ যে ঋণের কারণে বন্ধক হয়েছিল তা রহিত হয়ে গেছে এবং দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এমন হলে তৎক্ষণাৎ সালামের বিক্রেতা সালামের মূলধন ফেরত প্রদান করা আবশ্যক। তবে তা মজলিসের মধ্যে হস্তগত করা শর্ত নয়। কারণ এটি বিনিময় নয়।"[১৮০]

---

১৭৭. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪২

১৭৮. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪২; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২

১৭৯. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৩

১৮০. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪২

www.amarboi.org

ছ. সালামের পণ্য কয়েক কিস্তিতে পরিশোধের চুক্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একটি বস্তুতে এই শর্তে সালাম করে, সে বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ কিস্তিতে হস্তগত করবে; উদাহরণস্বরূপ ঘি-এর কিছু অংশ রজব মাসের শুরুতে, কিছু অংশ রমজান মাসের শুরুতে, আর কিছু অংশ শাওয়াল মাসের মাঝে গ্রহণ করবে, তাহলে এর বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করে তিনটি উক্তি করেছেন :

ক. মালেকীদের মত এবং শাফেয়ী ফকীহগণের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মাযহাব হলো এ রূপ করা শুদ্ধ। কারণ যে সব লেনদেন একটি মেয়াদ পর্যন্ত বাকি থাকা বৈধ; তা দুই বা বহু মেয়াদ পর্যন্ত বাকি থাকা বৈধ, যেমনটি স্বাভাবিক পণ্যে বিক্রির মূল্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[১৮১]

খ. দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব হলো, এরূপ করা শুদ্ধ নয়। কারণ, একক দূরবর্তী মেয়াদ এবং কিস্তির নিকটবর্তী মেয়াদ এ দুই মেয়াদের মধ্যে তুলনামূলক দূরবর্তী মেয়াদের বিপরীতে অপর মেয়াদের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে ও তা অজ্ঞাত। সুতরাং এরূপ করা বৈধ হবে না।[১৮২]

গ. হাম্বলী ফকীহগণ নিজেদের নির্ভরযোগ্য মত বিস্তৃতির সাথে আলোচনা করেছেন, তারা বলেন, একই শ্রেণীর বস্তুর ক্ষেত্রে দুই মেয়াদ পর্যন্ত সালাম করা শুদ্ধ আছে। যেমন ঘি; যার কিছু অংশ রজব মাসে আর কিছু অংশ রমজান মাসে গ্রহণ করবে। কারণ যে সব বিক্রি একটি মাত্র মেয়াদ পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে তা দুই বা বহু মেয়াদ পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারবে– যদি প্রত্যেক মেয়াদের অংশ এবং মূল্য বর্ণনা করা থাকে। কারণ দূরবর্তী মেয়াদের গুরুত্ব নিকটবর্তী মেয়াদের তুলনায় অধিক হবে। তার বিপরীত মেয়াদটি হবে কম (সময় বিশিষ্ট) এবং কম গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার অংশ এবং মূল্য জানা থাকার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আর যদি এ দুটি বিষয় বর্ণনা না করে তাহলে শুদ্ধ হবে না।

গোশত, রুটি এবং মধু-জাতীয় বস্তুতে সালাম করা শুদ্ধ হবে, তা থেকে প্রতিদিন শর্তহীনভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করবে; প্রতিটি অংশের মূল্য বর্ণনা করুক বা না করুক। কারণ এরূপ করার প্রয়োজন আছে।

---

১৮১. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ১১; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৬; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮; আল ইশরাফ আলা মাসাইলিল খিলাফ, খ. ১, পৃ. ২৮০; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭

১৮২. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৭

www.amarboi.org

যদি প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করার জন্য শর্তে সালামকৃত পণ্যের কিছু অংশ হস্তগত করার পর অবশিষ্ট অংশ হস্তগত করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তাহলে সেই অংশের মূল্য ফেরত নেবে এবং অবশিষ্ট অংশের মূল্য হস্তগতকৃত অংশের অতিরিক্ত সাব্যস্ত করবে না। কারণ এটি একই পণ্য যার অংশগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব তার অংশগুলোর মাঝে মূল্যের কিস্তি সমানভাবে বণ্টিত হবে। যেমনটি হয়ে থাকে তার মেয়াদ একই হলে।[১৮৩]

অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

১৮৩. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৮৬-২৮৭, শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২,পৃ. ২১৮-২১৯; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮

www.amarboi.org

مُضَارَبَةٌ : মুদারাবা : Mudārabah

পরিচিতি

মুদারাবা (مُضَارَبَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাব্দিক অর্থ : اَلْمُضَارَبَةُ (মুদারাবা) শব্দটি مُفَاعَلَةٌ ওযনে মাসদার বা মূলধাতু। তা ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ থেকে গৃহীত; এর অর্থ : ঘুরে বেড়ানো, সফর করা, ভ্রমণ করা। এ অর্থে শব্দটি পবিত্র কুরআনেও ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ "একদল দেশে দেশে সফর করে।"[১] যেহেতু মুদারাবা চুক্তির প্রেক্ষিতে একজনের পুঁজি নিয়ে অপরজন ব্যবসা উপলক্ষে দেশবিদেশ সফর করে তাই একে মুদারাবা বলে।

পারিভাষিক অর্থ : أَنْ تُعْطِيَ إِنْسَانًا مِنْ مَالِكَ مَا يَتَّجِرُ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَكُمَا ، أَوْ يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ مِنَ الرِّبْحِ 'একজনের পুঁজি অপরজনের হাতে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া, তাতে যা লাভ হবে তা সমহারে অথবা চুক্তিনামায় বিবৃত হারে বণ্টন করা হবে– এ ধরনের চুক্তিকে মুদারাবা বলে।[২]

ইরাক এলাকায় এ চুক্তিকে মুদারাবা বলা হলেও মক্কা-মদীনা এলাকায় বলা হয় মুকারাযা (مُقَارَضَة) বা কিরায (قِرَاض)। প্রখ্যাত ভাষাবিদ যামাখশারী এ সম্পর্কে বলেছেন, মুকারাযা বা কিরায -এর মূল শব্দ اَلْقَرْض যার অর্থ : পরিভ্রমণ করা, দেশভ্রমণ করা।[৩]

আলোচনাকালে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ মুদারাবা শব্দটি ব্যবহার করেছেন; অপরদিকে মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ ব্যবহার করেছেন কিরায বা মুকারাযা শব্দ।[৪]

হানাফী আলেমগণ এর সংজ্ঞা দেন : عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ ، وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ 'লাভ-ক্ষতির অংশীদারিভিত্তিক যৌথ ব্যবসা, যার পুঁজি এক পক্ষ থেকে এবং

---

১. সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত ২০

২. লিসানুল আরব ضرب-مادة

৩. লিসানুল আরব, আল-কামূসুল মুহীত।

৪. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৭৯; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ১৯; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮১; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫০৮

www.amarboi.org

কাজ অপর পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয়।[৫] অন্যান্য মাযহাবেও মুদারাবার সংজ্ঞা এর অনুরূপ।[৬]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الإِبْضَاعُ

শব্দটি أَبْضَعَ -এর মাসদার বা মূলধাতু, এর অর্থ : কোনো বস্তুকে পণ্য বানানো। বলা হয়, أَبْضَعَ الشَّيْءَ أَيْ جَعَلَهُ بِضَاعَةً 'সে বস্তুটিকে পণ্য ও বিক্রয়সামগ্রী করল।' أَبْضَعْتُهُ غَيْرِي 'আমি তার জন্যে বিষয়টিকে পণ্য বানালাম।' اسْتَبْضَعْتُهُ 'আমি জিনিসটিকে পণ্য হিসাবে নিলাম।'[৭]

পরিভাষায় الإِبْضَاعُ বলা হয়, নিছক স্বেচ্ছাসেবা হিসাবে ব্যবসা করবে এমন কাউকে পুঁজি যোগান দেওয়া।[৮]

الْمُضَارَبَةُ ও الإِبْضَاعُ -এ দুটোতে কিছু সাদৃশ্য এবং কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এ দুটোতে সাদৃশ্য হচ্ছে, মুদারাবা ও ইবযা দুটোতেই পুঁজি যোগানদাতার নিকট থেকে পুঁজি নেওয়া হয়, পুঁজি গ্রহণকারী তা দিয়ে ব্যবসা করে। এ দুটোতে পার্থক্য হচ্ছে, মুদারাবা পদ্ধতিতে পুঁজি যোগানদাতা ও পুঁজিগ্রহণকারী উভয়ের মধ্যে লাভ-ক্ষতির অংশ আলোচনাসাপেক্ষে নির্ধারিত হয়, আর সে হিসাবেই উভয়ের মাঝে তা বণ্টিত হয়। কিন্তু ইবযাতে যে পুঁজি গ্রহণ করে সে নিছক সেবার মনোভাবে অপরের পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে, যা লাভ হয় তার পুরোটাই পুঁজিদাতাকে দিয়ে দেয়। নিজে তা থেকে কিছু রাখে না।

খ. الْقَرْضُ

الْقَرْضُএর শাব্দিক অর্থ : مَا تُعْطِيهِ غَيْرَكَ مِنَ الْمَالِ لِتَتَقَاضَاهُ 'নিজের কিছু সম্পদ অপরকে তার প্রয়োজন পূরণের জন্যে দেওয়া।' বাংলা ভাষায় একে কর্জ বা ঋণ দেওয়া বলে। এ শব্দ থেকেই বলা হয় : اقرض مني ف أَقْرَضْتُهُ الْمَالَ إِقْرَاضًا সে আমার নিকট কর্জ চাইলে আমি তাকে কর্জ দিলাম ও اسْتَقْرَضَ مِنِي 'সে আমার নিকট কর্জ চাইল'। اقْتَرَضَ 'সে কর্জ নিল বা ঋণ গ্রহণ করল।'[৯]

---

৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৮৩

৬. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫০৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ.৫১৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩০৯-৩১০

৭. আল-মিসবাহুল মুনীর, আল-মুজামুল ওয়াসীত, بضع مادة

৮. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১২

৯. আল-মিসবাহুল মুনীর, আমীমুল ইহসান কৃত কাওয়াইদুল ফিকহ قرض-مادة

পরিভাষায় الْقَرْضُ (কারয) হচ্ছে, دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ 'এমন কাউকে সেবা ও সহায়তা করতে সম্পদ দেওয়া যে এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং পরে তার বদল ফিরিয়ে দেবে।'[১০]

الْمُضَارَبَةُ ও الْقَرْضُ এ দুটোতে কিছু সাদৃশ্য এবং কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্য হচ্ছে, এ উভয়টিতে একে অপরকে সম্পদ প্রদান করে। বৈসাদৃশ্য হচ্ছে, মুদারাবাতে সম্পদটা গ্রহীতার হাতে থাকে আমানত হিসাবে এবং কর্জের মধ্যে তা থাকে জামানত হিসাবে।

গ. الشَّرِكَةُ

শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে : عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ مُشْتَرَكٍ 'অংশীদারি, কোনো সম্মিলিত ও যৌথ কাজে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণের চুক্তি।' الشَّرِكَةُ শব্দটি شَرِكَ ক্রিয়ার মাসদার বা মূলধাতু। বলা হয় : شَرِكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ شِرْكًا وَشَرِكَةً 'আমি তাকে বিষয়টিতে অংশীদার করলাম।'[১১]

পরিভাষায় الشَّرِكَةُ হচ্ছে, الْخِلْطَةُ وَثُبُوتُ الْحِصَّةِ 'অংশীদারি এবং কোনো কাজে সংযুক্ত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া।'[১২] অথবা ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ 'বিস্তৃতির সাথে কোনো বস্তুতে একাধিক ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া।'[১৩] الْمُضَارَبَةُ ও الشَّرِكَةُ এ দুটোতে সম্পর্ক হচ্ছে, মুদারাবার তুলনায় শারিকা ব্যাপক।

মুদারাবা শরীয়তসম্মত হওয়ার আলোচনা

মুদারাবা শরীয়তসম্মত ও জায়েয, ফকীহগণ এ কথায় একমত। তারা এটি বলেছেন শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ছাড় হিসাবে এবং বিভিন্ন দলিল প্রমাণের আলোকে।[১৪] নতুবা স্বাভাবিক কিয়াস ও যুক্তির বিধান হচ্ছে, এটি নাজায়েয ও অবৈধ। কেননা, মুদারাবাতে যাকে পুঁজি দেওয়া হয় তাকে কার্যত কর্মী হিসাবে ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু তাতে পারিশ্রমিক থাকে অজ্ঞাত ও অজানা। বরং কাজ হচ্ছে অজানা এবং পারিশ্রমিক বর্তমানে অস্তিত্বহীন।

---

১০. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩১২

১১. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, আল-মুজামুল ওয়াসীত مادة-شرك

১২. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১১

১৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১১

১৪. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৭৯; মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২১৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫০৭

www.amarboi.org

তবে ফকীহগণ কিয়াস বাদ দিয়ে শরীয়তের ছাড় ও অনুমতি কাজে লাগিয়েছেন। মুদারাবাকে জায়েয ও বৈধ বলে আভিহিত করার সপক্ষে তাদের নিকট যে সকল দলিল রয়েছে সেগুলোকে তারা উত্তম বিবেচনা করেছেন। এ পর্যায়ে আল্লামা কাসানী বলেন, আমরা এ বিষয়টিতে কিয়াস বর্জন করেছি, মুদারাবার পক্ষে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থাকার দরুন। পবিত্র কুরআনের আয়াত হচ্ছে : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ "তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে দেশে সফর করে।"[১৫] মুদারাবা ব্যবসাকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তালাশ করে দেশে দেশে সফর করে। অতএব তার এ ব্যবসাকার্য হবে বৈধ।

হাদীস শরীফের বর্ণনা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তাঁর পিতা) আব্বাস রা. কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্যে পুঁজি দেওয়ার সময় তাকে শর্ত প্রদান করতেন, সে যেন সাগরপথে সফরে না যায়, কোনো উপত্যকায় অবতরণ না করে, সেখানে কোনো সজীব যকৃতধারী (অর্থাৎ ক্রীতদাস) যেন খরিদ না করে। যদি (নিষেধ করার পরও) সে তা করে তবে সে এর জন্যে দায়ী থাকবে। পরবর্তী সময়ে তিনি তার এ সকল শর্তের কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে অবহিত করলে নবীজী তাতে অনুমতি ও বৈধতা প্রদান করেন।[১৬]

এমনিভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী যখন দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন মানুষ তখন মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করত। তিনি তাদের নিষেধ করেন নাই, এভাবে বিষয়টিতে নীরব থাকা তাঁর সম্মতি প্রকাশ করে। নবীজীর সম্মতিও হাদীসের দলিলের অন্তর্ভুক্ত।

ইজমা বা সকলের ঐকমত্যের আলোচনা : অনেক সাহাবীর পক্ষ হতে বর্ণিত আছে, তারা মুদারাবা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসা করার জন্যে এতীমের সম্পদ লোকদের দিতেন। বর্ণনাকারী সাহাবী হচ্ছেন : উমর, উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ

১৫. সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত ২০

১৬. হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ১১১ তে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

www.amarboi.org

ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ও আয়েশা রা.। তারা তাদের বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ করেননি, তাদের সমসাময়িক কেউ এ এতীমের মাল অপরের হাতে তুলে দেওয়ায় আপত্তি করেছেন। এভাবেই বিষয়টি সাহাবীদের ইজমা বা ঐকমত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমনি অপর এক দলিল হচ্ছে মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচলন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বিষয়টি লোকজন ব্যাপকভাবে করে যাচ্ছে, তাতে কারো কোনো আপত্তি শুনতে পাওয়া যায়নি। এভাবে বিষয়টিতে সাহাবীদের যুগ থেকে প্রতি যুগের আলেমদের ঐকমত্য প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব দলিলের উপস্থিতিতে কিয়াস বর্জিত হবে, মুদারাবা বৈধ ও জায়েয বলে ঘোষিত হবে।[১৭]

মুদারাবা বৈধ হওয়ার তাৎপর্য ও গূঢ় রহস্য

মুদারাবা বৈধ ও জায়েয; প্রয়োজন তা জায়েয করেছে। দেখা যায়, একজনের হাতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অধিক সম্পদ রয়েছে প্রচুর, সে তাতে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তা বাড়াতে চায়। কিন্তু ব্যবসা করে তা বাড়ানোর ক্ষমতা বা সুযোগ তার নেই। এ পর্যায়ে সে বাধ্য হয় তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করতে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এ জন্যে সে ব্যবসাকাজে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসাবে রাখতে পারে না। হয়তো কেউ কর্মচারী হতে রাজি হয় না, বরং সে বেতনের পরিবর্তে লাভে অংশীদার হতে চায়। অথবা কর্মচারী পাওয়া গেলেও তাকে পুঁজির মালিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারে না, যেহেতু পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা বা যোগ্যতা থাকে না। এমনি পরিস্থিতিতে মানবগোষ্ঠীর মাঝে মুদারাবা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, শরীয়তও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে যদিও অজ্ঞাত ভাড়ায় ইজারা দেওয়া হয়, যা জায়েয নয়। তথাপি প্রয়োজনের এ দিকটি বিবেচনা করে শরীয়ত এ ধরনের ইজারা থেকে ভিন্ন করে বৈধতার ফয়সালা দিয়েছে, যেমন মুসাকাত ও মুযারাআর বেলায় ঘটেছে।[১৮]

আল্লামা কাসানী বলেন, কখনো পরিস্থিতি এমন হয়, কারো হাতে সম্পদ রয়েছে সে ব্যবসা করতে আগ্রহী, কিন্তু সে ব্যবসা করতে পারছে না। অপরদিকে কারো ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর, কিন্তু তার হাতে মোটে সম্পদ নেই। এ অবস্থায় শরীয়ত উভয়ের চাহিদা পূরণ করেছে, মুদারাবা বৈধ করে

---

১৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৭৯

১৮. মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫০৭

www.amarboi.org

দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তো শরীয়তের বিধান প্রবর্তনই করেছেন বান্দার উপকার ও মঙ্গল সাধনের জন্যে, তার প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে।[১৯]

মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, মুদারাবা চুক্তিটি উভয় পক্ষ থেকে জায়েয; জরুরি পর্যায়ের নয়। তাই দুজনের যে কোনো একজন তা বাতিল করে দিলে তা বাতিল হয়ে যায়। যেহেতু একজনের সম্পদে তার অনুমতিক্রমে অপরজন হস্তক্ষেপ করে, তাই মুদারাবা হচ্ছে প্রতিনিধি নির্ধারণের তুল্য। তাই প্রতিনিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন, মুদারাবা চুক্তিতেও তেমন যে কেউ তা ভেঙ্গে দিতে পারে। এ অবস্থায় প্রদত্ত অর্থে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বা পরে এ চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ায় কোনো পার্থক্য নেই।[২০]

হানাফী আলেমগণ এক্ষেত্রে শর্ত করেন, একপক্ষ চুক্তি ভেঙ্গে দিলে অপর পক্ষকে তা জানাতে হবে, তাহলে ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ ও কার্যকর হবে। তারা বলেন, আরো একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো, চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার সময় নগদ টাকা পয়সা পুঁজি হিসাবে ফিরিয়ে দিতে হবে।[২১]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, দুপক্ষের যে কেউ এ চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার সময় অপরপক্ষ উপস্থিত থাকা জরুরি নয়, তার সম্মতিরও প্রয়োজন নেই। তাই অপরপক্ষের অনুপস্থিতিতে তার সম্মতির অপেক্ষা না করেই একপক্ষ তা ভেঙ্গে দিতে পারে।[২২]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, পুঁজিদাতা ও কর্মী এ দুজনের যে কেউ মুদারাবা চুক্তি ভেঙ্গে দিতে পারে, সে পুঁজি দ্বারা কোনো ব্যবসায়পণ্য কেনার পূর্ব পর্যন্ত তাদের এ এখতিয়ার রয়েছে। যদি কর্মী পুঁজি হাতে পাওয়ার পর সফরে বের হওয়ার পূর্বে পুঁজির অর্থে সফরের প্রস্তুতি ও পথসম্বল ব্যবস্থা করে, এ সময় কেবল পুঁজিদাতা এ চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারে। যদি কর্মী হাতে টাকা পাওয়ার পর শহরেই তা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে অথবা সফরে বের হয়ে যায়, তখন কর্মীর হাতে মূলধনের টাকা সঞ্চিত থাকবে, সব টাকা দ্বারা ব্যবসায়পণ্য কেনা পর্যন্ত সে তা দ্বারা এভাবে ব্যবসা করতে থাকবে। এ সময় তাদের দুজনের কারোরই মুদারাবা ভেঙ্গে ফেলার আর সুযোগ থাকবে না।[২৩]

---

১৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৭৯

২০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬৪

২১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৯

২২. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪১

২৩. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৭০৫-৭০৬

www.amarboi.org

মুদারাবার দুটি প্রকার

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ মুদারাবাকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন : ১. শর্তহীন (الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ) এবং ২. শর্তযুক্ত (الْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ)।

শর্তহীন মুদারাবা : এক্ষেত্রে পুঁজিদাতা কর্মীর হাতে পুঁজি অর্পণ করলেও কর্মীকে কিসের ব্যবসা করবে, কোথায় করবে, কখন করবে, কোন্ নিয়মে করবে, কাদের সাথে লেনদেন করবে ইত্যাদি কোনো কিছুই বলে দেয় না।

শর্তযুক্ত মুদারাবা : উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কোনো এক বা একাধিক বিষয় পুঁজিদাতা তার কর্মীকে নির্দিষ্ট করে বলে দিলে তাকে শর্তযুক্ত মুদারাবা বলে।

হানাফী আলেমগণ বলেন, কর্মী এ দুপ্রকার মুদারাবার যেটিতে জড়িত হোক তা চারভাগে বিভক্ত হবে :

এক. কর্মীকে সে কী করবে তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ছাড়াই এবং 'তুমি তোমার বিবেচনা মতো করো' এ কথাও বলার প্রয়োজন ছাড়াই সে কাজ করে যাবে।

দুই. কর্মীকে যদি এ কথা বলা হয়, তুমি তোমার বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী করো, তবুও সবকিছু স্পষ্ট করে বলে না দেওয়া পর্যন্ত সে কিছুই করবে না।

তিন. যখন তাকে বলা হবে, তুমি তোমার সিদ্ধান্ত মাফিক করো, তাকে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও সে সব কিছু করতে পারবে।

চার. সবকিছু স্পষ্ট করে বলার পরও কর্মী কোনো কিছু করতে পারবে না ('বিবেচনা মতো করো'-এ কথা না বলার দরুন)।[২৪]

মুদারাবার অপর এক বিভক্তি

মুসেলী বলেছেন, মুদারাবা দু প্রকার : এক. সাধারণ (عَامَّةٌ) ও দুই. বিশেষ (خَاصَّةٌ)।

সাধারণ মুদারাবা দু প্রকার

এক. মূলধন-যোগানদাতা কর্মীকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ সম্পদ প্রদান করবে। কিন্তু তাকে এ কথা বলবে না, তুমি তোমার মর্জিমত কাজ করো। কিন্তু কর্মী ব্যবসা করতে যা কিছু করা লাগে সব কিছু করার অধিকার পাবে। বন্ধক রাখা, বন্ধক দেওয়া, ভাড়া দেওয়া, ভাড়া নেওয়া, দোষের দরুন মালের মূল্য কম ধরা, ব্যবসা চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ ও কৌশল অবলম্বন করা ইত্যাদি সবকিছুই তার কাজের আওতায় থাকবে। ব্যবসায়ীরা আরো যা কিছু

---

২৪. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৭

www.amarboi.org

করে থাকে– অংশীদার হওয়া, কাউকে অংশীদার বানানো, ঋণ দেওয়া, ঋণ নেওয়া ইত্যাদি সব কিছুই সে করতে পারবে। কেবল দান ও চাঁদা পুঁজিদাতার অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে না।

দুই. পুঁজির যোগানদাতা কর্মীকে বলবে, তুমি তোমার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করো, তাহলে তার জন্যে ব্যবসায়ীর সব ধরনের কাজ বৈধ হবে। অংশীদার হওয়া, অংশীদার করা ইত্যাদি সবই সে করতে পারবে। কেননা সে একজন ব্যবসায়ী, তাই ব্যবসায়ীসুলভ সবই সে করতে পারবে। তবে সে কাউকে ঋণ দেওয়া বা দান করা ইত্যাদি করতে পারবে না, যেহেতু এগুলো ব্যবসার অংশ নয়। তাই 'বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করো' এ নির্দেশের আওতায় দান ও ঋণ অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বিশেষ মুদারাবা তিন প্রকার : এক. পুঁজিদাতা তার কর্মীকে নির্দিষ্ট জায়গায় কথা বলবে। যেমন, তুমি এ ব্যবসা অমুক জায়গায় করবে। দুই. ব্যক্তি নির্ধারণ করে দেবে। যেমন বলবে, তুমি অমুকের কাছ থেকে কিনবে, তুমি অমুকের কাছে বিক্রি করতে হবে। এ অবস্থায় যার কথা বলা হয়েছে সে ভিন্ন অন্য কারো সাথে সে লেনদেন করতে পারবে না। যেহেতু লেনদেনে আস্থা ও নির্ভরতা থাকতে হয়। তিন. ব্যবসার কোনো পদ বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। যেমন, বলা হবে, তুমি ধান বা গম কেনাবেচা করবে অথবা বলা হবে, তুমি সারাফ পদ্ধতিতে বিক্রি সম্পন্ন করো। এই তিনটি প্রকারেই যা বলা হয়েছে সেভাবেই মুদারাবার কর্মীকে কাজ করতে হবে, তার বিপরীত করা জায়েয নয়।[২৫]

অধিকাংশ ফকীহ ও আলেম মুদারাবাকে শর্তমুক্ত ও শর্তযুক্ত অথবা সাধারণ ও বিশেষ–এভাবে বিভক্ত করেননি। এ সকল বিভক্তি করেছেন হানাফী আলেমগণ। অন্য মাযহাবের আলেমগণ যদিও এ বিভক্তিগুলো করেননি, কিন্তু তারা মুদারাবার মূল অংশ, তার শর্তাবলি ইত্যাদির আলোচনাকালে সে বিভক্তিপ্রসূত কথাগুলো যথারীতি বহাল রেখেছেন। এ সকল আলোচনায় কোথাও তারা হানাফী আলেমদের সাথে একমত হয়েছেন, কোথাও বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

মুদারাবার রুকন বা মূল অংশ (أَرْكَانُ الْمُضَارَبَةِ)

অধিকাংশ ফকীহ ও আলেমের মতে মুদারাবার মৌলিক অংশ হচ্ছে : চুক্তি সম্পাদনকারী দু ব্যক্তি-পুঁজি সরবরাহকারী ও কর্মী (عَاقِدَانِ), পুঁজি (رَأْسُ مَالٍ),পরিশ্রম (عَمَلٌ), লাভ-ক্ষতি (رِبْحٌ) এবং মুদারাবার অর্থ প্রকাশক নির্ধারিত শব্দ (صِيغَةٌ)।

---

২৫. আল-ইখতিয়ার লি তালীলি আল-মুখতার, খ. ৩, পৃ. ২১

মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ব্যবসাতে কোনো নির্ধারিত শব্দ বলা মুদারাবার অংশ বলে গণ্য হবে না। তা শর্ত হিসাবেও ধর্তব্য হবে না। তাই নির্ধারিত কোনো শব্দ বলা ছাড়াই মুদারাবা যথাযথ ও সঠিক হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম বলেন, কাজের মাধ্যমে কবুল সম্পন্ন হওয়াই যথেষ্ট। এ সময় ঈজাব (প্রস্তাব) হবে নির্দেশক শব্দ। যেমন : পুঁজির মালিক বলল, টাকাটা নাও। কর্মী তার হাত থেকে টাকাটা নেওয়াই কবুল বলে গণ্য হবে।[২৬]

হানাফী আলেমগণ বলেন, মুদারাবার মূল অংশ হচ্ছে দুটি : এক. ঈজাব (প্রস্তাব) ও দুই. কবুল। এর জন্যে তারা যে কোনো বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করতে পারে।[২৭]

মুদারাবার শর্তাবলি (شُرُوطُ الْمُضَارَبَةِ)

মুদারাবা বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হওয়ার জন্যে ফকীহগণ কতক শর্তের আলোচনা করেছেন। সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে :[২৮]

নির্ধারিত শব্দের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি

অধিকাংশ ফকীহের মত, ঈজাব (প্রস্তাব) ও কবুল প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ করা মুদারাবা সম্পাদনে অত্যাবশ্যক। এ জন্যে তারা হয়তো মুদারাবা বা এর সমার্থক শব্দ ব্যবহার করবে। যেমন, মূলধন-যোগানদাতা কর্মীর উদ্দেশে বলবে, ضَارَبْتُكَ أَوْ قَارَضْتُكَ أَوْ عَامَلْتُكَ (আমি তোমার সাথে মুদারাবা বা মুকারাযা চুক্তি করছি)। অথবা এমন কোনো শব্দ বা বাক্য বলবে যা এ ভাব ও বক্তব্য প্রকাশ করে। যেহেতু চুক্তি বা লেনদেনে শব্দ উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে অর্থ ও মর্ম, তাই এ মর্ম প্রকাশক যে-কোনো শব্দ বা বাক্যই তারা এ সময় বলতে পারে। চুক্তি ও লেনদেনে শব্দের গঠন ও রূপ উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে অর্থ ও মর্ম। তাই التَّمْلِيكُ -এর শব্দ ব্যবহার করে الْبَيْعُ (বিক্রি) করা বৈধ হয়; এ ব্যাপারে কোনো ফকীহ কোনোরূপ আপত্তি করেননি। তাই মুদারাবা শব্দ না বলে তার মর্মপ্রকাশক অন্য কোনো শব্দ বললেও এবং উভয়পক্ষ তা বুঝলেই চুক্তি সম্পন্ন হবে।

---

২৬. আত-তাজ ওয়াল ইকলীল বিহামিশ মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫; আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৩; বুলগাতুস সালিক লি আকরাবিল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ১৬০, প্রকাশক : হালাবী।

২৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ.৭৯

২৮. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪-৪৮৫; আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়াতুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৮৩, মুদ্রণ দারুল মাআরিফ; আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৫; রওযয়াতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, প. ৫০৭-৫০৮

www.amarboi.org

কর্মী কবুল বোঝাতে এমন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করবে যা তার সম্মতি ও রাজি থাকা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তবে তার এ সম্মতিজ্ঞাপন হতে হবে ঈজাব (প্রস্তাব) এর পরেই একই মজলিসে, বিক্রয় এবং অন্য সকল লেনদেনে কবুল বোঝাতে শরীয়তে যা গ্রহণযোগ্য তেমন ধরনের জবাব হতে হবে।

মুদারাবা চুক্তিতে ঈজাব ও কবুল উভয়টি সুস্পষ্ট শব্দ ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হতে হবে। এটি হানাফী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত, যা মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহের মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত, যা শাফেয়ী আলেমদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতের বিপরীত তা হচ্ছে, قَبِلْتُ 'আমি কবুল করলাম' এ বাক্য বা এ ধরনের কোনো বাক্য কবুল হিসাবে বলা জরুরি নয়। বরং কাজের মাধ্যমে কবুল করাও যথেষ্ট। তাই পুঁজিদাতা পুঁজি দেওয়ার পর কর্মী তা নিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে নেমে পড়লে তা-ই কবুল বলে গণ্য হবে। যেমন কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলে তার মৌখিক কিছু না বলে তার কাজে লেগে যাওয়াই কবুল বলে গণ্য হয়।

মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম– তন্মধ্যে ইবনে হাজিব অন্যতম– বলেন, মুদারাবা সংঘটিত হওয়ার জন্যে সুস্পষ্ট মুদারাবা শব্দ বলা জরুরি নয়। বরং মুদারাবা বোঝায় এমন যে-কোনো শব্দে একপক্ষ ঈজাব (প্রস্তাব) উত্থাপন করার পর অপর পক্ষ তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেই মুদারাবা সম্পন্ন হবে। যেহেতু তাতে এ অর্থ প্রকাশক ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। তারা এর কারণ হিসাবে বলেন, মুদারাবা হচ্ছে এক ধরনের ইজারা– ভাড়ায় কর্মী নিয়োজিত করা। এ ইজারাতে কর্মীকে পুঁজি দেওয়া হয়, ব্যবসা করার মাধ্যমে সে লাভ সংগ্রহ করবে, সে লাভের এক অংশ তার পারিশ্রমিক, তা দ্বারা তার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। ইজারাতে একপক্ষের প্রস্তাব অপরপক্ষ গ্রহণ করেছে এতোটুকু বোঝা যাওয়াই যথেষ্ট, যেমন বেচাকেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুদারাবা চুক্তিতেও একপক্ষের প্রস্তাব অপরপক্ষ গ্রহণ করেছে এতোটুকু বোঝা যাওয়াই যথেষ্ট।[২৯]

চুক্তির দুপক্ষের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি

মুদারাবা নির্ভুল ও যথাযথ হওয়ার জন্যে মুদারাবা চুক্তির দুপক্ষ : পুঁজির যোগানদাতা ও কর্মী ব্যবসায়ী উভয়ের সাথে সম্পর্কিত কতক শর্ত রয়েছে, নিম্নে সে সব আলোচনা করা হচ্ছে :

---

২৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, প. ৮০-৮১; আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়ার তুস সাভী, খ. ৩, প. ৬৮২-৬৮৩; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫১৭; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২৪; নিহায়াতুল মুহতাজ ও হাশিয়া আশ শাবরামাল্লিসী, খ. ৫, পৃ. ২৬৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫০৮; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩২৭-৩২৮

www.amarboi.org

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, মুদারাবা যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, এটি সংঘটিত হতে হবে এমন দু ব্যক্তির দ্বারা যারা স্বাধীনভাবে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। অতএব, তাদের হতে হবে স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা যার রয়েছে, যে দায়িত্ব অর্পণ ও দায়িত্বগ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ অপরকে নিজের প্রতিনিধি নির্ধারণ করে তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারে, অন্যের প্রতিনিধি হয়ে তার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারে এমন ব্যক্তি। কেননা মুদারাবা চুক্তির উভয়পক্ষ অন্যের প্রতিনিধি, আবার অপরকে প্রতিনিধি নিয়োগকারী। তাই যে প্রতিনিধি হওয়ার এবং অপরকে প্রতিনিধি করার যোগ্যতা রাখে সে মুদারাবা চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। যার এ যোগ্যতা থাকবে না সে মুদারাবার কোনো পক্ষ হতে পারবে না। ক্রীতদাস দাসী স্বাধীন না হওয়ার দরুন দায়িত্ব অর্পণ বা দায়িত্ব গ্রহণ–এ দুটোর কোনোটিরই যোগ্য নয়; তাই তার জন্যে মুদারাবার কোনো এক পক্ষ হওয়া সহীহ ও সঠিক নয়। তবে যদি তার মনিব তাকে মুদারাবা করার অনুমতি প্রদান করে অথবা সে সাধারণভাবে যে কোনো ব্যবসা করার অনুমতি পেয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে এ চুক্তিতে অংশ নেওয়া যথাযথ ও বৈধ হবে। এমনিভাবে যাদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা নেই, যেমন অপ্রকৃতিস্থ, তাদেরও চুক্তিতে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই।

আল্লামা রাম্লী বলেন, যার সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা নেই, যেমন অল্পবয়সী বালক-বালিকা, পাগল ও নির্বোধ হাবা, তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক মুদারাবা ব্যবসা করার জন্যে অপর কাউকে পুঁজি সরবরাহ করতে পারবে। এক্ষেত্রে অভিভাবক তাদের পিতা, দাদা, ভারপ্রাপ্ত অছি, বিচারক বা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কেউ হতে পারে, তাতে মাসআলায় পরিবর্তন বা পার্থক্য হবে না। এক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তিতে কর্মীর ভ্রমণের অনুমতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। তবে যদি কর্মীকে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয় তাহলে তা অভিভাবকের নিজেরই ভ্রমণের ইচ্ছার তুল্য বিবেচনা করা হবে।

দেউলিয়া হওয়ার দরুন যাকে বর্তমানে নিজের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে সে মুদারাবা চুক্তিতে পুঁজি-যোগানদাতা হতে পারবে না, কর্মী-ব্যবসায়ী হতে পারবে।

মুমূর্ষু রোগীর মুদারাবা চুক্তি করা বৈধ। সেক্ষেত্রে তার মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হিসাব করতে হবে, তা থেকে কর্মীর স্বাভাবিক পারিশ্রমিকে যা অতিরিক্ত হবে তা হিসাব করতে হবে না। যেহেতু যেটুকু সম্পদ সে দিতে পারবে সেটুকু হিসাব করা হবে। যে পর্যন্ত সে তা বিনিয়োগ করবে না, তা থেকে

www.amarboi.org

লাভও আসবে না। লাভ হচ্ছে এমন যা পাওয়ার আশা করা যায়। যদি তা পাওয়া যায় তবে তা পাওয়া যাবে কর্মীর প্রচেষ্টায়।[৩০] (তাই সেটুকু সম্পদেই লাভ হিসাব করা হবে।)

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, পুঁজিদাতা ও কর্মী উভয়ের বেলায় দায়িত্ব প্রদান করার এবং নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। কার্যক্ষেত্রে পুঁজিদাতার নির্দেশ অনুযায়ী কর্মী ব্যবসার সকল কাজ সম্পাদন করে। এভাবে কার্যত প্রকাশিত হয়, তার প্রতি পুঁজিদাতার পক্ষ থেকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে এমন লোক হতে হবে, যে নিজেই সে কাজটি করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে, যে কাজটি সে এখন অপরকে করতে দায়িত্ব দিয়েছে। কেননা দায়িত্ব অর্পণের অর্থই হচ্ছে নিজের আওতায় থাকা কাজ অন্যকে করতে দেওয়া। তাই পাগল বা ছোট বালকের পক্ষ থেকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যেহেতু তারা যা অর্পণ করছে তাদের নিজেদের তা করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই মোটেই।

দায়িত্ব গ্রহণ ও প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। তাই উন্মাদ ও ছোট বালকের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ যথাযথ নয়। প্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। তাই জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী বালক ও ক্রীতদাস প্রতিনিধি হতে পারবে, তারা অন্য চুক্তি ও ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করুক বা না করুক।[৩১]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, অংশীদারি কোনোই কারবার, মুদারাবা তার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছায় যে কোনো লেনদেন করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখে সে ছাড়া অন্য কেউ তা করতে পারবে না। যেহেতু এ ধরনের লেনদেনে অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও হস্তান্তর করা হয়, তাই যার সে ক্ষমতা নেই সে এ ধরনের লেনদেন করতে পারবে না, যেমন ক্রয়বিক্রয় করা তার সাধ্যের বাইরে।[৩২]

অমুসলিমের সাথে মুদারাবা

অমুসলিমের সাথে মুদারাবা চুক্তি করা এবং তা পালন করার বিষয়ে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ অমুসলিমের সাথে মুসলিম মুদারাবা ভিত্তিতে ব্যবসা জায়েয হওয়ার মত প্রদান

---

৩০. আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়া তুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮; শারহুল খিরাশী ও হাশিয়া আল-আদাভী, খ. ৬, পৃ. ২০৩; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১০৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৫ ও ২২৬

৩১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ২০ ও ৮১-৮২

৩২. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১-২

www.amarboi.org

করেছেন। আল্লামা কাসানী বলেন, পুঁজির যোগানদাতা বা কর্মী ব্যবসায়ী এ দুজনের মুসলমান হওয়ার কোনো শর্ত নেই। তাই অমুসলিম ও মুসলিম নাগরিকের মাঝে মুদারাবা চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ। তেমনিভাবে মুসলিম এবং মুসলিম দেশে আগত অমুসলমানের মাঝেও এ চুক্তি সম্পাদন করা জায়েয ও বৈধ। তাই যদি কোনো বিদেশী অমুসলিম মুসলমানের দেশে ভিসার মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করে, সে দেশে আসার পর কোনো মুসলমানকে মুদারাবার উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ প্রদান করে অথবা মুসলমান স্থানীয় ব্যক্তি আগত অমুসলিমকে অর্থকড়ি দেয় ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তা জায়েয ও বৈধ হবে। যেহেতু নিরাপত্তা লাভ করে মুসলমানের দেশে আসা অমুসলিম ব্যক্তি মুসলমানের দেশের অমুসলিম নাগরিকের তুল্য; তার সাথে মুদারাবা করা যায়। তাই অপর দেশের অমুসলিমের সাথেও মুদারাবা করা সঙ্গত হবে।

যদি কর্মী-ব্যবসায়ী মুসলমান হয়, ব্যবসা করার লক্ষ্যে অমুসলমানের দেশে যায়, তাহলে সেখানকার অমুসলমানের পুঁজি হস্তগত হওয়ার পর চুক্তিমাফিক সে ব্যবসাকার্য করতে পারবে। এভাবে আলোচনায় দেখা গেল, অমুসলমান মুসলমানের দেশে আসা এবং মুসলমান অমুসলমানের দেশে গিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উভয়ই জায়েয। সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দেশের ভিন্নতা মোটেই ধর্তব্য হয় না।

যদি কর্মী- ব্যবসায়ী অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক হয়ে মুসলমানের দেশে আসে, এরপর তার ব্যবসার অংশ হিসাবে সে তার এলাকায় যায়, তাহলে সে যদি মুসলিম পুঁজিদাতার অনুমতি ছাড়া গিয়ে থাকে তবে মুদারাবা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু পুঁজিদাতার অনুমতি নিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলে তার সাথে কৃত কোনো চুক্তি ভাঙ্গবে না। তাই মুদারাবাও যথারীতি বহাল থাকবে। ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ তাদের দুজনের মধ্যে শর্তমাফিক বণ্টিত হবে। যদি কর্মী মুসলমান হয়ে ফিরে আসে অথবা জিম্মী অথবা নিরাপত্তা লাভকারী বিদেশী অমুসলিম অবস্থাতেই ফিরে আসে, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী মুদারাবা জায়েয হয়। যদিও স্বাভাবিক কিয়াস ও যুক্তির দাবি হচ্ছে, এসকল ক্ষেত্রে মুদারাবা বাতিল হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস হচ্ছে, কর্মী যে অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক সে যখন পুঁজিদাতার অনুমতি বা নির্দেশ ক্রমে কোথাও যায়, তার সাথে পুঁজিদাতাও যেন সেখানে যায়। পুঁজিদাতা যদি তার কর্মীর সাথে অমুসলিম দেশে যায়, তাহলে তাতে মুদারাবা বাতিল বা নষ্ট হয় না। তাই যখন পুঁজিদাতার নির্দেশে কর্মী একা সে দেশে যাবে তাতেও মুদারাবা নষ্ট হবে না। কিন্তু পুঁজিদাতার নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়াই যদি কর্মী তার নিজ দেশে প্রবেশ করে, তাহলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু সে পুঁজিদাতার পক্ষ থেকে অনুমতি

www.amarboi.org

নেয়নি, ফলে পুঁজিদাতার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ধরা হবে, সে নিজের পক্ষ থেকে এ কাজ করেছে এবং নিজেকে সে-ই পরিচালনা করছে।

এক্ষেত্রে স্বাভাবিক কিয়াস ও যুক্তি হচ্ছে : অমুসলিম কর্মী যখন তার নিজ দেশে প্রবেশ করবে, অপর দেশে থাকাকালীন যে নিরাপত্তা লাভ করেছিল তার প্রয়োজন না থাকায় সে নিরাপত্তা প্রদান বাতিল হয়ে যাবে। সে সেই অমুসলিম দেশের পূর্বে যেমন নাগরিক ছিল, এখনও তেমনি সাধারণ একজন নাগরিক হয়ে যাবে। দুজন দুদেশের নাগরিক হওয়ার প্রেক্ষিতে কর্মীর প্রতি পুঁজিদাতার নির্দেশ এখন আর কার্যকর থাকবে না। এ অবস্থায় কর্মী পুঁজিতে হস্তক্ষেপ করলে তা হবে অবৈধ হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ যা তার আওতার বাইরে।[৩৩]

আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন, অগ্নিপূজকের সাথে মুদারাবা চুক্তি করা ইমাম আহমদ পছন্দ করেননি। তিনি কেবল এ চুক্তিই নয়, তাদের সাথে কোনো ধরনের লেনদেন ও অংশীদারি কারবার করা পছন্দ করেন নাই। তিনি বলেন, তাদের সাথে মেলামেশা ও লেনদেন আমার পছন্দ নয়; যেহেতু তারা এমন অনেক কিছু বৈধ মনে করে যা অন্যরা বৈধ মনে করে না।[৩৪]

শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কে গৃহীত মত হচ্ছে, অমুসলমানের সাথে মুদারাবা বা অন্য কোনো অংশীদারি কারবার করা মাকরূহ। মালেকী আলেমদের অপর একটি মত হচ্ছে, অমুসলিমের সাথে কোনো মুসলমানের মুদারাবা চুক্তি করা হারাম। ইমাম মালেক রহ. বলেন, (অমুসলমান তো বটেই), যদি কোনো লোক মুসলমান হলেও তার হালাল-হারামের জ্ঞান না থাকে অথবা হালাল-হারামের পরোয়া না করে; তবে তার সাথে মুদারাবা চুক্তি করা এবং তার ভিত্তিতে তাকে অর্থকড়ি দেওয়া আমি পছন্দ করি না।[৩৫]

পুঁজির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি

মুদারাবা যথাযথ ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্যে বেশকিছু শর্ত রয়েছে এমন, যেগুলো পুঁজিতে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। সেগুলো হচ্ছে : পুঁজি হবে মুদ্রা (যেমন টাকা বা ডলার ইত্যাদি), তা হবে জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট এবং তা হবে নগদ মুদ্রা, তা দায়িত্বে থাকা ঋণ বা দেনা হিসাবে থাকবে না।

---

৩৩. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮১-৮২

৩৪. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪

৩৫. আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়াতুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৪৫৫-৪৫৮; আল-খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২০৩; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১০৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৪

www.amarboi.org

পুঁজি মুদ্রা হওয়া

ফকীহগণ এ কথায় একমত, পুঁজি হবে মুদ্রা, টাকা বা ডলার ইত্যাদি। কারো কারো মতে এ কথায় ফকীহগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, যেমন শাফেয়ী মাযহাবের আলেম জুওয়াইনী বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের কতক আলেম বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৩৬]

এ শর্তের ওপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরাম বেশকিছু নিষিদ্ধ বিষয়, প্রকার ও ধরন এবং কিছু মাসায়েল বের করেছেন; যেগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা ও মতানৈক্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

ক. পণ্য বা বস্তু সামগ্রী দ্বারা মুদারাবা চুক্তি (الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ)

হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের অভিমত এবং হাম্বলী মাযহাবের জাহেরী অভিমত হচ্ছে, পণ্য বা বস্তুসামগ্রী দ্বারা মুদারাবা চুক্তি সহীহ হবে না; এ পণ্য মিছলী বা কীমী যাই হোক। এ বিষয়ে তাদের দলিল-প্রমাণ ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে; যা নিম্নরূপ :

(নিয়ম হচ্ছে, কোনো পণ্য কিনে তা কব্জা করে নিজের জিম্মাদারিতে নিয়ে আসার পর তা বিক্রি করা। এক্ষেত্রে পণ্য হচ্ছে দু প্রকার : নির্দিষ্ট করলে তা নির্দিষ্ট হয় অথবা নির্দিষ্ট হয় না।) হানাফী আলেমগণ এ পর্যায়ে বলেন, যা নির্ধারণ করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় (কব্জা করে তা নিজের নিয়ন্ত্রণে না এনেই) তাতে লাভ করা, বস্তুত যে বস্তু জিম্মাদারিতে আসেনি তাতে লাভ করা। এটি নিষিদ্ধ; যেহেতু এ ধরনের পণ্য কেনার সময়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা নির্দিষ্ট হলেও কব্জা না করার দরুন তা জিম্মাদারিতে আসে না। যদি এ অবস্থায় কর্মী তা হস্তান্তর করার আগে ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা বিক্রেতার ক্ষতি বলে গণ্য হবে। কর্মীর তাতে কোনো ক্ষতি হবে না, যেহেতু সে সে সামগ্রী কব্জা করেনি। কর্মী মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা হিসাবে সে সব সামগ্রী বিক্রি করে যদি লাভ অর্জন করে তবে তা হবে যে জিনিস (কব্জা না করার দরুন) জিম্মাদারিতে আসেনি তাতে লাভ করা, যা থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ "যে বস্তু কারো জিম্মাদারিতে আসেনি তাতে লাভ করা থেকে নবীজী নিষেধ করেছেন।"[৩৭]

---

৩৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮২; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ৫০৭

৩৭. হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.। হাদীসটি তিরমিজী শরীফের, খ. ৩, পৃ. ৫২৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, حديث حسن صحيح

www.amarboi.org

এর বিপরীতে যা নির্দিষ্ট করা হলেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় না, তা কেনার পর কব্জা করে নিজের জিম্মাদারিতে আনতে হয়, এমন বস্তু যদি (নিজের জিম্মাদারিতে এনে) ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার আগে নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা ব্যবসায়ী-কর্মীর জিম্মায় থাকা অবস্থায় বিনষ্ট হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং ক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ পাবে। তাতে যদি লাভ ধরা হয় তবে তা হবে দায়িত্বে থাকা বস্তুতে লাভ, তাই তা জায়েয ও বৈধ হবে।

তা ছাড়া আসবাবপত্র পুঁজি হিসাবে প্রদান করা হলে তা বন্টনের সময় তাতে লাভ কত হবে তা অনির্দিষ্ট থাকবে। কারণ, জিনিসপত্রের দাম ধরতে হবে আন্দাজে অনুমানে। তা সবার এক হবে না, একজনের দাম ধরা অপরজনের দাম ধরা থেকে ভিন্ন হবে। ফলে লাভ অনির্দিষ্ট থাকার পরিস্থিতি ঝগড়ার পরিস্থিতিতে গড়াবে যা নানা অরাজকতার কারণ হবে। তাই এসবের উৎস আসবাবপত্র পুঁজি হওয়াই জায়েয হবে না।[৩৮]

মুদারাবার পুঁজি আসবাবপত্র হওয়া জায়েয নয়, মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, মুদারাবা হচ্ছে শরীয়তের পক্ষ থেকে ছাড় প্রদান। নিয়ম হচ্ছে, কোনো বিষয়ে ছাড় দেওয়া হলে তা ঐ বিষয়েই সীমিত থাকে। তা থেকে অন্য কোনো দিকে বিস্তৃত হয় না। ফলে অন্য সকল ক্ষেত্রে মূল বিধানই বহাল থাকে। শরীয়তে নগদ অর্থে মুদারাবার আলোচনা এসেছে, তাই শরীয়তের ছাড় তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য যে কোনো কিছু নিষেধের আওতায় থাকবে। এক্ষেত্রে আসবাবের মূল্য ধরা হলেও তা জায়েয হবে না।[৩৯]
আসবাবপত্র মুদারাবার পুঁজি হওয়া নাজায়েয, শাফেয়ী আলেমগণ এর কারণ বর্ণনায় বলেন, মুদারাবা চুক্তি হচ্ছে ধোঁকাপূর্ণ এক চুক্তি। যেহেতু তাতে কর্মীর কাজ থাকে অনিয়ন্ত্রিত, লাভ থাকে অনিশ্চিত। তারপরও প্রয়োজনের তাগিদে একে জায়েয গণ্য করা হয়েছে। তাই যেভাবে তার বহুল প্রচলন এবং যেভাবে তা সহজ তাতেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে। তা হচ্ছে, ব্যবসার পুঁজি হিসাবে মুদ্রা সরবরাহ করা।[৪০]

তা ছাড়া মুদারাবাতে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, মূল টাকা যোগানদাতাকে ফেরত দিয়ে লাভে অংশীদার হওয়া। কিন্তু যদি নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কিছুর ওপর ভিত্তি করে মুদারাবা করা হয় তাহলে তাদের এ উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। যদি সে বস্তুটি মিছলী হয় তবে সে পুঁজি ফেরত দেওয়া হিসাবে তার সদৃশ বস্তু সংগ্রহ করে তা

৩৮. বাদায়েউস সানায়ে',, খ. ৬, পৃ. ৮২
৩৯. আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়াতুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৮৩-৬৮৬; শারহুয যুরকানী ও হাশিয়া আল-বুনানী, খ. ৬, পৃ. ২১৩
৪০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

পুঁজিদাতাকে প্রদান করতে হবে। যদি পুঁজি হিসাবে প্রদত্ত বস্তুটি কীমী হয় অর্থাৎ তার সদৃশ বস্তু সচরাচর না পাওয়া যায়, তাহলে তার মূল্য হিসাব করে তা পুঁজিদাতাকে ফেরত দিতে হবে। এ অবস্থায় কর্মী মিছলী বা কীমী যে বস্তুই হোক, তা নেওয়ার সময় সে বস্তুটির যে দাম ছিল ফেরত দেওয়ার সময় তার দাম তা থেকে বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। যদি বেড়ে যায় তাহলে কর্মী ব্যবসা করে যা কামাই করেছে হয়তো মূল বস্তুটি বা তার মূল্য ফেরত দিতে গিয়ে তার সবটাই তাকে খরচ করে ফেলতে হবে। এটা হবে কর্মীর বড়ই ক্ষতি, কারণ তার যাবতীয় শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। যদি এখন ফেরত দেওয়ার সময় বস্তুটির মূল্য কমে যায় তাহলে তার কামাই থেকে সামান্য কিছু ব্যয় করলেই পুঁজিদাতার মূলধন ফেরত দেওয়া হয়ে যাবে। অবশিষ্ট টাকা লাভের খাতে চলে যাওয়ায় সে টাকায় দুজনে সমান অংশীদার হবে। এভাবে পুঁজিদাতার ক্ষতি সাধিত হবে। সুতরাং যদি বস্তু না দিয়ে নগদ অর্থ কর্মীর হাতে দেওয়া হয়, তাহলেই কর্মী বা পুঁজিদাতা কারোরই কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। তাতে যা নগদ দেওয়া হয় তা-ই ফেরত দিতে হয়, বেশিও নয়, কমও নয়।[৪১]

হাম্বলী আলেমদের গৃহীত মত হচ্ছে, আসবাবপত্র পুঁজি হিসাবে দেওয়া যাবে না। তারা বলেন, দ্রব্যসামগ্রীতে অংশীদারি জায়েয নয়। আবু তালেব ও হারবের বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল নিজেই এ কথা বলেছেন। ইবনে মুনযিরও আহমদের বক্তব্য হিসাবে তা বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, সামগ্রীতে অংশীদারি হলে তাতে তিনটি সম্ভাব্য রূপ হতে পারে : এক. মূল বস্তুটিতে অংশীদারি; দুই. তার মূল্যে অংশীদারি; তিন. বস্তুর বাজারমূল্যে অংশীদারি। মূল বস্তুতে অংশীদারি সম্ভব নয়। যখন অংশীদাররা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তখন অংশীদারি কারবারের চাহিদা হচ্ছে, মূল বস্তু বা তার সদৃশ ফিরিয়ে দিতে হবে। এ বস্তুটির হয়তো সদৃশও পাওয়া যাবে না যা ফেরত দেওয়া যাবে। এ ধরনের কোনো বস্তু দিতে গেলে হয়তো এটির মূল্য পূর্বেরটির তুলনায় বেশি হবে। ফলে, এটি হয়তো সবটুকু লাভ অথবা লাভসহ সম্পূর্ণ সম্পদই গ্রাস করে ফেলবে। অথবা পূর্বেরটির তুলনায় বর্তমানের বস্তুটির মূল্য কম হবে। তাহলে অপরজন কর্মী-ব্যবসায়ী সে এ বস্তুর মূল মূল্যে অংশীদার হয়ে যাবে, যা প্রকৃতপক্ষে লাভ নয়।

বস্তুর মূল্যে অংশীদারিও জায়েয নয়, যেহেতু মূল্য উভয়পক্ষ মিলে সাব্যস্ত করা হয়নি। এখন মূল্য সাব্যস্ত করতে গিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যেতে পারে। যে দাম ধরা হবে বস্তুটি তা থেকে আরো বেশিদামের হতে পারে। তা ছাড়া

---

৪১. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫

www.amarboi.org

কারো হাতে কখনো বস্তুর মূল্য বেড়ে যেতে পারে তা বিক্রি করার আগেই, তাহলে সে বস্তুতে অপরজনও অংশীদার হয়ে যাবে, যা ঠিক নয়।

বস্তুর বাজারমূল্য ধার্য করে তাতে অংশীদার হওয়াও জায়েয ও বৈধ নয়। যেহেতু যখন জিনিসটি কর্মীর হাতে অর্পণ করা হচ্ছে তখন তার কোনো বাজারমূল্য সাব্যস্ত হয়নি, তখন তারা দুজন সে বাজার মূল্যের মালিকও ছিল না। তা ছাড়া, এখানে কোন মূল্য ধার্য হবে তাও সুস্পষ্ট নয়। যদি যে মূল্যে সে বস্তুটি কিনেছিল তা ধরা হয় তা ঠিক হবে না, যেহেতু জিনিসটি সেখান থেকে বের হয়ে বিক্রেতার হাতে চলে গেছে। যদি বিক্রি করার মূল্য ধরা হয় তা-ও ঠিক হবে না, যেহেতু তাতে নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রির শর্তে শর্তযুক্ত অংশীদারী সম্পন্ন হয় যা জায়েয নয়।

ইমাম আহমদ র.-এর পক্ষ থেকে অপর একটি মত বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো, অংশীদারি কারবার ও মুদারাবা নগদ অর্থের বদলে কোনো বস্তু প্রদান করার দ্বারাও জায়েয হবে। চুক্তি সম্পাদনকালে বস্তুটির যে মূল্য রয়েছে তা-ই মূলধন বলে ধার্য হবে। ইমাম আহমদ বলেন, যদি দু ব্যক্তি কোনো বস্তুতে অংশীদার হয় তাহলে তারা যা শর্ত করবে সে হিসাবেই তার লাভ তাদের মাঝে বণ্টিত হবে। আছরাম বলেন, আমি আবু আবদিল্লাহকে বলতে শুনেছি। তিনি ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করেছেন, মুদারাবাতে পুঁজি হিসাবে কোনো বস্তু দেওয়া জায়েয কি-না। জবাবে ইমাম আহমদ বলেছেন, জায়েয। এই প্রশ্নোত্তর এ ধরনের চুক্তি বৈধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছে। আবুবকর ও আবুল খাত্তাব এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। মারদাভী এ মতটিই সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আবি লায়লারও এটিই অভিমত। তাওস, আওযায়ী ও হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান এ মাসআলাই বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, দুজন দুজনের সম্পদে অংশীদার হয় তাতে উদ্দেশ্য থাকে উভয়ের এ সম্পদগুলোতে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। দুটোতে যে লাভ হবে তা-ও দুজনের মাঝে বণ্টিত হওয়া। লাভে অংশীদার হওয়া যেমন বস্তুর মূল্যে হওয়া সম্ভব, বস্তুতেও হওয়া সম্ভব। তাই যে কোনো বস্তুতে অংশীদারি ও মুদারাবা করা জায়েয, যেমন বস্তুর মূল্যে অংশীদারি ও মুদারাবা জায়েয। যখন তারা ভিন্ন হয়ে যাবে, চুক্তি সম্পাদনকালে বস্তুটির যে মূল্য ছিল সে মূল্য হিসাবে নিজ নিজ অংশ বুঝে নেবে। যেমন যাকাতের নেসাব সাব্যস্ত করতে মূল্য হিসাব করা হয়।[৪২]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজিদাতা জিনিসপত্র দিয়ে বলে, এগুলো বিক্রি করে মূল্য সংগ্রহ করে তা দিয়ে মুদারাবা ব্যবসা করো। সে জিনিসগুলো বিক্রি করে, যেমন দামেই হোক, তার মূল্য সংগ্রহ করে যদি তা দিয়ে

---

৪২. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩-১৭

www.amarboi.org

মুদারাবা ব্যবসা করে তবে তা জায়েয হবে। এটি এ জন্যে যে, পুঁজিদাতা এ জিনিসগুলোকে তার পুঁজি বলে নাই, পুঁজি সাব্যস্ত করেছে জিনিসের মূল্যকে। মূল্য দ্বারা মুদারাবা সঠিক ও যথাযথ, তাই এভাবে পুঁজির যোগান দেওয়া যথার্থ হবে।

কর্মীকে পুঁজিদাতা যে জিনিসগুলো দিয়েছে সেগুলো সে যদি গম ও ধানের ন্যায় পরিমাপযোগ্য, ওজনের বস্তুর বিপরীতে বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতে তা জায়েয হবে। কাউকে যদি কোনো জিনিস বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া হয় সে যেমন বস্তুটি নগদ অর্থে হোক বা অন্য কোনো বস্তুর বিনিময়ে হোক তা বিক্রি করতে পারে, তেমনি মুদারাবা চুক্তির কর্মীও গম যব ইত্যাদির বদলে আসবাবপত্র বিক্রি করতে পারবে। তবে তাতে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, গম যব ইত্যাদি এমন বস্তু যেগুলোকে মুদারাবার পুঁজি হিসাবে গণ্য করা যায় না। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে পুঁজিদাতার দ্রব্যসামগ্রী গম যব ইত্যাদির বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয হবে না। যেহেতু তাঁদের মতে কাউকে কোনো কিছু বিক্রি করার দায়িত্ব দিলে নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করা তার জন্যে জায়েয নয়। তবে জিনিস-পত্র বিক্রি করে গম যব ইত্যাদি কেনায় মুদারাবা বাতিল হবে না। যেহেতু মুদারাবা চুক্তিতে গম ও যব ইত্যাদিকে পুঁজি বলা হয় নাই, বরং এগুলোর মূল্যকে পুঁজি বলা হয়েছে। আর এগুলো নগদ অর্থে বিক্রি করলেই পুঁজির টাকা হাতে এসে যাবে।[৪৩]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি কর্মীকে পুঁজিদাতা বলে, তুমি গম যব ইত্যাদি বিক্রি করে তার মূল্যটা পুঁজি হিসাবে নিয়ে নাও, তাহলে মুদারাবা ভেঙ্গে যাবে। তারা এ পর্যায়ে বলেন, কেউ লাভ করা ব্যতীত স্বাভাবিক মূল্যে সে সম্পদ বিক্রি করলে এ জন্যে যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে। যদি মুদারাবা-কর্মী লাভ করে বিক্রি করে তাহলে চুক্তি অনুযায়ী কর্মী লাভের অংশ পাবে। কিন্তু যদি তা বিক্রি করে সে কোনো লাভ করতে না পারে তাহলে পুঁজিদাতার তাকে কিছু দিতে হবে না। মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যে মুদ্রার প্রচলন রয়েছে তা ব্যতীত অন্য মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা জায়েয নেই, যে মুদ্রার একক প্রচলন রয়েছে পুঁজি হিসাবে কেবল তা দেওয়া জায়েয হবে। যেমন এধরনের মুদ্রাই কেবল আমানত রাখা যাবে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, এ ধরনের মুদ্রা প্রদান জায়েয।[৪৪]

---

৪৩. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮২
৪৪. আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়া তুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৮৬

www.amarboi.org

স্বর্ণখণ্ড দিয়ে মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالتِّبْرِ)

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, স্বর্ণের টুকরা বা অলংকার মুদারাবার পুঁজি হিসাবে দেওয়া সঠিক ও যথাযথ হবে না। এমনিভাবে রৌপ্য বা অন্য কোনো ধাতুর টুকরো দিয়েও মুদারাবা করা সহীহ্ হবে না। এর কারণ এগুলোর দামে প্রায়শ পরিবর্তন ঘটে।

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের টুকরো দিয়ে মুদারাবা করা জায়েয হবে, যদি লোকজন স্বর্ণের বা রৌপ্যের টুকরো তাদের লেনদেনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। তাহলে টুকরোগুলো স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার স্থলবর্তী হবে। তাই সে অবস্থায় এগুলো পুঁজি হিসাবে ধর্তব্য হবে। যদি লোকসমাজে স্বর্ণের বা রৌপ্যের টুকরার আদান প্রদানে ব্যবহার না থাকে তাহলে এগুলো দ্রব্যসামগ্রীর তুল্য বিবেচিত হবে। ফলে এগুলোর দ্বারা মুদারাবা সহীহ্ ও সঠিক হবে না।

মালেকী আলেমগণ স্বর্ণের বা রৌপ্যের টুকরো পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ দুটো শর্তসাপেক্ষে জায়েয বলেন। সে শর্তগুলো হচ্ছে : এক. যে শহরে বা দেশে মুদারাবা সংঘটিত হচ্ছে সেখানে এ ধরনের ধাতব টুকরোর ব্যবহার প্রচলিত থাকা। দুই. সে স্থানে ছাপ দেওয়া স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নেই। যদি দেখা যায়, সেখানে স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন রয়েছে তাহলে স্বর্ণের বা রৌপ্যের টুকরো দিয়ে মুদারাবার পুঁজি যোগান দেওয়া জায়েয ও সঠিক হবে না, যেহেতু সেখানে মূল মুদ্রারই প্রচলন রয়েছে।[৪৫]

খাঁদ মিশ্রিত মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ)

হানাফী আলেমদের মত এবং মালেকী আলেমদের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, স্বর্ণের বা রৌপ্যের খাঁদ মিলানো মুদ্রা মুদারাবার পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করা জায়েয। শাফেয়ী মাযহাবের আলেম সুবকীও এই রায় প্রদান করেছেন।[৪৬]

শাফেয়ী আলেমগণ যে রায়টি সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন তা মালেকী মাযহাবের ইবনে ওয়াহাবের মত, তা হচ্ছে, খাঁদযুক্ত মুদ্রা দিয়ে মুদারাবা জায়েয নয়। খাঁদ থাকার দরুন তা বস্তু বলে গণ্য হবে তাই তা দ্বারা পুঁজি প্রদান করা যথার্থ হবে না। তা ছাড়া এর মূল্য যেহেতু কখনো বাড়বে কখনো কমবে, তাই তা দ্রব্যসামগ্রীতুল্য, আর তাই তা পুঁজি হওয়া যথার্থ নয়।

---

৪৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮২; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮৩-৬৮৪; শারহুয যুরকানী, খ. ৬, পৃ. ২১৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২১৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৯৮

৪৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮২; আয যুরকানী, খ. ৬, পৃ. ২১৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

শাফেয়ী আলেমগণ আরো বলেন, যদি খাঁদ মিলানো মুদ্রা প্রচলিতও হয় এবং তাতে কতটুকু খাঁদ তা জানাও থাকে তবুও তা পুঁজি হিসাবে দেওয়া সঠিক হবে না। যদিও প্রচলন থাকার প্রেক্ষিতে মুদ্রা হিসাবে তার ব্যবহারে আমরা আপত্তি করি না।[৪৭]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি খাঁদ মিলানো মুদ্রায় খাদের পরিমাণ অধিক হওয়া সবার জানা থাকে তাহলে তা দ্বারা মুদারাবা সঠিক হবে না। যেহেতু তাতে খাঁদ কতটুকু তা নির্দিষ্টভাবে জানা নেই, তাই খাঁদ মিলানো মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্য হিসাব করে যথাযথভাবে তা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না, যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য বাড়ে কমে, তাই তা হিসাব করে ফেরত দেওয়া আরো দুরূহ। তাই এটি দ্রব্যসামগ্রীর মাঝে গণ্য হবে।[৪৮]

পয়সা দিয়ে মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالْفُلُوسِ)

অধিকাংশ ফকীহ, আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মত, মালেকী আলেমদের প্রসিদ্ধ মত এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের মতে, পয়সা দিয়ে মুদারাবা করা সঠিক ও সহীহ নয়।[৪৯] তারা বলেন, মূলত মুদারাবা হচ্ছে প্রতারণার আশঙ্কায় পূর্ণ চুক্তি, কেবল প্রয়োজনবশত তা জায়েয রাখা হয়েছে। তাই যেভাবে তা অধিক প্রচলিত এবং যেভাবে তা সহজ সেভাবেই তা করা হবে। তা হচ্ছে, স্বাভাবিক মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা করা। (আরব ও ইসলামী দেশগুলোতে তখন স্বাভাবিক মুদ্রা ছিল দীনার- স্বর্ণমুদ্রা এবং দিরহাম-রৌপ্যমুদ্রা। তাই অন্য মুদ্রাকে এখানে পয়সা বলা হচ্ছে।)

কোনো কোনো ফকীহ পয়সা দিয়ে মুদারাবা করা কতক শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলে মত প্রদান করেছেন।

আল্লামা কাসানী বলেন, যদি পয়সার চাহিদা কম এবং তার প্রচলন মন্দা ধরনের হয়, তাহলে তা দ্রব্যসামগ্রী বলে গণ্য হবে। তাই তা মুদারাবা ব্যবসায়ে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করা যাবে না। যদি তার বিপরীত পয়সা বেশ প্রচলিত থাকে, তার চাহিদা থাকে যথেষ্ট তাহলে ইমাম মুহাম্মদের মতে তা বিনিয়োগ করা যাবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ এ অবস্থাতেও তা বিনিয়োগ করা নাজায়েয বলেছেন, এটিই তাদের পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ মত।[৫০]

---

৪৭. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২১৯

৪৮. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৯৮

৪৯. এখানে فلوس শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা فلس-এর বহুবচন, অর্থ : মুদ্রা, যা কেনাবেচায় বিপরীত বস্তু না হয়ে বিনিময় হয়। দ্র. আমীমুল ইহসান প্রণীত কাওয়াইদুল ফিকহ ও বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ২৩৬

৫০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৫৯

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, পয়সা মুদারাবা চুক্তিতে মূলধন ধার্য করা যথাযথ ও বৈধ নয়। যদিও লেনদেনে তার প্রচলন থাকে; এটি তাদের প্রসিদ্ধ মত। তারা এর কারণ হিসাবে বলেন : স্বর্ণখণ্ড, যদি কোথাও লেনদেনে তার একক প্রচলন থাকে, তবে সে অবস্থা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে তা চাহিদাহীন বা মন্দা হওয়ার তাতে ধারণাও যদি না করা যায় তথাপি তা মুদারাবা চুক্তিতে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করা যথাযথ হয় না। অতএব, পয়সা তো বিনিয়োগ করা যাবেই না, বিশেষত তাতে যখন চাহিদাহীন ও মন্দা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে যদি কোথাও কেবল পয়সা কড়িই ব্যবহৃত হয় তাহলে সে স্থানে পয়সা মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা যাবে। যদি কোথাও কেবল স্বর্ণের প্রচলন থাকে তবে তা-ই প্রদান করা হবে। দারদীর বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছোটখাট ব্যবসায় বা অল্প মূলধনের ব্যবসায়ে তা বিনিয়োগ করা যাবে যেহেতু তাতে এ মুদ্রার প্রচলন রয়েছে।

মালেকী মাযহাবের কতক আলেম পয়সা দ্বারা মুদারাবা জায়েয বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, দীনার ও দিরহাম-স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা কোনো মূল উদ্দিষ্ট বস্তু নয়, এগুলো লেনদেনের মাধ্যম। যদি এগুলো মূল উদ্দিষ্ট হতো তাহলে এগুলো ছাড়া অন্য কোনো মুদ্রার ব্যবহার বা প্রচলন থাকত না মোটেই। অথচ অন্য মুদ্রাও প্রচলিত রয়েছে। যেহেতু এ সব ধরনের মুদ্রা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, তাই স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় অন্য মুদ্রা দ্বারাও মুদারাবা করা যথাযথ ও সঠিক হবে।[৫১]

সুবিধা ও মুনাফা দ্বারা মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالْمَنْفَعَةِ)

শাফেয়ী আলেমগণ সুস্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করেছেন, মুনাফা বা কোনো সুবিধা ইত্যাদি মুদারাবা চুক্তিতে বিনিয়োগ করা সহীহ ও জায়েয নয়। সে হিসাবেই তারা বলেন, বাড়িতে অবস্থান করা মুদারাবা চুক্তির মূলধন ধার্য করা যথার্থ নয়। যেহেতু দ্রব্যসামগ্রীই মূলধন হতে পারে না, দ্রব্যসামগ্রী থেকে প্রাপ্ত উপকার ও সুবিধা অর্জন অবশ্যই মূলধন হতে পারবে না।[৫২]

সারাফ বিক্রির মাধ্যমে মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالصَّرْفِ)

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, যদি পুঁজি সরবরাহকারী তার কর্মীকে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করে, যেন সে অন্য কারো

---

৫১. আশ-শারহুস কাবীর ও হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৬১৯; আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়াতুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৮৪

৫২. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৯

www.amarboi.org

সাথে সারাফ বিক্রির মাধ্যমে মুদ্রাবিনিময় সম্পাদন করে, তারপর সে সারাফ বিক্রি করে যা হাতে পাবে তা দিয়ে মুদারাবা করবে, তাহলে তা জায়েয হবে না। যদি নাজায়েয হওয়া সত্ত্বেও কর্মী সারাফ বিক্রি করে এবং তাতে তার কব্জায় যে মুদ্রা আসে তা দিয়ে যদি সে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করে, তবে সে ব্যবসাতে ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা পুঁজি বিনষ্ট হোক, পুঁজিদাতার দায়িত্ব হলো সে তার কর্মীকে তার পরিশ্রমের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করবে। যদি সে ব্যবসাতে লাভ হয়ে থাকে তবে লাভের সে অংশটুকু দিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করা যাবে। যদি সে লাভটুকু ব্যবসা করতে গিয়ে বিনাশ হয়ে যায় বা তাতে কোনো লাভ না হয় তাহলে পুঁজিদাতার কর্মীকে কিছু প্রদানের দায় থাকবে না।[৫৩]

দুই. মুদারাবাতে পুঁজির পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া (كَوْنُ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَعْلُومًا)

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, মুদারাবা চুক্তি সম্পাদনকালে পুঁজি কত তা উভয়পক্ষের অবগতিতে থাকা শর্ত। কোন্ ধরনের মুদ্রা, তার বৈশিষ্ট্য কী, তার সংখ্যা বা পরিমাণ কত– এসব কথাই চুক্তির উভয়পক্ষের পুরোপুরি জানা থাকতে হবে, যেন কারো কোনো বিষয় অজানা না থাকে এবং ফলে কোনো ঝগড়ার আশঙ্কাও না থাকে। যদি এমনি স্পষ্টভাবে উভয়পক্ষের বিষয়টি জানা না থাকে তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

আলেমসমাজ এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, যদি মুদারাবা চুক্তিতে পুঁজির পরিমাণ এমন বিশদভাবে উভয়পক্ষের জানা না থাকে, তাহলে তাতে লাভের পরিমাণও উভয়ের সুস্পষ্ট জানা হবে না। অথচ লাভের পরিমাণ জানা থাকা মুদারাবা যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত, তাই পুঁজির পরিমাণ সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।[৫৪]

দু' থলের এক থলে মুদ্রা দিয়ে মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِأَحَدِ الْكِيسَيْنِ أَوِ الصُّرَّتَيْنِ)

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, শাফেয়ী আলেমগণ তাদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হিসাবে বলেন এবং কতক হানাফী আলেম বলেন, যদি পুঁজি সরবরাহকারী স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ দুটো থলে বা ব্যাগ এনে কর্মীর হাতে দেয়, যদি কোনটিতে কতটি মুদ্রা বা কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা দুজনের জানা থাকে। এ অবস্থায় সে তার কর্মীকে যদি বলে, এ দুটো থলে বা ব্যাগে রাখা সম্পদের কোনো একটি তোমাকে মুদারাবার পুঁজি হিসাবে দিলাম, তাহলে পুঁজির পরিমাণ

---

৫৩. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৭১

৫৪. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮২; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৭২; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫১৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২১৯-২২০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৯

www.amarboi.org

নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না করার দরুন মুদারাবা সংঘটিত হবে না, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনকি যদি উভয় থলে বা ব্যাগে সমান পরিমাণ সম্পদ থাকে তবুও মুদারাবা সংঘটিত হবে না, তাতে অস্পষ্টতা থাকার দরুন। অস্পষ্টতার দরুন এ চুক্তিতে প্রতারণার আশঙ্কা বিদ্যমান। এ অবস্থায় এ চুক্তি বহাল রাখার কোনোই আবশ্যকতা নেই।

শাফেয়ী আলেমদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতের বিপরীত, এটি হানাফী আলেমদের অপর কতক আলেমের মত, যদি উভয় থলেতে রাখা মুদ্রা একজাতীয়, একই বৈশিষ্ট্যের সমসংখ্যক বা সমপরিমাণের হয় তাহলে দু থলের যে কোনো একটি কর্মী তার পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে, তা দ্বারা মুদারাবা সহীহ ও সঠিক হবে। সে যেটি গ্রহণ করবে পুঁজি হিসাবে সেটিই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যা জরুরি তা হচ্ছে, থলেগুলোতে মোট কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা উভয়ের জানা থাকতে হবে।

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, তাদের প্রথম মতটি যা তাদের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধতম তার আলোকে এ মাসআলা নির্গত হয় : যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী কর্মীকে দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করে মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট না করেই দিয়েছিল। এরপর সে মজলিসেই হিসাব করে তা নির্ধারণ করে নিলে চুক্তি বহাল ও সঠিক থাকবে। অপর এক বর্ণনায় মজলিসে হিসাব করলেও সহীহ না হওয়ার মত ব্যক্ত করা হয়েছে।[৫৫]

তিন. মুদারাবা চুক্তির পুঁজি নগদ অর্থ হওয়া (كَوْنُ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَة عَيْنًا)

ফকীহদের মতে মুদারাবা যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, পুঁজি হতে হবে নগদ অর্থ। দায়িত্বে থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা সহীহ হবে না, যেহেতু তা হবে শর্ত পরিপন্থী।

যদি ঋণ-ই পুঁজি হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে তাতে দুটি অবস্থা হতে পারে : এক. হয়তো কর্মীর নিকট থাকা ঋণ অথবা দুই. কর্মী ভিন্ন অন্য কারো নিকট থাকা ঋণ।

কর্মীর নিকট থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা

হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী আলেমদের সম্মিলিত মত, যা হাম্বলী আলেমদের একটি মত, কর্মীর কাছে পুঁজিদাতার বকেয়া ঋণকে পুঁজি ধরে মুদারাবা ব্যবসা করা যথাযথ ও সঠিক নয়। হাম্বলী কতক আলেম এটি সহীহ বলে মত প্রদান করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে বিধৃত হচ্ছে :

---

৫৫. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫০৭; আস সামনানী প্রণীত রওযাতুত কুযাহ, খ. ২, পৃ. ৫৮২

www.amarboi.org

মুদারাবার পুঁজি সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের আলেমদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে, এটি হতে হবে নগদ মুদ্রা, তাহলেই মুদারাবা সহীহ্ হবে। যদি তা না হয়ে ঋণকে পুঁজি ধরা হয় তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। তাই কারো যদি অপর কারো কাছে ঋণ হিসাবে টাকা পাওনা থাকে, সে যদি ঋণীব্যক্তিকে বলে, তোমার কাছে আমার যা ঋণ রয়েছে তা পুঁজি হিসাবে খাটিয়ে ব্যবসা করো, এ মুদারাবা ব্যবসাতে অর্ধেক করে লাভ বন্টন করা হবে; তাহলে তা সহীহ্ হবে না। হানাফী সকল আলেমের মতে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি ঋণদাতার কথা শুনে কর্মী কোনো কিছু কেনে এবং তা বিক্রি করে, তবে লাভ হলেও তা তার একার, ক্ষতি হলেও তার একার হবে এবং ঋণ যথাপূর্বই তার দায়িত্বে বহাল থাকবে। এটি ইমাম আবু হানিফার মত। তিনি এই ফয়সালা প্রদান করেন এ জন্যে যে, কেউ যদি তার পাওনাদারকে প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব দেয়, তার কাছে যা পাওনা রয়েছে তা দ্বারা সে ঋণদাতার পক্ষ থেকে কোনো কিছু কিনবে, তাহলে তা সহীহ্ হবে না। এটি ইমাম আবু হানিফার মত। অতএব, সে ঋণী ব্যক্তি যদি তার কথা অনুসারে সে বস্তু কেনে তাহলে সে ব্যক্তি ঋণের দায় থেকে মুক্তও হবে না। দায়িত্বে থাকা ঋণ-এর বিপরীতে কোনো কিছু কেনার নির্দেশই যখন যথার্থ নয়, তখন দায়ে থাকা ঋণের দ্বারা মুদারাবা ব্যবসা করা তো বৈধ ও সঠিক হবেই না।

এক্ষেত্রে কারণ বর্ণনা করে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন, উপরিউক্ত অবস্থায়- যখন পুঁজিদাতা তার ঋণকে পুঁজি সাব্যস্ত করে কর্মীকে ব্যবসা করতে বলবে, তার কথা অনুযায়ী যদি কর্মী কোনো কিছু কেনে বিক্রি করে, তবে লাভ হলে তা পুঁজিদাতার একার হবে, ক্ষতি হলেও তার একার ওপর বর্তাবে। মাসআলার রূপ এমন হওয়ার কারণ, তাদের দৃষ্টিতে ঋণে বা পাওনায় প্রতিনিধিত্ব সহীহ্ ও যথাযথ, কিন্তু তাকে পুঁজি সাব্যস্ত করে মুদারাবা সহীহ্ নয়। যেহেতু প্রতিনিধিত্ব সহীহ্, তাই ধরা হবে, কর্মী পুঁজিদাতার প্রতিনিধি হয়ে সে জিনিসটি কিনেছে। এরপর পুঁজিদাতা তাকে সে পণ্যটি পুঁজি হিসাবে প্রদান করেছে। যেহেতু সাহেবাইনেরও মত হচ্ছে, মুদারাবাতে পুঁজি হতে হবে নগদ অর্থ; কোনো পণ্য নয়, তাই পণ্যটি পুঁজি হিসাবে ধরা হলেও মুদারাবা সহীহ্ হবে না। তাই মুদারাবা বাতিল হয়ে কেবল প্রতিনিধিত্ব ধর্তব্য থাকবে। এভাবে সে পণ্যটি কেবল পুঁজিদাতার একার মালিকানায় থাকায় তা বিক্রিতে যা লাভ বা ক্ষতি তা হবে তার একার; তাতে কর্মীর কোনো অংশ থাকবে না।[৫৬]

---

৫৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, কর্মীর কাছে থাকা পাওনাকে পুঁজি সাব্যস্ত করণ সহীহ্ নয়। তাই পুঁজি সরবরাহকারী তার দেনাদারকে এ ধরনের কথা বলা সঙ্গত নয়, তোমার কাছে থাকা আমার পাওনাকে পুঁজি ধরে অর্ধেক অর্ধেক লাভের ভিত্তিতে মুদারাবা ব্যবসা করো। যেহেতু এভাবে বলা হলে তা হবে এমন সরফ বিক্রি, যেখানে পণ্য কব্জা করার পূর্বেই তাতে লাভে বিক্রি করা হচ্ছে, যা জায়েয নয়। তাই এটি কার্যকর হবে না, আর তাই পাওনাদারের পাওনা যথাপূর্ব বহাল থাকবে। যেহেতু এভাবে মুদারাবা সহীহ্ হবে না এবং পাওনাদারের পাওনাও বহাল থাকবে, তাই কর্মী যা কিনবে বেচবে তাতে লাভ হলে তার হবে, ক্ষতি হলেও হবে তার একার। তবে যদি ইতোমধ্যে পুঁজিদাতা তার কর্মীর নিকট থাকা তার পাওনা নিয়ে নেয় এবং তা পুনরায় কর্মীর হাতে তুলে দেয় মুদারাবার পুঁজি হিসাবে তাহলে তা সহীহ্ হবে। এর পরবর্তী লেনদেন মুদারাবা হিসাবে গণ্য ও সহীহ্ হবে। এর পূর্ববর্তী কোনো লেনদেন মুদারাবা বলে গণ্যও হবে না, সে হিসাবের আওতায় আসবেও না।[৫৭]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি কোনো পুঁজিদাতা তার দেনাদারকে বলে, তোমার কাছে আমার যা পাওনা রয়েছে তা পুঁজি ধরে আমি তোমার সাথে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করব, তাহলে তা সহীহ্ হবে না। পুঁজিদাতা যদি বলে, তোমার সম্পদ থেকে আমার প্রাপ্য সম্পদ পৃথক করো। দেনাদার তা পৃথক করার পর পাওনাদার কব্জা না করেই যদি তা পুঁজি ধার্য করে তাহলেও মুদারাবা সহীহ্ হবে না। যেহেতু দেনাদার যা তার সম্পদ থেকে দেনা হিসাবে পৃথক করেছে তা পাওনাদার কব্জা না করা পর্যন্ত সেটি তার মালিকানায় আসেনি। তাই তাতে পুঁজিদাতার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণও আসেনি, তাই তা পুঁজি ধার্য করে কর্মীকে তা প্রদানও সহীহ্ হবে না।

যদি কর্মী দেনাদার তার পাওনাদারের কথা অনুযায়ী তার প্রাপ্য পৃথক করে তা দিয়ে মুদারাবা হিসাবে পণ্য কেনাবেচা করে তবে তাতে দুটি অবস্থা হতে পারে : এক. হয়তো সে নগদ অর্থব্যয়ে পণ্যটি কিনেছে। তাহলে সে এই পণ্য ক্রয়ে নিজের অর্থব্যয় করা ফুযুলীতুল্য হয়েছে। ফুযুলী হচ্ছে যে ব্যক্তি মূল নয়, তার প্রতিনিধিও নয়, তার অসী বা অভিভাবকও নয়। এমন ব্যক্তির কেনাকাটা মূল ব্যক্তির অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকে। দুই. অথবা সে পণ্যটির মূল্য প্রদান বকেয়া রেখেছে। সেক্ষেত্রে শাফেয়ী আলেমগণ দুটো মত ব্যক্ত করেছেন। এক মতে, পণ্যটি হবে পাওনাদারের, যেহেতু তার অনুমতি বা নির্দেশেই সে এটি কিনেছে। বাগাভী এ মতটি সঠিকতর ও বিশুদ্ধতর বলে দাবি করেছেন। তাদের এক্ষেত্রে অপর মত হচ্ছে, পণ্যটি কর্মীর মালিকানায় থাকবে, আবু হামেদ এটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে মত প্রদান করেছেন।

---

৫৭. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৭১; আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়াতুসসাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৮৩

www.amarboi.org

যেহেতু পৃথক করা সম্পদ মালিক কব্জা না করেই তা দিয়ে ব্যবসা করতে দিয়েছে, তাই প্রথম অবস্থায় এবং দ্বিতীয় অবস্থার প্রথম মতে পণ্যের মালিক হবে পুঁজিদাতা একাই, তাই তার লাভ লোকসানও সে একাই ভোগ করবে। যেহেতু এক্ষেত্রে মুদারাবা সহীহ হয়নি, তাই কর্মী লাভে অংশীদার হবে না। তবে মালিকের অনুমতি থাকায় কর্মী হবে তার প্রতিনিধি, সে হিসাবে মালিকের কর্তব্য হবে তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা।[৫৮]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, পুঁজিদাতা যদি তার দেনাদারকে বলে, তোমার কাছে যা ঋণ ও পাওনা রয়েছে তা দিয়ে আমার সাথে তোমার মুদারাবা চুক্তি, তবে তা সহীহ হবে না। এটিই তাদের গৃহীত মত। অবশ্য ইমাম আহমদ রহ.-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা সহীহ হবে। কাজী ইয়ায তার এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন, এ কেনাবেচা কর্মীর পক্ষ থেকে ধর্তব্য হবে। নিহায়া গ্রন্থকার বলেন, ধরা হবে কর্মী এক্ষেত্রে প্রতিনিধি, সে তার পাওনাদার-এর পক্ষ থেকে সে পণ্য কব্জা করেছে এবং তাতে লেনদেন করেছে। এভাবে এখানে দুটি ব্যাখ্যা এবং দুধরনের বিবরণই আলোচিত হয়েছে।[৫৯]

কর্মী-ভিন্ন অন্য কারো কাছে থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِ الْعَامِلِ)

অধিকাংশ ফকীহ-শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল ফকীহ এবং মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ-এর অভিমত হচ্ছে, কর্মী-ভিন্ন অন্য কারো কাছে থাকা ঋণ দিয়ে মুদারাবা করা সহীহ নয়। এর উদাহরণ : কেউ তার কর্মীকে বলল, অমুকের কাছে আমার যা পাওনা রয়েছে তা দ্বারা তোমার সাথে মুদারাবা করছি। তুমি তার কাছ থেকে টাকাটা কব্জা করে এর দ্বারা ব্যবসা করো।[৬০]

হানাফী আলেমগণ বলেন, এ অবস্থাতে মুদারাবা সহীহ হবে। মালেকী আলেম লাখামী এবং হাম্বলী মাযহাবের 'রিআয়া' গ্রন্থকারও এই মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা কাসানী বলেন : কেউ যদি কাউকে বলে, অমুকের কাছে থাকা আমার ঋণের টাকাটা তুমি কব্জা করে তা দিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করো, তাহলে এটি জায়েয হবে। যেহেতু এভাবে বলার দ্বারা যা কব্জায় আসছে তার সাথে মুদারাবার সম্পর্ক করা হচ্ছে, তাই মুদারাবার পুঁজি হচ্ছে নগদ অর্থ, কোনো ঋণ নয়।[৬১]

---

৫৮. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০

৫৯. আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩১

৬০. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৭১; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৭-১১৮; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩১

৬১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৭১; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩১

www.amarboi.org

চার. পুঁজি কর্মীর হাতে সোপর্দ করা (كَوْنُ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مُسَلَّمًا إِلَى الْعَامِلِ)

হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী আলেমগণ এবং হাম্বলী মাযহাবের কাজী ইয়ায ও আবু হামেদ বলেন, মুদারাবা যথাযথ ও সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, পুঁজিতে কর্মীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে, সে-ই শুধু তার একক ইচ্ছানুসারে তা ব্যবহার করবে। এটিকে কেউ কেউ এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'কর্মী ও পুঁজির মাঝে প্রতিবন্ধকতাহীন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের সুযোগদান।' কেউ এ অবস্থা ব্যক্ত করেছেন, 'কর্মীর হাতে পুঁজি সমর্পণ ও হস্তান্তর' বলে। ফকীহগণ তাদের প্রকাশ বর্ণনায় পার্থক্য করার সাথে সাথে তাতে কারণ বর্ণনা ও বিস্তারিত আলোচনাতেও বেশ পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা কাসানী বলেছেন, কর্মীর হাতে পুঁজি সোপর্দ করা শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে, যেহেতু তা তার হাতে আমানত। তাই তার হাতে তা সমর্পণ করার মাধ্যমে তাকে তা প্রতিবন্ধকতাহীন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও সুযোগ দিতে হবে, যেমন অন্য যে কোনো আমানতে সুযোগ দেওয়া হয়। নতুবা পুঁজি কর্মীর হাতে সমর্পণ যথাযথ ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে না। যদি কর্মীর হাতে দেওয়ার পরও তাতে পুঁজিদাতার নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকে তাহলে তার নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুন কর্মীর হাতে সমর্পণ যথাযথ হবে না, ফলে মুদারাবাও যথাযথ ও সহীহ হবে না। তাই পুঁজিদাতা যদি শর্ত করে, কর্মীর হাতে সমর্পণ করার পরও সে অর্থ-সম্পদে পুঁজিদাতার কর্তৃত্ব থাকবে তাহলে মুদারাবা-ই বাতিল হয়ে যাবে।

যদি মুদারাবা চুক্তিতে শর্ত হিসাবে একথা উল্লেখ করা হয় যে, পুঁজিদাতাও ব্যবসাকাজে অংশগ্রহণ করবে, তাহলে পুঁজিদাতা কর্মীর সাথে কাজে অংশ নিক বা না নিক, সক্রিয়ভাবে কোনো লেনদেন করুক বা না করুক, মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। এর কারণ হচ্ছে, পুঁজিদাতা কাজে শামিল থাকার শর্ত প্রকারান্তরে তার প্রদত্ত পুঁজিতে তার নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকার শর্ত। যেহেতু এটি ফাসেদ শর্ত, তাই তার দরুন মুদারাবাই বাতিল হয়ে যাবে।

এ আলোচনায় এ কথাই সাব্যস্ত হলো, প্রদত্ত পুঁজিতে পুঁজিদাতার আর কোনো কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট থাকবে না, মুদারাবা বিশুদ্ধ নিয়মে করতে হলে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। বিষয়টি এতোটাই পালনীয় যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সম্পদ তার পিতা বা পিতার অবর্তমানে অসী কাউকে মুদারাবা হিসাবে প্রদান করে, তাতে সে অপ্রাপ্তবয়স্কের কাজে অংশী হওয়ার শর্ত করে, তাহলেও মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সে কমবয়সী হোক, সে হলো পুঁজিদাতা, তাই তার কর্তৃত্ব থাকায় এখানে পুঁজি হস্তান্তর ও সমর্পণ বাস্তবায়িত হবে না।[৬২]

[৬২] বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৪-৮৫

www.amarboi.org

মালেকী আলেমগণ বলেন, মুদারাবার পুঁজিতে শর্ত হচ্ছে, পুঁজিদাতা তার কর্মীর হাতে পুঁজি পুরোপুরি তুলে দেবে। পুঁজিদাতা কর্মীকে এই অর্থসম্পদের হস্তান্তরে তাকে আমানতদার বানাবে না, তার নিকট থাকা ঋণ বা তার নিকট থাকা বন্ধক হিসাবে রাখা বস্তুকে পুঁজি বানাবে না অথবা এটি তার কাছে থাকা কোনো আমানতের বস্তুও হবে না। নয়তো পুঁজিটা কর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হবে বস্তুত না দেওয়ার সমতুল্য।[৬৩]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, মুদারাবা চুক্তি যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, পুঁজিটা কর্মীর হাতে তুলে দিতে হবে। এ সম্পর্কে খতীব শারবীনী বলেন, কর্মীর হাতে টাকা তুলে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় বা চুক্তির মজলিসে পুঁজি তার নিকট হস্তান্তর করা। বরং এ কথার মর্ম হচ্ছে, কর্মীকে কর্মী বানানোর পর তার হাতে সম্পূর্ণ পুঁজিটা দিয়ে দেওয়া, তাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের অবাধ সুযোগ দেওয়া, যে কোনো লেনদেন তার ইচ্ছামাফিক করতে দেওয়া। তাই এর বিপরীত যে কোনো কিছু করা সহীহ ও জায়েয হবে না। যেমন পুঁজিটা পুঁজিদাতার অথবা তৃতীয় কারো হাতে থাকার শর্ত করা, কর্মী যখন কোনো কিছু কিনবে সে লোক তার হাতে থাকা পুঁজি থেকে তা প্রদান করবে। এমনিভাবে কর্মী যা কিছু করছে তা পুঁজিদাতাকে বা তার পক্ষ থেকে নিয়োজিত কাউকে পুরোপুরি অবহিত করার শর্ত করা। পুঁজিদাতা বা তার পক্ষ থেকে নিয়োজিত তৃতীয় ব্যক্তিকে অবহিত করার ক্ষেত্রে হয়তো কর্মী তার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ব্যবসা করতে পারবে না, পুঁজি তাদের হাতে থাকলে হয়তো সময়মত তাদের পাওয়া যাবে না, ইত্যাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে পুঁজিদাতাও কর্মীর সাথে সাথে কাজে অংশগ্রহণ করার শর্ত মুদারাবার পরিপন্থী। কেননা, তাতে কাজ বণ্টনের মাধ্যমে পুঁজি ব্যবহারও বণ্টিত হবে, ফলে পুঁজিতে কর্মীর একক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, নিয়ন্ত্রণও উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। এ সকল শর্তই কর্মীর নিজ একক ইচ্ছামাফিক কাজ করার পরিপন্থী, অথচ মুদারাবা সহীহ হতে হলে কর্মীকে একক ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেওয়া জরুরি। তার বিপরীত হওয়ায় উপরিউক্ত শর্তগুলো মুদারাবা বাতিল করে দেবে।[৬৪]

হাম্বলী আলেমগণ তাদের গৃহীত মত হিসাবে বলেন, কেউ যদি এই লক্ষ্য নিয়ে পুঁজি সরবরাহ করে যে, সে এবং অপর কেউ একত্রে তা দিয়ে ব্যবসা করবে, লাভ তাদের দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে, তবে তা সহীহ হবে এবং তা মুদারাবা বলেই গণ্য হবে।[৬৫]

---

৬৩. আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫১৭; শারহুয যুরকানী, খ. ৬, পৃ. ২১৪

৬৪. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৮-১১৯; নিহায়াতুল মুহতাজ ও হাশিয়া আশ শাবরামাল্লিসী, খ. ৫, পৃ. ২২১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০-৩১১

৬৫. আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩২

www.amarboi.org

আমানতের অর্থ দিয়ে মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالْوَدِيعَةِ)

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের অভিমত হচ্ছে, কর্মী বা আর কারো কাছে রাখা আমানতের টাকা দিয়ে মুদারাবা করা সহীহ। এর নমুনা হচ্ছে, যার নিকট আমানত রাখা হচ্ছে তাকে টাকা প্রদানকারী বলবে, তোমার কাছে আমার আমানতের যে টাকা রয়েছে তা দিয়ে তুমি মুদারাবা ভিত্তিতে ব্যবসা করো, অর্ধেক করে আমাদের দুজনের মাঝে লাভ বণ্টিত হবে। অথবা বলল, অমুকের কাছে আমার যে টাকা আমানত হিসাবে রাখা আছে তা দিয়ে তুমি মুদারাবার নিয়মে ব্যবসা করো। এক্ষেত্রে যদি টাকার পরিমাণ কর্মীর জানা থাকে এবং উভয় প্রস্তাবে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্মত হয়, তাহলে মুদারাবা সহীহ ও সঠিক হবে। এটি সঠিক হয়, যেহেতু পুঁজির দখল ও নিয়ন্ত্রণের মূল অবস্থাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মুদারাবা চুক্তি সংঘটনের পূর্বেও তা যেমন আমানত ছিল, চুক্তি সংঘটনের পরেও তা তেমনি আমানতই থাকছে, তাই মুদারাবা সংঘটনে তা কোনো বাধা হয় না। তা ছাড়া, আমানত হিসাবে যা রাখা হয়েছে তা পুঁজিদাতারই সম্পদ, তাই তা দিয়ে সে মুদারাবা করতে পারবে, যেমন ঘরের কোনায় রাখা সম্পদ হলে তা সে পুঁজি হিসাবে দিতে পারবে। কিন্তু যদি এমন ঘটে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তার কাছে সে সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায় এমন কোনো পন্থায় যার দরুন এখন তার ক্ষতিপূরণ আদায় করার কথা উঠে, তাহলে সে সম্পদকে পুঁজি ধরে মুদারাবা করা সহীহ হবে না, যেহেতু সে টাকাটা এখন আর আমানত হিসাবে বহাল নেই, তা ঋণে পরিণত হয়ে গেছে।[৬৬]

মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে, কর্মীর কাছে রাখা আমানতকে বর্তমানে পুঁজি বানিয়ে মুদারাবা করা সহীহ নয়। এর কারণ হিসাবে তারা বলেন, হতে পারে সে লোক আমানতের এ সম্পদ খরচ করে ফেলেছে, তাহলে তা আর এখন আমানত হিসাবে নেই, তা হয়ে গেছে ঋণ ও দেনা। ঋণ যেহেতু পুঁজি হতে পারে না, তাই তা দ্বারা মুদারাবা সহীহ হবে না। তবে যদি এমন হয়, আমানতদার তার কাছে যা আমানত রাখা হয়েছে তা মজলিসে উপস্থিত করে, যে আমানত রেখেছিল সে তা কব্জা করার পর পুঁজি হিসাবে প্রদান করে, তাহলে তা সহীহ ও সঠিক হবে। অথবা আমানতদার আমানত রাখা টাকা মজলিসে হাজির করে এবং এমর্মে সাক্ষ্যপ্রদান করে, এ টাকা যা আমি এখানে উপস্থিত করেছি তা আমার কাছে রাখা অমুকের আমানত। এরপর যে আমানত রেখেছিল সে মুদারাবার পুঁজি হিসাবে তা প্রদান করে তবে তা সহীহ হবে।

---

৬৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৩; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫২২-৫২৩

www.amarboi.org

যদি উপরিউক্ত এ দুটি পদ্ধতি ভিন্ন অন্য পন্থা অবলম্বন করা হয়; যেমন যে আমানত রেখেছে সে যদি আমানতদারকে বলে, তোমার কাছে আমার যে টাকা আমানত হিসাবে রয়েছে তা দিয়ে তুমি মুদারাবা হিসাবে ব্যবসা করো, লাভ আমাদের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টিত হবে। তার কথামত আমানতদার তা দিয়ে ব্যবসা করলে লাভক্ষতি যা-ই হবে তা হবে এককভাবে পুঁজিদাতার। যেহেতু মুদারাবা সহীহ হয়নি, তাই কর্মী পাবে তার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক; লাভের অংশ নয়।

তারা বলেন, আমানতদারের কাছে থাকা আমানত দ্বারা মুদারাবা সহীহ নয়। তাই পুঁজিদাতা যদি কর্মীকে প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব দেয়, আমানতের সে টাকা উঠিয়ে তা দিয়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, অথবা যদি আমানত হিসাবে কোনো বস্তু রাখা হয় তাহলে তা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে মুদারাবা করবে, তবে মুদারাবা সহীহ হবে না। কর্মীকে প্রতিনিধি হিসাবে যে কাজগুলো করতে বলা হয়েছে সে যদি সে কাজগুলো করে, আমানতদারের কাছ থেকে আমানত রাখা টাকা উঠায়, তা দিয়ে কোনো বস্তু কেনা হলে তা বিক্রি করে, এ সবের উপযুক্ত পারিশ্রমিক কর্মীকে পুঁজিদাতা যথাযথ হিসাব করে প্রদান করবে, ব্যবসা করে কর্মী লাভ করুক বা না করুক সে লাভের অংশ পাবে না, লাভ না করলেও যথাযথ পারিশ্রমিক সে পাবে। কর্মীরও তেমনি কর্তব্য হবে তার পারিশ্রমিক পরিমাণ লাভ হতে যে পরিমাণ মুদারাবা করা প্রয়োজন তা করে যাওয়া। যদি তাতে আরো লাভ হয়, তাহলে মুদারাবাতে যেমন দেওয়ার শর্ত ছিল তেমন লাভ থেকে এক অংশ কর্মীকে দেওয়া হবে। যদি লাভ না হয় তাহলে কর্মীকে কিছু দেওয়া হবে না, সম্পদ থেকেও নয়, পুঁজিদাতার দায়িত্বেও তা থাকবে না।[৬৭]

লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারা মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالْمَغْصُوبِ)

শাফেয়ীদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত, হানাফীদের মাঝে ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদের মত এবং হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, লুটে নেওয়া সম্পদ দিয়ে মুদারাবা করা হলে তা সহীহ হবে।

এ সম্পর্কে কাসানী বলেন, কোনো পুঁজিদাতা যদি কর্মীর হাতে দায়বদ্ধ যা রয়েছে তার সাথে মুদারাবার সম্পর্ক করে, যেমন লুটে আনা দিরহাম ও দীনারকে পুঁজি সাব্যস্ত করে লুণ্ঠনকারীকে বলে, তোমার হাতে যা রয়েছে তা দিয়ে অর্ধেক লাভ বণ্টনের হারে মুদারাবা করো, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদের মতে তা সহীহ হবে। তারা এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, এখন লুণ্ঠনকারীর হাতে যা রয়েছে সে তা কাজে (ব্যবসায়) খাটানো পর্যন্ত তা

৬৭. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৭১; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮৫-৬৮৬; শারহুয যুরকানী, খ. ৬, পৃ. ২১৫

www.amarboi.org

তার হাতেই দায়বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু সে যখনই তা কাজে লাগাবে, তা দিয়ে কিছু কিনবে, তা তার হাতে আমানত হয়ে যাবে। ফলে তাতে মুদারাবার শর্ত বাস্তবায়িত হওয়ায় তা সহীহ্ হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন, লুণ্ঠনকারী তার লুটে আনা সম্পদ দিয়ে মুদারাবা করা যথাযথ ও সহীহ্ হবে। যেহেতু লুণ্ঠনকারী কর্মীর হাতে লুণ্ঠনকৃত সম্পদ নির্দিষ্টভাবে রক্ষিত রয়েছে, (তাই তা ব্যবহারে কোনো ঝামেলা নেই।) এর বিপরীতে পুঁজি সরবরাহ্ করা যদি পুঁজিদাতার দায়িত্বে থেকে যায় তাহলে তা কব্জা করার পর নির্দিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি লুণ্ঠনকারী নয় সে লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়ে মুদারাবা করা সহীহ্ হবে। তাতে শর্ত হচ্ছে, পুঁজিদাতা বা কর্মী সে সম্পদটা হস্তগত করতে সক্ষম হতে হবে। এভাবে লুণ্ঠিত সম্পদ কর্মীর হাতে চলে গেলে লুণ্ঠনকারী তার অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, যেহেতু সে সম্পদ মূল মালিকের কথা মতোই কর্মীর হাতে সে বুঝিয়ে দিয়েছে। ফলে সে সম্পদে লুণ্ঠনকারীর আর কোনো দখল বাকী থাকেনি। এভাবে মূল মালিকের অধিকারে দেওয়ার ফলে লুণ্ঠনকারী রেহাই পাবে, শুধু মুদারাবা হওয়ার দ্বারাই এ ফয়সালা চূড়ান্ত হবে না।[৬৮]

শাফেয়ী আলেমগণ তাদের উপরিউক্ত সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতের বিপরীত অপর এক মতে বলেন, যা হানাফী মাযহাবের যুফারেরও মত, লুণ্ঠন করা সম্পদ দ্বারা মুদারাবা করা যথাযথ নয়। তারা এর কারণ হিসাবে বলেন, মুদারাবার চাহিদা হচ্ছে কর্মীর হাতে থাকা সম্পদ হবে আমানত, লুণ্ঠিত মাল তো লুণ্ঠিত-ই, সেটিতো আর আমানত নয়। তাই তা দ্বারা মুদারাবার লেনদেন করা যথাযথ হবে না তাই মুদারাবা-ই সহীহ্ হবে না।[৬৯]

কোনো বস্তুর বিস্তৃত অংশ দিয়ে মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ بِالْمَالِ الْمُشَاعِ)

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের সম্মিলিত মত হচ্ছে, কোনো বস্তুর বিস্তৃত এক অংশ দিয়ে মুদারাবা ব্যবসা করা জায়েয। তাই কেউ যদি অপরকে কোনো সম্পদ প্রদান করে, তার এক অংশ (যেমন দুই তৃতীয়াংশ)

---

৬৮. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ২৮৬; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; আসনাল মাতালিব,খ. ২, পৃ. ৩৮১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫২৩

৬৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৩; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; আসনাল মাতালিব ও হাশিয়া আর-রামালী, খ. ২, পৃ. ৩৮১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

মুদারাবার পুঁজি হিসাবে, অপর অংশ (যেমন অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ) মুদারাবা ভিন্ন অন্য কোনো হিসাবে, যদি এ অংশ সম্পূর্ণ সম্পদে বিস্তৃত হয় (যেমন দুই তৃতীয়াংশ পুরো সম্পদে বিস্তৃত অংশ) তাহলে তা দ্বারা মুদারাবা সহীহ ও জায়েয হবে। কেননা এভাবে কোনো অংশ সম্পূর্ণ সম্পদে বিস্তৃত হওয়া তা কব্জা করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিজ ইচ্ছা মাফিক তা দিয়ে লেনদেন করা ইত্যাদি কোনো কিছুতে বাধা সৃষ্টি করে না। তাই কর্মী মুদারাবা চুক্তি অনুসারে সম্পদের সে অংশ পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করে তাতে তার ইচ্ছামাফিক কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে এবং যাবতীয় লেনদেনে তা ব্যবহার করতে পারে। তবে সম্পদে অংশ বিস্তৃত হওয়া মুদারাবা সংঘটনে বাধা ও প্রতিবন্ধক হয় যদি তা নিয়ন্ত্রণ ও যথেচ্ছা ব্যবহারে বাধার সৃষ্টি হয়। যেমন সম্পদের এক অংশ কর্মীকে দেওয়া হলেও অন্য অংশ থাকে কর্মী ভিন্ন অন্য কারো হাতে। ফলে কর্মী তার ইচছামাফিক তা ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু যদি পুঁজির মালিক এক অংশ নিজের আওতায় রেখে অপর অংশ কর্মীকে প্রদান করে, তবে যেহেতু কর্মী তা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে বাধার সম্মুখীন হয় না, তাই তা মুদারাবার পুঁজি হতে পারে।[৭০]

মুদারাবায় অর্জিত লাভের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি (مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبْحِ مِنَ الشُّرُوطِ)

এক. লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকা জ্ঞাত ও সুবিদিত হওয়া (كَوْنُ الرِّبْحِ مَعْلُومًا)

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, মুদারাবা যথাযথ ও সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, অর্জিত লাভে কার কত অংশ তা উভয়ের জানা থাকতে হবে। কেননা, এ চুক্তির মূল কাম্য বিষয় হচ্ছে ব্যবসায়ে লাভ অর্জন। তাই তা অজানা থাকলে মুদারাবাই বাতিল হয়ে যাবে।[৭১]

শাফেয়ী আলেমদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে এবং হানাফী ও হাম্বলী আলেমদের মতে, কেউ যদি অপর কাউকে এ কথায় এক হাজার দিরহাম প্রদান করে যে তারা উভয়ে প্রাপ্ত লাভে অংশীদার হবে, কিন্তু কে কত অংশ তা আলোচনা না করে, তবুও মুদারাবা সহীহ হবে। এ ক্ষেত্রে লাভ তাদের দুজনের মাঝে অর্ধেক হারে বণ্টিত হবে।[৭২] এর কারণ, অংশীদার হওয়ার স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে, সকল

---

৭০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৩; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৩-২৪

৭১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৫; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮২ ও ৬৮৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৩; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৬, পৃ. ১২২-১২৪; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫১৪

৭২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৬৫; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩২৮; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৩

www.amarboi.org

অংশীদার সমভাগের অধিকারী হবে। যেমন মৃতের সম্পত্তি বণ্টনের বিধানে আল্লাহ তাআলা বলেন : فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ "তারা (মৃতের বৈপিত্রেয় ভাইবোনেরা) মৃতের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে (সম) অংশীদার।"[৭৩]

দারদীর বলেন, যদি টাকা দেওয়ার সময় পুঁজিদাতা কেবল এটুকু বলে, অর্জিত লাভ আমাদের দুজনের মধ্যে বণ্টিত হবে (কার কত অংশ তা না বলে); তাহলে এটিই স্বাভাবিক ও প্রকাশ্য যে, উভয়ে অর্ধেক করে নেবে। এর কারণ, শুধু এতটুকু কথা সাধারণ্যে এটিই বোঝায় যে, উভয়ে সমহারে পাবে। কিন্তু পুঁজিদাতা যদি এভাবে বলে, তুমি আমার টাকা নিয়ে ব্যবসা করো, লাভে তোমার অংশ থাকবে, তাহলে তার এ কথা যদি সুস্পষ্টভাবে কিছু বোঝায়, সে এলাকায় এভাবে বললে যদি অর্ধেক বা অন্য কোনো অংশ বোঝানোর প্রচলন থাকে তাহলে মুদারাবা সহীহ হবে। নতুবা শুধু এতটুকু বলা, 'লাভে তোমার অংশ রয়েছে', অথচ সে অংশটা কত তা নির্ধারিত না হয়, তাহলে মুদারাবা সহীহ হবে না, বাতিল হয়ে যাবে।[৭৪]

দুই. প্রাপ্ত লাভ বিস্তৃত অংশ হতে হবে (كَوْنُ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا)

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, পুঁজিদাতা ও কর্মী উভয়ের লাভ হবে বিস্তৃত অংশ : অর্ধেক অর্ধেক, একজনের এক তৃতীয়াংশ, অপর জনের দুই তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। যদি তারা দুজনে মিলে কোনো একজনের জন্যে নির্ধারিত পরিমাণ শর্ত করে; যেমন কর্মীর জন্যে একশ দিরহাম বা অন্য এমন কোনো সংখ্যা, অবশিষ্ট লাভ পুঁজিদাতার, তাহলে এ বন্টন জায়েয হবে না। তাই মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু মুদারাবা হচ্ছে এক প্রকার অংশীদারি কারবার। এই চুক্তিতে অংশীদারি হবে প্রাপ্ত লাভে। অথচ একশ দিরহাম জাতীয় শর্ত অংশীদারি বাতিল করে দিতে পারে, যেহেতু এমন হতে পারে, কর্মী ব্যবসা করে এই পরিমাণ লাভই অর্জন করেছে। যদি একজনকে একশ দিরহাম দেওয়ার শর্ত থাকে এবং তাকে তা দেওয়া হয়, তাহলে অপরজন লাভপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেহেতু এভাবে অংশীদারি বহাল থাকে না, তাই এমন শর্ত করা হলে মুদারাবাই সহীহ হবে না।[৭৫]

কাসানী বলেন, এমনিভাবে যদি তারা শর্ত করে, পুঁজিদাতা ও কর্মী এ দুজনের কোনো একজনের প্রাপ্ত অংশ হবে মোট লাভের অর্ধেক এবং একশ দিরহাম, তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা হতে পারে মোট লাভ হয়েছে দুশ

৭৩. সূরা নিসা, আয়াত ১২

৭৪. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮৭

৭৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৫-৮৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮২-৬৮৭; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২২-১২৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৯-৩২

www.amarboi.org

দিরহাম। সেক্ষেত্রে তার অর্ধেক একশ দিরহাম এবং সেই সাথে উল্লেখকৃত একশ দিরহাম দিলে পুরো লাভ একজনকেই দেওয়া হবে, অপরজন কিছুই পাবে না। এভাবে প্রমাণিত হলো, অর্ধেক ও একশ দিরহাম এমন শর্ত যা অংশীদারির পরিপন্থী; এটা অংশীদারিকে বিঘ্নিত করে। তেমনিভাবে যদি বলা হয়, একজনের লাভ অর্ধেক থেকে একশ দিরহাম কম, তাহলে হতে পারে মোট লাভ হয়েছে দুশ দিরহাম। তা থেকে অর্ধেক হিসাবে একশ দিরহাম নেওয়ার পর আবার একশ দিরহাম ফেরত দিলে তার লাভ নেওয়া পড়ে না মোটেই, এটিও অংশীদারিকে বিনষ্ট ও বাতিল করে। তাই এ ধরনের শর্ত করা হলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

যদি পুঁজিদাতা ও কর্মী শর্ত করে, ব্যবসায়ে লোকসান হলে তা দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে, তাহলে তাদের এ শর্ত বাতিল হবে; তা কার্যকর হবে না। তবে মুদারাবা বাতিল হবে না, তা বহাল থাকবে। শর্ত বাতিল হওয়ার কারণ, লোকসান যা হয় তা পুঁজির এক অংশ, যা বিনষ্ট বা বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এটি কেবল পুঁজিদাতার একার কাঁধে পড়বে। তা ছাড়া মুদারাবা হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব, কর্মী পুঁজিদাতার প্রতিনিধি হয়ে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। নিয়ম হচ্ছে, কোনো ফাসেদ শর্ত করা হলে তা প্রতিনিধিত্বে কার্যকর হয় না। তাই শর্তটি বাতিল হবে, তবে মুদারাবা বাতিল হবে না।[৭৬] তাই ক্ষতি উভয়ের কাঁধে না এসে তা কেবল পুঁজিদাতার কাঁধে আসবে।

হানাফী আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজি সরবরাহকারী শর্ত করে : লাভের এক অংশ গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে, হজযাত্রীদের দেওয়া হবে ইত্যাদি, তাহলে চুক্তিটি বহাল থাকলেও শর্ত বাতিল বলে প্রত্যাখ্যাত হবে। ফলে এ সকল খাতে বরাদ্দ সবটুকু লাভ পুঁজিদাতার নামে বরাদ্দ হবে।

যদি শর্ত করা হয় কর্মী যাকে খুশি লাভের এক অংশ প্রদান করবে, এক্ষেত্রে কর্মী যদি তা নিজের বা পুঁজিদাতার নামে রবাদ্দ করে তা সহীহ্ হবে। কিন্তু এ দুজন ব্যতীত আর কারো জন্যে ধার্য করলে সে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। তৃতীয় কারো নামে লাভের অংশ বরাদ্দ করার সময় সে যদি তার কাজে অংশগ্রহণ করার শর্ত করে তবে এ বরাদ্দ কার্যকর হবে। নতুবা তা কার্যকর হবে না। অবশ্য কাহাস্তানী বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি কোনো কাজে অংশী হোক বা না হোক তার জন্যে বরাদ্দ করা সহীহ্ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে যা শর্ত করা হবে তা সে পাবে যদি তার কাজ করার শর্ত করা হয়, নতুবা তার জন্যে বরাদ্দ অংশ পুঁজির মালিক পাবে।

---

৭৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৫-৮৬

www.amarboi.org

যদি শর্ত করা হয়, আংশিক লাভ ব্যয় করা হবে কর্মীর কোনো ঋণ পরিশোধে বা পুঁজিদাতার কোনো ঋণ পরিশোধে, তাহলে তা জায়েয হবে এবং শুধু এই ঋণ পরিশোধেই তা ব্যয়িত হবে, সকল পাওনাদারের দাবিপূরণে তা ব্যয় করা হবে না।[৭৭]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত রয়েছে চারটি :

এক. পুঁজিদাতা ও কর্মী এ দুজনের মাঝেই লাভ বন্টন নির্ধারিত থাকবে, তাতে তৃতীয় কেউ অংশী হবে না। তাই যদি তৃতীয় কাউকে আংশিক লাভ প্রদানের শর্ত করা হয় তবে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি সে তৃতীয় ব্যক্তির অংশীদার হয়ে কাজ করার শর্ত উল্লেখ করা হয়, সেও এ মুদারাবায় কর্মী হিসাবে কাজ করে, তবে লাভেও অংশীদার হবে।

দুই. লাভটা তাদের দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে, একজন পুঁজির মালিক হিসাবে অপরজন কর্মী হিসাবে। এ দুজনের কোনো একজনকে লাভ প্রদানে নির্ধারিত এবং তাতেই সীমিত করা চলবে না। যদি কোনো একজনকে শুধু লাভ প্রদানের শর্ত করা হয় তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

তিন. লাভে কার কত অংশ তা উভয়ের জানা থাকতে হবে। যদি পুঁজিদাতা বলে, আমি তোমার সাথে মুদারাবা করছি এ শর্তে যে,প্রাপ্ত লাভে তোমারও অংশ থাকবে। কিন্তু সে অংশ কতটুকু তা যদি না বলে, তাহলে মুদারাবা সহীহ হবে না; বাতিল হয়ে যাবে।

চার. লাভ বণ্টিত হতে হবে অংশ হিসাবে, তাতে নির্ধারিত পরিমাণ উল্লেখ করা যথাযথ হবে না। তাই যদি কেউ বলে, প্রাপ্ত লাভ থেকে তোমার বা আমার একশ দিরহাম নেওয়ার পর অবশিষ্টটুকু সমানভাগে বণ্টিত হবে, তাহলে মুদারাবা সহীহ হবে না, যেহেতু এখানে শুধু অংশ না বলে পরিমাণসহ অংশ উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৮]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি শর্ত করা হয় ব্যবসায়ে অর্জিত পুরো লাভ পাবে কর্মী, তাহলে এটি আর মুদারাবা বলে অভিহিত হবে না, এটি হয়ে যাবে ঋণপ্রদান। যেহেতু লাভ একজনে সীমাবদ্ধ করায় তাতে মুদারাবা সহীহ হয় না, তাই তা বাদ দিয়ে এর নাম হবে ঋণপ্রদান। এখানে পুঁজিদাতা কর্মীকে পুরো পুঁজিটাই ঋণপ্রদান করেছে, তাই এটি পরিচিত হবে কর্জ বলে। মুদারাবাকেও কিরায বলা হয়, যা কর্জ শব্দ হতেই নির্গত। যে কোনো চুক্তিতে তার অন্তর্নিহিত অর্থেরই মূল্যায়ন হয়ে থাকে, এখানেও তাই কর্জের দিকটি গুরুত্ব পাবে।

---

৭৭. আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫, ৪৮৮-৪৮৯

৭৮. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২২-১২৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১২-৩১৩

www.amarboi.org

এমনিভাবে যদি শর্ত করা হয় পুরো লাভ পাবে পুঁজিদাতা একাই, তাহলে এটা হবে ইবযা, তাতে ইবযা-এর বৈশিষ্ট্য থাকার দরুন, তা মুদারাবা হবে না।[৭৯] ইবযা হচ্ছে কর্মী স্বেচ্ছাসেবা হিসাবে ব্যবসা করে পুঁজিদাতাকে সে লাভ পাইয়ে দেওয়া।

মালেকী ফকীহদের মাযহাব উপরিউক্ত কথাগুলোর খুবই কাছাকাছি। তারা বলেন, ব্যবসায়ে অর্জিত পুরো লাভ পুঁজিদাতা অথবা কর্মী অথবা অন্য কারো জন্যে সাব্যস্ত করা জয়েয হবে। তখন তা আর মুদারাবা থাকবে না, হয়ে যাবে ইবযা। তথাপি যদি তাকে মুদারাবা বলা হয় তবে তা হবে রূপক, সাদৃশ্য থাকার দরুন তা কথিত হবে। এটি হবে তখন সম্পূর্ণ সেবামূলক কার্য, বাণিজ্যভিত্তিক কাজ নয়।[৮০]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজি সরবরাহকারী তার কর্মীকে বলে, তুমি পুঁজি হিসাবে এ সম্পদ হস্তগত করে তা দিয়ে ব্যবসা করো, তাতে যা লাভ হবে তার সবটা তোমার একার, তাহলে এটি হবে কর্জ, কর্মীকে ঋণ প্রদান; কিরায (মুদারাবা) নয়। সে যখন বলেছে তুমি পুঁজি হিসাবে এ সম্পদ হস্তগত করে তা দিয়ে ব্যবসা করো, তার এ কথায় কর্জ ও কিরায (মুদারাবা) দুটিরই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু পরে যখন সে বলেছে তাতে যা লাভ হবে তার সবটা তোমার একার, তাতে কর্জের দিকটিই প্রবল হয়ে উঠেছে, তাই তা আর কিরায থাকেনি। যদি পুঁজিদাতা সে কথাগুলোর সাথে একথাও বলে, তাতে তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই, তাহলে তার এ কথা বলার দরুন সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে না। বরং দায়মুক্তির এ শর্তই বাতিল হয়ে যাবে। যেমন কেউ অপর কাউকে বলল, কর্জ হিসাবে তুমি এ টাকা নাও, তাতে তোমার কোনো দায় নেই, এর সদৃশ, তাতে সে দায়মুক্ত হয়ে যায় না।

যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি পুঁজি হিসাবে এ সম্পদ গ্রহণ করো, তা দিয়ে ব্যবসা করো। তাতে যা লাভ হবে তার সবটুকু আমার, তাহলে এটি মুদারাবা না হয়ে হবে ইবযা (إبضاع)। ইবযা হচ্ছে কারো পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করে তাকে লাভের মালিক বানানো, যা স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ বলে, মুদারাবা হিসাবে তুমি এ পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করো, তাতে যা লাভ হবে তার সবটা আমার অথবা তোমার, তাহলে এটি মুদারাবা হবে না, হবে ইবযা অথবা কর্জপ্রদান। শাফেয়ী আলেমগণ তাদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে এ কথাটিই গ্রহণ করেছেন।

তাদের এই মতের বিপরীত যে মত আলোচিত হয়েছে তা হলো, যদি কেউ কাউকে বলে, আমি তোমার সাথে মুদারাবা চুক্তি করছি, তাতে পুরো লাভটা

৭৯. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫

৮০. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, প. ৬৯২; আল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২০৯

www.amarboi.org

তোমারই থাকবে, তাহলে তা যথাযথ মুদারাবা বলেই গণ্য হবে। কিন্তু যদি বলে, পুরো লাভটা থাকবে আমার, তাহলে তা আর মুদারাবা থাকবে না, ইবযা হয়ে যাবে।[৮১]

পাঁচ. কাজের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি (مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمَلِ مِنَ الشُّرُوطِ)

ফকীহগণ সাধারণভাবে মুদারাবা চুক্তিতে কাজের সাথে কতক শর্ত সম্পর্কিত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন : সে শর্তগুলো পালিত হলে মুদারাবা সহীহ ও যথাযথ হবে। এর বিপরীতে যদি শর্তগুলোর কোনোটিই পালিত না হয় অথবা কিছু পালিত হলেও বাকীগুলো পালিত না হয়, তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। সে অবশ্য পালনীয় শর্তাবলি হচ্ছে : কর্মীর কাজ হবে শুধুই ব্যবসা করা, পুঁজিদাতা কর্মীকে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো চাপে না ফেলা এবং তার কাজের চাহিদার বিপরীত কর্মী কিছু না করা।

কর্মীর কাজকর্ম ও ক্ষমতা (تَصَرُّفَاتُ الْمُضَارِبِ)

কর্মীর সকল কাজ এবং তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিম্ন আলোচিত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত :

এক. কোনো কিছু বলে না দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত ও ব্যাপক : পুঁজির মালিক যদি কর্মীর কাজ নির্ধারণ করে না দেয়, বরং তার কাজের স্থান সময় বা কাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কিছুই না বলে, কর্মীর সাথে আরো কেউ সহায়তা করবে কিনা তাও যদি না বলে, এভাবে কোনো কিছুই না বলে কেবল এটুকু বলে, তুমি মুদারাবার পুঁজি হিসাবে এ সম্পদ গ্রহণ করো, তাতে এভাবে লাভ বণ্টিত হবে, তাহলে কর্মী সব কিছুই করতে পারবে। সে-ই কিনবে, সে-ই ভাড়া দেবে, সেই বিক্রি করবে, সেই ভাড়া নেবে, সে-ই ঋণ দেবে, সে-ই ঋণ নেবে, সে-ই বন্ধক রাখবে, সে-ই কাউকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করবে। সে-ই ইবযা করতে চাইলে করবে, সে-ই একালা করতে চাইলে করবে ইত্যাদি, সব কিছুই তার এখতিয়ারে থাকবে। কেননা, এ সবই ব্যবসার কাজ, আর কর্মী তো ব্যবসাই করছে।

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ কথাই বলেন।[৮২] অধিকাংশ ফকীহ এর কাছাকাছি বক্তব্যই প্রদান করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, কর্মী ব্যবসাপণ্য কেনা ও বেচা করে যেতে পারবে, পুঁজির মালিক তাকে এ কাজগুলো করার অনুমতি না দিলেও। কারণ তার উদ্দেশ্য ব্যবসায়ে লাভ করা এবং পণ্য কেনাবেচার মাধ্যমেই লাভ অর্জিত হয়।[৮৩]

---

৮১. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১২

৮২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৭-৯০; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ২০

৮৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৯-২৩১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৭

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, মুদারাবাতে অংশীদারি কারবারের সে সকল বিধান কার্যকর হবে যেগুলো কর্মীর সাথে সম্পর্কিত। সে হিসাবে কর্মী পণ্য কেনা, বেচা, কব্জা করা, কব্জা করানো ইত্যাদি সব কিছুই করতে পারবে।[৮৪]

যদি পুঁজিদাতা শর্তহীনভাবে পণ্য বিক্রির অনুমতি প্রদান করে তবে কর্মী তা নগদ বিক্রি করতে পারবে, তা নিয়ে হাম্বলী আলেমদের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু বাকীতে বিক্রি করতে পারবে কিনা, তা নিয়ে পরস্পর বিপরীত দুটো মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক. কর্মী বাকীতে কোনো কিছু বিক্রি করতে পারবে না। যেহেতু সে বেচাকেনায় পুঁজির মালিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এবং তার স্থলবর্তী, তাই পুঁজিদাতার এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া কর্মীর এ ভাবে বিক্রি করা জায়েয হবে না; যেমন বিক্রয়ের প্রতিনিধির জন্যে তা জায়েয নয়। এমনটা এজন্যে, যেহেতু স্থলবর্তী ব্যক্তির যে কোনো ক্ষেত্রে সতর্কতার ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, সতর্কতার পরিপন্থী কোনো কাজ করা তার জন্যে তাই জায়েয নয়। মূল্য বাকী রাখা হলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাই তা জায়েয হবে না। মালিক কোনো শর্ত ছাড়া বললেও এ অবস্থা তার কথাটিকে শর্তযুক্ত করে দিয়েছে। তাই মালিক যদিও বলেছে, তুমি বিক্রি করো, কিন্তু অবস্থার আলোকে তা ধরা হবে, তুমি নগদ বিক্রি করো।

দুই. তাদের দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, কর্মী বাকীতে বিক্রি করতে পারবে, তা তার জন্যে জায়েয। ইবনে আকীল এটি পছন্দ করেছেন। এ মতের যুক্তি হচ্ছে, পুঁজির মালিক কর্মীকে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে। তার সাথে সে মুদারাবা চুক্তি করেছে। এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত ব্যবসা করাই বোঝায়। প্রচলিত ব্যবসাতে যেমন নগদ বিক্রি রয়েছে, বাকীতে বেচাকেনারও প্রচলন রয়েছে। সেই সাথে ব্যবসাতে যেহেতু উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ করা, তাই বাকীতেও সে ব্যবসা করতে পারবে, যেহেতু বাকীতে লাভের পরিমাণ থাকে বেশি। নিছক প্রতিনিধি হয়ে কোনো পণ্য কেনা বা বেচার সাথে এটিকে মিলানো যথার্থ নয়। যেহেতু প্রতিনিধিত্বে লাভের কোনো বিষয় থাকে না, সেখানে শুধু থাকে উপযুক্ত দামে বিক্রি করা। তাই নগদ বিক্রি করলে যেহেতু ঝুঁকিহীনভাবে মূল্য হস্তগত হয়ে যায় তাই সেক্ষেত্রে নগদ বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়। বাকীতে বিক্রি হলে ধোঁকার সম্ভাবনা থাকার প্রেক্ষিতে তার অনুমতি দেওয়া হয় না।[৮৫]

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের মতে কর্মী ত্রুটিপূর্ণ বস্তু কেনার অধিকার রাখে, যদি সে তা কেনা লাভজনক বিবেচনা করে। যেহেতু কর্মী লাভ করতে এসেছে,

---

৮৪. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১১

৮৫. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৯-৪০

www.amarboi.org

আর ক্রটিপূর্ণ বস্তুতে সে হয় তো লাভ অধিক দেখছে, তাহলে সে তা কেনে বেচতে পারবে।[৮৬]

শাফেয়ীগণ তাদের অপর মতে বলেন, যদি পণ্যে ক্রটি থাকার প্রেক্ষিতে তা ফিরিয়ে দেওয়াই লাভজনক বিবেচনা করা হয়, তাহলে তা বিক্রি না করে বরং মূল মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেবে। যদি ক্রটি থাকলেও তা রেখে দেওয়া লাভজনক বিবেচিত হয় তাহলে তা রেখে দেবে, এটিই সর্বাধিক সঠিক মত। এ উভয় অবস্থায় ক্রটি থাকা ব্যবসায়ে লাভ বা ক্ষতি টেনে আনবে কি না, তা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।[৮৭]

কর্মীর ব্যবসা উপলক্ষে সফর করা

মুদারাবা ব্যবসার পুঁজি নিয়ে কর্মী সফর করতে পারবে কিনা, তা নিয়ে ফকীহগণ এখতেলাফ করেছেন। হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত, যা হাম্বলী আলেমদের বিশুদ্ধ মত হিসাবে মাযহাবে গৃহীত, বুয়াইতী বর্ণনা করেছেন, এটি শাফেয়ীদেরও একটি মত, পুঁজির মালিক যদি কোনো শর্তারোপ না করে ব্যবসা করার নিছক অনুমতি প্রদান করে, তাহলে ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া ও সফর করা কর্মীর জন্যে জায়েয। কেননা কোনো শর্তারোপ ব্যতীত সাধারণভাবে ব্যবসার অনুমতি দেওয়া এ কথাই বোঝায়, ব্যবসা উপলক্ষে যা কিছু করতে হয়, সচরাচর সকলে যা করে সবই সে করতে পারবে। সে হিসাবে সে সফরও করতে পারবে।

তা ছাড়া মুদারাবাতে উদ্দেশ্যই হচ্ছে পুঁজিতে বৃদ্ধি ঘটানো এবং লাভ অর্জন। তা ব্যবসার মাধ্যমে যেভাবে আরো বেশি অর্জিত হয়, কর্মীর তা করাই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া ব্যবসার জন্যে কোনো স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, সুতরাং কর্মী পুঁজি নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যেতেই পারে। নির্ধারিত স্থান না থাকাই এখানে ধর্তব্য হবে। তা ছাড়া মুদারাবা শব্দটিও সফরের ইঙ্গিত প্রদান করে, যেহেতু শব্দটি নির্গত হয়েছে الضَّرْب থেকে; যার এক অর্থ হচ্ছে দেশ বিদেশ সফর করা জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে। পবিত্র কুরআনেও এ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ "অপর এক দল দেশে দেশে সফর করে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত কল্যাণ (রিজিক) অন্বেষণ করে।"[৮৮]

---

৮৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৯-২৩১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৭; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৪

৮৭. পূর্ববর্তী সূত্রসমূহ।

৮৮. সূরা মুযযাম্মেল, আয়াত ২০

www.amarboi.org

আবু হানিফার বক্তব্য উপস্থাপন করে আবু ইউসুফ বলেন, যদি পুঁজিদাতা ও কর্মী উভয়ে কুফার অধিবাসী, এ শহরে থাকাবস্থাতেই পুঁজিদাতা তার কর্মীকে পুঁজি বুঝিয়ে দেয়, তাহলে কর্মীর এ পুঁজি নিয়ে কোথাও সফরে যাওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু যদি কুফা শহর ব্যতীত অন্য কোথাও এ হস্তান্তরকর্ম সংঘটিত হয়, তাহলে কর্মী এ পুঁজি নিয়ে যে কোনো স্থানে যেতে পারবে। তিনি এমনটা বলেন এ জন্যে, পুঁজি নিয়ে নানা স্থানে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজ; যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই তা নিয়ে কোথাও যাওয়া কর্মীর জন্যে জায়েয হবে না। তবে যদি পুঁজিদাতা প্রকাশ্যভাবে বা আকারে ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান করে তবে কর্মীর তা নিয়ে সফর করা জায়েয হবে। এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে দেখা গেল, পুঁজিদাতা নিজ শহরে থেকেই তার কর্মীকে পুঁজি প্রদান করেছে, সেক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ থেকে কর্মীর পুঁজি নিয়ে সফর করার প্রকাশ্য বা ইঙ্গিতে কোনোভাবেই অনুমতি না দেওয়াই প্রকাশিত হয়েছে। তাই এ অবস্থায় কর্মী পুঁজি নিয়ে সফরে যেতে পারবে না। কিন্তু পুঁজির মালিক যখন তার কর্মীর হাতে পুঁজি প্রদান করে অন্য কোনো শহরে যা তাদের দুজনের কারো শহর নয়, এর দ্বারা এ পুঁজি নিজ শহরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি বোঝা যায়। যেহেতু নিজের শহরে ব্যবসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ সে শহর বাদ দিয়ে অন্য কোনো শহরে ব্যবসা করবে, এটা কারো স্বভাব নয়। তাই এর দ্বারা ইঙ্গিতে এ কথাই বোঝা যায়, পুঁজি নিয়ে তার নিজ শহরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে।[৮৯]

মালেকী আলেমগণ বলেন, পুঁজি নিয়ে কর্মী ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই যদি পুঁজিদাতা কর্মীকে পুঁজি নিয়ে সফর করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান না করে এবং নিষেধ না করে, তাহলে কর্মী সে পুঁজি নিয়ে সফর করতে পারে। কিন্তু যদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে পুঁজির মালিক তাকে বাধা প্রদান করে, তাহলে এ বাধা প্রদান চুক্তি সম্পাদনের পরে হোক, কর্মীর তা নিয়ে সফর করা জায়েয হবে না। যদি কর্মী নিষেধ অমান্য করে সফর করে, তাহলে তাকে এরপর ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু যদি কর্মী ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার পর মালিক নিষেধ করে, কর্মীকে যেহেতু মালিকের নিষেধ করার তখন অধিকার ছিল না, তাই তার এখন ক্ষতিপূরণ নেওয়ারও অধিকার থাকবে না।[৯০]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজির মালিক সফরের অনুমতি বা নির্দেশ দেয় অথবা নিষেধ করে অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় না হলেও ইশারা ইঙ্গিতে

---

৮৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৮; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৯৪; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৩৪; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪১৮; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪১

৯০. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৯৪

www.amarboi.org

তার অনুমতি বা নিষেধ বুঝতে পারা যায়, তাহলে মালিক যা ইচ্ছা করবে তা নির্ধারিত হবে। ফলে সে যা আদেশ বা অনুমতি দেবে তা কার্যকর হবে। যদি নিষেধ করে তবে তা নিষিদ্ধ হবে। মালিক অনুমতি বা নির্দেশ দিক বা নিষেধ করুক, যদি ভীতিকর স্থান হয় তাহলে কর্মী সেখানে কিছুতেই সফরে যাবে না। এমনিভাবে পুঁজিদাতা যদি শর্তহীনভাবে যে কোনো স্থানে সফরের অনুমতি প্রদান করে তবুও কর্মীর ভয়ংকর কোনো পথে বা ভীতিপূর্ণ কোনো শহরে বন্দরে যাওয়া বৈধ হবে না। যদি এ ধরনের জায়গায় যাওয়ার পর তার ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে কর্মী তার ক্ষতিপূরণের জিম্মাদার হবে। কেননা তার জন্যে যা অনুচিত ছিল সে তা করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।[৯১]

শাফেয়ী আলেমদের নিকট যা অধিক আলোচিত মত, এটি হাম্বলীদেরও একটি মত, তা হলো, কর্মী পুঁজি নিয়ে কোনো স্থানে যাওয়া, যদি স্থানটি নিকটবর্তীও হয়, পথ যদি নিরাপদ ও শঙ্কাহীনও থাকে, মালিকের অনুমতি না থাকলে তা জায়েয নয়। সফরের প্রস্তুতি নেওয়াও তার জন্যে যথাযথ হবে না। যেহেতু সফরে নানা বিপদের আশঙ্কা থাকে। আবু ইউসুফ রহ.-এর নিকট যারা শিক্ষাগ্রহণ করেছে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি তাঁরও একটি মত।

শাবরামাল্লিসী বলেন, যদি এমন জায়গা বা বাজারে যাওয়া হয় যা কর্মীর এলাকার নিকটবর্তী হলেও সেখানে কর্মীর এলাকার লোকেরা বেচাকেনার জন্যে সচরাচর যায় না, তা পুঁজির মালিকও জানে; তাহলে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ হবে। কিন্তু যদি তেমন না হয়, বরং এ এলাকার লোকজন সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে, তবে তা নিষেধের আওতায় পড়বে না। এভাবে বিষয়টি সাধারণের অভ্যাস ও প্রচলনের সাথে সম্পর্কিত হবে।

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজিদাতা তার কর্মীর সাথে মুদারাবা চুক্তি করে এমন স্থানে যা বসবাসের উপযোগী নয়, যেমন মরুভূমি এলাকায়, তাহলে এটিই স্বাভাবিক যা আযরাঈও বলেছেন, যেখানে বাস ও ব্যবসা করার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান সেখানে পুঁজিসহ চলে যাওয়া জায়েয হবে। এরপর তার এ আবাসস্থল ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে নতুন করে সফর করা জায়েয হবে না। অবশ্য মালিক অনুমতি দিলে তা-ও জায়েয হবে অনুমতির ভিত্তিতে। তাই নির্দিষ্ট স্থানের অনুমতি দিলে সেখানেই সফর সীমিত রাখতে হবে। কোনো স্থান নির্ধারণ না করলে সে সকল স্থানে যাওয়া যাবে যে সব স্থানে এলাকার লোকদের নিরাপদ চলাচল রয়েছে।

---

৯১. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪১। আল-ইনসাফ, খ. ৫, প. ৪১৮

www.amarboi.org

কর্মী যদি অনুমতি ছাড়াই পুঁজি নিয়ে কোথাও যায় অথবা যেখানে অনুমতি রয়েছে তা বাদ দিয়ে অন্য কোথাও যায় আর ক্ষতির শিকার হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে, গোনাহগারও হবে। তবে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে না, এমনকি একাধিক বার সফর করলেও।

যদি এমন হয়, কর্মী যে শহরে গিয়েছে সেখানে অন্য জায়গার তুলনায় পণ্যের মূল্য অধিক, ফলে লাভের অংক অধিক অথবা বর্তমান অবস্থানস্থল ও সফরের এলাকায় মূল্য সমান হয়, তবে সে এলাকায় সফর করে পণ্য বিক্রি করা সহীহ হবে এবং সফরের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করলেও কর্মী অর্জিত লাভে তার প্রাপ্য অংশের হকদার হবে। সফরে থাকাবস্থায় সে যা বিক্রি করবে সেগুলোর মূল্য তার দায়ে থাকবে। সফর থেকে চলে এলেও এ দায় আবশ্যক হবে, যেহেতু এ দায়ের কারণ হচ্ছে সফর করা, ফিরে এলেও এ কারণ যথাপূর্ব ধর্তব্য হবে।

কর্মী সফর করে অন্য যে জায়গায় গিয়ে বিক্রি করছে, যদি সেখানে মূল্য কম থাকে তাহলে এ বিক্রি সহীহ হবে না। তবে যদি মূল্যের স্বল্পতা সহনীয় পরিমাণ হয়, যতটুকু সকলে মেনে নেয় তাহলে তা সহীহ বলে গণ্য হবে।

তারা আরো বলেন, বিপদসংকুল হওয়ার দরুন কর্মী সামুদ্রিক সফর করবে না। এক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া যথেষ্ট নয়, বিপদের আশঙ্কাও যাচাই করে দেখতে হবে। তবে যদি এমন হয়, মালিক ব্যবসার জন্যে কোনো এলাকা নির্ধারণ করে দেয়, সমুদ্রপথ ছাড়া সেখানে যাওয়ার কোনো উপায় না থাকে, যেমন দ্বীপের অধিবাসী ব্যক্তি যার নৌপথে সফর করা ছাড়া গতি নেই, তার সমুদ্র পথে ভ্রমণের অনুমতি রয়েছে, তাকে সুস্পষ্টভাবে অনুমতি ব্যক্ত না করলেও। এমন স্থানে থাকা অবস্থায় তাকে কর্মী নিয়োজিত করাই এক্ষেত্রে অনুমতি বলে ধর্তব্য হবে। আযরাঈ এবং আরো অনেকে এ কথাই বলেছেন।

এ আলোচনায় বাস্তবিক সাগরের ভ্রমণই ধর্তব্য, ইসনাভী তা-ই বলেছেন। এর সাথে নীলনদের মতো নদীগুলোতে সফর করাও কি ভুক্ত হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আযরাঈ বলেছেন, আমি এক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট আলোচনা বা মতামত পাইনি। খতীব শারবীনী বলেন, এর উত্তরে এটি বলাই শ্রেয়, যদি স্থলভাগের ভ্রমণ থেকে তাতে বিপদ-আপদের শঙ্কা বেশি থাকে তাহলে তা জায়েয হবে না। অবশ্য নদীপথে সফরের অনুমতি থাকলে তা-ও জায়েয হবে। ইবনে শুহবা এমনটাই বলেছেন।[১২]

---

১২. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৭; নিহায়াতুল মুহতাজ ও হাশিয়া আশ শাবরামাল্লিসী, খ. ৫, পৃ. ২৩২-২৩৫; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৩৪; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৮; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪১৮; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪১

www.amarboi.org

দুই. কর্মীকে চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তাবলি মেনে চলতে হবে, অনুমতি ছাড়া সে কোনো কিছু করতে পারবে না (مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ إِلاَّ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ)

এ প্রকারের আওতায় সে সকল কাজ রয়েছে যেগুলো সাধারণভাবে ব্যবসায়ীরা করে না এবং সাধারণভাবে মুদারাবা চুক্তির আওতায়ও সেগুলো আসে না। যেমন কর্মীর কাছে যে পুঁজি রয়েছে তা হাতে আসার পর তার অধিক মূল্যের পণ্য ক্রয় করা। এভাবে ঋণ করে অর্থাৎ মূল্য বাকী রেখে কোনো জিনিস কেনা তার কাছে নগদ অর্থ না থাকার প্রেক্ষিতে। এক্ষেত্রে মূল পুঁজির অধিক যা ঋণ করা হলো তা কর্মীর কাঁধে ন্যস্ত থাকবে; পুঁজিদাতার দায়িত্বে আসবে না। যেহেতু মালিক তাকে এর অনুমতি দেয়নি। তথাপি সে যে ঋণ নিয়েছে এর দ্বারা মালিকের অনুমতি ছাড়াই পুঁজিতে বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে মালিকের কাঁধে জিম্মাদারি বাড়ছে, অথচ সে তাতে রাজী নয়। এটি মালিকের কাঁধে আসার কারণ, পুঁজির অর্থ দিয়ে কর্মী যে পণ্য কেনে তার মূল্য পরিশোধ পুঁজিদাতার দায়িত্বে থাকে। এ কথাটি এভাবে আরো স্পষ্ট হয়, যদি কর্মী পুঁজির টাকা দিয়ে কোনো পণ্য কেনে কর্মীকে তা বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বেই তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তেমনি অপর একটি কিনতে কর্মী মালিকের দ্বারস্থ হবে। এমনি অবস্থায় যদি পুঁজির অধিক কর্জ নেওয়ার বৈধতা দেওয়া হয় তাহলে পুঁজিদাতার ওপর এমন দায় দায়িত্ব চাপানো হবে যা গ্রহণে সে সম্মত নয়।

পণ্য কেনার জন্যে যেমন ঋণ নেওয়া জায়েয হবে না, তেমনি পণ্য সংস্কার, মেরামত ও সারাই করতেও ঋণ নেওয়া জায়েয হবে না।

তবে যদি পুঁজির মালিক কর্মীকে ঋণ নিতে অনুমতি প্রদান করে তাহলে তা জায়েয হবে। এ পর্যায়ে যা সে ঋণ নেবে তা তাদের দুজনের (মালিক ও কর্মী) মাঝে হবে শিরকাত উজুহ, (শিরকাত উজুহ হচ্ছে এমন অংশীদারি কারবার যেখানে পুঁজি ছাড়াই কেবল পরিচিতি ও আস্থার ভিত্তিতে একাধিকজন একত্র হয়ে কোনো পণ্য কেনে, তা বিক্রি করে যা লাভ হয় তা সকল অংশীদারের মাঝে বণ্টিত হয়।)

কর্মী হুন্ডি গ্রহণ করতে পারবে না, যেহেতু তা হচ্ছে ঋণগ্রহণ, যা মালিকের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া কর্মীর জন্যে জায়েয নয়। এমনিভাবে হুন্ডি প্রদানও তার জন্যে জায়েয হবে না, যেহেতু তাতে ঋণপ্রদান করা হয়, এটিও মালিকের অনুমতি ছাড়া করার কর্মীর কোনো অধিকার নেই।

কর্মীর এত অধিক মূল্যে কোনো জিনিস খরিদ করা জায়েয নয় যা সহনীয় পর্যায় অতিক্রম করে যায়, সচরাচর এত অধিক মূল্যের ক্ষতি স্বীকার করে কেউ কিনতে রাজী হয় না। তুমি তোমার মর্জিমত কাজ করো, বলে কর্মীকে মালিক অবাধ

www.amarboi.org

অনুমতি দিলেও তার জন্যে এটা জায়েয হবে না। তথাপি যদি সে এভাবে কেনে তাহলে সে নির্দেশ অমান্যকারী বলে বিবেচিত হবে। এর কারণ, মুদারাবা হচ্ছে পণ্য কেনায় কর্মীকে প্রতিনিধি নিয়োগ দান। যদি কোনো কিছু নির্ধারণ করা ছাড়াই প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় তাহলে তার অধিকার থাকে জানা শোনো কোনো জিনিস ক্রয় করার যা স্বাভাবিক মূল্যে বেচাকেনা হচ্ছে অথবা তা থেকে এতটুকু বেশি দামে যা সহনীয়, যা সাধারণভাবে সকলে মেনে নেয়। সহনীয় পর্যায়ের অধিক মূল্য দিয়ে কেনা এজন্যেও জায়েয নয়, তাতে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও আনুকুল্য প্রদর্শন করা হয় যা স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্ত। কোনো স্বেচ্ছাসেবা মুদারাবার অন্তর্ভুক্ত হয় না। এ হচ্ছে হানাফী আলেমদের মাযহাব ও মত।[৯৩]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, পুঁজিদাতা অনুমতি দিলে কর্মী এ ব্যবসায়ে অপর কাউকে অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এমনিভাবে তার সম্পদের সাথে নিজের সম্পদ বা মুদারাবার পুঁজি মিলাতে পারবে। পুঁজিদাতার অনুমতিতে সে ইবযাও করতে পারবে। (ইবযা হচ্ছে কারো পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে পুরো লাভ তাকে বুঝিয়ে দেওয়া, যা স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্ত।) যদি পুঁজির মালিকের অনুমতি ছাড়া কর্মী কাউকে অংশীদার করে তবে কর্মী তার দায় বহন করবে। কেননা, পুঁজিদাতা তাকে নেওয়া নিরাপদ ভাবছে না, সে তার প্রতি আস্থাবান নয়।

কর্মীকে পুঁজিদাতা অনুমতি দিলেও তার বাকীতে কোনো পণ্য কেনা জায়েয নয়। সাভী বলেন, এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এ জন্যে, পুঁজিদাতা তাহলে জিম্মাদার নয় এমন বস্তুর লাভ হস্তগত করবে, অথচ হাদীসে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।[৯৪] তবে এই নিষেধাজ্ঞা সে অবস্থায় যখন কর্মী ব্যবসার মূল পরিচালক না হয়ে কেবল সহায়ক হবে। কিন্তু যদি কর্মীই হয় মূল পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, তাহলে সে বাকীতে পণ্য কিনতে পারবে– এটি ইবনে কাসেম থেকে শ্রুত তার মত।[৯৫]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, কর্মীকে পুঁজিদাতা যে পণ্য বা যে ধরনের পণ্যের নির্দেশ করবে কর্মী সে পণ্যের ব্যবসা করতে পারবে; অন্য কিছুর নয়। যেহেতু তার সকল কাজ ও পদক্ষেপ পুঁজিদাতার নির্দেশের অধীন, তাই পুঁজির মালিকের অনুমতি ব্যতীত সে কিছু করতে পারবে না, তেমনি তার নির্দেশিত পণ্য ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবসাও সে করতে পারবে না। তাই পুঁজির অধিক অর্থব্যয় করে সে কোনো পণ্য কিনতেও পারবে না, অধিক লাভে বেচতেও পারবে না, পুঁজির

---

৯৩. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৯০

৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর বর্ণনায় তিরমিযী শরীফে বর্ণিত। তিরমিযী রহ. হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, حديث حسن صحيح

৯৫. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৯৫-৬৯৮

www.amarboi.org

মালিকের যদি এগুলোতে অনুমতি না থাকে। অনুমতি না থাকলে এ কথাই সাব্যস্ত হবে, কর্মী এ সকল কাজে ব্যস্ত থাকাতে মালিকের সম্মতি নেই। তাই সে সব কাজ মুদারাবার কাজ বলে বিবেচিত হবে না।[৯৬]

কর্মী যদি কাউকে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত করে, সে তৃতীয় ব্যক্তি কাজে ও লাভে অংশীদার হবে, তাতে পুঁজিদাতা সম্মত হলেও তা জায়েয হবে না; এটিই সর্বাধিক সহীহ মত। যেহেতু মুদারাবা চুক্তি হচ্ছে কিয়াস ও যুক্তি বিরোধী, তাতে যা লক্ষ করা হয়েছে তা হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ দুজনের একজন হবে পুঁজির মালিক সে ব্যবসায়িক কোনো কাজ করবে না, অপরজন হবে ব্যবসাকর্মী, কর্মী একাধিক ব্যক্তি হতে পারে, তারা হবে মালিকানাহীন। কর্মীর কর্মী নিয়োগ করা হলে চুক্তিতে দুপক্ষ থাকে না, তাই তা জায়েয হবে না। নিষেধাজ্ঞাটি দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি সম্পর্কিত, প্রথম কর্মীর সাথে নয়, যেহেতু তার সাথে সম্পাদিত চুক্তি তো বহালই রয়েছে। যদি তথাপি দ্বিতীয় কর্মী ব্যবসায়ে শ্রমদান করে তবে পুঁজিদাতা তাকে যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করবে, এটি মালিকের কর্তব্য। এক্ষেত্রে লাভ সবটুকু এককভাবে মালিক লাভ করবে এবং প্রথম কর্মী যেহেতু কোনো কাজ করেনি, তাই এ ব্যবসা থেকে সে কিছুই পাবে না। শাবরামালাসী বলেন, যদি প্রথম কর্মীও কাজ করে তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মালিক ও তার মধ্যে লাভ বণ্টিত হবে।

সর্বাধিক সহীহ মতের বিপরীতে ফকীহদের অপর একটি মত হচ্ছে, কর্মী অপর কাউকে কর্মী হিসাবে নিয়োগদান জায়েয ও সহীহ্ হবে, যেমন পুঁজির মালিক চুক্তির সূচনাতেই একাধিক কর্মী নিয়োগ করা বৈধ ও সহীহ্ হয়।

যদি মালিক কর্মীকে অনুমতি প্রদান করে, সে অপর কাউকে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত করবে, নিজে মুদারাবা থেকে বিমুক্ত হয়ে স্রেফ প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে, তাহলে তা সহীহ্ হবে। ইবনে রাফআ বলেন, এটি তখন পর্যন্ত করা যাবে যে পর্যন্ত পুঁজি নগদ মুদ্রা থাকবে, যা দিয়ে মুদারাবা করা সহীহ্ হয়ে থাকে। তাহলে এ অপর কর্মী নিয়োগকেও মুদারাবার সূচনা-ই গণ্য করা হবে। কিন্তু যদি প্রথম কর্মী পুঁজিতে হস্তক্ষেপ করে, তাতে নগদ মুদ্রা থেকে ব্যবসাপণ্যে রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলে তাহলে আর তা জায়েয হবে না।

যদি কর্মী অপর কারো সাথে মুদারাবা চুক্তি করে পুঁজিদাতার অনুমতি ছাড়াই তাহলে মূল মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। প্রথম কর্মী দ্বিতীয় কর্মীকে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে উভয়ে কাজে ও লাভে অংশীদার হিসাবে থাকবে অথবা প্রথম কর্মী

---

৯৬. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৬

www.amarboi.org

কেবল লাভে অংশীদার হবে অথবা প্রথম কর্মী চুক্তি থেকে বিমুক্ত থাকবে, সে যে বিবেচনা করেই দ্বিতীয় কর্মীকে কাজে নিক, তাতে মূল মালিকের অনুমতি না থাকায় তা জায়েয হবে না। তা ছাড়া পুঁজির মালিকের অনুমতি ছাড়া তার পুঁজি অন্য ব্যক্তির হাতে আমানত হিসাবে প্রদান করা হবে, যা জায়েয নয়।

যদি দ্বিতীয় কর্মী পুঁজির মালিকের অনুমতি ছাড়াই ব্যবসাকর্মে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তার সে কাজ হবে লুটেরা ব্যক্তির কাজ করার সদৃশ। তাই সে যা করবে তার দায় থাকবে তার প্রতি, যেহেতু তাকে যে কাজের অনুমতি দিয়েছে (প্রথম কর্মী) সে পুঁজির মালিকও নয়, মালিকের প্রতিনিধিও নয়। তাই তার এ অনুমতি মোটে ধর্তব্য হবে না। যদি প্রথম কর্মীর দায়িত্বের আওতায় থেকে দ্বিতীয় কর্মী কোনো পণ্য খরিদ করে এবং মুদারাবার পুঁজি দ্বারা তার মূল্য পরিশোধ করে তা বিক্রি করে লাভ অর্জন করে তাহলে এ লাভের অধিকারী হবে প্রথম কর্মী। এটি সর্বাধিক সহীহ্ মত। এটি এজন্যে যে, দ্বিতীয় কর্মী প্রথম কর্মীর অনুমতি ও নিয়োগদানে এ কাজগুলো করেছে, তাই সে প্রথম কর্মীর প্রতিনিধি তুল্য হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় কর্মী তার কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে যা প্রথম কর্মীর তাকে প্রদান করা দায়িত্ব। যেহেতু দ্বিতীয় ব্যক্তি মুফতে কাজ করেনি, তাই ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি বিবেচনা না করেই তার পারিশ্রমিক তাকে দিতে হবে, যা প্রথম কর্মীর দরুন আবশ্যক হয়েছে, তাই প্রথম কর্মীই তা প্রদান করবে।

আলোচিত মাসআলার সর্বাধিক সহীহ্ মতের বিপরীতে অপর মত হচ্ছে, দ্বিতীয় কর্মী ব্যবসায়ে যা লাভ করবে তার সবটুকুই সে পাবে, যেহেতু সে মালিকের অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করেনি। তাই সে হয়েছে লুটেরাতুল্য, লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠিত মাল দিয়ে ব্যবসা করলে, যদিও তা অবৈধ, পুরোলাভ সে-ই পায়। সুবকী এ মত ও ফয়সালা পছন্দ করেছেন। তবে এ দ্বিতীয় কর্মী যদি নিজ দায়িত্বে কোনো পণ্য খরিদ করে তবে এর দায় তার কাঁধেই ন্যস্ত থাকবে। যদি সে সরাসরি মুদারাবার পুঁজি বিনিয়োগ করে পণ্য খরিদ করে তবে তার এ পণ্যক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। যেহেতু এ পরিস্থিতিতে সে হবে ফুযুলী।[১৭] (ফুযুলী হচ্ছে সে ব্যক্তি যে মালিক নয়, তার প্রতিনিধিও নয়, অথচ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কাজ সম্পাদন করে। তার কাজ মূল মালিকের অনুমতি পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।)

যদি পুঁজিদাতা অনুমতি প্রদান করে তাহলে কর্মী পণ্য বাকীতে কিনতেও পারবে, বেচতেও পারবে। এমনিভাবে অত্যধিক মূল্য দিয়ে কিনতে পারে, অনেক কমদামে বেচতেও পারবে। যেহেতু এ সবক্ষেত্রে বাধা ও আপত্তি প্রদানের অধিকার এককভাবে মালিকের, মালিক অনুমতি প্রদান করায় সে বাধা দূর হয়ে যায়। জায়েয আছে বলেই কোনো জিনিসে সহনীয় পরিমাণের অধিক ক্ষতি

---

১৭. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৭-২২৮ ও ২৩২

www.amarboi.org

স্বীকার করা কাম্য নয়। যেমন যেটির মূল্য একশ টাকা তা দশ টকায় বিক্রি করে ফেলা। বরং এমন দামে বিক্রি করা বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির আলোকে সাধারণভাবে সবাই যা বিবেচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে কর্মী যদি স্বাভাবিক থেকে অত্যধিক বেশি মূল্যে কিছু কেনে বা অত্যধিক কম মূল্যে বেচে তবে তার এ কেনাবেচা যথাযথ হবে না। বাকী লেনদেনে সাক্ষী রাখা আবশ্যক। নতুবা সে দায়বদ্ধ থাকবে। কিন্তু নগদ লেনদেনে সাক্ষী থাকা জরুরি ও আবশ্যক নয়; যেহেতু ব্যবসায়ী মহলে নগদ লেনদেনে সাক্ষী রাখার প্রচলন নেই।[৯৮]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, পুঁজিদাতার জন্যে জায়েয (করণীয়), কর্মী নগদ লেনদেন করবে না বাকীতেও, তা পুঁজিদাতা সুস্পষ্টভাবে তাকে বলে দেবে। কর্মীর সেক্ষেত্রে বলে দেওয়া নির্দেশের বিপরীত কোনো কিছু করা জায়েয হবে না, যেহেতু কর্মী মালিকের অনুমতিসাপেক্ষে পুঁজিতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে। তাই তাকে যতটুকু অনুমতি দেওয়া হবে ততটুকুতে তার কাজ নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। অনুমতির বাইরে তার যাওয়া বৈধ হবে না। তা ছাড়া মালিকের অনুমতিতে সীমিত থাকা মুদারাবার মূল উদ্দেশ্য লাভ অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে না। দেখা যায়, সে বিধিনিষেধের মাধ্যমেই ব্যবসার এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তা লঙ্ঘনের কিইবা আবশ্যক।[৯৯]

তারা বলেন, পুঁজি থেকে অধিক মূল্যের পণ্য খরিদ করা কর্মীর জন্যে বৈধ নয়, তা তার অধিকার বহির্ভূত। যেহেতু পুঁজিদাতা যে পুঁজি সরবরাহ করে তার আওতায় সর্বাধিক অংক পর্যন্ত তার অনুমতি থাকে। তাই পুঁজি যদি থাকে এক হাজার টাকা, কর্মী যদি এক হাজার টাকার পণ্য কেনার পর আরো এক হাজার টাকার পণ্য কেনে, তবে তার পরবর্তী এ পণ্যক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা সে এ পণ্য কিনেছে সেই মুদ্রা দিয়ে যা প্রথমবার পণ্য কেনাতে বিক্রেতার হাতে অর্পণ করার উপযোগী ছিল। যদি কর্মী পরবর্তী পণ্যগুলো নিজ দায়িত্বে কেনে তাহলে এ ক্রয় সহীহ্ হবে এবং সে পণ্য এককভাবে তার বলে গণ্য হবে। কেননা কর্মী তার নিজের জিম্মায় কিনেছে, মালিক তাকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তা নিজের জন্যেই কেনা হয়েছে। সুতরাং এ পণ্য ক্রয় এবং তার ব্যবসা এককভাবে কর্মীর সাথে সংশিষ্ট হবে।[১০০]

যদি কর্মী মুদারাবা হিসাবে অপর কারো কাছে পুঁজি হস্তান্তর করায় পুঁজির মালিক সম্মতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তা জায়েয হবে। ইবনে কুদামা বলেন, ইমাম আহমদ

---

৯৮. নিহায়াতুল মুহতাজ ও হাশিয়া আশ শাবরামাল্লিসী, খ. ৫, প. ২২৯-২৩১; আল-মুহাযযাব; খ. ১, পৃ. ৩৮৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৫

৯৯. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৯

১০০. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৭

www.amarboi.org

ইবনে হাম্বল রহ. সুস্পষ্টভাবে জায়েযের রায় প্রদান করেছেন। তাতে কারো মতপার্থক্য থাকার বিষয় আমাদের জানা নেই। এ অবস্থায় প্রথম কর্মী হয়ে যাবে এ লেনদেনে পুঁজির মালিকের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি। এ সময় সে যদি দ্বিতীয় কর্মীর নিকট পুঁজিপ্রদানকালে নিজের জন্যে লাভের কোনো অংশ নির্ধারণ না করে তবে এ লেনদেন সহীহ হবে। যদি এর বিপরীত সে নিজের জন্যে লাভের এক অংশ নির্ধারণ করে তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু প্রথম কর্মীর পক্ষ থেকে এ মুদারাবা চুক্তিতে পুঁজির বিনিয়োগ হয়নি কাজও করা হয়নি। অথচ মুদারাবাতে লাভের অধিকারী হতে হয় এ দুটির কোনো একটির মাধ্যমে।[১০১]

যদি কর্মী সীমালঙ্ঘন করে যা তার করণীয় নয় তা সে করে ফেলে তাহলে সে হবে দায়বদ্ধ ও জিম্মাদার-এর কারণ সে অপরের সম্পদে তার অনুমতি ছাড়া এ হস্তক্ষেপ করেছে। তাই তাতে কোনো ক্ষতি হলে তাকে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। যেমন লুণ্ঠনকারী তার লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য। তাই যা কেনায় মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি ছিল না তা কেনাবেচায় যদি লাভ হয় তবে তার অধিকারী হবে পুঁজির মালিক। ইবনে কুদামা বলেন, ইমাম আহমদ এ কথা বলেছেন। ইমাম আহমদ-এর পক্ষ থেকে এ রায়ও প্রকাশিত হয়েছে, মালিক ও কর্মী উভয়েই এ পণ্যের লাভ দান করে দেবে। কাজী ইয়ায বলেন, ইমাম আহমদের প্রথম মতটি-লাভের অধিকারী হবে পুঁজিদাতা-এটি হচ্ছে ফয়সালা এবং তার পরবর্তী রায়-উভয়ে এ লাভ দান করে দেবে-তাকওয়া ও পরহেযগারি হিসাবে বলেছেন।[১০২]

তিন. কর্মীকে যখন বলা হবে, তুমি তোমার মনোমতো করো, তার করণীয় কী তা সুস্পষ্টভাবে না বলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার করণীয়

(الثَّالِثُ : مَا لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ إِذَا قِيلَ لَهُ اعمل برأيك)

হানাফী আলেমগণ বলেন, কর্মী অপর কাউকে কর্মী নির্ধারণ করে তার সাথে মুদারাবা চুক্তি করা এবং সে হিসাবে তার হাতে পুঁজির টাকা তুলে দেওয়া জায়েয। এমনিভাবে অপর কাউকে মুদারাবার পুঁজিতে শিরকাতে আনান হিসাবে অংশীদার করাও জায়েয। (শিরকাতে আনান হচ্ছে কোনো কারবারে একাধিক ব্যক্তি অংশীদার হওয়া, যাদের প্রত্যেকে সমান অংশের মালিক হওয়া শর্ত নয়।) এমনিভাবে নিজের সম্পদের সাথে মুদারাবার সম্পদ একত্র করাও জায়েয। কিন্তু উপরিউক্ত কাজগুলোর কোনোটিই করতে পারবে না যদি না তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত মত করো।

---

১০১. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৪
১০২. পূর্ববর্তী সূত্র।

www.amarboi.org

অনুমতি ও মুক্ত রায়ের স্বাধীনতা না দিলে এ কাজগুলো মূলত অনুমতি প্রদানের উপযোগী বিবেচিত হয় না। মুদারাবা চুক্তিতে যাকে কর্মী সাব্যস্ত করা হলো সে আবার অপরের সাথে মুদারাবা করলে সেখানে যা বিবেচনা করা হয় তা হচ্ছে, এ মুদারাবা পূর্ববর্তী মুদারাবা তুল্য। যেহেতু কোনো বিষয় তার সদৃশ কোনো বিষয়কে অধীন ও অনুবর্তী করে না, তাই মালিকের অনুমতি না থাকলে এক মুদারাবার অধীনে অপর মুদারাবা সম্পন্ন হবে না।

শিরকাত বা অংশীদার হওয়ার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট। এটি মুদারাবা থেকে ব্যাপক। কোনো বিষয় যেহেতু তার তুল্য বিষয়কে অধীন করতে পারে না, তা থেকে যা বিস্তৃত ও ব্যাপক তাকে তো সেক্ষেত্রে অধীন করতে পারেই না। তাই মালিকের যথেচ্ছ কাজ করার অনুমতি প্রদান ব্যতীত কর্মীর তা করা সহীহ হবে না।

একজনের পুঁজির সাথে অপরজনের পুঁজি মিলানোর ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, এমন করা হলে পুঁজিদাতার সম্পদে অন্যের অধিকার ও কর্তৃত্ব সংশিষ্ট হয়। তাই তা পুঁজিদাতার অনুমতি ছাড়া জায়েয হবে না।[১০৩]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, পুঁজিদাতা যখন কর্মীকে বলে, তুমি তোমার বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করো, তোমার ইচ্ছামাফিক তুমি লেনদেন করো, কর্মী সে অবস্থায় বাকীতে লেনদেন করতে পারবে। এর কারণ, মালিকের কথার ব্যাপকতায় এ ধরনের লেনদেন অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে মালিকের স্বাভাবিক অবস্থাও এ কথাই বোঝায়, সে কর্মীর যে কোনো ধরনের ব্যবসা এবং যে কোনো পদ্ধতিতে তা সম্পাদনে সম্মত রয়েছে। বাকীতে লেনদেন যেহেতু এ ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত, তাই এতেও মালিকের সম্মতি থাকা ধর্তব্য হবে।

ইবনে কুদামা বলেন, আমরা যখন বলি, সে বাকীতে লেনদেন করতে পারবে, তার এ ধরনের বেচাকেনা সহীহ হবে। এ সময় যদি মূল্যের কিছু অংশ হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে কর্মীর সে জন্যে জরিমানা প্রদান আবশ্যক হবে না। তবে যদি কর্মী এক্ষেত্রে চরম শিথিলতা প্রদর্শন করে, যাকে সে চেনে না অথবা যার প্রতি তার আস্থা বিশ্বাস গড়ে উঠেনি যদি তার নিকট বাকীতে পণ্য বিক্রি করে, তাহলে ক্রেতার কাঁধে থাকা মূল্যের দায় থাকবে কর্মীর ওপর (অর্থাৎ ক্রেতা সে মূল্য আদায় না করলে কর্মীকে তা পরিশোধ করতে হবে।) যদি আমরা (পূর্বের কথা না বলে) বলি, কর্মী বাকীতে লেনদেন করতে পারবে না, তাহলে বাকী লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে; যেহেতু যার অনুমতি নেই তা সে করেছে।

---

১০৩. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৯৫; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫

www.amarboi.org

তাহলে তার এ বিক্রি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পণ্য বিক্রি করার সদৃশ হবে, যা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। অবশ্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বিক্রি করলে তা বাতিল হয় না; বরং মূল মালিকের অনুমতির ওপর তা স্থগিত থাকে। তেমনি অনুমতি ছাড়াই বা নিষেধ করার পরও বাকীতে বিক্রি করলে তা মালিকের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল থাকবে। খারকী এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা লেনদেনের অনুমতি না থাকলেও সহীহ হওয়া বোঝায়। যাই হোক, শিথিলতা প্রদর্শন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে দায় থাকবে কর্মীর ওপর, যেহেতু মূল্য হাতছাড়া হলে তা হবে তার শিথিলতার দরুন।

বাজারে স্বাভাবিক যে দাম রয়েছে তা থেকে কম মূল্যে কর্মী কোনো পণ্য বিক্রি করতে পারবে না। বাজারে যে দাম রয়েছে তা থেকে অস্বাভাবিক ও অসহনীয় পরিমাণ বেশি মূল্যে কোনো পণ্য কিনতেও পারবে না। যদি এ ধরনের কাজ সে করে তাহলে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার বেচাকেনা সহীহ বলে গণ্য হবে, কর্মী এ ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে, যেহেতু ক্ষতিপূরণ দ্বারা ক্ষতির প্রতিকার হওয়া সম্ভব। ইবনে কুদামা বলেন, কিয়াস ও যুক্তি হিসাবে এ ধরনের বেচাকেনা বাতিল। কেননা কর্মীকে এ ধরনের লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই এটি তৃতীয় কারো বিক্রির সদৃশ হবে। এক্ষেত্রে পণ্য ফেরত আনা সম্ভব না হলে যা ক্ষতি হবে, কর্মীকে তার দায় বহন করতে হবে। যদি পণ্য ফেরত আনা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই তা ফেরতের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি পণ্যটি ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার মূল্য ফেরতের ব্যবস্থা করতে হবে। পুঁজির মালিক এটি কর্মী ও ক্রেতা যে কারো নিকট চাইতে পারে।

কর্মী যে দেশে রয়েছে সে দেশ ব্যতীত অন্য দেশের মুদ্রা দিয়ে কেনাবেচা করলে সে সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়। এক. এভাবে বেচাকেনা করা জায়েয হবে যদি তাতে কোনো উপকার নিহিত থাকে এবং তাতে লাভ অর্জিত হয়। যেমন জিনিসের বদলে জিনিস কেনা ও বেচা জায়েয। দুই. জায়েয হবে না। ইবনে কুদামা বলেন, এ পরিস্থিতিতে যদি আমরা বলি, এভাবে কোনো বস্তু বিক্রয় করা হলে ক্রেতা তার মালিক হবে না, তাহলে এটি সে মাসআলার অনুরূপ হবে, যখন কর্মী স্বাভাবিক দাম থেকে বেশি বা কমে কেনে বা বেচে। সেক্ষেত্রে কর্মী তার দায় বহন করবে যদি ফেরত সম্ভব না হয়। সম্ভব হলে ফেরতের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি মালিক কর্মীকে বলে, তোমার সিদ্ধান্ত মতো তুমি করো, তাহলে অন্য দেশের মুদ্রা দিয়ে লেনদেন করাও বৈধ হবে।[১০৪]

---

১০৪. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪০-৪৩

www.amarboi.org

চার. কর্মী যা মোটেও করতে পারবে না (مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ أَصْلًا)

ফকীহগণ বলেন, কর্মী হারাম কোনো বস্তু কিনতে পারবে না। যেমন : মৃত জন্তু, রক্ত, মদ ও শুকর ইত্যাদি।[১০৫] এর কারণ, মুদারাবা চুক্তিতে সে সকল কাজেরই অনুমোদন বিদ্যমান যে সব কাজ দ্বারা লাভ অর্জিত হয়। লাভ হবে পণ্য কেনা ও বেচার মাধ্যমে। কিন্তু কেনার পরও যদি মালিক না হওয়া যায় তাহলে তাতে লাভ আসে না। কোনো কিছু কেনার মাধ্যমে মালিক হওয়ার পরও যদি সে তা বিক্রি করতে না পারে তাহলে তাতেও লাভ আসে না। তাই যে সব ক্ষেত্রে লাভ আসবে না সেগুলো অনুমোদনের আওতায়ও আসবে না।

যদি এ সকল হারাম বস্তুর কোনোটি কর্মী কেনে তাহলে তা তার নিজের জন্যে কেনা ধর্তব্য হবে; মুদারাবার পণ্য হিসাবে তা গণ্য হবে না। যদি সে হারাম বস্তু কেনার সময় সে মুদারাবার পুঁজি থেকে মূল্য প্রদান করে তবে তার জরিমানা প্রদান করবে।[১০৬]

মুদারাবা চুক্তিতে অগ্রহণযোগ্য শর্তাবলি (مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ أَصْلًا)

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ মুদারাবা চুক্তিতে অগ্রহণযোগ্য শর্তাবলির প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বিবেচনা করে এগুলোকে দুভাবে বিভক্ত করেছেন : কতক শর্ত মুদারাবা বাতিল করে, কতক বহাল রাখে বাতিল করে না।

তারা এ কথায় একমত, যদি ত্রুটিপূর্ণ কোনো শর্তের দরুন লাভে কার কতটুকু অংশ তা অজানা হয়ে যায় তাহলে তা মুদারাবা বাতিল করে দেবে। কিন্তু যদি শর্তটি লাভের অংশ অজানা বা অস্পষ্ট না করে তাহলে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুন শর্তটিই বাতিল হয়ে যাবে, মুদারাবা সহীহ থাকবে। এটি হানাফীদের অভিমত এবং হাম্বলী আলেমদেরও এটি সর্বাধিক প্রকাশ্য ও গৃহীত মত।

কাসানী বলেন, ত্রুটিপূর্ণ শর্তাবলির ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, কোনো শর্ত যখন কোনো চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তা যদি লাভের পরিমাণে অজ্ঞতা সৃষ্টি করে তাহলে তা চুক্তি বাতিল করে দেবে। কেননা মুদারাবাতে লাভ অর্জন হচ্ছে চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। সে মূল বিষয়ই যদি অজানা থাকে তাহলে তা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। কিন্তু যদি শর্তটি লাভের পরিমাণে অজ্ঞতা সৃষ্টি না করে তাহলে সে শর্তটি বাতিল হয়ে যায়, মুদারাবা চুক্তিটি বহাল থাকে। যেহেতু এটি হচ্ছে এমন চুক্তি, লাভ কজা করার ওপর যার সহীহ হওয়া নির্ভরশীল ও স্থগিত থাকে। তাই যে

---

১০৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৯৮; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৭; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫১

১০৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৯৮

www.amarboi.org

শর্ত চুক্তিতে অতিরিক্ত, যা লাভের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত নয় তা চুক্তি বাতিল করবে না। যেমন মুদারাবার কর্মীর বন্ধক রাখা বা দান করার শর্ত করা। সেই সাথে এ বিষয়টিও এখানে লক্ষণীয়, মুদারাবা হচ্ছে পুঁজির মালিকের পক্ষ হতে কর্মীর প্রতিনিধিত্ব। প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটিপূর্ণ শর্ত হলে তা কার্যকর ও গ্রহণীয় হয় না।[১০৭]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ত্রুটিপূর্ণ শর্ত মোট তিন প্রকার : এক. এমন শর্ত যা মুদারাবার চাহিদা ও মেজাযের পরিপন্থী। যেমন, মুদারাবা বাধ্যতামূলক করা (অথচ এটি ঐচ্ছিক), নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্মী বহাল রাখার শর্ত, যার কাছ থেকে পণ্য কেনা হয়েছে তাকে ছাড়া আর কারো কাছে তা বিক্রি না করার শর্ত করা, পুঁজি দিয়ে পণ্য কেনার পর সে দামে বা তা থেকে আরো কম দামে তা বিক্রি করার শর্ত। এ সকল শর্তই ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিল যোগ্য শর্তাবলি, যেহেতু এগুলো মুদারাবার মূল লক্ষ্যের বিপরীত (যেমন শেষ শর্ত), তা লাভ অর্জনে প্রতিবন্ধক অথবা সে শর্ত মুদারাবা বাতিল করতে বাধা দেয় (যেমন প্রথম শর্ত)। অথচ মুদারাবা ঐচ্ছিক বিষয়, আবশ্যিক নয়।

দুই. যে সকল শর্ত মুদারাবাতে কার কী পরিমাণ লাভ তা বুঝতে বাধা দেয়। যেমন, শর্ত করা হলো, কর্মীর জন্যে লাভের অংশ থাকবে, কিন্তু তা কতটুকু তা বলা হলো না। দু হাজার থেকে এক বা দু থলের মধ্য থেকে এক থলের লাভ কর্মীর জন্যে বরাদ্দ করা। এ সকল শর্ত ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে বাতিল। কেননা, এ ধরনের শর্তে কর্মীর ও মালিকের লাভে কার কতটুকু অংশ তা কারো জানা থাকে না অথবা লাভটা একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। অথচ যথাযথভাবে সম্পাদিত মুদারাবার শর্ত হচ্ছে, তাতে লাভের পরিমাণ উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে।

তিন. যা মুদারাবা চুক্তির জন্যে মঙ্গলজনকও নয়, তার চাহিদা ও দাবির অনুকূলও নয়– এমন বিষয় শর্ত করা। যেমন : কর্মীকে ক্ষতির অংশ প্রদান করা, কর্মী যা কেনাবেচা করে তাতে কর্মীকে জিম্মাদার বানানো অথবা পুঁজি হিসাবে যা দেওয়া হয়েছে তা ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ব্যবসা করা ইত্যাদি শর্ত করা। এসবই হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিলযোগ্য শর্তাবলি।

যে ত্রুটিপূর্ণ শর্ত করার দরুন লাভের পরিমাণ অজানা থাকবে তার প্রেক্ষিতে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ব্যবসায়ে লাভ হচ্ছে মূল উদ্দিষ্ট বিষয়। তাই তাতে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে তা মূল চুক্তিটিকেই ত্রুটিপূর্ণ করে দেবে। তা

১০৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৬

www.amarboi.org

ছাড়া লাভের পরিমাণ অজানা থাকলে সঠিক পরিমাণ লাভ হস্তান্তর করা হবে না। সঠিক পরিমাণ জানা না থাকার দরুন দুপক্ষের দুজন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ধারণা করবে, ফলে মতান্তর ও ঝগড়া পর্যন্ত তা গড়াবে। কর্মীকে মালিক লাভ হিসাবে কত দেবে, কাজ শেষ না করা পর্যন্ত কর্মী তার কিছুই জানবে না। অথচ কোনো লেনদেনে বা চুক্তিতে মতান্তর, ঝগড়া বা অজ্ঞানতায় থাকার পরিস্থিতি তৈরি হলে তা বাতিল হয়ে যায়।

এ ধরনের শর্ত ব্যতীত অন্য সকল ক্রটিপূর্ণ শর্ত সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার দুটি মতের মধ্যে অধিকতর প্রকাশ্য মতটিতে বলেছেন, এ ধরনের শর্ত থাকার পরও চুক্তিটি সহীহ হবে। যেহেতু এটি এমন চুক্তি যার ফলাফল অজানা থাকলেও তা সহীহ হয়। তাই বিবাহ, তালাক বা গোলামের মুক্তিদান ইত্যাদি ফাসেদ শর্ত (ক্রটিপূর্ণ শর্ত) উল্লেখ করা হলেও চুক্তি বহাল থাকবে; বাতিল হবে না। কাজী ইয়ায ও আবুল খিতাব তাদের অপর মতটি বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে, এ ধরনের শর্ত মুদারাবা চুক্তি বাতিল করে দেবে। যেহেতু শর্তটি ক্রটিযুক্ত, তাই তা চুক্তিটিকে ক্রটিপূর্ণ করে দেবে।[১০৮]

নিম্নে আমরা কতক ফাসেদ শর্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি

এক. ব্যবসা কাজে মালিকের অংশগ্রহণের শর্ত করা (شَرْطُ اشْتِرَاكِ الْمَالِكِ فِي الْعَمَلِ)

হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী আলেমদের এবং হাম্বলী আলেমদের মাঝে ইবনে হামেদ ও কাজী ইয়ায-এর মত হচ্ছে, যদি ব্যবসাকাজে মালিকের অংশগ্রহণের শর্ত করা হয় তাহলে তা মুদারাবা বাতিল করে দেবে। এর কারণ, মুদারাবাতে প্রদত্ত পুঁজি হচ্ছে আমানত। তাই অন্য আমানতের ন্যায় পুঁজি কর্মীর হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমানত রাখা সম্পন্ন হবে না। এ অবস্থায় যদি পুঁজিদাতার ব্যবসায়িক কাজে অংশগ্রহণের শর্ত করা হয় তাহলে পুঁজি কর্মীর হাতে হস্তান্তর এবং তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে দেওয়া বাস্তবায়িত হবে না। যেহেতু কাজ করার প্রেক্ষিতে পুঁজিতে তারও নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকবে, যা পূর্ণ হস্তান্তরে বাধার সৃষ্টি করবে।[১০৯]

তবে হাম্বলী ফকীহদের গৃহীত মত ও মাযহাব হচ্ছে, যে পুঁজি সরবরাহ করবে এ উদ্দেশ্যে যে, তা নিয়ে সে এবং অপর ব্যক্তি ব্যবসা করবে, তাতে যা লাভ হবে তা তাদের দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে, সে চুক্তি সহীহ হবে।[১১০]

---

[১০৮]. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭০-৭১

[১০৯]. হাশিয়া শালাবী বিহামিশ তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ৫৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬০৯; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩০৯-৩১০

[১১০]. আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩২

www.amarboi.org

দুই. নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদানের শর্ত করা (شَرْطُ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرِّبْحِ)

সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, উভয়ের জন্যে অথবা দুজনের কোনো একজনের জন্যে লাভের নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্ত করা হলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। যেমন তারা শর্ত করল, তাদের দুজনের কোনো একজনকে, পুঁজিদাতাকে বা কর্মীকে, লাভ হিসাবে একশ দিরহাম দেওয়ার পর অবশিষ্ট লাভ অপরজনকে দেওয়া হবে, তাহলে তা জায়েয হবে না; তাই মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা মুদারাবা হচ্ছে এক প্রকার অংশীদারি। এ অংশীদারি হচ্ছে অর্জিত লাভে। কিন্তু এখানে যে শর্ত আলোচিত হলো তা দ্বারা অংশীদারির অবলুপ্তি ঘটতে পারে। কেননা,এমন হতে পারে উলিখিত পরিমাণ লাভই অর্জিত হয়েছে, তাহলে সবটুকু লাভ একজনের হাতে চলে যাবে, তখন অপরজন কিছুই পাবে না। তখন অংশীদারিও বাস্তবায়িত হবে না। ফলে মুদারাবাও বাস্তবায়ন করা যাবে না।[১১১]

তিন. পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্মী দায়ী থাকার শর্ত (اشْتِرَاطُ ضَمَانِ الْمُضَارِبِ عِنْدَ التَّلَفِ)

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন, যদি কোনোভাবে পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়, তাতে কর্মীর পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি বা অবহেলা প্রদর্শিত না হলেও কর্মীকে এ জন্যে দায়ী থাকতে হবে- এরূপ শর্ত করা হলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।[১১২]

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের লিখিত গ্রন্থাদি অধ্যয়নেও এ কথাই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তারা সে সব গ্রন্থে বলেন, কর্মীর হাতে যে পুঁজি তুলে দেওয়া হয় তা আমানত। আমানতদারের কোনো শৈথিল্য বা অবহেলা প্রদর্শন ব্যতীত যদি আমানত বিনষ্ট বা বিলীন হয়, তাহলে তাকে সে জন্যে দায়ী করা হয় না। তাই পুঁজি বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্মীকে সেজন্যে দায়ী করা যেমন আমানতের হিসাবের বিপরীত, তেমনি মুদারাবার চাহিদারও পরিপন্থী।[১১৩]

মুদারাবার সময় বেধে দেওয়া বা শর্ত দ্বারা শর্তায়িত করা : (توقيت المضاربه او تعليقها)

মুদারাবা সময় দ্বারা সীমিত করা বা কোনো শর্ত দ্বারা শর্তায়িত করা জায়েয কি-না, তা নিয়ে ফকীহগণ মতপার্থক্য করেছেন। নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

---

১১১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৫-৮৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮২; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৮

১১২. আল-ফাতাওয়া আল-আনকারাভিয়্যা, খ. ২, পৃ. ২৩২; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮৭; ইবনে আব্দিল বার প্রণীত আল-কাফী, খ. ২, পৃ. ১১২; মুদ্রণ : মাতবাআ হাসসান।

১১৩. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২২

www.amarboi.org

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এবং গৃহীত মত ব্যক্তকালে হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মুদারাবা সীমিত রাখা সহীহ্ ও যথাযথ। যেমন, পুঁজির মালিক কর্মীকে বলল, এই পুঁজি দিয়ে আমি তোমার সাথে মুদারাবা করছি এক বছরের জন্যে। এভাবে সীমিত করা জায়েয। কারণ, মুদারাবায় এক প্রকার সম্পদ (নগদ অর্থ) নিয়ে নানা লেনদেন সম্পাদন করা হয়। অন্য সকল সম্পদ হস্তান্তর ও নিয়ন্ত্রণে মেয়াদ নির্ধারিত থাকে, তাই অর্থ সম্পদেও তেমন মেয়াদ নির্দিষ্ট হওয়া হবে যথাযথ ও স্বাভাবিক। তা ছাড়া মুদারাবা চুক্তিতে পুঁজির মালিক কর্মীকে তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করে। প্রতিনিধিত্ব সময়ে সীমিত হতে পারে, তেমনি মুদারাবা সময়ে সীমিত হবে।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ আরো বলেন, পুঁজিদাতা যদি কর্মীকে বলে, তুমি মুদারাবা হিসাবে এই টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে এক মাস, এর পরে তা হয়ে যাবে কর্জ, তাহলে তা সহীহ্ হবে। অতএব, নির্ধারিত সময়ের পর পুঁজির অর্থ বহাল থাকলে তা কর্জ বলে গণ্য হবে। যদি নির্ধারিত মেয়াদ (যেমন আলোচিত উদাহরণে তা এক মাস) অতিক্রান্ত হলে দেখা যায়, নগদ অর্থ হাতে নেই, বরং তার পরিবর্তে রয়েছে দ্রব্যসামগ্রী, তাহলে কর্মীর সে দ্রব্য নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা কর্তব্য। তাই সে সেই দ্রব্য বিক্রি করবে। এভাবে যখন তার হাতে অর্থকড়ি আসবে তা কর্জ হয়ে যাবে। এটি এজন্যে, এভাবে সম্পদ বিক্রি করে তা কর্জে রূপান্তর করাতে কখনো পুঁজিদাতার কোনো উদ্দেশ্য থাকে। তাই তার উদ্দেশ্য যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা হবে।

ফকীহগণ আরো বলেন, মুদারাবা চুক্তি কোনো শর্ত দ্বারা ঝুলন্ত করাও সহীহ্, তা ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ও হতে পারে। যেমন বলা হলো, যখন মাসের সূচনা হবে এই সম্পদ দিয়ে মুদারাবা কারবার করবে। এভাবে কর্মীকে মুদারাবা পদ্ধতিতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তাই তাকে এভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া সহীহ্ হবে, যেমন প্রতিনিধি নিয়োগে এ ধরনের শর্ত উল্লেখ করা সহীহ্ হয়।[১১৪]

মালেকী ও শাফেয়ী আলেমদের মত হাম্বলীদের এক মত। তা হচ্ছে, মুদারাবা সময় দ্বারা সীমিত করাও জায়েয নয়, কোনো শর্ত দ্বারা ঝুলিয়ে দেওয়াও জায়েয নয়। যদি শুরু ও শেষ সময় বলে কাজের মোট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় অথবা শুধু শুরু সময় বা শেষ সময় বলা হয় তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। যেমন বলা হলো, এখন থেকে এক বছর মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করো, যখন অমুক সময় আসবে তখন তুমি মুদারাবা শুরু করবে ইত্যাদি। এভাবে বলা হলে

---

১১৪. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৯৯; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ২১; কাশশাফুল-কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১২; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩০

www.amarboi.org

মুদারাবা বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, তাতে কর্মীকে বাধা প্রদান করা হয় যা মুদারাবা পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে যাওয়ার পরিপন্থী। তা ছাড়া মুদারাবা চুক্তিতে কোনো বিষয় অজানা থাকলে তা বাতিল হয়ে যায়। তাই ভবিষ্যতের কোনো কিছুর সাথে মুদারাবাকে ঝুলিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না। যেহেতু তা ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা জানা নেই, ফলে মুদারাবা হবে কিনা তাও অজানা রইল। সেই সাথে আরো লক্ষণীয়, সময় নির্ধারণ করার দরুন মুদারাবার মূল উদ্দেশ্য লাভ করায় বাধার সৃষ্টি হতে পারে। হতে পারে, এ সীমিত সময়ে লাভ হাতে আসবে না, তাহলে মুদারাবা করা হবে নিরর্থক।[১১৫]

পুঁজিদাতার কাজ ও আচরণ (تَصَرُّفَاتُ رَبِّ الْمَال)

পুঁজিদাতা কী করতে পারবে এবং কী করতে পারবে না, তা নিয়ে ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এক. পুঁজিদাতার সাথে কর্মীর লেনদেন করা (مُعَامَلَةُ الْمُضَارِب الْمَالِكَ بِمَال الْمُضَارَبَةِ)

পুঁজিদাতার সাথে কর্মী পুঁজি নিয়ে লেনদেন করার বিষয়টিতে ফকীহগণ মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। হানাফী ও মালেকী আলেমদের মত হচ্ছে, এটি ইমাম আহমদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে, পুঁজিদাতা কর্মীর নিকট থেকে ব্যবসাপণ্য কেনা এবং কর্মী পুঁজিদাতার নিকট থেকে কেনা উভয়টি জায়েয, যদি এ কেনাবেচায় মুদারাবাতে কোনো লাভ না হয়, তবুও এ ধরনের কেনাবেচা জায়েয। এর কারণ, পুঁজিদাতার মুদারাবার সম্পদে/পুঁজিতে রয়েছে মালিকানা, কিন্তু তাতে তার পরিচালন-ক্ষমতা নেই। বরং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তুল্য। অপরদিকে মুদারাবার সম্পদে কর্মীর রয়েছে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন অধিকার, কিন্তু তাতে নেই তার মালিকানা। তাই মালিকানা না থাকার ক্ষেত্রে তার অবস্থান তৃতীয় ব্যক্তি তুল্য। এভাবে একের মালিকানা এবং অপরের নিয়ন্ত্রণ না থাকার প্রেক্ষিতে তাদের দুজনের কাছেই মুদারাবার সম্পদ হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তির সম্পদতুল্য। তাই তারা উভয়েই একে অপরের নিকট থেকে তা কিনতে পারে।

মালেকী আলেমগণ পুঁজির মালিক কর্মীর নিকট থেকে মুদারাবার পণ্য কেনার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেন, তাতে উদ্দেশ্য যথাযথ ও ভালো থাকতে হবে। কর্মী ও তার মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটার পূর্বেই লাভের এক অংশ গ্রহণ করার জন্যে এ পণ্য ক্রয় মাধ্যম হবে না। তাই কর্মীর নিকট থেকে পুঁজিদাতা সেভাবেই পণ্য কিনবে

---

১১৫. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৮৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১২

www.amarboi.org

যেমনটা সে অন্যের নিকট থেকে কেনে, তাতে পুঁজির মালিক হিসাবে কর্মী কোনো পক্ষপাতিত্ব ও সুবিধা প্রদান করবে না। আল্লামা বাযী এ সম্পর্কে বলেন, এক্ষেত্রে পুঁজিদাতা নগদ অর্থে কিনুক বা বাকীতে, আচরণ একইরূপ করতে হবে। দুসুকী বলেন, চুক্তি সম্পাদনকালে পুঁজির মালিক তার কর্মীর নিকট থেকে পণ্য ক্রয়ের কোনো শর্ত করবে না, শর্ত করা হলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

তারা বলেন, কর্মী পুঁজির মালিকের নিকট থেকে পণ্য কিনতে পারবে নিজের জন্যে, মুদারাবা ব্যবসার জন্যে নয়।[১১৬]

শাফেয়ী আলেমগণ এবং হানাফী মাযহাবের যুফার বলেন, কর্মী তার মালিকের সাথে মুদারাবার পণ্য বেচাকেনা করবে না। অর্থাৎ মালিকের নিকট সে বেচবে না, যেহেতু তাতে নিজের সম্পদের বিনিময়ে নিজের সম্পদ বিক্রি করা হবে, যা জায়েয নয়। কিন্তু যদি কর্মী মালিকের নিকট থেকে কিছু কেনে নগদ অর্থে বা বাকীতে, তাহলে তাতে কোনো নিষেধ নেই। অবশ্য তাতে মুদারাবা ভেঙ্গে যাবে। তাই যদি কর্মী তার মালিকের নিকট থেকে কিছু কেনে মুদারাবা বহাল রাখার শর্ত করে, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। শামস রাম্লী এ কথাগুলো তার পুস্তকে উল্লেখ করে বলেছেন, মালিকের নিকট মুদারাবার পণ্য বিক্রিতে যে নিষেধাজ্ঞা, তাতে লাভ হোক বা না হোক পার্থক্য হবে না।

কর্মী তার মালিকের সাথে মুদারাবার পণ্য ব্যতীত অন্য সামগ্রী নিয়ে বেচাকেনা করতে পারে। যদি কোনো পুঁজিদাতার কর্মী থাকে দুজন, তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা করে, তাহলে দুটি মতের মাঝে যেটি সর্বাধিক সহীহ্ তা হচ্ছে, তাদের একজন অপরজনের নিকট থেকে কিছু কিনতে পারবে না।[১১৭]

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, কর্মী তার মালিকের নিকট থেকে মুদারাবার পণ্য কিনতে পারবে না, যদি মুদারাবা ব্যবসাতে লাভ হয়। কেননা কর্মী তার মালিকের সাথে এ ব্যবসার লাভে অংশীদার। যদি তাতে লাভ প্রকাশিত না হয় তাহলে মালিকের নিকট থেকে কেনা সহীহ্ হবে। মিরদাভী সঠিক ও অনুসরণীয় মত হিসাবে এ কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কর্মীর মালিকের নিকট থেকে কেনা যেন প্রতিনিধি মূলব্যক্তির নিকট থেকে কেনা। তাই কর্মী পুঁজির মালিকের নিকট থেকে কিনতে পারে অথবা মালিকের অনুমতি নিয়ে নিজেই নিজের নিকট থেকে তা কিনতে পারে।

---

১১৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫২৬-৫২৮; আত তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯

১১৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৩১; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০১

www.amarboi.org

পুঁজির মালিক মুদারাবার পণ্য থেকে নিজের জন্যে কিছুই কিনতে পারবে না। মিরদাভী বলেন, এটিই মাযহাবে গৃহীত মত। কেননা, মুদারাবার পণ্য তারই মালিকানাধীন বস্তু। তাই তার তা কেনা হবে প্রতিনিধির নিকট থেকে মূল ব্যক্তির পণ্য কেনার মতো, যা জায়েয নয়।

মিরদাভী রিআয়াতাইন ও আল, হাভী আস-সাগীর গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেন, সর্বাধিক সহীহ্ মতে মুদারাবার পণ্য থেকে মালিক কিছুই কিনতে পারবে না।[১১৮]

মুদারাবায় মুরাবাহা (লাভে বিক্রয়) (الْمُرَابَحَةُ فِي الْمُضَارَبَةِ)

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, মুরাবাহা বা লাভে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফিকহী মূলনীতি হচ্ছে, যে বিষয় বাস্তবিক বা বিধানগতভাবে কোনো পুঁজিতে পরিবৃদ্ধি ঘটায় তাকে পুঁজির অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। সে সব পুঁজিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিক্রি করার সময় 'আমার কেনা এতো' না বলে বলতে হয় 'আমার এটিতে খরচ পড়েছে এতো' তাহলে মিথ্যা বলা থেকে মুক্ত থাকা যায়। এর বিপরীত যে সকল বিষয় বাস্তবিক বা বিধানগতভাবে পুঁজিতে পরিবৃদ্ধি ঘটায় না, সে সব পুঁজির অন্তর্ভুক্তও হয় না।[১১৯]

কাসানী বলেন, পুঁজিদাতা ও কর্মীর মাঝে মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় জায়েয। তাই পুঁজিদাতা কর্মীর নিকট থেকে পণ্য কিনে তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করবে। এমনিভাবে কর্মী তার পুঁজির মালিকের নিকট থেকে পণ্য কিনে তা মুরাবাহা ধারায় বিক্রি করবে। তবে দুটি মূল্যের মাঝে যেটি কম সে দামে বিক্রি করতে হবে। তবে যদি বিষয়টি প্রকাশ্য থাকে তবে যেমন খুশি দাম ধরতে পারবে। বিষয়টি এমন এজন্যে যে, কর্মীর নিকট থেকে মালিকের কেনা এবং মালিকের নিকট থেকে কর্মীর কেনা জায়েয হওয়া কিয়াসের ব্যতিক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা পুঁজির মালিক যা কিনছে তা সে তারই সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ কিনছে। কর্মী তার নিকট যা বিক্রি করছে তা মালিকেরই অন্য সম্পদের বিপরীতে সে বিক্রি করছে। এভাবে এ কথাই প্রকাশিত হলো, কেনাবেচার উভয় সম্পদ একজনের-পুঁজির মালিকের। কিয়াস এ ধরনের বেচাকেনা নাজায়েয বলে আখ্যায়িত করে। তবে এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস (ইসতেহ্‌সান)-এর মাধ্যমে এ লেনদেন জায়েয বলা হয়। সে সূক্ষ্ম কিয়াস হচ্ছে, সম্পদে একজনের মালিকানা থাকলেও নিয়ন্ত্রণ তার হাতে নয়। অন্যজনের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তাতে তার মালিকানা নেই। তাই এ দুজনের মাঝে

---

১১৮. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১৫-৫১৬; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯

১১৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৩০১

www.amarboi.org

কেনাবেচা জায়েয হবে, মূল ব্যক্তি ও প্রতিনিধি এবং এমন ধরনের অন্য কারো বেলায় তা জায়েয হবে না। অন্যের বেলায় ধরা হবে যেন বেচাকেনাই হয়নি।

তা ছাড়া মুরাবাহা বিক্রিতে সচরাচর বিক্রেতা কোনো দলিল-প্রমাণ রাখে না। তাই তার কর্তব্য অপরাধ ও ত্রুটি থেকে দূরে তো সে থাকবেই; এমনকি অপরাধের সন্দেহ হয় এমন কাজ থেকেও যথাসম্ভব দূরে থাকবে। কিন্তু মালিক ও কর্মীর মাঝে বেচাকেনা হলে তাতে মিথ্যা সন্দেহ ও অপবাদ জোড়ালোভাবে উত্থিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমন হতে পারে, মালিক কর্মীর কাছে কোনো পণ্য বাজারে থাকা মূল্য থেকে বেশি মূল্যে বিক্রি করেছে, তাতে কর্মী রাজী থেকেছে, কোনো আপত্তি করে নাই। যেহেতু অন্যের সম্পদ দিয়ে বদান্যতা প্রদর্শন খুব সহজ। এভাবে অন্যায় ও অপরাধের অপবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেচাকেনার আলোচনায় অপরাধের অপবাদ সত্যিকার অপরাধের তুল্য (তাই সত্যিকার অপরাধের মতোই অপবাদও সমান গুরুত্বের সাথে ধর্তব্য হয়।) আর তাই দু মূল্যের মাঝে যা কম তা ধার্য করে মুরাবাহার ভিত্তিতে বেচাকেনা করা জায়েয হবে। তবে যদি তারা শুরুতেই ফয়সালা করে নেয়, তাহলে ফয়সালা মাফিক যে কোনো মূল্য ধার্য করে তারা বেচাকেনা করতে পারবে। যেহেতু এখানে বাধা ছিল অপবাদ, যা আলোচনার মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে।[১২০]

মুদারাবায় শুফআ (الشُّفْعَةُ فِي الْمُضَارَبَة)

হানাফী আলেমদের মত, কর্মী যদি কোনো বাড়ি খরিদ করে, যে বাড়ির পাশের বাড়ির মালিক মুদারাবা চুক্তির পুঁজিদাতা, তাহলে প্রতিবেশী হিসাবে পুঁজিদাতা সে বাড়িতে শুফআ (আগে কেনার অধিকার) দাবি করতে পারে। কেননা, কর্মী যদিও কেনার মাধ্যমে তার সত্যিকার মালিক হয়েছে, কিন্তু পুঁজির মালিক তাতে শুফআ দাবি করার দরুন তাতে যেন কর্মীর কোনো অধিকার নেই। যদি কর্মীর তাতে অধিকার থাকত তাহলে মালিক কর্মীর মালিকানা মোটে দূর করতে পারত না। বরং তার কাছ থেকে মালিককে কিনে নিতে হতো।

যদি কর্মী মুদারাবার পণ্য হিসাবে কোনো বাড়ি বিক্রি করে, তার পাশের বাড়ি পুঁজিদাতার, তাহলেও সে শুফআ দাবি করতে পারবে না। সে বাড়ি বিক্রিতে লাভ হোক বা না হোক। যখন লাভ হবে না তখন মালিক শুফআ দাবি করতে পারবে না এ কারণে যে, কর্মী এ বাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে মালিকেরই প্রতিনিধি। যখন বিক্রির প্রতিনিধি কিছু বাড়ি বা জমি বিক্রি করে মূল ব্যক্তি তা শুফআ দাবি করে নিতে পারে না। যদি বিক্রিতে লাভ হয় তখনও শুফআ দাবি করতে পারবে না, যেহেতু বাড়িটির এক অংশ পুঁজিদাতার মালিকানায়, কর্মী সে অংশটুকু তার

১২০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০২; আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৯১

www.amarboi.org

প্রতিনিধি হয়ে বিক্রি করেছে। অপর অংশ কর্মীর মালিকানা, তাতে যদি পুঁজিদাতা শুফআ দাবি করে তাহলে যে লোক এ বাড়িটি কিনছে তার কেনাটা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। তা ছাড়া লাভ হিসাবে বাড়ির যে অংশ রয়েছে তাতেও শুফআ দাবি করা যাবে না, যেহেতু মূল পুঁজির বিপরীতে যে অংশ তাতেই শুফআ দাবি করা যাবে না, লাভ তো তার অনুবর্তী; তাই তাতে সে সুযোগ মোটে থাকবেই না।

যদি পুঁজির মালিক তার কোনো বাড়ি বিক্রি করে মুদারাবার পণ্য হিসাবে, কর্মী ইতোমধ্যে তার পাশের বাড়িটি কিনেছে, এ অবস্থায় কর্মীর হাতে যদি মালিকের বাড়ি কেনার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে তবুও সে ঐ বাড়িটিতে শুফআ দাবি করবে না; যেহেতু মুদারাবার পণ্যে পুঁজিদাতার মালিকানা থাকে। এখন শুফআ দাবি করা হলে বাড়িওয়ালার বাড়িতে বাড়িওয়ালারই শুফআ দাবি করা হবে যা বৈধ নয়। যদি কর্মীর হাতে বাড়িটি কেনার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে তাহলে যদি ঐ বাড়িটিতে কোনো লাভ না থাকে তাহলে শুফআ দাবি করা সঠিক হবে না। যেহেতু বাড়িওয়ালার প্রতিনিধি হিসাবে তা নেওয়া হবে। যদি তাতে লাভ থাকে তাহলে কর্মী তা তার নিজের জন্যে কিনে নিতে পারে, যেহেতু ঐ বাড়িতে তারও অংশ রয়েছে। তাই সে বাড়িওয়ালার বাড়িতে শুফআ দাবি করতে পারে।

যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি মুদারাবার পণ্য হিসাবে কেনা বাড়ির পার্শ্ববর্তী বাড়ি কেনে, এ সময় কর্মীর হাতে যদি মূল্য পরিশোধের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে তাহলে সে মুদারাবার পণ্য হিসাবে তা কিনতে শুফআ দাবি করতে পারে। যদি সে শুফআর দাবি ছেড়ে দেয় তাহলে শুফআ দাবি করার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু পুঁজিদাতা তা নিজের জন্যে কেনার ইচ্ছায় শুফআ দাবি করতে পারবে না। এর কারণ, এখানে শুফআ দাবি করার সুযোগ এসেছে মুদারাবার পণ্য থাকার কারণে। যেহেতু মুদারাবার পণ্যে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে কর্মীর, তাই সে মুদারাবার পক্ষ থেকে শুফআ দাবি করতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ দাবি করতে পারবে না। কর্মী যদি শুফআর দাবি ছেড়ে দেয় তাহলে তা তার এবং পুঁজিদাতার উভয়ের পক্ষ থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

যদি এ সময় কর্মীর হাতে বাড়ি কেনার পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে তাহলে দেখতে হবে বাড়িটিতে লাভ হবে কিনা। যদি বাড়ি কেনায় লাভ থাকে তাহলে তাতে পুঁজিদাতা ও কর্মী উভয়েই শুফআ দাবি করতে পারে। দুজনের একজন ছেড়ে দিলে তাতে দুজনের ছেড়ে দেওয়া হবে না, তাই অপরজন শুফআ দাবি করে পুরোটা বাড়ি একাই নিজের জন্যে কিনে নিতে পারবে। কিন্তু যদি সে বাড়ি

www.amarboi.org

কেনায় লাভ না থাকে তাহলে তা শুধু পুঁজির মালিক নিতে পারবে। কর্মী নিতে পারবে না, যেহেতু লাভ না থাকায় তাতে কর্মীর কোনো অংশ থাকে না।[১২১]

হাম্বলী মাযহাবের মিরদাভী বলেন, যদি কর্মী মুদারাবার পণ্য হিসাবে থাকা বাড়ির এক অংশ কেনে, অথচ সে বাড়িতে তার কর্মী হিসাবে অংশ রয়েছে, সে কি তাতে শুফআ দাবি করতে পারে? এর উত্তর দুভাবে হতে পারে। এক. মুগনী-এর গ্রন্থকার এবং তার ভাষ্যকার বলেছেন, যদি পণ্যটিতে লাভ না হয় অথবা লাভ হলেও আমরা যদি বলি, সে লাভ প্রকাশিত হলে তার মালিক হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে মাসআলা দুটি রূপ হতে পারে। এক. লাভের মালিক হওয়ার পর কর্মী মুদারাবার পণ্য কেনার ভিত্তিতে শুফআ দাবি করতে পারবে। দুই. আবুল খাত্তাব এবং তার অনুসারীগণ বলেছেন, এখানেও দু ধরনের মত ব্যক্ত করা হয়েছে : এক. শুফআ দাবি করে তা নিতে পারবে না। মাসআলা আলোচনার শুরুতেই মুগনী -এর গ্রন্থকার এটি বর্ণনা করেছেন। দুই. শুফআ দাবি করে সে নিতে পারবে। তার অংশে যাকাত ফরজ হওয়ার ভিত্তিতে এ মাসআলা নির্গত হয়েছে। এ সময় সে হয়ে যাবে তাতে অংশীদার, নিজের এবং তার অংশীর উভয়ের পক্ষ থেকে সে তা নিয়ন্ত্রণ করবে। নিজের জন্যে পুঁজিতে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাতে অপবাদ দূর হয়ে যায়। এভাবে একথা সাব্যস্ত হয়, লাভ প্রকাশিত হওয়ার সাথে মাসআলাটি সম্পৃক্ত এবং তা সর্বদা আবশ্যিক।[১২২]

কর্মী বা মালিক একাধিক জন (تَعَدُّدُ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ)

ফকীহগণ এ কথায় একমত, পুঁজির মালিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একাধিক ব্যক্তিকে কর্মী বানাতে পারে। সে প্রত্যেক কর্মীকে আলাদা করে পুঁজি প্রদান করবে। তারা প্রত্যেকেই একা একা সে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করবে, কারো সাথে কেউ অংশীদার হবে না।

তারা সবাই একথায় একমত, পুঁজির মালিক একই সাথে একাধিক ব্যক্তিকে এক ব্যবসাতে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত করতে পারে। তাদের হাতে সে নির্দিষ্ট পুঁজি তুলে দিলে তারা সম্মিলিতভাবে তা দিয়ে ব্যবসার নানা কাজ সম্পাদন করবে, কেনাবেচা এবং সে সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করে তারা করে যাবে।

অধিকাংশ ফকীহ বলেন, একাধিক পুঁজিদাতা এক ব্যক্তিকে কর্মী হিসাবে নিয়োগ করতে পারে। তারা তাদের পুঁজি তার হাতে সমর্পণ করবে, সে সকলের পক্ষ থেকে ব্যবসার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবে। এক্ষেত্রে মালেকী ও হাম্বলী

---

১২১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০১

১২২. আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭

www.amarboi.org

আলেমগণ একটা শর্ত আরোপ করেন। তা হলো, প্রথমে যে ব্যক্তি তাকে পুঁজি দিয়েছে তার কাজে যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

অধিকাংশ আলেমের মতে, যখন একাধিক ব্যক্তি কর্মী হিসাবে কাজ করবে, তাতে লাভ হতে প্রাপ্য অংশ কতটুকু তা শর্ত হিসাবে শুরুতেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মালেকীদের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, প্রত্যেককে তার কাজের হিসাব করে লাভের অংশ থেকে প্রদান করা হবে।[১২৩]

এখানে তৃতীয় একটি পন্থা বর্ণনা করেছেন মাওয়ারদী। তিনি বলেন, পুঁজিদাতা ও কর্মী উভয়ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি হতে পারে। তাহলে তার রূপটি হবে : একাধিক ব্যক্তি একত্রে একাধিক ব্যক্তিকে কর্মী হিসাবে নিয়োগদান করা।[১২৪]

কর্মীর দখল ও নিয়ন্ত্রণ (يَدُ الْمُضَارِب)

ফকীহদের সকলের মত, মুদারাবা চুক্তিতে কর্মীর হাতে যে সম্পদ দেওয়া হয় তাতে তার আমানত হিসাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মূলধন ধ্বংস হলে বা ক্ষতির শিকার হলে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় না। অবশ্য কর্মীর পক্ষ থেকে শিথিলতা বা সীমালঙ্ঘন প্রকাশিত হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যেমন প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রয়েছে।[১২৫]

আল্লামা মাউসেলী বলেন, যখন মূলধন কর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হয় তা আমানত বলে গণ্য হয়; যেহেতু কর্মী তা মালিকের অনুমতিক্রমে কব্জা করে। সে যখন সে পুঁজি দিয়ে কেনাকাটা করে, সে হয়ে যায় মালিকের প্রতিনিধি। কেননা, সে অন্যের সম্পদ তার অনুতমতিক্রমে ব্যবহার করে। যখন তাতে লাভ প্রকাশিত হয়, তাতে কর্মীর জন্যে যে অংশ নির্ধারণ করা হয় সে অংশের অধিকারী হয়। এভাবে সে লাভের মধ্যে অংশীদার হয়, কাজের বিপরীতে যে অংশ প্রদানের শর্ত করা হয়েছে সে সে অংশের মালিক হয়।

আল্লামা কাসানী বলেন, কর্মী যদি মালিকের শর্ত লঙ্ঘন করে তবে সে লুণ্ঠনকারীর তুল্য হয়ে যায়। তার কাছে যে পুঁজি রয়েছে তা তার নিরাপত্তায় থাকে, সে তা ফেরত দিতে দায়বদ্ধ থাকে। এ অবস্থায় ব্যবসায়ে লাভ হলে তা

---

১২৩. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৯০ ও ১০০; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ২৯৬; আল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২১৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৫-৩৬

১২৪. আল-মুদারাবা, আবুল হাসান মাওয়ারদী প্রণীত, পৃ. ২৭৮

১২৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৭; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫২৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৪

www.amarboi.org

পুরোটাই হয় কর্মীর, যেহেতু পুঁজি তার দায়িত্বে রয়েছে। কিন্তু আবূ হানিফা ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে তা কর্মীর ভোগ করা বৈধ হবে না। আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে তা ভোগ করা বৈধ হবে।[১২৬]

মালেকী আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজির মালিক শর্ত আরোপ করে যে, কর্মী কোনো উপত্যকায় নামবে না বা রাতের বেলা মাল-সামানা নিয়ে সফর করবে না অথবা নৌপথে ভ্রমণে যাবে না অথবা মালিক কোনো কারণে পুঁজি দিয়ে কোনো পণ্য কিনতে নিষেধ করে, তাহলে এ ধরনের শর্ত করা এবং নিষেধ করা জায়েয হবে। যদি কর্মী মালিকের কথা অমান্য করে এবং এ সময় যদি পুরো মূলধন বা তার একাংশ বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়, তাহলে কর্মী তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। যদি সে দুঃসাহস দেখায়, নিষেধাজ্ঞার ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং নিরাপদই থাকে, ঘটনাক্রমে তাকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তা ছাড়া অন্য কোনো কারণে ক্ষতির শিকার হতে বাধ্য হয়, যে উপত্যকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে তাতে যেতে সে বাধ্য হয় অথবা রাতে বা সমুদ্রপথে সফর করতে বাধ্য হয় এ ছাড়া তার গত্যন্তর না থাকে, তাহলে তাতে সম্পদহানী হলেও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১২৭]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি কর্মী সীমালঙ্ঘন করে বা যা তার করা সঙ্গত নয় তা করে, যা কিনতে নিষেধ করা হয়েছে তা কেনে, তাহলে অধিকাংশ ফকীহদের মতে সে দায়বদ্ধ থাকবে অর্থাৎ ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এর কারণ, সে অন্যের সম্পদে তার অনুমতির বাইরে কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেছে, তাই তাকে লুণ্ঠনকারীর ন্যায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।[১২৮]

যথাযথ মুদারাবার প্রভাব প্রতিক্রিয়া

যথাযথ মুদারাবাতে কর্মী যে সকল বিষয়ের হকদার ও যোগ্য হয়

মুদারাবা যথাযথ নিয়মে সম্পন্ন হলে কর্মী তার শ্রমের বিপরীতে দুটো বিষয়ের হকদার হয় : প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় ও খরচ এবং নির্ধারিত লাভ।[১২৯] এ দুটো বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে :

এক. কর্মীর প্রয়োজনীয় ব্যয় (نَفَقَةُ الْمُضَارِب)

মুদারাবা ব্যবসার ব্যয়সংক্রান্ত আলোচনায় ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

---

১২৬. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ১৯-২০; আদ-দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ.৪, পৃ. ৪৮৬; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৭

১২৭. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৯৪

১২৮. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৮

১২৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৫

www.amarboi.org

আল্লামা কাসানী বলেন, কর্মী তার কাজের দরুন মুদারাবার পুঁজি থেকে আবশ্যিকভাবে খরচ ও ব্যয় করার অধিকারী হবে। কেননা, ব্যবসায়ে লাভ হতেও পারে, নাও হতে পারে। এ অবস্থায় কোনো বুদ্ধিমান অন্যের সম্পদ নিয়ে সফর করবে, তাতে উপকার ও লাভ হওয়া বা না হওয়া উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে সে শীঘ্র নিজের পক্ষ থেকে ব্যয় নির্বাহ করবে, এমনটি কখনোই হবে না। ফলে মুদারাবা পদ্ধতির চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেউ এ চুক্তি করতে সম্মত হবে না, যদি তাকে প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় নির্বাহের সুযোগ না দেওয়া হয়।

উল্লিখিত অবস্থায় পুঁজিদাতা ও কর্মীর মুদারাবা চুক্তিতে উদ্যোগী হওয়াই মুদারাবার পুঁজি থেকে কর্মী প্রয়োজন পরিমাণ খরচ নির্বাহ করার অনুমতি বলে ধর্তব্য হবে। এভাবে কর্মী প্রচ্ছন্নভাবে খরচ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে, সুস্পষ্ট ভাষায় তাকে অনুমতি প্রদানের মতই এটি যথার্থ বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া এ বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য, সে পণ্য কেনাবেচা করতেই সফর করছে বা এ খরচ করছে, সে এটি স্বেচ্ছাসেবা হিসাবে করছে না, এ খরচ করার বিপরীতে কোনো বদলও তার জন্যে বরাদ্দ করা হচ্ছে না। অতএব, পুঁজি থেকেই কর্মী এ খরচগুলো করবে।

কর্মী এ খরচ পাওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, যে শহরে সে পুঁজি পণ্য সংগ্রহ করেছে সে শহর থেকে তাকে অন্যত্র যেতে হবে। পণ্য সংগ্রহের শহরটি তার নিজের শহর হোক বা না হোক। সে যে পর্যন্ত সে শহর থেকে বাইরে না যাবে, সে পর্যন্ত সে যা কাজ করবে তা তার নিজের সম্পদের জন্যে বলে ধর্তব্য হবে, মুদারাবার জন্যে তা ধর্তব্য হবে না। যদি এ সময় সে পুঁজি থেকে খরচ করে তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা চুক্তিতে উদ্যোগী হওয়ার মাধ্যমে কর্মীকে যে অনুমতি প্রদান করা হয় তা সে শহরে থাকাকালে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এমনিভাবে কর্মী যে শহরের বাসিন্দা সে শহরেই থাকলে তা ব্যবসার জন্যে থাকা বলে গণ্য হবে না, যেহেতু সে এ ব্যবসায়ে জড়িত হওয়ার পূর্বেও এ শহরেই বাস করেছে। তাই শহর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত সে ব্যবসা বাবত কোনো খরচ পাওয়ার উপযুক্ত হবে না। শহর থেকে বের হয়ে সফরের দূরত্বে সে যেতে পারে, আরো কম পথও যেতে পারে। তাই যদি একদিন বা দু দিনের দূরত্বে বের হয়ে যায় তবুও সে খরচ পাবে, যেহেতু ব্যবসা উপলক্ষে সে শহর থেকে বাইরে বের হয়ে গেছে।

কর্মী যে শহরে যাওয়ার জন্যে বের হয়েছে তা যদি তার নিজের শহর হয় অথবা সে শহরে তার পরিবার পরিজন থাকে, তাহলে সে শহরে ঢোকা মাত্র তার ব্যবসা বাবত খরচ প্রদান করা বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, সে শহরে ঢোকামাত্র তার সফর সমাপ্ত বলে ধরা হবে, তার এ আগমন ব্যবসার জন্যে ধরা হবে না।

www.amarboi.org

এর বিপরীত অবস্থা হলে, যে শহরে কর্মী আসছে তা তার নিজ শহর নয়, সেখানে তার পরিজনও থাকে না, বরং সে এ শহরে এসেছে নিছক ব্যবসা উপলক্ষে; তাহলে যতদিন সেখানে সে অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্তই সে খরচ পাবে, এমনকি পনের দিন বা তার অধিক সময় থাকলেও তাতে কোনো ভিন্নতা আসবে না, যে পর্যন্ত না সে সে শহরে পনের দিন বা তার অধিক থাকার নিয়্যত করবে। কেননা যে পর্যন্ত সে সেখানে পনের দিন বা তার অধিক থাকার নিয়ত না করবে সে পর্যন্তই তার সেখানে থাকা হবে ব্যবসার নিমিত্তে। কিন্তু যখন সে পনের দিন বা তার অধিক থাকার নিয়্যত করবে, তার সেখানে থাকাটা ব্যবসার জন্যে ধর্তব্য হবে না। ফলে সেখানে থাকা তার নিজ শহরে থাকার তুল্য হবে, তাই তাতে খরচ বরাদ্দ হবে না।

যে শহরে বেচাকেনার জন্যে ঢুকেছিল সে শহর থেকে যদি ঐ শহরে যাওয়ার ইচ্ছায় বের হয় যেখানে সে মুদারাবার পণ্য পুঁজি গ্রহণ করেছিল, তাহলে সে শহরে ঢোকা পর্যন্ত সে মুদারাবার পুঁজি থেকে খরচ বহন করতে পারবে। যখনই সে এ শহরে ঢুকবে তা যদি তার নিজের শহর হয় অথবা সেখানে যদি তার পরিবার পরিজন থাকে তাহলে তার খরচ প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে, নতুবা বন্ধ হবে না।

কর্মীর সাথে থেকে যারা তার কাজে সহায়তা করবে তাদের খরচও মুদারাবার পুঁজি থেকেই প্রদত্ত হবে। যেমন, বোঝা বহন করার কুলি, কর্মী বা তার বাহনের সেবক। তাদের জন্যে ব্যয় যেন নিজের জন্যে ব্যয়, যেহেতু তাদের সহায়তা ব্যতীত কর্মীর সফর করা বা অন্যত্র ব্যবসা করাই সম্ভব নয়।[১৩০]

ব্যবসার যে সকল ক্ষেত্রে খরচ করতে হয় সে সব খরচই করা হবে মুদারাবার পুঁজি থেকে। কর্মী নিজের সম্পদ থেকে খরচ করতে পারবে, যে সকল খাতে মুদারাবার সম্পদ থেকে তার নিজের জন্যে ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে। এ সম্পূর্ণ ব্যয় মুদারাবার পুঁজিতে দেনা ও ঋণ হয়ে থাকবে। তাই পুঁজি থেকে সে পরে সে খরচ তুলে নিতে পারবে। এ অধিকার তার এ জন্যে, ব্যবসার জন্যে প্রয়োজনে ব্যয় করা এবং ব্যবসার যাবতীয় পন্থা ও কৌশল চিন্তা করা তার দায়িত্ব। তাই এখন নিজের তহবিল থেকে ব্যয় করার পর পুঁজি থেকে তা নিয়ে নেওয়ার তার অধিকার রয়েছে।

এক্ষেত্রে শর্ত একটিই তা হচ্ছে, পুঁজির স্থিতি। যদি পুঁজি বিনাশ হয়ে যায়, মোটে না থাকে, তাহলে নিজের পক্ষ থেকে খরচ করার পর মূলধন থেকে তা সে তুলতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মদ বলেন, পুঁজিদাতার নিকট থেকে সে তা নিতে পারবে

১৩০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৫-১০৬

www.amarboi.org

না। যেহেতু কর্মীর খরচ প্রদান করা হয় মূলধন থেকে। মূলধন যখন বিনাশ হয়ে যায় তার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন বন্ধক ধ্বংস হলে ঋণও বাদ পড়ে যায়, নেসাব বিলীন হয়ে গেলে যাকাত আর ফরজ থাকে না।

ব্যবসায়ে লাভ হলে এ খরচ হিসাব করে লাভ থেকে কর্তন করা হবে। কিন্তু যদি তখন পর্যন্ত লাভ না হয়ে থাকে তাহলে পুঁজি থেকে তা প্রদান করা হবে। এর কারণ, এ খরচ ও ব্যয় হচ্ছে সম্পদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অংশ। আর নিয়ম হচ্ছে, যা ধ্বংস হবে তা লাভের সাথে যুক্ত হবে। তা ছাড়া যদি এ খরচের খাতটাকে আমরা নির্দিষ্টভাবে পুঁজির সাথে অথবা মালিকের প্রাপ্ত লাভের সাথে সম্পৃক্ত করি তাহলে দেখা যাবে, মালিকের তুলনায় কর্মীর প্রাপ্ত লাভের পরিমাণ বেশি।

এ আলোচনায় খরচ দ্বারা উদ্দেশ্য : কর্মীর পোশাক, খাবার-পানীয়, শোয়ার বিছানা, মজুরের পারিশ্রমিক ও ভাড়া, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবহৃত বাহন জন্তুর খাদ্য ও পানীয়, বাতির তৈল, চুলার লাকড়ি ইত্যাদি। আল্লামা কাসানী বলেন, হানাফী মাযহাবের ফকীহদের উল্লিখিত এ তালিকাতে কোনো দ্বিমত নেই। যেহেতু উপরিউক্ত বিষয়গুলো থাকা কর্মীর জন্যে জরুরি, তাই পুঁজিদাতার পক্ষ থেকে প্রচ্ছন্নভাবে এর অনুমতি থাকা ধর্তব্য হবে। এগুলো ছাড়া আরো যা রয়েছে : ঔষধপত্র, তেল, চুলা, শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন, রক্তে শিঙ্গা লাগানো, দুষিত রক্ত ও রস বের করা ইত্যাদির খরচ, চিকিৎসা বা শারীরিক উপকার লাভের বিভিন্ন পন্থা পদ্ধতি অবলম্বনের খরচ কর্মীর নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করতে হবে। মুদারাবার পুঁজি বা লাভ থেকে তা কর্তন করা যাবে না। কারখী বলেছেন, মুহাম্মদ এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এগুলোও পুঁজি থেকেই নির্বাহ করা হবে।

হাসান ইবনে যিয়াদ আবু হানিফার কথার ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, রক্তে শিঙ্গা লাগানো, চুলে খেজাব লাগানো এবং চুন দিয়ে পালিশ করা ইত্যাদি পুঁজি থেকেই নির্বাহ করা হবে। কিন্তু সঠিক বক্তব্য হচ্ছে, কর্মীর নিজের পক্ষ থেকেই এ খরচ ব্যয়িত হবে : পুঁজি থেকে নয়। এর কারণ, মালিকের পক্ষ থেকে প্রচ্ছন্ন অনুমতি ধর্তব্য হয় সে সব বিষয়ে যেগুলোর প্রচলন রয়েছে, সেগুলোকে পুঁজি থেকে খরচ ধরা হবে। কিন্তু এখন যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রচলন নেই, তাই এগুলো কর্মীর একাই বহন করতে হবে।

বিচারক কর্মীর খরচ প্রদানের ফয়সালা প্রদান করলে তা খাদ্য ও পানীয় এবং পোশাক প্রদান করার ফয়সালা বলে গণ্য হবে, অন্য বিষয়গুলো তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। ফল প্রদান করার ফয়সালা হলে তা দ্বারা সে সব ফল বোঝানো হবে যা খাদ্য চাহিদা পূরণ করে। বিশর বলেন, আমি গোশত সম্পর্কে আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা

www.amarboi.org

করলে তিনি বললেন, কর্মী হওয়ার আগে যেমন খেয়েছে তেমনি এখনও খাবে (অর্থাৎ খেতে পারবে)। এর কারণ এটিও স্বাভাবিক প্রচলিত খাদ্য।

কর্মী যখন সফর শেষে তার নিজের শহরে চলে আসবে তার কাছে খাবার ও পোশাক ইত্যাদি যা এখনো রয়ে গেছে মুদারাবার পুঁজিতে তা ফিরিয়ে দেবে। যেহেতু তাকে খরচ হিসাবে এসব দেওয়া হয়েছিল সফরের জন্যে, এখন যেহেতু সফর শেষ, তাই খরচের অনুমতিও আর এখন বহাল থাকবে না। তাই যা হাতে থাকবে তা ফেরত দিয়ে দিতে হবে।

খরচের পরিমাণ হতে হবে ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রচলিত পরিমাণ। তাতে কোনো ধরনের বাহুল্য করা সঙ্গত হবে না। যদি স্বাভাবিক পরিমাণ অতিক্রম করে যায় তাহলে কর্মী সে অতিরিক্ত পরিমাণের দায় বহন করবে। কেননা খরচ করার অনুমতি স্বাভাবিক প্রচলনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, স্বাভাবিক পরিমাণই এক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে।[১৩১]

মুদারাবা শরীয়সম্মত পন্থায় হলেই কেবল কর্মী খরচ করার অনুমতি পাবে। যেহেতু মুদারাবা ত্রুটিপূর্ণ বা বাতিল হলে কর্মী আর কর্মী থাকে না, সে হয়ে যায় শ্রমিক ও মজুর। মজুরকে কোনো খরচ দেওয়া হয় না, বরং সে তার নিজের খরচ বহন করে।[১৩২]

মালেকী আলেমগণ বলেন, কর্মীর জন্যে জায়েয মুদারাবার পুঁজি থেকে নিজের জন্যে ব্যয় করা, বিদেশে সফরে যাওয়ার সময় সেখানে থাকাকালে এবং সেখানে থেকে ফেরার সময় নিজ এলাকায় ফিরে আসা পর্যন্ত সে খরচ পাবে। যদি তা নিয়ে মালিক ও কর্মীর মধ্যে ঝগড়া হয়, তাহলে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে খরচ প্রদানের ফয়সালা করা হবে :

এক. কর্মী ব্যবসার জন্যে কার্যত সফরে থাকা, সফর শুরু করা বা অধিক মূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে সফর শুরু করা আবশ্যক হওয়া। নামায কসর হওয়া পরিমাণ সফর না হলেও তা এখানে সফর বলে গণ্য হবে। খরচ হিসাবে প্রদত্ত হবে : খাবার, পানীয়, বাহন, বাসস্থান, গোসলখানা, রক্তে শিঙ্গা লাগানো ও কাপড় ধোয়া এবং এ ধরনের যে সব বিষয় প্রচলিত রয়েছে। নিজ এলাকায় ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বাভাবিক প্রচলিত পরিমাণ খরচ তাকে প্রদান করা হবে।

এ শর্ত দ্বারা এ কথাই বোঝা গেল, সফরে না গেলে খরচ বাবদ কর্মী কিছুই পাবে না। লাখ্মী বলেন, কর্মী পূর্বে যে পেশায় জীবিকা উপার্জন করত তা থেকে

---

[১৩১]. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৬-১০৭

[১৩২]. আদ-দুররুল মুখতার।

www.amarboi.org

সে যে পর্যন্ত বিরত না হবে তাকে ব্যয়নির্বাহের জন্যে কিছু দেওয়া হবে না। হয়তো পূর্বে কর্মীর কোনো পেশা ছিল, তা দিয়ে তার ভরণপোষণ চলত। এখন মুদারাবার দরুন সে তা বাদ দিলে তাকে মুদারাবার পুঁজি থেকে খরচ প্রদান করা হবে। আবুল হাসান বলেন, এ বিষয়টি বিশেষ গুরুতপূর্ণ।

দুই. অধিক মূল্য পাওয়ার জন্যে কর্মী এখন যে শহরে যাচ্ছে সেখানে তার স্ত্রী রয়েছে, সে তার স্ত্রীর সাথে রাত কাটানোর সুযোগ পাবে– এমন হবে না। যদি এমন হয় তাহলে তার খরচ প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে, যেহেতু তাকে আর তখন মুসাফির ধরা হবে না। যেন সে তার নিজ শহরেই রয়েছে, এমন ভাবা হবে। তবে যদি এ বিষয়টি পথিমধ্যে ঘটে তবে তাতে এ কর্মীর খরচ প্রদান বাদ পড়বে না।

তিন. খরচের পরিমাণ অধিক হওয়া, যা কেবল পুঁজি দ্বারাই প্রদান করা সম্ভব। সামান্য খরচ হলে তা পুঁজি থেকে প্রদান করা হবে না।

চার. সফরটা হতে হবে শুধুই ব্যবসায়ে অধিক মূল্য ও লাভ পাওয়ার লক্ষ্যে। সেই সাথে অন্য কোনো উদ্দেশ্য যদি থাকে, যেমন : সেখানে তার স্ত্রী সন্তান থাকে তাদের সাথে সাক্ষাৎ অথবা হজে যাওয়া বা জিহাদে যাওয়া ইত্যাদি, তাহলে সে মুদারাবার পুঁজি থেকে কোনো খরচ পাবে না। সে সেখানে যাওয়ার সময়ও নয়, সেখানে অবস্থানকালেও নয়। ফেরার সময় খরচের প্রশ্নে দেখা হবে তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা। যদি সওয়াবের কোনো কাজ হয় তাহলে ফেরার সময় ও সে কোনো খরচ পাবে না। যদি সেখানে থাকা তার পরিবার থেকে সে বিদায় নিয়ে আসে তাহলে সে খরচ পাবে। যেহেতু হজ ও উমরা ইত্যাদি কাজগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় তাই তাতে খরচ ধরা হবে না। কিন্তু পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে আসা হবে নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে, তাই সে খরচ পাবে।

যথাযথ খরচ প্রদান করা হবে মুদারাবার পুঁজি থেকে, তা পুঁজিদাতার দায় নয়। তাই কর্মী নিজের পক্ষ থেকে কিছু খরচ করলে তা সে পুঁজি থেকে নিয়ে নেবে; যদি পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেও তা পুঁজির মালিকের নিকট থেকে সে নেবে না। এমনিভাবে যদি পুঁজি থেকেও কর্মীর খরচ বেশি হয়ে যায় তাহলে ঐ অতিরিক্ত অর্থ সে মালিকের নিকট থেকে নেবে না।

কর্মী তার সফরকালে সম্পদের সংরক্ষণকল্পে একজন খাদেম রাখতে পারবে– যদি পূর্ববর্তী শর্ত অনুসারে সে খাদেম খেদমত করার যোগ্য হয়।

কর্মী তার চিকিৎসার ব্যয় খরচের হিসাবে ধরবে না। শিঙ্গা লাগানো, গরম পানি দিয়ে গোসল করা ও মাথা কামানো চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হবে না, খরচের হিসাবে এগুলো ধর্তব্য হবে।

www.amarboi.org

যদি সফর দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয়, তাতে পরনের কাপড় পুরনো হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে, তাহলে কর্মী মুদারাবার পুঁজি খরচ করে পোশাক বানাতে পারবে। যে শহরে সে বাস করে তা প্রবাস থেকে বেশি দূর না হলেও সে এ সুযোগ পাবে। দীর্ঘ দিনের পরিমাণ সাধারণভাবে যা প্রচলিত তা-ই এখানে ধর্তব্য হবে এবং কেবল ব্যবসা উপলক্ষে দীর্ঘদিন সফরে থাকা হলে তা দীর্ঘ সফর বলে গণ্য হবে। এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শর্তগুলোর প্রতি পুরো লক্ষ রাখতে হবে।

খরচ বণ্টিত হবে যদি কর্মী পরিবার পরিজনের কাছে যাওয়া বা কোনো নেককাজে যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনে ও মুদারাবার জন্যে বের হয়। অন্য প্রয়োজন ও মুদারাবার কাজের মধ্যে কোনটি কী পরিমাণ করা হয়েছে, তা বিবেচনা করে খরচ বণ্টন করা হবে। যেমন : তার নিজস্ব প্রয়োজনে খরচ হয়েছে একশ টাকা, মুদারাবার জন্যে সে একশ টাকাই ব্যয় হয়েছে। সে খরচ করেছে একশ টাকা, তাহলে তার অর্ধেক চাহিদার এবং অর্ধেক মুদারাবার বাবদ খরচ বলে ধর্তব্য হবে। যদি মুদারাবাতে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে নিজস্ব প্রয়োজন সারে, খরচ হয় দু'শ টাকা, তাহলে মুদারাবার পুঁজি থেকে দুই তৃতীয়াংশ এবং চাহিদা থেকে এক তৃতীয়াংশ ধর্তব্য হবে।[১৩৩]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, নিজ এলাকায় থাকা অবস্থায় কর্মী কখনো মুদারাবার পুঁজি থেকে খরচ করবে না। তাদের সর্বাধিক প্রকাশ্যমতে কর্মী সফরে থাকাকালেও খরচ বাবদ কিছু পাবে না, যেহেতু লাভে তার অংশ বরাদ্দ রয়েছে। তাই সে আর কিছুর অধিকারী হবে না। তা ছাড়া কখনো খরচ হয়ে যাবে লাভের পরিমাণ, তাহলে পুরো লাভই কর্মীর নেওয়া হয়ে যাবে। কখনো লাভ থেকে খরচ বেশি হয়ে গেলে তাতে পুঁজির একাংশ ব্যয়িত হয়ে যাবে, যা পুঁজি বিনিয়োগের মূল চাহিদার বিপরীত। তাই তারা বলেন, যদি কর্মীকে খরচ দেওয়ার শর্ত করা হয় তাহলে মুদারাবা ফাসেদ ও বাতিল হয়ে যাবে।

তাদের সর্বাধিক প্রকাশ্য মতের বিপরীত মত হচ্ছে, পুঁজি থেকে কর্মীকে খরচ প্রদান করা হবে যেমন প্রচলন রয়েছে তেমন হিসাবে, সফরে থাকাকালে এর দরুন আরো বেশি দেওয়া হবে। যেমন, চামড়ার ছোট মশক, চামড়ার মোজা, দস্তরখান, যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদি। যেহেতু মুদারাবার জন্যে সফর করার দরুন তার এখন নিজস্ব উপার্জন করার কোনো সুযোগ সে পাচ্ছে না। যেমন স্ত্রীকে স্বামী তার বাসস্থানে রাখার দরুন স্ত্রীর কোনো উপার্জন করার সুযোগ থাকে না। তাই স্বামী তার খরচ বহন করে। কিন্তু কর্মী নিজের এলাকায় থাকাকালে নিজস্ব

---

১৩৩. আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫৩০-৫৩১; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৭০৫

www.amarboi.org

কামাইয়ের সুযোগ পায়, তাই সেখানে এ সকল বাড়তি খরচ সে পাবে না। প্রথমে লাভ থেকে খরচ নির্বাহ করা হবে। যদি ব্যবসায়ে লাভ না হয়ে থাকে তাহলে খরচও লোকসান হিসাবে পুঁজিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৩৪]

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, মুদারাবার পুঁজি থেকে কর্মীকে কোনো খরচ দেওয়া হবে না, সে ব্যবসার পণ্য নিয়ে বিভিন্ন স্থানে সফর করলেও এ বিধান কার্যকর থাকবে। যেহেতু সে লাভের এক অংশের অধিকারী, তাই আর কিছুরই সে অধিকারী হবে না। সে যদি লাভের অংশ ছাড়া অন্য কিছুর অধিকারীও হয় তাহলে এমন হতে পারে, সে একাই লাভের অধিকারী হবে, যেহেতু এমন হতে পারে, খরচের পরিমাণের অধিক লাভ হয়নি। তবে যদি খরচ প্রদানের শর্ত করা হয় তাহলে তা পালন করা হবে। ইবনে তাইমিয়া বলেন, যদি এলাকায় খরচের প্রচলন থাকে তাহলেও তা পালন করা হবে।

যদি পুঁজির মালিক খরচ প্রদানের শর্ত মেনে তার পরিমাণও ঠিক করে দেন, তাহলে যেহেতু পরে আর ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাই এটিই উত্তম। যদি পরিমাণ নির্ধারণ না করে তা নিয়ে দুজনের মাঝে বিতর্ক ও মত পার্থক্য দেখা দেয়, সাধারণ খাবার ও পোশাক বাবত যে পরিমাণ প্রদানের ধারা প্রচলিত রয়েছে তার সাথে সাদৃশ্য রেখে তাকে খরচ দেওয়া হবে। কেননা বিষয়টি নির্ধারণ না করা হলে স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় সকল বস্তু তার আওতায় আসবে।[১৩৫]

দুই. নির্ধারিত লাভ (الرِّبْحُ الْمُسَمّٰى)

শরীয়তসম্মত ও যথাযথ নিয়মে সম্পাদিত মুদারাবাতে কাজ করার প্রেক্ষিতে কর্মী যা পাওয়ার উপযুক্ত হয় তা হচ্ছে নির্ধারিত লাভ– যদি ব্যবসায়ে লাভ হয়ে থাকে; এ কথায় কারো কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ হয়েছে সময় নির্ধারণে; কখন কর্মী সে লাভের অংশে মালিক হবে?[১৩৬]

হানাফী ও মালেকী আলেমদের অভিমত যা শাফেয়ীদের সর্বাধিক প্রকাশ্য মত, হাম্বলীদেরও এটি একটি মত, লাভ প্রকাশিত হতেই কর্মী তার অংশের মালিক হবে না, হবে লাভ বণ্টন করার পর। আল্লামা কাসানী বলেন, যথাযথ নিয়মে মুদারাবা সম্পাদিত হলে কর্মী তার কাজ করার বিপরীতে লাভের নির্ধারিত অংশের অধিকারী হবে– যদি ব্যবসায়ে লাভ হয়ে থাকে। বণ্টন করার দ্বারা লাভ

---

১৩৪. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৩৩; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৩৫-১৩৬

১৩৫. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১৬-৫১৭; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭২

১৩৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৭

www.amarboi.org

প্রকাশিত হবে। বন্টন বৈধ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, মালিক তার পুঁজি হস্তগত করবে। তাই পুঁজির মালিক পুঁজি কব্জা করার পূর্বে লাভ বন্টন করা সহীহ হবে না। উদাহরণস্বরূপ এক লোক অপরকে অর্ধেক অর্ধেক লাভ বন্টনের শর্তে মুদারাবা ব্যবসা করার জন্যে এক হাজার দিরহাম দিল। সে ব্যবসা করে এক হাজার দিরহাম লাভ করল। এ অবস্থায় যদি লাভ বন্টন করে দুজন নিয়ে নেয়, অথচ এখনো মালিক তার পুঁজি হস্তগত করেনি, তা রয়ে গেছে কর্মীর হাতে; এ সময় তার হাতে থাকা অবস্থায় সে পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে প্রথমেই লাভ বন্টন করে নেওয়াটা তাদের সহীহ হবে না। তাই ধরা হবে, প্রথমে যা বন্টন করা হয়েছে তা ছিল পুঁজি। তার অর্ধেক মালিক হস্তগত করেছে। অপর অর্ধেক কর্মী নেওয়ায় সে তাতে দায়বদ্ধ থাকবে, মালিকের নিকট তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। এভাবে পুরো পুঁজি মালিকের হাতে ফিরে আসবে। মালিক পুরো মূলধন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত লাভের বন্টন সহীহ নয়, তাই তখন সে বন্টন করা সহীহ হয়নি। এখন মালিক পুঁজি নেওয়ার পর লাভটুকু ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ধরা হবে।

এ সম্পর্কে দলিল হচ্ছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন :

مَثَلُ الْمُصَلِّي كَمَثَلِ التَّاجِرِ لاَ يَخْلُصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لاَ تُقْبَلُ نَافِلَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ

নামাযী ব্যক্তি হচ্ছে ব্যবসায়ীর মতো। তার পুঁজি হাতে না আসা পর্যন্ত সে তার লাভ হস্তগত করে না। এমনিভাবে নামাযী লোকের নফল সে পর্যন্ত কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে ফরজ নামায আদায় করে।[১৩৭] এ হাদীসটি স্পষ্টই বুঝাচ্ছে, মূলধন হস্তগত না করা পর্যন্ত লাভে বন্টন ও বিভক্তি সহীহ নয়। তা ছাড়া লাভ হচ্ছে মূলের অধিক। এক্ষেত্রে প্রথমে লক্ষ করা হবে মূল ঠিক রয়েছে কি-না, এরপর দেখা হবে যা তার অধিক। আরো যা লক্ষণীয়, যে পর্যন্ত পুঁজি কর্মীর হাতে থাকবে সে পর্যন্ত মুদারাবার বিধান বহাল থাকবে। তাই লাভ বন্টনের পূর্বে পুঁজি মালিকের হাতে তুলে দিয়ে মুদারাবার সমাপ্তি টানতে হবে। পুঁজি হচ্ছে মূল এবং লাভ হলো তার শাখা। যদি আমরা পুঁজির আগেই লাভ বন্টন করা বৈধ বলে সাব্যস্ত করি, তাহলে মূলের পূর্বে শাখা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা অনুচিত ও অবৈধ।

যেহেতু আগে লাভ বন্টন করা সহীহ নয়, তাই কর্মীর হাতে থাকা অবস্থায় যা ধ্বংস হয়েছে তা বাদ দিয়ে যা তারা বন্টন করেছে তা-ই হবে পুঁজি। সম্পূর্ণ

---

১৩৭. হাদীসটি হযরত আলী রা.-এর বর্ণনা। বায়হাকী তা বর্ণনা করার পর বলেছেন, তাতে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। বায়হাকী, খ. ২, পৃ. ৩৮৭

www.amarboi.org

পুঁজি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া যেহেতু কর্মীর দায়িত্ব, তাই কর্মী লাভ হিসাবে যা নিয়েছে তা ফেরত দিয়ে পুঁজির হিসাব ঠিক রাখবে।[১৩৮]

মালেকী আলেমগণ বলেন, পুঁজি সম্পূর্ণ হাতে না আসা পর্যন্ত লাভে বণ্টন করা হবে না। পুঁজি সম্পন্ন হওয়ার পর যা থাকবে তা বণ্টনের পূর্ব পর্যন্ত মালিকের হাতে থাকবে। মুদারাবা তাদের শর্ত মতই চলতে থাকবে। তারা বলেন, কর্মী মুদারাবা ব্যবসা করছে, অর্জিত লাভ মালিকের হাতে জমা হচ্ছে, মালিক সে পর্যন্ত তা বণ্টন করবে না, যে পর্যন্ত না পুরো পুঁজি নগদ অর্থে ফিরে আসে। আবশ্য সে অবস্থা না হলেও উভয়ে লাভ বণ্টনে একমত হলে তা করতে পারবে। এর কারণ হচ্ছে, পুঁজি নগদ অর্থে রূপান্তর বা উভয়ের সম্মতির পূর্বে যদি লাভ বণ্টন করা হয়, এমন হতে পারে, পণ্য ধ্বংস হয়ে গেছে বা বাজারে তার চাহিদা পড়ে গেছে। ফলে পুঁজির পুরোটা নগদ অর্থে রূপান্তরিত হতে পারেনি। তাহলে মালিকের ক্ষতি হয়ে যাবে। অর্জিত লাভ দ্বারা পুঁজির ক্ষতিপূরণের সুযোগও (তাদের মতে) নেই, ফলে তার ক্ষতি মোচনের কোনো সুযোগ থাকবে না।

যদি দুজনের কোনো একজন পুঁজি নগদ অর্থে রূপান্তর হওয়ার আগ্রহ ও দাবি জানায়, তাহলে বিচারক যাচাই করে দেখবেন এটি এখনই করা শ্রেয় না পরে। তিনি যা বিবেচনা করবেন তা-ই করবেন। যদি পণ্য থাকাবস্থায়ই তারা লাভ বণ্টনে সম্মত থাকে, তাহলে তারা তা করতে পারে, সেক্ষেত্রে যে যেটি নেবে তার কাছে সেটি বিক্রি বলে গণ্য করা হবে।[১৩৯]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন– এটিই সর্বাধিক প্রকাশ্য মত, মুদারাবার কর্মী তার পরিশ্রমের বিপরীতে লাভের মালিক হবে সম্পদ বণ্টনের পর (অর্থাৎ প্রথমে পুঁজি পৃথক করার পর লাভ চিহ্নিত করে তা শর্ত মত বণ্টন করার পর কর্মী তার অংশের মালিক হবে।) কেবল লাভ প্রকাশিত হলেই কর্মী তাতে মালিক হবে না। নতুবা লাভ প্রকাশিত হলেই যদি কর্মী তাতে মালিক হয়ে যায় তাহলে সে হয়ে যাবে অংশীদার। এ অবস্থায় যদি সম্পদের কিছু পরিমাণ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তা পুঁজি ও লাভ উভয়টি থেকে ধ্বংস বলে গণ্য হবে। অথচ বিষয়টি মোটেই এমন নয়, যেহেতু লাভ সর্বদা তার পুঁজিকে রক্ষা করে। তাই এখানেও পুঁজি সুরক্ষিত হওয়ার পর লাভ বণ্টনের পালা আসবে। তাদের অপর মত হচ্ছে, লাভ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে কর্মী তাতে তার অংশের মালিক হয়ে যায়। যেমন মুসাকাত-এ, গাছে ফল হওয়ার পরই তাতে উভয়ের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

১৩৮. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৭-১০৮

১৩৯. আত তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৬৬; আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৭৭

www.amarboi.org

বন্টন করলেই লাভের অংশে কর্মীর মালিকানা স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হয় মূলধন নগদ অর্থে রূপান্তর এবং চুক্তি শেষ করার পর। মূলধন নগদ অর্থে যখনও বদলানো হয়নি, চুক্তিও বাতিল করা হয়নি, তখন চুক্তি বহাল থাকাই ধর্তব্য হবে। তাই যদি আগেই লাভ বন্টন করা হয়, পরে ব্যবসায়ে লোকসান হয় তাহলে বন্টন করা সে লাভ দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা হবে। অথবা মালিক পুঁজিটা নিশ্চিতভাবে পাওয়ার জন্যে এবং চুক্তি বাতিল করার জন্যে পুঁজি নগদ অর্থে পরিবর্তন এবং লাভবন্টন না করেই চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। অথবা শুধু মূলধন নগদ অর্থে বদলানো হবে, অন্য সকল সম্পদ বন্টিত হবে, মালিক তার মূলধন বুঝে নেবে। মালিকের পুঁজি বুঝে নেওয়াই চুক্তি বাতিল বলে ধর্তব্য হবে, ইবনে মুকরী এ কথাই বলেছেন।

যদি মালিক ও কর্মী এ দুজনের কোনো একজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই লাভ বন্টনের দাবি জানায়, অপরজন যদি তা থেকে নিবৃত্ত থাকে; তাহলে তার প্রতি কোনো চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। যদি মালিকই নিবৃত্ত থাকে তাহলে তাকে তো চাপ দেওয়া জায়েজই হবে না, যেহেতু সে বলবে, লাভ মূল পুঁজিকে হেফাজত করে। তাই তুমি আমাকে মূলধন পুরো বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে লাভ দেবো না। যদি দাবি থেকে নিবৃত্ত থাকে কর্মী তাহলে তাকেও চাপ দেওয়া জায়েয হবে না, যেহেতু চাপ দিলে সে বলবে, আমরা পরবর্তী সময়ে লোকসানে পড়ব না, তার তো নিশ্চয়তা নেই। যদি পড়ি তাহলে তো যা নেব তা আবার ফেরত দিতে হবে।

যদি ব্যবসা থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে লাভ বন্টন করে তবে তা জায়েয হবে। যেহেতু নিবৃত্ত থাকা তাদের অধিকার, তারা নিবৃত্ত না থাকলে কারো কিছু বলার নেই। যদি লাভ বন্টন করে নেওয়ার পর ব্যবসাতে লোকসান হয় তাহলে কর্মী যা নিয়েছে তা অবশ্যই ফেরত দেবে। যেহেতু মালিককে সম্পূর্ণ পুঁজি বুঝিয়ে দেওয়ার পর সে লাভ হাতে পাওয়ার অধিকারী হয়।[১৪০]

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, মুদারাবা ব্যবসাতে লাভ প্রকাশিত হলেই কর্মী তা থেকে লাভ নিতে পারবে না। তবে সে মালিকের অনুমতি পেলে নিতে পারবে, তা নিয়ে তাদের মাঝে কোনো বিতর্ক নেই। তাদের যে মতটিতে ফতোয়া, যা শাফেয়ীদের অধিক প্রকাশ্য মতের বিপরীত মত তা হলো, কর্মী তার প্রাপ্য লাভের অংশের অধিকারী হবে লাভ প্রকাশিত হতেই, তা বন্টনের পূর্বে। হাম্বলীদের অপর একটি মত হচ্ছে, কর্মী তার অংশের অধিকারী হবে হিসাব করে পুঁজি নগদ অর্থে রূপান্তর করে ব্যবসা সমাপ্তি ঘোষণা করার পর লাভ বন্টন এবং তা কব্জা করার পূর্বে। ইবনে তাইমিয়্যাসহ অনেকে এ মতটি পছন্দ করেছেন।

---

১৪০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৭

www.amarboi.org

মিরদাভী বলেন, কাজী ইয়ায এবং তার ছাত্রদের নিকট মুদারাবাতে লাভ পরস্পর ভাগ বণ্টন করে নিলেই তাতে কর্মীর মালিকানা স্থির হয়; ভাগ বণ্টন না করা পর্যন্ত তা স্থির হয় না। কিন্তু তার ছাত্রদের মাঝে ইবনে আবি মুসা ও আরো কজনের মত হচ্ছে, হিসাব নিকাশ পরিপূর্ণ হলেই লাভে কর্মীর মালিকানা নির্দিষ্ট হয়। আবু বকর এই মতটিতে দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, ইমাম আহমদ-এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে এই মতটি ব্যক্ত হয়েছে।[১৪১]

মুদারাবার সম্পদে প্রাপ্ত বৃদ্ধি (الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ)

মুদারাবার সম্পদে লাভ ব্যতীত বৃদ্ধি হস্তগত হলে তার বিধান সম্পর্কে শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, গাছের ফল, চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা এবং আরো সকল বস্তু যা মুদারাবার পণ্য থেকে ব্যবসা ছাড়াই অর্জিত হয়, সর্বাধিক সহীহ মত অনুসারে এগুলোর অধিকারী হবে পুঁজির মালিক। কেননা, ব্যবসাপণ্যে কর্মী বেচাকেনা করার মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণে এ বৃদ্ধি লাভ হিসাবে অর্জিত হয়নি। বরং এ বৃদ্ধি সংঘটিত ও সৃষ্ট হয়েছে মূল পণ্য থেকে, কর্মীর কোনো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ছাড়াই। তবে যদি মুদারাবার পণ্য থেকে পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি না ঘটে, বরং বৃদ্ধিসহ পণ্য কেনা হয়, যেমন গর্ভবতী জন্তু বা ফলন্ত গাছ কেনা হলে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতে, গর্ভবতী জন্তুর নবজাতক বাচ্চা এবং গাছের ফল ইত্যাদি মুদারাবার পণ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এ সম্পর্কে শাফেয়ীদের অপর মতটি হচ্ছে, ব্যবসার পণ্য থেকে অর্জিত এ সকল বস্তু কেনার সময় থাকুক বা কেনার পর অর্জিত হোক এগুলো মুদারাবার পণ্য বলে গণ্য হবে, যেহেতু কর্মী মূল পণ্য ফলের গাছ বা চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদি কেনার দরুনই এ বৃদ্ধিগুলো হস্তগত হয়েছে।[১৪২]

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, এ সম্পর্কে সঠিক মত তা-ই যা মিরদাভী বর্ণনা করেছেন, বিবাহের মহর, গাছের ফল, পারিশ্রমিক, ভাতা, রক্তপণ, জরিমানা ইত্যাদির ন্যায় জন্তুর সদ্যোজাত শাবক প্রাপ্তিও লাভের অন্তর্ভুক্ত। আল ফুরু গ্রন্থে তিনি লিখেন, এখানে অপর একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।[১৪৩]

মুদারাবার সম্পদ ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ (جَبْرُ تَلَفِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَخَسَارَتُهُ)

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, কর্মী পুঁজি নিয়ে কোনো কাজ করতে গিয়ে, তা দিয়ে নানা পণ্য কেনাকাটা করতে গিয়ে যদি সে লোকসানের শিকার হয় বা আংশিক পুঁজি বিনষ্ট হয়, তাহলে ইতোমধ্যে লাভ হলে তা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা হবে। ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় বা বিনষ্ট হওয়ায় যে পরিমাণ পুঁজি হাতছাড়া হয়ে

---

১৪১. আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬

১৪২. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৩৪-২৩৫

১৪৩. আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৪৭

www.amarboi.org

গেছে লাভ দ্বারা তা পূরণ করা হবে। যদি এখনো লাভ না হয়ে থাকে বা ক্ষতি লাভের চেয়ে অধিক হয়ে থাকে তবে তা পুঁজি থেকে কর্তন করা হবে। প্রতি মাযহাবের আলেমগণই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মাওসিলী বলেন, মুদারাবার সম্পদে যা বিনষ্ট হবে তা অর্জিত লাভ দিয়ে পূরণ করা হবে, যেহেতু এটি হচ্ছে মূল পুঁজির অনুবর্তী; যেমন যাকাতের নেসাবে অতিরিক্ত সম্পদ। যদি ক্ষতির পরিমাণ লাভ থেকে অধিক হয়, তাহলে সে অধিক অংশটুকু পুঁজি থেকে বিয়োগ হবে। এর কারণ, কর্মী এ মূলধনের আমানতদার। তাই তার ত্রুটি ব্যতীত ক্ষতি হয়ে গেলে তাকে তার জরিমানা আদায় করতে হবে না।

যদি মালিক ও কর্মী উভয়ে লাভ ভাগ করে নেয়, মুদারাবা বহাল থাকে, এরপর মূলধনের পুরোটা বা তার এক অংশ যদি ধ্বংস হয় তাহলে লাভ ফিরিয়ে নিয়ে মূলধন পূর্ণ করতে হবে। কেননা লাভ হচ্ছে পুঁজি থেকে অতিরিক্ত অংশ। তাই সম্পূর্ণ পুঁজি যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকার পর অতিরিক্ত অংশের খোঁজ নেওয়া হবে। তাই সে বণ্টনই সহীহ ও যথাযথ হবে না যার পর পুঁজি ধ্বংস হলে লাভ ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

যদি মুদারাবা বাতিল হয়ে যায়, এ অবস্থায় মালিক ও কর্মী লাভ বণ্টন করে নেয়, এরপর তারা আবার মুদারাবার চুক্তি করে– এসময় যদি তাদের পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে হাতে আসা লাভ ফিরিয়ে দিতে হবে না। যেহেতু এটি নতুন মুদারাবা চুক্তি, আগের চুক্তি শেষ হয়ে গেছে, তার ফলাফলও শেষ হয়ে গেছে। কর্মী ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে তার ভাগীদার হওয়ার শর্ত করাও বাতিল।[১৪৪]

ইমাম নববী বলেন, মুদারাবার পণ্যে মূল্যহ্রাস করার দরুন পুঁজিতে যে ক্ষতি সাধিত হবে, তা হবে লোকসান। পরবর্তী সময়ে লাভ অর্জন করে সে ক্ষতি পূরণ করতে হবে। এমনিভাবে পণ্যে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হওয়া অথবা পণ্য প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়া, এগুলোর কারণেও পুঁজিতে হ্রাস ও খেসারতের ঘটনা ঘটতে পারে। যদি পণ্যের এক অংশ (যেমন পশুপাল থেকে কতক পশু বা ব্যবসার বস্ত্র থেকে এক অংশ) ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তা হবে বস্তুগত ক্ষতি। এটি বেচাকেনার মাধ্যমে পণ্যে কর্মী তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের পর হতে পারে। অধিকাংশ আলেম অকাট্যভাবে যা বলেন তা হচ্ছে, যদি আগুনে পুড়ে যাওয়া বা ডুবে যাওয়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিসাধিত হয় তবে তা হবে ব্যবসায়ে লোকসান; লাভ দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

---

১৪৪. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ২০, ২৪-২৫

www.amarboi.org

যদি চুরি ডাকাতি বা লুণ্ঠনের দরুন ক্ষতি হয়, ক্ষতিসাধনকারীর নিকট থেকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করা অসাধ্য ও অসম্ভব হয় তাহলে সেখানে দুটো মত রয়েছে। একদল অবশ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে উভয় মত বর্জন করেন। তবে সর্বাধিক সঠিক ও সহীহ ফয়সালা হচ্ছে, উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রেই লাভ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা হবে।

যদি কর্মী পুঁজি কব্জা করার আগেই পুঁজিতে ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে সেখানে দুটো মত রয়েছে। এক. এটি লোকসান ও খেসারত বলে গণ্য হবে। পরবর্তী সময়ে লাভ করে তা পূরণ করতে হবে। যেহেতু কর্মী তা তার নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর তা মুদারাবার সম্পদ হয়ে গেছে। তবে দ্বিতীয় মত যেটি অধিক সহীহ ও যথাযথ তা হচ্ছে, লাভ থেকে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে না, পুঁজি থেকে কিছু বিনষ্ট হয়ে কমে যাওয়াই ধর্তব্য হবে। কেননা কর্মী তার কাজ করে চুক্তিটিকে এখনো কার্যকর ও শক্তিশালী করেনি।

উপরিউক্ত আলোচনা, যদি আংশিক সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি পুরো মূলধন বা পণ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তা কর্মী কব্জা করার আগে হোক বা পরে, তাহলে মুদারাবা-ই বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি মালিক নিজেই ধ্বংস করে তাহলেও চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অপর কোনো লোক মুদারাবার সম্পদ ধ্বংস করে পুরোটা বা আংশিক, তার কাছ থেকে এর বদলা নেওয়া হবে, মুদারাবা যথারীতি বহাল থাকবে।[১৪৫]

বাহুতী বলেন, যদি কর্মী তার নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর মূলধন সবটুকু বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা পণ্যে খুঁত সৃষ্টি হয় অথবা অসুস্থ হয়ে (দাসদাসী বা পশু পাখি ইত্যাদির) দাম পড়ে যায় অথবা পণ্যের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এসে যায় অথবা বাজারে স্বাভাবিক ভাবেই পণ্যের দাম কমে যায়, এসবই হয় কর্মীর নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় ব্যবসা শুরু হওয়ার পর, তাহলে অবশিষ্ট সম্পদে লাভ হলে তা বণ্টন করার পূর্বে তা দ্বারা সে ক্ষতি পূরণ করতে হবে। নগদ অর্থ দ্বারা অথবা হিসাব করে দেখতে হবে কী পরিমাণ সম্পদ নগদ রূপান্তর করতে হবে। যেহেতু এখানে একটি মুদারাবাই চলমান, তাই মূলধন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কর্মী কিছুই পাবে না।

কর্মী পুঁজি নিয়ে পণ্য কেনাবেচা শুরু করার পূর্বে যদি আংশিক পুঁজি বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অংশে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। অবশিষ্ট পরিমাণই মূলধন হিসাবে আখ্যায়িত হবে। যেহেতু যেটুকু ধ্বংস হয়েছে তা হয়েছে কর্মী তা ব্যবহার করার পূর্বে। তাই কর্মী পুঁজি হাতে নিলেও তা হাতে নেওয়া বলে

---

১৪৫. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৩৮-১৩৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৮-৩১৯

www.amarboi.org

গণ্য হবে না; হাতে নেওয়ার আগে যা ধ্বংস হয় তার সদৃশ হয়ে যাবে। কিন্তু কর্মী তা দিয়ে ব্যবসা শুরু করার পর যা ধ্বংস হয় তা এর বিপরীত। কেননা তা যথারীতি ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে হস্তান্তর হতে শুরু করেছে।

আলেমগণ এ পর্যায়ে বলেন, যে পর্যন্ত পুঁজির ওপর ভিত্তি করে মুদারাবা বহাল থাকবে, অর্জিত লাভ দ্বারা তার ক্ষতিপূরণের ধারাও অব্যাহত থাকবে। যদি এর মাঝে তারা লাভ বন্টন করে নেয়, তবুও লাভ ফেরত নিয়ে ক্ষতিপূরণের নিয়ম ঠিক রাখা হবে। যেহেতু এখানে একটি মুদারাবা চুক্তিই বহাল রয়েছে। চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় লাভ বন্টন করাই তাই নিষিদ্ধ। তবে তারা দুজনে একমত হলে লাভ বন্টন করতে পারবে। দুজনে বন্টনে একমত না হলে চুক্তি বহাল থাকাকালে বন্টন নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়ার কারণ : যদি পুঁজির মালিক বন্টনে অসম্মত থাকে তাহলে তা তার পুঁজি সুরক্ষিত রাখার জন্যে। কেননা, যে কোনো সময় ব্যবসায়ে লোকসান হতে পারে। হলে লাভ দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। যদি লাভবন্টনে কর্মী অনাগ্রহী হয় তাহলে তা এজন্যে যে, যে কোনো সময় তার গৃহীত লাভ ফেরত দিতে হতে পারে, সে সময় তা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এভাবে কোনো একজন আপত্তি করলে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা জায়েয নয়।[১৪৬]

মালেকী আলেমগণ বলেন, মুদারাবা ব্যবসাতে ক্ষতি হলে তা অন্য সময়ের লাভ দ্বারা পূরণ করা হবে, মুদারাবা যথাযথ নিয়মে করা হোক বা ত্রুটির দরুন মুদারাবা বাতিল হলেও তাতে মুদারাবার ফয়সালা করা হোক। কিন্তু যদি মুদারাবা বাতিল হওয়ায় কর্মীকে যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহলে তাতে লাভের অংশ দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা হবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যদি মুদারাবার মূল বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত থাকে তবে তা আর মুদারাবা বলে গণ্য হবে না, তাতে কর্মী লাভ না পেয়ে পাবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক। যদি মূল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, কিন্তু তাতে কোনো এক বা একাধিক শর্ত করা হয়েছে যা মুদারাবার চাহিদার বিপরীত, তাহলে তাকে মুদারাবার সদৃশ বলা হবে এবং মুদারাবার নিয়মেই তাতে লাভ বন্টিত হবে।

যদি কর্মী ও পুঁজির মালিক এ কথা শর্ত করে, লাভ দ্বারা ব্যবসার লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা হবে না, তাহলে সে শর্ত অনুযায়ী কাজ করা হবে না; বরং শর্তটি অর্থহীন বলে পরিত্যক্ত হবে। সাভী বলেন, ইমাম মালেক ও ইবনে কাসেম এর নিকট এটিই গৃহীত মত। বাহরাম এর বিপরীত মত বর্ণনা করেছেন, যা অনেকের সম্মিলিত মত। তারা বলেন, ক্ষতিপূরণের স্থান হচ্ছে পুঁজি, যে পর্যন্ত তারা তার

---

১৪৬. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১৭-৫২০

www.amarboi.org

বিপরীত কোনো শর্ত স্থির না করে। যদি বিপরীত কোনো শর্ত করে তাহলে কর্মী সে শর্ত অনুযায়ী কাজ করবে। বাহ্‌রাম বলেন, এ কথাটি অনেকেই পছন্দ করেছেন এবং এটিই অধিক নিকটবর্তী গ্রহণযোগ্য মত। যেহেতু শর্ত অনুযায়ী কাজ করা স্বাভাবিক রীতি, হাদীসেও তা বলা হয়েছে : اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ মুসলমান সমাজ তাদের শর্ত অনুযায়ী চলবে।[১৪৭] যদি অন্য কোনো হাদীস বা আয়াত তার বিপরীত না হয় তাহলে শর্ত অবশ্যই পালন করা হবে।

তারা আরো বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুদারাবার সম্পদ ধ্বংস হলে লাভ দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করা হবে। যা চোর ডাকাত বা চাঁদাবাজ নিয়ে যায় তার বিধানও এটিই। এক্ষেত্রে কর্মী পুঁজি নেওয়ার পর কোনো কাজ শুরু করার আগে থেকে শুরু করে পুঁজির মালিক কর্মীর নিকট থেকে তার পুঁজি বুঝে নেওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় এ ধরনের ক্ষতি হলেই তাতে এ বিধান কার্যকর হবে। যদি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় মালিক মূল পুঁজি থেকে কম পরিমাণই কর্মীর নিকট থেকে বুঝে নেয়, এরপর তা আবার মুদারাবার পুঁজি হিসাবে প্রদান করে, তাহলে এখন লাভ দিয়ে এ পুঁজি বাড়ানো আবশ্যক হবে না, যেহেতু এটি এখন নতুন মুদারাবা চুক্তি, তার সাথে পূর্বের চুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। যদি প্রথম মুদারাবার আংশিক পুঁজি মালিকের বুঝে পাওয়া বাকী থাকে এবং মালিক তা দাবি করতে থাকে, তাহলে সেখানে লাভ দিয়ে পুঁজির ক্ষতি পূরণ করা হবে। যদি পুরো পুঁজি ধ্বংস হওয়ার পর মালিক তাকে পুনরায় পুঁজি সরবরাহ করে তাহলে এটি হবে দ্বিতীয় মুদারাবা। তাই এর লাভ দ্বারা পূর্বের মুদারাবার ক্ষতির প্রতিকার করা যাবে না।[১৪৮]

শরীয়তসম্মত মুদারাবা হলে মালিক যা কিছুর অধিকারী হয়
(مَا يَسْتَحِقُّهُ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ)

মুদারাবা শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় যথাযথ নিয়মে করা হলে মালিক শর্ত মোতাবেক লাভের অধিকারী হয়– যদি ব্যবসায়ে লাভ হয়। আর যদি লাভ না হয় তাহলে কর্মীর নিকট তার কোনো কিছু পাওনা থাকে না।[১৪৯]

মুদারাবার সম্পদে যাকাত (زَكَاةُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ)

সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, মুদারাবা ব্যবসাতে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় তার মালিক তার যাকাত প্রদান করবে।[১৫০] ব্যবসায়ে যা লাভ হবে তার যাকাত

---

১৪৭. ইমাম তিরমিযী আমর ইবনে আউফ আল মুযানীর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেছেন, حديث حسن صحيح তিরমিযী, খ. ১৩, পৃ. ৬২৬

১৪৮. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৯০ ও ৬৯৯-৭০০

১৪৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৮

www.amarboi.org

নিয়ে ফকীহদের নানা মত হয়েছে, যা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে যাকাত অধ্যায়ে। (দ্রষ্টব্য زَكَاة)

বাতিল মুদারাবার প্রতিক্রিয়া (آثَارُ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَة)

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, মুদারাবা বাতিল বা বিনষ্ট হলে যে সকল বিষয় ধারাবাহিকভাবে সাব্যস্ত হয় সে সব হচ্ছে :

এক. যদি লাভ হয় তবে সবটুকু পাবে পুঁজির মালিক। কেননা লাভ হচ্ছে তার সম্পদে সংঘটিত বৃদ্ধি। কর্মী সে লাভের এক অংশের অধিকারী হয় শর্ত করার প্রেক্ষিতে। সে শর্ত এখন আর কার্যকর থাকবে না, যেহেতু মুদারাবা যখন বাতিল হয়ে যায় তার শর্তগুলোও বাতিল হয়ে যায়। তাই কর্মী এখন আর লাভের অংশ পাবে না, ফলে সবটুকু লাভ চলে যাবে মালিকের হাতে।

দুই. ব্যবসাতে লাভ হোক বা লোকসান, কর্মী তার কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে। এর কারণ, সে যে পরিশ্রম করে তার বিনিময়ে লাভের নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যেহেতু সে শর্ত বাতিল হয়েছে তাই তার সে নির্দিষ্ট অংশও বাতিল হয়েছে। লাভের আলোচনা বাতিল হওয়ার প্রেক্ষিতে এখন তার পরিশ্রম তাকে ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, তাই যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে।

বাতিল মুদারাবা হচ্ছে বাতিল ইজারাতুল্য। ইজারা বাতিল হওয়ার দরুন মজুর পূর্বনির্ধারিত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী থাকে না। সে যথাযথ পরিশ্রম বিবেচনায় পারিশ্রমিক পায়।[১৫১]

হানাফী আলেমদের মতে, কর্মী যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে শর্তহীনভাবে অর্থাৎ ব্যবসাতে লাভ হোক বা না হোক। এটিই তাদের গৃহীত মত। শর্তমত দেওয়া হলে লাভের যে অংশ দেওয়া হতো পারিশ্রমিক তা থেকে বেশি হবে না। মুহাম্মদ রহ. বলেন, পারিশ্রমিক যা-ই হবে তা দেওয়া হবে। তা নির্ধারিত লাভের তুলনায় বেশি বা কম, তা দেখা হবে না। আবু ইউসুফ রহ. বলেন, সম্পদে যদি কোনো লাভ না আসে তাহলে কর্মীকেও কোনো বেতন ভাড়া দেওয়া হবে না। ইবনে আবিদীন বলেন, এভাবে কর্মীকে পারিশ্রমিক প্রদানের বিধান যথাযথ ও সঠিক। নয়তো সহীহ ও সঠিক মুদারাবার তুলনায় বাতিল মুদারাবা হয়ে যাবে বেশি।

---

১৫০. সারাখসী প্রণীত আল-মাবসূত, খ. ২, পৃ. ২০৪; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ১০৮; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ৯৮; আল-কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ৩১; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৩৮

১৫১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৮; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১১-৫১২

www.amarboi.org

এরপর তিনি বলেন, যখন ব্যবসাতে লাভ হয়, তখন তা নিয়ে হয় এ বিতর্ক। কিন্তু যখন লাভ না হবে, হিসাব করে কর্মীকে যথাযথ মজুরি প্রদান করতে হবে, তা যতই হোক। কেননা, লাভ না হওয়া অবস্থায় তার অর্ধেক সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওয়াকেআত গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু ইউসুফ রহ. যা বলেছেন তা ব্যবসাতে লাভ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত, আর মুহাম্মদ যা বলেছেন, পারিশ্রমিক হিসাব করে যা হবে তা-ই দেওয়া হবে, এটি ব্যাপক; লাভ হোক বা না হোক।[১৫২]

মালেকী আলেমদের মুদারাবা সম্পর্কে মূলনীতি হচ্ছে, যে ব্যবসাকর্ম মুদারাবার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে বের হয়ে গেছে তাতে কর্মী পাবে যথাযথ পারিশ্রমিক। যেটি মুদারাবার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রাখবে– তবে তাতে কোনো শর্ত যোগ করা হয়েছে যা মুদারাবার চাহিদার অনুকূল নয়, সেক্ষেত্রে এটি মুদারাবাতুল্য বলে বিবেচিত হবে এবং শর্ত অনুযায়ী লাভ বণ্টিত হবে। তারা বলেন, যখন মুদারাবা বাতিল বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় তখন কর্মীর প্রাপ্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হয়ে থাকে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

এক. কর্মী তার পরিশ্রম হিসাবে পারিশ্রমিক পাবে, সেই সাথে মুদারাবার তুল্য হওয়ার দরুন শর্ত অনুযায়ী লাভ পাবে যদি লাভ হয়ে থাকে। এ ধরনের ফয়সালা হবে যখন পুঁজিদাতা পুঁজি হিসাবে কর্মীকে কিছু দ্রব্য/পণ্য সমর্পণ করে। কর্মী সেগুলো লাভ না করে স্বাভাবিক মূল্যে বিক্রি করে সংগৃহীত মূল্য দ্বারা মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করে। অথবা পুঁজি হিসাবে প্রদত্ত বস্তুটি বন্ধক হিসাবে ঋণদাতার নিকট রয়েছে বা আমানত হিসাবে কারো কাছে রাখা হয়েছে অথবা কারো নিকট ঋণের টাকা পাওনা রয়েছে। পুঁজির মালিক কর্মীকে প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছে, বন্ধক থেকে বা আমানত থেকে তা মুক্ত করার বা ঋণের টাকা ঋণীব্যক্তি থেকে আদায় করার পর তা দিয়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে। অথবা মালিক কর্মীকে স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) অথবা রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) দিয়ে দায়িত্ব দিয়েছে, অন্য কারো সাথে সারাফ বিক্রি করে মুদ্রাগুলো বদলানোর পর তা দিয়ে মুদারাবা ব্যবসা করবে। কর্মী যদি এ কাজগুলো করে, পণ্য বিক্রি করে লাভ ছাড়া স্বাভাবিক মূল্যে, বন্ধক রাখা বস্তু ঋণদাতার নিকট থেকে মুক্ত করে, আমানত রাখা বস্তু তার নিকট থেকে নিয়ে আসে বা ঋণী ব্যক্তির নিকট থেকে ঋণ উসুল করে, স্বর্ণমুদ্রাকে সারাফ বিক্রির মাধ্যমে রৌপ্যমুদ্রা অথবা রৌপ্যমুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরিত করে তবে তাকে এ সকল কাজের পারিশ্রমিক প্রদানের দায়িত্ব পুঁজির মালিকের। এ সকল অবস্থাতে

---

১৫২. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪

www.amarboi.org

...র পর কর্মী সে পুঁজি দ্বারা মুদারাবা ব্যবসা করে, তাই ...র সাথে সাথে মুদারাবার তুল্য হিসাবে সে লাভের অংশও ...াতে লাভ হয়। তবে এটি মালিকের দায়িত্বে থাকে না। যদি ...র তবে কর্মী এ ব্যবসা থেকে কিছুই পাবে না।

দুই. পণ্য দিয়ে কর্মী মুদারাবাতুল্য ব্যবসা করায় লাভের অংশ পাবে। এ ধরনের ফয়সালা হবে যখন লাভের অংশ সম্পর্কে কর্মীর জানা না থাকে অথবা মুদারাবা অস্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় অথবা মুদারাবার শুরু বা শেষ সময় উল্লেখ করা হয় অথবা কর্মীকে লেনদেনে দায়বদ্ধ করা হয় অথবা এমন বস্তু কেনার শর্ত করা হয় যা খুব কম পাওয়া যায়। এ সকল অবস্থায় কর্মী লাভের অংশ পাবে, যদিও ত্রুটির দরুন এটি পূর্ণ মুদারাবা গণ্য না হয়ে হবে মুদারাবাতুল্য। যদি কর্মী তাতে সক্রিয় থাকে এবং তাতে লাভ হয় তাহলে সে লাভের প্রচলিত অংশের অধিকারী হবে। যদি লাভ না হয় তাহলে মালিক কোনো বেতনভাতা দিতে দায়বদ্ধ থাকবে না।

তিন. কর্মী যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে। এ ফয়সালা হবে উপরিউক্ত ত্রুটিপূর্ণ মুদারাবার রূপগুলো ব্যতীত অন্য রূপগুলোতে। যেমন, মুদারাবাতে মালিকের নিয়ন্ত্রণ, মালিকের পরামর্শগ্রহণের বাধ্যকতা, মালিক পরিচালক থাকা, পণ্য সেলাই করা বা ভিন্ন ভিন্ন করার কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া, ব্যবসায় স্থান বা সময় নির্ধারণ করা, ব্যবসায়ে কাউকে অংশীদার বানানো ইত্যাদি মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা এবং করতে বাধ্য করা।

মালেকী আলেমগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারে, যা মুদারাবাতুল্য আর তাই তাতে কর্মীর জন্যে লাভের অংশ, এর সাথে ফাসেদ শর্ত থাকার প্রেক্ষিতে যে কারবারে কর্মী পাবে যথাযথ পারিশ্রমিক এ দুটোতে পার্থক্য নিরূপণ করেন নানা ভাবে :

এক. যা মুদারাবাতুল্য, তাতে লাভ না হলে কর্মী কিছুই পাবে না। কিন্তু যে লেনদেনে কর্মী পারিশ্রমিক পাবে লাভের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। লাভ না হলেও সে পারিশ্রমিক পুরো মাত্রায়ই পাবে, সে ক্ষেত্রে তা মালিকের দায়িত্বে থাকবে।

দুই. যেটি মুদারাবাতুল্য সেটি কাজ শুরু করার আগে ভেঙ্গে দেওয়া যায়, কাজ শুরু করার পর আর সে সুযোগ থাকে না। কিন্তু যে ব্যবসাতে কর্মীর জন্যে পারিশ্রমিক রয়েছে তা যে কোনো সময় ভেঙ্গে ফেলা যায়, তখন পর্যন্ত যতটুকু কাজ সে করবে ততটুকুর পারিশ্রমিক তাকে দেওয়া হবে।

তিন. যখন ব্যবসটি হবে মুদারাবাতুল্য তখন অন্য পাওনাদার থেকে অগ্রগামী থাকবে কর্মী। কিন্তু যখন কর্মী পারিশ্রমিক পাবে সে হবে অন্য পাওনাদারদের

www.amarboi.org

নমুনা। মুদাওয়ানা ও মাওয়াযিয়া গ্রন্থে গ্রহণযোগ্য মত হিসাবে এ কথাই বলা হয়েছে। তবে যদি কর্মীর নিজ হাতে কোনো কাজ করার শর্ত করা হয়, যেমন কর্মী কাপড় সেলাই করবে, এ ধরনের শর্ত করার দরুন মুদারাবা বাতিল হলে সে সময় অন্য পাওনাদার থেকে কর্মী থাকবে অগ্রগামী; যেহেতু সে কেবল কর্মী নয়, সে কারিগরও।[১৫৩]

ফাসেদ মুদারাবাতে যা করা জায়েয

আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা গ্রন্থে আল-ফুসূল আল-ইমাদিয়্যা গ্রন্থের বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে, মুদারাবা যথাযথ ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে কর্মী পণ্য কেনা, বেচা, ভাড়া দেওয়া, পুঁজির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যেমন করতে পারে, মুদারাবা ফাসেদ হলেও করতে পারে।[১৫৪]

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, ফাসেদ মুদারাবাতে কর্মীর সকল কার্যক্রম কার্যকর হয়, যেমন মুদারাবা সহীহ ও সঠিক হলে হয়ে থাকে। এর কারণ, পুঁজির মালিক সহীহ মুদারাবার ন্যায়, ফাসেদ হলেও তাতে কর্মীর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের অনুমতি প্রদান করেছে।

শাফেয়ীগণ আরো বলেন, পুঁজি নগদ অর্থ হওয়ার শর্তের ন্যায় কোনো শর্ত বাদ দেওয়ায় মুদারাবা ফাসেদ ও ত্রুটিপূর্ণ হলেও যদি মালিকের পক্ষ থেকে কর্মীকে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে ফাসেদ হওয়া সত্ত্বেও অনুমতি বলে সে বেচাকেনা ইত্যাদি সকল কিছুই করতে পারবে। এটি ত্রুটিপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের ন্যায়, ত্রুটিপূর্ণ হলেও প্রতিনিধি মূল ব্যক্তির পক্ষ থেকে সকল কাজ করতে পারে। উপরিউক্ত বিধান কার্যকর হবে যদি মালিক পুঁজি হিসাবে তার মালিকানাধীন সম্পদ প্রদান করে। কিন্তু যদি সে প্রতিনিধি হিসাবে বা অভিভাবক হিসাবে অন্যের সম্পদ প্রদান করে অথবা মালিক বা কর্মী কোনো ভাবে ব্যবসা করার অনুপযুক্ত থাকে তাহলে কর্মীর কোনো লেনদেন বা নিয়ন্ত্রণ করা সহীহ হবে না এবং তা বাস্তবায়ন হবে না।[১৫৫]

হানাফী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, মুদারাবা ফাসেদ ও ত্রুটিপূর্ণ হলে তাতে কর্মী কাজ করার দরুন তাকে কোনো জরিমানা আদায় করতে হবে না। যেহেতু

১৫৩. আল-শারহুস সাগীর ও বুলগাতুস সালিক, খ. ৩, পৃ. ৬৮৬-৬৯০; হাশিয়া দুসূকী ও আশ-শারহুস কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৫১৯

১৫৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ২৯৬

১৫৫. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৮-২২৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১১-৫১২

www.amarboi.org

নিয়ম হচ্ছে, মুদারাবা সহীহ হলে যে কাজে জরিমানা নেই, ফাসেদ হলে তাতেও জরিমানা নেই।[১৫৬]

মালিক ও কর্মীতে বিরোধ (اخْتِلَافُ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ)

মালিক ও কর্মীতে নানাভাবে বিরোধ দেখা দিতে পারে। নিম্নে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

এক. মালিক ও কর্মীতে ব্যাপকতা ও সংকোচন নিয়ে বিরোধ

হানাফী আলেমগণ মালিক ও কর্মীতে ব্যাপকতা ও সীমিত হওয়া নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, যদি তাদের মাঝে ব্যাপকতা ও সংকোচন নিয়ে মতবিরোধ হয় তবে যে ব্যাপকতার দাবি করবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটি এভাবে হতে পারে, মালিক ও কর্মীর কোনো একজন দাবি করবে ব্যবসাপণ্য ব্যাপক হওয়ার বা ব্যাপক স্থানে উপস্থিত হয়ে ব্যবসা করার বা যে কোনো লোকের সাথে ব্যবসা করার। অপরদিকে অপরজন দাবি করবে নির্ধারিত এক বা একাধিক পণ্যের, নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবসা করার, নির্দিষ্ট লোকের সাথে ব্যবসা করার। এ সময় যে ব্যাপকতার দাবি করবে তার কথা গৃহীত হবে, যেহেতু তার কথা ব্যবসার উদ্দেশ্যের অনুকূল। তা হচ্ছে লাভ অর্জন। ব্যবসায়ে যত ব্যাপকতা গৃহীত হবে তত লাভের দিক উন্মুক্ত হবে।

যদি ব্যবসার কোনো পর্যায়ে শর্তযুক্ত করা বা শর্তমুক্ত থাকা নিয়ে মতবিরোধ হয় তাহলে যে শর্তমুক্ত থাকার দাবি করবে তার কথা গ্রহণ করা হবে, যেহেতু তার কথা ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য লাভ অর্জনের অধিক উপযোগী।

হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, এ উভয়ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার কথা গ্রহণ করা হবে। বলা হয়েছে, এটি যুফার-এর কথা। তারা এর কারণ হিসাবে বলেন, ব্যবসার অনুমতি মালিকের পক্ষ থেকে আসার দরুনই এ ব্যবসা হচ্ছে, তাই তার কথাই এখানে গৃহীত হবে।

যদি মতবিরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উভয়েই দলিল প্রদান করে, তাহলে মতবিরোধ যদি ব্যাপকতা ও নির্ধারণ নিয়ে হয় তাহলে ব্যাপকতার পক্ষে যে দলিল উপস্থিত করবে তার দলিল গ্রহণ করা হবে। যেহেতু এ দলিল দ্বারা আধিক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অপরদিকে মতবিরোধ যদি শর্তযুক্ত বা শর্তমুক্ত হওয়া নিয়ে সৃষ্টি হয়, তাহলে যার দলিল শর্তযুক্ত অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে তা গৃহীত হবে, যেহেতু তার দলিল আধিক্য প্রতিষ্ঠা করে। এর বিপরীতে শর্তমুক্ত দলিল শর্তের কোনো আলোচনা করে না।

---

১৫৬. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১২

www.amarboi.org

মালিক ও কর্মী দুজনেই সীমিত ও নির্ধারিত হওয়ার ক্ষেত্রে একমত হলেও যদি তাদের নির্ধারণে পার্থক্য হয়। যেমন মালিক বলল, আমি তোমাকে মুদারাবা পদ্ধতিতে গমের ব্যবসা করতে অর্থ দিয়েছি, কর্মী বলল, খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করতে দিয়েছেন, তাহলে সকল ইমামের মতে এক্ষেত্রে পুঁজিদাতার কথা গৃহীত হবে। যেহেতু এখানে ব্যবসার মূল্য উদ্দেশ্য লাভ অর্জনের ক্ষেত্রে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া যাচ্ছে না, তাদের কারো কথায় ব্যাপকতা যেহেতু নেই। তাই এক্ষেত্রে বরাবর হওয়ার পর ব্যবসার পুঁজিপ্রদান ও অনুমতিদানকে প্রাধান্যের দিক বিবেচনা করা হবে। সে হিসাবে পুঁজিদাতার কথা গ্রহণ করা হবে।

যদি দুজনই দলিল প্রদান করে তবে কর্মীর দলিলটি গ্রহণ করা হবে। যেহেতু তার দলিলটি নতুন কোনো বিষয় প্রতিপন্ন করে, মালিকের দলিলটি তা অস্বীকার করে। কেননা মালিকের নতুন কোনো বিষয় প্রতিপন্ন করার আবশ্যকতা নেই, কর্মীর তা আবশ্যক। নতুবা নতুন কোনো কাজের দায় বহন করতে হবে তাকে। তাই সে যা প্রতিপন্ন করবে তা-ই গৃহীত হবে।[১৫৭]

দুই. পুঁজির পরিমাণ নিয়ে মালিক ও কর্মীর মাঝে বিরোধ

যদি মালিক ও কর্মীর মাঝে পুঁজির পরিমাণ নিয়ে বিরোধ হয়, যেমন : মালিক বলল, আমি মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করার জন্যে দু হাজার দিরহাম দিয়েছি, কর্মী বলল, আপনি এক হাজার দিরহাম দিয়েছেন, তাহলে কর্মীর কথাই এ সময় গ্রহণ করা হবে। যেহেতু সে বিবাদী ও অভিযুক্ত এবং পুঁজির আমানতদার। (তাই বাদী দলিল দিতে না পারলে বিবাদীর কথাই গৃহীত হবে।) তা ছাড়া যা কব্জা করা হয়েছে তাতে যে কব্জা করেছে তার কথা গৃহীত হয়, সে আমানতদার হোক বা জামিনদার হোক। যেমনটা সে বাদীর কথা অস্বীকার করলে তা-ই গৃহীত হয়। একজনের সম্পদ অপরজন নেবে না; এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। তার ব্যতিক্রম করে যখন কেউ কারো সম্পদ নেয় তখন সে যা স্বীকার করবে তা-ই গৃহীত হবে। তা ছাড়া মালিক দাবি করছে, কর্মী নির্দিষ্ট পরিমাণ কব্জা করেছে, কর্মী তা অস্বীকার করেছে। কর্মীর কথা গৃহীত হবে, যেহেতু অস্বীকারকারীর কথা গৃহীত হয় (যদি বাদী দলিল বা সাক্ষী না আনতে পারে।) ইবনে কুদামা ইবনে মুনযির-এর কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আলেমসমাজ- যাদের কথা আমরা খুব সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করি- তারা এ কথায় একমত, পুঁজির পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক হলে তাতে কর্মীর কথাই গ্রহণ করা হবে।

---

১৫৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৯; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৩২৩

www.amarboi.org

শাফেয়ী আলেমগণ এ কথার সাথে যা যুক্ত করেন তা হচ্ছে : কর্মীর কথা শোনা হবে যদি ব্যবসায়ে লাভ না হয়। যদি লাভ হয় তবে তাতে দুটো দিক রয়েছে : এক. কর্মীর কথা গ্রহণ করা হবে এবং দুই. উভয়কে অপরের কথা অস্বীকার করে নিজের কথার পক্ষে শপথ করতে বলা হবে। যেহেতু তারা দুজন পরিমাণ নিয়ে ঝগড়ার অন্তরালে প্রাপ্য লাভের পরিমাণ নিয়ে ঝগড়া করছে। তাই তাদের নিজ নিজ বক্তব্য শপথের সাথে বলতে বলা হবে। যেমনটা শর্তকৃত লাভের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক হলে তাদেরকে শপথ করতে বলা হয়। শিরাযী বলেন, এ দুটি মতের প্রথমটিই সঠিক। কারণ, শর্তকৃত লাভের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক মূলত চুক্তির বৈশিষ্ট্য ও ধরন নিয়ে বিতর্ক। তাই তারা দুজনই শপথ করবে। এটি ক্রেতা-বিক্রেতার মূল্যের পরিমাণ নিয়ে বিতর্কতুল্য। সেক্ষেত্রে উভয়কে শপথ করতে হয়। কিন্তু এখানে যা নিয়ে বিতর্ক তা হচ্ছে কী পরিমাণ কব্জা করা হয়েছে। অতএব, যে দাবি অস্বীকার করবে তার কথাই গৃহীত হবে, এটিই স্বাভাবিক। বিক্রেতা পণ্যের মূল্য বুঝে পাওয়ার বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি হলে যেমন বিক্রেতার কথাই গ্রহণ করা হয়।

হানাফী আলেমগণ এক্ষেত্রে আরো কথা যুক্ত করেন। তারা বলেন, যদি পুঁজির পরিমাণ নিয়ে ঝগড়া করার সাথে সাথে লাভের পরিমাণ নিয়েও যদি বিতর্ক হয়, তবে পুঁজির মালিকের কথা কেবল লাভের পরিমাণে গ্রহণ করা হবে, যেহেতু তার পক্ষ থেকে পুঁজি প্রদত্ত হওয়ায় এ উপকার অর্জিত হয়েছে। এ সময় দুজনের যে-ই তার মতের বক্তব্যের পক্ষে দলিল দেবে তার সে দলিলই গৃহীত হবে। যদি উভয়ে দলিল দেয় তাহলে পুঁজি অধিক হওয়ার দাবি- যা পুঁজিদাতার দাবি-তা গৃহীত হবে, যেহেতু তার দ্বারা আধিক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। দুজনে দলিল উপস্থিত করলেও লাভের পরিমাণ সম্পর্কিত কর্মীর দলিলটি গৃহীত হবে। যেহেতু এক্ষেত্রে তার দলিলটিও আধিক্য প্রতিষ্ঠা করে।[১৫৮]

তিন. মুদারাবা চুক্তি সংগঠন নিয়ে পুঁজিদাতা ও কর্মীর মাঝে বিরোধ

মুদারাবা চুক্তি সংগঠন নিয়ে মালিক ও কর্মীর মাঝে বিরোধ নানাভাবে হতে পারে। ফকীহগণ সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ক. পুঁজির সম্পদ মুদারাবা অথবা কর্জ হিসাবে নেওয়ার প্রশ্নে বিরোধ

পুঁজির সম্পদ পুঁজিদাতার নিকট থেকে কর্মী মুদারাবা হিসাবে নিয়েছে না কর্জ হিসাবে, তা নিয়ে যদি মালিক ও কর্মীর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে সেক্ষেত্রে

---

১৫৮. আদ-দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৯২; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১২৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৬; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৮

www.amarboi.org

হানাফী আলেমগণ যা বলেন তা হচ্ছে : যদি পুঁজির মালিক বলে, আমি তোমাকে মুদারাবা চুক্তি করে এ অর্থ সম্পদ দিয়েছি। অপরদিকে কর্মী বলে, তুমি আমাকে ঋণ হিসাবে এ টাকা দিয়েছ। অতএব, এর লাভ শুধুই আমার, তাহলে এক্ষেত্রে পুঁজির মালিকের কথাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। যেহেতু কর্জের কথা বলার মাধ্যমে কর্মী মূলত দাবি করছে, মালিক তাকে এ টাকার মালিক করে দিয়েছে। মালিক তার এ দাবি অস্বীকার করছে। কর্মী যদি দলিল উপস্থিত না করে তাহলে পুঁজির মালিক কেবল কসমের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেই তার এ প্রত্যাখ্যান গৃহীত হবে এবং সে অনুযায়ী রায় হবে। যদি কর্মী দলিল আনে তবে দলীলের ভিত্তিতে তার কথাই গৃহীত হবে।

যদি উভয়েই দলিল উপস্থাপন করে তাহলে এ অবস্থায় কর্মীর দলিলটি গৃহীত হবে, যেহেতু তার দলিলে আধিক্য রয়েছে। তা হচ্ছে, কর্মী দাবি করছে, মালিক তাকে এ অর্থের মালিক করে দিয়েছে। এর বিপরীতে মালিকের দলিলে এ আধিক্য নেই। বরং তার দাবি হচ্ছে, সে কর্মীকে মালিক বানায়নি। তা ছাড়া এ দুটো দলিলে কোনো বৈপরীত্য নেই। বরং এ দুটোই একত্র হতে পারে। তা এভাবে, প্রথমে কর্মীকে মুদারাবা হিসাবে যা দিয়েছে তা পরে কর্জ হিসাবে তাকে প্রদান করেছে।

যদি কর্মী বলে, আপনি আমাকে মুদারাবা হিসাবে দিয়েছেন, মালিক বলল, না আমি তো কর্জ হিসাবে দিয়েছি, তাহলে কর্মীর কথা গৃহীত হবে। যেহেতু দুজনে এ কথায় একমত যে, মালিকের অনুমতিতেই কর্মী এ অর্থ সম্পদ গ্রহণ করেছে। এরপর মালিক টাকাটা কর্জ দাবি করে তার বদল ফেরত নিতে চাচ্ছে, কর্মী তা এখন ফেরত দেওয়া অস্বীকার করছে। এ অবস্থায় মালিক কোনো দলিল উপস্থিত না করলে কর্মীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি মালিক দলিল প্রদান করে তবে তার কথা গৃহীত হবে। যদি দুজনেই দলিল উপস্থিত করে তাহলে মালিকের দলিলটি গৃহীত হবে, যেহেতু সে বদল দাবি করছে, (যা অতিরিক্ত বিষয় প্রতিষ্ঠা করছে।)[১৫৯]

মালেকী আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজির মালিক বলে, আমি তোমাকে মুদারাবা হিসাবে টাকা দিয়েছি। কর্মী বলল, না বরং কর্জ হিসাবে দিয়েছ, তাহলে কর্মীর কথা গৃহীত হবে, যেহেতু মালিক তার এ কথার দ্বারা লাভের দাবি করছে, যা দলিল ছাড়া বিশ্বাস করা হবে না।

---

১৫৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১০

www.amarboi.org

যদি এক লোক অপর লোককে বলে, আমার কাছে তোমার এক হাজার দিরহাম মুদারাবা হিসাবে রয়েছে, অপরজন-টাকার মালিক-বলল, তোমার কাছে আমার যা রয়েছে তা কর্জ, তাহলে টাকার মালিকের কথাই গ্রহণ করা হবে।[১৬০]

শাফেয়ী আলেমদের মতে, শিহাব রামালী যা বলেছেন, যদি মালিক বলে, টাকা দিয়েছি মুদারাবা হিসাবে; কর্মী বলে, কর্জ হিসাবে, সে সময় মূল পুঁজি ও লাভ উভয়টি বিদ্যমান, তাহলে ফতোয়া হিসাবে যা গৃহীত তা হচ্ছে, যে কর্জ হওয়ার দাবি করেছে অর্থাৎ কর্মী তার কথা গ্রহণ করা হবে, যে কারণগুলোর প্রেক্ষিতে : তার একটি হচ্ছে, সে ব্যবসার লাভ নিজের জন্যে নির্ধারণ করতে পারে এই কথা বলে, এটি আমি আমার জন্যে খরিদ করেছি। এ সময় তার কথাই গ্রহণ করা হবে। কর্মীর হাতে পুঁজি ধ্বংস হওয়ার পর যদি তাদের কথা পূর্বের কথার বিপরীত হয়, অর্থাৎ কর্মী বলে, মুদারাবা এবং মালিক বলে, তা কর্জ, তাহলে কর্মীর কথাই বিশ্বাস করা হবে। আনসারী, বাগাভী ও ইবনে সালাহ এ ফতোয়াই দিয়েছেন। এর কারণ মালিক ও কর্মী উভয়েই পুঁজিতে কর্মীর নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোনো জরিমানা বা বদল না দেওয়াই স্বাভাবিক অবস্থা ও কাম্য।

যদি তারা দুজনই দলিল উপস্থাপন করে তাহলে তাতে দুটো মত, তন্মধ্যে যেটি অধিক গ্রহণীয় সেটি হচ্ছে, মালিকের দলিলটি গ্রহণ করা হবে, যেহেতু টাকা সম্পর্কে তার জ্ঞান অধিক।[১৬১]

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, যদি মালিক কর্মীকে ব্যবসার জন্যে পুঁজি প্রদানের পর তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, মালিক বলে, অর্ধেক লাভের শর্তে মুদারাবার জন্যে টাকা দিয়েছি, তাই লাভ আমাদের দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে। অপরদিকে কর্মী বলে, এ টাকা কর্জ হিসাবে নিয়েছি, তাই তাতে যা লাভ হয়েছে তার সবটুকুই আমার, এক্ষেত্রে মালিকের কথা গ্রহণ করা হবে। স্বাভাবিকভাবে পুঁজিতে মালিকের মালিকানা বহাল রয়েছে, তাই সে যা বলেছে তা শপথের সাথে বলবে, তা গ্রহণ করা হবে এবং লাভ তাদের দুজনের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টিত হবে।

যদি তারা দুজনেই দলিল উপস্থিত করে তাহলে তাদের দলিলগুলো পরস্পর বিপরীত হওয়ার প্রেক্ষিতে উভয়টিকে বাদ দেওয়া হবে। ফলে লাভ তাদের মধ্যে অর্ধেক হারে বণ্টন করা হবে। মাহনা-এর বর্ণনায় এ কথাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ফয়সালা এরূপ হওয়ার কারণ, স্বভাবত এখানে পুঁজিতে মালিকের

---

১৬০. আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১২৭

১৬১. আসনাল মাতালিব ও হাশিয়া আর-রামালী, খ. ২, পৃ. ৩৯২

www.amarboi.org

মালিকানা বহাল রয়েছে, তার সাথে লাভও রয়েছে। তবে সে যেহেতু কর্মীর জন্যে অর্ধেক লাভ থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছে, তাই সেটুকু কর্মীকে দেওয়ার পর অবশিষ্টটুকু স্বাভাবিক অবস্থায় বহাল থাকবে। তবে ফতোয়া যে কথায় তা হচ্ছে : কর্মীর দলিল হবে অগ্রগণ্য।[১৬২]

খ. পুঁজি মুদারাবার বা ইবযার হওয়া নিয়ে বিতর্ক

মুদারাবার দু পক্ষ মালিক ও কর্মীর মাঝে পুঁজি নিয়ে মুদারাবা বা ইবযা হওয়া নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, ফকীহগণ তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবযা হচ্ছে, কারো পুঁজি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবা হিসাবে ব্যবসা করে তাকে লাভসহ পুরো পুঁজি ফেরত দেওয়া।

হানাফী আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজির মালিক বলে, আমি তোমাকে এ সম্পদ দিয়েছি ইবযা হিসাবে, কর্মী বলল, অর্ধেক হারে মুদারাবা হিসাবে, তাহলে এক্ষেত্রে মালিকের কথাই গৃহীত হবে। যেহেতু কর্মীর কথা অনুযায়ী এটি মুদারাবা হলে কর্মী শর্তমাফিক লাভের অংশ পাবে। কিন্তু পুঁজির মালিক তাকে এই লাভ দিতে অসম্মত। তাই সে কর্মীর কথা অস্বীকার করেছে। যখন দাবিদার দলিল দিতে পারবে না তখন মালিক শপথ করে লাভ প্রদানের শর্ত অস্বীকার করবে। তা ছাড়া কর্মী অপরের সম্পদে তার কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রকাশ করছে, তাই তার কথা গৃহীত না হয়ে মালিকের কথা গৃহীত হবে।

যদি কর্মী বলে, আপনি আমাকে টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছেন, তাই তাতে যা লাভ হয়েছে তা সবটুকুই আমার, অপরদিকে মালিক বলে, আমি তোমাকে ইবযা হিসাবে দিয়েছি, তাহলে মালিকের কথাই গৃহীত হবে। কেননা কর্মী তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার দাবি করছে, যা মালিক অস্বীকার করছে। তাই মালিকের কথাই গৃহীত হবে। যদি এ বিষয়ে দুজনেই দলিল প্রদান করে তাহলে কর্মীর দলিলটি গ্রহণ করা হবে।[১৬৩]

মালেকী আলেমগণ বলেন, যদি কর্মী মুদারাবা হওয়ার দাবি করে, মালিক বলে, আমি তোমাকে ইবযা হিসাবে দিয়েছি, যেন তুমি তা দ্বারা আমার জন্যে কাজ করতে পার। এ সময় মালিক শপথসহ যে কথা বলবে তা গ্রহণীয় হবে। সে দাবি করবে এটি মুদারাবা নয়, ফলে কর্মীকে পরিশ্রমের যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। সে মুদারাবার লাভ হিসাব করে যা দাবি করছে তা থেকে অধিক না হওয়া পর্যন্ত যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। অবশ্য পারিশ্রমিক হিসাব করে অধিক হলেও সে লাভ

---

১৬২. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২৩-৫২৪
১৬৩. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১০

www.amarboi.org

হিসাবে যা দাবি করেছে তা থেকে অধিক দেওয়া হবে না। যদি কর্মী পুঁজির মালিকের কথা অস্বীকার করে তবে শপথসহ তার অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে, যদি কর্মী সে ধরনের লোক হয় যাদের দ্বারা মুদারাবা করা সম্ভব।[১৬৪]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজিদাতা বলে, পুঁজি ইবযা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এর লাভ এককভাবে আমার। কর্মী বলে, এ পুঁজি মুদারাবা হিসাবে দেওয়া হয়েছে, অতএব এর লাভ আমাদের দুজনের, তাহলে দুজনেই তার প্রতিপক্ষের কথা শপথসহ অস্বীকার করবে। যেহেতু প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষের দাবি অস্বীকার করছে, তাই তারা শপথসহ তা ব্যক্ত করবে। এভাবে যে অস্বীকার করে তার কথা গ্রহণ করা হয়। এখানে উভয়ের কথা গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে, কর্মী তার পরিশ্রমের যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে। অবশিষ্ট সম্পদ পুঁজিদাতার হাতে চলে যাবে, যেহেতু তাতে যা বৃদ্ধি ঘটেছে তা তার সম্পদের অনুবর্তী হিসাবেই ঘটেছে।[১৬৫]

গ. পুঁজি মুদারাবার না-কি লুণ্ঠনের? এ নিয়ে বিতর্ক
(اخْتِلَافُهُمَا فِي كَوْنِ رَأْسِ الْمَالِ مُضَارَبَةً أَوْ غَصْبًا)

হানাফী আলেমগণ বলেন, কর্মী যদি বলে, তুমি এ পুঁজি আমাকে দিয়েছ মুদারাবা হিসাবে। আমি তা নিয়ে কাজ শুরু করার আগেই তা ধ্বংস হয়ে গেছে। অপরদিকে পুঁজির মালিক বলল, তুমি এ টাকা লুট করে নিয়েছ। যদি দলিলহীন কেবল এমন দাবি হয়, তাহলে কর্মীকে এ লুণ্ঠনের অভিযোগের বিপরীতে কোনো জরিমানা আদায় করতে হবে না। কেননা, পুঁজির মালিক জরিমানা অত্যাবশ্যক করে এমন কোনো কারণ তার বক্তব্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অবশ্য তার বক্তব্যে এটুকু স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, তার সম্পদ সে কর্মীকে প্রদান করেছে (তা মুদারাবা হিসাবেই হোক বা লুণ্ঠনের পন্থাতেই হোক।) কর্মীকে প্রদান করা শুধু এতটুকু কথা কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করে না। পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে, পুঁজির মালিক দাবি করেছে, কর্মী তা লুট করেছে। সুতরাং তার বদলা প্রদান করতে হবে, কর্মী তা অস্বীকার করছে। এক্ষেত্রে যে অস্বীকার করে শপথসহ তার এ অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হয়।

যদি কর্মী সে পুঁজি নিয়ে কাজ শুরু করার পর তা ধ্বংস হয় তাহলে সে তা পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকবে। কেননা, অন্যের সম্পদে তার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কর্তৃত্ব বা পরিচালনা প্রদর্শন করা তাতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের

---

১৬৪. আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১২৭; আল-খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২২৪

১৬৫. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৪

www.amarboi.org

কারণ। এখানে পুঁজির মালিক তাকে অনুমতি প্রদান না করা মূলত অর্থ প্রদানেরই অস্বীকৃতি প্রকাশ করছে, তাই তার অনুমতি না থাকায় তার জরিমানা প্রদান করতে হবে। যদি কোনো একজন দলিল আনে তাহলে সে দলিল অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। যদি তারা দুজনেই দলিল উপস্থিত করে তাহলে উপরিউক্ত দুটো অবস্থাতেই পুঁজি নিয়ে কাজ শুরু করার পূর্বে ও পরে কর্মীর দলিলটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তার পুঁজি হাতে পাওয়ার বিষয়টি মালিকের বক্তব্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মালিক তাকে তা দিয়েছে। সেই সাথে মালিকের অনুমতিও সাব্যস্ত হয়েছে কর্মীর আনীত দলিলে।

যদি কর্মী বলে, আমি মুদারাবা ব্যবসা করার জন্যে আপনার কাছ থেকে এ পুঁজি নিয়েছি। এরপর তা নিয়ে কাজ শুরু করার পূর্বে বা পরে তা ধ্বংস হয়ে গেছে। অপরদিকে পুঁজির মালিক বলে, তুমি আমার হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছিলে, তাহলে মালিকের কথাই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। কর্মী সে অর্থের জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে। যেহেতু কর্মী এতটুকু স্বীকার করেছে, সে পুঁজি গ্রহণ করেছে, যা জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের। তাই এর দ্বারা কর্মীর কাঁধে দায় চাপছে। তা থেকে রক্ষা পেতে সে মুদারাবার কথা বলেছে, যা মালিকের অনুমতি বোঝায়। তা সত্য ও সঠিক কিনা তা দলিল প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস্য নয়। তাই এ পর্যায়ে তার কথা গ্রহণ করা হবে না।[১৬৬]

মালেকী আলেমগণ বলেন, কর্মী যখন বলে, আমার হাতে থাকা সম্পদ মুদারাবা হিসাবে অথবা আমানত হিসাবে রয়েছে; মালিক বলছে, তুমি আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ বা চুরি করে নিয়েছ, তখন শপথ করে কর্মী যা বলবে তা গৃহীত হবে। এসময় দলিল প্রদানের পালা মালিকের, যেহেতু সে চুরি ছিনতাই ইত্যাদির দাবি করেছে। তা ছাড়া কেউ কোনো সম্পদ চুরি বা লুট ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন না করাই হচ্ছে স্বাভাবিক, যদিও এ ধরনের লোকের পক্ষে লুট করা বা চুরি করা সম্ভব হতে পারে। তাই দলিল দিয়ে তা সাব্যস্ত করতে হবে।

ঘ. চুক্তি মুদারাবা না প্রতিনিধিত্ব তা নিয়ে বিরোধ

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজিদাতা ও কর্মীর মাঝে মুদারাবা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে বিতর্ক হয়। কর্মী বলে, তুমি আমাকে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসার জন্যে পুঁজি দিয়েছ। পক্ষান্তরে মালিক বলে, আমি তোমাকে প্রতিনিধি হিসাবে টাকা দিয়েছি। এক্ষেত্রে মালিক তার কথা শপথসহ বললে তা সত্যায়ন করা হবে। কারণ মৌলিক অবস্থা হচ্ছে, কাজের বিপরীতে কোনো কিছুই প্রদত্ত হয়

---

১৬৬. আল-মাবসূত, খ. ২২, পৃ. ৯৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৫

www.amarboi.org

না। এক্ষেত্রে কর্মী কাজ করার প্রেক্ষিতে মুদারাবার দাবি করেছে। কিন্তু তার পক্ষে কোনো দলিল না থাকার পরিস্থিতিতে পুঁজির মালিককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে তা অস্বীকার করলে পুঁজি ও লাভ সবটাই মালিকের হাতে চলে আসবে। এ সময় ব্যবসার অংশ হিসাবে অপরকে তার কিছু দেওয়া জরুরি নয়। যদি তারা দুজনেই দলিল উপস্থাপন করে তবে আনসারী যা বলেছেন তা-ই প্রকাশ্য অভিমত, তাহলে কর্মীর দলিলটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, যেহেতু তার দলিলটিতে অধিক জ্ঞাতব্য রয়েছে।[১৬৭]

শিহাব রামলী বলেন, মালিকের কথা শপথসহ গ্রহণ করা হবে। যেহেতু নিয়ম হচ্ছে, মূল বিষয়ে যার কথা গ্রহণীয় মূল বিষয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনায়ও তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সেই সাথে জরিমানার বিধান থেকে রক্ষা করে কারো প্রতি এমন আস্থা না থাকাই স্বাভাবিক।[১৬৮]

ঙ. কর্মী মুদারাবা চুক্তি অস্বীকার করা (جُحُوْدُ الْعَامِلِ الْمُضَارَبَةَ)

হানাফী আলেমগণ বলেন, যদি কর্মী মুদারাবা অস্বীকার করে পুরোপুরিভাবে। অপরদিকে মালিক তাকে মুদারাবা হিসাবে পুঁজি যোগান দেওয়ার দাবি করে, তাহলে কর্মীর কথা গ্রহণীয় হবে। কেননা, পুঁজিদাতা দাবি করছে, সে তাকে পুঁজি দিয়েছে, তা কর্মী কব্জা করেছে। (কিন্তু যেহেতু পুঁজি দাতার কোনো দলিল নেই তাই যখন) কর্মী তা অস্বীকার করছে তার অস্বীকৃতিই গ্রহণ করা হবে।

যদি প্রথমে অস্বীকার করার পর স্বীকার করে, তাহলে আবু ইউসুফ-এর নিকট ইবনে সামাআ শুনেছেন, এমন লোক সম্পর্কে যে অপর একজনকে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করার জন্যে টাকা দেওয়ার পর এখন সে টাকা ফেরত চাইছে। এসময় দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তুমি আমাকে কিছুই দাওনি। এরপর আবার তওবা ইসতেগফার করে বলল, হাঁ তুমি আমাকে মুদারাবা ব্যবসার পুঁজি হিসাবে এক হাজার দিরহাম দিয়েছ, তাহলে এ লোক হবে সেই পুঁজির জিম্মাদার। যেহেতু আমানতদার হিসাবে তার কাছে পুঁজি রাখা হয়েছিল। যদি আমানতদার ব্যক্তি তার কাছে রাখা আমানত অস্বীকার করে, তখন সে হয়ে যায় জিম্মাদার ও দায়বদ্ধ। এমনিভাবে কর্মীও দায়ী থাকবে, এক্ষেত্রে এই বিধান সাব্যস্ত করার কারণ, মুদারাবা চুক্তি অবশ্যপালনীয় কোনো চুক্তি নয়। এটি হচ্ছে নিছক বৈধ ও অনুমোদিত চুক্তি, যা যে কোনো সময় ভেঙ্গে ফেলা যায়। তাই কর্মীর অস্বীকৃতিতে

---

১৬৭. শারহুল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২২৪-২২৫

১৬৮. আসনাল মাতালিব ও হাশিয়া আর-রামালী, খ. ২, পৃ. ৩৯২; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৭

www.amarboi.org

মুদারাবা বাতিল করা বা তুলে ফেলা হবে। মুদারাবা বাতিল ও রহিত হওয়ার পর কর্মীর কাছে যে পুঁজি রয়ে গেছে সে তার জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে। এভাবে মুদারাবা অস্বীকার করার পর যদি কর্মী সে পুঁজি দ্বারা কোনো পণ্য খরিদ করে তবে তা হবে তার নিজের জন্যে, যেহেতু এখন আর মুদারাবা বহাল নেই, তাই পুঁজি ফিরিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। যখন মুদারাবা বহাল ছিল পুঁজিটা তখন ছিল আমানত। যখন মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে, আমানতও বহাল থাকবে না, কর্মী আমানতদার থেকে হয়ে যাবে জামিনদার ও দায়বদ্ধ। যদি এভাবে অস্বীকার করার পর সে স্বীকার করে, তবু দায়বদ্ধ হওয়া বিদূরিত হবে না, যেহেতু অস্বীকৃতির দরুন মুদারাবা বাতিল হয়ে গেছে। এখন স্বীকার করলে সে চুক্তি ফিরে আসবে না, বরং নতুনভাবে মুদারাবা চুক্তি করলে তা কার্যকর হবে।[১৬৯]

চার. কর্মীর কেনা পণ্য মুদারাবার পক্ষ থেকে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, কর্মী যদি বলে : এটি আমি আমার জন্যে কিনেছি। কিন্তু পুঁজিদাতা বলল, তুমি এটি মুদারাবার পণ্য হিসাবে কিনেছ, অথবা কর্মী বলল, এটি আমি মুদারাবার পণ্য হিসাবে কিনেছি, শুনে পুঁজির মালিক বলল, তুমি তা নিজের জন্যেই কিনেছ, তাহলে এ দু অবস্থাতেই কর্মীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এমন তো হতেই পারে, সে কখনো ব্যবসার জন্যে কিছু কেনে, কখনো নিজের জন্যে কেনে। কোন্‌টা কী জন্যে কিনেছে তার ইচ্ছা দ্বারা ভিন্ন করা ছাড়া এ সব পণ্যে ভিন্ন করার কিছু থাকে না। তাই এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেই অবগত হতে হবে। তা ছাড়া এখানে দুজনের মধ্যে মতবিরোধ হচ্ছে ক্রেতার নিয়ত নিয়ে। যে ক্রেতা সে-ই তো তার নিজের মনোবাঞ্ছা ও ইচ্ছা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকবে এবং অন্য কেউ সে সম্পর্কে মোটেও জানবে না। তাই তার ইচ্ছা সম্পর্কে সে-ই বলবে এবং সে যা বলবে তা-ই গৃহীত হবে।

ইমাম নববী উপরিউক্ত দুটি মাসআলাতে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কর্মী বলবে, এটি আমি মুদারাবার পণ্য হিসাবে কিনেছি; শুনে মালিক বলল, তুমি তোমার নিজের জন্যে কিনেছ, তখন ফয়সালা দুভাবে বর্ণিত হয়েছে। যে মতটি প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে, এক্ষেত্রে কর্মীর কথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অপর মতে মালিকের কথাই গুরুত্ব পাবে। এর কারণ, মুদারাবা না হয়ে তার নিজের জন্যে কেনাই হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু অপর মাসআলায় যেখানে কর্মী বলে, আমি এটি আমার জন্যে কিনেছি; শুনে মালিক বলে, তুমি মুদারাবার জন্যে কিনেছ; সেখানে কর্মীর কথা গৃহীত হবে– তাতে সকলেই একমত।

---

১৬৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১০-১১১

www.amarboi.org

খতীব শারবীনী বলেন, কর্মী যখন বলবে, আমি এটি মুদারাবার জন্যে কিনেছি, অবশ্য তাতে লোকসান হয়েছে অথবা সে বলল, আমি এটি আমার জন্যে কিনেছি, অবশ্য তাতে আমার লাভ হয়েছে– এ উভয় ক্ষেত্রে কর্মীর কথা গৃহীত হবে। কারণ, সে স্বাভাবিক নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে (তার মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।) আর তার ইচ্ছা সম্পর্কে সে-ই অধিক অবগত। দ্বিতীয়টিতে তা এ জন্যে গৃহীত হবে, এটি তার নিজের জন্যে কেনা হয়েছে এবং তা তার হাতেই রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, কর্মীর বক্তব্য : সে কোনো কিছু তার নিজের জন্যে কিনেছে, তা গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে, এ কেনাবেচা কর্মীর দায়িত্বে থাকবে (অর্থাৎ নগদ মূল্যে তা কেনা হয়নি), কর্মী তার মূল্য পরিশোধ করবে। যেহেতু তাতে কোনো দিকে ঝুকে পড়া তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, তাই সে হবে এ জন্যে দায়বদ্ধ। যখন কর্মী দাবি করবে সে পণ্য তার নিজের জন্যে কিনেছে, কিন্তু মালিক এ মর্মে দলিল প্রদান করেছে, সে এটি মুদারাবার পণ্য হিসাবেই কিনেছে, সে ক্ষেত্রে মাসআলায় দুটো মত হবে : এক. ইবনুল মুকরী মুদারাবা বাতিল হওয়ার ফয়সালাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মাওয়ারদী, শাশী ও ফারিকী প্রমুখের মতও তা-ই। আযরাঈ এবং আরো কজন তাদের মত বর্ণনা কালে এ কথাই আলোচনা করেছেন। যেহেতু এমনটা হতে পারে, মুদারাবার পুঁজি দিয়ে অন্যায়ভাবে কর্মী নিজের জন্যে কোনো কিছু কিনতে পারে। দুই : আল আনওয়ার গ্রন্থকার মুদারাবার ফয়সালাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এ আলোচনাকালে বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী, গাযালী ও কুশাইরী বলেছেন, মুদারাবার পুঁজি দিয়ে যত কেনা কাটা হবে সব সন্দেহাতীতভাবে মুদারাবার বলে গণ্য হবে, কর্মী যে ইচ্ছাই মনে পোষণ করুক তার কোনো প্রভাব তাতে পড়বে না, যেহেতু মালিক কর্মীকে মুদারাবার জন্যে কেনাকাটার অনুমতি দিয়েছে। এরপর খতীব শারবীনী বলেন, মুদারাবা বাতিল হওয়ার ফয়সালাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। শিহাব রামালীও এ মতটি নির্ভরযোগ্য বলে মতপ্রদান করেছেন।[১৭০]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, কোনো লোক অপর কাউকে এক হাজার দিরহাম দিয়েছে, অর্ধেক হারে লাভ বন্টনের শর্তে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করার জন্যে। সে এই এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি জন্তু কিনল। কিন্তু কেনার সময় তা মুদারাবার জন্যে কেনা কথাটুকু বলে নাই। জন্তুটি কর্মী বুঝে পাওয়ার সময় যদি সে বলে, আমি এ জন্তুটি কেনার সময় তা মুদারাবার পণ্য হিসাব করেই কিনেছি। মালিক তখন বলল, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, তুমি এটি তোমার নিজের জন্যে কিনেছ, তাহলে কর্মীর কথা কি সঠিক বলে ধরা হবে।

---

১৭০. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৯; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩২১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৬

www.amarboi.org

আলেমগণ বলেন, এ মাসআলাটির চারটি রূপ হতে পারে : এক. মুদারাবার পুঁজি ও প্রাণী উভয়টি কর্মীর এ বক্তব্যের সময় বহাল আছে। দুই. বক্তব্যের সময় পুঁজি ও প্রাণী কোনোটি বহাল নেই; ধ্বংস হয়ে গেছে। তিন. প্রাণীটি বেঁচে আছে, কিন্তু পুঁজি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং চার. পুঁজি বহাল থাকলেও প্রাণীটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রথম অবস্থায় কর্মীর কথা শপথসহ বলা হলে তা গৃহীত হবে। যদি বিক্রেতার নিকট পুঁজি হস্তান্তর করার পূর্বে কর্মীর হাতে থাকা অবস্থায় সে পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কর্মী পুঁজির মালিকের দ্বারস্থ হবে। তার নিকট থেকে পণ্যের মূল্য বাবদ অর্থ গ্রহণ করে তা বিক্রেতার হাতে সমর্পণ করবে। দ্বিতীয় অবস্থায় দলিল প্রমাণ ছাড়া কর্মীর কথা বিশ্বাস করা হবে না। এ অবস্থায় সে বিক্রেতার পণ্যের মূল্য বাবদ যেমন এক হাজার দিরহাম দিতে দায়বদ্ধ থাকবে। দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মী পুঁজির মালিকের নিকট এ এক হাজার দিরহামের কিছুই চাইতে পারবে না। তৃতীয় : দ্বিতীয় অবস্থায় যে বিধান তৃতীয় অবস্থায়ও সে বিধান কার্যকর হবে। চার. চতুর্থ অবস্থার বিধানে বলা হয়েছে, কর্মী তার হাতে থাকা মুদারাবার পুঁজি বিক্রেতার হাতে সমর্পণ করেছে, এ কথায় পুঁজির মালিক কর্মীকে বিশ্বাস করবে। কিন্তু যদি কর্মীর হাতে থাকা অবস্থায় ধ্বংস হয়ে থাকে তবে মালিকের নিকট নতুন ভাবে এক হাজার দিরহাম চাইতে গেলে কর্মীকে বিশ্বাস করা হবে না।

যদি কর্মী মুদারাবার পুঁজি এক হাজার দিরহাম দ্বারা জন্তু খরিদ করে, এরপর নিজের সম্পদ থেকে তার মূল্য প্রদান করে এবং বলে, এটি আমি আমার জন্যে কিনেছি, পুঁজির মালিক তার কথা প্রত্যাখ্যান করে, তবে মালিকের কথাই গৃহীত হবে। যেহেতু জন্তুটি মুদারাবা ব্যবসার পণ্য বলে সাব্যস্ত হবে, তাই কর্মী মুদারাবার পুঁজি এক হাজার দিরহাম নিয়ে নেবে, যা আদায় করেছে তার বদল হিসাবে। যদি এক হাজার দিরহাম মূল্য সাব্যস্ত করে প্রাণীটি কেনার সময় তা মুদারাবার বা অন্য কিছুর, কিছুই উল্লেখ না করে, পরে মূল্য পরিশোধকালে সে বলে, আমি এটি আমার জন্যে কিনেছি, তাহলে তার কথাই গৃহীত হবে।

যদি মালিক ও কর্মী উভয়ে এ কথায় একমত হয়, পণ্য কেনার সময় কর্মীর অন্তরে কোনো কথার উদয় হয়নি, না মুদারাবা না অন্য কিছু; তাহলে আবু ইউসুফ রহ. বলেন, মূল্য কোন মুদ্রা দ্বারা প্রদান করা হয়েছে তা বিবেচনা করা হবে। যদি মুদারাবার পুঁজি দ্বারা তা পরিশোধ করা হয় তবে এটি হবে মুদারাবার পণ্য। যদি কর্মী তার নিজস্ব তহবিল থেকে মূল্য পরিশোধ করে তবে তা তার নিজের বলে

www.amarboi.org

ধর্তব্য হবে। ইমাম মুহাম্মদের মতে এটি মুদারাবার পণ্য বলেই গণ্য হবে, মুদারাবার পুঁজি থেকে মূল্য পরিশোধ করুক বা নিজ তহবিল থেকে করুক, তা বিবেচনা করা হবে না। যেমন কাউকে বিশেষ কোনো বস্তু কেনায় প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হলে সে কোথা থেকে মূল্য পরিশোধ করে তা বিবেচনা করা হয় না।[১৭১]

পাঁচ. অনুমতির পর নিষেধ করা নিয়ে বিতর্ক

সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, পুঁজির মালিক যদি কর্মীকে বলে, আমি তোমাকে এ পণ্য কিনতে নিষেধ করেছিলাম। শুনে কর্মী বলল, আপনি আমাকে নিষেধ করেননি, তাহলে কর্মীর কথা গ্রহণ করা হবে। এর কারণ, মুদারাবার অনুমতি প্রদানের পর নিষেধ না করাই হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা। তা ছাড়া মালিক যা বলল তা প্রকারান্তরে কর্মীর দোষ ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ। তাই তার বিপরীতে কর্মী শপথসহ অস্বীকার করলে তা গৃহীত হবে।[১৭২]

ছয়. মুদারাবা সঠিক ও যথাযথ হওয়া নিয়ে বিতর্ক

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, কর্মী মুদারাবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার এবং মালিক তা যথাযথ হওয়ার মত ব্যক্ত করলে, এক্ষেত্রে মালিকের বক্তব্যই গৃহীত হবে। যখন বিতর্ক এর বিপরীত হবে অর্থাৎ মালিক ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার এবং কর্মী না হওয়ার মত প্রকাশ করে, তখন কর্মীর কথা গৃহীত হবে। এভাবে এ কথাই সাব্যস্ত হলো সঠিক ও ত্রুটিহীন থাকার কথা যে-ই বলবে তার কথা বহাল থাকবে। মালেকীগণ এখানে আরো যা বলেন তা হচ্ছে, যদি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দিক প্রবলও হয় তবুও সঠিক থাকার ফয়সালাই দেওয়া হবে। যেহেতু এ অধ্যায়টি সে সকল অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলোতে সঠিক না হওয়াই অধিক ঘটে থাকে। এটি এর নির্ভরযোগ্য দিক।

হানাফী আলেমগণ এই মৌলিক অবস্থার ব্যতিক্রম একটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তা হলো, পুঁজিদাতা বলল, তোমার সাথে আমার শর্ত তুমি আমাকে লাভ থেকে এক তৃতীয়াংশসহ অতিরিক্ত দশ দিরহাম দেবে। কর্মী শুনে বলল, শর্ত কেবল এক তৃতীয়াংশ, তাহলে এক্ষেত্রে কর্মীর কথাই গৃহীত হবে। (যেহেতু মালিকের কথা অনুচিত শর্ত প্রকাশ করে তাই তার কথা গৃহীত হবে না।)

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের নিকট যে নির্ধারিত নিয়মনীতি ধর্তব্য তা হচ্ছে, মুদারাবা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া বা ত্রুটিহীন হওয়া নিয়ে যদি বিতর্ক দেখা দেয় তাহলে

---

১৭১. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৩২২-৩২৩; আস-সামনানী প্রণীত রওযাতুত কুযাত, খ. ২, পৃ. ৫৯৫-৫৯৬

১৭২. রওযাতুল কুযাহ, খ. ২, পৃ. ৫৯৬; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১২৭-১২৮; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৬; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬৯

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি ত্রুটিহীন থাকার কথা বলবে, ফয়সালা তার পক্ষে প্রদান করা হবে। মালেকী আলেমগণ বলেন, যদি ত্রুটিযুক্ত হওয়ার দিক প্রবল হয় তাহলে যে লোক ত্রুটির কথা বলবে তার পক্ষেই ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।[১৭৩]

সাত. পুঁজি ধ্বংস হওয়া নিয়ে বিতর্ক

ফকীহগণ এ কথায় একমত, পুঁজির মালিক ও কর্মী যখন পুঁজি ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, কর্মী দাবি করছে তা ধ্বংস হওয়ার, মালিক তা অস্বীকার করছে, তখন কর্মীর কথা অনুযায়ী ফয়সালা হবে। যেহেতু সে আমানতদার এবং আমানতদার খেয়ানত না করাই হচ্ছে স্বাভাবিক। তথাপি যখন পুঁজি ধ্বংসের কথা সে বলছে অতএব তার কথা গৃহীত হবে।

ইমাম নববী বলেন, কর্মীর শপথসহ বলা কথা কবুল করা হবে। এটি তখন যখন ধ্বংসের কারণ সে বর্ণনা করবে না এবং তা বর্ণনা করতে তাকে বাধ্যও করা হবে না। যদি সে কারণ বর্ণনা করে, যে কারণটি হয় অপ্রকাশ্য, যেমন চুরি হওয়া, তাহলে তার কথা শপথসহ কবুল করে নেওয়া হবে। যদি সে প্রকাশ্য কারণ সংঘটিত হওয়ার দাবি করে, যেমন : অগ্নিকাণ্ড হওয়া, ডাকাতি হওয়া, বন্যা হওয়া ইত্যাদি, তাহলে সে যে কারণ বলছে তা যদি সে এলাকায় ঘটার কথা কেউ না বলে, না জানে; তাহলে কর্মীর এ কথা মোটেও গ্রহণ করা হবে না। যদি প্রত্যক্ষ করা বা ঘটনায় জড়িত থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে লোকজনের সে সম্পর্কে জানা থাকে তাহলে দেখা হবে সে ঘটনা ব্যাপক কি-না। যদি ব্যাপক হয় তাহলে তাতে পুঁজি বিনষ্ট হওয়ার কর্মীর দাবি শপথ ছাড়াই গ্রহণ করা হবে। যদি ঘটনা ব্যাপক না হয়, তাতে পুঁজি বিনষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাতে পুঁজি বিনষ্টের দাবি শপথসহ করতে হবে।

দারদীর ও বাহুতী এ সম্পর্কে আরো বলেন, কর্মীর কথা বিশ্বাস করার ক্ষেত্র হচ্ছে যখন তার কথা মিথ্যা বা ভুল হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ না পাওয়া যায়, তার বর্ণনার বিপরীত কোনো নির্দেশক না থাকে; অথচ মজবুত কোনো দলিল ছাড়াই যদি কর্মী পুঁজি গ্রহণ করে থাকে, তাহলে বোঝা যাবে সে বিশ্বাসযোগ্য, তার কথাও বিশ্বাসযোগ্য। বাহুতী আরো বলেন, কর্মী যদি কোনো প্রকাশ্য বিষয়ে বা ঘটনায় পুঁজি ধ্বংসের দাবি করে তাহলে তাকে তার বর্ণনার পক্ষে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। এরপর শপথ করে সে বলবে, এ ঘটনায়ই পুঁজি ধ্বংস হয়েছে।

---

১৭৩. ইবনে নুজাইমের লেখা আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়েব, পৃ. ২৬২; আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়াতুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৭০৮; আল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২২৫; সুয়ূতী প্রণীত আল আশবাহ, পৃ. ৬৭; ইবনে রজব-এর লেখা আল-কাওয়াইদ, পৃ. ৩৪১

www.amarboi.org

সাভী বলেন, শপথসহ বলাই হবে প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী। অবশ্য শপথ না থাকলেও প্রাধান্য প্রদানের মতপ্রদান করা হয়েছে। বিশেষত যেখানে অপবাদ খণ্ডন করতে শপথ নিতে হয় তেমন বিরোধপূর্ণ স্থানে শপথ অবশ্যই কার্যকর হবে। এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে : এক. যে কোনো ধরনের বিরোধপূর্ণ স্থানে শপথ করতে হবে। দুই. শপথ করতে হবে না এবং তিন. যদি মানুষের মাঝে অপবাদের ঝুঁকি থাকে তাহলে শপথ করবে, নতুবা করতে হবে না। তন্মধ্যে প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য।[১৭৪]

আট. অর্জিত লাভ নিয়ে বিতর্ক

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের মত, যখন মালিক ও কর্মীর মাঝে লাভ হওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়, কর্মী বলে, মোটেও লাভ হয়নি অথবা লাভ হয়েছে মাত্র এক হাজার। মালিক বলল, লাভ হয়েছে দু হাজার। তখন কর্মীর কথা গৃহীত হবে। শাফেয়ী আলেমগণ সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন, কর্মীর শপথসহ বক্তব্য কবুল করা হবে।[১৭৫]

শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, কর্মী যখন বলে, এক হাজার দিরহাম লাভ করেছি। এরপর সে দাবি করে, সে ভুল করেছে এবং লাভের পরিমাণ কম করে প্রকাশ করেছে; আর সে এরূপ করেছে মালিক অর্থসম্পদ টেনে নিয়ে যাবে এই আশঙ্কায়, তখন কর্মীর এ সকল কথা কবুল করা হবে না। যেহেতু সে এসব কথা বলে অন্যের প্রাপ্য অংশ মালিকের অর্ধেক লাভ থেকে সরে যাচ্ছে, তাই তার কথা এ পর্যায়ে কবুল করা হবে না।[১৭৬]

নয়. লাভের শর্তকৃত অংশ নিয়ে বিতর্ক

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের অভিমত, যখন মালিক ও কর্মী কার জন্যে লাভের কত অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, কর্মী হয়তো বলল, অর্ধেক হারে, মালিক বলল : না, তুমি নেবে এক তৃতীয়াংশ; তখন পুঁজির মালিকের কথা গ্রহণ করা হবে। যেহেতু লাভ অর্জনের কথায় মালিক অস্বীকার করলে (অর্থাৎ মালিক লাভ অর্জিত না হওয়ার দাবি করলে) তা যেমন গৃহীত হয়, লাভের পরিমাণের ক্ষেত্রেও মালিক যা বলবে তা কবুল করা হবে। যদি কোনো একজন দলিল উপস্থিত করে তবে তা অনুযায়ী ফয়সালা হবে। যদি দুজনেই দলিল হাজির করে তবে কর্মীর আনীত দলিলটি গৃহীত হবে।

---

১৭৪. রওযাতুল কুযাহ, খ. ২, পৃ. ৫৯৩; আশ-শারহুস সাগীর ও হাশিয়াতুস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৭০৬-৭০৭; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৫ এবং খ. ৬, পৃ. ৩৪৬; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৬

১৭৫. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২৩

১৭৬. রওযাতুল কুযাহ, খ. ২, পৃ. ৫৯৮; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৫

www.amarboi.org

হানাফী মাযহাবের ফকীহ্ ইমাম যুফার বলেন, দলিলহীন অবস্থায় কর্মীর বক্তব্য গৃহীত হবে। যেহেতু তারা দুজন মুদারাবা চুক্তি হিসাবে লাভের অধিকারী হবে, একথায় দুজনেই একমত। স্বাভাবিক প্রচলন হিসাবে এ কথাই প্রকাশ্য-দুজনে অর্ধেক হারে লাভ পাবে। অতএব, কর্মী যে অর্ধেক লাভের দাবি করেছে তার কথা গৃহীত হবে।[১৭৭]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, কাজ করার পর লাভের অংশ বণ্টন প্রশ্নে যদি পুঁজিদাতা ও কর্মী এ দুজনের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে কর্মী শপথ করে যা বলবে তা গ্রহণ করা হবে। কর্মী কাজ শুরু করার আগেই যদি লাভের অংশ নিয়ে বিতর্ক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কর্মীর কথা গ্রহণ করায় কোনো উপকার ও লাভ নেই। যেহেতু পুঁজিদাতা কাজের পুর্বেই ঝগড়া লাগিয়ে নিম্নবর্ণিত দুটো শর্তের সাথে মুদারাবা চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

এক. পুরো সম্পদে বিস্তৃত ভগ্নাংশ দাবি করা, অর্থাৎ অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বা অন্য কোনো ভগ্নাংশ দাবি করা যা মুদারাবাতে বহুল প্রচলিত, মানুষ সচরাচর যে ভগ্নাংশ ধার্য করে তা দাবি করলে মালিক চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে ভগ্নাংশ দাবি মালিকও করতে পারে, কর্মীও করতে পারে। তবে মালিক একা এমন লাভের ভগ্নাংশ দাবি করলে বিচারে তার কথা গৃহীত হবে।

দুই. ব্যবসার পুঁজি যদি কর্মীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, বাস্তবে কর্মীর হাতে না থাকলেও যদি তার নিয়ন্ত্রণেই তা থাকে তবে মালিক মুদারাবা ভেঙ্গে দিতে পারে। যদি কর্মী তা মালিকের হাতে তুলে দেয় চুক্তি শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ইচ্ছায়, তাহলে তখন কর্মীর কথা গ্রহণ করা হবে না। যদিও পুরো সম্পদে বিস্তৃতির সাথে লাভ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা যদি যথেষ্ট দূরবর্তী হয়। তবে যদি প্রতিষ্ঠা নিকটবর্তী হয় তাহলে কর্মীর কথা গ্রহণ করা হবে; আবুল হাসান এমনটাই বলেন।

আলেমগণ বলেন, পুঁজি- মালিকের কথা শপথসহ বললে তা কবুল করা হবে। লাভের অংশ নিয়ে তাদের এ ঝগড়া ব্যবসা শুরু করার আগে হোক বা পরে, তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। যদি লাভ দাবি করার ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ বলা হয় এবং ভগ্নাংশের দাবিটি কর্মী না করে তবেই এ ফয়সালা হবে। যদি পুঁজিদাতা ও ভগ্নাংশ উল্লেখ না করে তাহলে এটি হবে মুদারাবা তুল্য চুক্তি, ফলে মুদারাবার তুল্য অংশবন্টনই তাদের মধ্যে সংঘটিত হবে।[১৭৮]

---

১৭৭. রওযাতুল কুযাহ, খ. ২, পৃ. ৫৯৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৩২৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২৩

১৭৮. আশ-শারহুস কাবীর ও হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫২০ ও ৫৩৭

www.amarboi.org

শাফেয়ী আলেমগণ বলেছেন, যদি মুদারাবার দুপক্ষ মালিক ও কর্মী কর্মীর লাভের শর্তকৃত অংশ নিয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে, কর্মী হয়তো বলল, অর্ধেক, অপরদিকে মালিক বলল, না, এক তৃতীয়াংশ, তাহলে তারা দুজনই শপথ করবে, যেমন ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ হলে উভয়ে শপথ করে। এভাবে তারা দুজন শপথ করলে মুদারাবা চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। এ পর্যায়ে ব্যবসায়ে লাভ বা ক্ষতি যাই হোক তা হবে মালিকের। কর্মী পাবে তার পরিশ্রমের যথাযথ পারিশ্রমিক। তা লাভ হিসাবে কর্মী যা দাবি করেছে তা থেকে বেশি হলেও সে পাবে। কেননা উভয়ে শপথ করা এবং মুদারাবা ভেঙ্গে দেওয়ার পর যার যা তা ফেরত পাবে। সে হিসাবে পুঁজির টাকা লাভ লোকসানসহ মালিকের কাছে ফিরে যাবে এবং কর্মীর পরিশ্রমের মজুরী তার হাতে আসবে। যদি টাকা না থেকে বস্তু থাকায় তা ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে পণ্যের মূল্য ধার্য করে তার মূল্য প্রদান করতে হবে। এভাবে মালিকের নিকট তার পুঁজি ও লাভ ফেরত আসে। কিয়াস হচ্ছে, কর্মীর কাজও কর্মীকে ফেরত দিতে হবে, যা মোটে সম্ভব নয়। তাই পরিশ্রমের মূল্য পারিশ্রমিক ফেরত দেওয়ার বিধান জরুরি করা হয়েছে। কর্মীকে পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে অপর একটি মত হচ্ছে, কর্মী লাভ হিসাবে যা দাবি করেছে পারিশ্রমিক তা থেকে অধিক হলে তার দাবি পরিমাণ প্রদান করা হবে; এর অধিক নয়।[১৭৯]

দশ. পুঁজি ফেরত দেওয়া নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধ

হানাফী আলেমদের মত যা শাফেয়ীদের সর্বাধিক সঠিক মত, এটি হাম্বলীদের একটি মত, যখন পুঁজির সরবরাহকারী ও কর্মীর মাঝে বিরোধ হয় পুঁজি মালিককে ফেরত দেওয়ার বিষয় নিয়ে, তখন কর্মী যা বলে তা-ই গৃহীত হয়।

মালেকী আলেমগণ বলেন, কর্মীর কথা গ্রহণীয় হবে যখন সে দাবি করেছে মালিককে সে তার পুঁজি ফেরত দিয়েছে, মালিক তা কব্জা করেছে, যদিও এক্ষেত্রে কোনো দলিল সে উপস্থিত করেনি। যদি তার এই কথা কবুল না করা হয় তাহলে তাকে অবশ্যই দলিল উপস্থাপন করতে হবে যা তার পুঁজি ফেরত দেওয়ার দাবি প্রতিষ্ঠিত করবে। যেহেতু মূলনীতি হচ্ছে, যা সাক্ষী রেখে গ্রহণ করা হয় তা ফেরত দেওয়ার সময়ও সাক্ষ্য প্রমাণসহই হতে হবে। তা ছাড়া ফেরত দেওয়ার বিষয়টি মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে দলিলের প্রয়োজন হবে। আর তাই দলিল না থাকা অবস্থায় শপথ করে পুঁজি ফেরত দেওয়ার দাবি উপস্থাপন করতে হবে যদিও সে অপবাদের পাত্র না হয়; এ কথায় মালেকী সকল আলেম একমত।

---

১৭৯. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৫-১৪৬; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৯২

www.amarboi.org

তারা বলে, এ ফয়সালা সে অবস্থায় যখন কর্মী দাবি করছে, সে মালিককে পুঁজি ফিরিয়ে দিয়েছে পুরো লাভসহ অথবা পুঁজিদাতার লাভের অংশ সহ, যেখানে সাধারণত লাভ হয়। কিন্তু যেখানে সচরাচর লাভ হয়, সেখানে যদি কর্মী লাভ বাদ দিয়ে শুধু পুঁজি ফেরত দেওয়ার দাবি করে তাহলে লাখমী বলেন, কর্মীর কথাই কবুল করা হবে। কিন্তু কাবেসী বলেন, এক্ষেত্রে কর্মীর কথা কবুল করা হবে না। মুদাওয়ানা গ্রন্থের যা প্রকাশ্য মত তা হচ্ছে, তার কথা কবুল করা হবে না। যদি কর্মী তার হাতে লাভের অংশ ধরে রাখে তবুও। আদাভী এ সম্পর্কে বলেন, ইবনে রুশদ-এর কথা প্রথম মতটিতে তার নির্ভরশীলতা প্রকাশ করছে।

হাম্বলী আলেমদের অপর মত যা তাদের মূল মাযহাব এবং শাফেয়ীরেদ নিকট যা সর্বাধিক সঠিক মতের বিপরীত, যদি কর্মী পুঁজি ফেরত দেওয়ার দাবি করে এবং মালিক তা অস্বীকার করে তবে শপথসহ বলা মালিকের কথা কবুল করা হবে। ইমাম আহমদ সুস্পষ্ট ভাষায় এই মত ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু কর্মী পুঁজি নিয়েছিল নিজের লাভের জন্যে, তাই তার পুঁজি ফেরত দেওয়ার কথা গ্রহণ করা হবে না। তা ছাড়া কর্মী দলিল ছাড়া দাবি করেছে, মালিক তা অস্বীকার করেছে। এক্ষেত্রে শপথসহ অস্বীকার গৃহীত হয়ে থাকে। আরো লক্ষণীয়, কর্মী তো তার নিজের লাভের জন্যে পুঁজি নিয়েছে, মালিকের লাভের জন্যে নয়। পুঁজি ফেরত দিলে লাভ সবটুকু মালিক পাবে। তাই বোঝা যায়, এক্ষেত্রে কর্মীর কথা গ্রহণ করা যথার্থ নয়।[১৮০]

মুদারাবা বাতিল হয়ে যাওয়া (انفساخ المضاربة)

মুদারাবা বাতিল হয় যে সব কারণে সেগুলো আলোচনা করা হচ্ছে :

এক. পুঁজির মালিক বা কর্মীর মৃত্যু (موت رب المال أو المضارب)

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের অভিমত, পুঁজির মালিক বা কর্মীর মৃত্যু হলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যায়। কারণ, মুদারাবা হচ্ছে প্রতিনিধি নির্ধারণতুল্য অথবা তাতে প্রতিনিধি নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিনিধি নির্ধারণের (الوكالة) ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি, যে প্রতিনিধি নির্ধারণ করে (الموكل) এবং প্রতিনিধি (الوكيل) এ দুজনের কোনো একজন মারা গেলে প্রতিনিধিত্ব বাতিল ও রহিত হয়ে যায়। তবে তারা বলেন, মৃত্যুর সময় যদি নগদ অর্থ আকারে না থেকে পুরো বা

---

১৮০. রওযাতুল কুযাহ, খ. ২, পৃ. ৫৯৪; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১২৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫৩৬; শারহুল খিরাশী ও হাশিয়া আদাভী, খ. ৬, পৃ. ২২৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৭; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪৫৫

www.amarboi.org

আংশিক পুঁজি দ্রব্যসামগ্রী হিসাবে থাকে, তবে তা কর্মী নগদ অর্থে পরিবর্তন করতে বিক্রি করবে।[১৮১]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজি নগদ অর্থে পরিবর্তন করার পূর্বেই কর্মীর মৃত্যু হয়, তাহলে তার আমানতদার উত্তরাধিকারী– অপর কেউ নয়– কর্মীর নির্দেশ মাফিক মুদারাবার কাজ সম্পন্ন করবে। সে হিসাবে সে এখনো মুদারাবার যে মাল অবিক্রীত রয়েছে সেগুলো বিক্রি করবে; এবং তাতে কর্মীর লাভের যে অংশ তা তার উত্তরাধিকারী হিসাবে সে গ্রহণ করবে। তাদের মতে, কর্মী মারা গেলে মুদারাবা রহিত হয়ে যায় না, দুটি ক্ষতির মধ্যে হালকাটি স্বীকার করে নেওয়ার প্রেক্ষিতে তা বহাল থাকে। সে ক্ষতি দুটো হচ্ছে : এক. ভেঙ্গে দিলে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি এবং দুই. উত্তরাধিকারীদের নিকট সম্পদ বহাল থাকার দরুন মালিকের ক্ষতি। এ অবস্থায় প্রথম ক্ষতিটি দ্বিতীয় ক্ষতির চেয়ে অধিক, তাতে উত্তরাধিকারীদের শ্রম অর্থহীনভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

যদি কর্মীর উত্তরাধিকারী বিশ্বস্ত ব্যক্তি না হয়, তাহলে এ উত্তরাধিকারী কোনো বিশ্বস্ত লোককে নিয়ে আসবে। যে আমানতদারি ও বিশ্বস্ততায় ঐ কর্মীর মতো হবে যে মাত্রই মারা গিয়েছে। এ আগত ব্যক্তি মুদারাবার সম্পদ বেচাকেনার অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবে, তাই তাকে বেচাকেনায় পারদর্শী ও দূরদর্শী হতে হবে। যদি মৃতের উত্তরাধিকারী আমানতদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয় তাহলে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর সমান আমানতদার ও বিশ্বাসী হওয়া তার ক্ষেত্রে শর্ত নয়। এ পার্থক্যের হেতু হচ্ছে, অপর কোনো ব্যক্তির বেলায় যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা হয় উত্তরাধিকারীর বেলায় ততটা লক্ষ করা হয় না। দুসুকী অবশ্য বলেছেন, কতক ফকীহের মত হচ্ছে, অপর কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসাকাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে তার আমানতদার হওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে, মৃত কর্মীর সমপর্যায়ের বিশ্বস্ত হওয়া জরুরি নয়।

যদি কর্মীর উত্তরাধিকারী বিশ্বস্ত না হয়, সে মৃত ব্যক্তির তুল্য কোনো বিশ্বস্ত লোককে উপস্থিত করতে সক্ষম না হয়, তাহলে উত্তরাধিকারী পুঁজির মালিকের কাছে ব্যবসার সকল সম্পদ সমপর্ণ করে দেবে, তা থেকে সে কোনো লাভও নেবে না, পারিশ্রমিকও নেবে না, যেমন কর্মী লাভ ও পারিশ্রমিক কিছুই নেয়নি। যেহেতু মুদারাবা হচ্ছে বেতন-ভাতাতুল্য কাজ, শেষ না করা হলে কেউ বেতন

---

১৮১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১২; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯-৩২০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৩৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২২

www.amarboi.org

ভাতার উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। তেমনি কর্মী তার ব্যবসাকর্ম পরিপূর্ণ না করলে লাভ বা পারিশ্রমিকের উপযুক্ত হয় না। মারা যাওয়ার দরুন সে তা পূর্ণ করতে পারেনি, তাই তার কিছু পাওনা হয়নি, তাই উত্তরাধিকারও তা থেকে কিছু নিতে পারবে না।[১৮২]

মুদাওয়ানা গ্রন্থে মালেকী আলেমগণ যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তা বর্ণনা করার পর লেখা হয়েছে, যদি পুঁজির মালিক মারা যায়, তার উত্তরাধিকারীরা যদি মুদারাবা বহাল রাখতে সম্মত থাকে, তাহলে ব্যবসা যে অবস্থাতেই থাকুক চুক্তি বহাল থাকবে। কিন্তু যদি উত্তরাধিকারীরা তাদের পুঁজি নিয়ে নিতে চায় তাহলে ইমাম মালিকের মতে তারা তা করতে পারবে না। এ অবস্থায় শাসক বা বিচারক পণ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন। যদি পণ্য বিক্রি করাই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তিনি পণ্য বিক্রি করে পুঁজির পরিমাণ পূর্ণ করবেন। অতিরিক্ত যা হবে, মুদারাবা চুক্তি অনুযায়ী তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। যদি এখন পণ্য বিক্রি করা যথাযথ বলে প্রতীয়মান না হয়, তাহলে এখন বিক্রি না করে উপযুক্ত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবেন।

মুদাওয়ানা গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, যদি পুঁজির মালিক এ অবস্থায় মারা যায়, পুঁজি রয়েছে কর্মীর হাতে, সে এখনো তা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেনি, তাহলে তার জন্যে উত্তম হবে, ইমাম মালিকের মতে, তা দিয়ে আর ব্যবসা না করে পুঁজি ফিরিয়ে দেওয়া। পুঁজির মালিক মারা যাওয়ার খবর পায়নি কর্মী, সে মালিকের মৃত্যুর পর পুঁজি দিয়ে পণ্য খরিদ করেছে, এক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহ. বলেন, কর্মী মালিকের মৃত্যু সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মুদারাবা চুক্তি বহাল বলে গণ্য হবে।[১৮৩]

দুই. মালিক বা কর্মীর ব্যবসায়িক যোগ্যতা হারানো কিংবা অসম্পূর্ণতা

কখনো মালিকের বা কর্মীর যোগ্যতাতে বাধার সৃষ্টি হয়, তার স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটি অথবা বিলুপ্তি প্রকাশিত হয়। ফলে মুদারাবা বাতিল হওয়ার পরিস্থিতির পর্যন্ত উদ্ভব ঘটে। নিম্নে সেসব বাধা নিয়ে আলোচনা করা হলো :

ক. পাগলামি ও অপ্রকৃতিস্থতা (الْجُنُونُ)

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, যদি দুজনের কোনো একজন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায় তাহলে তার দরুন মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।[১৮৪]

---

১৮২. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫৩৬

১৮৩. আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ১২৮-১৩০

১৮৪. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৩৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২২

www.amarboi.org

খ. বেহুঁশ হওয়া (الْإِغْمَاءُ)

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, মুদারাবা বাতিল হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে দুপক্ষের কোনো একজন বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। তারা বলেন, যেমন পাগল ও অপ্রকৃতিস্থ হলে দুপক্ষের যে-ই হোক, মুদারাবা বাতিল হয় এবং দুপক্ষের কোনো একজন মারা গেলে তা বাতিল হয়, তেমনি কেউ বেহুঁশ হলেও মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।[১৮৫]

গ. কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া (الْحَجْرُ)

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, পুঁজিদাতা ও কর্মী এ দুজনের কোনো একজনের কার্যক্রমে বিচারক কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি হলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। হাম্বলী আলেমগণ এক্ষেত্রে আরো বলেন, দুজনের কোনো একজনের যদি মনে সন্দেহ জাগে, মুদারাবাতে লেনদেন সুন্দর পরিপাটিভাবে হচ্ছে না, তাহলেও মুদারাবা বাতিল ও রহিত হয়ে যাবে। যেহেতু মুদারাবা কোনো পক্ষ থেকে আবশ্যিক নয়; বরং উভয় পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাকৃত এক চুক্তি, তাই প্রতিনিধি নির্ধারণের ন্যায় এটি ইচ্ছা করলে বা আপত্তি উঠলে বাতিল হয়ে যায়।[১৮৬]

তিন. মুদারাবা চুক্তি রহিত করা (فَسْخُ الْمُضَارَبَةِ)

মালিক ও কর্মী উভয়ের ইচ্ছায় অথবা দুজনের কোনো একজনের একক ইচ্ছায় মুদারাবা বাতিল হতে পারে। বাতিল করার জন্যে আগ্রহী দুজন বা একজন বলবে, فَسَخْتُ الْمُضَارَبَةَ أَوْ رَفَعْتُهَا أَوْ أَبْطَلْتُهَا অর্থাৎ আমি মুদারাবা বাতিল করলাম, মুদারাবা রহিত করলাম, উঠিয়ে দিলাম। অথবা মালিক আগ্রহী হলে কর্মীকে বলবে, لَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ هٰذَا অর্থাৎ এরপর পুঁজি দিয়ে আর বেচাকেনা করো না বা এ জাতীয় বাক্য যা বাতিল করা বুঝাবে। কখনো কাজের মাধ্যমেও তা সাব্যস্ত হতে পারে। যেমন, পুঁজির মালিক প্রদত্ত পুঁজির সবটুকু ফেরত নিয়ে নেওয়া।

মুদারাবা চুক্তি হচ্ছে সে সব চুক্তি ও লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো স্বেচ্ছাকৃত; আবশ্যিক নয়। তাই পুঁজিদাতা ও কর্মী এ দুজনের যে কেউ একক ইচ্ছাতে যখন ইচ্ছা তা বাতিল করে দিতে পারে। এটুকু কথাতে সকল ফকীহ একমত, তাদের মতপার্থক্য যা হয়েছে তা হলো :

শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, দুপক্ষের যে কেউ মুদারাবা বাতিল করতে পারে যখন ইচ্ছা; অন্যের তা অবগত হওয়া বা পুঁজি সে সময় নগদ অর্থ আকারে থাকা শর্ত নয়। হানাফী আলেমগণ বলেন, দুপক্ষের যে কেউ যখন ইচ্ছা

---

১৮৫. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯

১৮৬. আদ দুররুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫২২

www.amarboi.org

মুদারাবা বাতিল করতে পারবে। তবে তাতে শর্ত হলো, অপর পক্ষের সে সম্পর্কে জানা থাকতে হবে এবং পুঁজি নগদ অর্থ আকারে থাকতে হবে। মালেকী আলেমগণ বলেন, পুঁজি দিয়ে পণ্য কেনার পূর্বপর্যন্ত তাদের দুজনের তা বাতিল করার সুযোগ রয়েছে, এরপর নয়।[১৮৭] প্রতিটি মাযহাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মালেকীগণ বলেন, কর্মী কাজ শুরু করার পুর্বে যদি পুঁজিদাতা তার পুঁজি দিয়ে কিছু করতে কর্মীকে নিষেধ করে মুদারাবা চুক্তি তাহলে বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রদত্ত পুঁজি নিছক আমানততুল্য হয়ে যাবে। কর্মী যদি তারপরও সে অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে তাহলে লাভও তার একার হবে, লোকসান হলেও তা তার। এ অবস্থায় পুঁজির মালিক কেবল পুঁজিটুকু ফেরত পাবে।[১৮৮]

হানাফী আলেমগণ বলেন, পুঁজির মালিক যদি তার কর্মীকে যাবতীয় লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে বলে তখন, যখন তার পুঁজি দিয়ে পণ্য কেনা হয়ে গেছে, তাহলে তার এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না; তাই তার নিষেধাজ্ঞার দরুন কর্মী অপসারিতও হবে না। বরং কর্মী যথারীতি সে পণ্য কেনাবেচা করতে পারবে। লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে সে সব পণ্য দিরহাম দীনারে/নগদ অর্থে বিক্রি করা তার জন্যে আবশ্যক। এ পরিস্থিতিতে তাকে নিষেধ করা এবং মুদারাবা বাতিল করে দেওয়া হলে কর্মীর পুঁজি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করে তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। তবে যদি লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা এবং মুদারাবা চুক্তি বাতিল করার সময় পুঁজি দিরহাম দীনারের আকারেই থাকে, তাহলে এ নিষেধাজ্ঞা ও রহিতকরণ যথাযথ ও সহীহ্ হবে। তবে ইসতিহ্সান বা সূক্ষ্ম যুক্তি হচ্ছে, সকল মুদ্রা এক ধরনের হওয়া। তাই সবগুলো দিরহাম দীনারে বা সবগুলো দীনার দিরহামে বদলানো হবে। উভয়টি মুদ্রার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ বদলানো বিক্রি বলে অভিহিত হবে না।[১৮৯]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, মুদারাবা বাতিল করার পরও কর্মী তার হাতে থাকা পণ্য বিক্রি করতে পারবে যদি সে তাতে লাভের আশা করতে পারে, যেমন সে কোনো বাজারে কাঙ্ক্ষিত মূল্য পেল অথবা কোনো আগ্রহী ক্রেতা পেল। তবে মুদারাবা রহিত করার পর কর্মী নতুনভাবে কিছু কিনবে না। যেহেতু চুক্তিও বহাল নেই, তাই নতুন যা কেনা হবে তাতে তার লাভের অংশও থাকবে না।

---

১৮৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৯; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৭০৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৮

১৮৮. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৭৯৭

১৮৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৯-১১২; হাশিয়া ইবনে আবেদীন,খ. ৪, পৃ. ৪৮৯

www.amarboi.org

পুঁজিদাতা ও কর্মী উভয়ে মুদারাবা বাতিল করুক বা দুজনের কোনো একজন অথবা চুক্তি কোনো কারণে বাতিল হয়ে যাক, বাতিল হওয়ার সময় মুদারাবার পণ্যে ক্রেতাদের নিকট যে ঋণ থাকবে তা আদায় করতে হবে, এটি কর্মীর দায়িত্ব। যেহেতু ঋণ হচ্ছে পুঁজির এক অংশ, অপরদিকে মালিকের নিকট থেকে কর্মী পূর্ণ পুঁজিটিই তার নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। তাই কর্মীর জন্যে দায়িত্ব হচ্ছে সে যেভাবে পুঁজি গ্রহণ করেছিল সেভাবেই তা পুঁজিদাতার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া। পণ্যে লাভ হওয়া বা না হওয়া এক্ষেত্রে লক্ষ করা হবে না। যদি কর্মী অপর কাউকে জিম্মাদার বানানোতে মালিক সম্মত থাকে তবে তা জায়েয হবে।

যদি মুদারাবা বাতিল করার সময় পুঁজির পুরোটা বা এক অংশ পণ্য আকারে থাকে, মালিক পুঁজি ফেরত নিতে চায় নগদ অর্থ আকারে, তাহলে কর্মী সে পণ্যগুলো বিক্রি করে পুঁজি প্রদান করবে, পণ্য বিক্রয়ে লাভ হবে কিনা, তা আর তখন সে লক্ষ করবে না।[১৯০]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যখন মুদারাবা বাতিল হয় তখন পুঁজি যদি নগদ মুদ্রা আকারে থাকে, তাতে তখনো কোনো লাভ হয়নি, তবু সে অবস্থাতেই পুঁজিদাতাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, মালিক তা লাভবিহীন ভাবেই গ্রহণ করবে। যদি ইতোমধ্যে কিছু লাভ হয়ে থাকে তাহলে তারা লাভ বন্টনের যে শর্ত করেছিল সে শর্ত অনুযায়ীই ভাগ করে নেবে। যদি মুদারাবা বাতিল হওয়ার সময় পুঁজি পণ্য আকারে থাকে তাহলে তারা দুজন যে কথায় একমত হবে তা-ই করা হবে। হয়তো বিক্রি করে তা থেকে পুঁজি ফেরত দেওয়া হবে অথবা মূল্য হিসাব করে পণ্য দিয়ে পুঁজি ফেরত দেওয়া হবে। এ উভয় ক্ষেত্রে লাভ হলে তা শর্ত মতো বণ্টিত হবে। যেহেতু এ সম্পদে কেবল তাদের দুজনের অধিকার, তাই তারাই ফয়সালা করবে পুঁজি ফেরতে কোন পন্থা তারা গ্রহণ করবে।

যদি কর্মী পণ্য বিক্রি করতে চায়, মালিক তাতে অমত করে তাহলে তাতে লাভ হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্য হলে পুঁজির মালিককে পণ্য বিক্রয়ের মত ব্যক্ত করতে বাধ্য করা হবে। কেননা, অর্জিত লাভে কর্মীর অধিকার থাকে, পুঁজিতে তার কোনো অধিকার থাকে না। পণ্য বিক্রি না করা পর্যন্ত কর্মীর হাতে লাভ আসে না, তার অধিকারও প্রকাশিত হয় না। যদি লাভ হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্য না হয়, তাহলে পুঁজির মালিক বিক্রিতে আপত্তি করলে তাকে বাধ্য করা হবে না।

যদি মুদারাবা বাতিল হওয়ার সময় পণ্য থাকে পাওনা, তাহলে তা তাগাদা দিয়ে হস্তগত করা কর্মীর দায়িত্ব। এক্ষেত্রে এ পণ্যে লাভ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ করা হবে না।[১৯১]

---

১৯০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯-৩২০

১৯১. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬৪-৬৫

www.amarboi.org

চার. মুদারাবার পুঁজি ধ্বংস হওয়া (تَلَفُ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ)

ফকীহদের সম্মিলিত মত হচ্ছে, মুদারাবার পুঁজি কর্মী বুঝে পাওয়ার পর কোনো কিছু কেনাকাটার মাধ্যমে তাতে কিছু নাড়া দেওয়ার পূর্বেই যদি সে পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে অর্থকড়ি মুদারাবার জন্যে নির্ধারিত ছিল, যে অর্থের সাথে এ চুক্তি সম্পর্কিত ছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা বলেন, যদি পুঁজি সবটা ধ্বংস হয় যায়, মুদারাবা বাতিল হয়। কিন্তু যদি এক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে অবশিষ্ট পুঁজিতে মুদারাবা বহাল থাকে, যেটুকু বিলুপ্ত হয়েছে সেটুকু মুদারাবার হিসাব থেকে বাদ পড়ে যায়।

তারা বলেন, মুদারাবার উদ্দেশ্যে কেনাবেচার কাজে পুরোপুরি মগ্ন হওয়ার পর পুঁজি বিনাশ হলে সে মুদারাবা বাতিল ও রহিত হয়ে যায়। এটুকু কথায় সকল ফকীহ একমত। এক্ষেত্রেও যদি বেচাকেনা শুরু করার পর পুঁজির এক অংশ বিনাশ হয়ে যায় তবে সে অংশে মুদারাবা বাতিল হয়ে যায়। অবশিষ্ট অংশই তখন পুঁজি হিসাবে ধার্য থাকে। এটি ফকীহদের একাংশের অভিমত। তারা বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আল্লামা কাসানী বলেছেন, কর্মীর হাতে পুঁজি আসার পর সে তা দিয়ে কিছু পণ্য কেনার পূর্বেই যদি পুঁজিটা ধ্বংস হয়ে যায়, আমাদের মাযহাবের ইমামদের মতে, তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে, কর্মী সে অর্থ কব্জা করার মাধ্যমে তা মুদারাবার জন্যে নির্ধারিত হয়েছে। এখন তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এ মাসআলা আমানত রাখা সদৃশ। আমানতদারের হাতে থাকা অবস্থায় তা ধ্বংস হয়ে গেলে আমানত বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি কর্মী পুঁজি বিনাশ করে ফেলে বা তা খরচ করে অথবা কাউকে দেওয়ার পর সে তা ধ্বংস করে ফেলে, যদি যে বিনাশ করেছে তার নিকট থেকে সে পরিমাণ অর্থ সম্পদ আদায় করা হয় তবে কর্মী সে গৃহীত অর্থ দ্বারা পণ্য ক্রয় করতে এবং মুদারাবা হিসাবে ব্যবসা করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফার পক্ষ থেকে তাঁর ছাত্র হাসান এ মতটি উদ্ধৃত করেছেন। আবু হানিফা রহ.-এ সম্পর্কে বলছেন, এখানে পুঁজির পরিবর্তে পুঁজি পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এটিই এখন পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই তা দ্বারা মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করা যাবে।

ইমাম মুহাম্মদের পক্ষ থেকে ইবনে রুস্তম বর্ণনা করেন, কর্মী যদি পুঁজির টাকা কাউকে কর্জ হিসাবে প্রদান করে, সে যদি হুবহু সে মুদ্রাগুলোই ফেরত দেয় তাহলে মুদারাবা হিসাবে তা ফেরত আসবে। এর কারণ, যদি সে সীমালঙ্ঘন করত তাহলে তার সে মুদ্রাগুলোর সমপরিমাণ জরিমানা দিতে হতো। কিন্তু ঋণগ্রহীতা সীমালঙ্ঘন করেনি, তাই তার জরিমানাও দিতে হবে না। কিন্তু যদি

www.amarboi.org

হুবহু সে মুদ্রাগুলো নয়, বরং তার সমপরিমাণ অর্থ সীমালঙ্ঘনকারীর নিকট থেকে আদায় করা হয় তাহলে তা মুদারাবা হিসাবে ফেরত আসবে না। যেহেতু মূল পুঁজি বিলুপ্ত করে দেওয়ায় তার পক্ষ থেকে জরিমানাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জরিমানা ও মুদারাবা উভয়ের বিধান কখনো একত্র হয় না, তাই এ সময় মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা যখন কর্মী পুঁজি খরচ করে কিছু কেনার পূর্বেই পুঁজি বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু যদি কিছু কেনার পর সে পুঁজি ধ্বংস হয়, যা এভাবে হবে, কর্মীকে পুঁজি হিসাবে দেওয়া হয়েছে এক হাজার টাকা। কর্মী সে টাকার পরিমাণ পণ্য খরিদ করলেও তখনই মূল্য পরিশোধ করেনি। ইতোমধ্যে সে এক হাজার টাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। অবস্থা এমন হলে আমাদের ইমামগণ (হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ) বলেন, পণ্যটা মুদারাবার পণ্য হিসাবেই গণ্য হবে এবং তার মূল্য পরিশোধের জন্যে কর্মী পুঁজিদাতার দ্বারস্থ হবে। তার কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে সে পণ্য বিক্রেতাকে প্রদান করবে। যদি দ্বিতীয় এক হাজার টাকা কর্মী কব্জা করার পর এটিও ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এমন আরো এক হাজার আনার জন্যে কর্মী আবারো পুঁজিমালিকের দ্বারস্থ হবে। এমনকি এমন ঘটনা তৃতীয় চতুর্থবার ঘটলেও একইভাবে মালিকের দ্বারস্থ হয়ে অর্থের ব্যবস্থা করবে। মালিক প্রথমবার যা দিয়েছে, পরে জরিমানা হিসাবে আরো যত দিয়েছে সবটাই পুঁজি বলে ধর্তব্য হবে। যেহেতু পুঁজিদাতার পুঁজিতে কর্মীর নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। তাই তার নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় যা জরিমানা হবে কর্মী সেজন্যে পুঁজিদাতার দ্বারস্থই হবে, বিষয়টি প্রতিনিধির বিষয়ের ন্যায়। প্রতিনিধির হাতে টাকা ধ্বংস হয়ে গেলে প্রতিনিধি মূল ব্যক্তির দ্বারস্থ হবে এবং তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে খরচ করবে। তবে মুদারাবার কর্মী ও প্রতিনিধিতে এক স্থানে পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে, প্রতিনিধির হাতে প্রথমবার পণ্যের মূল্য ধ্বংস হয়ে গেলে সে মূল ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়ে দ্বিতীয় হাজার টাকা পায়। কিন্তু দ্বিতীয় এক হাজারও ধ্বংস হয়ে গেলে সে আর মূল ব্যক্তির দ্বারস্থ হবে না, যেহেতু মূল ব্যক্তি তার প্রতিনিধিকে দু হাজারের অধিক দেবে না। কিন্তু মুদারাবার কর্মীর বিষয় ভিন্ন, তার নিকট তৃতীয় চতুর্থবার বরং যত বার পুঁজি ধ্বংস হোক, কর্মী মালিকের দ্বারস্থ হবে এবং প্রতিবারই মালিক তাকে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে।[১৯২]

মালেকী আলেমগণ বলেন, যদি কর্মীর হাতে থাকা অবস্থায় মালিকের সমুদয় পুঁজি ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যায় তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। যদি আংশিক পুঁজি বিনষ্ট হয় তবে সে পরিমাণ সম্পদে বাতিল হবে, অবশিষ্ট সম্পদ যেটুকু হাতে আছে সেটুকুতে মুদারাবা বহাল থাকবে।

---

১৯২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১৩

www.amarboi.org

তারা বলেন, যদি সম্পূর্ণ পুঁজি বা তার এক অংশ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পুঁজিদাতার করণীয় হচ্ছে, যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে তার পরিবর্তে সে পরিমাণ আরো অর্থ সে কর্মীকে ব্যবসা করার জন্যে দেবে; যদি পুঁজিদাতা ব্যবসা করার ইচ্ছাই করে। কর্মী কাজ শুরু করার আগে দিক বা পরে, এক্ষেত্রে পুঁজিদাতার ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। কর্মীর জন্যে আবশ্যক, যদি পুঁজি ধ্বংস হওয়া কাজ শুরু করার পূর্বে না হয়ে পরে হয়, তাহলে আংশিক পুঁজি বিনাশ হলে তার সমপরিমাণ অর্থ পুঁজিদাতার নিকট থেকে সে নিয়ে নেবে। কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে ধ্বংস হলে সমপরিমাণ অর্থ নেওয়া আবশ্যক নয়, যেহেতু এ সময় পুঁজিদাতা ও কর্মী উভয়ের মুদারাবা ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

যদি কর্মীর হাতে সম্পূর্ণ পুঁজি বিনাশ হয়, তার পরিবর্তে পুরো টাকাই মালিক দিতে আগ্রহী ও সম্মত থাকে এ সময় কর্মী টাকাটা নেওয়া আবশ্যিক নয়। যেহেতু পুরো পুঁজিটাই না থাকার কারণে মুদারাবা বাতিল হয়ে গেছে তাই কর্মী দ্বিতীয় বার মালিকের পক্ষ থেকে টাকা গ্রহণে বাধ্য থাকবে না। অথচ পুঁজি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রদত্ত জরিমানা যখন দেওয়া হয় কর্মীকে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়।

যেহেতু পুরো টাকাটা ধ্বংস হলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যায়, তাই পুঁজিদাতারও এখতিয়ার থাকে সে তার পরিবর্তে আবারো পুঁজি সরবরাহ করতে পারে, না-ও পারে। এ পরিস্থিতিতে কর্মী যদি মুদারাবার জন্যে কোনো পণ্য কেনে, মূল্য পরিশোধ করে বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য আনতে গিয়ে সে যদি দেখতে পায়, পণ্য ধ্বংস হয়ে গেছে, আর পুঁজিদাতা যদি পুনরায় পুঁজি সরবরাহ করতে আপত্তি ও অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে কর্মীর সে পণ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে। যদি কর্মীর হাতে টাকা না থাকে তাহলে তার সেই পণ্য বিক্রি করে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ পণ্য বিক্রয়ে লাভ হলে তা কর্মীর একার, লোকসান হলেও তা তার হবে।

মালেকী আলেমদের নিকট যা প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে, পুঁজিদাতা পুনরায় পুঁজির যোগান দিলে তার লাভ দ্বারা প্রথম পুঁজিতে যা ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে না। সবটা পুঁজি ধ্বংস হোক বা আংশিক, বিধান একইরূপ থাকবে। এটি লাখমী বর্ণনা করেছেন। ইবনে আরাফাও তিউনিসীর বরাত দিয়ে এ কথাই উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, যদি আংশিক পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে দ্বিতীয় বারের লাভ দ্বারা সে ক্ষতির পূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

www.amarboi.org

তারা বলেন, পুঁজির মালিক বা কর্মী যদি মুদারাবার আংশিক পুঁজিতে ক্ষতিসাধন করে অথবা পুঁজির একাংশ তাদের দুজনের কোনো একজন ঋণ হিসাবে নেয়, তবে তার সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা হবে। ক্ষতিসাধনকারীর নিকট থেকে ক্ষতি পরিমাণ এবং ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ উসুল করা হবে। অর্জিত লাভ দ্বারা তা পূরণ করা হবে না। ব্যবসায়ে লোকসান হলে বা পুঁজি বিনষ্ট হলে লাভ দিয়ে তা পূরণ করা হয়, কিন্তু কেউ ক্ষতি করলে বা কর্জ নিলে তা লাভ দ্বারা পূরণ করা হবে না। যেহেতু যে ক্ষতি করবে তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে, যে কর্জ নেবে তার কাছ থেকে তা উসুল করা হবে। কিন্তু ক্ষতিসাধনকারী ক্ষতি করার পর এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ নেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা মূলধন হিসাবে অবশিষ্ট ছিল বিধায় তাতে যা লাভ হবে তা হবে দ্বিতীয় ব্যক্তির, যে পুঁজিতে ক্ষতি করেনি। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যদি পুঁজিদাতা হয় তাহলে যেহেতু সে পুঁজি দিয়েছে এবং সে তাতে কোনো ক্ষতি করেনি তাই সে লাভ পাবে, ক্ষতিসাধনকারী বা ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ে ক্ষতি করার দরুন লাভের অংশ পাবে না। অবশিষ্ট মূলধনের ওপর লাভ হিসাব করা হবে, যেহেতু মূলধন থেকে যা কমানো হয়েছে, ক্ষতি করেই হোক বা ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে হোক, তাতে লাভের অংশ ধার্য করার কোনো অর্থ হয় না। যেহেতু সে অংশ দ্বারা ব্যবসায়িক কোনো লেনদেনই করা হয়নি। যদি পুঁজির মালিকই ক্ষতি করে তবে সে তো তার এ কাজের মাধ্যমে এটিই বুঝিয়েছে যে, যেটুকু সে মূলধন থেকে ক্ষতি করে কমিয়েছে সেটুকুতে সে মুদারাবা বাতিল করেছে, অবশিষ্টটুকু মূলধন হিসাবে বহাল রেখেছে। যদি ক্ষতি করা বা ঋণ নেওয়ার কাজ কর্মী করে থাকে, তাহলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মতো তার সাথে আচরণ করা হবে; তার দায়িত্বে যে ঋণ রয়েছে তা উসুল করা হবে, যে ক্ষতি করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। উসুল না করা পর্যন্ত কেবল কর্মীর দায়িত্বে থাকাকালে যেহেতু কারবারে তা লাগানো যায়নি, তাই সে অংশের কোনো লাভ ধরা হবে না। আংশিক পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত করা বা ঋণ নেওয়ার মাসআলায় এ কাজগুলো কর্মী পুঁজি নিয়ে কারবার শুরু করার পূর্বে হোক বা পরে, তাতে কোনো তারতম্য হবে না, বিধান একইরূপ থাকবে। দুসূকী বলেন, অবশিষ্ট অর্থই মূলধন হিসাবে গৃহীত হবে। প্রাপ্ত লাভ দ্বারা কৃত ক্ষতি বা গৃহীত ঋণের পূরণ করা হবে না। বরং যে ক্ষতি করেছে তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে, যে ঋণ নিয়েছে তার কাছ থেকে সে ঋণ উসুল করা হবে; এটিই সঠিক মত।[১৯৩]

---

১৯৩. আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫২৮-৫২৯; শারহুয যুরকানী ও হাশিয়া আল-বুনানী, খ. ৬, পৃ. ২২৫-২২৬; বুলগাতুস সালিক ও আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৯৭; শারহুল খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৪৩১

www.amarboi.org

শাফেয়ী আলেমগণ তাদের সর্বাধিক সঠিক মতে বলেন, যদি মূলধনের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে, যেমন আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া, পানিতে ডুবে যাওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া বা চুরি হওয়া, তাহলে কর্মী বেচাকেনা করে সে পুঁজিতে তার মর্জিমাফিক কাজ করার পরও সে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ বা তার বদল হাতে পাওয়া যদি বেশ কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে এ অংশটুকুকে লাভের আওতায় হিসাব করা হবে, অর্থাৎ লাভ থেকে এই পরিমাণ কর্তন করা হবে। যেহেতু এ ক্ষতিটা কারো হাতে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি, তাই এ ক্ষতিটাকে মেনে নিতে হবে, যেমন পণ্যে ত্রুটি থাকলে তা মেনে নিতে হয়, সে হিসাবে লাভে ছাড় দিতে হয়।

সর্বাধিক সঠিক মতের বিপরীত শাফেয়ীদের অপর মত হচ্ছে, এ ক্ষতিটুকু লাভের আওতায় হিসাব করা হবে না, যেহেতু কর্মীর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ কর্মের সাথে এই ক্ষতির কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু পণ্যের মূল্যে হ্রাস করা হলে যে ক্ষতি হয়, অর্থাৎ লাভ কম হয় তা এর বিপরীত। ব্যবসাসংক্রান্ত কাজের সাথে এই ক্ষতির সম্পর্ক রয়েছে, তাই তা লাভের আওতায় আসবে অর্থাৎ লাভ থেকে তা কর্তন করা হবে। কিন্তু পণ্যে ত্রুটির দরুন মূল্যহ্রাস হলে তা লাভের আওতায় আসে না, তাই তা লাভ থেকে কর্তন করা হবে না।

যদি উপরিউক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুঁজি ধ্বংস হয় বেচাকেনা করে তাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে, তাহলে মূলধন থেকেই তা হিসাব করে বাদ দেওয়া হবে; লাভ থেকে কর্তন করা হবে না। এটিই তাদের সর্বাধিক সহীহ্ মত। যেহেতু কাজ করার মাধ্যমে মুদারাবা চুক্তি মোটে দৃঢ়তাই অর্জন করতে পারেনি, তাই তা লাভের আওতায় আসবে না। সর্বাধিক সহীহ্-এর বিপরীত মত হচ্ছে, তা লাভের আওতায় আসবে, যেহেতু কর্মী সে সম্পদটুকু কব্জা করার দ্বারাই তা মুদারাবার সম্পদ হয়ে গেছে। (যেন কব্জা করাই মুদারাবার কাজের সূচনা।)

যদি মুদারাবার পুরো মূলধনই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মুদারাবা রহিত হয়ে যাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগেই বিনাশ হোক অথবা মালিক বা কর্মী বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ধ্বংস করুক। তবে মালিক ধ্বংস করলে তাতে কর্মীর লাভের অংশ বহাল থাকবে। যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ধ্বংস করার পর তার কাছ থেকে বদল গ্রহণ করা হয় তাহলে মুদারাবা বহাল থাকবে।[১৯৪]

---

১৯৪. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৩৬

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে বলেন, যদি মুদারাবার আংশিক মূলধন ধ্বংস হয় কর্মী তা দিয়ে বেচাকেনা শুরু করার পূর্বে, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশে মুদারাবা রহিত হয়ে যাবে। ধ্বংসের পর যা অবশিষ্ট থাকবে পুঁজি হিসাবে সেটুকুই ধর্তব্য হবে। তারা বলেন, কর্মী কিছু কেনাকাটার পূর্বেই যে পুঁজিটুকু ধ্বংস হয়ে গেছে তা যেন কর্মী হাতে পাওয়ার আগেই ধ্বংস হয়েছে, তাই তা হিসাবে আসবে না। কিন্তু যা কেনাকাটা ইত্যাদির পরে ধ্বংস হয়েছে তার বিধান ভিন্ন, যেহেতু তা ব্যবসায়ে আবর্তিত হয়েছে।

যদি কর্মী কেনাকাটা করার আগেই পুঁজি ধ্বংস হয়, এরপর কর্মী মুদারাবা ব্যবসা উপলক্ষে নিজ দায়িত্বে মূল্য বাকী রেখে কোনো পণ্য কেনে, তাহলে এটি কর্মীর মালিকানাধীন বস্তু হবে, তার মূল্য পরিশোধ তার দায়িত্বেই থাকবে। এক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য পরিশোধের পূর্বে কর্মী মূলধন ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়া বা তা তার অজানা থাকার দরুন এই বিধানে কোনো পার্থক্য হবে না। বিধান এরূপ হওয়ার কারণ, কর্মী জিনিসটি নিজ দায়িত্বে কিনেছে। তার পূর্বেই মুদারাবা বাতিল হয়ে যাওয়ায় এটি আর মুদারাবার পণ্য হয়নি, কর্মীর নিজস্ব বস্তু হয়ে গেছে। যদি এ অবস্থায় এটি মুদারাবার পণ্য বিবেচনা করা হয়, তাহলে অন্যের কাছ থেকে তার ঋণ নেওয়া হবে। অন্যের কাছ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ঋণ নেওয়া জায়েয নয়। তবে যদি মালিক পুনরায় পুঁজি দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করে তবে পণ্যটি মালিকের হয়ে যাবে (যেহেতু মালিক মূল্য প্রদান করেছে।)

কর্মী পণ্য কেনার পর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে যদি মূলধন ধ্বংস হয়; তা এ ভাবে যে, সে মুদারাবা ব্যবসার জন্যে নিজ দায়িত্বে কোনো পণ্য কিনেছে। এরপর তার মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই যদি মূলধন ধ্বংস হয় অথবা মূলধন ও মুদারাবার পণ্যও ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে মুদারাবা যথারীতি বহাল থাকবে। এ জাতীয় মাসআলায় মুদারাবা বাতিলের কারণ হয় মূলধন ধ্বংস হওয়া। তা পণ্য কেনার সময় বা তার পূর্বে সংঘটিত হয়নি, তাই মুদারাবা বাতিল হবে না। এ অবস্থায় পুঁজির মালিক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে, যেহেতু ব্যবসার মূল অধিকার তার হাতে। যেমন যে প্রতিনিধি নিয়োগ করে সে-ই থাকে মূল দায়িত্বশীল। মূল্য হিসাবে যা প্রদান করা হবে তা-ই হবে এখন মূলধন, যে অর্থ ধ্বংস হয়ে গেছে তা আর মূলধন বলে ধর্তব্য হবে না। যেহেতু এই পণ্য ক্রয়ে পুঁজিমালিকের রয়েছে অনুমতি এবং কর্মীর রয়েছে সক্রিয়তা, তাই পণ্যবিক্রেতা এ দুজনের যে কারো নিকট বা উভয়ের নিকট পণ্যমূল্য আদায়ের দাবি জানাতে

www.amarboi.org

পারে। যদি পুঁজির মালিক পণ্যবিক্রেতার ক্ষতি করে তবে সে তা আর কারো কাছে দাবি করার সুযোগ নেই, যেহেতু মুদারাবা চুক্তির সকল দায় মালিকের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যদি কর্মী পণ্যবিক্রেতার ক্ষতি করে, তবে সে পুঁজিমালিকের কাছে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।[১৯৫]

পাঁচ. মালিক কর্তৃক পুঁজি প্রত্যাহার করা

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, যদি পুঁজির মালিক পুঁজি হিসাবে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু কর্মী ব্যবসা করার জন্যে পুঁজির প্রয়োজন, তার উপরেই মুদারাবার ভিত্তি, তাই এর অনুপস্থিতিতে তা বাতিল হয়ে যাবে। যদি পুরোটা না নিয়ে পুঁজির এক অংশ প্রত্যাহার করে, তবে যেটুকু প্রত্যাহার করবে সেটুকুতে মুদারাবা রহিত হয়ে যেটুকু পুঁজি কর্মীর হাতে এখন থাকবে শুধু সেটুকুতেই মুদারাবা কার্যকর হবে।

আল্লামা হাসকাফী বলেন, কর্মীর সাথে যোগাযোগ ছাড়াই মালিক যদি কোনো পণ্য বেচাকেনা করে তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। যদি মূলধন এখনো নগদ অর্থ থাকে, তাহলে মালিকের এ বেচাকেনা নিজের পক্ষ থেকে হওয়া সাব্যস্ত হবে। যদি মালিক এভাবে বেচাকেনা করার সময় সবটা মূলধন দ্রব্যসামগ্রীতে পরিবর্তিত হয় তাহলে মালিকের এ সকল কাজে মুদারাবা বাতিল হবে না। যেহেতু এমন পরিস্থিতি হলে মালিক স্পষ্টভাবে মুদারাবা ভেঙ্গে দেওয়ার কথা বললেও তা কার্যকর হয় না। সুতরাং ইঙ্গিতবাহী কোনো কাজও মোটে কার্যকর হবে না। যদি এ সময় পুঁজির মালিক পণ্য বিক্রি করে অন্য কোনো বস্তুর বিপরীতে তাহলে মুদারাবা বহাল থাকবে। কিন্তু যদি নগদ অর্থের বিনিময়ে তা বিক্রি করে তবে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, তার এ বিক্রি তখন তার নিজের জন্যে হওয়া সাব্যস্ত হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এ আলোচনা আল বাহরুর রায়েক থেকে উদ্ধৃত করেছেন : যদি পুঁজিদাতা নগদ অর্থের বিনিময়ে মুদারাবার পণ্য বিক্রি করে, এরপর সে নগদ অর্থ দ্বারা পণ্য ক্রয় করে, তাহলে মালিক পূর্বে যে পণ্য বিক্রি করেছে তাতে লাভের অংশী হবে কর্মী; কিন্তু পরে নগদ অর্থব্যয়ে মালিক যে পণ্য ক্রয় করেছে তা বিক্রি করে লাভ করলে তাতে কর্মী কিছু পাবে না। মাসআলা এরূপ হওয়ার কারণ, মালিক যখন প্রথম মুদারাবার পণ্য বিক্রি করে নগদ অর্থ গ্রহণ করেছে মুদারাবা ভেঙ্গে গেছে। তাই তাতে কর্মী লাভের

---

১৯৫. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১৮

www.amarboi.org

অংশীদার হবে। কিন্তু মুদারাবা ভেঙ্গে যাওয়ার পর মালিক যা কিনবে তা তার নিজের জন্যে কেনা হবে। তাই তাতে কর্মীর কোনো অংশ থাকবে না। কিন্তু যদি মালিক প্রথম পণ্য বিক্রি করে অপর কোনো সমবস্তুর বিনিময়ে বা কোনো মিছলী বা কীমী বস্তুর বিনিময়ে, তাহলে তাতে যদি লাভ হয় সে লাভ তাদের স্থিরীকৃত শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে; মুদারাবা বহাল থাকবে।[১৯৬]

শাফেয়ী আলেমগণ এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, মালিক তার কর্মীর নিকট থেকে পুরো মূলধন যদি ফিরিয়ে নেয় তাহলে মুদারাবা রহিত হয়ে যাবে। পণ্য কেনার পর তাতে লাভ লোকসান প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে মালিক যদি কিছু পণ্য নিয়ে নেয়, তাহলে এটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্টটুকু পণ্য বলে গণ্য হবে। যেহেতু কিছু পণ্য নেওয়ার পর বাকীটুকুই কর্মীর হাতে রয়েছে। ফলে প্রথমেই সে অবশিষ্ট পরিমাণ দিলে যেভাবে তা মূলধন হিসাবে গণ্য হতো, এখন মালিক নেওয়ার পর অবশিষ্টটুকুকে সেভাবেই পুঁজি ধরতে হবে; মালিকের নেওয়া অংশ প্রত্যাহৃত বলে গণ্য করা হবে।

যদি ব্যবসায়ে লাভ হওয়ার পর মালিক আংশিক পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়, তাতে কর্মীর মত না থাকে, তাহলে যা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে তা মূল পুঁজি ও লাভ এ দুটোতেই বিস্তৃতভাবে থাকবে। পুরো মূলধন এবং তার লাভ এ দুটোর সমষ্টির সাথে তুলে নেওয়া পুঁজি তুলনা করে উভয়টিতে তা বণ্টন করা হবে। এমনটি করা হবে এ জন্যে যে, মালিকের মূলধন প্রত্যাহার কোন অংশ থেকে তা তার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়নি। লাভের যে অংশ মালিক তার কর্মীর জন্যে নির্ধারণ করেছে তাতে কর্মীর মালিকানা বহাল থাকবে। তাই সে অংশে মালিকের নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা কার্যকর হবে না। এরপর ব্যবসায়ে লোকসান হলেও কর্মীর সে অংশ তাতে বাদ পড়বে না।

উদাহরণ : মূলধন হচ্ছে একশ দিরহাম, তাতে লাভ হয়েছে বিশ দিরহাম। ফলে পুঁজি দাঁড়িয়েছে একশ বিশ দিরহামে। লাভ হচ্ছে এভাবে মোট পুঁজির এক ষষ্ঠাংশ। মালিক পুঁজি থেকে বিশ দিরহাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে, তা পুঁজি ও লাভ উভয়টিতে এক ষষ্ঠাংশ হারে বণ্টিত হবে। ফলে লাভের বিশ দিরহাম থেকে প্রত্যাহৃত হবে ৩$\frac{১}{৩}$ দিরহাম। যদি মালিক ও কর্মী উভয়ের মধ্যে লাভ অর্ধেক

১৯৬. আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৯০; আল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২১৫; বুলগাতুস সালিক, খ. ৩, পৃ. ৬৯৭; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩২০-৩২১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫১৮-৫১৯

www.amarboi.org

হারে বণ্টিত হয় তাহলে কর্মীর অংশ ১$\frac{২}{৩}$ দিরহাম তার মালিকানায় বহাল থাকবে। অবশিষ্ট প্রত্যাহৃত অংশ মূল পুঁজি থেকে প্রত্যাহৃত হবে। মূল পুঁজি একশ দিরহাম, তার এক ষষ্ঠাংশ হচ্ছে ১৬$\frac{২}{৩}$ এটুকু প্রত্যাহার করার পর এখন পুঁজি থাকবে ৮৩$\frac{১}{৩}$ দিরহাম। যদি কর্মীর হাতে যা রয়েছে তা (লোকসান হওয়ার দরুন) ৮০ দিরহামে ফিরে আসে তাহলে ও তাতে কর্মীর অংশ বাদ পড়বে না। বরং সে সেই ৮০ দিরহাম থেকে ১$\frac{২}{৩}$ দিরহাম-যা তার প্রাপ্য-তা নেবে, অবশিষ্ট অংশ পুঁজিতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এভাবে কর্মীর অংশ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান-যা নিয়ে ইবনে রাফআ-এর অনুসরণে ইসনাভীও আপত্তি উত্থাপন করেছেন, সে তা এজন্যে করতে পারবে যে, মালিক তার পুঁজির সে অংশ প্রত্যাহার করছে যার মধ্যে কর্মীরও অংশ রয়েছে। অতএব তা থেকে কর্মীও তার অংশ তুলতে পারবে, তাহলে তাদের দুজনের মধ্যে এ বিষয়ে সমতা রক্ষা হবে।

বিধান এটিই কার্যকর হবে যদি মালিক তার পুঁজির এক অংশ প্রত্যাহার করে ব্যবসায়ে লাভ অর্জিত হওয়ার পর, তাতে কর্মীর সম্মতি থাকা অবস্থায়। প্রত্যাহার করা অংশ পুঁজি ও লাভ উভয়টিতে বিস্তৃত হওয়ার কথা তারা উভয়ে সুস্পষ্টভাবে বলতে পারে অথবা এ বিষয়টিতে কিছু নাও বলতে পারে, বিধান এরূপই থাকবে।

যদি উপরিউক্ত উদাহরণে কর্মীর সম্মতিতেই পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়, মালিক ও কর্মী উভয়ে শুধু পুঁজি থেকে নিতে চাইলে তা-ই নির্ধারিত হবে, যদি লাভ থেকে নিতে চায় তবে তা-ই নির্ধারিত হবে। এ সময় কর্মী তার হাতে যা রয়েছে তা থেকে বিস্তৃতভাবে তার অংশ পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে।

শাবরামাল্লিসী বলেন, কর্মীর হাতে যা রয়েছে তা থেকে কর্মী তার অংশ তুলতে পারবে। যদি তাদের দুজনের কেউ উত্তোলনের ইচ্ছা না করে তাহলে তাদের অংশ পুঁজি ও লাভ উভয়টিতে বিস্তৃত হবে। সেক্ষেত্রে কর্মীর অংশ ব্যবসায়ে কর্জ হিসাবে গণ্য হবে; দান বা হেবা নয়। মাতলাব নামক গ্রন্থে এ মতটির প্রাধান্য আলোচনা করা হয়েছে, ইসনাভী তা বর্ণনা করে তা-ই বহাল রেখেছেন।

যদি ব্যবসায়ে লোকসান প্রকাশিত হওয়ার পর মালিক আংশিক পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে প্রত্যাহৃত পুঁজি এবং ব্যবসায়ে এখনো রেখে দেওয়া পুঁজি উভয়টিতে সে লোকসান বণ্টিত হবে। এরপর যদি ব্যবসায়ে লাভও হয় সে লাভ দিয়ে লোকসানে ক্ষতিপূরণ করা জরুরি নয়। এর উদাহরণ : ব্যবসায়ে পুঁজি

www.amarboi.org

১০০ দিরহাম,তাতে লোকসান হয়েছে ২০ দিরহাম। এরপর মালিক মূলধন থেকে তুলে নিয়েছে ২০ দিরহাম। এ অবস্থায় মোট লোকসান ২০ দিরহাম হওয়ায় পুঁজি হয়ে গেছে ৮০ দিরহাম। তা থেকে মালিক তুলে নিয়েছে ২০ দিরহাম যা মোট পুঁজির $\frac{১}{৪}$ তাই লোকসানের $\frac{১}{৪}$ অর্থাৎ ৫ দিরহামও ধরা হবে মালিক তুলে নিয়েছে। তাতে তার নেওয়ার পরিমাণ হবে ২৫ দিরহাম এবং পুঁজি ধর্তব্য হবে ৭৫ দিরহাম। তাতে প্রত্যাহার করার পর এবং লোকসান হওয়ার পর অবশিষ্ট পুঁজি নির্ধারিত হয়েছে। যদি এরপর সে ব্যবসায়ে লাভ হয় তবে তাদের পূর্ব স্থিরীকৃত শর্ত অনুসারে তাদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে।[১৯৭]

ছয়. পুঁজিদাতা বা কর্মীর মুরতাদ হওয়া

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি পুঁজির মালিক– আল্লাহ না করুন– ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার মুরতাদ হওয়ার পর কর্মী পণ্য বেচাকেনা করে, তাহলে আবু হানিফা রহ.-এর মত অনুসারে কর্মীর সকল লেনদেন স্থগিত থাকবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে তবে এ সকল লেনদেন কার্যকর হবে। মুদারাবা চুক্তির সকল কাজে তার মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি তখন অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে; যেন সে মাঝে মুরতাদ হয়নি। এমনিভাবে সে যদি মুরতাদ হয়ে বিধর্মীদের দেশে চলে যাওয়ার পর, বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার বিধান তার জন্যে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই, যদি মুসলমান হয়ে মুসলমানের দেশে ফিরে আসে তাহলে তার মুরতাদ হয়ে অপরদেশে চলে যাওয়ার বিষয়টি অস্তি ত্বহীন বলে গণ্য হবে। এ মাসআলা সে মত হিসাবে যে মতে মুরতাদ ব্যক্তির বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত ও প্রমাণিত হবে বিচারক কর্তৃক ঘোষিত হলে, তখন তাকে মৃত গণ্য করে তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের ফয়সালা প্রদান করা হবে।

যদি পুঁজির মালিক মুরতাদ হওয়ার পর মারা যায় অথবা তাকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হয় অথবা সে বিধর্মীদের দেশে চলে যায় এবং তা বিচারক কর্তৃক ঘোষিত হয় তবে তার মুরদাদ হওয়ার দিন থেকে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। এটি আবু হানিফার মত। তিনি বলেন, কোনো লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তার মালিকানাধীন সকল সম্পদে তার মালিকানা স্থগিত হয়ে যায়। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় বা ধর্মত্যাগের শাস্তি হিসাবে তাকে হত্যা করা হয় অথবা বিধর্মীদের দেশে

১৯৭. রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৪২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৩৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩২-৩২১

www.amarboi.org

চলে যাওয়ার পর সরকারীভাবে তা ঘোষিত হয়, তাহলে তার মুরতাদ হওয়ার সময় তার সম্পদে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে তাতে তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেন মুরতাদ হওয়ার সময়ই তার মৃত্যু হয়েছে।

যেহেতু মুরতাদ হওয়ার পর তার আদেশদানের কোনো সুযোগ থাকে না, তাই তার আদেশ অনুযায়ী কর্মী ব্যবসা করার বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়। পুঁজির মালিক হয়ে যায় তার উত্তরাধিকারীরা। তাই কর্মী এরপর যা বেচাকেনা করে তা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ দিয়ে করে। এ সময় পুঁজির অর্থ কর্মীর হাতেই যদি থাকে তাহলে সে তা দিয়ে কোনো কিছু কেনাবেচা করবে না। যদি এ অবস্থায় কর্মী কিছু কেনে, তবে সে পণ্য এবং তা বিক্রি করলে পুঁজিদাতার লাভ থাকবে এককভাবে কর্মীর। যেহেতু মুরতাদ হওয়ার প্রেক্ষিতে এ পুঁজিতে পুঁজিদাতার মালিকানা লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই তার পুঁজি বিনিয়োগ বাতিল হয়ে গেছে। ফলে কর্মীও এখন তার কর্মী নয়, তার সে দায়িত্ব থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কর্মী উত্তরাধিকারীদের সম্পদ পরিচালনা করছে তাদের অনুমতি ছাড়া তাই তার এ সময়কার সকল কেনাবেচায় সে-ই দায়বদ্ধ থাকবে।

যদি পুঁজির মালিক মুরতাদ হওয়ার সময় পুঁজি বিভিন্ন পণ্য ও সামগ্রীতে রূপান্তরিত অবস্থায় থাকে, তাহলে কর্মী তা বেচাকেনা করা জায়েয হবে। এভাবে পুঁজি নগদ অর্থে পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত তা বেচাকেনা করা যাবে। যেহেতু পুঁজি পণ্য আকারে আসার পর কর্মীকে প্রত্যাহার করলেও বা তাকে কেনাবেচা করা থেকে নিষেধ করলেও তা কার্যকর হয় না। পুঁজি পণ্য হওয়ার পর পুঁজিদাতা মারা গেলেও সাথে সাথে মুদারাবা বাতিল হবে না, তেমনি মালিক মুরতাদ হলেও মুদারাবা বাতিল হবে না।

যদি কর্মী ব্যবসা করে দীনার হস্তগত করে, অথচ তার পুঁজি ছিল দিরহাম অথবা বিষয়টি বিপরীতভাবে সংঘটিত হতে পারে, কর্মী সংগ্রহ করেছে দিরহাম, কিন্তু পুঁজি ছিল দীনার, তাহলে পুঁজি নগদ অর্থের রূপে হাতে আসায় তাতে কর্মী তার নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করতে পারবে না। যেহেতু দীনার ও দিরহাম উভয়টি লেনদেনে মূল্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাই দিরহাম ও দীনারের একটির স্থলে অপরটি থাকলেও মূল পুঁজিই অক্ষুণ্ন ও অক্ষতভাবে বিদ্যমান বলে ধর্তব্য হবে।

এক্ষেত্রে আলেমসমাজ ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) করেছেন। তারা বলেছেন, যদি কর্মী তার হাতে থাকা দীনার বা দিরহাম একটিকে অপরটি দ্বারা বেচাকেনা

www.amarboi.org

করে সব সে মুদ্রা বানিয়ে নেয় যা তার পুঁজি ছিল, তবে তা সহীহ্ হবে। কেননা, কর্মীর দায়িত্ব মূলধন যেমন ছিল তেমন ফেরত দেওয়া। তাই পণ্য বিক্রি করে মূলধনে নগদ অর্থের ব্যবস্থা করা যেমন তার দায়িত্ব, দীনার বা দিরহাম বানানোও তেমনি তার দায়িত্ব।

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর অনুসৃত মূলনীতি অনুসারে মালিকের মুরতাদ হওয়া তার মালিকানায় কোনো প্রভাব ফেলবে না। ফলে মুরতাদ হওয়ার পূর্বের ন্যায় পরেও তার মালিকানা এবং তাতে লেনদেন বহাল থাকবে। মুরতাদ নিজের লেনদেন যেহেতু করতে পারবে, তাই তার পক্ষ থেকে কর্মী অবশ্যই তা করতে পারবে। যদি মুরতাদ অবস্থায় মালিক মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে মালিক মুসলমান থাকাবস্থায় মারা যাওয়া বা নিহত হওয়ার তুল্য বিবেচনা করা হবে, তাতে মুদারাবা বন্ধ হয়ে যাবে। যদি মালিক বিধর্মীদের দেশে চলে যায় এবং বিচারক কর্তৃক তা ঘোষিত হয়, তবে বিধানগত ভাবে তাকে মৃত বিবেচনা করা হবে। ফলে সত্যিকার মৃত্যুবরণের তুল্য বিধান কার্যকর হবে, তার মুদারাবা ব্যবসা বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু তখন তার রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরাধিকারীদের বলে ধরা হবে এবং তাদের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে, তাই তার নির্দেশে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বলে পণ্য হবে।

যদি পুঁজির মালিক নয়, বরং কর্মী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে আবু হানিফা আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. তাদের সকলের মতেই মুদারাবা বহাল থাকবে। এর কারণ, পূর্ববর্তী আলোচনায় মালিকের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছিল তার মালিকানা স্থগিত হওয়ার দরুন। কিন্তু বর্তমান মাসআলায় পুঁজিতে কর্মীর মোটে মালিকানা নেই, তাই তাতে তার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বেও কোনো নিষেধাজ্ঞা আসবে না। পুঁজিতে মালিকানা হচ্ছে পুঁজিদাতার যে মুরতাদ হয়নি। তাই মুদারাবা বহাল থাকবে। তবে কর্মীর ব্যবসায়ে কোনো দায় থাকবে না, সার্বিক দায় থাকবে পুঁজির মালিকের কাঁধে। এটি হচ্ছে মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আবু হানিফার কিয়াস। তিনি বলেন, মালিক এই মূলধনের মালিক, তাই তারই দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ-এর বিধান অনুসারে দায়দায়িত্ব কর্মীর কাঁধেই থাকবে। যেহেতু মুসলমান থাকাকালে তার জন্যে যে বিধান, মুরতাদকালেও সে বিধানই বহাল থাকা সাহেবাইনের অনুসৃত মূলনীতি।

যদি মুরতাদ অবস্থায় কর্মী মারা যায় বা তাকে এজন্যে হত্যা করা হয়, তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু মুরতাদ হওয়ার পর যেভাবেই তার মৃত্যু

www.amarboi.org

হোক, তা মুরতাদ হওয়ার আগে মারা যাওয়ার তুল্য। নিয়ম হচ্ছে, কর্মী মারা গেলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যায়। যদি মুরতাদ হয়ে কর্মী বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে যায় এবং তার চলে যাওয়া বিচারক কর্তৃক স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়, তাহলেও বিধান এরূপ; মুদারাবা রহিত হয়ে যাবে। এর কারণ, তার ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে যাওয়া এবং বিচারক কর্তৃক তা সত্যায়িত হওয়া তার মৃত্যুতুল্য; তাতে তার সকল লেনদেন বাতিল ও স্থগিত হয়ে যাবে।

যদি ধর্মত্যাগ করে বিধর্মীরাষ্ট্রে যাওয়ার পর সেখানে বেচাকেনা করে, পরে মুসলমান হয়ে দেশে ফিরে আসে তাহলে কর্মী এ সময়ে যা বেচাকেনা করেছে তার সবই শুধু তার মালিকানায় থাকবে এবং তাতে তার কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। এর কারণ, সে যখন বিধর্মীদের রাষ্ট্রে গিয়ে বাস করতে শুরু করেছে সে সে দেশের নাগরিক হারবী তুল্য হয়ে গেছে। হারবীদের ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, যদি সে কারো কোনো সম্পদ দখল করার পর দারুল হারব বা (বিধর্মীরাষ্ট্রে) চলে যায় তাহলে সে তার মালিক হয়ে যায়। বিধর্মীরাষ্ট্রের নাগরিকের বেলায় যে বিধান মুরতাদের বেলায়ও সে-ই বিধান। তারা দখল করলে যখন মালিক বলে স্বীকৃতি পাবে, কেনাবেচা করলে তো মালিক হতেই পারবে।

মহিলা মুরতাদ হওয়া বা না হওয়া সকল ইমামের মতে, মুদারাবা বহাল থাকার ক্ষেত্রে বরাবর। মহিলা পুঁজির মালিক হোক বা কর্মী হোক মুদারাবা বহালই থাকবে। কেননা তার যে কোনো অবস্থায় মুরতাদ হওয়া মুদারাবা চুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে যদি এ মহিলা মারা যায় তাহলে তা মুরতাদ হওয়ার আগে মারা যাওয়ার তুল্য হবে, মারা যাওয়ার দরুন মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। যদি মহিলা বিধর্মী রাষ্ট্রে চলে যায় এবং তা বিচারক কর্তৃক সত্যায়িত হয়ে যায়, তবে তা মৃত্যু তুল্য, তাই তাতেও মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।[১১৮]

অনুবাদ : মুহাম্মদ যুবায়ের

---

১১৮. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১২-১১৩; আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯

www.amarboi.org

مُرَابَحَةٌ : মুরাবাহা : Buy Murābahah

পরিচিতি

মুরাবাহা (مُرَابَحَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাব্দিক অর্থ : লাভ নিশ্চিত করা। বলা হয় : بِعْتُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً আমি বস্তুটি লাভে বিক্রি করেছি اشْتَرَيْتُهُ مُرَابَحَةً আমি বস্তুটি লাভে ক্রয় করেছি। এভাবে বলা হবে যখন সমুদয় মূল্যের ওপর লাভ ধার্য করা হবে।[১]

পারিভাষিক অর্থ : মুরাবাহার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ফকীহগণের বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে; তবে সেগুলোর তাৎপর্য ও ভাব এক ও অভিন্ন। তা হলো, বিক্রেতা প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুটির মালিক হয়েছে সেটিকে প্রথম মূল্যের চেয়ে লাভে বিক্রি করা[২] (যেমন ১০০ টাকায় ক্রয় করে ১১০ টাকায় বিক্রি করা)। অতএব মুরাবাহা সে সকল বিশ্বস্ততানির্ভর বিক্রয় চুক্তিভূক্ত যেগুলো বিক্রেতার পক্ষ হতে পণ্যের মূল্যের সংবাদ এবং বিক্রেতার পণ্যে যে খরচ পড়েছে এর সংবাদ প্রদানের ওপর নির্ভর করে।

মালেকী ফকীহদের নিকট মুরাবাহার ধরন হলো, পণ্যের মালিক ক্রেতাকে সে কত টাকায় ক্রয় করেছে তা অবহিত করবে এবং ক্রেতা থেকে হয়তো সামগ্রিকভাবে লাভ গ্রহণ করবে। যেমন বিক্রেতা বলবে : আমি বস্তুটি দশ দীনারে ক্রয় করেছি, তুমি আমাকে এক দিনার বা দুই দিনার লাভ দেবে। অথবা বিস্তারিতভাবে বলে লাভগ্রহণ করবে। যেমন বলবে,আমাকে প্রত্যেক দিনারে এক দিরহাম লাভ দেবে বা এ জাতীয় অন্য শব্দ বলবে[৩] অর্থাৎ হয়তো নির্ধারিত মূল্য এবং তাতে নির্ধারিত লাভ হিসাব করে বলবে অথবা দশমিক বা শতকরা হিসেবে বলবে।[৪]

---

১. আস সিহাহ লিল-জাওহারী।

২. আল-হিদায়া ফাতহুল কাদীর সহ, খ. ৬; পৃ. ৪৯৪। দুরারুল হুক্কাম, খ. ২, পৃ. ১৮০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১, ৯৩: মুদ্রণ, আল- ইমাম কায়রো। আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা লি-ইবনে জুযাই, পৃ. ২৬; আশ শারহুস সাগীর, পৃ. ৩; খ. ২১০ ও মুগনিল মুহতাজ; খ.২, পৃ. ৭৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮২; ৩য় মুদ্রণ।

৩. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ লি ইবনে জুযাই, পৃ. ২৬৩

৪. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ২১৫

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. التَّوْلِيَةُ

তাওলিয়া বলা হয়, বিক্রেতা প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে পণ্যের মালিক হয়েছে সেটিকে লাভ ছাড়া পূর্বের মূল্যেই বিক্রি করা[৫] (অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে বিক্রি করা। যেমন ১০০ টাকায় কিনে ১০০ টাকায় বিক্রি করা।) মুরাবাহা ও তাওলিয়া-এর মাঝে সম্পর্ক হলো উভয়টিই বিশ্বস্ততানির্ভর বিক্রি।

খ. الْوَضِيعَةُ

ওয়াজিআ বলা হয়, প্রথম মূল্যের চেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমে পণ্য বিক্রি করা[৬] (অর্থাৎ ক্রয়মূল্য থেকে লোকসানে বিক্রি করা) الْوَضِيعَةُ কে الْمُوَاضَعَةُ বা الْمُخَاسَرَةُ বা الْمُحَاطَةُ ও বলা হয়। অতএব الْوَضِيعَةُ বিক্রয় مُرَابَحَةُ-এর বিপরীত।

মুরাবাহা সংক্রান্ত শরয়ী বিধান

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের মতে মুরাবাহা চুক্তি বৈধ হওয়ার দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "এবং আল্লাহ বিক্রি বৈধ করেছেন।"[৭] এ আয়াতের মর্মে ব্যাপকতার কারণে তাতে মুরাবাহাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার অপর বাণী : إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ" আয়াতের এ অংশটিও মুরাবাহার বৈধতার এক দলিল।[৮]

তা ছাড়া মুরাবাহা চুক্তিটিও ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরের সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠেয় একটি চুক্তি। তাই সাধারণভাবে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হওয়ার দলিলই মুরাবাহা চুক্তি বৈধ হওয়ার দলিল। ফকীহগণ আরো যুক্তি দিয়েছেন, এ চুক্তির মধ্যে শরয়ী জায়েযের শর্তসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। এবং এ ধরনের লেনদেন করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির কাজে নির্ভর করার প্রয়োজন বোধ করে এবং বিক্রেতারও অনুরূপ আদায়কৃত মূল্যে লাভসহ বিক্রয় করতে মন তৃপ্ত হয়। অতএব মুরাবাহার বৈধতা আবশ্যক।

তাছাড়া মুরাবাহা চুক্তি হলো নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করা, তাই তা বৈধ হবে। যেমন কেউ বলল, আমি তোমার কাছে এ বস্তুটি একশত দশ টাকায় বিক্রি করলাম।

---

৫. ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ৪৯৫

৬. দুরারুল হুক্কাম, খ. ২, পৃ. ১৮০, ও প্রাগুক্ত।

৭. সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত-২৭৫

৮. সূরা আন নিসাঃ আয়াত-২৯

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে লভ্যাংশও এখানে নির্দিষ্ট, তাই কেউ যদি বলে 'এবং দশ টাকা লাভে',[৯] তাহলে যেমন বৈধ হবে অনুরূপ মুরাবাহাও বৈধ হবে।

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ মুরাবাহার বৈধতার ব্যাখ্যা করেছেন যে, মুরাবাহা চুক্তি বৈধ তবে অনুত্তম অথবা তার বিপরীতটিই শ্রেয়। এবং আলেমদের নিকট মুসাওমা বিক্রয় (প্রচলিত দরদস্তুর পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) নিলামে বিক্রয়, বিশ্বাসনির্ভর বিক্রয় ও বাইয়ে ইসতিরসাল থেকে উত্তম। তাদের নিকট সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ বিক্রয় হলো মুরাবাহা বিক্রয়। কেননা তা অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল যেগুলো সঠিকভাবে রক্ষা করতে বিক্রেতা খুব কমই পারে।[১০]

আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন, আমি মুরাবাহা চুক্তি মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস রা. ও মাসরূক, হাসান বসরী, ইকরিমা, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আতা ইবনে ইয়াসার প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছি এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াই-এর মত হচ্ছে, মুরাবাহা চুক্তি জায়েয নেই। কেননা চুক্তি করা অবস্থায় মূল্য অজ্ঞাত থাকে, অতএব তা জায়েয হবে না।[১১]

মুরাবাহার শর্তসমূহ

সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ে যা কিছু শর্ত বাইয়ে মুরাবাহার ক্ষেত্রেও সে সব-ই শর্ত। তৎসঙ্গে মুরাবাহা চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল আরো কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে সে সবের বিবরণ দেওয়া হলো।

প্রথম : শব্দরূপের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ

সমস্ত চুক্তির শব্দে যা কিছু শর্ত মুরাবাহার শব্দরূপের মধ্যে সেগুলো-ই শর্ত। তা হলো, ১. ঈজাব ও কবুলের অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া। ২. উভয়টি পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া। ৩. উভয়টি একত্রে হওয়া। বিস্তারিত عقد শিরোনামে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় : মুরাবাহা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

মুরাবাহা চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এ শর্তগুলোর বর্ণনায় উলামায়ে কেরাম পণ্য ও মূল্য উভয়টি জিনিস গণ্য করে আলোচনা করেছেন।

ক. প্রথম চুক্তি শুদ্ধ হওয়া। যেহেতু মুরাবাহা বিক্রি হলো প্রথম মূল্যের চেয়ে লাভে বিক্রি করা, তাই প্রথম চুক্তি ফাসেদ হলে মুরাবাহা বিক্রয় বৈধ হবে না।

---

৯. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৪৯৭, আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৯৯; ৩য় মুদ্রণঃ রিয়াদ।

১০. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ২২৫; মাওয়াহিবুল জালীল লিল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৪৮৮

১১. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৯৯; মুদ্রণ : রিয়াদ।

www.amarboi.org

যদিও সামগ্রিকভাবে হানাফীদের নিকট বিক্রয় ফাসেদ হলেও তাতে মালিকানা অর্জিত হয়, তবে তাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয় পণ্যের বাজার মূল্যে বা অনুরূপ বস্তু দ্বারা। ফাসেদ বিক্রয়ে ধার্য নির্ধারিত মূল্য দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। কারণ, ধার্য বিশুদ্ধ হয়নি। আর এটা মুরাবাহা বিক্রির চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয়, যেহেতু মুরাবাহা চুক্তি পণ্যের বাজার মূল্য বা অনুরূপ বস্তুর মূল্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বয়ং প্রথম মূল্যের অবগতির ওপর নির্ভরশীল।[১২]

খ. প্রথম মূল্য সম্পর্কে অবগতি। প্রথম মূল্য সম্পর্কে দ্বিতীয় ক্রেতার অবগতি থাকা শর্ত। কেননা মুরাবাহা বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম মূল্য জানা থাকা শর্ত। অতএব প্রথম মূল্য অজ্ঞাত থাকলে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে।[১৩]

গ. মূলধন বা মূল্য মিছলী বা সদৃশ বস্তু হওয়া। এর বিবরণ হলো, মূলধন হয়তো সদৃশ বস্তু হবে; যেমন- পাত্র দ্বারা পরিমাপযোগ্য দ্রব্য, ওজনে মাপা হয় এমন দ্রব্য, গণনা করে পরিমাপ করা হয় এমন কাছাকাছি ধরনের বস্তু হবে অথবা মূল্যনির্ভর বস্তু হবে যার অনুরূপ বস্তু থাকবে না। যেমন গণনা করে ক্রয়বিক্রয় করা হয় এমন বস্তু যেগুলো কাছাকাছি ধরনের নয়।

মূলধন যদি সদৃশবস্তু হয়, তা পাত্র দিয়ে মাপার বা ওজন করার বা গনে গনে হিসাব করার কাছাকাছি বস্তু হোক, তাহলে পণ্য প্রথম মূল্যের থেকে বেশী মূল্যে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা যাবে- বিক্রেতা প্রথমে তার নিকটে যে বিক্রি করেছে তার কাছে বিক্রি করুক বা অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রি করুক। মুরাবাহার লভ্যাংশ মূলধনজাতীয় হতে পারে বা অন্য কোন বস্তু হতে পারে। প্রথম মূল্য এবং লভ্যাংশ নির্দিষ্ট হলেই চলবে।

আর মূলধন যদি মূল্যনির্ভর বস্তু হয় যার অনুরূপ সামগ্রী নেই, তাহলে এমন ব্যক্তির কাছে তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা জায়েয নেই যার মালিকানায় সেই সামগ্রীটি নেই। কেননা মুরাবাহা বলা হয় কোনো বস্তু প্রথম মূল্যের সমতুল বস্তুর সাথে লাভ সংযোগে বিক্রি করা, অতএব প্রথম মূল্য যখন এক জাতীয় হবে না, বিক্রয় চুক্তি হয় তো ঐ সামগ্রী ছাড়া অন্য বস্তুর বিনিময়ে সংঘটিত হবে অথবা তার মূল্যের বিনিময়ে হবে। অথচ মূল বস্তু তার মালিকানায় নাই আর তার মূল্যও তার অজ্ঞাত, যার মূল্য নির্ধারণকারীদের মতভেদের কারণে অনুমান ও ধারণাই শুধু করা যায়। তাই উক্ত পণ্য এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা যাবে না যার হাতে অনুরূপ সামগ্রী নেই।

---

১২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১৯৮; মুদ্রণ, আল-ইমাম কায়রো।

১৩. বাদায়েউস-সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১৯৩-৩১৯৭ মুদ্রণ, আল-ইমাম বা পৃ.২২০-২২২ মুদ্রণ, মিসর; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৯৯; মুদ্রণ, রিয়াযদ ও মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৭ ও জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৫৭

www.amarboi.org

যদি এমন ব্যক্তির কাছে পণ্য বিক্রি করা হয় যার মালিকানায় উক্ত পণ্য রয়েছে এবং তার দখলেও আছে; তাহলে লক্ষ্য করতে হবে বিক্রেতা যদি মূলধন থেকে পৃথক কোন নির্দিষ্ট বস্তু মুনাফা হিসাবে ধার্য করে; যেমন- দিরহাম বা নির্দিষ্ট কাপড় এবং এ জাতীয় জিনিস, তাহলে মুরাবাহা বৈধ হবে। কেননা প্রথম মূল্যও নির্দিষ্ট এবং লভ্যাংশও নির্দিষ্ট। আর যদি বিক্রেতা মূলধনের কোনো অংশ মুনাফা হিসাবে ধার্য করে, যেমন বিক্রেতা বলল : আমি বস্তুটি তোমার কাছে প্রথম মূল্য থেকে প্রতি দশ দিরহামে এক দিরহাম লাভে বিক্রি করলাম, তাহলে জায়েয হবে না। কেননা এ অবস্থায় বিক্রেতা সামগ্রীর এক অংশ লভ্যাংশ স্থির করেছে আর সামগ্রীর এক অংশ অপর অংশের সদৃশ নয়। সদৃশ হওয়া শুধু মূল্য নির্ধারণ করার দ্বারাই জানা যায়, অথচ মূল্য অজ্ঞাত; কেননা মূল্য অনুমান ও ধারণা করে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই এ ভাবে বিক্রি জায়েয হবে না। এটা হানাফী ফকীহদের বিশ্লেষণ।[১৪]

আর মালেকী মাযহাবের ফকীহদের বিশ্লেষণ হলো : মূল্য হিসাবে কোনো আসবাবপত্র হয়তো ক্রেতার কাছে থাকবে বা থাকবে না। যদি ক্রেতার নিকট সামগ্রী না থাকে তাহলে পণ্যটি মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা যাবে না, মূল্য হিসাবে ধর্তব্য সামগ্রী সদৃশ বস্তু হোক বা মূল্যনির্ভর বস্তু হোক। এটা আশহাব-এর অভিমত। সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে ইবনুল কাসিম-এর মতানৈক্য রয়েছে। কেননা তার নিকট যে পণ্যের মূল্য সদৃশ সামগ্রী হবে তা বিক্রি করা বৈধ। তা ক্রেতার হাতে থাকুক বা না থাকুক। মূল্য হিসাবে প্রদত্ত সামগ্রী যদি মূল্যনির্ভর বস্তু হয় তাহলে ইবনুল কাসিম আশহাবের সাথে নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেন দুই ব্যাখ্যার এক ব্যাখ্যা অনুপাতে। সে ব্যাখ্যা হলো, এ অবস্থায় এমন বস্তু বিক্রি করা হবে যা বিক্রেতার নিকট নেই। তাহলে তা হবে السَّلَم আর الْحَال السَّلَم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে সালামে পনের দিনের কোনো মেয়াদ উল্লেখ নেই। ইবনুল কাসিমের অপর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা জায়েয। সে ব্যাখ্যাটি হলো, যদিও মূল্য হিসাবে ধার্যকৃত সামগ্রীটি ক্রেতার কাছে নেই, কিন্তু সে ঐ পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম, তাই পণ্যটি মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা বৈধ।

সামগ্রীটি যদি ক্রেতার হাতে (দখলে) থাকে আর তা যদি সদৃশবস্তু হয় তাহলে ক্রয়কৃত পণ্যটি মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা সর্বসম্মতিতে জায়েয। আর যদি মূল্যনির্ভর বস্তু হয় তাহলে আশহাব এর নিকট জায়েয নেই, যেমন সেটি ক্রেতার কাছে না থাকলে বিক্রি করা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে ইবনুল কাসিমের নিকট ঐ

---

১৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৫২; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১১৮

www.amarboi.org

সামগ্রীর অনুরূপ বস্তুর পরিবর্তে বা তার চেয়ে বেশীতে বিক্রি করা বৈধ। তবে মূল্যের মাধ্যমে বিক্রি করা বৈধ নয়।[১৫]

শাফেয়ীগণ বলেন : ক্রেতা যদি পণ্যটি আসবাবপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করে এবং পণ্যটি লাভে বিক্রি করতে চায় তাহলে শুদ্ধ হবে। শর্ত হলো, সে যদি এ শব্দ ব্যবহার করে ১. بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ : আমি যত টাকায় কিনেছি (তাতে লাভ করে) বিক্রি করলাম। ২. বা بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ : আমার যত টাকা পড়েছে সে টাকায় (লাভ করে) বিক্রি করলাম। এখানে ক্রেতাকে এ সংবাদ দেওয়া আবশ্যক যে, সে ক্রয়কৃত পণ্যটি আসবাবপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করেছে যার মূল্য এত। তার জন্য শুধু মূল্য উল্লেখ করা উচিত নয়। কেননা আসবাবপত্রের মাধ্যমে বিক্রেতার জন্য টাকায় বিক্রেতার তুলনায় কড়াকড়ি অনেক।

ইসনাভী বলেন : ক্রেতা যদি বলে, আমার যত পড়েছে তাতে হিসাব করে বস্তুটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তাহলে সে মূল্যের সংবাদ দিয়ে দিল। অতএব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।[১৬]

শাফেয়ীদের আলোচনার অনুরূপ বর্ণনা হাম্বলীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।[১৭]

ঘ. প্রথম চুক্তির মূল্যটি বস্তুটির মতো সুদী সম্পদ না হওয়া। মালেকীদের নিকট সুদী সম্পদ হলো প্রত্যেক সঞ্চিত দ্রব্য যা খেয়ে বেঁচে থাকা যায়। আর শাফেয়ীদের নিকট সমস্ত খাদ্যদ্রব্য। হানাফী ও হাম্বলীদের নিকট পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য প্রত্যেক বস্তু। সেই সাথে সকলেই সোনায় ও রূপায় এবং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সোনা-রূপার স্থলাভিষিক্ত নগদ মুদ্রাতেও সুদ হওয়ার ক্ষেত্রে একমত।

এটি সর্বস্বীকৃত একটি শর্ত। অতএব মূল্য যদি এমন হয়, যেমন কেউ পরিমাপ যোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তুকে সমজাতীয় বস্তু দ্বারা সমান সমান করে ক্রয় করে, তাহলে হানাফীদের নিকট তার উক্ত বস্তু মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা মুরাবাহা বলা হয়, ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে পণ্য বিক্রি করা। আর সুদী সম্পদে অতিরিক্ত হলে তা সুদ হবে; লাভ নয়, তাই জায়েয হবে না। কিন্তু পণ্যের জিন্‌স (জাত) যদি ভিন্ন হয় তাহলে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন : কেউ দশ দিরহামে একটি দীনার ক্রয় করল। অতঃপর এক দীনারকে এক দিরহাম লাভে বা নির্দিষ্ট কাপড়ের লাভে বিক্রি করল, তাহলে জায়েয হবে। কেননা মুরাবাহা বলা হয় ক্রয়মূল্য থেকে

---

১৫. আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ, ১৭২; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ১৮২

১৬. ফাতহুল আজীজ, খ. ৯, পৃ. ১১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৯

১৭. আল-মুগনী ও আশ শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৬৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৩২

www.amarboi.org

বেশীমূল্যে বিক্রি করাকে। যেমন কেউ একটি দীনার যদি এগারো দিরহামে বিক্রি করে বা দশ দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে তা বৈধ হবে নগদ কবজ করার শর্তে। অনুরূপ এটাও বৈধ হবে।[১৮]

ঙ. লভ্যাংশ/মুনাফা জানা থাকা। মুনাফা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কেননা মুনাফা মূল্যের অংশ, আর বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মূল্য জানা থাকা আবশ্যক। (মুনাফা অজ্ঞাত হলে মূল্যও হবে অজ্ঞাত।) এভাবে চুক্তির সময় মূল্য যদি অজ্ঞাত হয় তাহলে মুরাবাহা বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে না।

যে কোনো পদ্ধতিতে লাভ নির্ধারণ করা যায়। তা সুনির্দিষ্ট পরিমাণও হতে পারে বা শতকিয়া হারেও হতে পারে। এটি মূলধনের সাথে সংযুক্ত করার পর তা মূলধনের অংশ হয়ে যাবে। তা নগদ মুদ্রা হোক বা বাকী, মাসিক কিস্তি বা বাৎসরিক কিস্তিতে ধার্য হোক।[১৯]

মূল্য কমবেশী করার বিধান

কেউ যদি কোনো পণ্য ক্রয় করে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় সংঘটিত হয়, তারপর সে নির্দিষ্ট মূল্যে বাড়ানো কমানো হয় এবং এ কমবেশী মূল্যেই বিক্রয় সম্পন্ন হয়। তারপর ক্রেতা পণ্যটিকে লাভে বিক্রি করতে চাইলে সে কি প্রথম নির্ধারিত মূল্যের সংবাদ দেবে না কম বেশী করার পর স্থিরীকৃত মূল্যের সংবাদ দেবে? এ মাসাআলায় বিশ্লেষণ রয়েছে যা নিম্নরূপ :

বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়তো খিয়ারের সময় ঘটবে বা বিক্রয়চুক্তি অত্যাবশ্যক হওয়ার পর ঘটবে। যদি খিয়ারের সময়ে ঘটে তাহলে এই কমা-বাড়াটা মূল্যের সাথে যোগ হবে (অতএব, পরবর্তী মূল্যই উল্লেখ করবে)। ইবনে কুদামা বলেন : এ বক্তব্যের বিরোধী কোনো ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই।[২০] কিন্তু শাফেয়ী মতাবলম্বী আবু আলী তাবারী বলেন : আমরা যদি বলি, চুক্তির দ্বারাই বিক্রেতার মালিকানা বিক্রীত পণ্য হতে ক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়, তাহলে কমা-বাড়াটা প্রথম মূল্যের সাথে যুক্ত হবে না।[২১]

আর যদি হ্রাসবৃদ্ধিবিক্রয়চুক্তি আবশ্যিক হওয়ার পর ঘটে, তাহলে হানাফীগণ বলেন, ক্রেতা প্রথম মূল্যের সাথে যে টাকা ক্রেতাকে বাড়িয়ে দেবে তা মূল

---

১৮. আল-মাবসূত, খ. ১৩, পৃ. ৮২, ৮৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২২

১৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১৯৫, মুদ্রণ; আল- ইমাম; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ২১৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৯৯, মুদ্রণ রিয়াদ।

২০. আল-মুগনী ও আশ শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৬০

২১. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৬

www.amarboi.org

চুক্তির সাথে যুক্ত হবে। কাজেই ক্রেতা পণ্যটি বর্ধিত টাকা যোগ করে তার ওপর লাভে বিক্রি করতে পারবে। তদ্রূপ প্রথম বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে কিছু মূল্য মাফ করে দেয় তাহলে তা মূল চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। তারপর ক্রেতা যখন উক্ত পণ্য লাভে বিক্রি করবে তখন বিক্রেতা কর্তৃক মূল্য কমানোর পর অবশিষ্ট মূল্যটাই মুরাবাহার মূল মূল্য হবে (যার সাথে লাভ যোগ হবে)।

অনুরূপ অবস্থাই হবে ক্রেতা উক্ত বস্তুটি মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রির পর যদি প্রথম বিক্রেতা ক্রেতাকে কিছু মূল্য মাফ করে দেয়। তখন এই মাফ পরিমাণ টাকা সেই মূল টাকা থেকে বাদ দেওয়া হবে যার হিসাব ধরে সে পণ্য বিক্রি করেছে, সেই সাথে লাভের অংশও কমানো হবে, যেহেতু কমানোটা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হয়। আর লভ্যাংশ কমানোর বিধান হলো লাভটা সম্পূর্ণ মূল্যে বন্টিত হয়। অতএব যখন কিছু মূল্য কমিয়ে দেয়া হয়েছে তখন লাভের অংশ অবশ্যই কমে যাবে।[২২]

মালেকি ফকীহদের নিকট প্রথম ক্রেতা যদি মূল্য প্রদানকালে কিছু জাল মুদ্রা দেয়, বিক্রেতা যদি সেই জাল মুদ্রা উপেক্ষা করে, তা মূল্য প্রদানকালে প্রকাশিত হলেও তা সে গ্রহণ করে এবং তাতে সে সম্মত হয়, ক্রেতার কাছে মূল্য ফিরিয়ে না দেয় অর্থাৎ সে পরিমাণ মূল্য সে মাফ করে দেয় অনুরূপভাবে প্রথম বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে কিছু মূল্য উপহার দেয়, এবং উক্ত ক্রেতা দ্রব্যটিকে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে চায়, তাহলে ক্রেতা যার কাছে বিক্রি করবে তার নিকট, প্রথম বিক্রেতা যে ভেজাল মুদ্রার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি বা যে টাকা তাকে মাফ করে দিয়েছে কিংবা তাকে দান করেছে এসব কিছু তার কাছে বর্ণনা করবে– যদি এ ধরনের দান বা কমানো মানুষের মাঝে প্রচলিত থাকে। কিন্তু তা যদি সচরাচর না হয় বা বিক্রেতা ক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য দান করে থাকে পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বে বা পরে, তাহলে এসব ব্যাপারে দ্বিতীয় ক্রেতাকে অবহিত করতে হবে না।

ক্রেতার কাছে যা বর্ণনা করা আবশ্যক তা যদি কেউ বর্ণনা না করে তাহলে তা মিথ্যা বলার পর্যায়ভুক্ত হবে। এ অবস্থায় পণ্য যদি মজুদ থাকে, মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয়কালে বিক্রেতা লাভ না কমিয়ে মূল্যে যতটুকু তাকে দান করা হয়েছে তা কমায়, সে পণ্য গ্রহণ ক্রেতার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। এটা সাহনুন র.-এর অভিমত। আর আসবাগ র.-এর অভিমত হলো যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা লভ্যাংশ মাফ না করবে ক্রেতার তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না।[২৩]

এ ব্যাপারে শাফেয়ীদের অভিমত হলো, বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পর মূল্য কমবেশী হওয়া মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হবে না। কেননা সেই কমবেশীটা উপহার

---

২২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ২২২

২৩. আল-খিরাশী, খ, ৫, পৃ. ১৭৬-১৭৭; মিনহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ১৮৮

www.amarboi.org

ও স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান বলে পরিগণিত হবে। এটা ইমাম যুফারেরও অভিমত। শাফেয়ীগণ পূর্বোক্ত অভিমতের সাথে একথা যোগ করেন যে, এ বিধান তখন কার্যকর হবে যখন মুরাবাহার শব্দরূপ হবে, আমি বস্তুটি তোমার কাছে যত টাকায় কিনেছি তাতে লাভ করে বিক্রি করলাম। পক্ষান্তরে শব্দরূপ যদি এমন হয়, আমার যত পড়েছে তাতে লাভ করে বিক্রি করলাম তাহলে কমবেশীটা মূলধনের সাথে যুক্ত হবে। এবং বিক্রেতা তা ক্রেতাকে অবহিত করবে। আর প্রথম বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য মাফ করে দেয় তাহলে ক্রেতা এ শব্দ বলে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে না যে, আমার যত টাকা পড়েছে সেই মূল্যে লাভ করে তোমার কাছে বস্তুটি বিক্রি করলাম, বরং সে শুধু মূল্য ধার্য করে দেবে। ক্রেতার নিকট তার অবস্থা বর্ণনা করা অপরিহার্য হবে না।

পক্ষান্তরে মুরাবাহা চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর যদি কম বেশী করা হয় তাহলে তা ক্রেতার সাথে যুক্ত হবে না; এটাই শাফেয়ী মাযহাব। শাফেয়ী মতাবলম্বী কতক আলেম বলেছেন (এ ক্ষেত্রেও) কম বেশীটা ক্রেতা ভোগ করবে যেরূপ তাওলিয়া ও ইশরাকের মধ্যে হয়ে থাকে।[২৪] শাফেয়ীদের যে মত উল্লেখ করেছি সে মতের কাছাকাছি মত আমরা হাম্বলীদের নিকট দেখতে পাই।[২৫]

বিক্রীত বস্তু হতে সৃষ্ট বর্ধিত বস্তুর বিধান

বিক্রীত পণ্যে যদি আলাদা কোনো বস্তুর পরিবৃদ্ধি ঘটে, যেমন বাঁদীর সন্তান, গাভীর দুধ, গাছের ফল, জন্তুর পশম, ক্রীতদাসের উপার্জন। তাহলে হানাফীদের নিকট পণ্যের মালিক উক্ত পণ্য তার অবস্থা বর্ণনা ব্যতীত মুরাবাহা পদ্ধতিতে[২৬] বিক্রি করতে পারবে না; যেহেতু পণ্য থেকে সৃষ্ট বাড়তি বস্তুও তাদের নিকট পণ্য বলে বিবেচ্য। তাই কোনো দোষের কারণে বর্ধিত বস্তুটি ফিরিয়ে দেওয়া নিষেধ। যদিও বর্তমানে উক্ত বর্ধিত বস্তুর কোনো মূল্য নেই, তাতে মূল্যের কোনো অংশ ধর্তব্যও হয়নি।

এমনিভাবে বিক্রীত পণ্যের বর্ধিত বস্তু যদি বিক্রেতা বা অপরিচিত কোনো লোকের হস্তক্ষেপের কারণে ধ্বংস হয়, তাই তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা অপরিহার্য হয়, তাহলে তার অবস্থা বর্ণনা করতে হবে। কেননা সেটি কাঙ্খিত পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, তার বিনিময়ে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। যে বিক্রীত পণ্য কাঙ্খিত নয় তার অবস্থা বর্ণনা করা ব্যতীত যখন মালিক মুরাবাহা পদ্ধতিতে

---

২৪. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৬; ফাতহুল আজীজ, খ. ৯, পৃ. ১০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২৩

২৫. আল-মুগনী ও আশ শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৬০; আল-ইনসাফ, খ. ৪, পৃ. ৪৪১

২৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২৩-২২৪

www.amarboi.org

বিক্রি করতে পারে না, তখন বিক্রেতা যা উদ্দিষ্ট পণ্য তা অবশ্যই বিক্রি করতে পারবে না।

আর যদি বিক্রীত পণ্য হতে উদ্ভূত বস্তু আসমানী দুর্যোগের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বর্ণনা ব্যতীতই তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে। কেননা আসমানী দুর্যোগের কারণে কোনো পণ্যের অঙ্গ ধ্বংস হলে তার বর্ণনা ব্যতীত তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারে। তাই সন্তান ও ফল ইত্যাদি ধ্বংস হলে তার বর্ণনা ব্যতীত অবশ্যই বিক্রি করতে পারবে। কেননা সন্তান মূল পণ্যের অঙ্গতুল্য। (অতএব মূল দ্রব্যের অঙ্গের যে বিধান সন্তানের সেই বিধান হবে)।

ক্রেতা যদি বাড়ি ঘর এবং জমি ভাড়ায় বিনিয়োগ করে তবে সে এ বাড়ি এবং জমি বিনিয়োগের অবস্থা বর্ণনা করা ছাড়াই মুরাবাহা পদ্ধতিতে এগুলো অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

কেননা, যে বাড়তি বস্তু পণ্য থেকে সৃষ্ট নয় সেটি সর্বসম্মতিক্রমে পণ্য বলে ধর্তব্য হবে না। এ কারণে পণ্য থেকে সৃষ্ট নয় তা দোষের কারণে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অতএব বাড়ি বা জমি বিক্রয় করার কারণে বিক্রেতা পণ্যের অংশ আটককারী হবে না। তাই তার উক্ত পণ্য কোনো বর্ণনা ছাড়াই মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা জায়েয হবে।

মালেকীগণ বলেন : মুরাবাহা পদ্ধতিতে যে বিক্রয় করছে সে চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা প্রসব-এর বিষয়টি ক্রেতাকে অবহিত করবে, যদিও জন্তুটির শাবকটিও তার সঙ্গে একত্রে বিক্রি করে। এমনিভাবে বিক্রীত জন্তুর পশম যদি কর্তন করা হয় তাও বর্ণনা করবে। আর যদি বংশপরম্পরায় বকরি বৃদ্ধি পায় তাহলে সে বকরির ক্ষেত্রেও তার অবস্থা বর্ণনা ছাড়া মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে না।

যদি পশম কাটে তাহলে কাটার বিষয়টি বর্ণনা করে দিবে। পশম পূর্ণ দীর্ঘ হোক বা না হোক, এবং ক্রয়ের দিন ভেড়ার গায়ে পশম থাকুক বা না থাকুক। কেননা ক্রয়ের দিন যদি ভেড়ার গায়ে পশম পূর্ণ রূপে থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে মূল্য বর্তাবে। তাই এটুকু ভেড়ার মূল্যে হ্রাস হবে। আর যদি ক্রয়ের দিন ভেড়ার গায়ে পশম পূর্ণ রূপে না থাকে তাহলে তাযত দিন পরে পূর্ণ হবে ততদিনে বাজারের অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি বকরির দুধ দোহন করে তাহলে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তার এ বিষয়টি বর্ণনা করা অপরিহার্য নয়। এর কারণ, মুনাফা অর্জিত হয়েছে দায় দায়িত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ বিক্রেতা যেহেতু উক্ত জন্তুর খাদ্য দিয়েছে তাই সে তার মুনাফা লাভ করেছে। তবে দীর্ঘ সময় মুনাফা অর্জন

www.amarboi.org

করলে বা বাজারমূল্যে এর দরুন পরিবর্তন হলে দুধ দোহনের বিষয়টি বর্ণনা করে দেবে।[২৭]

শাফেয়ীগণ বলেন, বিক্রেতার (প্রথম ক্রেতা বা দ্বিতীয় বিক্রেতার) মালিকানায় থাকাকালে মূল বস্তু (পণ্য) থেকে যদি কোনো সন্তান, দুধ, ফল-মূল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়; তাহলে তা মূল্য হ্রাস করবে না। এর কারণ, বর্ধিত বস্তুটি চুক্তিতে শামিল নয়। আর যদি প্রথম ক্রেতা চুক্তির সময় বিদ্যমান ফল বা দুধ গ্রহণ করে, তাহলে সেটির দরুন মূলবস্তুর মূল্য হ্রাস পাবে। কেননা চুক্তি বর্ধিত বস্তুসমূহ শামিল করেছে। এবং তার পরিবর্তে মূল্য ধার্য হয়েছে। তাই এখন তা না থাকলে তা মূল্য রহিত করবে।

আর যদি সে চুক্তির সময় বিদ্যমান সন্তান গ্রহণ করে তাহলে আমরা যদি বলি, গর্ভস্থ শিশুর বিধান রয়েছে, তাহলে তা দুধ ও ফলের মত হবে। আর যদি বলি, গর্ভস্থ শিশুর কোনো বিধান নেই, তাহলে তা কোনো মূল্য হ্রাস করবে না।[২৮]

হাম্বলীগণ শাফেয়ীদের সাথে বর্ধিত বস্তুর বিধানের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেছেন।[২৯] তারা বলেন, পণ্য বর্ধিত হওয়ার কারণে যদি তাতে পরিবর্তন হয় যেমন হৃষ্টপুষ্ট বা মোটাতাজা হওয়া, বা কোনো পেশা শিক্ষালাভ করা অথবা পণ্য থেকে আলাদা কোনো বস্তু বৃদ্ধি পেলে, যেমন বাঁদীর সন্তান, গাছের ফল, দাসের উপার্জন– এ অবস্থায় প্রথম ক্রেতা যদি উক্ত পণ্য মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে চায়, তাহলে বর্ধিত বস্তু ছাড়া যে মূল্য ছিল তার সংবাদ দেবে। কেননা এ পরিমাণ মূল্য দ্বারাই ক্রেতা সেটি ক্রয় করেছিল। আর ক্রেতা যদি আলাদা বর্ধিত বস্তু গ্রহণ করে তাহলে বিক্রেতা শুধু এর সংবাদ দেবে। বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে হবে না। আর ইবনুল মুনজীর ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন, ক্রেতার নিকট সবকিছু খোলামেলাভাবে বর্ণনা করতে হবে। এবং এটা ইমাম ইসহাক-এরও অভিমত।

প্রথম ক্রেতা কর্তৃক পণ্যে কোনো কিছু সংযোজনের বিধান

হানাফীগণ বলেন : প্রথম ক্রেতা মূলধনের সাথে ধোপা, রঙমিস্ত্রি, রজক, রশিওয়ালা, দর্জি, এজেন্ট/দালাল, বকরির রাখাল ইত্যাদি লোকদের পারিশ্রমিক এবং ঘর ভাড়া, গবাদি পশুর খাদ্য বাবত খরচ প্রভৃতি সংযোজন করতে পারবে। এবং যাবতীয় খরচ হিসাব করে উক্ত বস্তু মুরাবাহা বা তাওলিয়া পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে, যেহেতু এরূপ প্রচলিত রয়েছে। কেননা ব্যবসায়ীদের প্রথা হলো তারা যাবতীয় খরচ মূল পণ্যের মূল্যভুক্ত মনে করে তাতে যুক্ত করে। আর

---

২৭. আততাজ ওয়াল-ইকলীল লিল মাওয়াক হাত্তাব-এর টীকা সহ, খ. ৪, পৃ. ৪৯৩

২৮. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৬; ৩য় মুদ্রণ।

২৯. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২০১, মুদ্রণ, রিয়াদ।

www.amarboi.org

মুসলমানদের রীতি ও প্রথা সাধারণভাবে দলিল হয়ে থাকে– যদি তা শরীয়তপরিপন্থী না হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রা. একটি মওকুফ হাদীসে বলেন : مَارَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ . وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ "যা মুসলমানগণ ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছে ভালো, আর যা মুসলমানগণ খারাপ মনে করে তা আল্লাহর কাছেও খারাপ।"[৩০]

অধিকন্তু রঙ করা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ মূল্য বাড়ায় এবং স্থানের তারতম্যের কারণে মূল্যে তারতম্য হয়। তাই যাবতীয় খরচাদি মূলধনের সাথে সংযুক্ত করতে পারবে এবং ক্রেতা বিক্রয়ের সময় বলবে, আমার এত টাকা পড়েছে। আমি এত টাকা দিয়ে কিনেছি, তা বলবে না। যেন মিথ্যাবাদী না হতে হয়। তবে রাখাল, ডাক্তার, শিঙ্গা লাগানেওয়ালা, খৎনাকারী, পশুচিকিৎসক, অপরাধের মুক্তিপণ এবং গোলামের পেশা শিক্ষা দেয়ার জন্য বা কোরআন অথবা কবিতা শিক্ষাখাতে যে অর্থ-কড়ি সে ব্যয় করেছে এগুলো মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে না এবং সেই প্রথম মূল্য যা প্রথম চুক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সে মূল্যে মুরাবাহা ও তাওলিয়া পদ্ধতিতে বিক্রি করবে। অন্য মূল্যে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা এ জাতীয় খরচাদি মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচলন ব্যবসায়ীদের নেই।[৩১]

মালেকীগণ এ পদ্ধতির সাথে একমত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, বিক্রেতা ক্রেতার ওপর সেসব বস্তুর মুনাফা হিসাব করবে, যেসব বস্তুর মূলসত্তা পণ্যের সাথে বিদ্যমান, তাই চর্মচোখে দেখা যায়। যেমন রঙ করা, নকশা করা, জামাকাপড় সেলাই করা, রেশমি সুতা গোটানো, সুতাকাটা, সুন্দর করার জন্য কাপড় মিহি করা এবং খসখসেভাব দূর করে কোমল করার জন্য কাপড় সতেজ করা এমনিভাবে দাবাগাতকৃত চামড়া কোমল ও মসৃণ করার জন্য ঘষা ইত্যাদির মুনাফা হিসাব করতে পারবে। আর যদি মূল সত্তা পণ্যের সাথে বিদ্যমান নয় যথা বোঝা বহন করা, বাঁধা, কাপড় ভাঁজ করা ইত্যাদির মজুরি, তাহলে শুধু মূল বস্তু হিসাব করবে, মুনাফা হিসাব করবে না– যদি তা মূল্য বাড়িয়ে দেয়।[৩২]
শাফেয়ীগণও এরকম মত পোষণ করেছেন যে, পরিমাপকারী, দালাল/নিলামদার, প্রহরী, ধোপা, রিপুকারী, সূচিশিল্পী, রংরেজ, ইত্যাদি লোকের মজুরী এবং রঙ

---

৩০. উক্ত হাদীসটি ইমাম আহমাদ র. সংকলন করেছেন, খ. ১, পৃ. ৩৭৯ এবং এটিকে ইমাম সাখাবী র. তার গ্রন্থ মাকাসিদে হাসানায় হাসান আখ্যায়িত করেছেন। পৃ. ৩৬৭

৩১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৪৯৮

৩২. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ২১৭; মাওয়াহিবুল জালীল লিল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৪৮৯

www.amarboi.org

এর মূল্য এবং অন্যান্য খরচাদি যা লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, এসব মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিক্রেতা বিক্রয়ের সময় বলবে, আমার এত টাকা পড়েছে। একথা বলবে না যে, আমি এত টাকায় ক্রয় করেছি বা বস্তুটির মূল্য এত। কেননা এটা যথাযথ বক্তব্য হবে না। কিন্তু স্বয়ং বিক্রেতা যদি কাপড় পরিষ্কার করে বা সে পরিমাপ করে বা বোঝা বহন করে অথবা অন্য কেউ স্বেচ্ছায় করে দেয়, তাহলে মজুরি মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৩৩]

হাম্বলীদের বর্ণনাভঙ্গি হলো, প্রথম ক্রেতা পণ্যে যদি কোনো কাজ করে যেমন- কাপড় পরিষ্কার করল বা রিপু করল অথবা কাপড় কেটে জামা বানাল অথবা সেলাই করল এবং তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে ইচ্ছা করল, তাহলে তা বর্ণনা করবে। নিজে কাজ করুক বা কোনো শ্রমিক দ্বারা করাক। এটা ইমাম আহমাদ রহ.-এর জাহেরী মত। ইমাম আহমদ বলেন : ক্রেতা যে বস্তু ক্রয় করেছে তা এবং যাবতীয় খরচের কথা বর্ণনা করবে। ক্রেতার জন্য একথা বলা বৈধ নয় যে, এত টাকায় বস্তুটি সংগৃহীত হয়েছে।[৩৪]

বিক্রীত পণ্য ক্রটিযুক্ত হওয়া বা কমে যাওয়া

হানাফীগণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যদি পণ্যে কোনো দোষ সৃষ্টি হয় বিক্রেতার হাতে বা ক্রেতার হাতে, তারপর সে পণ্যটিকে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে চায়, তাহলে দেখতে হবে দোষটি কিভাবে সৃষ্টি হলো। যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা সৃষ্টি হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের নিকট পূর্ণ মূল্য ধরে তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে কোনোরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াই। যুফার এ সম্পর্কে বলেন, ক্রটি সম্পর্কে না বলে তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করা যাবে না। আর যদি পণ্যেরই কোনো কাজ দ্বারা বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপ দ্বারা দোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে হানাফীদের ঐকমত্যে তার দোষ বর্ণনা না করে মুরাবাহা পদ্ধতিতে তা বিক্রি করতে পারবে না।[৩৫]

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন : মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার ওপর পণ্যের সে সকল দোষ বর্ণনা করা অপরিহার্য যা পণ্যের সত্তায় অথবা তার বৈশিষ্ট্যে অপছন্দ মনে করা হয়; যেমন : কাপড় পোড়া হওয়া বা জন্তু কর্তিত অঙ্গবিশিষ্ট হওয়া এবং আপত্তিকর স্বভাব থাকা, যথা গোলাম ভেগে যাওয়া বা চুরি করা। পণ্যের সত্তাতে বা বৈশিষ্ট্যে থাকা দোষের কথা যদি সে

---

৩৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৫

৩৪. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২০১

৩৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২৩

www.amarboi.org

বর্ণনা না করে, তাহলে তা মিথ্যা বা ধোঁকা হবে। আর যদি বিক্রেতা নিশ্চিত থাকে যে ক্রেতা অপছন্দ করবে না তাহলে ত্রুটির বর্ণনা দেয়া অপরিহার্য নয়।[৩৬]

শাফেয়ীগণ বলেন : বিক্রীতপণ্য বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট এমন কোনো দোষ বা কোনো অপরাধ যা পণ্যের মূল্য বা মূলপণ্যকে হ্রাস করে দেয় বিক্রেতার তা বর্ণনায় সত্য কথা বলা আবশ্যক। কেননা এমন দোষের প্রেক্ষিতে কখনো ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বৈপরীত্য হয়ে যায়। তা ছাড়া সৃষ্ট ত্রুটির দ্বারা বিক্রীত পণ্য হ্রাস পায়, তাই তার উল্লেখ আবশ্যক।

এক্ষেত্রে শুধু দোষ বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়, নতুবা ক্রেতা এ সন্দেহে পতিত হবে, দোষ ক্রয়কালেই ছিল এবং প্রদত্ত মূল্য ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের পরিবর্তেই। আর যদি পণ্যের মধ্যে বহু আগে থেকে দোষ থাকে, যে দোষ সম্পর্কে ক্রেতা ক্রয়ের পর অবহিত হয়েছে বা ক্রেতা এ দোষ মেনে নিয়েছে, তাহলে তার এ দোষের কথা বর্ণনা করাও জরুরি। আর যদি ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে এবং এ শব্দে বিক্রি করে যে, মূল্য হ্রাসের পর আমার এত টাকা পড়েছে বা এ শব্দে বিক্রি করল, যে মূল্যে ক্রয় করেছি সে মূল্যে তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তাহলে ত্রুটি ও জরিমানা গ্রহণসহ যা দ্বারা চুক্তি হয়েছে তা উল্লেখ করবে। কেননা গৃহীত জরিমানা মূল্যের অংশ। আর যদি অপরাধের জরিমানা গ্রহণ করে, যেমন বিক্রীত গোলামের হাত কেউ কেটে ফেলল। গোলামের মূল্য হলো ১০০ টাকা। কিন্তু কাটার ফলে ৩০ টাকা দাম কমে গেল। সে অপরাধীর নিকট থেকে অর্ধেক মূল্য তথা ৫০ টাকা আদায় করল। তাহলে ক্ষতির জরিমানা ও অর্ধেক মূল্য থেকে যেটা কম তা মূল্য থেকে কর্তিত হবে, যদি সে "এত টাকা পড়েছে" এমন বলে বিক্রি করে। পক্ষান্তরে জরিমানার তুলনায় ত্রুটির পরিমাণ যদি বেশী হয় অর্থাৎ জরিমানা কম নেয় কিন্তু ক্ষতি অধিক হয় যেমন ৬০ টাকা, তাহলে গৃহিত মূল্য হ্রাস পাবে। অতঃপর তার কত পড়েছে তার সাথে সাথে অবশিষ্ট অর্ধেক মূল্যের সংবাদ দিবে। আর যদি এ শব্দে বিক্রি করে যে, আমি যত টাকায় ক্রয় করেছি সে মূল্যে তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তা হলে মূল্য ও অপরাধ উভয়টির কথাই উল্লেখ করবে।[৩৭]

হাম্বলীগণ বলেন : পণ্যে যদি কোনো ত্রুটির কারণে পরিবর্তন হয়, যেমন অসুস্থতা বা অপরাধ বা কিয়দংশ ধ্বংস হওয়া বা বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে বা কোনো দোষের কারণে অথবা ক্রেতা পণ্যের কোনো অংশ গ্রহণ করার দ্বারা যেমন, পশম কাটা ও ওলানে বিদ্যমান দুধ দোহন করা বা এ জাতীয় কিছু করল, তাহলে বিক্রেতা

৩৬. আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৬৪
৩৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৯

www.amarboi.org

অবস্থার সঠিক সংবাদ দেবে। আর যদি দোষের জরিমানা বা অপরাধের জরিমানা গ্রহণ করে তাহলে তাও সঠিকভাবে অবহিত করবে যেমনটা কাজী ইয়ায বর্ণনা করেছেন। কেননা তা বিক্রেতার সততা প্রকাশে এবং ক্রেতার প্রতারিত হওয়ার ভাবনা ও সন্দেহ দূর করতে অধিক কার্যকর। আবুল খাত্তাব বলেন : মূল্য থেকে দোষের জরিমানা হ্রাস করবে এবং তারপর যে মূল্য বাকী থাকে তা অবগত করাবে। কেননা দোষের জরিমানা গ্রহণ করা হয়েছে দোষের কারণে যা হাত ছাড়া হয়েছে তার বিনিময়স্বরূপ। ফলশ্রুতিতে অবশিষ্ট বস্তুর মূল্য যা বাকী রয়েছে তা-ই তার বর্তমান মূল্য। অপরাধের জরিমানা গ্রহণ সম্পর্কে দু'টি মত আছে :

১. দোষের জরিমানার ন্যায় তাও মূল্য থেকে কমানো হবে;

২. কমানো হবে না, যেমন বর্ধিত অংশ।[৩৮]

একাধিক ক্রয়-বিক্রয়

কেউ যদি কোনো কাপড় দশ টাকায় ক্রয় করে তারপর পনের টাকায় কাপড়টি বিক্রি করার পর পুনরায় দশ টাকায় কাপড়টি ক্রয় করে, তাহলে দ্বিতীয়বার মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয়ের সময় সে একথাই বলবে, সে তা দশ টাকা দিয়েই ক্রয় করেছে। এটি মালেকী, শাফেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হাম্বলীদের এবং সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের অভিমত। কেননা, সে যে সংবাদ দিয়েছে তাতে সে সত্যবাদী; এতে কোনো অপবাদের অবকাশ নেই। এবং ক্রেতাকে ধোঁকাও দেয়া হয়নি। তাই এটিতে পূর্বে মোটে লাভ না করার সদৃশ হয়ে গেল। ইমাম আবু হানিফা ও হাম্বলী মতাবলম্বী কাজী ইয়ায এবং তার সাথীবর্গ বলেন : কাপড়টিকে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে না। তবে বিষয়টি বর্ণনা করলে বিক্রি করতে পারবে। অথবা যদি বলে, এটিতে আমার বিনিয়োগকৃত মূলধন পাঁচ টাকা, তাহলে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে। তখন সে বলবে, আমার পাঁচ টাকা পড়েছে। যেহেতু মুরাবাহার সাথে অন্যান্য চুক্তি যুক্ত করা হয়। তাই তাতে যত খরচ পড়েছে তারই সংবাদ দেবে। যেমনিভাবে ধোপা ও দর্জির মজুরি হিসাব করা হয়।[৩৯]

মুরাবাহার মধ্যে অবিশ্বাস ও খিয়ানত প্রকাশিত হওয়া

যদি মুরাবাহা চুক্তির মধ্যে অবিশ্বাস ও খিয়ানত প্রকাশিত হয় বিক্রেতার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বা কোনো দলিলের মাধ্যমে অথবা বিক্রেতার শপথ করা

---

৩৮. মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২০১

৩৯. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৫০১, মুদ্রণ, বৈরুত; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৬, ৩য় মুদ্রণ; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২০৫; মুদ্রণ : রিয়াদ; মাওয়াহিবুল জালীল লিল হাত্তাব ও আল-মাওয়াক তার টীকা সহ, খ. ৪, পৃ. ৪৯৩

www.amarboi.org

থেকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, তাহলে সে খিয়ানত হয়তো মূল্যের আকৃতিতে হবে বা মূল্যের পরিমাণে হবে।

যদি মূল্যের গুণাবলিতে প্রকাশিত হয় যেমন, ক্রেতা কোনো বস্তু বাকীতে ক্রয় করল। অতঃপর প্রথম মূল্যের ওপর মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করল; কিন্তু সে যে বাকীতে ক্রয় করেছে তা বর্ণনা করেনি। অতঃপর ক্রেতা তা অবগত হলো। তাহলে হানাফীদের নিকট তার ইখতিয়ার থাকবে,[৪০] ইচ্ছা করলে বিক্রীত পণ্য গ্রহণ করবে নতুবা প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা মুরাবাহা এমন এক চুক্তি যা আমানতের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু ক্রেতা প্রথম মূল্যের সংবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে বিক্রেতার আমানতদারির ওপর নির্ভর করেছে, সুতরাং দ্বিতীয় বিক্রয়টিও খিয়ানত থেকে মুক্ত রাখা শর্ত। এ শর্ত যখন পাওয়া যায়নি ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে। যেমন পণ্যকে দোষমুক্ত না পেলে ইখতিয়ার থাকে। এমনিভাবে প্রথম ক্রেতা যদি এ সংবাদ না দেয় যে বিক্রীত দ্রব্যটি সমঝোতা চুক্তির বিনিময় ছিল, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

যদি মুরাবাহা চুক্তিতে মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে খিয়ানত প্রকাশিত হয়, যেমন ক্রেতা বলল, আমি বস্তুটি দশ দিরহামে ক্রয় করেছি, তোমার কাছে এত টাকা লাভে বিক্রি করলাম। অতঃপর একথা ফাঁস হলো যে, সে নয় দিরহামে ক্রয় করেছে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন, দ্বিতীয় ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে নেবে, নতুবা পরিত্যাগ করবে। কেননা ক্রেতা ধার্যকৃত মূল্যেই চুক্তি আবশ্যক হওয়াতে সম্মত হয়েছে। অতএব ধার্যকৃত মূল্য ছাড়া বিক্রয় চুক্তি আবশ্যক হবে না। তবে দ্বিতীয় ক্রেতার ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে বিশ্বাসভঙ্গের কারণে, যেমনিভাবে বিক্রীত দ্রব্য দোষমুক্ত না পেলে ইখতিয়ার সাব্যস্ত হয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ বলেন : ক্রেতার কোনো ইখতিয়ার থাকবে না। তবে খিয়ানত পরিমাণ মূল্য কমিয়ে দেওয়া হবে। তা হলো এক দিরহাম এবং লাভের এক অংশ তা হচ্ছে, এক দিরহামের দশ ভাগের এক ভাগ। কেননা প্রথম মূল্যটাই মুরাবাহা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আসল। অতএব যখন অবিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছে একথা প্রতিভাত হলো যে, বিশ্বাস ভঙ্গ পরিমাণ মূল্যের ধার্য অশুদ্ধ হয়েছে। অতএব খিয়ানত পরিমাণের মধ্যে ধার্য নিষ্ফল হবে এবং অবশিষ্ট মূল্যে চুক্তি আবশ্যক থাকবে।[৪১]

---

৪০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২০৬, মুদ্রণ : আল-ইমাম; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৫০৭

৪১. আল-মাবসূত, খ. ১৩, পৃ. ৮৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২০৬, মুদ্রণ : আল-ইমাম; ১ম মুদ্রণ: ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আদ্দুররুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৩

www.amarboi.org

মালেকী ফকীহগণ বলেন, বিক্রেতা যদি সঠিক মূল্য থেকে বাড়িয়ে বলে, তাহলে ক্রেতার জন্য ক্রয় আবশ্যক হবে যদি বিক্রেতা তাকে বাড়িয়ে বলা টাকা এবং তার লভ্যাংশ কমিয়ে দেয়। অন্যথায় ক্রেতাকে উক্ত পণ্য রাখা ও প্রত্যাখান করার ইখতিয়ার দেয়া হবে।[৪২]

শাফেয়ীগণ বলেন, বিক্রেতা পণ্যের মূল্যের পরিমাণ, মেয়াদ, আসবাব পত্রের মাধ্যমে ক্রয় এবং তার কাছে সৃষ্ট দোষ বর্ণনায় সত্যকথা বলবে। অতএব সে যদি বলে, একশত দিরহামে ক্রয় করেছি, পরে জানা গেল নব্বই দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেছে, তাহলে সর্বাধিক সুস্পষ্ট অভিমত হলো, বাড়ানো মূল্য এবং তার লাভহ্রাস করা হবে; ক্রেতার কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না।[৪৩]

হাম্বলীগণ বলেন, মূল্য সম্পর্কে বাস্তবের বিপরীত সংবাদ দেওয়ার দরুন বিক্রয় চুক্তি ফাসেদ হবে না, ক্রেতাকে শুধু মূল্য দিয়ে পণ্যগ্রহণ করা বা প্রত্যাখান করে চুক্তি রহিত করার ইখতিয়ার দেয়া হবে। অর্থাৎ ক্রেতার জন্য পণ্যগ্রহণ করা বা প্রত্যাখান করার ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে। কেননা ক্রেতা এ চুক্তিকে আবশ্যক করে নিলে তার ক্ষতি সাধিত হবে। তাই চুক্তি আবশ্যক হবে না, যেমন ক্রটিযুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে মূলধনের চেয়ে বেশী সংবাদ দেয়ার ফলে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে বাড়ানো মূল্য ফিরিয়ে নেবে এবং লাভ থেকে সে পরিমাণ কমিয়ে দেবে।[৪৪]

ক্রয়ের আদেশদাতার জন্য মুরাবাহা বিক্রয়

শাফেয়ীগণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে কোনো দ্রব্য দেখায় এবং বলে, তুমি এ দ্রব্যটি ক্রয় করো আমি তোমাকে এত টাকা লাভ দেব। তারপর দ্বিতীয় লোকটি তা কিনে নিল, তাহলে এ ক্রয়টি বৈধ। আর যে ব্যক্তি তাকে বলল, আমি তোমাকে লাভ দেব, তার ইখতিয়ার আছে, ইচ্ছা করলে নতুন বিক্রয় সংঘটিত করতে পারবে, ইচ্ছা করলে না করার ও অধিকার তার আছে।

এমনিভাবে নির্দেশদাতা যদি বলে, আমার জন্য একটি বস্ত্র ক্রয় করবে এবং বস্ত্রটির গুণাগুণ বর্ণনা করে বা বলে, আমার জন্য যে কোনো একটি বস্ত্র কিনে আনো, আমি ওই বস্ত্রতে তোমাকে মুনাফা দেব, তাহলে সবগুলোর বিধান এক। প্রথম বিক্রয় বৈধ এবং নিজের দেয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তার ইখতিয়ার থাকবে এবং গুণাগুণ যা-ই বর্ণনা করুক না কেন সব সমান।

---

৪২. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ২২৪

৪৩. মুগনিল মুহাতাজ, খ.২, পৃ. ৭৯

৪৪. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৯৮ ও ২০৬

www.amarboi.org

যদি কেউ অপর কাউকে বলে, তুমি অমুক বস্তুটি ক্রয় করো, আমি তোমার নিকট থেকে সেটি নগদ বা বাকিতে ক্রয় করব, তাহলে প্রথম বিক্রয়টি বৈধ এবং দ্বিতীয় বিক্রয় কার্যকর করার ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে। যদি উভয়ে নতুনভাবে কেনাবেচা করে তাহলে জায়েয আছে। আর যদি তারা উভয়ে উক্ত বস্তু বেচাকেনা করে এ শর্তে যে, উভয়ে নিজেদের ওপর প্রথম বিক্রিকে আবশ্যক করে নেয় তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় দুই কারণে রহিত হবে : ১. বিক্রেতা মালিক হওয়ার পূর্বেই তারা উভয়ে বস্তুটি বেচাকেনা করেছে। ২. প্রথম ব্যক্তি এই ঝুকিতে আছে, তুমি যদি এত টাকায় ক্রয় কর তাহলে আমি এত টাকা লাভ দেব এরপর সে ক্রয় নাও করতে পারে বা লাভ নাও দিতে পারে।[৪৫]

এটা মালেকিদের কাছেও স্পষ্ট। কেননা তারা বলেন, এটা মাকরূহ বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত। যেমন কেউ অপরকে একথা বলা যে, তোমার কাছে কী অমুক অমুক বস্তু আছে, তুমি আমার কাছে বাকীতে বিক্রি করবে? অপর ব্যক্তি বলল, না। তারপর প্রথম ব্যক্তি বলবে, ওটা ক্রয় করো। আমি তোমার কাছ থেকে বাকিতে ক্রয় করবো এবং লাভ দেব। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তা ক্রয় করবে। অতঃপর প্রথম ব্যক্তির কাছে পূর্বেকৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিক্রি করবে।[৪৬]

অনুবাদ : উমর ফারুক

---

৪৫. আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৩৩; অঙ্কিত মুদ্রণ বুলাক থেকে ১৩২১ হিঃ আদ্দারুল মিসরীয়্যা লিত তালীফ ওয়াততারজামা।

৪৬. মাওহাহিবুল জালীল লিল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৪০৪, মুদ্রণ : দারুল ফিকর বৈরুত; আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল লি ইবনে রুশদ আল-জাদ, খ. ৭, পৃ. ৮৬-৮৯

www.amarboi.org

صَرْفٌ : মুদ্রা বিনিময় : Currency Exchange

পরিচিতি

সরফ (صَرْفٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

الصَّرْفُ শব্দটি শাব্দিকভাবে বেশ কতক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : رَدُّ الشَّيْءِ عَنِ الْوَجْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুকে সামনে থেকে সরানো। যখন কেউ কাউকে সরিয়ে দেয় বলা হয় : صَرَفْتُ الرَّجُلَ عَنِّي فَانْصَرَفَ এমনিভাবে বলা হয়, صَرَفَهُ يَصْرِفُهُ صَرْفًا লোকটিকে আমি আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় সে সরেছে। صرف-এর অপর অর্থ : الإِنْفَاقُ ব্যয় করা। যেমন : صَرَفْتُ الْمَالَ আমি সম্পদ ব্যয় করেছি। অপর এক অর্থ : الْبَيْعُ বিক্রি, বিনিময়। যেমন : صَرَفْتُ الذَّهَبَ بِالدَّرَاهِمِ আমি দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করেছি। এ অর্থে الصَّرْفُ থেকে নির্গত কর্তাবাচক বিশেষ্য হলো صَيْرَفٌ ও صَيْرَفِيٌّ। আর আধিক্য প্রকাশ করতে صَرَّافٌ ব্যবহৃত হয়। অর্থ : মুদ্রা ব্যবসায়ী, মুদ্রা বিনিময়কারী।

الصَّرْفُ-এর আরো একটি অর্থ الْفَضْلُ وَالزِّيَادَةُ : অতিরিক্ত, বাড়তি।

ইবনে ফারিস রহ. বলেন, الصَّرْفُ হলো এক দিরহামের চেয়ে অন্য দিরহামের গুণগত মান বেশি হওয়া এবং এক দিনারের চেয়ে অন্য দিনারের গুণগত মান বেশি হওয়া।[১]

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় সম্মিলিত ফকীহ সম্প্রদায় সরফের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, الصَّرْفُ হলো : بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ ، جِنْسًا بِجِنْسٍ ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ অর্থাৎ একই শ্রেণীর বা ভিন্ন শ্রেণীর মূল্যের বিনিময়ে মূল্য বিক্রি করা। সুতরাং এর আওতাভুক্ত থাকবে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি, যেমনিভাবে এটি আওতাভুক্ত করে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রিকে। এখানে ثَمَنٌ বা মূল্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা মূল্যরূপে সৃষ্ট হয়েছে। তাই এর আওতাভুক্ত হবে (স্বর্ণ/রৌপ্যের) তৈরি বস্তুর বিনিময়ে তৈরি বস্তু বা মুদ্রা অথবা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বা তৈরি বস্তু।[২]

---

১. আল-মিসবাহুল মুনির, লিসানুল আরব ফিল মাদ্দাহ।

২. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ৫২১; আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২৫৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৫; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০১

www.amarboi.org

মারগিনানী রহ. বলেন, উভয় বিনিময়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে সরানোর প্রয়োজন থাকার কারণে الصَّرْفُ বলে এর নামকরণ করা হয়েছে। অথবা এ কারণে যে, এ ধরনের বিক্রি দ্বারা কেবল অতিরিক্ত ও বাড়তি অংশটুকু কাম্য হয়ে থাকে। কারণ স্বয়ং বস্তু দ্বারা কোনোরূপ উপকৃত হওয়া যায় না। আর الصَّرْفُ অর্থ হলো অতিরিক্ত ও বাড়তি।[৩]

মালেকী ফকীহগণ الصَّرْفُ -এর সংজ্ঞা প্রদান করেন, الصَّرْفُ হলো ভিন্ন ধরনের মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করা, যেমন রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা। পক্ষান্তরে একই ধরনের মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করা; যেমন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি অথবা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রিকে মালেকী ফকীহগণ অন্য নামে অভিহিত করেন। তারা বলেন : যদি উভয় বিনিময়ের শ্রেণী একই হয় তাহলে পরিমাণ হিসাবে বিক্রি হলে তাকে الْمُرَاطَلَةُ আর সংখ্যা হিসাবে বিক্রি হলে তাকে الْمُبَادَلَةُ বলা হয়।[৪]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الْبَيْعُ : বিক্রি, কেনাবেচা

ব্যাপকার্থে বিক্রি الْبَيْعُ হলো : مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي 'পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্পদের বিপরীতে সম্পদ বিনিময় করা' যেমনটি হানাফী ফকীহগণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[৫] অথবা عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ 'মুনাফা ছাড়া অন্য বস্তুর ওপর পারস্পরিক বিনিময় চুক্তি' যেমনটি মালেকী ফকীহগণ বলেছেন।[৬] কিংবা هُوَ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ 'বিক্রি হলো এমন আর্থিক বিনিময় যা স্থায়ীভাবে বস্তু বা মুনাফার মালিকানা প্রদান করে,' শাফেয়ী ফকীহগণ এ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[৭] অথবা هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا 'বিক্রি হলো মালিকানা প্রদান এবং মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদের বিপরীতে সম্পদ বিনিময় করা,' যা হাম্বলী ফকীহগণ সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন।[৮]

উক্ত অর্থে মুদ্রা বিনিময়, অগ্রিম মূল্য পরিশোধে বিক্রি, পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের বিক্রি, সাধারণ বিক্রি–সবই الْبَيْعُ বা কেনাবেচার অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এ অর্থে الصَّرْفُ ও এক প্রকার বিক্রি।

---

৩. আল-হিদায়া মাআল ফাতহিল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৫৮

৪. দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২৬; হাশিয়াতুশ্ সাভী আলাশ শরহিস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৩

৫. ফাতহুল কাদীর মায়াল হিদায়া, খ. ৫, পৃ. ৪৪৫

৬. দারদির রচিত আশ শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ১২

৭. হাশিয়াতুল কালয়ুবী আলা শরহিল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ১৫২

৮. আল-মুগনী, আশ্ শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৪৬

www.amarboi.org

আর বিশেষার্থে বিক্রির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো, عَقْدُ مُعَاوَضَة عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ ، أَحَدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ 'মুনাফা ছাড়া অন্য বস্তুতে বিনিময়-চুক্তি যার দুই বিনিময়ের মধ্যে একটি স্বর্ণ বা রৌপ্য হবে না।'[৯]

এ অর্থে اَلْبَيْعُ ও اَلصَّرْفُ সমতুল্য দুইটি প্রকার হবে। যেহেতু এ ধরনের বিক্রি বিক্রির প্রকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, সেহেতু একে اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ অর্থাৎ সাধারণ বিক্রি বলে অভিহিত করা হয়।[১০]

খ. اَلرِّبَا: সুদ

اَلرِّبَا-এর শাব্দিক অর্থ : অতিরিক্ত, বাড়তি, বেশি, বৃদ্ধি। পারিভাষিক সংজ্ঞা কোনো কোনো ফকীহ এভাবে প্রদান করেছেন : فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِمِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ مَشْرُوطٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ 'সুদ হলো চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষের জন্য বিনিময়-চুক্তিতে শর্তকৃত বৈধ পরিমাণের সাথে বিনিময়হীন অতিরিক্ত অংশ।'[১১] মুদ্রাবিনিময় এবং সুদ-এর মধ্যে সম্পর্ক হলো اَلصَّرْفُ বা মুদ্রা-বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে তাতে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে।

গ. اَلسَّلَمُ : সালাম বা অগ্রিম মূল্য পরিশোধে বিক্রি

اَلسَّلَمُ বলা হয় : بَيْعُ شَيْءٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ "নগদ মূল্যের বিনিময়ে কোনো বস্তু বাকিতে বিক্রি করা।"[১২]

ঘ. اَلْمُقَايَضَةُ : মুকায়াযা বা পণ্য বিনিময়

اَلْمُقَايَضَةُ-এর সংজ্ঞা হচ্ছে : بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ ، أَيْ : مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ "বস্তুর বিনিময়ে বস্তু বিক্রি অর্থাৎ মুদ্রাদ্বয় ছাড়া অন্য সম্পদের বিপরীতে সম্পদ বিনিময় করা।"[১৩]

اَلصَّرْفُ বা মুদ্রা বিনিময়-এর বৈধতা

যদি নিম্নোক্ত শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে থাকে তাহলে মূল্যসমূহের একটিকে আরেকটির বিনিময়ে বিক্রি করা অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবসা করা বৈধ। কারণ পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে এই মুদ্রা বিনিময় ও এক প্রকার বিক্রি। মহান আল্লাহর

---

৯. প্রাগুক্ত।

১০. আহকাম আল আদলিয়্যা মাজাল্লাতুল, ধারা : ১২০

১১. তানভিরুল আবসার আলা হামিশি ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭৬

১২. মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়্যা, ধারা : ১২৩

১৩. মাজাল্লাতুল আহকাম আদলিয়্যা, ধারা : ১২২

www.amarboi.org

ঘোষণা : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আর আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ এবং সুদ অবৈধ করেছেন।"[১৪]

মুদ্রা বিনিময়ের বৈধতার পক্ষে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন উবাদা বিন সামিত রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ পরিমাণে সমান সমান এবং নগদে বিক্রি করা যাবে। আর যদি এগুলোর শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো।"[১৫] অর্থাৎ স্বর্ণের পরিবর্তে রৌপ্যের লেনদেন হলে সমান সমান হওয়া শর্ত নয়।

উক্ত হাদীসে সমান সমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরিমাণে সমান সমান হওয়া। আকার ও ধরনে সমান সমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কারণ রাসূল সা. বলেন : جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ "তার ভালো-মন্দ একই সমান।"[১৬] রাসূল সা. আরো বলেন :

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"সমান সমান ব্যতীত স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না, পরস্পরের বিনিময়ে কমবেশি করো না। এবং সমান সমান ব্যতীত রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না, পরস্পরের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করো না। এবং নগদের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করো না।"[১৭]

---

১৪. সুরা বাকারা, আয়াত- ২৭৫

১৫. আল হিদায়া মায়াল ফাতহিল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৫৮-২৬০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৫; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩০; হাদীস : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২১১, মুদ্রণ : হালবী) কর্তৃক উদ্ধৃত।

১৬. আল-ইনায়া আলা হামিশিল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৬০, হাদীস : جيدها وردِيئها سواء ইমাম যায়লায়ী রহ. নাসবুর রায়া (খ. ৪, পৃ. ৩৭; মুদ্রণ : আল মাজলিসুল ইলমী)-এ বলেছেন, হাদীসটি غريب অর্থাৎ সনদ হিসাবে কিছু দুর্বল। তারপর বলেছেন : আবু সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত সামনে আলোচিতব্য হাদীসের সাধারণ বর্ণনা থেকে এর অর্থটি আহরিত।

১৭. ইবনুল হুমাম রহ. বলেন : الشف (যেরসহ) একটি বিপরীতার্থক শব্দ। যা কম-বেশির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আর এখানে উদ্দেশ্য হলো তোমরা কম-বেশি পার্থক্য

www.amarboi.org

যেহেতু الصَّرْفُ বা মুদ্রা-বিনিময় চুক্তি হলো মূল্যসমূহের একটিকে আরেকটির বিনিময়ে বিক্রি করা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল আধিক্য ও বৃদ্ধি, সাধারণ ভাবে হুবহু বিনিময় দ্বারা উপকৃত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। অপর দিকে সুদের মধ্যেও অনুরূপ আধিক্য এবং বৃদ্ধি রয়েছে; সেহেতু ফকীহগণ মুদ্রাবিনিময়ে বৈধতার জন্য এমন কিছু শর্ত প্রণয়ন করেছেন যা الصَّرْفُ বা মুদ্রাবিনিময়কে সুদ থেকে আলাদা করে দেয় এবং সুদের শিকার হওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

الصَّرْفُ বা মুদ্রাবিনিময়ের শর্তাবলি

প্রথম : পরস্পর উভয় বিনিময় হস্তগতকরণ (تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ)

ফকীহগণ একথায় একমত, চুক্তি সম্পাদনকারী দুইপক্ষ মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মজলিসে উভয় পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিনিময়দ্বয় পরস্পর হস্তগত করা মুদ্রাবিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে শর্ত। ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, আমরা যাদের ইলম সংরক্ষণ করে থাকি তাদের সকলে একমত হয়েছেন, যদি মুদ্রাবিনিময়কারী দুই পক্ষ পারস্পরিক হস্তগত করার পূর্বেই মজলিস ত্যাগ করে তাহলে الصَّرْفُ অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[১৮]

এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো রাসূল সা.-এর বাণী : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ "নগদে সমান সমান করে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং নগদে সমান সমান করে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য"।[১৯] এবং রাসূল স.-এর আরেকটি বাণী : بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ "তোমরা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রি করো"।[২০] অন্য হাদীসে এসেছে : قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا 'রাসূল সা. রৌপ্যের বিনিময়ে বাকিতে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।'[২১] আরেকটি হাদীস এক্ষেত্রে লক্ষণীয় : نَهَى

করো না। (ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬০), হাদীস : لاتبيعوا الذهب بالذهب বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ২৮০, মুদ্রণ : সালাফিয়া), মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২০৮, মুদ্রণ : আল হালবী) কর্তৃক আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে উদ্ধৃত।

১৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৫; ফাতহুল কাদীর আলাল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৫৯; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৫১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৫; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

১৯. হাদীস : ......الذهب بالذهب পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

২০. তিরমিযি (৩৫৩২ মুদ্রণ : আল হালবী) কর্তৃক উবাদা বিন সামিত রা.-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। যার মূল বরাতগ্রন্থ হলো মুসলিম।

২১. আহমদ (খ. ৪, পৃ. ৩৬৮, মুদ্রণ : আল মাইমানিয়া) কর্তৃক বারা বিন আযেব রা.- এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। এবং এর সনদ সহীহ।

www.amarboi.org

أَنْ يَبَاعَ غَائِبٌ بِنَاجِزٍ 'নগদের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।'[২২] অন্য হাদীসে এসেছে : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ 'রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা সুদ, তবে নগদে বিক্রি হলে (তাতে সুদ হবে না)।'[২৩]

الصَّرْفُ অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়-চুক্তির শুদ্ধতায় প্রতিবন্ধক হলো : মজলিস ত্যাগ করা অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষ দৈহিকভাবে মজলিস ছেড়ে দিয়ে এক পক্ষ কোনো একদিকে চলে যাওয়া এবং অপর পক্ষ অন্য দিকে চলে যাওয়া অথবা দুই পক্ষের এক পক্ষ চলে যাওয়া এবং আরেক পক্ষ থাকা। যদি চুক্তিকারী দুই পক্ষই মজলিসে থাকে, পৃথক না হয় তাহলে তারা উভয় পক্ষ মজলিস ত্যাগকারী হবে না– যদিও তারা দীর্ঘ সময় মজলিসে থাকে। কারণ এক্ষেত্রে দৈহিকভাবে মজলিস ত্যাগ করা ঘটেনি। অনুরূপভাবে যদি তারা উভয়ে মজলিস থেকে উঠে এক সঙ্গে কোনো এক দিকে যায়, যেমন তাদের দুইজনের কোনো একজনের বাড়ির দিকে যায় অথবা মুদ্রাব্যবসায়ীর নিকটে যায় এবং তার নিকট তারা পরস্পর মুদ্রা হস্তগত করে এবং একে অপর থেকে পৃথক না হয়, তাহলে ফকীহদের মতে এ চুক্তি বৈধ হবে। কারণ, এক্ষেত্রে মজলিসটি বিক্রির খিয়ার বা ইচ্ছা প্রদানের মজলিসের ন্যায় (ব্যাপক আকারে ধর্তব্য হবে)। হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহগণ এরূপই লিখেছেন।[২৪]

হানাফী ফকীহগণ আরো কতক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যে অবস্থাগুলোতে দৈহিকভাবে মজলিস ত্যাগ বিবেচিত হয় না। তাই সে সকল অবস্থায় الصَّرْفُ অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় করা শুদ্ধ হয়। যেমন : চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষ মজলিসে ঘুমিয়ে যায় বা উভয়ে বেহুঁশ হয়ে যায় বা একজন বেহুঁশ হয়ে যায় ইত্যাদি।[২৫] পারস্পরিক হস্তগতকরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত হস্তগত হওয়া জরুরি। অতএব হাওয়ালা (দায়িত্ব অর্পণ) যথেষ্ট নয়– যদি মজলিসের মধ্যে হাওয়ালা হিসাবে তা হস্তগত করা হয়।[২৬]

পারস্পরিক হস্তগতকরণের শর্ত সর্বপ্রকার মুদ্রাবিনিময়ে বিবেচ্য বিষয়। সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি হোক; যেমন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি,

---

২২. হাদীস : পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

২৩. হাদীস : বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭, মুদ্রণ : আস সালাফিয়া) কর্তৃক ওমর বিন খাত্তাব রা.-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

২৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৫, ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৫৯; সুবকী রচিত তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ৯; মুগনী আল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

২৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৫

২৬. আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৫১, মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২

www.amarboi.org

রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি অথবা ভিন্নজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি হোক; যেমন রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি।[২৭]

পক্ষান্তরে মালেকী ফকীহগণ যে-কোনো প্রকার মুদ্রার বিনিময় নগদ ভিন্ন বাকিতে সম্পন্ন করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, দীর্ঘ মেয়াদী বাকিতে সরফ-চুক্তি অবৈধ; যেমনিভাবে দৈহিকভাবে মজলিস ত্যাগসহ চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ বা এক পক্ষ থেকে স্বল্প মেয়াদী বাকিতে সরফ অবৈধ।

মালেকী ফকীহগণের মতে বিঘ্ন কবলিত হলেও, যেমন চুক্তিকারী দুই পক্ষের মধ্যে শত্রু দ্বারা অন্তরায় সৃষ্টি হলে বা বন্যা বা এমন কিছু দ্বারা অন্তরায় সৃষ্টি হলেও সরফ-চুক্তি বাকিতে করা নিষেধ।

ইবনে জুযাই রহ. বলেন, কোনো বিঘ্নের দরুন যদি পারস্পরিক হস্তগতকরণের পূর্বে চুক্তিকারী দুই পক্ষ পৃথক হয়ে যায়, তাহলে দুই ধরনের মত রয়েছে : ১. বাতিল, ২. শুদ্ধ।[২৮] আর দৈহিকভাবে পৃথক হওয়া ছাড়া সামান্য সময়ের জন্য বাকি রাখার ক্ষেত্রে দুই ধরনের মত রয়েছে। মুদাওয়ানা নামক গ্রন্থের মাযহাব হলো, এরূপ করা মাকরূহ আর মুওয়াযিয়া এবং উতাবিয়া গ্রন্থদ্বয়ের মাযহাব হলো, এরূপ করা বৈধ।[২৯]

দারদীর বলেন : দিরহাম পরিবর্তনের জন্য মুদ্রা বিনিময়কারী তার দোকানে প্রবেশ করা; এতটুকু বিলম্ব করা কেউ বলেন মাকরূহ, আর কেউ বলেন বৈধ। অনুরূপভাবে একই বিধান দোকান থেকে দিরহাম বের করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে।[৩০]

হাত্তাব রচিত মাওয়াহিবুল জালীলে আছে : ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ব্যক্তি মুদ্রা ব্যবসায়ীর নিকট দিরহাম দ্বারা দিনার পরিবর্তন করে। সে তাকে বলে, তুমি এগুলো নিয়ে এই মুদ্রা যাচাইকারীর নিকট তা ওজন কর এবং তাকে মুদ্রার উপরের অংশ দেখাও। সে যাচাইকারী তার কাছাকাছি রয়েছে।

শুনে তিনি বললেন : (উভয়ে) কাছাকাছি হওয়ার দরুন আশা করি কোনো সমস্যা নেই। এটি আমার মতে ঐ অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যেই অবস্থায় তারা

---

২৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৬

২৮. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৪৯; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৫০

২৯. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০

৩০. আশ-শরহুস সগীর, খ. ৪৯, পৃ. ৩

www.amarboi.org

উভয়ে মুদ্রা যাচাইকারীর নিকট গমন করে। আর ইবনে রুশদ থেকে বর্ণিত আছে : অতি প্রয়োজনের তাগিদে উক্ত বিষয়কে শিথিলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ অধিকাংশ মানুষ মুদ্রা যাচাই করতে পারে না। দ্বিতীয়ত পারস্পরিক হস্ত গতকরণের বিষয়টি তো ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে।[৩১] অতএব তারা উভয়ে এরূপ করার কারণে রাসূল সা.-এর নিম্নোক্ত বাণীর বিরোধিতাকারী হবে না : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ "রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি সুদ, তবে নগদ হলে ভিন্ন বিধান"।[৩২] যদি এতটুকু পরিমাণ শিথিলতা মুদ্রাবিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুমোদন না করা হয়, তাহলে মানুষ এ কারণে চরম অসুবিধার শিকার হবে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "তিনি ধর্মের মধ্যে কোনোরূপ অসুবিধা রাখেননি।"[৩৩]

হস্তগত করার ক্ষমতা লাভ ও প্রতিনিধিত্ব (الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ)

অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব হলো, الصَّرْفُ বা মুদ্রাবিনিময়ে মুদ্রা হস্তগত করায় প্রতিনিধিত্ব শুদ্ধ হবে। সুতরাং যদি মুদ্রাবিনিময়কারী উভয় পক্ষ হস্তগত করার জন্য কোনো দুজনকে ক্ষমতা প্রদান করে অথবা মুদ্রাবিনিময়কারী দুই পক্ষের এক পক্ষ কাউকে ক্ষমতা প্রদান করে, অতঃপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর হস্তগত করে অথবা এক মুদ্রা বিনিময়কারী এবং অপর পক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুদ্রা কব্জা করে এবং তা করে ক্ষমতাপ্রদানকারী দুইপক্ষ মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে অথবা ক্ষমতা প্রদানকারী এক পক্ষ এবং চুক্তিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি– যিনি ক্ষমতা প্রদান করেননি– মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে, তাহলে চুক্তি বৈধ হবে এবং হস্তগতকরণ শুদ্ধ হবে। কারণ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তগতকরণ ক্ষমতা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক হস্তগত করার সমতুল্য।

আর যদি হস্তগত করার পূর্বে ক্ষমতা প্রদানকারী দুই পক্ষ বা ক্ষমতা প্রদানকারী একপক্ষ এবং চুক্তিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে মুদ্রাবিনিময় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে; ক্ষমতাপ্রাপ্ত দুই পক্ষ মজলিস ত্যাগ করুক অথবা না করুক। সুতরাং الصَّرْفُ বা মুদ্রাবিনিময় চুক্তিকে ব্যাহতকারী মজলিস ত্যাগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো উভয় চুক্তিকারী মজলিস ত্যাগ করা। ক্ষমতাপ্রাপ্ত পক্ষদ্বয়ের মজলিস ত্যাগ বিবেচ্য বিষয় নয়।[৩৪]

---

৩১. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩০৩

৩২. হাদীসটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

৩৩. সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮

৩৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৬ আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৩৯; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

www.amarboi.org

সুতরাং যদি কেউ মুদ্রাবিনিময়ের চুক্তি করে এবং হস্তগত করার জন্য অন্যকে ক্ষমতা প্রদান করে, আর ক্ষমতা প্রদানকারী ব্যক্তির উপস্থিতিতে চুক্তির মজলিসে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা হস্তগত করে তাহলে হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ফকীহদের মতে যা মালেকী ফকীহগণের নিকট প্রণিধানযোগ্য মত, এরূপ করা শুদ্ধ হবে।[৩৫] মালেকী ফকীহগণের দ্বিতীয় মত, যা প্রসিদ্ধ তা হলো, যদি হস্তগত করার জন্য অন্যকে ক্ষমতা প্রদান করে তাহলে মুদ্রাবিনিময় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে যদিও সে ক্ষমতা প্রদানকারী ব্যক্তির উপস্থিতিতে হস্তগত করে। কারণ এতে বিলম্বের সম্ভাবনা রয়েছে।[৩৬]

দুই বিনিময়ের কিছু অংশ হস্তগতকরণ (قَبْضُ بَعْضِ الْعِوَضَيْنِ)

যদি কিছু মূল্য হস্তগত করে আর কিছু হস্তগত না করে চুক্তি সম্পাদনকারী দুইপক্ষ মজলিস ত্যাগ করে যায়, তাহলে যে অংশ হস্তগত হয়নি সে অংশে সর্বসম্মতভাবে মুদ্রা বিনিময়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যে অংশ হস্তগত হয়েছে সে অংশের ক্ষেত্রে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন, তাতে ফকীহগণের দুই ধরনের মতামত রয়েছে :

প্রথম : যে অংশ হস্তগত হয়েছে সে অংশে চুক্তি শুদ্ধ হওয়া আর যে অংশ হস্তগত হয়নি সে অংশে চুক্তি বাতিল হওয়া। উপরিউক্ত মতটি হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহ সম্প্রদায়ের মত এবং মালেকী ফকীহগণের একটি উক্তি। এবং হাম্বলী ফকীহগণের একটি অভিমত।

দ্বিতীয় : পুরো অংশের মধ্যে চুক্তি বাতিল হওয়া : এটি মালেকী ফকীহগণের একটি উক্তি এবং হাম্বলী ফকীহগণের আরেকটি অভিমত।[৩৭]

নিম্নে ফকীহগণ কর্তৃক উল্লিখিত কিছু উদাহরণ এবং শাখা মাসআলা :

ক. হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন, যদি রৌপ্যের পাত্র বিক্রি করে কিছু মূল্য হস্তগত করে এবং চুক্তিকারী উভয়পক্ষ মজলিস থেকে চলে যায়, তাহলে যে

---

৩৫. প্রাগুক্ত বরাতসমূহ, মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩০৩, জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; আশ শারহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৪৯; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৫১, আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৬০

৩৬. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৪৯; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৫১

৩৭. ফাতহুল কাদীর মায়াল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৬৭; মাউসিলী রচিত আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪১; যায়লায়ী রচিত তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৩৮, হাত্তাব রচিত মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩০৬; বিদায়াতুল মুজতাহিদ,খ. ২, পৃ. ১৭৩; হাশিয়াতুল কালয়ুবী মাআ উমাইরা , খ. ২, পৃ. ১৬৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪১২; কাশশাফুল কিনা আলা মতনিল ইকনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৬; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী,খ. ৪, পৃ. ৬০

www.amarboi.org

অংশ হস্তগত করেছে সে অংশে চুক্তি শুদ্ধ হবে এবং পাত্রটি উভয়ের যৌথ মালিকানায় থাকবে। আর যে অংশ হস্তগত হয়নি সে অংশে চুক্তি বাতিল হবে। তা রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করুক অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে। কারণ এটি হলো মুদ্রাবিনিময়, মুদ্রা হস্তগত করার পূর্বে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। অতএব যে অংশ হস্তগত হয়নি সে অংশে অশুদ্ধ হওয়ার বিধান সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অশুদ্ধতা বিস্তৃতি লাভ করবে না। কারণ তা আপতিত।

এটি চুক্তি বিভক্তকরণ বলে ধর্তব্য হবে না। কারণ হস্তগত করার শর্তের কারণে শরীয়তের পক্ষ থেকে এই বিভক্তি হয়েছে। চুক্তিকারীর পক্ষ থেকে হয় নাই। ইমাম যায়লায়ী রহ. এরূপই বলেছেন। আর বাবরতী রহ. এর কারণ বর্ণনা করে বলেন : চুক্তি পূর্ণতা লাভ করার পূর্বে বিভক্ত করে ফেলা বৈধ নয়। এখানে যেহেতু চুক্তিটি পরিপূর্ণ হয়েছে। অতএব এরূপর আংশিক বিক্রি হওয়ায় বাধা নেই।[৩৮]

খ. মালেকী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন, দুই পক্ষের মধ্যে যদি মুদ্রাবিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয় এই শর্তে যে, তার কিছু অংশ বাকি থাকবে তাহলে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তারা দুইপক্ষ নগদের শর্তে চুক্তি সম্পন্ন করার পর তাদের মধ্যে এক পক্ষ সামান্য বাকি রাখে, তাহলে যে অংশে বাকি ও বিলম্ব হয়েছে সে অংশের মুদ্রাবিনিময় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি এক দিনারের চেয়ে কম অংশে বাকি ও বিলম্ব হয় তাহলে এক দিনারের الصَّرْفُ। অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এক দিনারের চেয়ে বেশি অংশের الصَّرْفُ। অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তিতে বিলম্ব হয় তাহলে দুই দিনারে الصَّرْفُ। অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। আর যদি দুইয়ের অধিক দিনারের মধ্যে বাকি ও বিলম্ব হয় তাহলে তিন দিনারের মুদ্রাবিনিময় চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। এভাবে অব্যাহত থাকবে। হাত্তাবের বর্ণনা মতে যে অংশ নগদ পরিশোধ হয়েছে সে অংশ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।[৩৯]

ইবনে রুশদ আল হাফীদ অনুরূপ আলোচনা করে বলেন, একই চুক্তির মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো হালাল ও হারামের মিশ্রণ। পুরো চুক্তি কি বাতিল হবে নাকি কেবল হারাম অংশটুক বাতিল হবে?[৪০]

গ. শাফেয়ী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন,[৪১] কেউ যদি দশ দিরহাম রৌপ্যের বিনিময়ে এক দিনার ক্রয় করে এবং দশ দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম

---

৩৮. আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬৭; যায়লায়ী, খ. ৪, পৃ. ১৩৮

৩৯. হাত্তাব রচিত মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩০৬

৪০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৭৩

৪১. কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৬৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪১২

www.amarboi.org

বিক্রেতাকে হস্তগত করতে দেওয়া হয় এবং সে ঐ পাঁচ দিরহাম হস্তগত করার পর তারা উভয় পক্ষ মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে যে অংশের বিনিময় প্রদান করা হয়েছে সে অংশে চুক্তি বাতিল হবে না। অবশিষ্ট পণ্যের মধ্যে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি উক্ত পাঁচ দিরহাম ছাড়া অন্য পাঁচ দিরহাম মজলিসের মধ্যে বিক্রেতার নিকট সে ধার চায় আর সে তা তার নিকট সে মজলিসে ফেরত প্রদান করে তাহলে বৈধ হবে। পক্ষান্তরে যদি হুবহু ঐ পাঁচ দিরহাম ধার চায় আর সে তা তার নিকট মজলিসের মধ্যে ফেরত প্রদান করে তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে উভয় পাঁচের মধ্যে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[৪২]

ঘ. হাম্বলী ফকীহ বুহূতী রহ. উল্লেখ করেছেন, যদি সালাম অর্থাৎ অগ্রিম মূল্য পরিশোধে বিক্রি এবং সরফ-চুক্তির ক্ষেত্রে কিছু অংশ হস্তগত করার পর অবশিষ্ট অংশ হস্তগত করার পূর্বে উভয়ে মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে যে অংশ হস্তগত হয়নি কেবল সে অংশে শর্ত না থাকার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[৪৩]

ইবনে কুদামা রহ. উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি কারও সাথে দশ দিরহামের বিপরীতে এক দিনারের সরফ-চুক্তি করে, আর তার নিকট কেবল পাঁচ দিরহাম থাকে, তাহলে পুরো দশ দিরহাম হস্তগত করার পূর্বে মজলিস ত্যাগ করা তাদের কারো জন্য বৈধ নয়। যদি পাঁচ দিরহাম হস্তগত করে উভয়ে মজলিস ত্যাগ করে তাহলে অর্ধ দিনারের মধ্যে সরফ-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। প্রশ্ন হলো, কব্জাকৃত পাঁচ দিরহামের বিনিময় অংশে الصَّرْفُ বাতিল হবে কি-না? চুক্তি বিভক্ত করার ওপর ভিত্তি করে দুই ধরনের মতামত রয়েছে।[৪৪]

দ্বিতীয় : খিয়ার মুক্ত থাকা : (الخلو عن الخيار)

হানাফী, মালেকী এবং শাফেয়ী মাযহাবের সম্মিলিত ফকীহগণ মনে করেন, খিয়ার (চুক্তি চূড়ান্ত করা বা ভঙ্গ করার স্বাধীনতা)-এর শর্তসহকারে সরফ-চুক্তি শুদ্ধ হবে না। সুতরাং যদি খিয়ারের শর্ত করে চুক্তিকারী উভয় পক্ষ অথবা যে কোনো একপক্ষ, তাহলে সরফ-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, উক্ত চুক্তির মধ্যে হস্ত গতকরণ হলো চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্ত অথবা শুদ্ধ অবস্থায় বহাল থাকার শর্ত।[৪৫]

---

৪২. ভাষ্যে আগ-পরসহ প্রাগুক্ত বরাতদ্বয়।

৪৩. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৭

৪৪. ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৬০

৪৫. হস্তগতকরণের ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন : তা কি চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নাকি শুদ্ধতা বহাল থাকার শর্ত? কেউ কেউ বলেছেন, তা চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। এ কথার ওপর ভিত্তি করে চুক্তির সাথে যুক্ত ভাবে হস্তগতকরণ শর্ত করা উচিত। তবে সহজকরণার্থে মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে তাদের দুই জনের অবস্থাকে চুক্তির প্রথম অবস্থার মতো সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং যদি মজলিসের মধ্যে হস্তগতকরণ সম্পাদিত হয় তাহলে ধরে নিতে হবে চুক্তি

www.amarboi.org

খিয়ার-এর শর্ত বিধানগতভাবে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই তা হস্তগতকরণের শুদ্ধতায় অন্তরায় সৃষ্টি করবে– ইমাম কাসানী রহ. এরূপই বলেছেন। ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, মুদ্রাবিনিময় চুক্তির মধ্যে খিয়ারের শর্ত করা শুদ্ধ নয়। কারণ তা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া বা মালিকানা পূর্ণতা লাভ করায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। আর এটি শর্তকৃত হস্তগতকরণকে ব্যাহত করে। আর তা হলো এমন হস্তগতকরণ যার দ্বারা বিনিময় নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তবে হানাফী ফকীহগণ বলেন, যদি বৈঠকের মধ্যে খিয়ার রহিত করা হয় তাহলে চুক্তিটি পুনরায় বৈধতায় ফিরে আসবে। কারণ খিয়ারটি স্থিরীকৃত হওয়ার আগেই রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য ইমাম যুফার এ ব্যাপারে মতভেদ করেন।[৪৬]

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন : পারস্পরিক খিয়ার-এর শর্ত করার দরুন সরফ-চুক্তি বাতিল হবে না। অন্য সকল বাতিলযোগ্য শর্তের ন্যায় খিয়ারও বিক্রি বাতিল করবে না। অতএব চুক্তি শুদ্ধ হবে এবং মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার দ্বারা চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।[৪৭]

এসব আলোচনা خِيَار الشَّرْط (চুক্তি চূড়ান্ত বা বাতিল করার স্বাধীনতা প্রদানের শর্ত)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও خِيَار الرُّؤْيَة এবং خِيَارُ الْعَيْبِ (পণ্য দেখে পছন্দ হওয়ার পর চুক্তি চূড়ান্ত করার স্বাধীনতা এবং পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল করার স্বাধীনতা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ তা মালিকানার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। অতএব এটি পূর্ণ হস্তগত হওয়ার জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। তবে হানাফী ফকীহগণ বলেন, মুদ্রাবিনিময় এবং সর্বপ্রকার বাকি বিক্রির ক্ষেত্রে خِيَار الرُّؤْيَة কল্পনা করা যায় না। কারণ এসব ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর অনুরূপের ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয়। হুবহু এসব বস্তুর ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয় না। তাই যদি কতক দিরহামের বিনিময়ে কোনো দিনার তার নিকট বিক্রি করে তাহলে দিনারের মালিক তা অন্যকে প্রদান করার অধিকার রাখে। অনুরূপভাবে দিরহামের মালিকও অনুরূপ অধিকার রাখে।[৪৮]

অবস্থায় হস্তগত হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন, হস্তগতকরণ হলো চুক্তির শুদ্ধতা বহাল থাকার শর্ত। এটি অধিকাংশ ফকিহের মাযহাব। সুতরাং এ সব কিছু ধরে নেওয়া বা সাব্যস্ত করার প্রয়োজন নেই (দ্রষ্টব্য যায়লায়ী, খ. ৪, পৃ. ১৩৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪১২; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০০

৪৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৯; ফাতহুল কাদীর মায়াল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৫৮-২৬৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৪; আল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৩০৮; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪

৪৭. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০১

৪৮. ফাতহুল কাদীর আলাল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৫৮; প্রাগুক্ত, ইরশাদুস সালিকিন মায়া আসহাহিল মাদারিক, খ. ২, পৃ. ২৩৪; আল মুদাওয়ানা, খ. ৪, পৃ. ১৮৯; আল জুমাল,

www.amarboi.org

তৃতীয় : মেয়াদের শর্ত না থাকা (الْخُلُوُّ عَنْ اشْتِرَاطِ الأَجَلِ)

সামগ্রিক ভাবে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন, চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের বা এক পক্ষের মুদ্রাবিনিময় চুক্তিতে মেয়াদ শর্ত করা বৈধ নয়। সুতরাং তারা যদি উভয়ে বা এক পক্ষ মেয়াদ শর্ত করে তাহলে সরফ-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে উভয় বিনিময় হস্তগত হওয়া আবশ্যক। আর মেয়াদ নির্ধারণ শরীয়তের পক্ষ থেকে চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যকীয় হস্তগত করণকে ব্যাহত করবে। তাই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[৪৯]

তবে হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন, যদি মেয়াদের শর্ত করা হয়, অতঃপর মেয়াদের সুবিধাভোগী ব্যক্তি মজলিস বর্জন করার পূর্বেই মেয়াদের শর্ত বাতিল করে দেয় এবং স্বীয় দেনা নগদ প্রদান করে, অতঃপর পরস্পর হস্তগত করার পর তারা মজলিস থেকে উঠে, তাহলে তাদের মতে পুনরায় চুক্তি বৈধতা পাবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার উক্ত মতের বিরোধিতা করেন।[৫০]

চতুর্থ : সমতা ও বরাবর হওয়া (التَّمَاثُل)

এ শর্তটি বিশেষ এক প্রকার মুদ্রাবিনিময় চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট। তা হলো, দুইটি মুদ্রার একটিকে তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে বিক্রি করা।

সুতরাং যদি স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে গুণগত মান এবং আকার-আকৃতিতে উভয় স্বর্ণের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও পরিমাণের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যক। এটি ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কোনো একটি অতিরিক্ত হওয়া বৈধ নয়-এ অতিরিক্ত অংশটুকু এই শ্রেণী থেকে হোক কিংবা অন্য শ্রেণী থেকে হোক বা তৃতীয় কোনো কিছু হোক। হানাফী ফকীহগণ বাড়িয়ে বলেন, এক্ষেত্রে সংখ্যা মোটে ধর্তব্য নয়। আর শর্ত হলো জ্ঞান ও বিবেচনার দিক থেকে বরাবর হওয়া। শুধু বাস্তবে বরাবর হলে চলবে না। সুতরাং যদি চুক্তিকারী দুই পক্ষ বরাবরের

খ. ৩, পৃ. ১০৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৯, সুবকী রচিত তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ৮

৪৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৯; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪, কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৪

৫০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৯; কাসানী রহ. বলেন : উক্ত দুই শর্ত (চুক্তি চূড়ান্ত বা বাতিল করার স্বাধীনতা এবং মেয়াদ)-এর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে হস্তগত করার শর্ত হওয়ার কারণে। তবে দুই শর্তের এক শর্ত স্বয়ং হস্তগত করার মধ্যে প্রভাব ফেলবে আর অপরটি চুক্তির শুদ্ধতার মধ্যে প্রভাব ফেলবে।

www.amarboi.org

বিষয়টি না জানে তা বাস্তবিকভাবে বরাবর হলেও বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি মজলিসের মধ্যেই তা প্রকাশ হয় তাহলে জায়েয হবে।[৫১]

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো রাসূল সা.-এর বাণী :

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"তোমরা সমান সমান ব্যতীত স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না, এবং তোমরা সমান সমান ব্যতীত রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না, একে অপরের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করো না এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের কোনোটি নগদের বিনিময়ে বাকি বিক্রি করো না।"[৫২]

সরফের প্রকারের মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

সরফ-চুক্তির প্রকারসমূহ (أَنْوَاعُ الصَّرْفِ)

ফকীহগণ সরফের অধ্যায়ে যে সকল উদাহরণ ও অবস্থা আলোচনা করেছেন এবং প্রতিটি অবস্থার সাথে যে সকল বিধান সংশ্লিষ্ট রয়েছে সেসব বিধানের আলোকে সরফ তথা মুদ্রাবিনিময়-চুক্তিকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়

প্রথম প্রকার : দুই মুদ্রা (স্বর্ণ ও রৌপ্য)-এর একটিকে সমশ্রেণীর অপরটির বিনিময়ে বিক্রি করা

ফকীহগণ এ কথায় একমত, যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করে তাহলে পরিমাণ ও পরিমাপে সমান সমান করে নগদে বিক্রি হওয়া আবশ্যক। মুদ্রাকে সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে কম-বেশি করে বিক্রি করা হারাম হবে, যেমনিভাবে তা তার সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা হারাম হয়।[৫৩] এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হলো উবাদা বিন সামেতের বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন :

---

৫১. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৪; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৫১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৯

৫২. হাদীসটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৩. ফাতহুল কাদীর মায়াল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৫৯-২৬০; যায়লায়ী রচিত তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৩৪ এবং পরবর্তী, মাউসিলী রচিত আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪০; দারদির রচিত আশ শারহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৪৭-৪৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৭০; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২-২৪; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩ কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৫১-২৫২

www.amarboi.org

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য.... সমান সমান করে নগদে বিনিময় হবে"।[৫৪]

আরেকটি হাদীস যা আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন:

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"তোমরা সমান সমান ব্যতীত স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না, এবং তা বিনিময়ে একে অপরের মধ্যে কম-বেশি করো না। সমান সমান ব্যতীত রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না এবং তা বিনিময়ে একে অপরের মধ্যে কম-বেশী করো না, আর নগদের বিনিময়ে বাকি বিক্রি করো না।[৫৫]

হযরত উসমান বিন আফফান রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন :

لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

"তোমরা দুই দিনারের বিনিময়ে এক দিনার বিক্রি করোনা এবং দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করো না।"[৫৬]

আরেকটি হাদীস হলো হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত নবীজীর হাদীস :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান সমান করে আর রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য পরিমাণে সমান সমান করে বিনিময় হবে। অতএব অতিরিক্ত প্রদান করলে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করলে সুদ হবে।"[৫৭]

স্বর্ণ এবং রৌপ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট হওয়া কোনো ধর্তব্য নয়। কারণ, রাসূল স.-এর বাণী : جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ "তার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সব সমান"।[৫৮]

---

৫৪. হাদীস : পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৫. الشف (যেরসহ) পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশক শব্দ যা কম ও বেশি অর্থের জন্য বলা হয়ে থাকে। এখানে উদ্দেশ্য হলো তোমরা কোনো একটিকে আরেকটির ওপর বৃদ্ধি করোনা (ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬০, হাদীসটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৬. মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২০৯, মুদ্রণ : আল হালবী) কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৭. মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২১২,মুদ্রণ : হালবী) কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৮. হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

ফকীহগণ শর্ত করেছেন, চুক্তিকারী উভয় পক্ষকে দুই বিনিময়ের পরিমাণ সম্পর্কে এবং দুই বিনিময় সমান সমান হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। তাই তাদের মতে সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা অনুমান করে, চুক্তিকারী দুই পক্ষ উভয় বিনিময়ের পরিমাণ না জেনে বিক্রি করা বৈধ হবে না; যদিও বাস্তবে উভয় বিনিময় সমান সমান হয়। ফকীহগণ বলেন, চুক্তির সময় উভয় বিনিময় সমান হওয়ার বিষয় সম্পর্কে না জানা, চুক্তি অশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটি থেকে অধিক হওয়া সম্পর্কে জানা থাকার মতো।[৫৯] তবে হানাফী ফকীহগণ বলেন, যদি অনুমান করে বিক্রি করার পর মজলিসের মধ্যেই তারা উভয় মুদ্রা পরিমাণ করে এবং উভয় বিনিময় সমান সমান হওয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে চুক্তি বৈধ হবে। কারণ মজলিসের পুরো সময়টা একটি সময় তুল্য। তাই এটি শুরুতে অবগত হওয়ার মতো হয়ে গেল। পক্ষান্তরে যদি মজলিস ত্যাগ করার পর সমান সমান হওয়ার ব্যাপারে জানা যায় তা হলে চুক্তি বৈধতা পাবে না। তবে ইমাম যুফার রহ. উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন, শর্ত হলো বিনিময়দ্বয় সমান সমান হওয়া। আর তা সাব্যস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে জানা থাকার শর্ত (আবশ্যক নয়, তা হচ্ছে) প্রমাণ ছাড়া অতিরিক্তকরণ (যা গ্রহণযোগ্য নয়)।[৬০]

অধিকাংশ ফকীহ এ কথায় একমত, অলংকার বা পাত্রের গড়ন এখানে কোনো ধর্তব্য নয় । সুতরাং সমান সমান হওয়ার বিষয়টি শর্তহীন থাকার দরুন অলংকারের বিনিময়ে অলংকার হতে পারে, পাত্রের বিনিময়ে স্বর্ণপিণ্ড হতে পারে। তাই হুবহু স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং স্বর্ণ-রৌপ্যপিণ্ড, সীলযুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্য, সীলমুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্য, আস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য, ভাঙ্গা স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ সমান সমান রেখে বিক্রি বৈধ হওয়ায় আর কম-বেশী করে বিক্রি অবৈধ হওয়ায় কোনো রূপ পার্থক্য নেই। এমনকি যদি সাধারণ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের পাত্র বা সাধারণ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের পাত্র কেউ বিক্রি করে, আর তার একটি আরেকটির তুলনায় ওজনে ভারী হয়, তাহলে বিক্রি বৈধ হবে না মালেকী ফকীহগণের ব্যাখ্যার আলোকে, তার বর্ণনা সামনে আসবে।[৬১] হযরত উবাদা বিন সামেত রা.-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত বিষয়টি তার প্রমাণ। রাসূল স. বলেন : الذَّهَبُ

---

৫৯. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬০; আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪০; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৫৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; রওজাতুত তালিবিন, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৫৩

৬০. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬০; আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ১০

৬১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৫৯-২৬০; হাশিয়াতুদ দুসুকী মায়াশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২-২৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৫২

www.amarboi.org

بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ মূল এবং কাঁচা, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য মূল এবং কাঁচা লেনদেন হবে।"[৬২]

আনাস বিন মালেক রা.-এর বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন :

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – بِإِنَاءٍ كِسْرَوَانِيٍّ قَدْ أُحْكِمَتْ صِيَاغَتُهُ ، فَبَعَثَنِي بِهِ لِأَبِيعَهُ ، فَأُعْطِيتُ وَزْنَهُ وَزِيَادَةً ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا

"হযরত ওমর রা. এমন একটি স্বর্ণের কিসরাওয়ানী পাত্র নিয়ে আসলেন যার গঠন মজবুত ছিল। অতঃপর তিনি তা বিক্রি করার জন্য আমাকে প্রেরণ করলেন। আমি সেই স্বর্ণের ওজন বরাবর থেকে অতিরিক্ত এনে দিলাম এবং ওমর রা.-এর নিকট ব্যাপারটি আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, এ অতিরিক্ত নেওয়া ঠিক হবে না।"[৬৩]

এটি হানাফী, শাফেয়ীসহ অধিকাংশ ফকীহের অভিমত এবং হাম্বলী ফকীহগণের মাযহাব। ইমাম আহমদ রহ. এর আরেকটি বর্ণনা আছে, ভাঙ্গা স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে আস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য বিক্রি বৈধ হবে না। দ্বিতীয়ত শিল্পকর্মের মূল্য রয়েছে, যার প্রমাণ হলো বিনাশ করার অবস্থা। এ সময় যা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয় তাতে বোধ হয়, যেন স্বর্ণের সাথে শিল্পমূল্য যুক্ত করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা রহ. বলেন, যদি কেউ স্বর্ণকারকে বলে : তুমি আমার জন্য এমন একটি আংটি তৈরি করো যার পরিমাণ হবে এক দিরহাম, আমি তোমাকে সমপরিমাণ দিব এবং পারিশ্রমিক হিসেবে এক দিরহাম প্রদান করব, তাহলে এটি দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করার শামিল নয়। স্বর্ণকার দুই দিরহামের একটি আংটির বিনিময়ে আর দ্বিতীয়টি নিজের পারিশ্রমিকরূপে গ্রহণ করার অধিকার আছে।[৬৪] বুহূতী রহ. এরূপই আলোচনা করেছেন।[৬৫]

মালেকী ফকীহগণ এককভাবে সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করাকে الْمُرَاطَلَة বা الْمُبَادَلَة নামকরণ করেছেন। সুতরাং মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করা

---

৬২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ১৪৭-২৬০; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১০-১১; হাদীস : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا আবু দাউদ (খ. ৩, পৃ. ৬৪৪; সম্পাদনায় : ইযযত উবাইদ দায়াস), নাসায়ী (খ. ৭, পৃ. ২৭৭, মুদ্রণ : আল মাকতাবুত তিজারিয়া) কর্তৃক উবাদা বিন সামিত রা.-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত। এবং হাদীসটির সনদ সহীহ।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১০

৬৫. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯৯

www.amarboi.org

মালেকী ফকীহগণের মতে তিন প্রকার : মুরাতালা, মুবাদালা ও সরফ। মুরাতালা হলো সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে পরিমাণ করে মুদ্রা বিক্রি করা। মুবাদালা হচ্ছে সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে গণনা করে মুদ্রা বিক্রি করা। আর সরফ হলো রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বা স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ভাংতি করে বিক্রি করা।[৬৬]

মালেকী ফকীহগণ একাধিক স্থানে যে-কোনো প্রকার মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করার ক্ষেত্রে কম-বেশি হারাম হওয়ার কথা বলেছেন।

দারদীর রহ. বলেন, যদি সমজাতীয় হয় তাহলে সুদী মুদ্রার মধ্যে অতিরিক্ত হারাম করা হয়েছে– যদিও তা নগদ বিক্রি হয়। সুতরাং দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম এবং দুই দিনারের বিনিময়ে এক দিনার বৈধ হবে না।[৬৭] ইবনে আবি যায়েদ কায়রাওয়ানী রহ. এর পুস্তিকায় আছে, বাকি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে একটি সুদ হলো, নগদে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য কম-বেশি করে বিক্রি করা। অনুরূপভাবে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি।[৬৮] খলীল রহ. বলেন : মুদ্রা এবং খাবারের মধ্যে সুদী বৃদ্ধি ও বাকি হারাম করা হয়েছে।[৬৯]

বাহ্যত উক্ত ইবারত যে-কোনো প্রকার সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রির ক্ষেত্রে কম-বেশি হারাম হওয়া প্রমাণ করে– যদিও সামান্য বেশি হয়। তবে নাফরাভী [النفراوي] এবং আরো কতক ব্যক্তির ভাষ্য মতে ফকীহগণ তিনটি মাসআলাতে সামান্য বেশি হওয়াকে বৈধতা প্রদান করেছেন :

প্রথম হলো المبادلة : তা হচ্ছে সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে গণনা করে মুদ্রা বিক্রি করা। তাই ফকীহগণ বলেন : সমশ্রেণীর মুদ্রা দ্বারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য বিনিময় করা বৈধ হবে– যদি সংখ্যা এবং পরিমাণে উভয়টি বিনিময় বরাবর হয়। আর দুই মুদ্রার যে-কোনো একটির সামান্য অংশের বিনিময় করার ক্ষেত্রে কিছু শর্তসাপেক্ষে অতিরিক্ত এবং বাড়তি করা বৈধ :

ক. বিক্রি না হয়ে বিনিময়ের ভিত্তিতে উক্ত চুক্তিটি সম্পাদিত হওয়া।

খ. যেই দিরহাম বা দিনারের মধ্যে বিনিময় সম্পাদিত হচ্ছে তা গণনাযোগ্য হওয়া। অর্থাৎ গণনার মাধ্যমে উক্ত দিনার-দিরহামের লেনদেন করা হয়, পরিমাণের মাধ্যমে লেনদেন করা হয় না।

গ. বিনিময় কৃত দিরহাম বা দিনার সাতের কম হওয়া।

---

৬৬. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১১২

৬৭. দারদীর রচিত আশ শরহুস সাগির, খ. ৩, পৃ. ৪৭

৬৮. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১১১

৬৯. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০

www.amarboi.org

ঘ. দুই বিনিময়ের একটিতে বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত হওয়া পরিমাণের দিক থেকে। সংখ্যায় না হওয়া। তাই একটির বিনিময়ে একটি হতে হবে, দুইটির বিনিময়ে একটি হতে পারবে না।

ঙ. প্রতিটি দিনার বা দিরহামের মধ্যে আধিক্য ও পরিবৃদ্ধির হার এক ষষ্ঠাংশ বা তার চেয়ে কম হওয়া। ইবনে শাস, ইবনে হাজিব এবং ইবনে জামাআ রহ. উক্ত শর্তটি উল্লেখ করলেও আল কাবাব নামক গ্রন্থে আল্লামা সাভী [الصَّاوِيُّ] বলেছেন, অধিকাংশ ফিকহবিদ উক্ত শর্তটি উল্লেখ করেন নাই। এবং আল মুদাওয়ানা গ্রন্থে যদিও ষষ্ঠাংশ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা উদাহরণ ও শর্তবাচক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। দুসুকী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত আলোচনা এরূপই।[৭০]

চ. লেনদেনটি জনকল্যাণমূলক অর্থাৎ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হতে হবে। বিক্রি ও অর্থসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে হতে পারবে না।[৭১]

দুসুকী রহ. বলেন, বিনিময় বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো দিরহাম বা দিনারসমূহ সরকারি সীলযুক্ত হওয়া। প্রশ্ন হলো, সীল কি এক রকম হওয়া শর্ত না-কি শর্ত নয়, তা নিয়ে দুই ধরনের উক্তি রয়েছে : নির্ভরযোগ্য উক্তি হলো উভয় মুদ্রা এক রকম হওয়া শর্ত নয়। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, যে সমস্ত সরকারি সীলবিহীন মুদ্রার লেনদেন গণনার মাধ্যমে হয় সে সকল মুদ্রার বিধান সরকারি সীলযুক্ত মুদ্রার বিধানের মতো। এবং সাভী রহ. এ মতকে অনুমোদন করেছেন।[৭২]

দ্বিতীয় মাসআলা : ভ্রমণকারীর সাথে সরকারী সীলবিহীন মুদ্রা রয়েছে এবং সে এমন স্থানের উদ্দেশে ভ্রমণ করে যে স্থানে উক্ত মুদ্রার প্রচলন নাই। তাহলে তার জন্য বৈধ হবে মুদ্রায় সীল প্রদানকারীকে তা প্রদান করা, যেন সে উক্ত মুদ্রার পরিবর্তে সরকারী সীলযুক্ত মুদ্রা তাকে প্রদান করতে পারে। সীলের পারিশ্রমিক প্রদান করাও তখন তার জন্য বৈধ হবে, যদিও তার ওপর অতিরিক্ত প্রদানের দায়িত্ব চলে আসবে। কারণ পারিশ্রমিক অতিরিক্ত ও বাড়তি অংশ। এটি মুদ্রা না হয়ে পণ্য হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রার সাথে এটি মুদ্রারূপে ধার্য হবে। কেবল প্রয়োজনের কারণে এটি বৈধতা পেয়েছে। কারণ মুদ্রায় সীল মারায় বিলম্ব হওয়ার দরুন ভ্রমণকারী ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় না।[৭৩]

---

৭০. আশ শরহুস সগীর মায়া হাশিয়াতিস সাবী, খ. ৩, পৃ. ৬৪; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪১

৭১. আশ শরহুস কাবীর মায়া হাশিয়াতিদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪১; দারদির রচিত আশ শারহিল সগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৩-৬৪; আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১১১

৭২. আদ দুসূকী আলাশ শরহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪১; আশ শরহুস সগীর মায়া হাশিয়াতিস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৪

৭৩. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১১১

www.amarboi.org

তৃতীয় মাসআলা : যে ব্যক্তির নিকট দিরহামরূপে রৌপ্য আছে এবং তার খাবারজাতীয় কিছু দ্রব্য প্রয়োজন, সে ব্যক্তি তেল বিক্রেতার মতো কোনো ব্যক্তির নিকট দিরহাম প্রদান করে কিছু দিরহামের বিনিময়ে খাবার আর অপর অর্ধেকের বিনিময়ে রৌপ্য গ্রহণ করা বৈধ হবে– যদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এরূপ হয় অথবা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ভাড়ার বিনিময় হয়। কারণ এসবের ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করা আবশ্যক, এবং পরিশোধকৃত অংশ এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম হওয়া আবশ্যক; বেশি হতে পারবে না। এবং গ্রহণকৃত ও পরিশোধকৃত মুদ্রা সীলযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এবং পরিশোধকৃত ও গ্রহণকৃত মুদ্রার দ্বারা লেনদেন চালু থাকা আবশ্যক, যদিও সীল এক রকম না হয়। উভয় মুদ্রার প্রচলন এক রকম হওয়া এবং দিরহাম ও তার বিনিময় মুদ্রা আর মুদ্রার সাথে যা আছে তা নগদ পরিশোধ করাও আবশ্যক।[৭৪] এটি الْمُبَادَلَة-তে প্রযোজ্য হবে।

الْمُرَاطَلَة হচ্ছে মুদ্রাকে তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে অর্থাৎ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বাটখারা বা দাড়িপাল্লার সাহায্যে পরিমাণ করে বিক্রি করা। তাই এক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া শর্ত, এক্ষেত্রে সামান্য অতিরিক্তও মার্জনীয় নয়।[৭৫]

মালেকী ফকীহগণের নিকট الْمُرَاطَلَة বৈধ হবে যদি দুই মুদ্রার যে কোনো একটির পুরোটা তার বিনিময়ের পুরোটা অপেক্ষা বেশি মানসম্পন্ন হয়, যেমন মিসরীয় বা আলেকজেন্দ্রিয়ার মুদ্রার বিনিময়ে মরক্কোর দিনারের الْمُرَاطَلَة করা। ধরে নেওয়া হলো, মিসরের দিনারের তুলনায় মরক্কোর দিনার অধিক মানসম্পন্ন আর আলেকজেন্দ্রিয়ার দিনারের তুলনায় মিসরের দিনার অধিক মানসম্পন্ন। অথবা কিছু দিনার সর্বাধিক মানসম্পন্ন আর অন্য কিছু দিনার গুণগতমানে অন্য পুরো দিনারের সমান সমান হয়। তবে দুই দিনারের কোনো একটির কিছু অংশ অপর অংশের তুলনায় নিম্ন মানের হয় আর কিছু অংশ বেশি মানসম্পন্ন। যেমন মিসরের দিনারের বিনিময়ে আলেকজেন্দ্রিয়ার এবং মরক্কোর দিনারের الْمُرَاطَلَة হলে দুই দিকে অতিরিক্ত ও বাড়তি অংশ পালা বদল করার কারণে বৈধ হবে না।[৭৬]

দ্বিতীয় প্রকার : দুই মুদ্রার যে-কোনো একটিকে অপরটির বিনিময়ে বিক্রি

দুইটি মুদ্রার যে-কোনো একটিকে অপরটির বিনিময়ে পরিমাণে এবং সংখ্যায় তারতম্য করে বা সমান সমান করে বিক্রি করা বৈধ হওয়ায় ফকীহগণ ঐকমত্য

---

৭৪. আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১১১-১১২

৭৫. আশ শরহুস সগীর মায়া হাশিয়াতিস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৪

৭৬. আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৬৫; আশ শরহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪২

www.amarboi.org

পোষণ করেছেন। যেমনিভাবে দুইটি মুদ্রার একটিকে অপরটির বিনিময়ে অনুমান করে, অর্থাৎ চুক্তিকারী দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ দুই বিনিময়ের পরিমাণ এবং ওজন সম্পর্কে না জেনে বিক্রি করা বৈধ হওয়ায় ফকীহগণ একমত হয়েছেন। কারণ সমশ্রেণী পাওয়া যায়নি। রাসূল স. বলেছেন : بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ "তোমরা যেভাবে ইচ্ছা নগদে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো।"

আরেকটি হাদীস : إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "যদি শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহলে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করো"।[৭৭]

তবে এই প্রকার মুদ্রা বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রেও মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে পারস্পরিক হস্তগত করা শর্ত। কারণ, সব ধরনের মুদ্রাবিনিময় চুক্তির মধ্যে বাকিজনিত সুদ অবৈধ। কেননা রাসূল স. এর হাদীস রয়েছে : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ "রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা সুদ; তবে নগদ হলে ব্যতিক্রম বিধান।" ইবনুল হুমাম রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, সুদ কথার অর্থ হলো হারাম ও অবৈধ।[৭৮] পারস্পরিক হস্তগত করার অবস্থায় বৈধতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, এর মাধ্যমে হারাম থেকে উক্ত অবস্থাকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় বৈধতা থাকবে না। তাই ব্যতিক্রম অবস্থার ব্যাপকতার আওতাভুক্ত থাকবে কম-বেশি, সমান-সমান ও অনুমানের অবস্থা। সুতরাং এ সব বৈধ হবে।[৭৯]

মালেকী ফকীহগণ কেবল উক্ত প্রকারকে الصَّرْفُ অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়-চুক্তি নামে অভিহিত করেন।

তৃতীয় প্রকার : মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা এবং দুই মুদ্রার যে-কোনো একটির অথবা উভয়টির সাথে অন্য বস্তু বিক্রি করা

যদি কেউ ভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রার বিপরীতে মুদ্রা বিক্রি করে, এমনিভাবে দুই মুদ্রার যে-কোনো একটি অথবা উভয়টির সাথে বস্তুসামগ্রী বিক্রি করে, যেমন রৌপ্য

---

৭৭. হাদীস : اذا اختلف الجنان فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ইমাম যাইলায়ী রহ. নাসবুর রায়া গ্রন্থে (খ. ৪, পৃ. ৪; মুদ্রণ : আল মাজলিমুল ইলমী) এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : غريب بهذا اللفظ (অর্থাৎ হাদীসটি উক্ত শব্দে ভিত্তিহীন) অতঃপর উবাদা বিন সামিত রা.-এর হাদীসের সাথে যুক্ত করেছেন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৮. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৫; দারদির রচিত আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৪৮; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১-৩৯; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯৯

৭৯. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬২

www.amarboi.org

এবং কাপড়ের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করে অথবা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণখচিত তরবারি বিক্রি করে অথবা রৌপ্যের বিপরীতে এবং রৌপ্যসহ কোনো বস্তু বিক্রি করে এবং মজলিসের মধ্যে পারস্পরিক হস্তগতকরণ সম্পন্ন হয় তাহলে চুক্তি শুদ্ধ হবে। তা অনুমান করে হোক কিংবা কম-বেশি করে হোক বা সমান সমান করে হোক। কারণ শ্রেণী ভিন্ন হওয়ার কারণে এটি মূলত দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চুক্তিকারী দুই পক্ষ আলাদা হয়ে যাওয়ার পূর্বে মজলিসের মধ্যে পারস্পরিক হস্তগত হওয়ার শর্তে এ ক্ষেত্রে কমবেশি এবং অনুমান করে বিক্রি করা বৈধ হবে।

যদি সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে অন্য বস্তুসহ মুদ্রা বিক্রি করে; যেমন- রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য এবং তার সাথে অন্য কোনো বস্তু এক দিরহাম এবং এক মুদ পরিমাণ আজওয়া খেজুরের বিনিময়ে দুই দিরহাম, স্বর্ণের বিনিময়ে মুদ্রাখচিত তরবারি বা সমশ্রেণীর মূল্যের বিনিময়ে রৌপ্য, তাহলে এ ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। শাফেয়ী এবং একমত অনুযায়ী হাম্বলী ফকীহগণের মাযহাব হলো সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়ে একটি বা উভয়টির সাথে অন্য বস্তুসহ মুদ্রা বিক্রি করা বৈধ নয়। অতএব দুই দিরহামের বিনিময়ে এক মুদ পরিমাণ বস্তু এবং একটি দিরহাম বিক্রি করা বৈধ হবে না অথবা দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম এবং একটি কাপড় বিক্রি করা বৈধ হবে না। যেমনিভাবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে অলংকারখচিত কোনো বস্তু; যেমন- সমশ্রেণীর অলংকারের বিনিময়ে তরবারি বা কুরআন শরীফ বিক্রি করা বৈধ নয়। উক্ত মাসআলাটি আজওয়ার এক মুদ (مُدُّ عَجْوَةٍ) নামে প্রসিদ্ধ।

তারা ফাযালা বিন উবাইদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করে থাকেন। তিনি বলেন : "তিনি খাইবারে রাসূল সা.-এর নিকট এমন একটি হার নিয়ে আসলেন যাতে পুতি ও স্বর্ণ রয়েছে এবং তা এমন গনীমত যা বিক্রি করে ফেলা হয়। রাসূল সা. হারের সাথে যুক্ত স্বর্ণের ব্যাপারে আদেশ করার ফলে স্বর্ণ পৃথক করা হলো। অতঃপর রাসূল সা. তাদেরকে বললেন : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ "সমান সমান করে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ।" আর অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল স. বলেছেন : لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا "দুইটিকে পৃথক না করা পর্যন্ত বৈধ হবে না।"[৮০]

তারা অর্থগত দিক থেকে এভাবে প্রমাণ উত্থাপন করেন, যদি কেউ চুক্তির মধ্যে ভিন্ন শ্রেণীর দুইটি বিনিময় একত্র করে, তাহলে একটি অপরটির মূল্য অনুসারে

---

৮০. ফাযালা বিন উবাইদ রা.-এর হাদীস : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২১১, মুদ্রণ : আল হালবী) কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম বর্ণনা আবু দাউদ (খ. ৩, পৃ. ৬৪৭, সম্পাদনায় : ইযযত উবাইদ দায়াস) কর্তৃক হয়েছে।

www.amarboi.org

অপরটিতে বন্টিত হওয়া আবশ্যক হয়। সুতরাং যদি মূল্যের পার্থক্য থাকে তাহলে গ্রহণকৃত বিনিময়ে পার্থক্য হবে, যার ফলে কম-বেশি বা সমান সমান হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হবে।[৮১]

হানাফী ফকীহগণ বলেন, যা হাম্বলী ফকীহগণের একটি বর্ণনাও বটে : মুদ্রার বিনিময়ে অন্য বস্তুসহ সমশ্রেণীর মুদ্রা বিক্রি করা বৈধ হবে- যদি একক মুদ্রার পরিমাণ অন্য বস্তু মিশ্রিত মুদ্রার তুলনায় বেশি হয়। অন্যথায় অর্থাৎ উভয় মুদ্রা সমান সমান হলে বা একক মুদ্রার পরিমাণ কম হলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, যে কমবেশি অবৈধ তা পাওয়া গেছে। অনুরূপভাবে অবস্থা না-জানা থাকলে বিক্রি বাতিল হবে। কারণ কম-বেশি ও সুদের সম্ভাবনা রয়েছে।[৮২]

সুতরাং যদি এতটুকু মূল্যের বিনিময়ে কারুকার্যখচিত তরবারি বিক্রি করে যা কারুকার্যের তুলনায় বেশি আর মূল্যটি কারুকার্যের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে বৈধ হবে। কারণ কারুকার্য তার সমশ্রেণী দ্বারা বিনিময় হয়েছে; স্বর্ণ হোক বা রৌপ্য হোক। ফলা, বেল্ট এবং বাটির মাধ্যমে অতিরিক্ত সাধিত হয়। যদি চুক্তিকে শুদ্ধ সাব্যস্ত করা সম্ভব হয় তাহলে তাকে আর অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে না। আর যদি কারুকার্যের পরিমাণের চেয়ে কমে অথবা সমপরিমাণ কারুকার্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করে তাহলে বৈধ হবে না। কারণ এরূপ করা সুদ। দ্বিতীয়ত মজলিস বর্জনের পূর্বে পরিমাণ হস্তগত করেছে। কারণ এটি মুদ্রাবিনিময় চুক্তি। তাই চুক্তির মজলিসের মধ্যে উভয় বিনিময় হস্তগত করা আবশ্যক।[৮৩]

তাই যদি সে তা বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাতে কারুকার্যের মান হলো দশ দিরহাম। অতঃপর সে তা থেকে দশ দিরহাম হস্তগত করে তাহলে তার লেনদেনকে শুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এটুকু সে কারুকার্য অংশ থেকে নিয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে; যদিও তা সে নির্দিষ্ট করে নাই। কখনোও দুইটি বলে একটিকেই বুঝানো হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ "সে দুইটি থেকে নির্গত হয় মোতি ও প্রবাল পাথর"।[৮৪] সুতরাং যদি হস্তগত না করে চুক্তিকারী দুই পক্ষ মজলিস বর্জন করে, তাহলে উভয়টির মধ্যে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে- যদি ক্ষতি ব্যতীত কারুকার্য -যেমন ছাদের মধ্যে ঢুকানো কড়িকাঠ- পৃথক করা সম্ভব না হয়। আর যদি কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়া কারুকার্য

৮১. ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৯-৪১, মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮
৮২. ফাতহুল কাদীর মাআল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৬৬
৮৩. আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪০-৪১; ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৬
৮৪. সূরা : আর রাহমান, আয়াত- ২২

www.amarboi.org

পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে তরবারির মধ্যে বিক্রি বৈধ হবে আর কারুকার্যের মধ্যে বিক্রি অশুদ্ধ হবে।[৮৫]

উক্ত শ্রেণীভুক্ত হলো ঐ বিষয় যা হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন, যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে এবং দুইটির যে-কোনো একটি পরিমাণে কম হয়, আর অপেক্ষাকৃত কমের সাথে অপর কোনো বস্তু থাকে যার মূল্য অবশিষ্ট স্বর্ণ বরাবর হয়, তাহলে মাকরূহ হওয়া ব্যতীতই তা বৈধ হবে। আর যদি অবশিষ্ট স্বর্ণ বরাবর না হয় তাহলে তা মাকরূহসহ বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে যদি তার কোনো মূল্য না থাকে; যেমন মাটি, তাহলে সুদ হওয়ার কারণে বিক্রি বৈধ হবে না। কারণ অতিরিক্ত অংশের এখানে কোনো বিনিময় নেই।[৮৬]

কারুকার্যখচিত তরবারি বিক্রির ক্ষেত্রে মালেকী ফকীহগণের মূলনীতি হলো, অবৈধ হওয়া। কারণ সমশ্রেণীর বিনিময়ে তা বিক্রি করার ক্ষেত্রে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও বস্তুসামগ্রী বিক্রি হয় বা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ও বস্তুসামগ্রী বিক্রি হয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদে এক্ষেত্রে তিন শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. ওই বস্তুকে কারুকার্যখচিত করা বৈধ হতে হবে যেমন তরবারি এবং কুরআন শরীফ।

২. কারুকার্যখচিত বস্তুর সাথে কারুকার্যটি এমনভাবে এঁটে থাকা যে, তা পৃথক করলে ক্ষতি হবে বা দিরহামের ক্ষতিপূরণ আসবে।

৩. কারুকার্যটি বস্তুর এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হতে হবে। কারণ তা হবে অনুগামী বস্তু।[৮৭] প্রশ্ন হলো এক তৃতীয়াংশ কি মূল্যের মাধ্যমে বিবেচিত হবে, না-কি ওজনের মাধ্যমে? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাতে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে প্রথমটি (অর্থাৎ মূল্যের মাধ্যমে এক তৃতীয়াংশ বিবেচনা করা)। সুতরাং যদি সত্তর দিনার স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণখচিত তরবারি বিক্রি করা হয়, আর তরবারির কারুকার্যের ওজন বিশ এবং কারুকার্য তৈরি করতে লেগেছে ত্রিশ এবং শুধু ফলার মূল্য চল্লিশ হয়, তাহলে প্রথম মতানুসারে বৈধ হবে না; কিন্তু দ্বিতীয় মতানুসারে বৈধ হবে।[৮৮]

---

৮৫. আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪০-৪১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬৬; ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৭

৮৬. আল হিদায়া মাআল ফাতহিল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৭২

৮৭. আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪০; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৫২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৭২

৮৮. প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

ইমাম মালেক রহ. এর উক্তির কারণ দর্শাতে গিয়ে ইবনে রুশদ রহ. বলেন, যদি কারুকার্যখচিত বস্তুতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মাত্রা এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে কারুকার্যখচিত বস্তু বিক্রি করা শুদ্ধ হবে যদি রৌপ্যের মাত্রা এত কম হয় যে, তা বিক্রির মধ্যে উদ্দেশ্য না হয়ে তা দানের মত হয়ে যায়।[৮৯]

চতুর্থ প্রকার : সমুদয় দিনার ও দিরহামের বিনিময়ে সমুদয় দিনার-দিরহাম বিক্রি করা [بَيْعُ جُمْلَةٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِجُمْلَةٍ مِنْهَا]

মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এবং হানাফী ফকীহ যুফারসহ অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব হলো, যদি একজনের দিরহাম বা দিনার বা সমুদয় দিরহাম ও দিনারের বিনিময়ে অপরজনের সমুদয় দিরহাম ও দিনার বিক্রি করে, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ মনে করেন, এই মাসআলাটি এক মুদ খেজুরের [مُدّ عَجْوَة] মাসআলার শাখা। তারা এই চুক্তি বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে বলেন : চুক্তির দুই পক্ষের যে-কোনো এক পক্ষে অথবা উভয় পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্পদ থাকায় উভয় পক্ষের নিকট যা আছে তার পরিমাণ মূল্যের বিবেচনায় নির্ধারিত হবে।

তাতে হয়তো কম-বেশি হবে বা সমান হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতার সৃষ্টি হবে, যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর সমান সমান হওয়ায় অজ্ঞতা বা অস্পষ্টতা সুদ-সংক্রান্ত বিষয়ে কম-বেশির সৃষ্টি করে।[৯০] ফকীহগণ বলেন, পরিবেশন করাই হলো চুক্তির চাহিদা। যেমনটি এক হাজারের বিনিময়ে অগ্রক্রয়ের দাবিপূর্ণ ভূমি এবং তরবারি বিক্রির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি ভূমির মূল্য একশ আর তরবারির মূল্য পঞ্চাশ হয়, তাহলে অগ্রক্রয়ের দাবিদার দুই তৃতীয়াংশ মূল্য দ্বারা ভূমি নিয়ে নিতে পারে। যদি বণ্টন না হত তাহলে এরূপ করা শুদ্ধ হতো না।[৯১]

সুবকী রহ. বলেন, চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণ হওয়া সত্ত্বেও বণ্টন এড়ানো যাবে না। বরং যদি চুক্তি এরূপ চাহিদা রাখে তাহলে এ রূপ করতে হবে। তা চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণ হোক, অথবা শুদ্ধ হওয়ার কারণ হোক, যেমনটি হয়ে থাকে

৮৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৭২

৯০. মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৯-৪১

৯১. প্রাগুক্ত বরাতদ্বয়, সুবকী রচিত তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ৩২৯; শেষোক্ত গ্রন্থে সমুদয় দিরহাম ও দিনারের বিনিময়ে সমুদয় দিনার-দিরহাম বিক্রি করার মাসআলাটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের অন্য কোনো কিতাবে মাসআলাটি বিস্তারিত পাওয়া যায়নি, যদিও মুদ আজওয়ার মাসআলা থেকে মাসআলাটির ধারণা পাওয়া যায়।

www.amarboi.org

দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করার ক্ষেত্রে। যেহেতু চুক্তির চাহিদা হলো পুরো মূল্য পুরো বস্তুর বিনিময়ে হওয়া, সেহেতু তা-ই ধর্তব্য হবে; যদিও তা চুক্তি বাতিলের কারণ হয়। আর চুক্তিকে শুদ্ধ করার এরূপ ব্যাখ্যা করা হবে না যে, দুই দিরহামের এক দিরহাম হলো দান আর অপর দিরহাম হলো মূল্য।[৯২]

মালেকী ফকীহগণ বলেছেন, এক পক্ষের স্বর্ণ ও রৌপ্যকে অপর পক্ষের অনুরূপ স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ নয়। তাই তারা বলেন, এক দিনার ও দিরহামের বিনিময়ে এক দিনার ও দিরহাম বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ, সম্ভাবনা রয়েছে যে, (চুক্তিকারী) দুই পক্ষের এক পক্ষ অপর পক্ষের দিনারের প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজ দিনার এবং দিরহামের কিছু অংশ দ্বারা উক্ত দিনারের বিনিময় করবে। আর তার দিরহামের অবশিষ্ট অংশ অপর পক্ষের (পুরো) দিরহামের বিনিময়ে আসবে। এভাবে সাব্যস্ত হবে, বিনিময় সমান সমান হয়নি। মালেকী ফকীহগণ বলেন, মাযহাবের মূলনীতি হলো (সুদের) উপকরণ বন্ধ করা। সুতরাং সন্দেহপূর্ণ আধিক্য নিশ্চিত ও বাস্তব আধিক্যের মতো। আর সুদের সম্ভাবনা নিশ্চিত সুদের অনুরূপ। তাই দুই মুদ্রার যে-কোনো একটির সাথে বা উভয়টির সাথে অন্য শ্রেণীর বস্তু থাকা বৈধ হবে না।[৯৩]

ইমাম যুফার রহ. ব্যতীত হানাফী ফকীহগণ বলেন, এক দিরহাম ও দুই দিনারের বিনিময়ে দুই দিরহাম ও এক দিনার বিক্রি করা শুদ্ধ আছে। আর প্রতিটি শ্রেণীকে তার বিপরীত শ্রেণীর বিনিময় সাব্যস্ত করা হবে। অতএব প্রকৃত পক্ষে এটি হবে, দুই দিনারের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি এবং এক দিনারের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি। আর এ দুইট ভিন্ন ভিন্ন দুইটি শ্রেণী। আর ভিন্ন ভিন্ন দুই শ্রেণীর মধ্যে সমান সমান হওয়ার শর্ত নয়। অতএব চুক্তি শুদ্ধ হবে।

এই চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার ব্যাখ্যায় হানাফী ফকীহগণ বলেন, একটি শ্রেণীকে তার বিপরীত শ্রেণীর দিকে ফেরানোর দ্বারা চুক্তি হয় শুদ্ধ; আর সমশ্রেণীর দিকে ফেরানোর দ্বারা চুক্তি হয় অশুদ্ধ। আর শুদ্ধ-অশুদ্ধের মধ্যে কোনো বিরোধও নেই। সুতরাং চুক্তিকে শুদ্ধ হওয়ার দিকে ফেরানোই উত্তম। দ্বিতীয়ত চুক্তির চাহিদা হলো শর্তযুক্ত বিষয়ের সাথে বিরোধ না করে শর্তহীন বিনিময় করা। বিস্তৃতির রীতি অনুযায়ী পুরোটাকে পুরোটার সাথে বিনিময় না করা। অংশবিশেষকে সমশ্রেণী এবং

---

৯২. তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ২৩৯

৯৩. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৪৮-৪৯; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৯

www.amarboi.org

বিপরীত শ্রেণীর সাথে বিনিময় না করা। সুতরাং শর্তহীনভাবে কাজ করা অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত শুদ্ধ অনুযায়ী কাজ করা হবে।[৯৪]

হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে : সমশ্রেণীর দ্বারা যেভাবে সমশ্রেণীর বিনিময় করা হয় তদ্রূপ শর্তহীন বিনিময় বলতে অংশ-বিশেষের দ্বারা অংশ-বিশেষের বিনিময় সাব্যস্ত করা হবে। আর চুক্তিকে শুদ্ধ করার জন্য এটি একটি সুনির্দিষ্ট উপায়। তাই তার লেনদেনকে শুদ্ধ করার জন্য উক্ত অর্থে ধরে নিতে হবে।[৯৫]

এর ব্যাখ্যার মাওসিলী রহ. বলেছেন, তারা দুই পক্ষ বাহ্যত যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করেছে। তাই তাদের দুই পক্ষের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন এবং তাদের দুই পক্ষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে এই অর্থে ধরে নিতে হবে।[৯৬]

উক্ত মাসআলার উদাহরণ : যদি দশ দিরহাম এবং এক দিনারের বিনিময়ে এগারো দিরহাম বিক্রি করে তাহলে হানাফী ফকীহগণের মতে তা বৈধ হবে। দশ দিরহাম অনুরূপ দশ দিরহামের বিনিময়ে হবে আর এক দিনার এক দিরহামের বিনিময়ে হবে। কারণ দিরহামের বিক্রির ক্ষেত্রে শর্ত হলো সমান সমান হওয়া। আর বাহ্যিকভাবে এখানে তা বিদ্যমান। কারণ বিষয়টিকে সঠিক রাখার হিসেবে বিক্রেতার বাহ্যিক অবস্থা সাব্যস্ত হলো (বিক্রেতা কর্তৃক) এ ধরনের বিনিময়ের ইচ্ছা করা। আর তা হচ্ছে অবৈধ চুক্তির পরিবর্তে বৈধ চুক্তির ইচ্ছা করা। অতএব দিরহামটি দিনারের বিনিময়ে ধর্তব্য হবে, আর এরূপ করা বৈধ। কারণ এ দুটি (ভিন্ন) শ্রেণীর দুই মুদ্রা আর দুই শ্রেণীর মধ্যে সমান সমান হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য থাকে না।[৯৭]

পঞ্চম প্রকার : বাকিতে অথবা ঋণে মুদ্রাবিনিময় (الصَّرْفُ عَلَى الذِّمَّةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ)
এই প্রকার মুদ্রা বিনিময় চুক্তির কয়েকটি অবস্থা রয়েছে :

প্রথম : তুমি কারও নিকট একটি মজলিসে এক দিনারের বিনিময়ে কিছু দিরহাম ক্রয় করলে, অতঃপর তোমার পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট এক দিনার ঋণ চাইলে (সে তোমাকে তা দিল।) এরপর সে তার পার্শবর্তী কোনো ব্যক্তির নিকট কিছু দিরহাম ঋণ চাইলে তুমি তাকে দিনার প্রদান করে সে দিরহামগুলো হস্তগত করলে।

---

৯৪. মাউসিলী রচিত আল ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৪০; ফাতহুল কাদীর মায়াল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ৩৬৮-৩৫৯; যায়লায়ী রচিত তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৩৮-১৩৯; আইনী রচিত আল বিনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ৭০০

৯৫. আল হিদায়া মায়াল ফাতহু, খ. ৬, পৃ. ২৬৯

৯৬. আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪০

৯৭. আল হিদায়া মায়া ফাতহিল কাদীর ওয়াল ইনায়া, খ. ৬, পৃ.২৭১

www.amarboi.org

তাহলে হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহগণের মাযহাব হলো, যদি উভয় পক্ষ মজলিসে হস্তগত করে তাহলে الصَّرْفُ অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তি শুদ্ধ হবে। কারণ, মজলিসে হস্তগতকরণ চুক্তির সময় হস্তগতকরণের সমতুল্য হয়ে থাকে।[৯৮]

অনুরূপভাবে তাদের মতে الصَّرْفُ অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তি শুদ্ধ হবে যদি দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষের মুদ্রা নগদ হয় আর অপর পক্ষের মুদ্রা বাকি হয়।[৯৯]

মালেকী ফকীহগণ বলেন : যদি উভয় পক্ষ বাকি রাখে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ উভয় পক্ষের বাকির বিষয়টি এমন দীর্ঘতার সন্দেহ সৃষ্টির কারণ যা পারস্পরিক হস্তগতকরণকে ব্যাহত করে। আর যদি দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ ঋণ নেয় এবং তা দীর্ঘ মেয়াদী হয় তাহলেও অনুরূপ বিধান। আর যদি তা দীর্ঘ মেয়াদী না হয় তাহলে ইবনুল কাসেমের মতে চুক্তি বৈধ হবে। আর আশহাবের মতে বৈধ হবে না। হাত্তাব রহ. বলেন, মাসআলাটি الصَّرْفُ عَلَى الذِّمَّة অর্থাৎ বাকিতে মুদ্রাবিনিময় চুক্তি উপাধিতে ভূষিত।[১০০]

দ্বিতীয় অবস্থা : জনৈক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ পাওনা আছে। সে ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তিটির নিকট কিছু দিরহাম পাওনা আছে। অতঃপর উভয়ে তাদের ঋণের বিনিময়ে মুদ্রাবিনিময় করল। মাসআলাটি الصَّرْفُ عَلَى الذِّمَّة অর্থাৎ ঋণে মুদ্রাবিনিময় চুক্তি উপাধিতে ভূষিত।

শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফকীহগণের মাযহাব হলো এধরনের মুদ্রাবিনিময় চুক্তি বৈধ নয়। তারা বৈধ না হওয়ার কারণ বর্ণনা করেন, এটি ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি। ইবনে কুদামা রহ. বলেন, সর্বসম্মতভাবে এটি বৈধ নয়। রাসূল সা.-এর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَفُسِّرَ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ "তিনি বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ অর্থাৎ ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি।[১০১]

---

৯৮. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৩-২৫; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫১

৯৯. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৫; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৩-২৫; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫১

১০০. মাওয়াহিবুল জালীল লিল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৩০৯; আল মুওয়াক, খ. ৪, পৃ. ৩১০

১০১. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৫১৬; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৫; ইবনে কুদামা রচিত, খ. ৪, পৃ. ৫৩-৫৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭০; হাদীস : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ বায়হাকী (খ. ৫,পৃ. ২৯০, মুদ্রণ : দারুল মাআরিফ আল উসমানিয়া) কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। এবং ইবনে হাজর রহ. বুলুগুল মারাম (পৃ. ১৯৩, মুদ্রণ : আব্দুল মাজিদ হানাফী) এ হাদীসটিকে ضعيف আখ্যায়িত করেছেন।

www.amarboi.org

হয়, যেমন যদি সে তার নিকট একশ দিরহামের পাওনাদার হয় আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার নিকট একশ দিনারের পাওনাদার হয়, তাহলে দিনারের মূল্য থেকে একশ দিরহাম পরিমাণে এওয়াজবদল হয়ে দিনারের অবশিষ্ট মূল্য দিনারের মালিকের পক্ষ থেকে দিরহামের মালিকের ওপর ঋণ থাকবে।[১০৫]

মালেকী ফকীহগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, যদি ঋণের বিনিময়ে ঋণে মুদ্রাবিনিময় চুক্তি হয়, তাহলে যদি উভয় ঋণ উভয় পক্ষের ওপর বাকি থাকে, তাদের মধ্যে এক পক্ষের অপর পক্ষের ওপর দিনারের ঋণ বাকি থাকে, আর অপর পক্ষের দিরহামের ঋণ তার ওপর বাকি থাকে– দুই মেয়াদের সময়সীমা এক হোক কিংবা ভিন্ন হোক-মেয়াদদ্বয় আসার পূর্বে তারা দুই পক্ষ মুদ্রাবিনিময় চুক্তি করে অর্থাৎ তাদের উভয় পক্ষ এক পক্ষ আরেক পক্ষের কাছে যা পাওনা আছে তা সমান সমান হারে রহিত করে দেয় তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ ইবনে রুশদের ভাষ্য মতে এটি ঋণের বিনিময়ে ঋণ হবে।[১০৬] অনুরূপ ভাবে বৈধ হবে না, যদি তাদের দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ থেকে বাকি হয় আর অপর পক্ষ থেকে নগদ হয়।

বৈধ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবী বলেন : মুদ্রার ঋণের মেয়াদের ক্ষেত্রে কেবল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার থাকে, আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত ঋণদাতা মেয়াদের পূর্বে ঋণ ফেরত নেওয়ার অধিকার নেই। সুতরাং তারা উভয় যদি বাকি রাখে তাহলে যেন তারা উভয় নিজের দেনা ক্রয় করল এই শর্তে যে, মেয়াদ না আসা পর্যন্ত সে তার অধিকারী হবে না। ফলে এখন সে নিজের থেকে তা পরিশোধ করবে। এ কারণে সে মুদ্রাবিনিময় চুক্তির মাধ্যমে যা ক্রয় করেছে তার উভয়টি বেধে দেয়া সময়সীমা থেকে বিলম্বে হস্তগত হবে। আর যদি তাদের মধ্যে একপক্ষ বাকি রাখে তাহলে যেন মেয়াদপ্রাপ্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার দেনা ক্রয় করল এই শর্তে যে, তার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে তা হস্তগত করার অধিকারী হবে না। যে কারণে সে এখন নিজের থেকে পরিশোধ করবে আর মুদ্রা বিনিময়চুক্তির বেধে দেয়া সময়সীমা থেকে তার হস্তগত করণ বিলম্বিত হবে।[১০৭] উক্ত সূত্রটি ঐ মুদ্রাবিনিময় চুক্তির মধ্যে প্রযোজ্য হবে যা মালেকী ফকীহগণের মতে স্বর্ণ ও রৌপ্য এ ভিন্ন দুই ধরনের ঋণ নিয়ে হয়। আর এর দৃষ্টান্ত হলো যা

---

১০৫. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৯

১০৬. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০-১১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৭৪

১০৭. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০-১১; আল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৩১০; আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৫০

www.amarboi.org

দেনাদারের এক দিনারের বিনিময়ে ঋণ হিসাবে থাকা দশ দিরহামকে পাওনাদার অর্থাৎ ঋণদাতার নিকট বিক্রি করা শুদ্ধ হবে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট দশ দিরহাম পাওনা থাকে, অতঃপর দেনাদার ব্যক্তি দশ দিরহামের বিনিময়ে এক দিনারে তা বিক্রি করে এবং তার নিকট দিনার পরিশোধ করে তাহলে তা বৈধ হবে। এবং একই চুক্তি দ্বারা দুইদশ (অর্থাৎ দশ দিরহাম ঋণ এবং দিনারের মূল্য বাবদ অপর দশ দিরহাম)-এর এওয়াজবদল সম্পাদিত হবে। এজন্যে অন্য চুক্তির প্রয়োজন হবে না।

বৈধতার কারণ হলো, সে তার মূল্য নির্ধারণ করেছে এমন কিছু দিরহাম যা হস্ত গত করা আবশ্যক নয়। এবং তা হস্তগত করার দ্বারাও নির্দিষ্ট হয় না। কারণ বাকি সংক্রান্ত সুদ পরিহার করার জন্য নির্ধারণ করা হয়। আর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ঋণের মধ্যে কোনোরূপ সুদ হতে পারে না। সুদ হয় কেবল এমন ঋণের মধ্যে যার পরিণামে (অনিষ্টের) ঝুঁকি রয়েছে।[১০২]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সাধারণ (অর্থাৎ নিজের দেনা আলোচনা না করে) দশের বিনিময়ে দিনার বিক্রি করে, আর বিক্রেতা ক্রেতাকে দিনার প্রদান করে তাহলে হানাফী ফকীহগণের মতে কিয়াস-পরিপন্থী ইসতিহসান উপায়ে এটি শুদ্ধ হবে– যদি চুক্তিকারী উভয় পক্ষ দশের দ্বারা দশের বদল বিনিময় করতে সম্মত হয়। অথচ কিয়াস অনুযায়ী এটি বৈধ নয়, যা ইমাম যুফার রহ. এর মত । কারণ এটি হলো হস্তগত করার পূর্বে মুদ্রাব্যবসার বিনিময়ে হস্তক্ষেপ করণ (যা বৈধ নয়)। আর কিয়াস-পরিপন্থী ইসতিহসান উপায়ে বৈধ হওয়ার কারণ হলো, পারস্পরিক হস্তগতকরণের মাধ্যমে প্রথম চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে এবং অন্য আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট।[১০৩]

জখীরা নামক গ্রন্থের বরাতে ইবনে আবেদীনের ভাষ্য অনুযায়ী হানাফী ফকীহগণ বলেছেন, যদি দুই ঋণ দুই শ্রেণীর হয় বা গুণাগুণে পার্থক্যপূর্ণ হয় বা উভয়টি বাকি হয় বা দুইটির একটি নগদ আর অপরটি বাকি হয় বা একটি খণ্ডিত হয়,[১০৪] আর অপরটি আস্ত হয়, তাহলে দুটিতে এওয়াজবদল হবে না। তবে যদি তারা বদলে সমতা বিধান করে অর্থাৎ সমান সমান করার ব্যাপারে তারা দুই পক্ষ একমত হয়। আর যদি শ্রেণী ভিন্ন হয় এবং তারা উভয় পক্ষ এওয়াজবদলের ব্যাপারে একমত

---

১০২. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৯; আল হিদায়া মায়াল ফাতহ ওয়া হাশিয়াতিল ইনায়া, খ. ৬, পৃ. ২৬২; যায়লায়ী, খ. ৪, পৃ. ১৪০

১০৩. প্রাগুক্ত।

১০৪. القلة হলো খুচরা দিনার অথবা দিরহাম, দ্রষ্টব্য তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৩৯

www.amarboi.org

এওয়াজ বদলে অভিন্ন ধরন ও শ্রেণীর ঋণদ্বয় নিয়ে হওয়ার ক্ষেত্রে মালেকী ফকীহগণ বলেছেন।[১০৮]

এওয়াজ বদলের বিধানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অবস্থা : দুই ধরনের মুদ্রার মধ্যে একটি আরেকটির পরিবর্তে উসুল করা, যেমন অন্যের কাছে তোমার কিছু দিরহাম পাওনা ছিল, অতঃপর তুমি তার পরিবর্তে দিনার উসুল করেছ অথবা অন্যের কাছে তোমার কিছু দিনার পাওনা ছিল, তুমি তার পরিবর্তে ঐ দিনের মূল্যে দিরহাম উসূল করেছ।

মজলিসের মধ্যে বিনিময় হস্তগত করার শর্তে হানাফী, হাম্বলী ফকীহগণের মতে এরূপ করা বৈধ হবে। এটি শাফেয়ী ফকীহগণের নতুন মাযহাব। কারণ এর পক্ষে ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন : হযরত হাফসা রা.-এর গৃহে রাসূল সা.-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সুযোগ দিন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব। আমি 'বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করে থাকি। কখনো আমি দিনারে বিক্রি করি আর দিরহাম উসূল করি, আবার দিরহামে বিক্রি করি আর দিনার উসুল করি, আমি এটির পরিবর্তে ওটি গ্রহণ করি। তখন রাসূল স. বললেন : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ "তোমাদের দুই পক্ষের মাঝে কোনো কিছু অমীমাংসিত রেখে মজলিস ত্যাগ না করা পর্যন্ত ঐ দিনের মূল্যে তা গ্রহণ করা হলে কোনো সমস্যা নেই।"[১০৯]

এটি ঋণরূপে থাকা মূল্যের বিনিময় বৈধ হওয়া প্রমাণ করে।[১১০]
ইবনে কুদামা রহ. বলেন, ইমাম আহমদ রহ. ঐ ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করেছেন যেই ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য ঋণটি বাকি থাকে।
আর কাজী সাহেব বলেন, তা দুটি সম্ভাবনা রাখে : একটি হলো অবৈধ হওয়া। এটি ইমাম মালেক রহ.-এর উক্তি এবং ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর দুই উক্তির মধ্যে

---

১০৮. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭৬-৭৭; আল কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৮৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৭৪

১০৯. ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস : আবু দাউদ (খ. ৩, পৃ. ৬৫১; সম্পাদনায় : ইযযত উবাইদ দায়াস) কর্তৃক হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, বায়হাকী রহ. শুবা রহ.-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, হাদীসটি ইবনে ওমরের বাণী হওয়ার কারণে দুর্বল। ইবনে হাজার রচিত আত তালখিসুল হাবিরের মধ্যেও অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

১১০. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৪৪; হাশিয়াতুল কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ২১৪; রওজাতুত তালিবিন, খ. ৩, পৃ. ৫১৫; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭০; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৪

www.amarboi.org

প্রসিদ্ধ উক্তি। কারণ ঋণরূপে থাকা বস্তু হস্তগত করার যোগ্য নয়। অতএব দুইটির একটির মধ্যে হস্তগতকরণ নগদ কার্যকর হবে। আর নগদ বিষয় মূল্যের একটি অংশ হয়ে থাকে। আর অপর সম্ভাবনা হলো বৈধ হওয়া। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উক্তি। কারণ, ঋণস্বরূপ থাকা বস্তু হস্তগতকৃত বস্তুর সমতুল্য। সুতরাং যেন সে বাকিটা নগদ প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। ইবনে কুদামা রহ. বলেন, সঠিক কথা হলো, বৈধ হবে– যদি সেই দিনের মূল্য ধরে পরিশোধ করে এবং ঋণকে বাকি রাখার জন্য পরিশোধকৃত অংশের জন্য অতিরিক্ত কিছু নির্ধারণ না করে।[১১১]

ষষ্ঠ প্রকার

ভেজালযুক্ত দিরহাম এবং দিনারের মুদ্রাবিনিময় চুক্তি (صَرْفُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ)

যদি সচল থাকে তাহলে প্রচলন ও প্রথার দিক বিবেচনা করে সামগ্রিকভাবে ফকীহগণ ভেজাল দিনার-দিরহামের লেনদেন বৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন : যদি কিছু দিনার-দিরহামকে কিছু দিনার-দিরহামের বিনিময়ে মুদ্রাবিনিময় চুক্তিরূপে বিক্রি করে তাহলে ফকীহগণ নিম্নোক্ত উপায়ে তার অবস্থা এবং বিধানসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

হানাফী ফকীহগণ বলেন : যেটিতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণ বেশি তা খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য। কারণ ছাপ দেওয়া মুদ্রাসমূহ সামান্য ভেজাল/খাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব তার বিনিময়ে খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্য বিক্রি করা শুদ্ধ হবে না এবং পরিমাণে সমান সমান ব্যতীত তার কিছুকে কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করা শুদ্ধ হবে না।

যে দিনার-দিরহামে খাদের প্রাধান্য রয়েছে সে দিনার-দিরহাম প্রবল অংশের বিবেচনায় সাধারণ পণ্য তুল্য। সুতরাং তা খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা শুদ্ধ হবে, যদি খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ ভেজালযুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে যতটুকু স্বর্ণ-রৌপ্য আছে তার চেয়ে বেশি হয়। যেন ঐ অংশটুকু তার অনুরূপের বিনিময়ে হয় আর অতিরিক্ত অংশটুকু খাদের বিনিময়ে হয়। অনুরূপভাবে এক শ্রেণীকে তার বিপরীত শ্রেণীর বিপরীতে ধার্য করে অর্থাৎ তাদের উভয়ের রৌপ্যকে অপরের খাদের বিপরীতে ধার্য করে সমশ্রেণীর বিনিময়ে খাদের প্রাধান্যযুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের ওজনে ও সংখ্যায় কম-বেশি করে মুদ্রা বিনিময় চুক্তি বৈধ হবে। তবে এর জন্য শর্ত হল মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে একে অপরে হস্ত গত করা। কারণ উভয় পক্ষ থেকে স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকার কারণে কিছু অংশের

---

১১১. ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৪ এবং প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

মধ্যে মুদ্রাবিনিময় চুক্তি হয়েছে। আর অনুরূপভাবে খাদ অংশের মধ্যেও একে অপরে হস্তগত করা শর্ত। কারণ, ক্ষতি ব্যতীত খাদ অংশকে পৃথক করা যায় না (তাই খাদ অংশসহই খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করতে হবে)।[১১২]

যদি খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্য ভেজালযুক্ত খাদযুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের সমান হয় অথবা কম হয় অথবা পরিমাণ না জানা থাকে তাহলে প্রথম দুই অবস্থায় সুদ থাকার কারণে আর তৃতীয় অবস্তায় সুদের সম্ভাবনা থাকার কারণে বিক্রি শুদ্ধ হবে না। কারণ সুদের সম্ভাবনা বাস্তব সুদের সমতুল্য।

এই প্রকার অর্থাৎ খাদের আধিক্যযুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্য যদি সেই সময় মূল্য (অর্থাৎ মুদ্রা) রূপে চলে তা হলে তা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না। কারণ প্রচলনের কারণে এটি মূল্য (অর্থাৎ মুদ্রা) হয়ে গেছে। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত উক্ত প্রচলনটি বহাল থাকবে ততদিন পর্যন্ত মূল্য (অর্থাৎ মুদ্রা) হওয়ার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে না। আর যদি (মুদ্রারূপে) প্রচলন না থাকে তাহলে পণ্যের ন্যায় নির্দিষ্ট করার দ্বারা তা নির্দিষ্ট হবে। কারণ তা মুলত পণ্য। এটি কেবল প্রচলনের কারণে মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং যদি লোকেরা এর দ্বারা লেনদেন বর্জন করে তাহলে এটি তা মূলের বিধানে প্রত্যাবর্তন করবে।[১১৩]

ফকীহগণ বলেন : খাদ প্রাধান্যপ্রাপ্ত যেই স্বর্ণ-রৌপ্য সচল আছে সেই স্বর্ণ-রৌপ্য ওজন করে এবং গণনা করে ক্রয়-বিক্রয় এবং ধার কর্জ করা শুদ্ধ হয়। অথবা প্রচলন অনুযায়ী উভয় পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় এবং ধার কর্জ করা শুদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে যেটিতে খাদ এবং রৌপ্য/স্বর্ণ সমান তা ক্রয়-বিক্রয় এবং ধার-কর্জের ক্ষেত্রে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মুদ্রার ন্যায়। সুতরাং অচল দিরহামের ন্যায় ওজন ছাড়া অন্য কিছু বৈধ হবে না, তবে যদি সে উভয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে। তাহলে তা দিরহামের পরিমাণ ও গুণাগুণ বর্ণনাকারী হবে।

পক্ষান্তরে মুদ্রা বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে খাদ এবং রৌপ্য/স্বর্ণ সমান মাত্রা বিশিষ্ট মুদ্রা খাদের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মুদ্রা সমতুল্য। সুতরাং এক শ্রেণীকে তার বিপরীত শ্রেণীর বিপরীতে ধার্য করে অর্থাৎ উভয় বিনিময়ের মধ্যে যা খাদ আছে তাকে অপরটির রৌপ্যের বিপরীতে ধার্য করার মাধ্যমে সমশ্রেণীর বিনিময়ে এটি বিক্রি করা শুদ্ধ হবে।[১১৪]

---

১১২. আদ দুররুল মুখতার মায়া হাশিয়াতি রদ্দিল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৪০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২০

১১৩. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৪০-২৪১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২০

১১৪. প্রাগুক্ত বরাতদ্বয়, যায়লায়ী রচিত তাবয়ীনুল হাকায়িক, খ. ৪, পৃ. ১৪১-১৪২; ফাতহুল কাদীর মাআল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ২৭৪

www.amarboi.org

ইবনে আবেদীন রহ. বলেন : মনে হয় এ ক্ষেত্রেও কম-বেশি করা বৈধ। তবে খানিয়া নামক ফতোয়া গ্রন্থের বরাত দিয়ে যায়লায়ী রহ. বলেন : যদি তার অধেক পিতল হয় এবং আরেক অর্ধেক রৌপ্য হয় তাহলে কম-বেশি করা বৈধ হবে না। মনে হয় তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন ঐ অবস্থা, যেই অবস্থায় সমশ্রেণীর বিনিময়ে তা বিক্রি করা হয়। তার কারণ হল যেহেতু তার রৌপ্য পরিমাণ কম হয়নি সেহেতু সর্তকতামূলকভাবে মুদ্রা বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে তার পুরোটাকে রৌপ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।[১১৫]

মালেকী ফকীহগণের মাযহাব হলো, খাদযুক্ত মুদ্রা যেমন এমন দিনার যার মধ্যে রৌপ্য বা তাম্র রয়েছে অথবা এমন দিরহাম যার মধ্যে তাম্র রয়েছে, এটি কে অনুরূপ খাদযুক্ত মুদ্রার বিনিময়ে مُرَاطَلَةً বা مُبَادَلَةً করে বিক্রি করা বৈধ। হাত্তাব রহ. বলেন, এটিই প্রকাশ্য, উভয় মুদ্রার খাদ সমান সমান না হলেও তা বৈধ। ইবনে রুশদের কথা থেকেও এরূপ বোঝা যায়। মুদাওয়ানা এবং অন্যান্য গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী প্রণিধানযোগ্য মত হচ্ছে, খাদমুক্ত মুদ্রার বিপরীতে খাদযুক্ত মুদ্রা বিক্রি করা বৈধ।

ইবনে রুশদ রহ. এর বিপরীত যে মত বলেছেন, তা তার নিকট অধিক প্রকাশ্য। তা হলো, খাদমুক্ত মুদ্রার বিপরীতে খাদযুক্ত মুদ্রার বিক্রি বৈধ না হওয়া। মতভেদ আলোচনা করার পর তাওজীহ নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে আবী রহ. বর্ণনা করেন যে, ফকীহগণ কেবল এমন খাদযুক্ত মুদ্রার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন যা মানুষের মাঝে প্রচলিত নয়। তাদের আলোচনা থেকে ধরে নেয়া যায় যে, খাঁটি মুদ্রার বিনিময়ে খাদযুক্ত মুদ্রা বিক্রি করা বৈধ, যদি মানুষের মাঝে তার প্রচলন থাকে।[১১৬]

খাদযুক্ত মুদ্রা বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করা যে তা ভেঙ্গে অলংকার তৈরি করবে অথবা তা দ্বারা কাউকে প্রতারিত করবে না, হয়তো তা পরবর্তীর জন্য রেখে দেবে।

আর তা এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করা মাকরূহ যার প্রতারণা করার আশংকা রয়েছে, যেমন মুদ্রা ব্যবসায়ীরা। যদি সক্ষম হয় তাহলে এমন ব্যক্তির সাথে বিক্রি চুক্তি ভেঙ্গে দেবে যার ব্যাপারে তার জানা আছে যে, সে তা দ্বারা প্রতারণা করবে। তবে যদি খাদযুক্ত মুদ্রা সে প্রতারকের হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।[১১৭]

---

১১৫. প্রাগুক্ত।

১১৬. হাত্তাব রচিত মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৬

১১৭. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৬; আশ শরহুল সগীর মায়া হাশিয়াতিস সাভী, খ. ৩, পৃ. ৬৫

www.amarboi.org

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, ওজনকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের সাথে মিশ্রিত খাদ বিনাশর্তে নিষিদ্ধ; পরিমাণে কম হোক কিংবা বেশি। কারণ ওজন করার দ্বারা এটি প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং সমান সমান হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।[১১৮] অতএব খাদযুক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে খাঁটি রৌপ্য বিক্রি করা যাবে না এবং খাদযুক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে (আরেকটি) খাদযুক্ত রৌপ্য বিক্রি করা হবে না।[১১৯] সুবকী রহ. বলেন : খাদযুক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে খাঁটি রৌপ্য বিক্রি বৈধ হবে না, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। খাদটি এমন বস্তু হোক যার মূল্য বহাল অথবা বহাল নেই। এ ব্যাপারে শাফেয়ী আলেমদের মাঝে কোনোরূপ মতভেদ নেই। কারণ যদি খাদটি এমন হয় যার মূল্য বহাল আছে, তাহলে খাদযুক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে খাঁটি রৌপ্যের বিক্রিকালে যা হয় তা হলো রৌপ্য এবং বস্তুর বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা। সুতরাং এটি এক মুদ আজওয়া (مُدّ عَجْوَة) বিক্রির মাসআলার মত হয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত রৌপ্যই হলো উদ্দিষ্ট বস্তু, অথচ তা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট। অতএব এটি স্বর্ণকারের মাটি এবং পানিমিশ্রিত দুধ বিক্রির মতো হলো।[১২০]

রৌপ্যে এমন খাদ মিশ্রিত যার কোনো মূল্য বহাল নেই, তা হয়তো সমান সমান হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকার কারণে অথবা তাতে নিশ্চিতভাবে কম-বেশি হওয়ার কারণে খাঁটি রৌপ্যের বিনিময়ে এবং অনুরূপ খাদযুক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করা বৈধ হবে না।[১২১]

সুবকী রহ. আত-তুহফা গ্রন্থকারের বরাত দিয়ে খাদযুক্ত রৌপ্যের ব্যাপারে বর্ণনা করেন : খাদযুক্ত রৌপ্য গ্রহণ করা এবং রেখে দেওয়া মাকরূহ যদি মানুষের কাছে প্রচলিত মুদ্রাটি খাঁটি হয়ে থাকে। কারণ, তার মধ্যে রয়েছে মানুষকে প্রতারণা করা। আর যদি মুদ্রার শ্রেণী খাদযুক্ত হয় তাহলে কোনোরূপ মাকরূহ হবে না।

সুবকী বলেন এবং রুয়ানীও জানান, যদি খাদ পরিমাণে কম ও নিঃশেষযোগ্য হয়, তা রৌপ্য মুদ্রায় কোনো অংশ বলে গণ্য হয় না, তাহলে বিক্রি বাতিল করার ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব থাকবে না। কারণ, তা থাকা না থাকা বরাবর। কেউ কেউ বলেন, যদি রৌপ্যের সাথে অন্য কোনো পদার্থের মিশ্রণ না হয় তাহলে রৌপ্যে সীল দেওয়া কঠিন হয়। আমি বলি : এটি শুদ্ধ। আমি জানতে পেরেছি

---

১১৮. সুবকী রচিত তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ৩৯৮

১১৯. আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৮১

১২০. তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১, পৃ. ৪০৮

১২১. তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ৪০৯; আল মুহাযাব, খ. ১, পৃ. ২৮১; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭

www.amarboi.org

যে, বর্তমানকালে (সুবকী রহ. এর কালে) কোনো কোনো দেশে খাঁটি রৌপ্যে সীল মারা হয়, অতঃপর তা ভেঙ্গে যায়। তাই পরবর্তীকালে প্রতি এক হাজার দিরহামে এক মিসকাল পরিমাণ স্বর্ণ ঢোকানো হয়। যার ফলে রৌপ্য সীলের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে যখন এ ধরনের মুদ্রা বিক্রি করা হয় তখন দাঁড়িপাল্লায় তার সাথে যুক্ত খাদ ধরা পড়ে না।[১২২]

রৌপ্য সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা পুরোপুরি স্বর্ণের আলোচনায় আসবে।[১২৩]

খাদযুক্ত মুদ্রাসমূহকে অনুরূপ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করার ক্ষেত্রে হাম্বলী ফকীহগণ সোনা-রূপা ও খাদ বরাবর হওয়া এবং তার পরিমাণ জানা থাকা এর বিপরীতে বরাবর না হওয়া অথবা পরিমাণ জানা না থাকার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, খাদযুক্ত মুদ্রাকে অনুরূপ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা প্রথম অবস্থায় (অর্থাৎ খাদের পরিমাণ সমান সমান এবং তার পরিমাণ জানা থাকা অবস্থায়) বৈধ। আর দ্বিতীয় অবস্থা (অর্থাৎ খাদের পরিমাণ সমান সমান না থাকা বা জানা না থাকা অবস্থায়) বৈধ নয়।

বুহুতী রহ. বলেন, যদি খাদযুক্ত মুদ্রাকে অন্য মুদ্রা অর্থাৎ সমশ্রেণীর খাঁটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ কম-বেশির ব্যাপারটি জানা আছে। আর যদি খাদযুক্ত দিনার বা দিরহামকে অনুরূপ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় আর মূল্য ও পণ্যের মধ্যে খাদের পরিমাণ কম-বেশি থাকে অথবা খাদের পরিমাণ জানা না থাকে তাহলে বৈধ হবে না। কারণ সমান সমান হওয়ার ব্যাপারে জানা না থাকা কম-বেশি সম্পর্কে জানা থাকার সমতুল্য।

যদি এওয়াজ বদলকালে দিনারের মধ্যে বিদ্যমান স্বর্ণের উভয়মুদ্রাতে বরাবর হওয়ার ব্যাপারটি জানা থাকে এবং উভয়ের বিদ্যমান খাদের বরাবর হওয়ার ব্যাপারটিও জানা থাকে, তাহলে দুইটির একটিকে অপরটির বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ হবে। কারণ, উভয়টি মূল উদ্দেশ্যে অর্থাৎ স্বর্ণে এবং যা উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ খাদের মধ্যে বরাবর। এটি এক মুদ আজওয়ার মাসআলা নয়। কারণ খাদটি উদ্দিষ্ট নয়। সুতরাং রুটির মধ্যে বিদ্যমান লবণের ন্যায় তার স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই।[১২৪]

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, চুক্তির মধ্যে মুদ্রা নির্দিষ্ট করার দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং সুনির্দিষ্ট মুদ্রার মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। তাই এই ভিত্তিতে যদি চুক্তিকারী দুইপক্ষ রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয় করে,

---

১২২. সুবকী রচিত তাকমিলাতুল মাজমু, খ. ১০, পৃ. ৪০৯-৪১১

১২৩. প্রাগুক্ত।

১২৪. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬১

www.amarboi.org

অতঃপর যা হস্তগত করেছে তাতে দুই পক্ষের এক পক্ষ পণ্যে ভিন্ন শ্রেণীর খাদ পায়। যেমন- দিরহামকে সীসা বা তামারূপে পেল অথবা দিরহামের মধ্যে এ ধরনের কিছু পেল, তাহলে মুদ্রাবিনিময় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সে তার কাছে যা উল্লেখ করেছে তা থেকে ভিন্ন কিছু বিক্রি করেছে।

আর যদি ত্রুটি সমশ্রেণীর (স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কিত) হয়, যেমন রৌপ্য কালো হওয়া, অমসৃণ হওয়া বা সরকার ব্যতীত অন্যের সীল থাকা, তাহলে চুক্তি শুদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা রৌপ্য রাখা এবং চুক্তি ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে স্বাধীন।[১২৫]

সপ্তম প্রকার : খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রাবিনিময়-চুক্তি (الصَّرْفُ بِالْفُلُوسِ)

الْفُلُوسُ হলো সীলযুক্ত তাম্র বা লোহা যা দ্বারা লেনদেন করা যায়। মোটকথা স্বর্ণ-রূপা ব্যতীত অন্য যে কোনো পদার্থ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সীল-মনোগ্রামযুক্ত মুদ্রাই الْفُلُوسُ।

খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ তা এমন সম্পদ যার মূল্য আছে এবং যা নির্ধারিত। যদি তা অচল হয় তাহলে তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। কারণ, তখন তা বস্তুসামগ্রী (অর্থাৎ মুদ্রা নয়)। আর যদি তা সচল হয় তাহলে নির্দিষ্ট করা আবশ্যক নয়। কারণ তা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো মুদ্রার শ্রেণীভুক্ত।[১২৬]

যদি দিরহাম ও দিনারের বিনিময়ে বাকিতে সচল খুচরা মুদ্রার মুদ্রাবিনিময়চুক্তি করা হয়, অথবা খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে খুচরা মুদ্রা কম-বেশি করে মুদ্রাবিনিময়চুক্তি করা হয়, তাহলে তা নিয়ে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন, যেহেতু এ ব্যাপারে তাদের দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে :

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি

শাফেয়ী আলেমগণ, ইমাম মুহাম্মদ ব্যতীত হানাফী ফকীহবৃন্দ, প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী হাম্বলী ফকীহগণ এবং এটি আলজামে নামক গ্রন্থে কাজী সাহেব রহ.-এর উক্তি, ইবনে আকিল, শিরাজী ও মুস্তাওইবের গ্রন্থকার প্রমুখ ফকীহগণের মাযহাব হলো, যে সব খুচরা মুদ্রার লেনদেন সংখ্যা গণনার সাহায্যে হয় সেসব খুচরা মুদ্রা সচল হওয়া সত্ত্বেও তাতে কোনোরূপ সুদ হয় না। কারণ তা পরিমাণ ও পরিমাপ বহির্ভূত। বুহুতীর ভাষ্য মতে, এর বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের

---

[১২৫] ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৮-৫১

[১২৬] আদ দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ৪৫; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯৪

www.amarboi.org

কোনো ভাষ্য নেই। এবং ইজমা বা ঐকমত্যও হয়নি।[১২৭] দ্বিতীয়ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো الثمنية الغالبة অর্থাৎ মুদ্রা মানের প্রাবল্য যাকে جوهرية الأثمان (মূল্যের মুদ্রাজাত হওয়া) শব্দ দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়। শাফেয়ী ফকীহগণের ভাষ্যমতে উক্ত বৈশিষ্ট্য খুচরা মুদ্রা (الفلوس)-এর মধ্যে নেই যদিও তা সচল হয়।[১২৮] শাফেয়ী ফকীহগণ খুচরা মুদ্রাকে (الفلوس) বস্তুসামগ্রীর আওতাভুক্ত করেন যদিও তা সচল হয়।[১২৯]

হানাফী ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গি : সুদের علة কারণ হচ্ছে সমশ্রেণী হওয়ার পাশাপাশি তাতে পরিমাণ পাওয়া যাওয়া (القدر مع الجنس)। আর পরিমাণ হলো الكيل (অর্থাৎ ভাণ্ডের মাপ) এবং الوزن (অর্থাৎ বাটখাড়ার মাপ) যা একই শ্রেণীর পণ্য/বস্তু হওয়ার সময় উভয়টিতে মিল মতো হয়ে থাকে। এখানে খুচরা মুদ্রায় সমশ্রেণীর বিষয়টি পাওয়া গেলেও পরিমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ খুচরা মুদ্রা (الفلوس) গণনা করে বিক্রি করা হয়ে থাকে।[১৩০] এ নিয়ম ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট খুচরা মুদ্রা (الفلوس)-এর পারস্পরিক বিনিময়ে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হবে।

উক্ত সূত্রের ভিত্তিতে খুচরা মুদ্রা (الفلوس) এর একটিকে অপরটির বিনিময়ে কম-বেশি করে বিক্রি করা বৈধ। যেমনিভাবে দুই ডিমের বিনিময়ে এক ডিম বিক্রি করা বৈধ হয়ে থাকে এবং দুই আখরুটের বিনিময়ে এক আখরুটের বিক্রি বৈধ হয়ে থাকে, দুই ছুরির বিনিময়ে এক ছুরির বিক্রি বৈধ হয়ে থাকে ইত্যাদি, যদি তা নগদ হয়।[১৩১]

তা ছাড়া হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেছেন : নির্দিষ্ট দুইটি খুচরা মুদ্রা (الفلوس) এর বিনিময়ে একটি খুচরা মুদ্রা (الفلوس) বিক্রি করা ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে বৈধ হবে, যদি উভয় বিনিময় বা যে কোনো একটি বিনিময় বাকি না থাকে। কারণ উভয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সম্মতির দ্বারা মূল্যযোগ্যতা সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ এতে অন্য কারো কোনোরূপ কর্তৃত্ব নেই। তাই বাতিল হলে তাদের দুই পক্ষের সম্মতিতে

---

১২৭. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৫২; আল ফুরু, খ. ৪, পৃ. ১৪৮-১৫০

১২৮. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ২২; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৫; আল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৪৫

১২৯. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ২২; আল কালয়ুবী মাআ শরহিল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ৫২; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৫

১৩০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৮৫

১৩১. আল হিদায়া মাআল ফাতহ, খ. ৬, পৃ. ১৬২, প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

মূল্যযোগ্যতা বাতিল হবে। আর যদি মূল্যযোগ্যতা বাতিল হয়ে যায় তাহলে তা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। এবং গণনা করে বিক্রির ব্যাপারে সম্মতি বহাল থাকার কারণে এটি পুনরায় পরিমাণযোগ্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন : এরূপ বৈধ নয়। কারণ সকলের সম্মতিক্রমে মূল্যযোগ্যতা সাব্যস্ত হয়, অতএব তা তাদের দুই পক্ষের সম্মতির দ্বারা বাতিল হবে না। আর যদি তা মূল্য (অর্থাৎ মুদ্রা) রূপে বহাল থাকে তাহলে তা নির্দিষ্ট হবে না। সুতরাং উভয় বিনিময় সমপরিমাণে না হয়ে অন্য পরিমাণে হলে, যেমন দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি যেরূপ হয়, উক্ত বিষয়টিও সেরূপ (অবৈধ) হবে।[১৩২]

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, খুচরা মুদ্রাকে (الْفُلُوسُ) তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে বিক্রি করার চারটি অবস্থা রয়েছে :

প্রথম : অনির্দিষ্ট দুই খুচরা মুদ্রা (الْفُلُوسُ) এর বিনিময়ে অনির্দিষ্ট একটি খুচরা মুদ্রা (الْفُلُوسُ) বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ, সচল সকল খুচরা মুদ্রা (الْفُلُوسُ) নিশ্চিতরূপে সমমান-সম্পন্ন। কারণ খুচরা মুদ্রা থেকে গুণগত মানের মূল্য রহিত হওয়ার ব্যাপারে মানুষের সমঝোতা রয়েছে। সুতরাং দুই মুদ্রার একটি মুদ্রা চুক্তির মধ্যে শর্ত হয়ে বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত হবে। আর এরূপ করাই হল সুদ।

দ্বিতীয় : দুইটি অনির্দিষ্ট খুচরা মুদ্রা (الْفُلُوسُ) এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট একটি খুচরা মুদ্রা (الْفُلُوسُ) বিক্রি করাও বৈধ নয়। অন্যথায় বিক্রেতা দুটি মুদ্রা লাভের সময় নির্দিষ্ট খুচরা মুদ্রাটি ফেরত পেলে তা রেখে দেবে এবং অন্য মুদ্রার সাথে সুনির্দিষ্ট ভাবে ঐ মুদ্রাটি হস্তগত করবে। কারণ সে স্বীয় দায়িত্বে দুই খুচরা মুদ্রা পাওয়ার অধিকারী। এভাবে সে তার নিকট থেকে স্বীয় সম্পদ ফিরিয়ে নেবে। আর অপর খুচরা মুদ্রাটি বিনিময় ছাড়া পেয়ে যাবে।

তৃতীয় : অনির্দিষ্ট একটি খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট দুইটি খুচরা মুদ্রা বিক্রি করাও বৈধ হবে না। কারণ যদি বৈধ হয় তাহলে ক্রেতা দুইটি খুচরা মুদ্রা হস্ত গত করে তার ওপর যা আবশ্যক হয়েছে তার পরিবর্তে এ দুইটির একটি বিক্রেতার নিকট প্রদান করবে। সুতরাং অন্যটি এমন বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত হিসেবে থেকে যাবে যা বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যক হয়েছে। উক্ত নিয়মটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেই ক্ষেত্রে বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করার পূর্বে পণ্য হস্তান্তর করতে সম্মত হবে।

---

[১৩২] আল হিদায়া মায়াল ফাতহু, খ. ৬, পৃ. ১৬২

www.amarboi.org

চতুর্থ : নির্দিষ্ট দুইটি খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট একটি খুচরা মুদ্রা বিক্রি করা বৈধ হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. মতবিরোধ করেছেন।[১৩৩]

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মালেকী ফকীহগণের প্রণিধানযোগ্য মত এবং তা হাম্বলী ফকীহগণের একটি বর্ণনা, আবুল খাত্তাব রহ. তাঁর খিলাফ নামক গ্রন্থে জোরালো ভাষায় এটি নিশ্চিত করেছেন, এবং এটি হানাফী ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উক্তি, তা হচ্ছে- খুচরা মুদ্রাসমূহের কোনোটিকে অপরটির বিনিময়ে কম-বেশি করে এবং বাকিতে বিক্রি করা বৈধ নয় এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করা বৈধ হবে না।[১৩৪]

মুদাওয়ানা নামক গ্রন্থে আছে : তুমি কী মনে কর, যদি তুমি খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্যের বা স্বর্ণের বা স্বর্ণপিণ্ডের আংটি ক্রয় কর, অতঃপর আমরা পরস্পর হস্তগত করার পূর্বে মজলিসে ত্যাগ করি? তিনি বলেন : বৈধ হবে না। কারণ মালেক রহ. বলেন, দুই খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে এক খুচরা মুদ্রা বিক্রি বৈধ হবে না। সোনা ও রূপার বদলে খুচরা মুদ্রা বিক্রি, এমনিভাবে দিনারের বিপরীতে খুচরা মুদ্রা বাকি বিক্রি সহীহ হবে না।[১৩৫]

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এবং রাবিয়া রহ.-এর বরাত দিয়ে ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেন, তারা উভয় খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে খুচরা মুদ্রা কম-বেশি করে বা বাকিতে বিক্রি করা অপছন্দ করেন। এবং তারা উভয় বলেন : দিনার দিরহামের ন্যায় এটি একটি মুদ্রায় পরিণত হয়েছে।[১৩৬] আর কেউ কেউ মাকরূহ দ্বারা হারাম বুঝিয়েছেন।[১৩৭]

হানাফী ফকীহগণ ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর অবৈধতা সংক্রান্ত উক্তির প্রমাণও উত্থাপন করেছেন যে, খুচরা মুদ্রা হলো মূল্য; অতএব সমশ্রেণীর বিনিময়ে কম-বেশি করে তা বিক্রি করা বৈধ হবে না যেমন দিনার এবং দিরহামে বৈধ হয় না। গুণাগুণ দ্বারা এমন বিষয় বুঝানো হয় যার মাধ্যমে পণ্যের মূল্যমান নির্ধারণ করা

---

১৩৩. ফাতহুল কাদীর মায়াল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ১৬২

১৩৪. আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫; ফাতহুল কাদীর মায়াল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ১৬২-১৬৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৫২; আল ফুরু ওয়া তাসহিহুহা, খ. ৪, পৃ. ১৪৮-১৫১

১৩৫. আল মুদাওয়ানা, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫

১৩৬. প্রাগুক্ত।

১৩৭. ইরশাদুস সালিক মায়া শরহিহি আসহালিল মাদারিক, খ. ২, পৃ. ২৩৩

www.amarboi.org

হয়। আর যেমনিভাবে দিরহাম ও দিনারের মাধ্যমে পণ্যের মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়, তদ্রূপ খুচরা মুদ্রা দ্বারাও পণ্যের মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়। অতএব খুচরা মুদ্রা মূল্য। আর নির্ধারণ করার দ্বারা হানাফী ফকীহগণের মতে মুল্য নির্দিষ্ট হতে পারে না। সুতরাং উক্ত দুই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করাকে নির্দিষ্ট না করার সাথে যুক্ত করা হবে। তাই নির্দিষ্ট দুই খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে একটি খুচরা মুদ্রা বিক্রি করা বৈধ হবে না। যেমনিভাবে অনির্দিষ্ট দুই খুচরা মুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রি করা যায় না। আর যেহেতু খুচরা মুদ্রা হলো মূল্য, সেহেতু একটির বিনিময়ে একটি হবে, অপরটি অতিরিক্ত থাকবে, যার বিনিময়ে বিনিময়চুক্তির মধ্যে কোনো বদল থাকবে না। আর এটাই হল সুদের ব্যাখ্যা, কাসানী রহ. এরূপই লেখেছেন।[১৩৮]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন : অধিক প্রকাশ্য মত হলো এটি নিষিদ্ধ হওয়া। কারণ সাধারণত সচল মুদ্রাকে মূল্যরূপে সাব্যস্ত করা হয়। এবং মানুষের সম্পদের মানদ-সাব্যস্ত করা হয়। এ কারণে বাদশাহর জন্য উচিত হলো, জনগণের জন্য এমন খুচরা মুদ্রা তৈরি করা যা তাদের প্রতি কোনোরূপ নির্যাতন ছাড়া তাদের লেনদেনে ইনসাফপূর্ণ মূল্য প্রদান সম্ভব হবে।[১৩৯]

তা ছাড়া, খুচরা মুদ্রা দ্বারা লেনদেন এবং তার বিধানসমূহের বিস্তারিত আলোচনা জানতে পরিভাষা اَلْفُلُوسُ দ্রষ্টব্য।[১৪০]

মুদ্রাব্যবসার বিনিময়ের মধ্যে দোষ-ত্রুটি প্রকাশ (ظهورعيب او نقص في بدل الصرف)

৪৮. পূর্বে বলা হয়েছে, মুদ্রাব্যবসার মধ্যে خِيَارُ الشَّرْط (অর্থাৎ চুক্তি চূড়ান্ত বা বাতিল করার স্বাধীনতা প্রদানের শর্ত) গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ خِيَارُ الشَّرْط মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া বা মালিকানা পূর্ণতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আর এটি হস্তগতকরণ-যা শর্ত-তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

---

১৩৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৮৫

১৩৯. মাজমুয়া ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খ. ২৯, পৃ. ৪৬৮

১৪০. কাগজের মুদ্রা (অর্থাৎ ব্যাংক নোট) সম্পর্কে পূর্ববর্তী ফকীহগণ কোনো প্রকার আলোচনা করেননি। কারণ তৎকালীন জামানায় কাগজের মুদ্রা ছিল না। এ বিষয়ে সমৃদ্ধ একটি পুস্তিকা : الورق النقدي অর্থাৎ কাগজের মুদ্রা" শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন সুলায়মান বিন মানি কর্তৃক রচিত হয়েছে। এখানে কাগজের মুদ্রার তারিখ এবং বাস্তবতা, মূল্য এবং বিধানসমূহকে ফকীহগণ কর্তৃক লিখিত মুদ্রা ও মূল্য, খুচরা মুদ্রার বিধান ইত্যাদি আলোচনার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সাব্যস্ত করা হয়েছে, কাগজের মুদ্রা একটি স্বতন্ত্র মূল্য। সুদ, মুদ্রাবিনিময়চুক্তি ইত্যাদির বিধান প্রয়োগ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিধানধারী (মাওসূআ সম্পাদনা পরিষদ)।

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে خِيَارُ الْعَيْبِ (অর্থাৎ ত্রুটির কারণে চুক্তি বাতিল করার স্বাধীনতা) চুক্তি পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। তাই মুদ্রাব্যাবসাতে খিয়ারুল আইব সাব্যস্ত হতে পারে। কারণ, পণ্য স্বভাবত ত্রুটিমুক্ত হওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব ত্রুটিমুক্ত না থাকার পরিস্থিতিতে অন্য সব ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় خِيَارُ الْعَيْبِ আবশ্যক হবে।

তা ছাড়া উক্ত বিষয়ে ফকীহগণের ব্যাখ্যা রয়েছে যা আমরা নিচে আলোচনা করবঃ

হানাফী ফকীহগণ বলেন : যদি মুদ্রাব্যবসার বিনিময় নগদ হয় তাহলে ত্রুটির কারণে তা ফেরত প্রদান করার দ্বারা চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। মজলিসে ফেরত প্রদান করা হোক কিংবা মজলিস ত্যাগ করার পর ফেরত প্রদান করা হোক। এবং যা নগদ প্রদান করেছে তা বিক্রেতার নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নেবে। আর যদি মুদ্রাব্যবসার বিনিময় বাকি হয় অর্থাৎ হস্তগতকৃত দিরহামকে জাল বা অচল পায় অথবা তা কোনো কোনো ব্যবসায় সচল হলেও কোনো কোনো ব্যবসাতে সচল না হয়, আর ব্যবসায়ীদের নিকট এরূপ হওয়া ত্রুটি, অতঃপর তা মজলিসের মধ্যে ফেরত প্রদান করে, তাহলে ফেরত প্রদান করার দ্বারা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এমনকি যদি তার পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করে তাহলেও মুদ্রাব্যবসা থাকবে না।

আর যদি মজলিস ত্যাগ করার পর তা ফেরত প্রদান করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা এবং যুফার রহ. এর মতে মুদ্রাব্যবসা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ হস্তগত করার পূর্বে মজলিস ত্যাগ করা হয়েছে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে মুদ্রাব্যবসা বাতিল হবে না যদি ফেরতের মজলিসে পরিবর্তন করতে পারে।[১৪১]

আর যদি কিছু অংশের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় ত্রুটিপূর্ণ অংশ ফেরত প্রদান করে, তাহলে ফেরত অংশের মধ্যে الصَّرْفُ অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়-চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং অবশিষ্ট অংশের মধ্যে الصَّرْفُ বহাল থাকবে। কারণ কেবল উক্ত অংশের দখল উঠে গেছে।[১৪২]

এমনিভাবে বিষয়টি বিভিন্ন ভাষায় মালেকী ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যদি ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ তার দিরহাম বা দিনারের মধ্যে ঘাটতি বা খাদ জাতীয় কোনো রূপ ত্রুটি পায় অথবা রৌপ্য বা স্বর্ণ ছাড়া অন্য কিছু

১৪১. কাসানী রচিত বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৯

১৪২. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৩৬

www.amarboi.org

দেখতে পায়, যেমন সীসা বা তামা দেখতে পায়, আর এটি যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এবং দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে প্রকাশিত হয়, তা হলে তাতে সম্মত হওয়া তার জন্য বৈধ হবে। এবং الصَّرْف অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়চুক্তি শুদ্ধ হবে, সে ঘাটতি পূরণ এবং খাদ ও সীসা হওয়ার ক্ষেত্রে বিকল্প দাবি করবে। সুতরাং তা অস্বীকারকারীকে প্রদান করতে বাধ্য করা হবে- যদি উভয় পক্ষ থেকে দিনার ও দিরহাম নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে।

যদি মজলিস ত্যাগ বা দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর তা প্রকাশিত হয়, আর সে ঘাটতির জন্য অন্য কিছু প্রদানে সম্মত হয় তাহলে الصَّرْف অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তি শুদ্ধ হবে, অন্যথায় চুক্তি ভেঙ্গে দেবে এবং উভয়ের পক্ষ থেকে যা ব্যয় হয়েছিল তা নিয়ে নেবে।[১৪৩]

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন : যদি নগদে الصَّرْف অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তি এই শর্তে সম্পাদিত হয় যে, তা রৌপ্য বা স্বর্ণ, আর প্রকাশিত হলো যে, তার একটি বা উভয়টি তামা, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি তার চুক্তি বহির্ভূত বিষয়। আর যদি তার কিছু অংশ তামা অথবা এধরনের কিছু প্রকাশিত হয়, তাহলে অংশ হিসেবে উক্ত অংশের মধ্যে চুক্তি শুদ্ধ না হয়ে অবশিষ্ট অংশের মধ্যে চুক্তি শুদ্ধ হবে। এ অবস্থায় অবশিষ্ট অংশধারীর স্বাধীনতা রয়েছে, চুক্তি অনুমোদন করতে পারে অথবা ভেঙ্গে দিতে পারে। আর যদি তার পুরো অথবা কিছুটা ত্রুটিযুক্ত প্রকাশ পায় তাহলে সে গ্রহণ করবে, পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ সুনির্দিষ্টভাবে এটির ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, অতএব অধিকার এটিকে অতিক্রম করবে না।[১৪৪]

যদি ঋণের ওপর الصَّرْف অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়চুক্তি সম্পাদিত হয়, অতঃপর মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে দুই বিনিময়ের একটি বা উভয়টি তামা প্রকাশ পায় তাহলে তা পরিবর্তন করবে। আর যদি মজলিস ত্যাগ করার পর তামা প্রকাশিত হয় তাহলে পরস্পর হস্তগত না হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তার পুরোটা বা কিছু অংশ ত্রুটিপূর্ণ প্রকাশিত হয় তাহলে ফেরত প্রদানের মজলিসে পরিবর্তন করবে- যদিও সে চুক্তির মজলিস ত্যাগ করেছে। এটি এ

---

১৪৩. দারদীর রচিত আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৫৮-৫৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৩
১৪৪. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৭৬; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৭৯

www.amarboi.org

কথার ওপর নির্ভর করে যে, তাদের মতে মুদ্রাসমূহ নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[১৪৫] নিচের অনুচ্ছেদে তার বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

হাম্বলী ফকীহগণ অনুরূপ আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, যদি দুই বিনিময়ের কোনো একটির পুরোটার মধ্যে অন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তিতে সামান্য ক্রটিও প্রকাশ পায়; যেমন দিরহামের মধ্যে তামা, স্বর্ণের মধ্যে আলমাস তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সে তার নিকট যা বলেছিল তা ব্যতীত অন্য কিছু তার নিকট বিক্রি করেছে। আর যদি এক বিনিময়ের কিছু অংশের মধ্যে ত্রুটি দেখা যায় তাহলে কেবল সেই অংশের মধ্যে চুক্তি বাতিল হবে।[১৪৬] উক্ত মূলনীতি কেবল ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে ক্ষেত্রে الصَّرْف অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময়চুক্তিটি নগদের বিনিময়ে নগদে সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ এরূপ বলা যে, এই সব দিনারের বিনিময়ে এই সব দিরহাম আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম এবং উভয়টি উপস্থিত থাকা অবস্থায় উভয়টির দিকে ইঙ্গিত করবে। ইবনে কুদামা রহ.-এর ভাষ্য মতে ক্রটিটি পণ্যে ভিন্ন জাতীয় হবে।[১৪৭]

পক্ষান্তরে যদি ক্রটিটি পণ্যের শ্রেণীভুক্ত হয়, যেমন রৌপ্যটি কালো বা অমসৃণ হওয়া, তাহলে চুক্তি শুদ্ধ হবে। আর ক্রেতা তা রেখে দেয়া, চুক্তি বাতিল করা এবং ফেরত প্রদান করার ব্যাপারে স্বাধীন। তবে তার জন্য পরিবর্তন করার স্বাধীনতা নেই। কারণ সুনির্দিষ্টভাবে এটির ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। অতএব যদি এর পরিবর্তে অন্যটি নিয়ে নেয় তাহলে এমন কিছু জিনিস নেবে যা সে এসময় ক্রয় করে নাই।[১৪৮]

যদি অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়; যেমন বলে : আমি তোমার নিকট দশ দিরহামের বিনিময়ে একটি মিশরি দিনার বিক্রি করলাম, তাহলে চুক্তি শুদ্ধ হবে। তবে মজলিসের মধ্যে পরস্পর হস্তগত করার মাধ্যমে উভয় মুদ্রা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। যদি উভয় পক্ষ হস্তগত করার পর তাদের মধ্যে এক পক্ষ স্বীয় হস্তগতকৃত অংশে মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে ত্রুটি দেখতে পায়, তাহলে তার পরির্তন করার দাবি জানানোর অধিকার আছে। সমশ্রেণীর ত্রুটি হোক কিংবা

১৪৫. প্রাগুক্ত।

১৪৬. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৭-২৬৮; আলমাস হল এক প্রকার তাম্র।

১৪৭. আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৭

১৪৮. প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

ভিন্ন শ্রেণীর ত্রুটি হোক। কারণ চুক্তিটি অনির্দিষ্ট এমন মুদ্রার ওপর সংঘটিত হয়েছে যাতে কোনো ত্রুটি নেই। আর যদি সে উক্ত ত্রুটিতে সম্মত থাকে এবং তা সমশ্রেণীর ত্রুটি হয় তাহলে বৈধ হবে। আর যদি ক্ষতিপূরণ নিয়ে থাকে এবং উভয় বিনিময় একই শ্রেণীভুক্ত হয় তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা এটি এমন ক্ষেত্রে কম-বেশির কারণ হয় যাতে সমান সমান হওয়া শর্ত। আর যদি উভয় বিনিময় দুই শ্রেণীভুক্ত হয় তাহলে বৈধ হবে।[১৪৯]

সরফ-চুক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট করার দ্বারা মুদ্রা নির্দিষ্ট হওয়া
(تَعَيُّنُ النُّقُود بِالتَّعْيِين فِي الصَّرْف)

মালেকী, শাফেয়ী, একমত অনুযায়ী হাম্বলীসহ অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব হলো, দিরহাম এবং দিনার নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। এর অর্থ হচ্ছে, তারা উভয়পক্ষ যা নির্ধারণ করেছে তাতে চুক্তির মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এবং এ ক্ষেত্রে তা বিনিময় রূপে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তা পরিবর্তন করা বৈধ হবে না, যেমনটি অন্যান্য বিনিময়ের মধ্যে হয়ে থাকে। আর যদি অপহৃত সম্পদরূপে প্রকাশ পায়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, চুক্তির মধ্যে দিনার-দিরহাম হলো বিনিময়। সুতরাং তা অন্যান্য বিনিময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত নির্দিষ্ট করার দ্বারা যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতার একটা উদ্দেশ্য থাকে, সেহেতু তার একটা নির্দশনও থাকতে হবে। এ কারণে যদি নির্দিষ্ট রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় করে অতঃপর ক্রয়কৃত একটির মধ্যে সমশ্রেণীর ত্রুটি পায়, তাহলে তার জন্য ফেরত প্রদান বা গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন করার অধিকার নেই। পূর্বে এরূপই বলা হয়েছে।[১৫০]

হানাফী ফকীহগণ, অনুরূপভাবে এক বর্ণনা মতে হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, মুদ্রা যখন মূল্য হয়, তা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। অর্থাৎ মুদ্রাবিনিময় চুক্তির মধ্যে উভয় বিনিময় নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং যদি উভয় পক্ষ একটি দিনারের বিনিময়ে কয়েকটি দিরহাম ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহলে তারা উভয় পক্ষ চুক্তির মধ্যে যা ইঙ্গিত করেছে তা তারা উভয় পক্ষ নিজের কাছে রেখে দিয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে তার বিকল্প পরিশোধ করা বৈধ হবে।

---

১৪৯. ইবনে কুদামা রচিত, খ. ৪, পৃ. ৫১.

১৫০. আশ শারহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ২৫৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ৫, পৃ. ১৩৫; হাত্তাব রচিত মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৭৮; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭০

www.amarboi.org

কারণ, ইমাম ফাররা থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার আলোকে, মূল্যের (الثَّمَن) শাব্দিক অর্থ হলো দায়িত্বে থাকা ঋণ। অতএব তা ইঙ্গিতের দ্বারা নির্দিষ্ট করার সম্ভাবনা নেই। এ কারণে ইঙ্গিতহীন মুদ্রাবিনিময় চুক্তির মধ্যে দিরহাম-দিনার শর্তহীন রাখা বৈধ।

আর তাই তা পরিবর্তন করা বৈধ হবে। এবং তা অপহৃত সম্পদরূপে প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা চুক্তি বাতিল হবে না।[১৫১]

অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

১৫১. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৪৪; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৬৮; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫০

www.amarboi.org

كَفَالَةٌ : জামানত ও জিম্মাদারি : Guarantee

পরিচিতি

কাফালা (اَلْكَفَالَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

كَفَل الْمَال وَبِالْمَال-এর মাসদার হলো اَلْكَفَالَةُ কাফালাত। অর্থ : সম্পদের দায় নেওয়া। كَفَل بِالرَّجُل অর্থ : কোনো ব্যক্তির দায় গ্রহণ করা। اَلْكَفَالَةُ মাসদারটি যারাবা ও নাছারা থেকে, মাসদার كَفَل وَكَفِل وَتَكَفَّل به كُلّه । كفلاً وَكُفُولاً ، وَكَفَالَةً শব্দগুলোর অর্থ হলো : দায় নেওয়া। أكْفَلَهُ إيَّاهُ وَكَفَّلَهُ অর্থ : অন্যকে দায়িত্ব দেওয়া, কাউকে জিম্মাদার বানানো। كَفَلْتُ عَنْهُ الْمَال لِغَرِيمِه অর্থ : আমি তার পক্ষ থেকে দেনাদারের জন্যে সম্পদের দায় নিলাম। تَكَفَّل بِدَيْنِه تَكَفُّلاً অর্থ : সে তার ঋণের দায় নিল।

'আত তাহযীব' কিতাবে আছে, কাফীল (اَلْكَافِل) হলো ঐ ব্যক্তি যে কারো দায়িত্ব নেয়, তার দেখভাল করে এবং তার খরচ বহন করে। হাদীসে আছে, الرَّبِيبُ كَافِلٌ রাবীব হলো কাফীল[১]। এখানে ربيب দ্বারা উদ্দেশ্য এতীমের মায়ের পরবর্তী স্বামী। এ হাদীসে এতীমের খরচের দায়িত্ব যেন তাকে দেওয়া হলো। اَلْمُكَافِل অর্থ চুক্তিকারী মিত্র। (পারিভাষিক) কাফীল (اَلْكَفِيل) শব্দ এ অর্থ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।[২]

কাফালাতের পারিভাষিক অর্থ

কাফালাতের শাস্ত্রীয় পরিচয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, যেহেতু এ পরিচয়কেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়ায় ও প্রভাবে তাদের মাঝে মতভিন্নতা আছে।

অধিকাংশ হানাফী ফকীহ কাফালতের সংজ্ঞা দিতে বলেছেন :

ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الأَصِيلِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

কাফালাত হলো ব্যক্তি, ঋণ বা নগদ বস্তু উপস্থিত করার দাবি সংক্রান্ত মূল ঋণগ্রহীতার দায়িত্বের সাথে কাফীল বা দায়গ্রহণকারীর দায়িত্ব যুক্ত করা। কেউ কেউ বলেছেন, ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الأَصِيلِ فِي الدَّيْنِ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল ঋণগ্রহীতার দায়িত্বের সাথে কাফীলের দায়িত্ব যুক্ত করা।

---

১. الرابُّ كافل এ- হাদীসটি ইবনুল আছীর 'আন নিহায়া' গ্রন্থে, খ. ২, পৃ. ১৮১ -এ الربيب كافل শব্দে উল্লেখ করেছেন। কোন হাদীসগ্রন্থে আমরা তা খুঁজে পাইনি।

২. তাজুল 'আরূস; লিসানুল 'আরব; আল মিসবাহুল মুনীর।

www.amarboi.org

'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, প্রথমটিই অধিক বিশুদ্ধ মত।[৩]

মালেকীগণ ও হাম্বলীগণ বলেন, যা শাফেয়ীদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা :
أَنْ يَلْتَزِمَ الرَّشِيدُ بِإِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ يَلْزَمُ حُضُورُهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ কাফালাত হলো প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তি ফয়সালার মজলিসে উপস্থিতি আবশ্যক এমন কাউকে উপস্থিত করার দায়িত্ব নেওয়া।

এভাবে সাব্যস্ত হয়, হানাফীদের মতে কাফালাত সম্পদ ও ব্যক্তি উভয়টির দায় নেওয়াকে বোঝায়। মালেকীগণ ও শাফেয়ীগণ তা দু'ভাগে ভাগ করেন, সম্পদের দায়িত্ব ও ব্যক্তির দায়িত্ব। তবে শাফেয়ীগণ কাফালাত দ্বারা কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তির দায় নেওয়াকে বোঝান।

হাম্বলীগণ বলেন, যামান (الضَّمَانُ) হলো অন্য ব্যক্তির দায়িত্বে আবশ্যক প্রাপ্যের দায় নেওয়া। আর কাফালাত (الْكَفَالَةُ) হলো কাউকে সশরীরে উপস্থিতির দায় গ্রহণ।

দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বলা হয়, ضامن-ضمين-حميل-زعيم-كافل-كفيل-صبير-قبيل-غريم তবে সম্পদের ক্ষেত্রে ضمين যামীন শব্দ, দিয়্যাতের ক্ষেত্রে حميل হামীল শব্দ, বড় ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে زعيم যাঈম আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে كفيل কাফীল শব্দ এবং উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে صبير-قبيل ছাবীর ও কাবীল শব্দ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।[৪]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الإِبْرَاءُ (আল-ইবরা) : মুক্তকরণ, অব্যাহতি প্রদান, নিষ্কৃতিদান করা।

শব্দটি মাসদার বা শব্দমূল। এর কতক অর্থ : সম্পর্কহীন করা, দায়মুক্ত করা, নিষ্কৃতিদান করা, কোনো কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

পরিভাষায় অপরের দায়িত্বে বা তার তরফে থাকা নিজ প্রাপ্য মাফ করে দেওয়া।

সুতরাং 'ইবরা' হলো কাফালাতের বিপরীত। কারণ, ইবরা বোঝায় দায়মুক্তি আর কাফালাত বোঝায় তার বিপরীত দায় ও জিম্মাদার হওয়া। (দ্রষ্টব্য : إِبْرَاءُ)

---

৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৮৩; আল মাবসূত, খ. ১৯, পৃ. ১৬০; রদ্দুল মুহতার-এর টীকায় ইবনে 'আবিদীন এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, খ. ৫, পৃ. ২৮১-২৮৩

৪. ইবনে 'আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৪৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২; আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ১৬৬; আল ক্বাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়্যা ৩৩০; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ২৪০; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৪২৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৯৮; কালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩৩৩; আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৭১; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৯০

www.amarboi.org

খ. الْحَمَالَةُ (আল-হামালা) : দায়িত্ব গ্রহণ করা, দায় নেওয়া

হামালা অর্থ : কারো পক্ষ থেকে দিয়্যাত বা জরিমানা আদায় করার দায় নেওয়া।[৫]

হামালা ও কাফালাতের মাঝে মিল হলো, দিয়্যাত, পারস্পরিক সম্পর্কে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে হামালা শব্দটি বিশেষভাবে প্রচলিত। আর ব্যক্তির, বস্তুর ও ঋণের দায় নেওয়ার ক্ষেত্রে কাফালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৬]

গ. الْحَوَالَةُ (আল-হাওয়ালা) : স্থানান্তর ও অর্পণ করা।[৭]

হাওয়ালা শব্দের আভিধানিক অর্থ : রূপান্তরিত ও স্থানান্তরিত হওয়া। পরিভাষায় হাওয়ালা হলো এক ব্যক্তির দায়িত্ব থেকে দেনা অন্য ব্যক্তির দায়িত্বে স্থানান্তর করা।[৮]

হাওয়ালার সাথে কাফালাত বা যামানের পার্থক্য হলো, হাওয়ালা হলো এক ব্যক্তির দায়িত্বের ঋণ অন্য ব্যক্তির দায়িত্বে দেওয়া। কাফালাত বা যামান হলো প্রাপ্য আদায়ে একের দায়িত্বের সাথে অন্যের দায়িত্ব যুক্ত করা। সুতরাং এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কারণ, হাওয়ালার ক্ষেত্রে মুহীল–الْمُحِيل (হাওয়ালাকারী) দায়মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কাফালাতের ক্ষেত্রে মাকফুল–الْمَكْفُول (মূল ঋণগ্রহীতা) দায়মুক্ত হয় না।

ঘ. الْقَبَالَةُ (আল-কাবালা) : গ্রহণ করা, কবুল করা

মূলত এটি قَبِلَ بِه -এর মাসদার, যার অর্থ কাফীল হওয়া। قَبِلَ ব্যক্তির কাফীল হলো। تَقَبَّلَ لَهُ অর্থ দায়গ্রহণ করল। আর الْقَبِيل অর্থ কাফীল।[৯]

অনেক ফকীহ বলেন, কাবালা শব্দটি গঠনে যেমন কাফালাতের সদৃশ, অর্থেও তার তুল্য। তবে তারা বলেন, কাফালাত শব্দটি ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। আর কাবালা শব্দটি সম্পদ, দিয়্যাত, ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট বস্তু সবকিছুর সাথে ব্যবহৃত হতে পারে।[১০] কতক ফকীহের মতে কাবালা শব্দটি কাফালাত শব্দ থেকে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ।

---

৫. লিসানুল 'আরব; তাজুল আরূস; আল মওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ. ১৮, পৃ. ১২১
৬. ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৩
৭. লিসানুল 'আরব; আল মিসবাহুল মুনীর; আল মওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ. ১৮, পৃ. ১৬৯
৮. আল কানয কিতাবের টীকায় যায়লা'ঈ, খ. ৪, পৃ. ৩২৫; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩২৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৯৩; আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৫৪
৯. তাজুল আরূস; লিসানুল 'আরব; আল কুল্লিয়্যাত।
১০. আবুল বাক্বা আইয়ুব বিন মূসা আল হুসাইনী আল কাফাবী কৃত আল কুল্লিয়্যাত, খ. ৩, পৃ. ১৪২, দামেশক ১৯৭৪

www.amarboi.org

কাফালাত-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান

কাফালাত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা শরীয়তসম্মত হওয়া প্রমাণিত। কুরআনুল কারীমে রয়েছেঃ

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِه حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ أَنَا بِه زَعِيْمٌ "তারা বলল, আমরা বাদশার পানপাত্র হারিয়ে ফেলেছি। যে তা এনে দেবে সে এক উট বোঝাই সম্পদ পাবে এবং আমি তার জামিন।"[১১]

আয়াতে উল্লিখিত زَعِيْمٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফীল।[১২]

ইরশাদ হচ্ছে- سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيْمٌ অর্থ : তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো তাদের মধ্যে এই দাবির জিম্মাদার কে?[১৩]
উদ্দেশ্য হলো কাফীল।[১৪]

সুন্নাহ

বর্ণিত হয়েছে : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَ الزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَ الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ 'আরিয়া তথা উপকার লাভের জন্য ধার নেওয়া বস্তু ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যে দায়িত্ব নেবে সে ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকবে। ঋণ পরিশোধ করতে হবে।[১৫]

খাত্তাবী ও অন্য হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, الزَّعِيْمُ অর্থ কাফীল আর الزَّعَامَةُ অর্থ কাফালাত।[১৬] আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْه ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْه دَيْنًا ، قَال أَبُو قَتَادَةَ : هُوَ عَلَيَّ ، فَقَال رَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : بِالْوَفَاءِ ؟ قَال : بِالْوَفَاءِ ، فَصَلَّى عَلَيْه

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একজন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলো, যেন নবীজী তার জানাযার নামায পড়ান। তখন রাসুল সা. বললেন, তোমরাই তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। (আমি পড়ব না।) যেহেতু তার দায়িত্বে ঋণ আছে। আবু কাতাদা রা. বললেন, আমি তার ঋণের দায়িত্ব নিলাম। তখন

---

১১. সূরা ইউসূফ, আয়াত -৭২

১২. তাফসীরুর রাযী দ্রষ্টব্য, খ. ১৮, পৃ. ১৭৯

১৩. সূরা আল ক্বলম, আয়াত-৪০

১৪. আল উম্ম -এর সাথে যুক্ত মুখতাসারুল মুযানী, খ. ২, পৃ. ২২৭; আল মাবসূত, খ. ১৯, পৃ. ১৬১; আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৭০

১৫. (العارية مؤداة) হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আবু উমামা রা. থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, حديث حسن খ. ৩, পৃ. ৫৫৬

১৬. মা'আলিমুস সুনান, খ. ৩, পৃ. ১৭৭; মুখতাসারুল মুযানী, খ. ২, পৃ. ২২৭

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আদায় করার দায়িত্ব? তিনি বললেন, আদায় করার দায়িত্ব। তখন নবীজী তার জানাযা পড়ালেন।[১৭]

অনেক ফকীহ কাফালাত শরীয়তসম্মত হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য উলেখ করেছেন। কেননা মানুষের এ বিধানের প্রয়োজন রয়েছে। এবং এর মাধ্যমে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতি রোধ করা যায়। অবশ্য কাফালাতের বিভিন্ন শাখাগত মাসআলা শরীয়তসম্মত হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।[১৮]

'আল ইখতিয়ার' গ্রন্থকার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনকালে লোকেরা কাফালাতের ওপর আমল করত। নবীজী তাদেরকে এ লেনদেন ও বিধানের ওপর বহাল রাখেন। সেদিন থেকে আজ আমাদের যুগ পর্যন্ত কারো অপছন্দ ছাড়া এ বিধান চলে আসছে।[১৯]

এ সকল দলিলের কারণে কতক ফকীহ মনে করেন, কাফালাতপূর্ণ যামান বা দায়বদ্ধতা যে ব্যক্তি সক্ষম, নিজের প্রতি আস্থাবান এবং ক্ষতির আশঙ্কামুক্ত তার গ্রহণ করা উত্তম।[২০]

কাফালাতের রুকন বা মূল অংশ ও শর্তসমূহ

কাফালাতের রুকন হলো নির্দিষ্ট সীগা বা শব্দ, কাফীল, মাকফূল লাহু, মাকফূল আনহু ও মাকফূল বিহী। (الصِّيغَةُ ، وَالْكَفِيل ، وَالْمَكْفُول لَهُ ، وَالْمَكْفُول عَنْهُ ، وَالْمَكْفُول بِه)

প্রথম রুকন : কাফালাতের শব্দ (صِيغَةُ الْكَفَالَة)

মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণ, বিশুদ্ধতম মতানুসারে শাফেয়ীগণ ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে কাফালাত পূর্ণ হয় শুধু কাফীলের প্রস্তাব দ্বারাই। মাকফূল লাহু (যার দায় নেওয়া হচ্ছে) তার সে প্রস্তাব গ্রহণের ওপর তা পূর্ণ হওয়া নির্ভরশীল থাকে না। এর কারণ, কাফালাত হলো ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেওয়া মাত্র; যেখানে কোনো বিনিময় নেই। বরং তা একটি স্বেচ্ছাদান কার্যক্রম,

---

১৭. আবু ক্বাতাদা রা.-এর হাদীস ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করে বলেছেন. حديث حسن صحيح খ. ৩, পৃ. ৩৭২

১৮. আল মাবসূত, খ. ১৯, পৃ. ১৬১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৯১; টীকাসহ আত তুহফা, খ. ৫, পৃ. ২৪১; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫০; তাযকিরাতুল ফুক্বাহা, খ. ২, পৃ. ৮৫

১৯. আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ১৬৬

২০. আশ শারকাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৮; কালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৩; টীকাসহ তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৪১

www.amarboi.org

যা কাফীলের একক বক্তব্য দ্বারাই হতে পারে। সুতরাং কাফালাতের পূর্ণতার জন্য কাফীলের প্রস্তাবই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।[২১]

শাফেয়ীদের দ্বিতীয় মতানুসারে মাকফুল লাহুর সে প্রস্তাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তা গ্রহণ করা শর্ত। তৃতীয় মতানুসারে সন্তুষ্টি শর্ত; মৌখিক প্রস্তাব গ্রহণ শর্ত নয়।[২২]

ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ. -এর মতে কাফালাতের বিষয়টি সংঘটিত হয় কাফীলের তরফ থেকে দেওয়া প্রস্তাব এবং মাকফুল লাহুর তরফ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা। এটি শাফেয়ীদের একটি মত।[২৩]

কেননা কাফালাত একটি চুক্তি, যা সম্পাদনের মাধ্যমে মাকফুল লাহু কাফীলকে তলব করার অধিকার লাভ করে। অথবা কাফালাত এমন একটি অধিকার, যা মাকফুল লাহুর দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মাকফুল লাহুর পক্ষ থেকে কাফীলের প্রস্তাব কবুল করা আবশ্যক। এ কারণে কাফালাত শুধু কাফীলের একক বক্তব্যে পূর্ণতা লাভ করে না; সে কাফালাত সম্পদের ক্ষেত্রে হোক অথবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে। তাই মাকফুল লাহুর পক্ষ থেকে তা কবুল করা আবশ্যক।

কাফীলের প্রস্তাব এমন প্রতিটি শব্দ দ্বারা হতে পারে, যা দায়িত্বে নেওয়া, আবশ্যক করে নেওয়া ও দায়বদ্ধতা বোঝায়- সে শব্দ থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাক অথবা অস্পষ্টভাবে। একইভাবে কাফালাতের প্রস্তাব হয় আগ্রহ প্রকাশক এমন প্রতিটি শৈলী দ্বারা, যা উপরিউক্ত অর্থ আদায় করে।[২৪]

কাফালাত কখনো হয়ে থাকে নগদ বা শর্তযুক্ত অথবা ভবিষ্যত সময়ের সাথে যুক্ত। এভাবেও বলা চলে, কাফালাত হয় শর্তমুক্ত অথবা শর্তযুক্ত, অথবা সময়ের সাথে যুক্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

---

২১. ইবনে 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৮৩; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; কালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৫; আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১০২-১০৩; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৫

২২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩১৪; ইবনে 'আবিদীন ,খ. ৫, পৃ. ২৮৩

২৩. টীকাসহ তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৪৫; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৮; কালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৫

২৪. আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ((التعبير)) পরিভাষা, আল মওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা, খ. ১২, পৃ. ২১৪-২১৮

www.amarboi.org

ক. নগদ কাফালাত (الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ)

এমন কাফালাত যার শব্দ কোনো শর্ত বা মেয়াদের সাথে যুক্ত নয়। সুতরাং কাফালাত তানজীয (নগদ) হলে শুধুমাত্র কাফালাতের শব্দ কাফালাতের সকল শর্ত পূরণের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করার দরুন তার বিধানগুলো বাস্তবায়িত হয়।

যদি একজন আরেকজনকে বলে, অমুক তোমার কাছে যে ঋণ পাবে আমি সে ঋণের ব্যাপারে কাফীল হলাম, আর ঋণদাতা ব্যক্তি তার কাফালাত গ্রহণ করে –যাদের মতে কাফালাত বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য ঋণদাতার কবুল করা শর্ত তাদের মত অনুযায়ী-তাহলে তৎক্ষণাৎ কাফীলকে ঋণ পরিশোধের জন্য তলব করা হবে এবং তাকে ঋণ পরিশোধ করতে বলা হবে, যদি ঋণ হয়ে থাকে তাৎক্ষণিক বা বর্তমানে পরিশোধযোগ্য।

যদি ঋণ হয় নির্দিষ্ট মেয়াদী, ঋণ পরিশোধ বা ঋণগ্রহীতাকে খোঁজা কাফীলের দায়িত্বে চলে আসবে। এভাবে নগদ বা মেয়াদী হওয়ার হিসেবে কাফীলের দায়িত্ব সাব্যস্ত হবে, যখন কাফালাত সংগঠিত হওয়ার শব্দ হবে শর্তমুক্ত, তাতে মূল ঋণের গুণ পরিবর্তন করে এমন কোনো শর্ত যুক্ত হবে না।[২৫]

হাম্বলীগণ অবশ্য মনে করেন, কাফালাত যখন শর্তমুক্ত শব্দে হয় তা তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হয়ে যায়। কেননা, শর্তহীনভাবে কাফালাতের উল্লেখ করা হলে তা বর্তমানে ঘটবে বলে ধরে নেওয়া হয়, যেহেতু যে কোনো চুক্তি নগদ হওয়াই হচ্ছে স্বাভাবিক। যেমন বেচাকেনার ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান; তাতে কোনো শর্ত না করা হলে নগদ প্রদান করাই বোঝা যায়।[২৬]

খ. শর্তযুক্ত কাফালাত (الْكَفَالَةُ الْمُعَلَّقَةُ)

এটি এমন কাফালাত, যার অস্তিত্ব অন্য কিছু উপস্থিত হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত থাকে। যেমন কেউ ক্রেতাকে বলল, যদি বিক্রীত পণ্যের কোনো হকদার বের হয় তাহলে আমি তোমার জন্য মূল্যের কাফীল হলাম। তো এক্ষেত্রে যে বিষয়ের সাথে কাফালাতকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে, যদি দেখা যায়, তা শর্তযুক্ত করার সময়েই বিরাজ করছে তাহলে তা নগদ কাফালাত হয়ে যাবে।

এর উদাহরণ হলো, যদি কাফীল ঋণদাতাকে বলে, যদি অমুক নিঃস্ব হয়ে যায় তবে তার এ ঋণের ব্যাপারে আমি তোমার কাফীল। এরপর জানা গেল যে, অমুক লোকটি কাফালাত চুক্তি সংঘটনকালেই দেউলিয়া ছিল। তাহলে

---

২৫. ইবনে 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩২২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩০০

২৬. আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৯৮

www.amarboi.org

কাফালাতটি তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হবে। (এভাবে কাফালাতটি নগদ সংঘটিত হবে, যেহেতু কাফালাতের জন্য দেওয়া শর্ত বর্তমানেই বিদ্যমান।)

শর্তযুক্ত কাফালাত (الكفالة المعلقة)-এর বিধান নিয়ে ফকীহদের বিভিন্ন মত রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

হানাফীগণ চুক্তির উপযোগী শর্তের ভিত্তিতে শর্তযুক্ত কাফালাতকে বৈধ বলেন। উপযোগী শর্ত হলো : ১. এমন শর্ত যা প্রাপ্য আবশ্যকীয় হওয়ার কারণ হয়। যেমন ক্রেতাকে কাফীল বলল, যদি পণ্যে কোনো হকদার বের হয় তাহলে আমি মূল্যের দায়িত্ব নিলাম। অথবা ২. এমন শর্ত যা ঋণ পূরণ সম্ভাব্য হওয়ার কারণ হয়। যেমন ঋণদাতাকে কাফীল বলল, অমুক - মাকফূল 'আনহু- অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে আদায়ের কাফালাতের দায়িত্ব নিল কাফীল- যখন আসবে তখন আমি তার কাছে তোমার পাওনার বিষয়ে কাফীল। অথবা ৩. এমন শর্ত যা ঋণ পূর্ণ না হওয়ার কারণ হয়। যেমন কাফীল ঋণদাতাকে বলল, অমুক –ঋণগ্রহীতা– যখন শহরে অনুপস্থিত বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে তখন আমি ঋণ পরিশোধের কাফীল।[২৭]

একইভাবে তারা শর্তযুক্ত কাফালাত বৈধ হওয়ার মত দেন, যদি যুক্ত শর্তটির প্রচলন থাকে। যেমন কাফীল বলল, আগামী ছয় মাসের মধ্যে যদি অমুক তোমার পাওনা আদায় না করে তাহলে আমি কাফীল, আমি তার পক্ষ থেকে দায়বদ্ধ। (এমন কাফালাত চুক্তি সংঘটিত হবে।) কেননা কাফীল সম্পদকে যুক্ত করেছে একটি প্রচলিত শর্তের সাথে, তাই এ চুক্তি বৈধ।[২৮]

এর বিপরীতে যদি কাফালাত চুক্তির অনুপযুক্ত কোনো শর্তের সাথে কাফালাত যুক্ত করা হয়, যেমন কেউ বলল, যদি বাতাস বয় অথবা বৃষ্টি নামে বা তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে আমি কাফীল, তাহলে কাফালাত বৈধ হবে না।[২৯]

এর কারণ, কাফালাতের অনুপযুক্ত শর্তের সাথে কাফালাতকে যুক্ত করার মাঝে কোনো সৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় না। অবশ্য এ মাযহাবের কতক ফকীহের মতে, কাফালাত সহীহ হবে যদিও তা চুক্তির অনুপযুক্ত কোনো শর্তের সাথে যুক্ত হয়। সে অবস্থায় শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে।[৩০]

---

২৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৯১-২৯৪; ইবনে 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৫

২৮. ইবনে 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৯৫-২৯৬; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৯০

২৯. আল ফাতাওয়া-আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৭১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৯১

৩০. ইবনে 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৭

www.amarboi.org

মালেকীদের আলোচিত বিভিন্ন শাখাগত মাসআলা থেকে বোঝা যায়, চুক্তির উপযোগী শর্তের সাথে যুক্ত করা হলে কাফালাত সহীহ হবে। এর বিপরীতে অনুপযোগী শর্তের সাথে যুক্ত করা হলে কাফালাত সহীহ হবে না।[৩১]

বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী শাফেয়ীদের নিকট কাফালাত ও যামানকে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয়, যেহেতু এ দুটির প্রতিটিই বেচাকেনার মত স্বতন্ত্র চুক্তি। আর বেচাকেনাকে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয়। (তেমনি এ দুটি চুক্তিকেও শর্তযুক্ত করা যাবে না।)

শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত অপর একটি মত হলো কাফালাত ও যামানকে শর্তযুক্ত করা বৈধ। কেননা এ দুটি চুক্তির ক্ষেত্রে (অপরপক্ষের) কবুল করা শর্ত নয়। তাই এ দুটিকে তালাকের মতই শর্তযুক্ত করা যাবে।

তাদের তৃতীয় মত হলো যামানকে শর্তযুক্ত করা যাবে, কাফালাতকে নয়। কাফালাতের বিষয়টি ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো, এটি প্রয়োজনের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।[৩২]

হাম্বলীদের এ বিষয়ে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে।[৩৩] প্রথম মতানুযায়ী, শর্তযুক্ত হলে কাফালাত বাতিল। কাজী ইয়ায রহ. এ মতটি পছন্দ করেছেন। কেননা শর্তযুক্ত করার মাঝে ক্ষতির আশংকা আছে। তাই যামানকে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয়। আর কাফালাত একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে হক সাব্যস্ত করে। সুতরাং তার হক সাব্যস্ত হওয়াকে কোনো শর্তে যুক্ত করা বৈধ নয়।

অন্য মতে, যে কোনো শর্তের সাথে কাফালাতকে যুক্ত করা বৈধ। কেননা কাফালাত ও যামানকে সহীহ শর্তের সাথে যুক্ত করা যামানুল 'উহদা'র মত।[৩৪] এ মতটি গ্রহণ করেছেন শরীফ আবু জাফর ও আবুল খাত্তাব। কেননা যামানকে অস্তিত্ব লাভের কারণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তাই যামানুদ দারক-এর মত এটিও বৈধ হওয়া উচিত।[৩৫]

গ. সময়ের সাথে যুক্ত কাফালাত (الْكَفَالَةُ الْمُضَافَةُ)

অধিকাংশ ফকীহের মতে ভবিষ্যত কোনো মেয়াদের সাথে সম্পদের কাফালাতকে যুক্ত করা বৈধ। যেমন কাফীল বলল, আমি এই সম্পদ বা এই

৩১. আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮

৩২. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪১; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৯; কালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩৩০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৭

৩৩. কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫; আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১০০-১০২; আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ২১৩

৩৪. কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৫

৩৫. আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১০১

www.amarboi.org

ঋণের বিষয়ে তোমার যামীন আগামী মাসের শুরু থেকে। এ অবস্থায় আগামী মাসের শুরু (বা যে মেয়াদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে কাফালাতকে) সে সময়েই এই ব্যক্তি কাফীল হবে। এ সময়ের আগে এ ব্যক্তি কাফীল হবে না, তাই ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে বলাও হবে না। আর তাই নির্দিষ্ট সে সময়ের আগে এ ব্যক্তি মারা গেলে তার মীরাছ থেকে সে ঋণের অর্থ নেওয়া হবে না। (যেহেতু সে নির্ধারিত সময়ের আগে কাফীল হয় নাই।)

হানাফীগণ কাফালাতকে সময়ের সাথে যুক্ত করা এবং মাকফুল বিহী (দায় নেওয়া) ঋণের মেয়াদী হওয়ার মাঝে পার্থক্য করেন।[৩৬] তারা বলেন, সময়ের সাথে যুক্ত কাফালাত হলো এমন কাফালাত, যা এমন ঋণের সাথে সম্পর্কিত যা এখনো অস্তিত্বে আসেনি। তবে (অস্তিত্বহীন হলেও) এ ঋণের সাথে কাফালাতটি সম্পর্কিত থাকে, ১. হয়তো এজন্যে যে কাফালাতকে সে ঋণের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন কাফীল ঋণদাতাকে বলল, অমুককে আপনি যে মাল করয দেবেন আমি তাতে কাফীল ও জিম্মাদার, অথবা ২. এ কারণে যে, কাফালাতটি ঋণের সাথে শর্তরূপে যুক্ত আছে। যেমন কাফীল বলল, আপনি অমুককে এ পরিমাণ ঋণ দিলে আমি সে ঋণের কাফীল। কাফালাতের এই প্রকারটি সংঘটিত হয় তার সাথে যুক্ত শর্ত বর্তমান হওয়ার পর। সে সময় থেকেই এ চুক্তির বিধান আরোপ হয়।

পক্ষান্তরে যদি কাফালাত সংঘটনের সময়ই কাফালাতকৃত ঋণ বর্তমান থাকে, তাহলে এটি হয়তো নগদে পরিশোধযোগ্য হবে। অথবা নির্ধারিত মেয়াদে পরিশোধযোগ্য হবে। যদি কাফালাতকৃত ঋণটি বর্তমানে পরিশোধযোগ্য হয়, আর এ ঋণের কাফালাতকে ভবিষ্যত সময়ের সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন কাফীল ঋণদাতাকে বলল, অমুকের কাছে আপনার বর্তমান পাওনা ঋণের কাফীল আমি আগামী মাসের শুরু থেকে, তাহলে আগামী মাসের শুরু থেকে এই কাফালাতের বিধান আরোপিত ও কার্যকর হবে। এ ঋণ কাফীলের বিবেচনায় মেয়াদী হবে, যেহেতু সে কাফালাতকে মেয়াদের সাথে যুক্ত করেছে। তবে ঋণগ্রহীতার বিবেচনায় ঋণের মাঝে কোনো গুণগত পরিবর্তন হবে না; বরং তার জন্য ঋণটি বর্তমানে পরিশোধযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। যেহেতু কাফীলের মেয়াদযুক্ত করার কারণে মূল ঋণগ্রহীতার বিবেচনায় ঋণকে মেয়াদী বানানো জরুরি নয়। এ অবস্থায় কাফালাত সংঘটিত হবে নগদেই; তবে সময় হওয়ার পরই তার বিধান আরোপিত হবে।

---

[৩৬] ইবনে 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৬; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬ পৃ. ২৯১; আল ফাতাওয়া-আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৭৮; আল মাবসূত, খ. ১৯, পৃ. ১৭২

www.amarboi.org

আর যদি কাফালাতকৃত ঋণ কাফালাত সংঘটনের সময় মেয়াদী হয়ে থাকে, আর কাফালাত হয়ে থাকে নিঃশর্ত। যেমন কাফীল বলল, অমুকের কাছে তোমার পাওনা ঋণের বিষয়ে আমি কাফীল, তাহলে মূল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ পরিশোধের সময় হওয়া পর্যন্ত কাফীলকে ঋণের জন্য খোঁজা বিলম্বিত হবে। কেননা, শর্তমুক্ত কোনো ঋণের কাফালাত সে ঋণের গুণ ধারণ করে নগদ অথবা মেয়াদী হয়ে থাকে। এ অবস্থাতেও তাৎক্ষণিকভাবে কাফালাত সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে সময় হওয়ার পরই কাফালাতের বিধিবিধান আরোপিত হবে।

উল্লিখিত মাসআলাগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অধিকাংশ হানাফী ফকীহ সম্পদের কাফালাতকে ভবিষ্যৎ সময়ের সাথে যুক্ত করা বৈধ মনে করেন। এ ফলাফলের ভিত্তিতে বোঝা যায়, কাফালাতকে নির্ধারিত ও জানা সময় অথবা সামান্য অজানা সময়ের সাথে যুক্ত করা হলে তাতে যে মেয়াদ উল্লেখ করা হবে তা বাধাহীনভাবে জায়েয হবে। এর উদাহরণ হলো, কাফালাতকে ফসল কাটা বা কোনো উৎসবের দিন বা বসন্তের প্রথম দিনের সাথে যুক্ত করা। অবশ্য কাফালাতকে চূড়ান্ত অজ্ঞাত সময়ের সাথে যুক্ত করলে তা বৈধ হবে না। যেমন প্রথম বৃষ্টি নামার দিনের সাথে কাফালাতকে যুক্ত করা। কেননা বৃষ্টি নামার সময়টি সমাজে পরিচিত কোনো দিন বা বিধিসম্মত নিয়মতান্ত্রিক কোনো মেয়াদ নয়। এমন অজ্ঞাত মেয়াদের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে মেয়াদটি বাতিল হবে, আর কাফালাত নগদ ধরে নিয়ে বৈধ হয়ে যাবে।[৩৭]

মালেকী ফকীহদের মতে জ্ঞাত ভবিষ্যত মেয়াদের সাথে যুক্ত কাফালাত বৈধ। সে ক্ষেত্রে কাফীলকে নির্ধারিত সে সময়ের পরই তলব করা যাবে। এমনিভাবে অজ্ঞাত মেয়াদের সাথে যুক্ত কাফালাতও বৈধ হবে। যেমন خروج العطاء তবে বিচারক নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী এর মেয়াদ নির্ধারণ করে দেবেন। সে ক্ষেত্রে কাফালাতের বিধান (কাফালাতের সাথে) যুক্ত সময় হওয়ার পরই আরোপিত হবে।[৩৮]

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, অজ্ঞাত মেয়াদে যদি কেউ কাফীল হয় তাহলে কাফালাত বৈধ হবে না, যেহেতু (অজ্ঞাত মেয়াদের) কাফালাতে নির্ধারিত এমন কোনো সময় থাকে না, যখন কাফীলকে খোঁজা বৈধ হয়। একই বিধান 'যামানে'রও।

---

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. আল হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ১০১; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩১-৩৩২; আল মুদাওয়ানা, খ. ১৩, পৃ. ১৩১

www.amarboi.org

যদি কাফীল ফসল কাটা বা মাড়ানো ইত্যাদি মেয়াদ নির্ধারণ করে যার নির্ধারিত সময় জ্ঞাত না হলেও একেবারে অজ্ঞাত নয়, সে ক্ষেত্রে মাসআলাটিতে দুটি মত রয়েছে। অধিক গ্রহণযোগ্য হলো, এভাবে মেয়াদ নির্ধারণ করা সহীহ্ হবে। এ মাসআলাটি পণ্যের মূল্য বাকি রেখে তার এ ধরনের মেয়াদ নির্ধারণতুল্য। এটি সহীহ্ হওয়ার কারণ হচ্ছে, কাফীল হওয়া নিজের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবা, যার জন্য সে এক মেয়াদ নির্ধারণ করেছে; যে মেয়াদ তার এ উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিবন্ধক নয়। তাই তা সহীহ্ হবে। যেমন মানত মানা। এমনিভাবে আরো যে সকল মেয়াদ উদ্দেশ্য পূরণে বাধা সৃষ্টি করে না সে রকম মেয়াদে কাফালাত সহীহ্ হবে।[৩৯]

শাফেয়ীগণ বলেন, যদি কাফীল নগদ কাফালাত চুক্তি করে আর কাফালাতকৃত বিষয়কে এক মাস বিলম্ব করার শর্ত করে। যেমন সে বলল, আমি তা (ব্যক্তি বা সম্পদ) উপস্থিত করার যামীন হলাম, এরপর সে একমাস পর তা উপস্থিত করে তাহলে কাফালাত চুক্তি বৈধ হবে। কেননা এটি নিজের যিম্মায় একটি কাজ ও দায়িত্ব আবশ্যক করে নেওয়া মাত্র। ফলে তার বিধান হবে ইজারার ন্যায়– নগদ ও মেয়াদী দু'ভাবেই তা বৈধ হবে।

উদাহরণস্বরূপ এক মাসের উলিখিত মাসআলার আলোকে অজ্ঞাত সময়ের সাথে যুক্ত কাফালাতের বিধান জানা গেল। যেমন ফসল কাটা। কাটার সময়ের সাথে যুক্ত মেয়াদী কাফালাত বৈধ হবে না। বিশুদ্ধতম মতানুসারে নগদের 'যামান' চুক্তি জ্ঞাত নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে যুক্ত হলে বৈধ হবে। কেননা 'যামান' হলো একটি স্বেচ্ছাশ্রম। এর প্রয়োজনও রয়েছে। তাই যামীন (দায় আবশ্যক করে নেওয়া ব্যক্তি) যেভাবে এ স্বেচ্ছাশ্রমকে আবশ্যক করে নেবে সেভাবেই তা কার্যকর হবে। আর নির্দিষ্ট মেয়াদ যামীনের অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত হবে, বিশুদ্ধতম মতানুসারে। সুতরাং তার স্বেচ্ছাশ্রম তলব করা হবে তার আবশ্যক করে নেওয়া পদ্ধতিতেই।

বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত অন্য মত অনুযায়ী, যামান বৈধ হবে না, নগদ ও মেয়াদী হওয়ার পারস্পরিক বিরোধিতার জন্য। 'আল মুহাররার' কিতাবের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ ধরনের যামান সহীহ্ বলা হয়েছে। 'আদ দাকায়িক'-এর গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধতম মত হলো সেটি যা আল মুহাররার-এর অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে ও আল মিনহাজে উদ্ধৃত হয়েছে।

---

৩৯. আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১০০

www.amarboi.org

যদি মেয়াদী ঋণের দায় নেয় কেউ প্রথম জনের মেয়াদের সাথে বেশি সময় যুক্ত করে, তাহলে তার বিধান হবে নগদ ঋণকে মেয়াদযুক্ত করার মতো।[৪০] (অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি অথবা যামীন যে মেয়াদ দিয়েছে সে মেয়াদের পূর্বে তাকে দায় নেওয়া ঋণের বিষয়ে কিছু বলা যাবে না।)

ঘ. সময়ের সাথে আবদ্ধ কাফালাত (اَلْكَفَالَةُ الْمُؤَقَّتَةُ)

কাফালাতকে 'তাওকীত' বা সময়াবদ্ধ করার অর্থ, নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের জন্য কাফীল ঋণের কাফালাত গ্রহণ করবে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে কাফালাতও শেষ হয়ে যাবে। কাফীল তার আবশ্যককৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

যেমন কাফীল বলল, আমি অমুকের সত্তা বা ঋণের ব্যাপারে আজ থেকে এ মাসের শেষ পর্যন্ত কাফীল। যখন মাস শেষ হবে আমি কাফালাত থেকে মুক্ত হয়ে যাব।

কাফালাতকে সময়াবদ্ধ করার বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন, যেহেতু এর ওপর ভিত্তিকৃত বিধানের বিষয়ে তাদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। যার মতে কাফীলের দায়িত্ব ঋণে জড়িত থাকা নয়, বরং তাকে শুধু ঋণ পরিশোধের জন্য বলা হবে তার মতে সময়াবদ্ধ কাফালাত বৈধ। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য বলার ক্ষেত্রে তিনি সর্বসম্মত সময়ের সাথে তা বিশিষ্ট করেছেন। অন্যদিকে যার মতে কাফীলের দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণে জড়িত ও ব্যস্ত থাকা, তার মতে কাফালাতকে সময়াবদ্ধ করা যাবে না। যেহেতু শরীয়তের বিদিত বিধান হলো, যখন কারো দায়িত্বে বৈধ ঋণের দায় চলে আসে তখন সে তা পরিশোধ করা অথবা তাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া ছাড়া সে সে ঋণের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না। অথচ সময়াবদ্ধ কাফালাতের ক্ষেত্রে (সময় পেরিয়ে গেলে) পরিশোধ বা অব্যাহতি ছাড়াই কাফীল ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

উপরিউক্ত দুটো বিধানে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে অধিকাংশ হানাফী আলেমদের মত হলো : যদি কাফীল বলে, এ সময় থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত আমি অমুকের কাফীল; তাহলে -কোনো মতবিরোধ ছাড়া- মাস শেষ হওয়ার মাধ্যমে কাফালাত চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। আর যদি কাফীল বলে, আমি অমুকের কাফীল হলাম এক মাস অথবা তিন দিনের জন্য, তাহলে ফকীহদের কারো কারো মতে, ঐ সময়ের মাঝেই কাফীলকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হবে। আর সময় অতিবাহিত হলে কাফীল দায়মুক্ত হবে। অপর কারো কারো

---

৪০. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৭

www.amarboi.org

মতে, সে কাফীল থাকবে সর্বদার জন্য; তার কাফালাত সময়াবদ্ধ করা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৪১]

মালেকী ফকীহদের মতে, দু' অবস্থার এক অবস্থায় কাফালাতকে সময়াবদ্ধ করা বৈধ হবে। ১. ঋণগ্রহীতা সচ্ছল ছিল, যদিও মেয়াদের প্রথম দিকেই হোক না কেন। অথবা ২. সে অসচ্ছল। আর স্বাভাবিক অবস্থা হলো কাফীলের নেওয়া সময়ের মধ্যে সে সচ্ছল হবে না। বরং কাফীলের নেওয়া সময় পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অসচ্ছলই থাকবে। এখন যদি ঋণগ্রহীতা পুরো মেয়াদে অসচ্ছল না থাকে; বরং মেয়াদের মাঝে যে সচ্ছল হয়, যেমন কিছু কৃষক ও চাকুরিজীবীর অবস্থা এমন হয়ে থাকে, যেমন কাফীল তার দায় নিল চার মাসের, আর তার স্বাভাবিক অবস্থা হলো দু' মাস পরে সে সচ্ছল হবে, তাহলে এ কাফালাত সহীহ্ হবে না। কেননা সচ্ছলতার সূচনার পরের সময়ে ঋণগ্রহীতাকে সালাম চুক্তির ক্রেতা গণ্য করা হবে। যেহেতু ঋণদাতা সচ্ছলতার সময়ে তার কাছ থেকে ঋণ ফেরত নিতে সক্ষম। এটা হলো ইবনে কাসিমের মত। এর ভিত্তি হলো, যা প্রতিশ্রুত ও অপেক্ষমান তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য। আশহাবও তা পছন্দ করে অনুমোদন করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতার অসচ্ছলতাই হলো তার মূল অবস্থা।[৪২]

শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী কাফালাতকে সময়াবদ্ধ করা জায়েয নেই। যেমন কাফীল বলল, আমি যায়দের কাফীল হলাম এ মাসের শেষ পর্যন্ত। এরপর আমি কাফালাত থেকে মুক্ত হবো।

বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মতানুযায়ী সময়াবদ্ধ কাফালাত জায়েয। কেননা এ সময় (যা কাফীল উল্লেখ করেছে, যেমন একমাস) কাফীলের মেনে নেওয়ার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু সম্পদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সম্পদের দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ সম্পদ আদায়ের দায়িত্ব নেওয়া। এ কারণে যামানকে সময়ের সাথে যুক্ত করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ।[৪৩]

কাফালাতকে সময়ের সাথে যুক্ত করার বিষয়ে হাম্বলীদের দু'টি মত রয়েছে। এক মত অনুসারে, কাফালাত সহীহ হবে এবং কাফীল নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দায়মুক্ত হবে; যদিও সে সময়ের মাঝে ঋণী ব্যক্তি পূর্ণ ঋণ আদায় না করে। দ্বিতীয় মতানুসারে কাফালাত সহীহ্ হবে না। যেহেতু ঋণের বিদিত বিধান হলো সময় অতিক্রান্ত হলেই তা মাফ হয়ে যায় না।[৪৪]

---

৪১. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৭৮; ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৮৯

৪২. আদ দুসূকী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩১

৪৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪১

৪৪. আল ফুরূ', খ. ২, পৃ. ৬১৮; আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ২১৩; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৫

www.amarboi.org

কাফালাতকে শর্তযুক্ত করা (الْكَفَالَةُ الْمُضَافَةُ)

কাফীল কাফালাতকে শর্তযুক্ত করলে কখনো কখনো কাফালাত ও শর্ত দুটোই সহীহ হবে। কখনো কাফালাত সহীহ হবে আর শর্ত বাতিল হবে। কখনো কাফালাত ও শর্ত দুটোই বাতিল হবে।

পূর্বে আলোচিত শর্তাবলি বিভিন্ন প্রকার বিভক্তিকরণের দরুন ফকীহদের মতভিন্নতা হয়েছে। ফলে কাফালাতের বিধানেও মতভিন্নতা হয়েছে।

হানাফীদের মতে যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার নির্দেশে এক হাজার দিরহামের কাফালাত গ্রহণ করে এই শর্তে যে, মাকফূল আনহু (ঋণগ্রহীতা) তাকে (কাফীলকে) এই গোলাম বন্ধক হিসেবে দেবে আর ঋণদাতার সাথে এই বিষয়টি শর্ত না করে, তারপর মাকফূল আনহু গোলাম দিতে অস্বীকার করে তাহলে অস্বীকৃতি জানানোর সুযোগ মাকফূল আনহু (মূল ঋণগ্রহীতা)-র আছে। অপরদিকে কাফীল তার শর্ত পূরণ না করা হলেও কাফালাত বহাল রাখা বা বাতিল করার কোনো ইখতিয়ার পাবে না, যেহেতু এ শর্ত করা হয়েছিল কাফীল ও মূল ঋণগ্রহীতার মাঝে; ঋণদাতা ও কাফীলের মাঝে হয়নি।

অবশ্য কাফীল যদি ঋণদাতার সাথে এই শর্ত করে, যেমন সে ঋণদাতাকে বলল, আমি তোমার জন্য এই সম্পদের কাফীল হচ্ছি এ শর্তে যে, এ সম্পদগ্রহীতা আমাকে তার এ গোলামটি বন্ধকরূপে দেবে। তারপর কাফীল এ শর্তের ভিত্তিতে কাফালাতে আবদ্ধ হলো। এখন ঋণগ্রহীতা তাকে গোলাম বন্ধক দিতে অস্বীকার করলে কাফীলের ইচ্ছাধিকার থাকবে। যদি কাফীল দায় নেয় এ শর্তে যে, এ বাড়ির মূল্য থেকে তার নেওয়া দায় শোধ করবে, এরপর একটি গোলামের বিনিময়ে বাড়িটি বিক্রি করে তাহলে সম্পদ দেওয়া তার জন্য আবশ্যক হবে না। আর দায়বদ্ধতার কারণে গোলাম বিক্রি করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না।[৪৫]

শাফেয়ীগণ বলেন, বিশুদ্ধতম মত হলো যদি কেউ কাফালাতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সোপর্দ না করতে পারলে তার ঋণ পূরণের দায়ভার নেয়। যেমন কাফীল বলল, আমি তার সত্তার কাফীল হলাম ক্ষতিপূরণ আদায়ের শর্তে অথবা আমি ক্ষতিপূরণ দেব, তাহলে কাফালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার শর্ত কাফালাত চুক্তির মৌল দাবির বিপরীত। যেহেতু শর্তমুক্ত কাফালাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় কাফীলের থাকে না।

---

৪৫. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৭৩

www.amarboi.org

অমুক ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি দেবে অথবা অমুকের কাফালাত থেকে অব্যাহতি দেবে তাহলে এ ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। অধিক গ্রহণযোগ্য হলো এ ধরনের শর্তে কাফালাত বৈধ হবে না। এর কারণ হচ্ছে, এ জাতীয় শর্ত এক চুক্তির আওতায় অন্য চুক্তি বাতিল করার শর্ত। আর এ জাতীয় শর্ত সহীহ্ নয়। যেমন এক বিক্রিচুক্তি বাতিলের শর্তে অন্য বিক্রিচুক্তি সহীহ্ হয় না।

একই বিধান আরোপিত হবে যদি কাফালাত বা দায় নেওয়ার ক্ষেত্রে এই শর্ত করে যে, মাকফূল লাহু (ঋণদাতা) কাফীল হবে অথবা সে কাফালাতকৃত ঋণের সাথে অন্য ঋণেরও কাফীল হবে অথবা মাকফূল লাহু তার দেনা ঋণের দায় নেবে অথবা তার কাছে নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বিক্রি করবে অথবা নিজ বাড়ি তাকে ভাড়া দেবে তাহলে চুক্তি সহীহ্ হবে না, উলিখিত নীতিমালার আলোকে।[৪৮]

দ্বিতীয় রুকন : কাফীল (الكَفِيل)

কাফীল হওয়ার জন্য ফকীহগণ স্বেচ্ছাসেবা বা অনুদান প্রদানের যোগ্য হওয়ার শর্ত করেছেন। কেননা কাফালাত স্বেচ্ছাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।[৪৯] এ কারণে পাগল, বিকারগ্রস্ত বা শিশুর কাফীল হওয়া বৈধ নয়। যদিও শিশু অভিভাবক কর্তৃক লেনদেনের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, অথবা শিশুর অভিভাবক বা দায়িত্বশীল অসী তার এ চুক্তিগ্রহণ অনুমোদন করে, (তবুও কোনো শিশু কাফীল হওয়া বৈধ হবে না।)[৫০]

তবে ইবনে আবিদীন রহ. বলেন, শিশুর অভিভাবক যদি শিশুর জন্য ঋণ গ্রহণ করে এবং শিশুকে তার পক্ষ থেকে কাফীল হতে বলে, তাহলে শিশুর কাফালাতগ্রহণ বৈধ হবে। আর এ বলা বা নির্দেশ অভিভাবকের পক্ষ থেকে কাফালাতের ঋণ পরিশোধের অনুমতি বলে গণ্য হবে। এর ফলাফল হলো, কাফালাত নেওয়ার অনিবার্য বিধান হিসেবে শিশুকে কাফালাতকৃত ঋণ পরিশোধ করতে বলা হবে। যদি সে কাফালাত গ্রহণ না করত তাহলে অভিভাবককেই বলা হতো। মুমূর্ষু রোগীর জন্য তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে কাফালাত বৈধ হবে।[৫১]

---

৪৮. আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১০২

৪৯. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩৫৩; আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ১৬৭, খ. ৫, পৃ. ৭৮; আদ দুসূকী, খ. ২, পৃ. ২৬৫; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৮, পৃ. ২২-২৩; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৫, পৃ. ২৩৪; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর।

৫০. ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৩, ৩২৭; টীকাসহ তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৪১, ২৫৮

৫১. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৫১

www.amarboi.org

অধিকাংশ ফকীহের মতে নির্বুদ্ধিতার কারণে লেনদেন নিষিদ্ধ ব্যক্তির জন্য কাফালাত বা যামান– কোনোটাই বৈধ নয়।[৫২] কাজী আবু ইয়ালা হাম্বলী রহ.-এর মতে নির্বোধের কাফালাত সংঘটিত হবে; তবে কাফালাতের বিধান আরোপিত হবে না। ফলে তাকে এ বিষয়ে বলা হবে তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার পর। যেমন যদি এ নির্বোধ কোনো ঋণের স্বীকারোক্তি প্রদান করে[৫৩] তাহলে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার পর তাকে ঋণ পরিশোধ করতে বলা হবে। একইভাবে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে জোর করে কাউকে কাফীল বানানো বৈধ হবে না। মালেকীদের মতে এভাবে জোরকৃত কাফীলের কাফালাত পূরণ করা আবশ্যক হবে না।[৫৪]

ঋণের কারণে লেনদেন নিষিদ্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে হাম্বলীগণ[৫৫] বলেন, যা শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ মত,[৫৬] তার কাফীল হওয়া বৈধ। কেননা তার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক তার সম্পদের সাথে; তার দায় নেওয়ার সাথে নয়। সুতরাং কাফীল হলে বর্তমানে তার দায়িত্বে ঋণ সাব্যস্ত হবে। অবশ্য নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া এবং তার সচ্ছল হওয়ার পরই তাকে ঋণের ব্যাপারে বলা হবে।

হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, মুমূর্ষু রোগীর কাফালাত গ্রহণ বৈধ। তবে তার কাফালাতকৃত সম্পদ যেন তার অন্য সকল স্বেচ্ছাদানসহ মীরাসের এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি এক তৃতীয়াংশের বেশি হয়ে যায় তাহলে ওয়ারিসদের অনুমতিদানের ওপর তা স্থগিত থাকবে। কেননা কাফালাত একটি স্বেচ্ছাসেবা। আর মুমূর্ষু রোগীর স্বেচ্ছাসেবা অসীয়তের বিধান গ্রহণ করে।[৫৭] (মৃতপ্রায় ব্যক্তি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসীয়ত করতে পারে; এর বেশি নয়।)

---

৫২. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৩৪

৫৩. আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৮

৫৪. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪, খ. ৫, পৃ. ৯৩; ((إكراه)) পরিভাষা, আল মওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যা, খ. ৬, পৃ. ৯৮; আশ শরহুস সগীর, খ. ৩, পৃ. ৪২৯, ৪৩২; টীকাসহ তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৪১, ২৫৮; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৬, দারুল ফিকর; আল খিরাশী, খ. ৩, পৃ. ১৭৫-১৭৬; আদ দুসূকী খ. ২ পৃ. ২৩৯; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ১৫৬

৫৫. শরহুল মুনতাহা, খ. ২, পৃ. ২৭৮; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৯৯; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৭৯

৫৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩০৬

৫৭. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৭৯; আয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ২৬২; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭১-৭৬; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৩

www.amarboi.org

শাফেয়ীদের মতে মুমূর্ষু রোগীর নেওয়া দায় তার মূল সম্পদ থেকে বাস্তবায়িত হবে। তবে যদি সে অসচ্ছল অবস্থায় দায় নেয় এবং মৃত্যু পর্যন্তই তার এ অসচ্ছলতা বহাল থাকে, অথবা সে এমন দায় গ্রহণ করে যা ঋণগ্রহীতা থেকে সে আদায় করতে পারবে না তাহলে তার দায়গ্রহণ এক তৃতীয়াংশেই সীমিত থাকবে। আর যদি ঋণ মুমূর্ষু রোগীর পূর্ণ সম্পদ পরিমাণ হয় আর এ ঋণের দায় মুমূর্ষু ব্যক্তিরই নেওয়ার ফয়সালা হয়ে যায়, তাহলে তার দায় নেওয়া বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে মুমূর্ষু রোগীকে ঋণদাতা তার নেওয়া দায় অনুমোদন করলে ভিন্ন বিষয়। (তখন দায় নেওয়া মুমূর্ষু রোগীর জন্য বৈধ হবে।) ঋণকে অগ্রবর্তী করার কারণ হলো, তা যামানের তুলনায় অগ্রবর্তী হয়।[৫৮]

মহিলার কাফালাত গ্রহণ (كَفَالَةُ الْمَرْأَةِ)

অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকীহ্ পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো বিভেদ করেন না। তবে মালেকীদের মতে, নারী যদি বিবাহিতা হয় তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদে তার নেওয়া দায় কার্যকর হবে। এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্তের ক্ষেত্রে দায় নেওয়া সহীহ্ হবে; তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তা আবশ্যক হবে না। যে অবিবাহিতা নারীর অভিভাবক নেই সে কাফালাত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের মতোই।[৫৯]

তৃতীয় রুকন : মূল ঋণদাতা (الْمَكْفُول لَهُ)

মাকফূল লাহু বা মূল ঋণদাতা সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা শর্ত। মাকফূল লাহু প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এমনিভাবে কাফীলের কাফালাত গ্রহণ তার পছন্দ করা এবং তা মেনে নেওয়ার বিষয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো-

১. মাকফূল লাহু সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা (كَوْنُ الْمَكْفُول لَهُ مَعْلُومًا لِلْكَفِيلِ)

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুযায়ী, শাফেয়ীগণ ও কাজী ইয়ায হাম্বলী রহ. মাকফূল লাহু সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা শর্ত বলে মনে করেন; কাফালাত নগদ হোক বা শর্তযুক্ত বা সময়ের সাথে যুক্ত হোক। যদি মাকফূল লাহু সম্পর্কে জানা না থাকে, যেমন কাফীল বলল, এই দালালের পক্ষ থেকে মানুষের যে ক্ষতি হবে আমি তার কাফীল, তাহলে কাফালাত বৈধ হবে না। এর কারণ, প্রাপ্য পরিশোধ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে নম্র ও কঠোর আচরণের বিবেচনায় মানুষের তারতম্য হয়ে থাকে। তাছাড়া দায় নেওয়া ব্যক্তিরও জানা থাকা উচিত ভবিষ্যতে সে ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে সদয়/যথাযথ আচরণ পাবে কিনা।

---

৫৮. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২২-৪২৩; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৩
৫৯. আল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২৬; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩০; আল ক্বাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়্যা, পৃ. ৩৫৩; আল মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ২৮৩

www.amarboi.org

আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ. চুক্তির মজলিসে সশরীরে অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে মাকফূল লাহুর উপস্থিতির শর্ত করেন। সুতরাং যদি মজলিসে অনুপস্থিত কারো পক্ষে কাফীল কাফালাত গ্রহণ করে, আর অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এই কাফালাতের সংবাদ পৌঁছার পর সে তা অনুমোদন করে, তবুও তাদের মতে কাফালাত বিধিসম্মত হবে না। যতক্ষণ না চুক্তির মজলিসে উপস্থিত কেউ তার পক্ষে কাফালাত অনুমোদন করে। কেননা, কাফালাতের মাঝে মালিক বানিয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্য আছে। আর মালিক বানানোর জন্য প্রস্তাব প্রদান এবং তা কবুল করা আবশ্যক। সুতরাং এ প্রস্তাব প্রদান এবং কবুলের বিষয়টি পূর্ণ হওয়া দরকার, যেহেতু এর মাধ্যমে চুক্তির মূল কাঠামো পরিপূর্ণ হয়। (তাই মাকফূল লাহুর উপস্থিতি আবশ্যক।)

আবু ইউসুফ রহ.-এর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা আছে। অগ্রাধিকার মত হলো মজলিসে অনুপস্থিত ব্যক্তির স্বার্থে কাফালাত অনুমোদিত, তার প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে এর সাথেই তিনি মাকফূল লাহু কে, তা কাফীলের জানা শর্ত বলে মনে করেন। কেননা, কাফালাত শরীয়তসম্মত হয়েছে ঋণের বিষয়টি দৃঢ় করার জন্য। সুতরাং মাকফূল লাহু যদি কাফীলের অজানা থাকে, তাহলে কাফালাতের উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হবে না।[৬০]

মালেকীদের, কাজী ইয়ায রহ. ব্যতীত হাম্বলীদের এবং বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত আরেকটি মত অনুযায়ী শাফেয়ীদের মত হলো, মাকফূল লাহু অজানা থাকা কাফালাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। এ অবস্থাতেও কাফালাত সহীহ হয়ে যাবে। সুতরাং যদি যামীন বলে, আমি যায়দের কাছে মানুষের পাওনা-ঋণের দায় নিলাম, অথচ তার জানা নেই কোন্ লোক নির্দিষ্টভাবে ঋণদাতা, তাহলে কাফালাত সহীহ হয়ে যাবে। এর দলিল হলো পূর্বে আলোচিত আবু কাতাদা রা.-এর হাদীস। আবু কাতাদা রা. মৃত ব্যক্তির ঋণের কাফীল হয়েছিলেন, অথচ তিনি মাকফূল লাহু কে, তা জানতেন না।[৬১]

২. মাকফূল লাহু প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া শর্ত

মালেকীগণ, হাম্বলীগণ ও আবু ইউসুফ রহ. মাকফূল লাহুর প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিস্ক হওয়া শর্ত করেন না।[৬২] যেহেতু কাফালাত সংঘটিত হয়ে যায় কাফীলের প্রস্ত

---

৬০. বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৬; আল মাবসূত, খ. ২০, পৃ. ০৯; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩১৪; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৪; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৮; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৪; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭১

৬১. আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; প্রাগুক্ত

৬২. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৮৩; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৫; আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১০২-১০৩; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৫

www.amarboi.org

াব পেশের মাধ্যমে; মাকফুল লাহুর সে প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। তাই মাকফুল লাহুর প্রস্তাব কবুলের যোগ্য হওয়া শর্ত নয়।

তবে আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে মাকফুল লাহুর প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া শর্ত। কেননা, তাদের মতে, কাফালাত চুক্তিতে কাফীলের প্রস্তাব দান এবং মাকফুল লাহুর প্রস্তাব গ্রহণ–দুটোরই প্রয়োজন পড়ে। সচেতন শিশু ও নির্বোধ ব্যক্তি কাফীলের প্রস্তাব গ্রহণ করা বৈধ। কেননা তাদের পাওনার দায়গ্রহণ তাদের নিছক উপকার সাধন। সুতরাং তাদের অভিভাবকদের অনুমোদনের ওপর তা ঝুলে থাকবে না।[৬৩]

৩. মাকফুল লাহুর প্রস্তাব গ্রহণ

কাফালাত সংঘটনের আলোচনায় উলেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে প্রস্তাব দান এবং তা কবুল করা ছাড়া কাফালাত চুক্তি পূর্ণ হবে না। তাদের মতে মাকফুল লাহুর কবুল করা রোকন। কেননা কাফালাত একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে মাকফুল লাহু কাফীলের নিকট তলব করার অধিকার বা কাফীলের যিম্মায় আবশ্যক একটি ঋণের অধিকার লাভ করে। যেহেতু কাফালাতের বিষয়টি এমন, তাই মাকফুল লাহুর কাফীলের প্রস্তাব গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা মানুষ তার অনিচ্ছায় কোনো অধিকারের মালিক হয় না। তাই কাফালাত হয়ে গেল বেচাকেনার চুক্তির ন্যায়, যা মালিকানার অধিকার দান করে। সুতরাং কাফালাত প্রস্তাব পেশ এবং তা গ্রহণ ছাড়া সংঘটিত হবে না।

পূর্ববর্তী আলোচনায় এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে : মালেকীগণ, হাম্বলীগণ, আবু ইউসুফ রহ. এবং বিশুদ্ধতম মতানুসারে শাফেয়ীগণ বলেন, কাফালাত চুক্তি পূর্ণ হয় শুধু কাফীলের প্রস্তাব দেওয়ার মাধ্যমে, তা মাকফুল লাহুর অনুমোদনের ওপর স্থগিত থাকে না। এর কারণ হলো, কাফালাত কাফীলের পক্ষ থেকে আবশ্যক করে নেওয়া একটি দায়িত্ব; মাকফুল লাহুর কাছে মাকফুল আনহুর পাওনা ঋণ পূর্ণ পরিশোধ করার দায়িত্ব। অথচ এ দায়িত্ব গ্রহণের পরও মাকফুল লাহুর (ঋণদাতার) ঋণগ্রহীতার ওপর অধিকার রহিত হয় না; যথারীতি বহাল থাকে। তাই এটি হলো আবশ্যককৃত বিনিময়হীন দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তাদের দুজনের কারো অধিকারে ক্ষতি বা ঘাটতি করছে না। বরং তা কাফীলের তরফে একটি স্বেচ্ছাসেবা। তাই শুধু তার বক্তব্যেই কাফালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। আবু কাতাদা রা.-এর হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ঋণদাতাকে চেনা বা তার কাফালাত গ্রহণের খোঁজ করা ছাড়াই মৃত ব্যক্তির কাফীল হওয়ার প্রস্তাব

---

৬৩. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৮৩; বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ২; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩১৪

www.amarboi.org

করেছেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাফালাত অনুমোদন করেছেন। এর ভিত্তিতে সে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়িয়েছেন।[৬৪]

চতুর্থ রুকন : ঋণগ্রহীতা (المَكْفُول عَنْهُ)

কতক ফকীহ কাফীলের জন্য মাকফূল আনহু সম্পর্কে জানা শর্ত মনে করেন। কারো কারো মতে মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে কাফালাত চুক্তিতে সন্তুষ্টি শর্ত। কারো কারো মতে মাকফূল আনহুর কাফালাতকৃত ঋণ পরিশোধে সক্ষম হওয়া শর্ত। বিস্তারিত নিম্নে দেওয়া হলো-

১. মাকফূল আনহু সম্পর্কে কাফীলের জানা থাকা

মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ, বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুযায়ী শাফেয়ীগণ এবং হাম্বলীগণ কাফীলের মাকফূল আনহুকে চেনা শর্ত নয় বলে মত দিয়েছেন। এর দলিল হলো পূর্বে বর্ণিত হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফালাত অনুমোদন করেছেন, তিনি জানতে চাননি কাফীল মাকফূল আনহুকে চেনে কিনা।[৬৫] তাছাড়া দায়গ্রহণ হচ্ছে স্বেচ্ছায় নিজের ওপর আবশ্যককৃত দান। সুতরাং মানতের মতো এখানেও কার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাদান করছে তা জানা শর্ত নয়। আর এ চুক্তির আবশ্যক বিধান হলো ঋণ পরিশোধ করা। সুতরাং ঋণের বাইরে অন্য কিছু জানার প্রয়োজন নেই।

হানাফীদের মতে, শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত বর্ণনা অনুযায়ী এবং হাম্বলীদের কোনো কোনো ফকীহের মতে, কাফীলের জন্য মাকফূল আনহু সম্পর্কে জানা শর্ত, যেন যামিন জানতে পারে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি তার প্রতি ভালো আচরণ করবে কিনা। শাফেয়ীগণ এ বিষয়ে আরেকটু কথা যোগ করে বলেন, মাকফূল আনহুকে জানা শর্ত, যেন মাকফূল আনহু সচ্ছল বা দ্রুত ঋণ পরিশোধ করে কিনা কাফীল তা জানতে পারে। হানাফীগণ বলেন, মাকফূল আনহু সম্পর্কে

---

৬৪. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৮৩; বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ২; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩১৪; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৪৫; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৮; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৫; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬৫; আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৭০-৭১, ১০২-১০৩; নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২৫২-২৫৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০০

৬৫. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৭-৩০৮; বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৬; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; মিনাহুল জলীল, খ. ৩, পৃ. ২৫২; মুগনীল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৪; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫৪; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭১

www.amarboi.org

কাফীলের জানা শর্ত, যদি কাফালাত থাকে শর্তযুক্ত বা সময়যুক্ত। পক্ষান্তরে কাফালাতটি নগদ হলে মাকফুল আনহু অজ্ঞাত থাকা কাফালাত সংঘটনের পথে প্রতিবন্ধক হবে না। এ কারণে যদি কেউ অপরকে বলে, কোনো লোকের কাছে তুমি যা বিক্রি করবে বা কাউকে যে ঋণ দেবে আমি তার কাফীল, তাহলে কাফালাত বিধিসম্মত হবে না। আর যদি কাফীল কাউকে বলে, অমুক বা অমুকের কাছে তোমার যে ঋণ দেনা আছে আমি তার কাফীল, তাহলে কাফালাত বৈধ হবে। তাই কাফীলের অধিকার থাকবে মাকফুল আনহু এ দুজনের মধ্যে কে, তা নির্ধারণ করার, যেহেতু সে ঋণের দায় নিয়েছে।[৬৬]

২. মাকফুল আনহু (ঋণগ্রহীতার) কাফালাতের ব্যাপারে সন্তুষ্টি

ফকীহগণ এই বিষয়ে একমত, কাফালাত বিধিসম্মত হওয়ার জন্য মাকফুল আনহুর সন্তোষ বা অনুমতিদান শর্ত নয়। বরং মাকফুল আনহুর অপছন্দ সত্ত্বেও কাফালাত গ্রহণ সহীহ হবে।[৬৭] পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু কাতাদা রা.-এর মৃত ব্যক্তির ঋণের কাফালাতগ্রহণ অনুমোদন করেছেন, অথচ মৃত ব্যক্তির পক্ষে সন্তোষ বা অনুমতি প্রদান- কোনোটাই সম্ভব নয়। (শর্ত হলে এ কাফালাত সহীহ-ই হতো না।) তা ছাড়া কাফালাত চুক্তি হলো কাফীলকে বলার অধিকার কাফীল কর্তৃক আবশ্যক করা। এই আবশ্যক করা কাফীলের নিজ সত্তায় একটি হস্তক্ষেপ, তাতে ঋণদাতার উপকার রয়েছে। অপরদিকে ঋণগ্রহীতার কোনো ক্ষতি নেই। এর কারণ, তার ক্ষতি হতো ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হলে। অথচ তার (এ মাসআলায়) ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক নয়। এর কারণ, কাফীল তার আদেশে কাফালাতের দায়িত্ব নিলে কাফীলকে দেনা ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কাফীলকে সে আদেশ দিয়ে থাকে তাহলে তার সম্মতি প্রকাশিত হবে। তার সম্মতিতে কাফীল কাফীল হলে দেনার বোঝা ঋণগ্রহীতার কাঁধে চলে আসবে।

তা ছাড়া অপরের ঋণ তার অনুমতি ছাড়া পরিশোধ করা জায়েয। তাই এ ঋণ পরিশোধের দায় নেওয়া তো আবশ্যকীয়ভাবে বৈধ হবে। যেমন মৃতের পক্ষ থেকে দায় নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ, যদিও মৃত ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ রেখে না যায়।[৬৮]

---

৬৬. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৭-৩০৮; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩০৩-৩০৪; বুলগাতুল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ১৫৬-১৫৭; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৮; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৫; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫৪; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭১

৬৭. ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬ পৃ. ৩০৪; মুগনীল মুহতাজ, খ. ২ পৃ. ২০০

৬৮. বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৬; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৯৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৪; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫৪

www.amarboi.org

এ বিধানের আলোকে, শিশু, পাগল বা অনুপস্থিত ব্যক্তি মাকফূল আনহু হলেও কাফালাত বৈধ হবে। কেননা এ অবস্থাগুলোতে সাধারণত এদের কাফালাতের প্রয়োজন হয়।[৬৯]

৩. মাকফূল আনহুর (ঋণগ্রহীতা) পক্ষে দায় নেওয়া বিষয় বাস্তবায়নের সক্ষমতা

হাম্বলীগণ এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে কাফালাত সহীহ হওয়ার জন্য মাকফূল আনহুর কাফালাতকৃত ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা শর্ত নয়। তাই যে কোনো ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে দায় নেওয়া বৈধ। সে ঋণী ব্যক্তি জীবিত হোক বা মৃত। সচ্ছল হোক অথবা নিঃস্ব। ঋণের কোনো কাফীল সে রেখে যাক বা না রেখে যাক।

হাদীস শরীফে আছে, أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَالَةَ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَلَا كَفِيلاً নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের পক্ষে কাফালাত সমর্থন করেছেন, যে মৃত ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ বা ঋণ পরিশোধের জন্য কাফীল রেখে যায় নি।[৭০] এ মতকে আরো সমর্থন করে নিঃস্ব মৃতকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দান বৈধ হওয়ার বিষয়টি, যদিও সে কিছুই রেখে যায়নি। এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কারো ঋণ পরিশোধ বৈধ হওয়া।

আবু হানিফা রহ.-এর মতে নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে কাফালাতকৃত ঋণ মাকফূল 'আনহুর পরিশোধের সক্ষমতা থাকা শর্ত। সুতরাং তার মতে ঋণগ্রহীতা -মৃত ব্যক্তি, যে কোনো সম্পত্তি বা ঋণের কাফীল রেখে যায়নি- তার পক্ষ থেকে দায় নেওয়া বৈধ নয়। কেননা মৃত এ অবস্থায় ঋণ পরিশোধে অক্ষম। ঋণ পরিশোধ করতে বলা হবে- সে তার অনুপযুক্ত। অথচ যামান হলো ঋণ বা সত্তা উপস্থিতির ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির দায়িত্বের সাথে অন্য ব্যক্তির দায়িত্ব যুক্ত করা। আলোচ্য অবস্থায় ঋণ পরিশোধ বা সেজন্য বলা- এ দুটোর কোনোটিই সম্ভব নয়। যেহেতু মৃত ব্যক্তি কোনো সম্পদ বা কাফীল ছাড়া মারা যাওয়ায় তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তা ঋণে ব্যাপৃত হওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। পূর্বোক্ত হাদীসটি তার মতে পূর্বে সংঘটিত কাফালাতে নবীজীর অনুমোদন বুঝিয়েছে; তা নতুন কাফালাত সংঘটনের অনুমোদন বোঝায়নি।

---

৬৯. হাদীসটির পূর্বে উদ্ধৃতি এসেছে।

৭০. বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৬; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩১৭-৩১৮; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩১; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৩

www.amarboi.org

হাদীসটিতে আবু ক্বাতাদা রা. স্বেচ্ছায় দানের ওয়াদা করেছেন, আর মৃতের পক্ষ থেকে এমন ওয়াদা বৈধ।[৭১]

পঞ্চম রুকন : কাফালাতকৃত বিষয় (مَحَل الْكَفَالَة)

কখনো সম্পদের ও ঋণের কাফালাত হয়ে থাকে, অনেক ফকীহ এ ক্ষেত্রে যামান শব্দ ব্যবহার করেন। আর কখনো কাফালাত হয়ে থাকে সত্তার। এর জন্য কতক ফকীহ কাফালাতুল বাদান বা কাফালাতুল ওয়াজহ (সত্তার কাফালাত) শব্দ ব্যবহার করেন।

প্রথমত সম্পদের কাফালাত (كَفَالَةُ الْمَال) কাফালাতকৃত বিষয় কখনো ঋণ হয়ে থাকে, কখনো হয় নগদ বস্তু। প্রতি অবস্থার বিচারে বিধানে পরিবর্তন হয়।

ক. ঋণের কাফালাত (كَفَالَةُ الدَّيْن)

ফকীহগণ ঋণের কাফালাত সহীহ হওয়ার জন্য 'সহীহ ঋণ' ও দায়িত্বে আবশ্যক হওয়া শর্ত করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

১. ঋণটি সহীহ ও বিধিসম্মত হওয়া (ان يكون دينا صحيحا)

কাফালাতকৃত ঋণের ক্ষেত্রে তা বিধিসম্মত হওয়া শর্ত। বিধিসম্মত ঋণ হলো যা পরিশোধ করা বা তা থেকে অব্যাহতি দান ছাড়া তা মাফ হয় না। এ কারণে স্ত্রীর খোরপোষ সাব্যস্ত করা হলে তার কাফালাত গ্রহণ বৈধ, বিচারকের রায়ের মাধ্যমে বা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে যেভাবেই সে খোরপোষ সাব্যস্ত হোক এবং তা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতকালের যে সময়ের জন্যে হোক।

ইমাম শাফেয়ী রহ. তার নতুন মত অনুযায়ী বলেন, বিবাহ-চুক্তি এবং সহবাসের সুযোগদানের মাধ্যমে স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া আবশ্যক হয়। তখন ভবিষ্যৎ খোরপোষের দায় নেওয়া বৈধ নয়।[৭২]

যদি ঋণটি বিধিসম্মত হয় তাহলে অধিকাংশ ফকীহ– হানাফী, মালেকী, হাম্বলীগণ ও পুরোনো মত অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী রহ. ঋণের পরিমাণ, গুণ ও নির্দিষ্ট অংক জানা জরুরি বলে মনে করেন না, যেহেতু কাফালাত হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবা ও স্বেচ্ছাদান। স্বেচ্ছায় দানের পরিমাণ অজানা থাকলেও তা বৈধ হয়, যেমন মানত। তা ছাড়া অজানা পরিমাণের কাফালাত গ্রহণের প্রচলনও আছে। মানুষের এমন লেনদেনের প্রয়োজন এমন কাফালাতের বৈধতাকে আরো

---

৭১. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৮৩-২৮৪; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৬; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৪

৭২. ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৯৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৯৪; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৬; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭২

www.amarboi.org

জোরদার করে। যেমন কাফীল বলল, অমুকের কাছে তোমার যা দেনা আছে আমি তার কাফীল হলাম। অথচ দেনা ও ঋণের পরিমাণ তার অজানা। তবে হাম্বলীদের মতে অজানা পরিমাণ ঋণের কাফালাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ভবিষ্যতে তার পরিমাণ জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শাফেয়ী রহ.-এর মতে নতুন বর্ণনা অনুযায়ী, অজানা ঋণের কাফালাত বৈধ নয়। এ মতই গ্রহণ করেছেন সাওরী, লাইছ ইবনু আবী লায়লা, ইবনুল মুনযির প্রমুখ। কেননা কাফালাত হলো ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আবশ্যক করে নেওয়া। অজানা বিষয়ের দায়গ্রহণ হলো প্রতারণা, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং ঋণের পরিমাণ জানা আবশ্যক, যেন কাফীল তার নেওয়া দায়ের বিষয়ে এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট অবস্থানে থাকে।[৭৩]

২. ঋণটি দায়িত্বে আবশ্যক হওয়া (أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فِي الذِّمَّةِ)

হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণের মতে এবং পুরোনো বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে কাফালাতকৃত ঋণ কাফালাত চুক্তির সময় বা ভবিষ্যতে দায়িত্বে আবশ্যক হওয়া শর্ত। এ কারণে প্রতিশ্রুত ঋণের কাফালাত নেওয়া সহীহ, যদিও সে ঋণ কাফালাত সংঘটনের সময় বর্তমান না থাকে। কেননা, এ ঋণ পরবর্তী কালে আবশ্যক হয়ে যাবে। এর উদাহরণ হলো, কাফীল কাউকে বলল, অমুককে ঋণ দাও। তাকে যা ঋণ দেবে আমি তার কাফীল।[৭৪]

নতুন বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে কাফালাত সংঘটনের সময় ঋণ দায়িত্বে সাব্যস্ত হওয়া শর্ত। অতএব, ভবিষ্যত প্রতিশ্রুত ঋণের কাফালাত গ্রহণ সহীহ নয়। শাফেয়ী রহ.-এর এ মত অর্থাৎ দায়িত্বে সাব্যস্ত হওয়ার আগে ঋণের দায় গ্রহণ সহীহ না হওয়ার কারণ হলো, কাফালাত অর্থ ঋণ পরিশোধে একজনের দায়িত্ব অপরের দায়িত্বে যুক্ত হওয়া। সাব্যস্ত হওয়ার আগে ঋণ কারো দায়িত্বে আসে না। তাই এ অবস্থায় কাফালাতের অর্থও প্রতিষ্ঠিত হয় না।[৭৫]

হকদার বের হলে বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাফালাত গ্রহণ সকল ফকীহের ঐকমত্যে বৈধ, যদিও তা কাফীল হওয়ার সময়ে সাব্যস্ত হয় না, তাই এখনই তা

---

৭৩. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৩; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৬; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭২-৭৩

৭৪. টীকাসহ তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২১৭; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১০২; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৫-৩২৬

৭৫. ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৯৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৯৪; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১২১-১২২; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৬-৭৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০১

www.amarboi.org

আবশ্যক হয় না। যেহেতু এ কাফালাত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী দুই চুক্তিকারীর কারো ব্যয়কৃত (সম্পদ বা বস্তু)র বিপরীতে যদি হকদার পাওয়া যায় অথবা তা (সম্পদ বা বস্তু) দোষযুক্ত বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়, আর এ কারণে তা ফেরত দেওয়া লাগে, (উল্লিখিত অবস্থাগুলোতে) ফেরতকৃত বস্তুটির দায় নেওয়া বৈধ। মূল্য গ্রহণ করার আগে এই ফেরত দেওয়া হয়ে থাকুক বা মূল্য গ্রহণ করার পরে, তাতে কোনো ভিন্নতা হবে না।

শাফেয়ীদের গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, উপরিউক্ত দায় নেওয়া মূল্য গ্রহণের পরই বৈধ। কেননা এ ব্যক্তি তো শুধু বিক্রেতার কর্তৃত্বে আসা বস্তুর দায় নেয়। তাই বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করার পরই তা এই ব্যক্তির দায় নেওয়ার অধীনে আসে।

ضَمَانُ الدَّرْكِ 'যামানুদ দারক' হলো বিক্রীত পণ্যের কোনো হকদার বের হলে বা দ্বিতীয় বিক্রির আগে দাবিকৃত শুফআর ভিত্তিতে পণ্য দখল করা হলে ক্রেতার জন্য মূল্যের দায় নেওয়া। 'যামানুদ দারক' মূল্যের সাথে বিশিষ্ট নয়। বরং বিক্রীত পণ্যের ক্ষেত্রেও তার বিধান প্রযোজ্য। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মূল্যেও কোনো দাবিদার বের হলে বা পূর্ব দাবিকৃত শুফআর ভিত্তিতে তা দখল করা হলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তি বিক্রেতার পক্ষে দায় নেবে।[৭৬]

কোনো কাজের নির্ধারিত পারিশ্রমিক পরিশোধের কাফালাত নেওয়া হানাফী, মালেকী ও হাম্বলীদের মতে বৈধ। কাজ শুরু করার আগে বা পরে যখনই এই কাফালাত নেওয়া হোক না কেন, তা বৈধ হবে। কেননা এ পারিশ্রমিক অবশ্যই আবশ্যক হবে। শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী কাজ শেষ করার আগে পারিশ্রমিকের কাফালাত নেওয়া বৈধ নয়। কেননা পারিশ্রমিক নিজে নিজে আবশ্যক হয় না; বরং কাজ করার মাধ্যমেই তা আবশ্যক হয়। বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত শাফেয়ীদের অপর একটি মতে কাজ শুরু করার পরেই পারিশ্রমিকের কাফালাত গ্রহণ বৈধ।[৭৭]

খ. সত্তার কাফালাত গ্রহণ (كَفَالَةُ الْعَيْنِ)

ضَمَانُ الْعَيْنِ বস্তুসত্তার কাফালাত বা দায় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, কাফীল মূল বস্তুটি অক্ষত থাকলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার দায় নেবে। আর তা অক্ষত না থাকলে তার অনুরূপ বস্তু বা তার মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার দায় নেবে।

---

৭৬. ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৯৮; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৬; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৪

৭৭. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৯; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৫

www.amarboi.org

মূল ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার হক সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়ার ভিত্তিতে বস্তুর কাফালাত গ্রহণের বিধান নিয়ে ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সে বিস্তারিত বিবরণ হলো :

কাফালাতকৃত বস্তুটি হয়ে থাকে কখনো দায়বদ্ধ। সে বস্তুর দায়বদ্ধতা নিজ থেকে হতে পারে, হতে পারে অন্য কিছুর মাধ্যমে। আর কখনো কাফালাতের বস্তুটি তার গ্রহণকারীর হাতে আমানত হিসেবে থাকে। এভাবে কাফালাতকৃত বস্তুর মোট তিনটি অবস্থা হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

ক. নিজ থেকে দায়বদ্ধ বস্তু (الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِنَفْسِهَا)

নিজ থেকে দায়বদ্ধ বস্তু এমন, যা তার বর্তমান ভোক্তার জন্য মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া আর নষ্ট হলে তার অনুরূপ বা মূল্য দেওয়া আবশ্যক। এর উদাহরণ হলো : কেড়ে নেওয়া বস্তু বা কেনার জন্য দরদামকৃত বস্তু।

হানাফী, হাম্বলী ও শাফেয়ীদের এক মতে এ প্রকারভুক্ত বস্তুর কাফালাত গ্রহণ বৈধ। সুতরাং অক্ষত থাকলে বস্তুটি ফিরিয়ে দেওয়ার দায় নেবে কাফীল। আর বস্তুর সমতুল্য নমুনা রয়েছে এমন জাতীয় বস্তু হলে তার সদৃশ বস্তু, আর সদৃশ বস্তু না হয়ে তা মূল্য-নির্ধারিত বস্তু হলে তার মূল্য দেওয়ার দায় নেবে। ফাসিদ বিক্রিতে বিক্রীত বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও হানাফীদের মতে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য।

মালেকীদের মতে, যা শাফেয়ীদের অপর একটি বর্ণনা, বস্তুর কাফালাত গ্রহণ বৈধ নয়। তবে বস্তুর হকদার বের হলে বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া বর্তমান ভোক্তার জন্য আবশ্যক হবে। বস্তুর কাফালাত বৈধ হবে, যদি নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে এভাবে কাফালাত নেয় যে, বস্তুটির ব্যবহারে অবহেলা বা অতিরিক্ত ব্যবহার হলে তার মূল্য বা অনুরূপ দেওয়ার দায় নিলাম। এ বিধানের আলোকে, যদি কেড়ে নেওয়া বস্তুটি হুবহু ফিরিয়ে দেওয়ার দায় গ্রহণ করে, তবে এ দায় নেওয়া সহীহ হবে না। কিন্তু যদি বস্তুটি ফেরত দেওয়া অসম্ভব হলে তার ক্ষতিপূরণের দায় নেয় তাহলে দায় নেওয়া বৈধ হবে।[৭৮]

খ. অন্য কিছুর মাধ্যমে দায়বদ্ধ বস্তু (الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا)

এটা হলো এমন বস্তু যা অক্ষত থাকলে বর্তমান ভোক্তা মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। তবে বস্তুটি নষ্ট হলে তার অনুরূপ বস্তু বা মূল্য দেওয়া আবশ্যক নয়। বরং এ অবস্থায় তার ওপর অন্য একটি দায় চলে আসে।

---

৭৮. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৫

www.amarboi.org

এর উদাহরণ হলো বিক্রেতার হাতে থাকা পণ্য। এ পণ্য মূল্য দ্বারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। এখন পণ্যটি নষ্ট হলে ক্রেতার মূল্য পরিশোধ করা লাগবে না, যেহেতু পণ্যটি বিক্রেতা তাকে দেয়নি। যদি বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করে থাকে তাহলে মূল্যও ক্রেতার কাছে ফেরত দিতে হবে। বন্ধকগ্রহীতার হাতে বন্ধক রাখা বস্তুটার বিধানও এমন। যদি বস্তুটির মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি হয় তাহলে বস্তুটি ঋণ দ্বারা দায়বদ্ধ। আর যদি বস্তুটির মূল্য কম হয় তাহলে ঋণের মাঝে বস্তুটির মূল্য পরিমাণ অর্থ দ্বারা তা দায়বদ্ধ।

হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, এ শ্রেণীভুক্ত বস্তুগুলো অক্ষত থাকলে অর্পণের দায়গ্রহণ বৈধ। যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কাফালাতের দায় বাতিল হয়ে যায়। কেননা এ জাতীয় বস্তু যখন নষ্ট হয় তখন তা বর্তমান ভোক্তার হাতে উপযুক্ত দায়ে আবদ্ধ বস্তুর বিপরীতে নষ্ট হয়। যেমন বিক্রীত পণ্য মূল্যের দ্বারা দায়বদ্ধ। বিক্রেতার হাতে তা নষ্ট হলে ক্রেতার আর সে বস্তুর মূল্য প্রদান করতে হয় না।[৭৯]

মালেকীদের মতে, যে কোনো মূল বস্তু হুবহু অর্পণ করার শর্তে কোনো বস্তুর দায় নেওয়া বৈধ নয়।[৮০] পূর্বে আলোচিত নিজ থেকে দায়বদ্ধ বস্তুর আলোচনায় শাফেয়ী রহ.-এর যে দুটি মত উল্লেখ করা হয়েছে, সে মতগুলো বর্তমান শ্রেণীভুক্ত বস্তুগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৮১]

গ. আমানত (الأمانة)

যে সকল বস্তু ভোক্তার হাতে আমানত হিসেবে থাকে, সেসব হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মতে দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ : যা তার বর্তমান ভোক্তার হস্তান্তর করা আবশ্যক। অর্থাৎ ভোক্তা বস্তুটি মূল মালিকের কাছে হস্তান্তরের চেষ্টা করায় দায়বদ্ধ। যেমন ধার হিসেবে নেওয়া বস্তু যে ধার নিয়েছে তার হাতে এবং ভাড়া নেওয়া বস্তু ভাড়াটের হাতে থাকা অবস্থায় তা মূল মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ায় তারা দায়বদ্ধ। এ শ্রেণীভুক্ত বস্তু হস্তান্তরের দায় নেওয়া বৈধ, যেহেতু এর বর্তমান ভোক্তার এগুলো অর্পণ করা আবশ্যক। এ শ্রেণীভুক্ত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে কাফীলের ওপর কোনো দায় আসবে না, যেহেতু এগুলো আমানত ছিল। আর আমানত নষ্ট হলে মূল্যহীনভাবে নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় প্রকার হলো যা তার ভোক্তার মূল মালিকের কাছে পৌছানো আবশ্যক নয়। বরং মূল মালিকের কর্তব্য এগুলো কব্জায় নেওয়ার চেষ্টা করা। যেমন

---

৭৯. আল হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৯৮; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৮; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪
৮০. ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৪
৮১. ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩১২-৩১৩; আল ফাতাওয়া 'আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪

www.amarboi.org

আমানতরূপে গচ্ছিত সম্পদ ও মুদারাবার সম্পদ। এ শ্রেণীভুক্ত বস্তু মালিকের হাতে অর্পণের কাফালাত গ্রহণ বৈধ নয়। যেমন এগুলোর মূল্য পরিশোধের দায়গ্রহণ বৈধ নয়। যেহেতু মূল বস্তু বা তার মূল্য-দুটির কোনোটি বর্তমান ভোক্তার হাতে দায়বদ্ধ নয়। ভোক্তার তা সোপর্দ করা আবশ্যক নয়। আর কাফালাত আবশ্যক দায় ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না।[৮২]

মালেকীদের মতে আমানতরূপে গচ্ছিত সম্পদ, ধারকৃত বস্তু ও মুদারাবার সম্পদের দায় নেওয়া বৈধ নয়। তবে যদি এগুলোর কোনোটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বর্তমান ভোক্তা তার মূল বস্তু ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। আর যদি এ বস্তুগুলোর দায় নেয় এই বলে যে, যদি অবহেলা বা অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে বস্তুটি নষ্ট হয় তাহলে সে মূল্য বা অনুরূপ বস্তু দিতে বাধ্য থাকবে, তাহলে এই দায় নেওয়া বৈধ ও আবশ্যক হবে। কেননা এমন দায়গ্রহণ হলো ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার শর্তে শর্তযুক্ত কাফালাত, যা মালেকীদের মতে বৈধ।[৮৩]

শাফেয়ীদের মতে, বস্তু যদি বর্তমান ভোক্তার কাছে দায়বদ্ধ না থাকে যেমন অভিভাবক, প্রতিনিধি বা ব্যবসার শরীকের হাতে সম্পদ বা ঋণ, তাহলে এ বস্তুর দায়গ্রহণ বৈধ হবে না। কেননা এ সকল বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক নয়; আবশ্যক হলো বস্তুর দায় থেকে মুক্তি।[৮৪]

হাম্বলীদের মতে, আমানতসমূহ যেমন আমানতরূপে গচ্ছিত সম্পদ, ভাড়া নেওয়া বস্তু, অংশীদারি ব্যবসার বস্তু, মুদারাবার বস্তু এবং ধোপা বা দর্জির কাছে দেওয়া বস্তুর দায় নেওয়া সহীহ নয়, যদি বিনা ক্ষতিতে এগুলোর দায় নেয়। এর কারণ হলো, বস্তুগুলো বর্তমান ভোক্তার কাছে দায়বদ্ধ নয়। তাই এগুলোর দায় যে নেবে তার কাছেও এগুলো দায়বদ্ধ থাকবে না। তবে যদি ব্যবহারে অবহেলার ভিত্তিতে এগুলোর দায় নেয়, তাহলে –ইমাম আহমদ রহ.-এর বক্তব্য বাহ্যিকভাবে যা বোঝায় তা হচ্ছে– এই দায় বৈধ হবে। এ বিধানের আলোকে বলা চলে, বস্তু যদি অবহেলা বা বেশি ব্যবহার ছাড়া নষ্ট হয় তাহলে দায়গ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি অবহেলা বা বেশি ব্যবহারের কারণে নষ্ট হয় তাহলে বর্তমান ভোক্তার তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হবে। দায় নেওয়া ব্যক্তির জন্যও তা আবশ্যক হবে। কেননা বস্তুটি এখন ভোক্তার হাতে দায়বদ্ধ। তাই বস্তুটির দায় গ্রহণকারীর

---

৮২. আল হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৯৮; আল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২৮; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪

৮৩. ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪১৪

৮৪. আল মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৭৬

www.amarboi.org

জন্যও তা দায়বদ্ধ থাকবে। যেমন লুটে নেওয়া দ্রব্য ও ধারকৃত বস্তু। মূলত এ ধরনের দায় নেওয়া হলো, আবশ্যক নয় এমন বস্তুর দায় নেওয়া, হাম্বলীদের মতে যা বৈধ।[৮৫]

দ্বিতীয় : ব্যক্তির কাফালাত (كَفَالَةُ النَّفْسِ)

এটি হলো এমন কাফালাতকৃত ব্যক্তিকে মাকফূল লাহুর কাছে বা ফয়সালার মজলিসে বা এ জাতীয় কোথাও উপস্থিত করার দায়িত্ব নেওয়া।[৮৬] এ অবস্থায় মাকফূল বিহী আর মাকফূল আনহু অভিন্ন হয়ে যায়।

ব্যক্তির কাফালাতগ্রহণ, এর দায় সম্পর্কে ফকীহদের বক্তব্য কিছুটা মতভেদপূর্ণ, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে :

ক. ব্যক্তির কাফীল হওয়ার বিধান (حُكْمُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ)

হানাফী[৮৭] মালেকী[৮৮] ও হাম্বলী আলেমদের[৮৯] মতে ব্যক্তি উপস্থিতির কাফালাত গ্রহণ বৈধ। শুরাইহ, সাওরী, লাইছ বিন সা'দ ও অন্যদেরও এই সিদ্ধান্ত।[৯০] এ মতের দলিল হলো, আয়াতে কারীমায় ইরশাদ হয়েছে :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ.

"তিনি (ইউসুফ আ.-এর বাবা) বললেন, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করো যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় না হও।"[৯১]

হামযা বিন আমর আসলামী রা. বর্ণনা করেন, ওমর রা. তাকে যাকাত সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছিলেন। তখন এক লোক নিজ স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস করে। হামযা রা. এই ব্যক্তির পক্ষ থেকে কয়েকজন কাফীল নিয়ে ওমর রা.-এর দরবারে হাজির হলেন। ওমর রা. এই লোককে একশ বেত্রাঘাত করেছিলেন। এ সময় তিনি কাফীলদের অপরাধীকে উপস্থিত করার কাফালাত অনুমোদন করেছিলেন। আর

---

৮৫. আশ শারকাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২ পৃ. ১১৯

৮৬. ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫ পৃ. ৩০৩; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬ পৃ. ৬; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬ পৃ. ২৮৫

৮৭. আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; আল মাওয়াক্ব, খ. ৫, পৃ. ১০৫; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৯১

৮৮. কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬২; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৯৫

৮৯. আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৯৫-৯৬

৯০. সূরা ইউসুফ, আয়াত ৬৬

৯১. ত্বাহাবী এ হাদীসটি শরহু মা'আনিল আছার-এ উদ্ধৃত করেছেন, খ. ৩, পৃ. ১৪৭; বুখারী তা সহীহ গ্রন্থে সনদহীন উদ্ধৃত করেছেন, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪৬৯

www.amarboi.org

(বিবাহিত ব্যক্তির যিনায় লিপ্ত হওয়ার শাস্তি) না জানার কারণে তাকে অক্ষম গণ্য করেছেন। (তাই তাকে পাথর নিক্ষেপের হুকুম দেননি।)[৯২]

ইবনে হাজার রহ. বলেন, এ ঘটনা থেকে ব্যক্তির কাফালাত গ্রহণ বৈধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। হামযা বিন আমর রা. ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি এই শ্রেণীর কাফীল গ্রহণ করলেন। আর ওমর রা. সেই সময়ে, যখন প্রচুর সাহাবী বিদ্যমান, এ কাফালাত অপছন্দ করলেন না।[৯৩]

ইমাম বুখারী রহ. জারীর ও আশআছ -এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর আমল বর্ণনা করেছেন। যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পর পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হতে আগ্রহী হয়েছিল, তিনি তাদের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা হচ্ছে, তিনি তাদের তাওবা করালেন ও তাদের পক্ষে কাফীল গ্রহণ করলেন। তখন তারা তওবা করল এবং তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী তাদের পক্ষে কাফীল হলো। ইবনে হাজার রহ. ইবনুল মুনীরের সূত্রে বলেন, ইমাম বুখারী রহ. ঋণ পরিশোধের দায়ে ব্যক্তির কাফালাত গ্রহণ বিধিসম্মত হওয়ার বিষয়টি হদ (শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তি) প্রদানের জন্য ব্যক্তিসত্তার কাফালাত গ্রহণ বৈধ হওয়া থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। আর ব্যক্তি উপস্থিত করার কাফালাত গ্রহণ তো সকল ফকীহের মতে বৈধ।[৯৪]

শাফেয়ীদের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার কাফালাত নেওয়া একপ্রকার বৈধ। যেহেতু মানুষের এ ধরনের কাফালাত গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এ কাফালাত বৈধ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আয়াতে কারীমায় :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ.

"তিনি (ইউসুফ আ.-এর বাবা) বললেন, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করো যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় না হও।"

অন্য মত অনুযায়ী এ কাফালাত বৈধ নয়। কারণ, স্বাধীন ব্যক্তি অন্যের অধীন হতে পারে না। আর অন্য কেউ তাকে সোপর্দ করতে পারে না। তবে কতক শাফেয়ীর মতে প্রথমটিই চূড়ান্ত মত।[৯৫]

---

৯২. ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪৭০

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৩; ক্বালয়ূবীর টীকা, খ. ২, পৃ. ৩২৭

৯৫. ইবনু 'আবিদীন খ. ৫, পৃ. ২৯৭-২৯৮; বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮; ফাতহুল ক্বাদীর খ. ৬, পৃ. ২৮৫

www.amarboi.org

খ. ব্যক্তিসত্তার কাফালাতে দায় (مَضْمُوْنُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ)

দেনাদারের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে ব্যক্তিসত্তার কাফালাত গ্রহণ বৈধ হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু যার ওপর হদ্দ (শাস্তি) বা কিসাসের হুকুম দেওয়া হয়েছে তাকে সশরীরে উপস্থিত করা বৈধ হওয়ার বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো :

হানাফী ফকীহদের মতে দেনাদারকে উপস্থিত করার দায়গ্রহণ বৈধ। কেননা এটি হলো উপস্থিতি-আবশ্যক ব্যক্তিকে উপস্থিত করার দায় এমন মজলিসে, যেখানে তার উপস্থিতি কাম্য। এ কাফালাত শর্ত করা ছাড়া ব্যক্তির ঋণকে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন কাফীল বলল, যদি অমুক সময়ে তাকে অমুক মজলিসে উপস্থিত করতে না পারি তাহলে তার ঋণের দায় আমার ওপর বর্তাবে।

হানাফীদের মতে যার ওপর যিনা বা মদপানের হদ, এ জাতীয় নিছক আলাহর হক হিসাবে শাস্তির পরোয়ানা আছে, তাকে সশরীরে উপস্থিতির কাফালাত নেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু এ জাতীয় হদ সন্দেহের ভিত্তিতে রহিত হয়ে যায়। তাই এমন হদকে মজবুত করা শোভনীয় নয়। এ ক্ষেত্রে কাফালাতকৃত ব্যক্তির মনোতুষ্টি হোক বা না হোক, তার বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের আগে কাফালাত করা হোক বা তার পর, উভয় অবস্থার বিধান একই; কাফালাত বৈধ হবে না।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বান্দার হক মিশ্রিত হদের অভিযোগ রয়েছে, যেমন কোনো সতীর প্রতি যিনার অপবাদ দেওয়ার হদ অথবা যার কিসাস আবশ্যক, তাকে সশরীরে উপস্থিতির কাফালাত গ্রহণ সকল হানাফী ফকীহের ঐকমত্যে বৈধ, যদি কাফালাতকৃত ব্যক্তির তাতে মনোতুষ্টি থাকে। কেননা এ কাফালাতের আবশ্যক বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব। তা হলো ব্যক্তিকে সোপর্দ করা। যেহেতু উল্লিখিত দু অবস্থাতে ব্যক্তিকে সোপর্দ করা আবশ্যক। সুতরাং এ শ্রেণীর কাফালাত নেওয়া ব্যক্তিকে তার নেওয়া দায়িত্বের বিষয়ে বলা হবে। এভাবে এ কাফালাতে উপস্থিতির দায়টি মূল ঋণগ্রহীতার সাথে সাথে কাফীলের দায়িত্বেও যুক্ত হয়।

মূল ব্যক্তি যেহেতু কিসাস ও যিনার অপবাদ দেওয়ার কারণে হদের মজলিসে উপস্থিতির জন্য নিজ সত্তা কোনোপ্রকার জোর জবরদস্তি ছাড়া কাফীলকে সোপর্দ করতে প্রস্তুত নয়, তাই আবু হানিফা রহ.-এর মতে এ ব্যক্তির উপস্থিতির কাফালাত নেওয়া বৈধ নয়। অর্থাৎ মূল ব্যক্তিকে বিচারকের মজলিসে উপস্থিত করার জন্য কাফীলকে বাধ্য করা যাবে না, যদিও তাকে উপস্থিত করা হলে মূল ব্যক্তির প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের সুযোগ পাবে। তবে সাহেবাইনের মতে এ ব্যক্তিকে উপস্থিতির দায়গ্রহণ বৈধ। যেহেতু এ ব্যক্তির

www.amarboi.org

সাথে বান্দার হক জড়িয়ে আছে। তাই বান্দার হক আদায় করার জন্য তা মজবুত করা উচিত।[৯৬]

মালেকীগণ এ শ্রেণীর কাফালাতকে দু'ভাগে ভাগ করেন।

ক. সত্তার দায় নেওয়া (ضَمَانُ الْوَجْهِ)

এ দায়ের অর্থ হলো, দায়গৃহীত ব্যক্তিকে প্রয়োজনের সময়ে সশরীরে উপস্থিত করার আবশ্যকীয় দায়। শুধু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এ দায় নেওয়া বৈধ। কেননা এই কাফালাতের দাবি হলো, ঋণদাতার কাছে ঋণগ্রহীতাকে উপস্থিত করা, যেন ঋণদাতা দেনাদার থেকে তার পাওনা উসুল করে নিতে পারে। এ বিধানের আলোকে হদ, কিসাস বা তা'যীর (বিচারকের বিবেচনায় অর্পিত শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তি) সাব্যস্ত ব্যক্তির জন্য এই দায় নেওয়া বৈধ নয়।[৯৭] স্ত্রীর এই প্রকার দায় নেওয়া বিষয় স্বামীর রদ করার এখতিয়ার আছে। স্ত্রীর নেওয়া দায় স্বামীর জন্য হোক বা অন্য কারো জন্য। স্ত্রীর নেওয়া দায় তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ বা তার চেয়ে কম-বেশি যা-ই হোক না কেন– স্বামীর এই এখতিয়ার থাকবে। কেননা এ দায়ের ক্ষেত্রে দায়গৃহীত ব্যক্তির খোঁজে স্ত্রীর বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। আর তাতে স্বামীর কষ্ট হবে।[৯৮]

খোঁজ করার দায়গ্রহণ (الضَّمَانُ بِالطَّلَبِ)

এটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে খোঁজা ও হারিয়ে গেলে তার অনুসন্ধান করে তার অবস্থান জানানোর দায়; তাকে উপস্থিত করার দায় নয়। কারো কারো মতে, তাকে উপস্থিতির দায়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

এ কারণে যাকে সম্পদ সংশিষ্ট কারণে অথবা কিসাস হদ বা তাযীরের মতো মানুষের সাথে জড়িত দৈহিক শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে খোঁজা হচ্ছে এমন সাব্যস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ প্রকার দায় গ্রহণ করা বৈধ। যেমন কাফীল বলল, আমি তাকে খোঁজার দায় নিলাম বা খোঁজা ছাড়া আমার দায়িত্বে অন্য কিছু নেই বা আমি শুধু তার সত্তার দায় নিলাম অথবা আমি তার সত্তার দায় নিলাম এই শর্তে যে তাকে না পেলে ঋণের দায় আমার ওপর বর্তাবে না।[৯৯]

---

৯৬. আদ দারদীর ও টীকাসহ আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৪৪; আল মাওয়াক্ব, খ. ৫, পৃ. ১০৫
৯৭. আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৪৪
৯৮. আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬; আল মাওয়াক্ব, খ. ৫, পৃ. ১০৫
৯৯. রওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ২৫৩; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৯; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৭-৩২৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৩১; টীকাসহ তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৫৮-২৬১

www.amarboi.org

শাফেয়ীদের মতে সত্তার কাফালাত গ্রহণের সারকথা হচ্ছে যা ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন, কাফালাতকৃত ব্যক্তিকে সশরীরে উপস্থিতির দায় গ্রহণ। সুতরাং বিচার মজলিসে যার উপস্থিতি আবশ্যক বা যাকে উপস্থিত করা আবশ্যক তার সত্তার কাফালাত গ্রহণ বৈধ। তাই যার ওপর কারো সম্পদ সম্পর্কিত প্রাপ্য রয়েছে তাকে সশরীরে উপস্থিতির কাফালাত নেওয়া বৈধ। যেমন ঋণগ্রহীতা, মজুর ও কাফীল। এমনিভাবে যার বিরুদ্ধে কারো হক সম্পর্কিত শাস্তি যেমন কিসাস বা যিনার অপবাদ দেয়ার শাস্তির পরোয়ানা আছে, –অধিক প্রকাশিত বর্ণনামতে- তাকে সশরীরে উপস্থিতির দায়গ্রহণ বৈধ। কারো কারো মতে, কিছুতেই এমন কাফালাত বৈধ হবে না। যার বিরুদ্ধে শুধু আল্লাহর হক সম্পর্কিত হদের পরোয়ানা আছে, নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী তাকে সশরীরে উপস্থিতির কাফালাত নেওয়া বৈধ হবে না। অন্য বর্ণনামতে, এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে।

যদি কেউ কোনো দেনাদারকে উপস্থিতির কাফালাত গ্রহণ করে তাহলে ঋণের পরিমাণ জানা শর্ত নয়। কেননা এ ঋণ পরিশোধ করা কাফীলের দায়িত্ব নয়। তবে এ ঋণ এমন হওয়া শর্ত, যার দায় নেওয়া সহীহ।

শিশু ও পাগলকে সশরীরে উপস্থিত করার কাফালাত তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে বৈধ হবে। যেহেতু সম্পদ নষ্ট ও এ জাতীয় বিষয়ে তাদের অবস্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য কায়েম করার প্রয়োজন হয়, তাই তাদের উপস্থিত করা কখনো আবশ্যক হয়ে যায়। এমনিভাবে অনুপস্থিত ও বন্দীকে সশরীরে উপস্থিত করার কাফালাত গ্রহণ বৈধ হবে। যদিও এ কাফালাতের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে লাভ করা অসম্ভব। মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পূর্বে উপস্থিতির কাফালাত গ্রহণ বৈধ, যেন ওয়ারিসের অনুমতিতে তার আকার-আকৃতির বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।

وَ الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ لَوْ اُدُّعِيَ بِهِ عَلَى شَخْصٍ عِنْدَ حَاكِمٍ لَزِمَهُ الْحُضُوْرُ لَهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ

মূলনীতি হলো : যে কোনো ঋণ যা কারো দেনা বলে বিচারকের কাছে দাবি করা হলে বিচারকের কাছে এ দাবির প্রেক্ষিতে এ ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যক, এমন ঋণগ্রহীতাকে সশরীরে উপস্থিতির কাফালাত নেওয়া বৈধ।[১০০]

হাম্বলীদের মতে যার ওপর কোনো সম্পদশালীর সম্পদ সংশিষ্ট হক থাকে তাকে সশরীরে উপস্থিতির দায়িত্ব নেওয়া বৈধ। এ আর্থিক দায়গ্রস্ত ব্যক্তি উপস্থিত

১০০. বায়হাকী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন (আস সুনানুল কুবরা), খ. ৬, পৃ. ৭৭ এবং এ হাদীসের সনদকে দুর্বল বলেছেন।

www.amarboi.org

হোক বা অনুপস্থিত। এ বিধানের আলোকে যার ওপর আবশ্যক ঋণ আছে তাকে সশরীরে উপস্থিতির কাফালাত বৈধ। ঋণের পরিমাণ কাফীলের জানা থাকুক বা অজানা। কাফালাতকৃত ব্যক্তি বিচারকের নিকট বন্দী থাকা এ কাফালাত বৈধ হওয়ার পথে অন্তরায় নয়। কেননা বিচারকের নির্দেশে তাকে সোপর্দ করা সম্ভব।

যার ওপর আল্লাহর হক হদ (শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তি) প্রদান আবশ্যক, তাকে সশরীরে উপস্থিতির কাফালাত নেওয়া বৈধ নয়। যেমন যিনার হদ। এমনিভাবে যার ওপর মানুষের হক মিশ্রিত হদ আবশ্যক তাকেও সশরীরে উপস্থিতির দায় নেওয়া বৈধ নয়। যেমন যিনার অপবাদ দেওয়ার কারণে হদ। এর দলিল হলো আমর বিন শুআইব তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, لا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ.-হদের ক্ষেত্রে কোনো কাফালাত নেই।[১০১] তা ছাড়া এগুলো সন্দেহ থাকার কারণে রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এগুলো (কাফালাত দ্বারা) মজবুত করা যায় না এবং অপরাধী ছাড়া অন্য কারোর নিকট থেকে তা আদায়ও করা যায় না। যার ওপর কিসাসের বিধান কার্যকর করা আবশ্যক তাকে উপস্থিতির কাফালাত নেওয়া বৈধ নয়; যেহেতু কিসাস হদ-এর শ্রেণীভুক্ত। শিশু ও পাগলের ব্যাপারে কাফালত এবং বন্দী ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উপস্থিতির কাফালাত বৈধ।

হাম্বলীদের মতে ব্যক্তি উপস্থিত না করতে পারলে ঋণের দায় নেওয়ার শর্তে কাফালাত নেওয়া বৈধ। এক্ষেত্রে নগদ ও মেয়াদী উভয় কাফালাত নেওয়া বৈধ, যেমন সম্পদের দায় নগদ ও মেয়াদী উভয়ভাবে নেওয়া বৈধ।[১০২]

কাফালাতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া (آثَارُ الْكَفَالَةِ)

প্রথম : মাকফুল লাহু (মূল ঋণদাতার) সাথে কাফীলের সম্পর্ক

সম্পদ বা ব্যক্তির কাফালাত নেওয়ার ক্ষেত্রে তা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ক. সম্পদের কাফালাত (كَفَالَةُ الْمَالِ)

কাফালাতকৃত সম্পদ কখনো হয় ঋণ, কখনো হয় নগদ বস্তু।

ক. ঋণের কাফালাত গ্রহণ (كَفَالَةُ الدَّيْنِ)

ঋণের কাফালাত গ্রহণ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিধিবিধান রয়েছে; যা নিম্নরূপ :

---

১০১. কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৩১৬; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৯৬-৯৯

১০২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬ পৃ. ১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪ পৃ. ৪৩১; আল মুগনী, খ. ৫ পৃ. ৮৩

www.amarboi.org

ঋণ তলবের অধিকার (حَقُّ الْمُطَالَبَةِ)

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, ঋণদাতা (মাকফূল লাহু) ঋণ পরিশোধের সময় হওয়ার পর কাফীলকে ঋণ পরিশোধ করতে বলতে পারে। এ ক্ষেত্রে মূল ঋণগ্রহীতাকে বলা অসম্ভব ভেবে কাফীলকে বলায় সীমিত না থেকে সময় হওয়ার পর মূল ঋণগ্রহীতাকেও ঋণ পরিশোধের জন্য তার বলার অধিকার আছে, যেহেতু পূর্ণ ঋণ পরিশোধের দায় এ দু'জনের ওপরই বর্তায়। তাই একসাথে ও পৃথকভাবে দু'জনকেই মাকফূল লাহু ঋণ পরিশোধের জন্য বলার অধিকার রাখে।[১০৩]

মালেকীদের এক বর্ণনামতে উপরিউক্ত বিধানই প্রযোজ্য। এ মতের ওপর বেশ কয়েকটি দেশে আমলও চলেছে। এবং এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

তাদের অপর মত অনুযায়ী, ঋণদাতা মাকফূল লাহুর অধিকার নেই, ঋণের দায় নেওয়া কাফীলকে সে ঋণ পরিশোধ করতে বলবে। যদি ঋণ নগদে পরিশোধযোগ্য হয়ে থাকে আর মূল ঋণগ্রহীতা উপস্থিত থাকে, যে সচ্ছল, প্রচণ্ড ঝগড়াটে বা ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে এমন ব্যক্তি না হয়। এমনিভাবে মাকফূল লাহুর কাফীলকে ঋণ পরিশোধ করতে বলার অনুমতি নেই, যদি মূল ঋণগ্রহীতা অনুপস্থিত থাকলেও তার সম্পদ সকলের সামনে উপস্থিত ও প্রকাশ্য থাকে, যা দ্বারা তার ঋণ আদায় করা সম্ভব হয়, তাতে পাওনাদারকে কোনো কষ্ট বা ভোগান্তির শিকার হতে হয় না। এ বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন কাফালাত চুক্তিতে মূল ঋণগ্রহীতা ও কাফীলের যে কারোর নিকট থেকে ঋণ আদায় করা যাবে–এমন শর্ত করা হয় না। এ বিধানের মূল কারণ হচ্ছে, ঋণ পরিশোধের দায় প্রথমে মূল ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে আবশ্যক হয়। কাফালাত চুক্তি হলো ঋণ পরিশোধটি সুদৃঢ় করা। তাই এ চুক্তির অধীনে থেকে ঋণ আদায় করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায় সম্ভব হয়। যেমন বন্ধক রাখার বিষয়।[১০৪] ঋণ আদায় সম্ভব হলে বন্ধক রাখা বস্তুতে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

একাধিক ব্যক্তি কাফীল হওয়া (تَعَدُّدُ الْكُفَلَاءِ)

ঋণদাতা (মাকফূল লাহু) একাধিক কাফীলের প্রত্যেককে পূর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য বলতে পারে, যদি তাদের কাফালাত গ্রহণ হয়ে থাকে একের পর এক ব্যক্তি

---

১০৩. আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৩৩; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৭; মিনাহুল জলীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৯

১০৪. ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৩৮-২৩৯; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৩১; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৯৫

www.amarboi.org

পরম্পরায়। তখন প্রথম কাফীলের জন্য মূল ঋণগ্রহীতা যেমন, দ্বিতীয় কাফীলের জন্য প্রথম কাফীলও তেমন। যেহেতু একাধিক কাফীলের প্রত্যেকে পূর্ণ ঋণের কাফীল, তাই একজনের দায়গ্রহণ অন্যের দায় নেওয়াতে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

যদি এক চুক্তিতে একাধিক কাফীল হয় তাহলে হানাফী, হাম্বলী ও মালেকীদের মতে এবং শাফেয়ীদের এক বর্ণনা অনুযায়ী তাদের মাঝে মাথাপিছু ঋণ বন্টন করা হবে। কেননা কাফীলদের সমষ্টি এ ঋণের দায় নিয়েছে। তাই এ ঋণের দায় নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সকলে সমান শরীক। আর কাফালাতকৃত বিষয় (অর্থাৎ ঋণ) এখানে বিভক্তিযোগ্য। তাই শরীকদের মাঝে তা সমভাবে বণ্টিত হবে।

শাফেয়ীদের অন্য মত অনুযায়ী, একজন কাফীল হলে তাকে যেমন বলা হয় তেমনি ঋণদাতা প্রত্যেক কাফীলকে সমুদয় ঋণ পরিশোধের জন্য বলতে পারে। যেহেতু একাধিক কাফীলের প্রত্যেকে পূর্ণ ঋণ আদায়ের কাফীল।

মালেকীগণ আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেন, একাধিক কাফীলের ক্ষেত্রে একের পক্ষ থেকে অপরের দায় নেওয়া যদি (মূল চুক্তিতে) শর্ত করা হয় তাহলে ঋণদাতা কোনো একজন কাফীল অনুপস্থিত বা দরিদ্র হলে তাকে মৃত গণ্য করে সমুদয় প্রাপ্য অপর একজনের নিকট থেকে আদায় করতে পারে। তবে যদি সকল কাফীল সচ্ছল ও উপস্থিত থাকে তাহলে ঋণদাতাকে প্রত্যেক কাফীল বন্টিত পরিমাণ অনুযায়ী শুধু তার অংশ পরিশোধ করবে।[১০৫]

ঋণদাতাকে খোঁজ করার সময়, স্থান ও বিষয় (زَمَانُ وَمَكَانُ وَمَوْضُوعُ الْمُطَالَبَة)

কাফীলের দায় ঋণগ্রহীতার আবশ্যক ঋণেই সীমিত থাকবে। তাই সে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার নির্ধারিত সময় ও জায়গাতে ঋণ শোধ করবে। তবে কাফীল ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কাফালাত চুক্তিতে গৃহীত শর্তসমূহ ও পূর্বে উল্লিখিত কাফালাতের ধরনসমূহ অর্থাৎ নগদ, শর্তযুক্ত বা স্বল্প সময়যুক্ত বা দীর্ঘ মেয়াদী বা অপর কোনো শর্তযুক্ত হওয়ার প্রতিও খেয়াল করবে।

মেয়াদী ঋণের কাফীল যদি মারা যায় তাহলে যুফার রহ. ছাড়া অন্যান্য হানাফী ফকীহের মতে, শাফেয়ীদের এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী হাম্বলীদের মতে, তার মৃত্যুর কারণে ঋণটি নগদ পরিশোধ্য হয়ে যাবে। কেননা এ ব্যক্তির নেওয়া দায়িত্ব বিনষ্ট হয়ে গেছে। (তাই মূল ঋণটি পরিশোধ-আবশ্যক হলেও ঋণের সাথে যুক্ত বৈশিষ্ট্য বাতিল গণ্য হবে।) এ অবস্থায় ঋণদাতা কাফীলের

১০৫. ইবনু 'আবিদীন খ. ৫ পৃ. ৩১৯; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর খ. ৩ পৃ. ৩৩৭; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা খ. ২ পৃ. ৩২১; আল মুগনী খ. ৫ পৃ. ৮১

www.amarboi.org

ওয়ারিসদের নিকট কাফীলের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করার দাবি করার অধিকার লাভ করবে। ইমাম আহ্মদ রহ.-এর প্রসিদ্ধ মতানুসারে, ওয়ারিসগণ ঋণের বিপরীতে কোনো কিছু বন্ধক রাখলে বা কাফীল নিযুক্ত করলে মূল কাফীলের মৃত্যুর কারণে ঋণটি নগদে পরিশোধ্য হয়ে যাবে না।

মালেকীদের মতে ঋণ পরিশোধের সময় আসার আগেই যদি কাফীল মারা যায় তাহলে তার নেওয়া দায় তার নিজের ক্ষেত্রে শেষ হয়ে যাবে। ঋণদাতার এ অবস্থায় ইচ্ছাধিকার থাকবে। হয়তো সে ঋণ আদায়ের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর সে মূল ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য বলবে। অথবা সে কাফীলের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য নগদ উসুল করবে। দ্বিতীয় অবস্থায় যদি মূল ঋণগ্রহীতা উপস্থিত থাকে এবং সে সচ্ছল হয় তবুও ঋণ পরিশোধের সময় না হওয়ার কারণে তার নিকট থেকে না নিয়ে কাফীলের সম্পদ থেকে ঋণ উসুল করবে। তবে যদি কাফীল ঋণ পরিশোধের সময়ে বা সময়ের পরে মারা যায় তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ আদায় করবে না, যদি মূল ঋণগ্রহীতা স্বচ্ছল হয় এবং উপস্থিত থাকে। মৃত কাফীলের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ আদায় করা হবে তখনই, যখন মূল ঋণগ্রহীতা নিরুদ্দেশ ও অনুপস্থিত থাকে, অথবা কষ্ট ছাড়া তার নিকট থেকে উসুল করা সম্ভব না হয়।[১০৬]

ঋণদাতার ওপর কাফীলের হকসমূহ (حُقُوقُ الْكَفِيلِ قِبَلَ الدَّائِنِ)

মূল ব্যক্তি অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার অনুরোধে যদি জিম্মাদার জিম্মাদারি নেয়, আর ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীতা মারা যায়, তাহলে ঋণদাতাকে কাফীলের বলার অধিকার আছে, ঋণদাতা যেন ঋণগ্রহীতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নেয় অথবা বিভিন্নজনের পাওনা থাকলে এ ঋণের জন্য নির্দিষ্ট আলাদা অংশ যেন সে নিয়ে নেয়। অথবা ঋণদাতা যেন ঋণগ্রহীতাকে দায়মুক্ত করে দেয়।

সে এসবকিছু বলার কারণ, যদি কাফীল তার নিজ সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করে থাকে তবে এ কথাগুলোর মাধ্যমে কাফীল তার যামান নষ্ট হওয়া থেকে এবং এ যামানের ভিত্তিতে পরিশোধকৃত সম্পদ ঋণী ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় না করার আশঙ্কা থেকে বাঁচতে পারে।

---

১০৬. আশ শরহুল কাবীর টীকাসহ আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮-৩৪০; মিনাহুল জলীল, খ. ৩, পৃ. ১৬০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫; বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৮৬-৮৯

www.amarboi.org

এভাবে বলার হক কাফীলের তখনও থাকবে, যখন মূল ব্যক্তি (ঋণগ্রহীতা) নিঃস্ব হয়ে যাবে। তখন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সম্পদ বিক্রি করার দাবি করবে, যেন বিক্রীত সম্পদের মূল্য দিয়ে সে তার ঋণ বুঝে নিতে পারে অথবা বিভিন্ন দেনা থাকলে এই ঋণের আলাদা অংশ সে আদায় করতে পারে। এ সবকিছু হবে মূল ঋণী ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফীলের ঋণ আদায়ের পূর্বেই। (ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির নিকট থেকে তার পাওনা উসুল করে নিতে হবে সরাসরি। তাই কাফীলের সাথে কারো কোনো লেনদেন করতে হবে না।)

মালেকীদের মতে, ঋণদাতা কাফীলকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা করলে তার অধিকার আছে, ঋণ পরিশোধের তাগাদা এই বলে সে রদ করবে যে, ঋণগ্রহীতা উপস্থিত আছে আর সে স্বচ্ছল। সুতরাং প্রথমে তার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করা উচিত। অথবা কাফীল এই কথা বলবে, ঋণগ্রহীতার সম্পদ বর্তমান, যা থেকে কষ্ট ছাড়াই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। যদিও এ সময় ঋণগ্রহীতা উপস্থিত না থাকে তবুও তার একথা বলা এবং সে সম্পদ থেকে ঋণ বুঝে নেওয়া সহীহ হবে। তাদের মতে, দায় গ্রহণকারী কাফীলের এ কথা বলে আপত্তির সুযোগ আছে, ঋণগ্রহীতা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তাকে মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে। তখন ঋণদাতার এখতিয়ার থাকে দুটি বিষয়ের একটি গ্রহণের– হয়তো ঋণের মেয়াদান্তে পরিশোধযোগ্য হওয়া বাতিল করবে। অথবা মেয়াদে পরিশোধ্য ঋণকে তার অবস্থায় বহাল রেখে কাফীলকে তার কাফালাত থেকে অব্যাহতি দিবে।

একইভাবে কাফীলের অধিকার আছে ঋণ পরিশোধের সময় হওয়ার পর ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের জন্য তাগাদা দেওয়ার, যখন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে সক্ষম থাকে। নতুবা আশংকা রয়েছে, হয়তো ঋণগ্রহীতা মারা যাবে অথবা দেউলিয়া হয়ে যাবে। অন্যথায় সে কাফালাত রহিত করবে।[১০৭]

২. বস্তুসত্তার কাফালাত (كَفَالَةُ الْعَيْنِ)

হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, কাফীল যদি নিজ থেকে দায়বদ্ধ পণ্য বা বস্তুর কাফালাত গ্রহণ করে, তাহলে তা অক্ষত থাকলে বস্তুটি ফিরিয়ে দিতে সে দায়বদ্ধ থাকবে। আর যদি বস্তুটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বস্তুটি মিছলী (مِثْلِيٌّ) হলে অর্থাৎ তার সমতুল্য বস্তু পাওয়া গেলে এ বস্তুর অনুরূপ আর কীমী (قِيمِيٌّ) বা মূল্য নির্ধারিত বস্তু হলে মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার দায় নেবে।

---

১০৭. আল ফাতাওয়া 'আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩১২; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭৫

www.amarboi.org

যদি সে অন্য কারণে দায়বদ্ধ বস্তুর কাফীল হয় তাহলে বস্তুটি অক্ষত থাকলেই তা মূল মালিকের নিকট সোপর্দ করা আবশ্যক। নষ্ট হয়ে গেলে কাফালাত বাতিল হবে। কাফীলের দায়িত্বে কোনো কিছু আবশ্যক হবে না।

আর যদি কাফীল মালিকের কাছে সোপর্দ করা আবশ্যক এমন আমানতের দায় নেয়, তাহলে বস্তুটি অক্ষত থাকলে তা সোপর্দ করা আবশ্যক হবে। যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কাফীলের ওপর কোনো কিছু বর্তাবে না। আর যদি সে মালিকের কাছে সোপর্দ আবশ্যক নয় এমন আমানতের দায় নেয় তাহলে (বস্তুটি নষ্ট হলে) কাফীলের এ জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১০৮]

মালেকীদের মতে যদি কাফীল কোনো বস্তুর দায় নেয় এই শর্তে যে, অবহেলা বা অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে বস্তুটি নষ্ট হলে তার অনুরূপ বা মূল্য দেবে, তাহলে কাফীলের জন্য এই দায় পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। আর যদি মূল বস্তুটি অর্পণ করার দায় নেয় তাহলে (নষ্ট হলে) কাফীলের ওপর কোনো দায় বর্তাবে না।[১০৯]

শাফেয়ীদের মতে দায়বদ্ধ বস্তুর কাফালাত গ্রহণ বৈধ, কাফীলের জন্য বস্তুটি অক্ষত থাকলে সোপর্দ করা আবশ্যক। যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে দুটি মত রয়েছে। প্রথমটি হলো বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া কাফীলের জন্য আবশ্যক। দ্বিতীয় মতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে না, কাফালাত বাতিল হয়ে যাবে।[১১০]

খ. ব্যক্তির কাফালাত (كفالة النفس)

হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মতে ব্যক্তির কাফালাতের বিধান হলো, কাফালাতকৃত ব্যক্তি (যাকে সন্ধান করা হচ্ছে) এবং সন্ধানকারীর মাঝে প্রতিবন্ধকহীন উপস্থিতির দায়িত্ব নিতে হবে এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে সন্ধানকারী ঐ ব্যক্তিকে বিচারকের মজলিসে উপস্থিত করতে পারবে। এভাবে সোপর্দ করার মাধ্যমে চুক্তির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব। তা হলো, বিচারকের সামনে কাফালাতকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে পাওনা উসুল করা। সুতরাং এমন জায়গায় কাফীল যদি মাকফুল বিহীকে উপস্থিত করতে পারে, তাহলে তার নেওয়া দায় পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে।

---

১০৮. আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; আল হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৯৮; আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৮

১০৯. ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪১

১১০. টীকাসহ ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৯৭; বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৪; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৮৫

www.amarboi.org

এ বিধানের আলোকে, কাফীল যদি দায় নেওয়া ব্যক্তিকে মরুভূমিতে সোপর্দ করে তাহলে তার নেওয়া দায় পূর্ণ হবে না। আর যদি সে শহরে অর্পণ করে তাহলে এই সোপর্দ করার মাধ্যমে তার কাফালাত পূর্ণ হবে। শহরে সোপর্দ করা কাফালাত পূর্ণ করা বলে গণ্য হবে, যদিও কাফালাত চুক্তিতে বিচারকের মজলিসে সোপর্দ করার শর্ত করা হয়। কেননা কাফালাতের উদ্দেশ্য হলো এমন জায়গায় দায় নেওয়া ব্যক্তিকে উপস্থিত করা, যেখান থেকে তাকে বিচারকের মজলিসে উপস্থিত করা সম্ভব। সুতরাং বিচারকের মজলিসে উপস্থিত করা সম্ভব নয় এমন জায়গার শর্ত বৈধ নয়, যেহেতু এ শর্তে কোনো ফায়দা নেই।

যদি কাফালাত চুক্তিতে নির্দিষ্ট শহরে সোপর্দ করার শর্ত করা হয় আর কাফীল দায় নেওয়া ব্যক্তিকে অন্য শহরে সোপর্দ করে তাহলে আবু হানিফা রহ.-এর মতে কাফীলের চুক্তি পূর্ণ বলে ধরা হবে। কারণ এ কাফালাতের উদ্দেশ্য হলো, এ বিষয় সংশ্লিষ্ট বিচারকের সামনে নিজের প্রাপ্য পর্যন্ত পৌছানো। তাই এক বিচারকের সামনে সোপর্দ করতে হবে, অন্য বিচারক নয়, এমন শর্ত করা যাবে না।

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, এভাবে সোপর্দ করার মাধ্যমে কাফীল তার দায় থেকে মুক্ত হবে না। কেননা ঋণদাতা একটি বিবেচনাযোগ্য শর্ত করেছে, যার মাধ্যমে দায় নেওয়া ব্যক্তিকে সে অভিযুক্ত করতে চাচ্ছে। হতে পারে তার প্রমাণাদি এ শহরে আছে; অন্য শহরে নয়।

ব্যক্তি উপস্থিত করার কাফীল যদি একাধিক হয়, তন্মধ্যে এক কাফীল দায় নেওয়া ব্যক্তিকে উপস্থিত করে তাহলে সকল কাফীল দায় থেকে মুক্ত হবে, যদি তাদের কাফালাত গ্রহণ হয়ে থাকে এক চুক্তিতে। যেহেতু এ চুক্তির দায়বদ্ধ বিষয় হলো একটি অর্থাৎ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা। সুতরাং তা কাফীলদের যে কোনো একজনের মাধ্যমেই হতে পারে।

আর যদি একাধিক কাফীলের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তিতে কাফালাত গ্রহণ করে তাহলে দায় নেওয়া ব্যক্তিকে যে কাফীল উপস্থিত করবে সে-ই শুধু দায় থেকে মুক্তি পাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে দায় নেওয়া বিষয় কাফীলদের সংখ্যা অনুযায়ী হবে। তাই একজনের দায় পূরণ অন্যের দায় পূরণ বলে ধর্তব্য হবে না।

কাফীল নির্দিষ্ট সময়ে দায় নেওয়া ব্যক্তিকে উপস্থিত করতে বাধ্য থাকবে। দায় নেওয়া ব্যক্তির অবস্থান জানা থাকলে কাফীলের জন্য সময় গ্রহণের সুযোগ নেই। যদি সময়মত সে উপস্থিত না করে তাহলে তাকে উপস্থিত করতে বাধ্য করা হবে। কেননা কাফীল নিজের ওপর যা আবশ্যক করেছে তা আদায় করা থেকে বিরত থাকছে।

www.amarboi.org

কিন্তু (দায় নেওয়া ব্যক্তিকে উপস্থিত না করার কারণে) তার ঋণ পরিশোধের দায় এই কাফীলের ওপর বর্তাবে না। এর কারণ হানাফীদের মতে, সত্তার কাফালাত গ্রহণের বিধান হলো শুধু উপস্থিত করার দায় আবশ্যক করা। তবে যদি কাফালাত চুক্তিতে শর্ত করে নেয় ঋণ পরিশোধের, যেমন কাফীল বলল, যদি আমি তাকে উপস্থিত না করতে পারি তাহলে তার ঋণ আমার ওপর, তাহলে কাফীলের ঋণ পরিশোধের দায় আবশ্যক হবে। তবে মূল ঋণগ্রহীতাকে উপস্থিত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত না করলে ঋণ পরিশোধ করার পরও সত্তার কাফালাত থেকে কাফীল মুক্ত হবে না।

যদি ঋণগ্রহীতা নিজেকে সোপর্দ করার বিষয়ে কাফীলের অনুগত না হয় তাহলে কাফীলের বিচারকের কাছে অনুরোধ করে আরো সাহায্যকারী লোক নেওয়ার সুযোগ আছে। এ বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফীল কাফালাত গ্রহণ করে। যদি ঋণগ্রহীতার অনুরোধে না হয়ে থাকে তাহলে মাকফুল লাহু (ঋণদাতা)কে ঋণগ্রহীতার অবস্থান নির্দেশ করে তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকহীন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করাই কাফীলের দায়িত্ব।

যার দায় নেওয়া হয়েছে সে যদি মুরতাদ হয়ে অমুসলিম দেশে চলে যায় তাহলেও কাফীল তার দায় থেকে মুক্ত হবে না। যেহেতু কোনো ব্যক্তির মুরতাদ হয়ে অমুসলিম দেশে চলে যাওয়ায় তার সম্পদ ও ওয়ারিসদের মাঝে সম্পদ বণ্টিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার পরোক্ষ মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা হবে। কিন্তু (নিজ সত্তাগতভাবে) তাওবা করে নিজ দেশে ফিরে এসে নিজেকে অপর পক্ষের কাছে সোপর্দ করার জন্য সে দায়ী থাকবে। তাই কাফীলের গ্রহণ করা কাফালাত বহাল থাকবে। তবে বিচারক (বিবেচনা করে) উপযুক্ত সময় পর্যন্ত কাফীলকে অবকাশ দেবেন।

যার দায় নেওয়া হয়েছে সে মারা গেলে সত্তার কাফীল কাফালাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা সে তার দায় নেওয়া সত্তা উপস্থিত করতে অক্ষম হয়ে গেছে। তাছাড়া মূল ঋণগ্রহীতার জন্য উপস্থিত হওয়া এখন রহিত হয়ে গেছে, তাই কাফীলের জন্য উপস্থিত করার দায়ও রহিত হবে।

একই বিধান হবে যদি কাফীল মারা যায়। কেননা সে এখন তার নেওয়া দায় আদায় করতে অক্ষম। আর তার সম্পদ তার নেওয়া দায় পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। ঋণের কাফীলের বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন।

আর যদি মাকফুল লাহু (পাওনাদার) মারা যায় তাহলে তার অসী-অভিভাবক-কাফীলকে দায় আদায় করতে বলার অধিকার আছে। আর যদি এমন কেউ না থাকে তাহলে ওয়ারিসের এ অধিকার সাব্যস্ত হবে, যেহেতু সে এখন মৃতের স্থলবর্তী।[১১১]

---

১১১. আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫; আল মাওয়াক্ক, খ. ৫, পৃ. ১০৫-১০৬

www.amarboi.org

মালেকীদের মতে, সত্তার দায় গ্রহণকারী কাফীলের জন্য আবশ্যক, সে যার দায় নিয়েছে তাকে ঋণ পরিশোধের সময় হলে এমন জায়গায় সোপর্দ করা, যেখান থেকে ঋণদাতা তাকে বিচারকের সামনে এনে তার পাওনা পুরোপুরি উসুল করতে পারে। সুতরাং শাসক বা বিচারক আছেন এমন জায়গায় কাফীল ঋণগ্রহীতাকে সোপর্দ করলেই সে কাফালাতের দায় থেকে মুক্ত হবে। যদিও সোপর্দ করা হয়ে থাকে এমন শহরে, যেখানে দায় নেওয়ার চুক্তি হয়নি। কাফীলের নির্দেশে যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায়ের সময় হওয়ার পর নিজেকে ঋণদাতার কাছে সোপর্দ করে তাহলেও কাফীল তার দায় থেকে মুক্ত হবে। তবে ঋণ আদায়ের সময় আসার পূর্বে যদি ঋণগ্রহীতা নিজেকে সোপর্দ করে অথবা কাফীলের আদেশ ছাড়া ঋণ আদায়ের সময় হওয়ার পর সোপর্দ করে তাহলে কাফীল তার দায় থেকে মুক্ত হবে না।

এ মাযহাবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে, নির্ধারিত সময় যদি কাফীল তার জিম্মা নেওয়া ব্যক্তিকে উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে দায় নেওয়া ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা তার জন্য আবশ্যক হবে। যদি ঋণগ্রহীতার অনুপস্থিতি অল্পদিনের হয় তাহলে সামান্য অবকাশের পর যেমন একদিন পর, নয়তো কোনো অবকাশ ছাড়া তৎক্ষণাত যদি ঋণগ্রহীতার অনুপস্থিতি দীর্ঘদিনের হয়। তবে ইবনে আবদুল হাকামের মতে, ঋণের দায় চাপিয়ে দেওয়া বৈধ নয়। কাফীলের দায়িত্ব শুধু ঋণগ্রহীতাকে উপস্থিত করা।

যদি কাফীল প্রমাণ করে যে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের সময় অস্বচ্ছল ছিল তাহলে ইবনে রুশদ রহ. ছাড়া অন্যদের মতে কাফীলের ওপর কোনো দায় বর্তাবে না। একইভাবে কাফীলের ওপর কোনো দায় বর্তাবে না, যদি সে প্রমাণ করতে পারে যে ঋণ আদায়ের হুকুম দেওয়ার পূর্বেই যার দায় সে নিয়েছে সে ব্যক্তিটি মারা গেছে। যেহেতু মূল দায়বদ্ধ সত্তা বিলীন হয়ে গেছে (তাই কাফীলের দায়ও বাতিল হবে।) আর যদি প্রমাণিত হয়, ঋণগ্রহীতাকে অর্থ আদায়ের হুকুম দেয়ার পর সে মারা গেছে তাহলে কাফীলের নেওয়া দায় অব্যাহত বলে গণ্য হবে।

তলবের দায় হলে, কাফীল তার যথাসাধ্য শক্তি ব্যয় করে ঋণগ্রহীতাকে খোঁজার দায় নেয়। এক্ষেত্রে যদি কাফীল দাবি করে, এরপরও তাকে পায়নি তবে কাফীলকে সত্যবাদী মনে করা হবে। সে এই মর্মে শপথ করবে যে, সে তাকে খুঁজতে ত্রুটি করেনি। এবং সে এখন পর্যন্ত তার অবস্থানস্থল সম্পর্কে জানে না। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে সে-ই ঋণ শোধ করবে।

www.amarboi.org

একইভাবে সে ঋণ শোধ করবে, যদি তাকে নিয়ে আসতে সে ত্রুটি করে। অথবা তার অবস্থান জানার পরও তা নির্দেশ করতে ত্রুটি করে, যার ফলে লোকটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[১১২]

শাফেয়ীদের মতে সত্তার দায় নেওয়া কাফীল ঋণগ্রহীতাকে উপস্থিত করে ঋণদাতার হাতে তাকে বুঝিয়ে দেবে চুক্তিতে যে স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে সে নির্ধারিত স্থানে, যদি সে নির্ধারিত স্থান বুঝিয়ে দেওয়ার উপযোগী হয়। আর নির্ধারিত স্থানটি যদি উপযোগী না হয় তাহলে কাফালাত চুক্তির স্থানটিই সোপর্দের জন্য নির্ধারিত হবে, যদি তা বুঝিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত হয়। সোপর্দের জন্য নির্ধারিত শহরের শর্ত একটি বিবেচনা-আবশ্যক বিষয়, তার প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ রাখা হবে। ঋণদাতার অন্য শহরে সোপর্দ করা বাতিল বলার সুযোগ আছে।

যদি শহরের নির্দিষ্ট একটি জায়গা নির্ধারণ করা হয় তবে তার বিধান সম্পর্কে 'আল মুহাযযাব' কিতাবে বলা হয়েছে, শর্তকৃত জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় উপস্থিত করলে যদি ঋণদাতার তাকে গ্রহণ করতে সমস্যা থাকে অথবা ঋণদাতার ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ঋণদাতার জন্য তার সোপর্দ কবুল করা আবশ্যক নয়।

কিন্তু যদি ঋণদাতার কোনো ক্ষতি না হয় বা তার ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে ঋণগ্রহীতার সোপর্দ গ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক হবে। তারপরও ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে গ্রহণ না করে তাহলে কাফীল ঋণগ্রহীতাকে বিচারকের নিকট হাজির করবে। শাসক ঋণদাতার পক্ষ থেকে তাকে গ্রহণ করলে কাফীল কাফালাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

কাফীল যদি এমন জায়গায় ঋণগ্রহীতাকে সোপর্দ করে যেখানে ঋণদাতা ঋণ উসুল করতে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধক নেই তাহলে কাফীল তার দায় থেকে মুক্ত হবে। এক্ষেত্রে বাধা হতে পারে যেমন, কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি যে ঋণদাতাকে ঋণ উসুল করতে বাধা দেবে। যদি এমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, ফলে সে সোপর্দ করতে না পারে তাহলে কাফীল তার দায় থেকে মুক্ত হবে না।

যদি ঋণগ্রহীতা নিজেই নিজেকে সোপর্দ করে এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে সে কাফীলকে মুক্ত করার জন্য নিজেকে সোপর্দ করেছে, তাহলে কাফীল তার দায়

---

১১২. টীকাসহ আল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৫৮; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ২৫৩; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১১৯; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৭-৩২৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৩১; আল মুহাযযাব, খ. ৫, পৃ. ২৫৮-২৬১

www.amarboi.org

দ্বিতীয় মতানুযায়ী ঋণ আদায়ের দায় নেওয়ার শর্তে কাফালাত সহীহ্ হবে। তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী মূল ঋণগ্রহীতার ঋণমুক্তির শর্তে কাফালাত সহীহ্ হবে না, যেহেতু মূল ঋণগ্রহীতার ঋণ থেকে মুক্তি বা অব্যাহতি কাফালাত চুক্তির মৌল দাবির পরিপন্থী।

দ্বিতীয় মত হলো, যামান (দায় নেওয়া) ও শর্ত করা দুটোই সহীহ্ হবে। কেননা হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, আবু কাতাদা রা. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ আদায়ের দায় নেওয়ার ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন : هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ فَقَالَ : نَعَمْ . فَصَلَّى عَلَيْهِ

তার দেনা দুটি দিরহাম আদায় করার দায়িত্ব তোমার ওপর এবং তোমার সম্পদে। আর মৃত ব্যক্তি সেগুলো থেকে মুক্ত। তিনি (আবু কাতাদা রা.) বললেন, জ্বী হাঁ। তখন নবীজী তার জানাযার নামায পড়ালেন।[৪৬]

তৃতীয় মত হলো শুধু দায় নেওয়া বৈধ হবে।[৪৭]

হাম্বলীগণ বলেন, যদি কেউ বলে আমি অমুককে উপস্থিত করার কাফীল হলাম এই শর্তে যে, অমুক কাফীল (অর্থাৎ প্রথম কাফীল) কাফালাত থেকে মুক্ত হবে অথবা তুমি তাকে কাফালাত থেকে মুক্ত করবে, তাহলে এ কাফালাত বৈধ হবে না। এর কারণ, নতুন এ ব্যক্তি এমন শর্ত করেছে, যা পূরণ করা আবশ্যক নয়। তাই এ শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। আর এ শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে কাফালাতও বাতিল হবে।

তবে কাফালাত সহীহ্ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কেননা এ কাফালাতটি ছিল প্রথম কাফীলের ওপর আরোপিত বিশ্বস্ততা তার দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার। এ মত অনুসারে দ্বিতীয় কাফীলের জন্য কাফালাত আবশ্যক হবে না, যতক্ষণ না প্রথম কাফীলকে মাকফূল লাহু (ঋণদাতা) কাফালাত থেকে মুক্ত করে। যেহেতু দ্বিতীয় কাফীল এই শর্তেই (প্রথম কাফীলকে কাফালাত থেকে মুক্ত করার শর্তে) কাফালাত গ্রহণ করেছে। সুতরাং এ শর্তের বাস্তবায়ন ছাড়া তার জন্য কাফালাত সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি কাফীল বলে, আমি তোমার জন্য এই ঋণগ্রহীতার কাফালাত গ্রহণ করলাম এ শর্তে যে, অমুকের কাফালাত থেকে তুমি আমাকে অব্যাহতি দেবে। অথবা বলে, আমি তোমার জন্য এ ঋণের দায় নিলাম এ শর্তে যে তুমি আমাকে

---

৪৬. হাদীসটি ইমাম হাকীম উদ্ধৃত করেছেন, খ. ২, পৃ. ৫৮-এ এবং সহীহ বলেছেন।

৪৭. টীকাসহ ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৫-২০৮

www.amarboi.org

থেকে মুক্তি পাবে। তবে ঋণগ্রহীতা যদি কাফীলকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য না বোঝায় তাহলে শুধু তার উপস্থিতি কাফীলের দায়মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না।

যদি ঋণগ্রহীতা নিরুদ্দেশ থাকে, তাহলে তার অবস্থান জানা না থাকার কারণে কাফীলের তাকে উপস্থিত করা আবশ্যক হবে না, যেহেতু এখানে তার না জানার ওজর আছে। যদি কাফীল তার অবস্থান জানে তাহলে পথ নিরাপদ থাকলে ঋণগ্রহীতাকে উপস্থিত করা তার জন্য অত্যাবশ্যক। কাফীলকে সে জন্য সাধারণভাবে আসা-যাওয়া পরিমাণ সময় অবকাশ দেওয়া হবে। যদি কাফীলকে দেওয়া সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অথচ এ সময়ে সে উপস্থিত না করে, তাহলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কাফীলকে বন্দী করে রাখা হবে। কেননা সে তার দায় পূরণে অবহেলা করেছে। অন্য মতে, ঋণগ্রহীতার অবস্থান সফর পরিমাণ দূরত্বে হলে কাফীলের তাকে উপস্থিত করা আবশ্যক নয়।

বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, যদি ঋণগ্রহীতা মারা যায়, পালিয়ে যায় বা আত্মগোপন করে, আর তার অবস্থান কাফীলের জানা না থাকে, তাহলে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের জন্য কাফীলকে বলা যাবে না। বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মতে, কাফীল ঋণ পরিশোধ করবে।

কাফীল ঋণ পরিশোধ করার শর্ত করা যথাযথ কি-না, এ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, কাফালাত চুক্তিতে ঋণগ্রহীতাকে উপস্থিত করতে অক্ষম হলে ঋণ পরিশোধের শর্ত যদি করা হয় তাহলে সে চুক্তিই বাতিল হবে। কেননা এটি কাফালাত চুক্তির মৌল দাবিপরিপন্থী শর্ত। বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মত হচ্ছে, এই শর্তের সাথে কাফালাত বৈধ হবে।[১১৩]

হাম্বলীদের মতে, ব্যক্তির কাফালাতে যদি কোনো স্থানের উলেখ না করা হয় তাহলে কাফালাত চুক্তির স্থানটিই সোপর্দ করার জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। চুক্তিতে স্থান নির্ধারণ করা হলে সে স্থানেই ঋণগ্রহীতাকে উপস্থিত করা আবশ্যক হবে। ঋণগ্রহীতা যদি সোপর্দের স্থান ও সময়ে নিজেই নিজেকে সোপর্দ করে তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হবে, যেমন কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে যদি ঋণগ্রহীতা মারা যায়।

যদি ঋণগ্রহীতা নিরুদ্দেশ হয়, তবে তার অবস্থান কাফীলের জানা থাকে তাহলে সে জায়গায় গিয়ে ঋণগ্রহীতাকে নিয়ে এসে উপস্থিত করার জন্য যথেষ্ট সময় কাফীলকে অবকাশ দেওয়া হবে। যদি কাফীল সে জায়গায় যায় কিন্তু

---

১১৩. কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৬২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৩১৬; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৯৬-৯৯

www.amarboi.org

ঋণগ্রহীতার লুকিয়ে বা আত্মগোপনে থাকার কারণে অথবা অসম্মতির কারণে তাকে উপস্থিত করতে অক্ষম হয় তাহলে কাফীলের প্রতি ঋণগ্রহীতার ঋণের দায় আসবে। তবে চুক্তিতে ঋণ থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে নিলে ঋণের দায় তার ওপর আসবে না।

আর যদি ঋণগ্রহীতার অবস্থান কাফীলের অজানা থাকে তাহলে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের দায় কাফীলের ওপর আসবে। কারণ, কাফীল তার অবস্থান জানার চেষ্টায় ত্রুটি করেছে। তাই সে এ ত্রুটির মাধ্যমে ঋণ বিনষ্টকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

কেউ যদি অপরের সাথে তৃতীয় কাউকে পরিচয় করানোর দায় নেয়, যেমন একজন অপরজনের কাছে ঋণ চাইলে সে বলল, আমি তোমাকে চিনি না। তাই তোমাকে ঋণ দেব না। তখন এক ব্যক্তি এসে ঋণগ্রহীতাকে চিনিয়ে দেওয়ার দায় নিল। তারপর ঋণদাতা ঋণ দিল। তারপর ঋণগ্রহীতা নিরুদ্দেশ হলে বা আত্মগোপন করলে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের জন্য বলা হবে, যতক্ষণ না সে ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে জানায়।[১১৪]

খ. মাকফূল আনহু (মূল ঋণগ্রহীতা)-র সাথে কাফীলের সম্পর্ক

ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফালাত হলে কাফীল তাকে কাফালাত থেকে মুক্ত করার জন্য বলতে পারে। একইভাবে কাফীল শোধকৃত ঋণের অংশ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করতে পারবে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো :

ক. ঋণগ্রহীতাকে কাফীলের দায়মুক্ত করতে বলা

হানাফীদের মতে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফালাত হলে কাফীল তাকে দায়মুক্ত করার জন্য বলতে পারে, যদি ঋণদাতা তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দেয়। এটা এভাবে যে, কাফীল ঋণদাতাকে ঋণ পরিশোধ করবে। এরপর সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। একইভাবে কাফীল ঋণগ্রহীতার পেছনে লেগে থাকতে পারবে, যদি ঋণদাতা কাফীলের পেছনে লেগে থাকে। একইভাবে কাফীলের ঋণগ্রহীতাকে বন্দী করতে বলার অধিকার আছে, যদি ঋণদাতা কাফীলকে বন্দী করতে চেষ্টা করে। এ সকল অধিকার কাফীলের জন্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে, কাফীলের বর্তমানে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতা দায়ী। তাই কাফীলের সাথে যে আচরণই করা হোক কাফীল সে আচরণ ঋণগ্রহীতার সাথে করার অধিকার রাখে।

পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতার অনুরোধ ছাড়া কাফালাত হয়ে থাকলে উল্লিখিত কোনো বিষয়ে ঋণগ্রহীতাকে বলার অধিকার নেই। কেননা, কাফীল তখন কাফালাত ও

---

১১৪. বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১; আয যায়লা'ঈ ও আশ শালবী, খ. ৪, পৃ. ১৫৬

www.amarboi.org

তার বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী। তাই তার নেওয়া দায়ের বিষয় অন্যের দায়িত্বে চাপানোর কোনো অধিকার তার থাকবে না।[১১৫]

মালেকী মাযহাবের ফকীহদের মতে, ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে দেনা ও ঋণ আদায় করতে বলার অধিকার কাফীলের আছে, যেন কাফীল তার দায় থেকে মুক্ত হতে পারে। আর ঋণ পরিশোধের সময় হয়ে গেলে তখন ঋণগ্রহীতাকে শোধ করতে বাধ্য করার অধিকারও আছে কাফীলের। ঋণদাতা কাফীলকে ঋণের বিষয়ে কিছু বলুক বা না বলুক, কাফালাত ঋণগ্রহীতার অনুরোধে হোক বা না হোক– তাতে উপরিউক্ত বিধানে কোনো পার্থক্য হবে না। তবে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ কাফীলকে দেবে, যেন কাফীল সে সম্পদ ঋণদাতাকে সোপর্দ করতে পারে, কাফীলের এ কথা বলার অধিকার নেই। এর কারণ হচ্ছে, ঋণগ্রহীতা কাফীলকে ঋণ পরিমাণ সম্পদ দেওয়ার মাধ্যমে তার দায় থেকে মুক্ত হবে না।[১১৬]

শাফেয়ীদের মতে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধ ছাড়া যদি কাফীল দায় নেয় তাহলে কাফীলের তাকে দায়মুক্ত করতে বলার অধিকার নেই। যেহেতু কাফীল তার অনুরোধে দায় গ্রহণ করেনি। সুতরাং কাফীলকে দায়মুক্ত করা তার জন্য আবশ্যক হবে না।

পক্ষান্তরে যদি ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফীল দায় নেয়, আর ঋণদাতা তাকে ঋণ পরিশোধ করতে তাগাদা দেয়, তাহলে ঋণগ্রহীতাকে দায়মুক্ত করতে বলার অধিকার আছে কাফীলের। যেহেতু শোধ করলে ঋণ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নেওয়া বৈধ, সুতরাং তাকে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া হলে ঋণগ্রহীতাকে দায়মুক্ত করতে বলা কাফীলের জন্য বৈধ।

যদি ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফীল দায় নেয়, আর ঋণদাতা কাফীলকে তাগাদা না দেয় তবে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে কাফীল ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা দিতে পারবে না। যেহেতু ঋণ শোধ করার পূর্বে কাফীলের ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করার সুযোগ নেই, সুতরাং কাফীলকে তাগাদা না দেওয়া হলে সে মূল ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা দিতে পারবে না। তবে মাযহাবের বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মতে, কাফীলের ঋণগ্রহীতাকে দায়মুক্ত করতে বলা বৈধ। কেননা তার অনুরোধেই কাফীলের দায়িত্বে ঋণ আদায় আবশ্যক হয়েছে। তাই ঋণ থেকে দায়মুক্ত করতে

---

১১৫. আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৪০; মিনাহুল জলীল, খ. ৩, পৃ. ২৬১

১১৬. আল মুহাল্লা 'আলাল মিনহাজ ও টীকাসহ ক্বালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ৩৩১; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪২

www.amarboi.org

বলা কাফীলের জন্য বৈধ। এর তুলনীয় মাসআলা হলো, এক ব্যক্তিকে কেউ বন্ধক রাখার জন্য নগদ বস্তু দিল। তখন ধার নেওয়া ব্যক্তিকে (বস্তু ফিরিয়ে দিয়ে) বন্ধকের দায় থেকে মুক্ত করতে বলার সুযোগ তার আছে।[১১৭]

হাম্বলী ফকীহদের মতে, যদি কোনো ব্যক্তি কারো অনুরোধে তার দায় গ্রহণ করে, তারপর এ কাফীলকে ঋণ পরিশোধে তাগাদা দেওয়া হয় তাহলে কাফীলের নিজেকে দায়মুক্ত করতে ঋণগ্রহীতাকে বলা সহীহ হবে। কেননা, তার অনুরোধেই কাফীলের দায়িত্বে ঋণ আবশ্যক হয়েছে। তাই ঋণগ্রহীতাকে অনুরোধ করে নিজেকে দায়মুক্ত করতে বলার সুযোগ কাফীলের আছে।

তবে কাফীলকে যদি ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা না দেওয়া হয় তাহলে কাফীলের ঋণগ্রহীতাকে (দায়মুক্ত বা ঋণ পরিশোধ করার জন্য) বলার অধিকার নেই। যেহেতু ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের সুযোগ কাফীলের নেই, সুতরাং কাফীলকে তলব করার পূর্বে তারও ঋণগ্রহীতাকে তলব করার অধিকার নেই।

এ বিষয়ে অন্য একটি মত রয়েছে। তা হলো, কাফীলের ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা দেওয়ার সুযোগ আছে। কেননা ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফীল দায় নিয়েছে। তাই নিজেকে দায়মুক্ত করতে বলার অধিকার কাফীলের আছে। এর উদাহরণ হলো, যদি কেউ কোনো বস্তু কারো নিকট থেকে ধার নিয়ে অপর কারো কাছে বন্ধক রাখে, তাহলে এই ব্যক্তিকে বস্তুটি বন্ধকের দায়মুক্ত করতে তাগাদা দেওয়ার অধিকার বস্তুর মালিকের আছে।[১১৮]

খ. ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কাফীলের ঋণ আদায় করা

সকল ফকীহের ঐকমত্যে কাফীল ঋণদাতাকে ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিমাণ সম্পদ দেওয়ার তাগাদা করতে পারে না।[১১৯]

তাদের মাঝে এ বিষয়েও কোনো দ্বিমত নেই, কাফীল যদি ঋণগ্রহীতার পাওনা স্বেচ্ছাদানের নিয়তে পরিশোধ করে তবে সে ঋণ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করতে পারে না। তবে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায়ের নিয়তে ঋণ শোধ করলে কাফীলের আদায় করার বিষয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

---

১১৭. কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫৯-৩৬০; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৯০-৯১

১১৮. টীকাসহ ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩১৪; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৬; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩৩১; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৮৬

১১৯. টীকাসহ ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩১৪; বাদায়ে'উস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১৩; আশ শালবী 'আলায যায়লা'ঈ ও খ. ৪, পৃ. ১৫৩; ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩০৪-৩০৫; আল মাবসূত, খ. ১৯, পৃ. ১৭৮

www.amarboi.org

১. কাফীলের ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের শর্তসমূহ

ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কাফীলের শোধকৃত ঋণ আদায় করার ক্ষেত্রে হানাফীদের মতে তিনটি শর্ত আছে।

প্রথম : ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফালাত গ্রহণ করা। যদি ঋণগ্রহীতা এমন ব্যক্তি হয়, যার নিজের ঋণ সম্পর্কে সাক্ষ্য জায়েয আছে (অর্থাৎ জ্ঞানবোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক)। সুতরাং যদি ঋণগ্রহীতা বোধজ্ঞানমান বালক হয় অথবা বিকার বা নির্বুদ্ধিতার কারণে লেনদেন নিষিদ্ধ ব্যক্তি হয়, তাহলে কাফীলের পরিশোধকৃত ঋণ আদায়ের সুযোগ নেই। যেহেতু ঋণগ্রহীতার পক্ষে কাফালাত নেওয়ার অনুরোধ হলো ঋণগ্রহণের মতো। শিশু ও লেনদেন-নিষিদ্ধ ব্যক্তির ঋণের দায় নেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় : ঋণগ্রহীতা কাফীলকে তার পক্ষ থেকে দায় নেওয়ার অনুরোধপূর্ণ কোনো কথা বলা। যেমন বলল, তুমি আমার পক্ষে দায় গ্রহণ করো। যদি ঋণগ্রহীতা কাফীলকে বলে, আমার জিম্মায় অমুকের পাওনা যে ঋণ আছে তার দায় নাও, ঋণগ্রহীতা যদি এ দায় নেওয়ার কথাটিতে তার পক্ষ থেকে হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ না করে- তাহলে পরিশোধ করার পর কাফীলের ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের অধিকার থাকবে না, যেহেতু ঋণগ্রহীতার এ অনুরোধে করয প্রদানের আবদার জাতীয় কোনো শব্দ নেই।

আবু ইউসুফ রহ. বলেন, যেভাবেই বলুক কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায় করতে পারবে। কেননা দায় নেওয়ার অনুরোধের ভিত্তিতেই কাফীল তার ঋণ পূর্ণ পরিশোধ করেছে। অনুরোধে ঋণ আদায়ের দাবি হলো, কাফীলের শর্তহীনভাবে ঋণগ্রহীতার স্থলবর্তী হওয়া। তাই কিভাবে বলা হয়েছে তা এখানে বিবেচিত হবে না।

তৃতীয় : কাফীলের পরিশোধের ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতার দায়মুক্ত হওয়া। কেননা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কাফীলের ঋণ পরিমাণ সম্পদ আদায়ের ভিত্তি হলো, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কাফীল ছিল ঋণগ্রহীতার স্থলবর্তী।

এ বিধানের আলোকে কাফীল যদি ঋণদাতাকে তার পাওনা পরিশোধ করে দেয়, অথচ ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ করেছে; কিন্তু তা কাফীলের জানা নেই। তাহলে আদায়কৃত সম্পদ কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করতে পারবে না। বরং সে যাকে সম্পদ দিয়েছে (অর্থাৎ ঋণদাতা) তার কাছ থেকেই সে সম্পদ ফিরিয়ে নিতে হবে।[১২০]

---

১২০. আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৩১; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৭; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৫৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৯৪; আল ক্বাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়্যা, পৃ. ৩২৫

www.amarboi.org

মালেকীদের মতে, কাফীল ঋণ আদায় করা মাত্রই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ বুঝে নিতে পারবে। ঋণগ্রহীতার অনুরোধে বা অনুরোধ ছাড়া কাফালাত যেভাবেই হোক না কেন। এমনকি যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের পক্ষ থেকে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ঋণ পরিশোধ করে তাহলেও কাফীল সে বালকের সম্পদ থেকে সে পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ উসুল করতে পারবে। এর কারণ হলো, ঋণগ্রহীতার ওপর আবশ্যক ঋণ কাফীল শোধ করেছে। তাই এ বিষয়ে তার ব্যয় করা সম্পদ সে আদায় করে নিতে পারবে।[১২১]

শাফেয়ীদের মতে, শোধকৃত ঋণ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করার অধিকার কাফীলের আছে, যদি ঋণ শোধ এবং তার দায় নেওয়া–উভয় ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতার অনুরোধ থাকে। যদি ঋণের দায় ও পরিশোধের উভয় ক্ষেত্রে তার অনুরোধ না পাওয়া যায়, তাহলে কাফীল তার নিকট থেকে পরিশোধকৃত ঋণ আদায় করতে পারবে না।

আর যদি ঋণগ্রহীতা শুধু দায় নেওয়ার অনুরোধ করে, ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে নীরব থাকে তাহলে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী, কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায় করতে পারবে। কেননা ঋণগ্রহীতা তাকে ঋণ পরিশোধের কারণ –অর্থাৎ দায় নিতে– অনুরোধ করেছে। বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মত অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে শোধকৃত ঋণ আদায় করার অধিকার কাফীলের নেই। কেননা তার অনুরোধ ছাড়াই কাফীল ঋণ আদায় করেছে। ঋণগ্রহীতা যদি কাফীলকে ঋণ আদায়ের অনুরোধ করে; ঋণের দায় নিতে অনুরোধ না করে তাহলে বিশুদ্ধতম মতানুসারে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কাফীল ঋণ আদায় করতে পারবে না। কেননা দায় নেওয়ার মাধ্যমেই ঋণ আদায় করা যায়। ঋণগ্রহীতা তো কাফীলকে ঋণের দায় নেওয়ার অনুরোধ করেনি। বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মত অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কাফীলের ঋণ আদায়ের অধিকার আছে, যেহেতু তার অনুরোধেই কাফীল তাকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করেছে।[১২২]

হাম্বলীদের মতে, যে কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায়ের নিয়তে দায় নেওয়া ঋণ শোধ করে তার চার অবস্থা :

---

১২১. রওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ২৬৬; আশ শারক্বাবী 'আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১২২; টীকাসহ আত তুহফা, খ. ৫, পৃ. ২৭৩-২৭৫; ক্বালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩৩১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৬

১২২. এ হাদীসটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

প্রথম অবস্থা : ঋণগ্রহীতার অনুরোধে কাফীল দায় নিয়েছে। তারপর কাফীল তার দায় পূর্ণ করেছে। এ অবস্থায় কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারবে। ঋণগ্রহীতা কাফীলকে যেভাবেই বলুক, আমার পক্ষ থেকে দায় নিয়ে আমার ঋণ শোধ করো, কথাটি এভাবে বলুক অথবা নিজের দিকে সম্পর্কিত না করে দায় নেওয়া ও শোধ করার অনুরোধ করুক না কেন–উভয় অবস্থায় বিধান অভিন্ন।

দ্বিতীয় অবস্থা : কাফীল মূল ব্যক্তি (ঋণগ্রহীতা)র অনুরোধে দায় নিয়েছে। কিন্তু তার অনুরোধ ছাড়া ঋণ শোধ করেছে। এ অবস্থায়ও কাফীল শোধকৃত ঋণ আদায় করতে পারবে। কেননা দায় নেওয়ার অনুরোধ প্রচলনে ঋণ আদায়ের অনুরোধকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তৃতীয় অবস্থা : কাফীল ঋণগ্রহীতার অনুরোধ ছাড়া দায় নিয়েছে। কিন্তু তার অনুরোধেই ঋণ শোধ করেছে। আগের মত এ অবস্থায়ও সে ঋণ শোধ করতে পারবে। কেননা ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণ আদায়ের অনুরোধ প্রমাণ করে, কাফীলের দায়গ্রহণ ছিল মূল ঋণগ্রহীতার ইচ্ছাভুক্ত বিষয়।

চতুর্থ অবস্থা : কাফীলের দায়গ্রহণ ঋণগ্রহীতার অনুরোধ ছাড়া হয়েছিল। তারপর কাফীল তার অনুরোধ ছাড়াই ঋণ শোধ করেছে। এ অবস্থায় দুটি বর্ণনা আছে। এক বর্ণনামতে, কাফীল শোধকৃত ঋণ উসূল করতে পারবে। কেননা কাফীলের পরিশোধ হলো আবশ্যক একটি ঋণের দায়মুক্তির শোধ। তাই যার ওপর ঋণের দায় আবশ্যক তার পক্ষ থেকেই ঋণ শোধ হবে। আর -স্বেচ্ছাদান ছাড়া- অন্যের ওপর আবশ্যক প্রাপ্য শোধ করলে আদায়কারী তার পক্ষ থেকে ঋণ উসূল করার অধিকার রাখে।

অন্য বর্ণনামতে, কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কোনো কিছু আদায় করতে পারবে না। তারা এর কারণ হিসেবে বলেন, মৃত ঋণগ্রহীতার দায় নেওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়ানো প্রমাণ করে, মৃত ব্যক্তি ঋণের দায়মুক্ত।[১২৩] যদি অনুরোধ ছাড়া দায় নেওয়ার পরও ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের অধিকার থাকতো তাহলে মৃত ব্যক্তি ঋণ থেকে দায়মুক্ত হতো না।[১২৪]

---

১২৩. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫৯; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৮৬

১২৪. টীকাসহ ইবনু 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩১৪-৩১৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩০৪-৩০৬

www.amarboi.org

২ : কাফীলের ঋণ উসুল করার পদ্ধতি

হানাফী ফকীহদের মতে, কাফীলের শোধকৃত ঋণ আদায়ের অধিকার আছে। সে যে পরিমাণ ঋণ শোধ করবে তা-ই সে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করবে, যদি তার শোধকৃত সম্পদ হয়ে থাকে ঋণের অনুরূপ ও সমশ্রেণীর। কাফীল যেহেতু ঋণগ্রহীতার অনুরোধে দায় নিয়ে সে দায়ের ভিত্তিতে ঋণ শোধ করে, তাই শোধ করার মাধ্যমে সে ঋণের মালিক হয়।

এখন যদি সে ঋণের শ্রেণীভুক্ত বস্তু দ্বারা ঋণ শোধ করে তবে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সে মূল ঋণদাতার মত হয়ে গেল। আর যদি ঋণের মোট পরিমাণ সে শোধ না করে; বরং মোট পরিমাণের চেয়ে কম শোধ করে তাহলে সে শোধকৃত অংশ আদায় করবে। বস্তুর শ্রেণী এক হয়ে যাওয়ার পর পরিমাণের কমবেশ হওয়ার কারণে সুদ থেকে বাঁচার স্বার্থে সে এমনটি করবে। অবশ্য যদি ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু দিয়ে সে ঋণ শোধ করে অথবা ঋণদাতার সাথে ঋণের কিছু অংশের ব্যাপারে সে সন্ধি করে তাহলে কাফীল দায় নেওয়া বস্তু (অর্থাৎ ঋণ) ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করবে। কেননা সে শোধ করার মাধ্যমে এ ঋণের মালিক হয়েছে। সুতরাং কাফালাত যে বিষয়ে সংঘটিত হয়েছে (অর্থাৎ ঋণ) তা কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করবে। (বস্তুর শ্রেণী ভিন্ন হওয়ার কারণে) এ অবস্থায় (ঋণের পরিমাণ অধিক হলেও) সুদের আশংকা নেই।[১২৫]

মালেকীদের মতে, যে কাফীলের শোধকৃত ঋণ আদায়ের অধিকার আছে সে যা শোধ করবে তা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করবে, যদি তার শোধকৃত সম্পদ মূল ঋণের সমশ্রেণীর হয়। মূল ঋণ এমন বস্তু হোক যা মিছলী অর্থাৎ যার অনুরূপ বাজারে বিদ্যমান বা এমন বস্তু হোক যা মিছলী নয়, তাই তার সদৃশ বস্তু না থাকলেও তার মূল্য দ্বারা পরিশোধ করা যায়। যেহেতু জিম্মাদার হচ্ছে সালাম বিক্রেতার ক্রেতার মত। সালাম বিক্রিতে পণ্য মিছলী হলে তার মিছল ও সদৃশ বস্তুই প্রদান করতে হয়। যদি মিছলী না হয় তবে তার মূল্য প্রদান করতে হয়।

যদি কাফীল ঋণের ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু দ্বারা ঋণ শোধ করে তাহলে সে শোধকৃত সম্পদ ও মূল ঋণের মধ্যে যেটি কম সেটি ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করবে। এটা ঐ সময়, যখন কাফীল যে বস্তু দ্বারা ঋণ শোধ করবে তা না কিনে ফেলে। এ অবস্থায় সে বস্তুর মূল্য ফেরত নেবে, যতক্ষণ না তার এই কেনাতে কারো পক্ষপাত না থাকে। অন্যথায় বস্তুটির বাজারমূল্যের বেশি মূল্য ফেরত

১২৫. আল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৩১; আদ দুসূকী ওয়াদ দারদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

www.amarboi.org

নেবে না। যদি কাফীল ও ঋণদাতা কোনো বস্তু দ্বারা ঋণ উসূলের সন্ধি করে তখন কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে মূল ঋণ ও সন্ধিকৃত বস্তুর বাজারমূল্য এ দুটি বিষয়ের মধ্যে যেটি অল্প সেটি আদায় করবে।[১২৬]

শাফেয়ীদের মতে, যখন কাফীলের জন্য ঋণের অর্থ ফেরত আদায়ের অধিকার সাব্যস্ত হবে তখন বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে যা শোধ করেছে তা আদায় করবে; যা শোধ করেনি তা নয়। সুতরাং পূর্ণ ঋণ আদায় করলে কাফীল তা আদায় করবে। আর পূর্ণ ঋণ শোধ না করলে শোধকৃত অংশ উসুল করবে। আর কাফীল যা শোধ করবে তা এবং মূল ঋণের মধ্যে যেটি অল্প তা ফেরত আদায় করবে, যদি ঋণের ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু দ্বারা ঋণের বিষয়ে সন্ধি করে। বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মতানুযায়ী, কাফীল পূর্ণ ঋণ আদায় করবে। কেননা তার কাজ (অর্থাৎ সন্ধি) দ্বারা সে তার নেওয়া দায় থেকে মুক্ত হয়েছে। আর কাফীলের সাথে তো উদার আচরণ করা হয়।[১২৭]

হাম্বলীদের মতে, কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে মূল ঋণ ও শোধকৃত অংশের মধ্যে যেটি কম সেটি আদায় করবে। কেননা যদি ঋণ হয় অল্প অংশ, তবে অতিরিক্ত অংশের শোধ আবশ্যক নয়। সুতরাং অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে কাফীল হবে স্বেচ্ছাদানকারী। আর যদি শোধকৃত অংশ হয় অল্প তাহলে শোধকৃত অংশ কাফীল আদায় করবে। এ কারণে যদি কাফীলকে ঋণগ্রহীতা দায়মুক্ত করে তাহলে ঋণের কোনো অংশ কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করতে পারে না।

আর যদি ঋণের পরিবর্তে কোনো পণ্য কাফীল পেশ করে সন্ধি করে, তাহলে বস্তুটির মূল্য ও মূল ঋণের মধ্যে যেটি অল্প সেটি ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সে আদায় করবে।

মেয়াদে পরিশোধযোগ্য ঋণ যদি কাফীল মেয়াদ আসার পূর্বেই আদায় করে তাহলে সময় আসার পূর্বে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে তা আদায় করতে পারবে না। এর কারণ, ঋণগ্রহীতার কাঁধে যেটুকু দায় কাফীল তার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো বিষয় নিজের জন্য আবশ্যক করতে পারে না।

যদি ঋণগ্রহীতা কাফীলকে হাওয়ালা করে দেয় তাহলে হাওয়ালা হবে ঋণ কব্জা করার স্থলবর্তী। আর কাফীল হাওয়ালাকৃত সম্পদ ও ঋণের পরিমাণ–উভয়টির

---

১২৬. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৭৫; কালয়ূবী ও 'উমায়রা, খ. ২, পৃ. ৩৩১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৬

১২৭. আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৮৯; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫৯

www.amarboi.org

মাঝে যেটি অল্প সেটি আদায় করবে। ঋণগ্রহীতা (মুহাল আলাইহি) যার কাছে হাওয়ালা করা হয়েছে তার নিকট থেকে কব্জা করুক বা কব্জা না করেই তাকে দায়মুক্ত করুক, নিঃস্বতা বা আদায়ে টালবাহানার কারণে ঋণ উসুল কষ্টকর হোক,সর্বাবস্থায় হুকুম অভিন্ন। কেননা মূল হাওয়ালা হলো কব্জা করতে দেওয়া।[১২৮]

কাফালাত পূর্ণ হওয়া

কাফালাত পূর্ণ হওয়ার অর্থ হলো কাফালাত চুক্তিতে নেওয়া দায় থেকে কাফীলের মুক্ত হওয়া। কখনো এ দায়মুক্তি হয়ে থাকে ঋণগ্রহীতার নেওয়া দায় পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা কাফীলের দায় মূল ব্যক্তি (ঋণগ্রহীতা)র দায়ের অনুগামী। আর মূল বিষয় যখন রহিত হয়ে যায় তখন অনুগামী বিষয়ও রহিত হয়ে যায়।

যেমন এ দায়মুক্তি হয়ে থাকে মৌলিকভাবে। সে ক্ষেত্রে কাফালাত পূর্ণ হলেও মূল ব্যক্তি (ঋণগ্রহীতা)-র দায় বহাল থাকবে। যেহেতু অনুগামী দায় রহিত হওয়ার মাধ্যমে মূল ব্যক্তির দায় রহিত হয় না। সুতরাং বোঝা গেল, কাফালাত পূর্ণ হওয়ার অবস্থা দুটি : মূল ব্যক্তির দায় পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে রহিত হওয়া, কাফালাত মৌলিকভাবে পূর্ণ হওয়া।

ক. মূল ব্যক্তির দায় পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে কাফীলের দায় পূর্ণ হওয়া

ঋণ পরিশোধ হওয়ার যে কোনো মাধ্যমে দায় নেওয়া ঋণ পরিশোধ হলে কাফালাত পূর্ণ হয়। যেমন পরিশোধ করা, দায়মুক্ত করা, অন্য ঋণের মাধ্যমে আদায় করা ইত্যাদি। এর বিস্তারিত বিবরণ দেখা যেতে পারে (دَيْن)

নির্দিষ্ট বস্তুর কাফালাতের ক্ষেত্রে বস্তুটি সোপর্দ করার মাধ্যমে কাফালাত পূর্ণ হয়। আর ব্যক্তির কাফালাতের ক্ষেত্রে তাকে সশরীরে উপস্থিত করা বা তার মৃত্যুর মাধ্যমে কাফালাত পূর্ণ হয়।[১২৯]

খ. মৌলিকভাবে কাফালাত পূর্ণ হয় যেভাবে

১. ঋণদাতার সাথে কাফীলের সন্ধি করা (مُصَالَحَةُ الْكَفِيلِ الدَّائِنَ)

কাফীল যদি ঋণদাতার সাথে ঋণের কোনো পরিমাণের সন্ধি সমঝোতা করে এই শর্তে যে, ঋণদাতা তাকে কাফালাত থেকে মুক্ত করবে তাহলে সমুদয় ঋণের ব্যাপারে কাফালাত পূর্ণ হবে। ঋণদাতার সাথে সন্ধিকৃত অংশের মাধ্যমে

---

[১২৮] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৯৪; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫৯

[১২৯] বাদায়ে'উস সানায়ে' খ. ৬ পৃ. ৪; আত তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৫ পৃ. ১০৫-১০৬; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫ পৃ. ২৫৮; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫ পৃ. ৯৬

www.amarboi.org

ঋণগ্রহীতা তার দায় থেকে মুক্ত হবে। আর কাফীল ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায় করবে, পূর্বে উল্লিখিত সকল শর্ত ও বিধানের আলোকে।

২. দায়মুক্ত করা (الإبراء)

ঋণদাতা যখন কাফীলকে দায়মুক্ত করে তার এই দায়মুক্তি ঋণদাতার পক্ষ থেকে নতি স্বীকার হিসেবে বিবেচ্য হয়। এর মাধ্যমে কাফালাত শেষ হয়ে যায়। (إبراء)

৩. কাফালাত বাতিল করা (إلغاء عقد الكفالة)

কাফালাত যখন বাতিল হয় বা নষ্ট হয় অথবা মাকফুল লাহু (ঋণদাতা বা হকদার) ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে, বা কাফালাত থেকে দায়মুক্তির শর্ত বাস্তবায়িত হয় বা সময়ের সাথে যুক্ত কাফালাতের সময় ফুরিয়ে যায় অথবা এ জাতীয় কোনো বিষয় ঘটে তখন কাফীলের বিবেচনায় কাফালাত পূর্ণ হয়ে যায়। তবে ঋণগ্রহীতার বিবেচনায় ঋণদাতার তরফ থেকে দায়মুক্তি হয় না।

৪. সত্তার কাফালাতে কাফীলের মৃত্যু (موت الكفيل بالبدن)

যামানুল ওয়াজহ (ব্যক্তিকে উপস্থিত করার দায়) বা যামানুত তলব (ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার দায়) -এর কাফীল যদি মারা যায় তাহলে কাফালাত শেষ হয়ে যায়। কেননা, যার দায় সে নিয়েছে তাকে উপস্থিত করতে সে আর সক্ষম নয়। তার খোঁজ করা বা তার অবস্থান নির্দেশ করার ক্ষমতাও এখন তার নেই।[১৩০]

৫. দায় নেওয়া বস্তু সোপর্দ করা

সত্তাগতভাবে দায়বদ্ধ বস্তু যদি অক্ষত থাকে আর কাফীল তা সোপর্দ করে, নষ্ট হয়ে গেলে তার অনুরূপ বা মূল্য ফেরত দেয় তবে কাফীল তার দায় থেকে মুক্তি পাবে। উপরিউক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে কাফালাত পূর্ণ হবে।

অনুবাদ : নাজিদ সালমান

---

১৩০. আল ফাতাওয়া-আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৮৯; ; আদ দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; আল মুহাল্লা 'আলাল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ৩২৯; আল মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৭৫;

www.amarboi.org

رَهْن : বন্ধক : Mortgage

পরিচিতি

রাহন (رَهْن)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

رَهْن **শব্দের আভিধানিক অর্থ** اَلثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ : স্থিরতা ও স্থায়িত্ব। বলা হয়: مَاءٌ رَاهِنٌ স্থির ও আবদ্ধ পানি। আরও বলা হয় : نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ স্থায়ী নিয়ামত।
رَهْن শব্দটি اَلْحَبْس তথা আবদ্ধ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১] এই অর্থেই কুরআনে কারীমে এসেছে : كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।[২]

হাদীস শরীফে এসেছে :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُونَةٌ – أَيْ مَحْبُوسَةٌ – بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

"মানুষের আত্মা তার ঋণে মারহূন তথা আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।[৩] অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে এর দায় থেকে মুক্তি পাবে না।"

رَهْن-এর পারিভাষিক অর্থ

جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا إِذَا تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ

"ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার সম্ভাবনা থাকলে মূল্যমানসম্পন্ন কোনো বস্তু নিশ্চয়তাস্বরূপ প্রদান করা; যেন প্রয়োজনে ওই বস্তু দ্বারা কিংবা ওই বস্তুর মূল্য দ্বারা ঋণ আদায় করা যায়।"[৪]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

اَلضَّمَانُ (আয যামান) : জামিন হওয়া, দায়িত্ব নেওয়া

اَلضَّمَانُ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلْاِلْتِزَامُ দায়িত্বরূপে গ্রহণ করা, কোনো কাজ করতে থাকা, লেগে থাকা, বাধ্যতামূলক হওয়া।[৫]

---

১. লিসানুল আরব ও আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৪; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৭; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ২৩১; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬১ এবং নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৩৩

২. সূরাঃ তূর, আয়াত : ২১

৩. হাদীসটি مرهونة-এর স্থলে معلقة শব্দে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী রহ. তা উদ্ধৃত করেছেন, খ. ৩, পৃ. ৩৮০, আল-হালাবী প্রকাশনী। তিনি (ইমাম তিরমিযী রহ.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

৪. সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সাপেক্ষে পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিসমূহ।

www.amarboi.org

الضَّمَانُ শব্দটির পারিভাষিক অর্থ

الْتِزَامٌ بِحَقٍّ ثَابِت فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ ، أَوْ بِإِحْضَار مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَيُسَمَّى الْمُلْتَزِمُ ضَامِنًا ، وَكَفِيلًا
অর্থ : যামান হলো অন্যের দায়িত্বে প্রমাণিত পাওনা ও অধিকার উসুল করে দেওয়া কিংবা যার নিকট কোনো পাওনা বা অধিকার আছে তাকে উপস্থিত করার দায়িত্ব নেওয়া। পরিভাষায় দায়িত্ব গ্রহণকারীকে জামিন বা কাফীল বলা হয়। আল্লামা মাওয়ারদী রহ. বলেছেন : إِنَّ الْعُرْفَ جَار بِاسْتِعْمَال لَفْظ الضَّمَان فِي الأَمْوَال وَالْكَفَالَة فِي النُّفُوسِ সাধারণ প্রচলনে 'কারো পাওনা আদায়ের দায়িত্বগ্রহণে যামান এবং মানুষের দায়িত্বগ্রহণের ক্ষেত্রে কাফালা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।'[৬]

لضَّمَانُ ও رَهْن-এর মাঝে পার্থক্য হলো, রাহন ও যামান উভয়টি ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার চুক্তি বুঝায়। কিন্তু যামান হচ্ছে দাবির ক্ষেত্রে একটি দায়িত্ব অন্য আরেকটি দায়িত্বের সঙ্গে মিলানো। আর রাহন হচ্ছে, এমন কোনো মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু পূর্বে অর্পণ করা, ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে যার দ্বারা ঋণের বদল বুঝে নেওয়া যাবে।

রাহন বা বন্ধকের বৈধতা

রাহন বা বন্ধকের বৈধতার ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ "যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তাহলে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে।"[৭]

এর উদ্দেশ্য হলো, তোমরা রাহন বা বন্ধক রাখো এবং তা কব্জা করো। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "দাস মুক্ত করা। (এর উদ্দেশ্য হলো দাস মুক্ত করো)।"[৮]

রাহন বা বন্ধকের বৈধতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রমাণ হলো এ হাদীস :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد
"রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট মেয়াদে এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে খাবার কিনেছিলেন; আর বিনিময়ে তিনি তার কাছে একটি লোহার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।"[৯]

---

৫. আল-মিসবাহুল মুনীর।
৬. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ২৩৫
৭. সূরাঃ বাকারা, আয়াত- ২৮৩
৮. সূরাঃ নিসা, আয়াত- ৯২
৯. ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনায় বুখারী শরীফে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, সূত্র ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ৫৩ আস-সালাফিয়্যা প্রকাশনী।

www.amarboi.org

রাহন বা বন্ধকের বৈধ ও আইনানুগ হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। রাসূল সা.-এর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বন্ধক রাখা চলে আসছে। কেউ একে অস্বীকার করেনি।[১০]

রাহন-এর সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান

বন্ধক আদান-প্রদান জায়েয, ওয়াজিব নয়। আল-মুগনী কিতাবের লেখক বলেন, আমরা এ বিষয়ে কারো মতবিরোধ রয়েছে বলে জানি না। যেহেতু তা ঋণের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাপত্র, তাই তা ওয়াজিব ও আবশ্যক হবে না; যেমন জামানত ও কাফালত ওয়াজিব হয় না। এ ব্যাপারে কুরআনে যে নির্দেশ এসেছে তা উপদেশ ও পরামর্শ মূলক, অত্যাবশ্যকীয় নয়। কেননা কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে।"[১১]

সেই সাথে লক্ষণীয়, এটি লিপিবদ্ধ করতে অপারগ হওয়ার পরের বিধান। লিপিবদ্ধ করা যেহেতু ওয়াজিব নয়, সুতরাং তার বদল বা স্থলবর্তী বিষয়ের বিধানও অনুরূপ হবে।[১২]

লোকালয়ে অবস্থানকালে বন্ধকের বৈধতা

সফরে বন্ধক রাখা যেরূপ বৈধ; তেমনি লোকালয়ে অবস্থানকালেও বন্ধকের আদান-প্রদান করা বৈধ। আল্লামা ইবনুল মুনযির রহ.-এর অভিমত উল্লেখ করে, আল-মুগনী গ্রন্থকার বলেছেন : বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রহ. ব্যতীত অন্য কেউ এ বিধানের বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন বলে আমরা জানি না।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, যাহহাকও এর বিরোধিতা করেছেন।[১৩]

অন্য সকলে বন্ধকের পক্ষে একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তখন এক ইয়াহুদীর কাছে তাঁর বর্ম ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল (এটি ছিল মদীনা শহরের ঘটনা)।"[১৪]

---

১০. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬২; আল-মাজমূউ, খ. ১৩, পৃ. ১৭৭; নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ৩৫২
১১. সূরা : বাকারা, আয়াত- ২৮৩
১২. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬২; আল-মাজমূউ, খ. ১৩, পৃ. ১৭৭; নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ৩৫২
১৩. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬২; আল-মাজমূউ, খ. ১৩, পৃ. ১৭৭; নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ৩৫২

www.amarboi.org

সেই সাথে এটি এমন গ্যারান্টিপত্র যা সফরে বৈধ, সেহেতু তা জামানতের অনুরূপ লোকালয়েও বৈধ হবে। অপারগ হওয়ার বিষয়টি লোকালয়েও উদ্ভূত হয়। তাই সফরের বিধান এখানেও কার্যকর হবে।

কুরআনে কারীমের আয়াতে বিষয়টিকে সফরের শর্তযুক্ত করা হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সফরেই এর প্রয়োজন হওয়ার প্রেক্ষিতে। সুতরাং এর বিপরীত অর্থ এখানে গৃহীত হবে না, উপরন্তু হাদীস দ্বারা লোকালয়ে ও শহরে বন্ধকের বৈধতা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া সফরে লেখক না পাওয়া যাওয়া স্বাভাবিক। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সফরেই বন্ধক বা রাহনের প্রয়োজন পড়ে বিধায় কুরআনে সফরের উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]

বন্ধকের রুকন বা মূল অংশ

ক. যা দ্বারা বন্ধক সংঘটিত হয় : مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الرَّهْنُ

অন্যান্য চুক্তির ন্যায় বন্ধকও সংঘটিত হবে ঈজাব ও কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব দান এবং তা গ্রহণের মাধ্যমে। এ কথায় সকল ফকীহ্ একমত। তবে তারা কোনো কথা বলা ছাড়া কেবল হাতে হাতে অর্পণ ও গ্রহণ দ্বারা বন্ধক সংঘটিত হবে কিনা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, বন্ধক ক্রয় বিক্রয়ের মতো ঈজাব-কবুলের দুটি কথা ব্যতীত সংঘটিত হবে না। তারা বলেন, যেহেতু এটি একটি আর্থিক চুক্তি, সুতরাং তা ঈজাব-কবুলের মুখাপেক্ষী।

তা ছাড়া সন্তুষ্টি একটি অন্তর্নিহিত অবস্থা; এ সম্পর্কে আমাদের কোনো অবগতি নেই। তাই শব্দকে সন্তুষ্টির দলিল বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং শব্দ ব্যতীত কেবল হাতে হাতে বা অনুরূপ কোনো উপায়ে বন্ধক সংঘটিত হবে না।[১৬]

মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন : সাধারণ প্রচলনে সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে এমন প্রত্যেক উপায়েই বন্ধক সংঘটিত হবে। সুতরাং হাতে হাতে আদান প্রদানের মাধ্যমে, সুস্পষ্ট ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে বা লেখার মাধ্যমে করা হলেও বন্ধক সঠিক হবে, অন্যান্য চুক্তির ন্যায় এ সম্পর্কিত দলিলেও ব্যাপকতা থাকার কারণে। তা ছাড়া, নবী কারীম সা. বা কোনো সাহাবীর পক্ষ থেকে এ জাতীয় লেনদেনে ঈজাব-কবুলে শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি বর্ণিত হয়নি। যদি তারা তা

---

১৪. ইমাম বুখারী রহ. এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, সূত্র ফাতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৯৯, আস-সালাফিয়্যা প্রকাশনী।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৭৫; খ. ৪, পৃ. ২৩৪; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৭

www.amarboi.org

করতেন তাহলে অবশ্যই তা সুস্পষ্টরূপে আমাদের কাছে পৌঁছত। সেই সাথে মুসলমানগণ তাদের এ জাতীয় চুক্তিসমূহে সদাসর্বদা হাতে হাতে আদান প্রদানের মাধ্যমেও চুক্তি সম্পাদন করছেন।[১৭] (অতএব, তা বৈধ। আর তাই অন্য পন্থাতেও তা বৈধ ও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।)
আর বিক্রয় শব্দের জন্য যা শর্ত রাহন বা বন্ধক শব্দের জন্যও তা শর্ত।

খ. চুক্তি সম্পাদনকারী : العَاقِدْ
বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে এ শর্তারোপ করা হয়েছে, তারা সম্পদে স্বাভাবিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে- এমন হতে হবে। যেমন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। তারা সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং বালক, পাগল, অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বন্ধক দেওয়া বা বন্ধক রাখা বৈধ হবে না। যেহেতু এটি সম্পদের উপর চুক্তি- তাই এটি তাদের পক্ষ থেকে সম্পাদন বৈধ হবে না।[১৮]

বন্ধক হলো একপ্রকার স্বেচ্ছাদান বা অনুগ্রহ। কেননা এ হলো অন্যের সম্পত্তি কোনো বিনিময় ব্যতীত আটকে রাখা। সুতরাং তা কেবল সে ব্যক্তিদের পক্ষেই সহীহ হবে যারা দান ও অনুগ্রহ করতে পারে। তাই প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানী, সে তার নিজের সম্পত্তি অথবা সে যার অভিভাবক তার সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে দেখাশোনা করে তার সম্পত্তি বন্ধক রাখা বৈধ হবে এই শর্তে যে, তা প্রকাশ্য খুশি ও সন্তুষ্টির সাথে সম্পাদিত হবে। এর দ্বারা তার অভিভাবকত্বের অধীন ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার সাধারণ হস্তক্ষেপের বিষয়টি সাব্যস্ত হবে। আর তা এভাবে যে, এটি বন্ধক দেওয়ায় যার সম্পদ তার প্রকাশ্য সন্তুষ্টি বা প্রয়োজন পাওয়া যাবে।[১৯]

হানাফীগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, (ক্রয়-বিক্রয়ের) অনুমতিপ্রাপ্ত বালকের বন্ধক দেওয়া ও রাখা বৈধ আছে। কেননা বন্ধক ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি আনুষঙ্গিক বিষয়। সুতরাং যে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উপযুক্ত সে বন্ধকেরও উপযুক্ত।

মালেকীগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, (ভালো-মন্দের) পার্থক্যকারী বালক এবং নির্বোধ লোকের বন্ধক রাখা বৈধ আছে। তবে তা তাদের অভিভাবকের অনুমতির ওপর স্থগিত থাকবে।[২০]

---

১৭. শারহুয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ৩-৪, ২৩২; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ১৩৭; কাশ্শাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৮-৩২২

১৮. আল-মাজমূউ, খ. ১৩, পৃ. ১৭৯; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ১৩৯; শারহুয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ২৩৩

১৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪; কাশ্শাফুল ক্বিনা, পৃ. ৩, পৃ. ৩২২

২০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৩৫; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩৬

www.amarboi.org

গ. যার বিপরীতে রাহন বা বন্ধক রাখা হয় : اَلْمَرْهُوْنُ بِهٖ

ফকীহগণ এ কথায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন, দায়িত্বে অর্পিত যে কোনো আবশ্যিক কিংবা শীঘ্রই আবশ্যিক হবে– এমন হক ও অধিকারের পরিবর্তে বন্ধক রাখা বৈধ। এরপর তারা বিশদ বিবরণে মতবিরোধ করেছেন। শাফেয়ীগণ বলেন : যে সম্পদের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয হবে তাতে তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা :

১. সেটি ঋণ হিসেবে থাকতে হবে। সুতরাং নগদ কোনো কিছুর জন্য জামানতস্বরূপ বা আমানতস্বরূপ বন্ধক রাখা যাবে না, চুক্তি হিসেবে সে দ্রব্যের জামানত নেওয়া হোক বা হস্তগত করা হিসেবে। যেমন- ধার নেওয়া বস্তু, দরাদরি করে গৃহীত, ছিনতাইকৃত বস্তু, শরয়ী আমানতসমূহ যেমন ওদীয়ত ইত্যাদি (এগুলো হস্তগত করার বিপরীতে বন্ধক নেওয়া যাবে না।) তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে দলিল প্রদান করেন, আল্লাহ তাআলা ঋণদানের ক্ষেত্রে বন্ধকের কথা আলোচনা করেছেন। সুতরাং ঋণ ব্যতীত অন্য কোথাও তা সাব্যস্ত হবে না। তা ছাড়া নগদ কোনো দ্রব্য বন্ধকীবস্তুর মূল্য বরাবর নাও হতে পারে। আর বিক্রির ক্ষেত্রে বন্ধকের কর্জটা এর বিপরীত। (সেক্ষেত্রে তা বিক্রি করে ঋণ ওসুল করা যাবে।)

২. ঋণটি প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। সুতরাং যা প্রতিষ্ঠিত নয় তার বিপরীতে বন্ধক রাখা যাবে না। যদিও তা আবশ্যক হওয়ার কারণ পাওয়া যায়। সুতরাং আগামীকাল যা সে ঋণ দেবে বা আগামীকাল তার স্ত্রীকে যে খোরপোশ দেবে তার বিপরীতে বন্ধক রাখা যাবে না। এর কারণ, বন্ধক হলো একটি প্রাপ্যের গ্যারান্টিপত্র। সুতরাং তা তার প্রাপ্য থেকে অগ্রগামী হবে না। এটিই হাম্বলীদের অভিমত।

৩. ঋণটি আবশ্যক বা শীঘ্রই আবশ্যকীয় হতে যাচ্ছে– এমন হতে হবে। সুতরাং কাজ থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে মজুরী বা বেতনকে ঋণ নির্ধারণ করা হলে তা সহীহ হবে না। (যেহেতু কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে মজুরী আবশ্যক হয় না।) ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টি নিঃশেষ করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় গ্যারান্টির কোনো অর্থ নেই।
সুতরাং তাদের নিকট জিম্মায় আবশ্যক প্রত্যেক ঐ হক বা অধিকারের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েজ আছে যা প্রতিষ্ঠিত দেনা, বন্ধকদাতার পক্ষ থেকে যা রহিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। যেমন বাইয়ে সালামের ঋণ, ঋণের বিনিময়, বিক্রীত পণ্যের মূল্য, বিনষ্ট

www.amarboi.org

জিনিসের মূল্য, মহর বা খুলার বিনিময়– যা অনির্দিষ্ট, বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য পরিশোধের দায়িত্বপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দিয়্যত, কোনো বস্তুর ভাড়া। (এগুলোতে বন্ধক রাখা হবে না।)

মালেকীগণ বলেন : সকল ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যের বিপরীতে বন্ধক রাখা বৈধ। কেবল বাইয়ে সালামের মূল পুঁজি ও বাইয়ে সারফ এর ব্যতিক্রম, যেহেতু এ দুটোতে মজলিসেই পরস্পরের বিনিময় হস্তগত করা শর্ত। আরো বন্ধক রাখা জায়েয আছে বাইয়ে সালামের দেনা ও ঋণের বিপরীতে, ছিনতাইকৃত জিনিস, ধ্বংসকৃত জিনিসের মূল্য, সম্পদের ক্ষতিপূরণের টাকা, ইচ্ছাকৃত আঘাত যাতে কিসাস আবশ্যক হয় না; যেমন মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা যে-কোনো স্থানে বিরাট আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয। ক্রয়-বিক্রয় বা কর্জের পূর্বে বন্ধক নেওয়া জায়েয। বন্ধক নেওয়া বৈধ হবে শ্রমিক নিজের বা বাহনজন্তুর পিছনে শ্রম ব্যয় করার দরুন ভাড়া নেওয়া ব্যক্তির দায়ে যে পারিশ্রমিক সাব্যস্ত হয় তার বিপরীতে, বেতন ভাতা হিসাবে যা সাব্যস্ত হয় এবং জামানতযোগ্য ধার নেওয়া বস্তুর বিপরীতেও বন্ধক রাখা বৈধ।

হানাফীগণ বলেন : বন্ধক রাখা জায়েয আছে কর্জের বিপরীতে, তাই যদি কর্জ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বন্ধক রাখা হয় তবুও তা জায়েয হবে। যেমন একে অপরকে কোনো বস্তু বন্ধক দিল, যেন সে তাকে সামনের মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ঋণ দেয়। এ অবস্থায় যদি বন্ধকগ্রহীতার হাতে বন্ধকীবস্তুটি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে যে টাকা ঋণ দেওয়ার ওয়াদা করেছে তা তাকে জামানত হিসাবে দিতে হবে। এমনিভাবে বন্ধক রাখা জায়েয হবে বাইয়ে সালামের মূল পুঁজি, বাইয়ে সারফের মূল্য এবং বাইয়ে সালামের পণ্যের বিপরীতে। যদি মজলিসেই বন্ধক রাখা বস্তু বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে বাইয়ে সারফ ও বাইয়ে সালাম সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর বন্ধকগ্রহীতা বিধানগতভাবে তার অধিকার পরিপূর্ণরূপে পেয়েছে বলে ধরা হবে। যদি বন্ধক রাখা বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বা তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সারাফ ও সালাম উভয়টাই বাতিল হয়ে যাবে।

স্বয়ং জামানতযোগ্য মূল সম্পদ যেমন ছিনতাইকৃত বস্তু, খুলার বদল বা বিনিময়, মহর, ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণের বিনিময়ে সমঝোতার বদল ইত্যাদির বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয আছে। কেননা জামানতটা সাব্যস্তকৃত। তাই, যদি তা মজুদ থাকে তবে তা অর্পণ করা আবশ্যক হবে। আর যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার মূল্য অর্পণ করা আবশ্যক হবে। সুতরাং যা জামানতযোগ্য তার বিপরীতে বন্ধক রাখা যাবে।

www.amarboi.org

যেগুলো জামানতযোগ্য মূল বস্তুগত সম্পদ নয়, যেমন- বিক্রেতার হাতে থাকা বিক্রীত বস্তু, ওদীয়াতের মতো শরয়ী আমানতসমূহ, ত্রুটিমুক্ত বস্তু, মুদারাবাসমূহ, শিরকাত বা অংশীদারী মালসমূহ, এগুলোর বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয নেই।[২১]

হাম্বলীগণ বলেন : প্রত্যেক আবশ্যকীয় বা আবশ্যকের কাছাকাছি ঋণের কারণে বন্ধক রাখা জায়েয। যেমন : কর্জ, নষ্টকৃত জিনিসের মূল্য, খিয়ারকালীন মূল্য, ছিনতাইকৃত সম্পদ এবং ত্রুটিমুক্ত সম্পদের মতো সরাসরি জামানতযোগ্য সম্পদ, দরাদরি করে যা হস্তগত করা হয়েছে এবং ফাসিদ চুক্তি দ্বারা হস্তগত জিনিস।

কেননা বন্ধক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রাপ্য আদায় করা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং তা অর্জিত হয়। কেননা এসব সম্পদ বন্ধক রাখা বন্ধকদাতাকে প্রাপ্য আদায় করতে বাধ্য করে। তবে যদি আদায় করা অসম্ভব হয়ে যায় তাহলে বন্ধকে রাখা বস্তুর মূল্য দিয়ে তা পরিশোধ করে দেওয়া হয়। এভাবে এটি দায়িত্বে আবশ্যক বস্তুর মতো হয়ে যায়।

জিম্মায় বা দায়িত্বে নেওয়া ভাড়ার উপকারের বিপরীতে বন্ধক নেওয়া জায়েয আছে। যেমন : কাউকে কোনো ঘর নির্মাণের জন্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা জিনিস কোনো নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত বহন করার জন্য ভাড়া নেওয়া হলো। যদি শ্রমিক কাজ না করে তবে বন্ধকী জিনিস বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে কাজ করে দেবে এমন কোনো লোককে ভাড়া নেওয়া হবে।

নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আত্মীয়স্বজনের উপর আবশ্যক দিয়্যতের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েজ। কেননা সেসময় সেটা আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়। তবে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে তা ওয়াজিব না হওয়ার কারণে তখন তার বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয নেই। কাজ করার পূর্বে মজুরির উপর এবং কাজের পূর্বে কোনো প্রতিযোগিতার বিনিময়ের উপর- তা আবশ্যক না হওয়ার দরুন বন্ধক নেওয়া জায়েজ নেই। আর এখানে নিশ্চিত না যে, এটা তার জন্য আবশ্যক হবে। হ্যাঁ, কাজের পর তা জায়েয হবে।

দায়িত্বে প্রমাণিত নয় এমন বিনিময়ের পরিবর্তে বন্ধক নেওয়া সমীচীন নয়। যেমন : নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত মূল্য। যেমন এমন স্বর্ণের টুকরা যেটাকে মূল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, ইজারা বা ভাড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাড়া, ইজারা বা ভাড়ার ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত নির্দিষ্ট জিনিস যেমন : নির্দিষ্ট ঘর, কোনো নির্দিষ্ট জিনিস কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বহন করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রাণী। কেননা এসব ক্ষেত্রে দায়িত্বে কোনো ওয়াজিব হক

---

২১. হাশিয়াতুত তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৪০; আল-হিদায়া, পৃ. ৪, পৃ. ১৩৩

www.amarboi.org

বা অধিকার সম্পৃক্ত নয় এবং ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণও নয়। তা ছাড়া হক বা অধিকারটা সরাসরি এই জিনিসগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত।[২২]

ঘ. বন্ধকী বস্তু : اَلْمَرْهُوْنُ

এ কথায় কোনো ফকীহের মতভেদ নেই, যে কোনো মূল্যবান বস্তু বন্ধক রাখা যাবে, যা হবে এমন, বন্ধকদাতার পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হলে তা দিয়ে কিংবা তার মূল্য দিয়ে ঋণ উসুল করে নেওয়া যায়।

এরপর কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তারা মতভেদ করেছেন। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেছেন, বিক্রয় করা যায় এমন যে কোনো সম্পদ বন্ধক রাখা জায়েয। কেননা বন্ধকের উদ্দেশ্য হলো, যখন বন্ধকদাতার পক্ষে ঋণ আদায় করা সম্ভব হবে না তখন তা বিক্রয় করে তার পাওনা পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ করে দেওয়া। দেখা যায়, যা বিক্রয়ের উপযুক্ত হবে তাতেই একথা কার্যকর হবে। তা ছাড়া যা বিক্রির ক্ষেত্র তা-ই বন্ধকের উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্র। তাই তাদের নিকট যৌথ সম্পদ বিক্রয় করা জায়েয আছে। এক শরীক অপর শরীকের কাছে বন্ধক দিয়ে রাখুক বা অন্যের কাছে। তা বণ্টনযোগ্য হোক বা অবণ্টনযোগ্য। আর যা বিক্রয় করা জায়েয নেই তা বন্ধক রাখাও নাজায়েয। সুতরাং মুসলমানের জন্য কুকুর বা শূকর বা মদ বন্ধক দেওয়া বা রাখা জায়েয নেই।

মালেকীগণ বলেন : যে সম্পদে ক্ষতির/ধোকার ঝুঁকি সামান্য তা বন্ধক দেওয়া জায়েয। যেমন : পলাতক উট, এমন ফল যা যথাযথভাবে উদ্গত হয়নি। কেননা বন্ধকগ্রহীতার জন্য আবশ্যক হলো, কোনো গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা ব্যতীত তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সুতরাং যাতে সামান্যতম বিপদ বা ঝুঁকি আছে তা নেওয়া যেতে পারে। কেননা তা মূলত একটি সম্পদ বা বস্তু। আর এটি যা অস্তিত্বে নেই তার চেয়ে উত্তম। কিন্তু যাতে মারাত্মক বিপদ বা ঝুঁকি আছে তা এর বিপরীত (অর্থাৎ তা বন্ধক দেওয়া জায়েয নেই)। যেমনঃ ভ্রূণ, এমন ফসল যা উৎপন্ন হয়নি।[২৩]

হানাফীগণ বন্ধকীবস্তুর ব্যাপারে নিম্নোক্ত শর্তারোপ করেছেন :

- সম্পদটি বণ্টিত হতে হবে। সুতরাং যৌথ সম্পত্তিতে বন্ধক বৈধ হবে না।
- তা বন্ধকদাতার মালিকানা থেকে মুক্ত করে দিতে হবে। সুতরাং যে বস্তুতে বন্ধকদাতার হক বা অধিকার সংযুক্ত থাকে তা বন্ধক দেওয়া জায়েয হবে না। যেমন এমন ঘর যাতে তার আসবাবপত্র বিদ্যমান।

---

২২. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩২৪। আল-ইনসাফ; খ. ৫, পৃ. ১৩৭

২৩. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৭৪; আল-মাজমুউ, খ. ১৩, পৃ. ১৯৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৩৭; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১০৯; শারহুস যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ২৩৭

www.amarboi.org

- সেটি পৃথক থাকতে হবে। সুতরাং যা সৃষ্টিগতভাবে কোনো কিছুর সাথে সংযুক্ত তা বন্ধক হিসাবে রাখা যাবে না। যেমন গাছ ব্যতীত কেবল গাছে থাকা ফল বন্ধক রাখা যাবে না। যেহেতু বন্ধকী বস্তু সৃষ্টিগতভাবে অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তা যৌথ সম্পদতুল্য হয়ে গেছে।[২৪]

ধারকৃত বস্তু বন্ধক রাখা : رَهْنُ الْمُسْتَعَار

বন্ধকীবস্তু বন্ধকদাতার মালিকানাধীন হওয়া শর্ত নয়। ফকীহবৃন্দের সর্বসম্মত অভিমত, ধারদাতার অনুমতিক্রমে ধারকৃতবস্তু বন্ধক রাখা জায়েয আছে। আল-মুগনী গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল মুনযির-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, বন্ধকের জন্য ধার চাওয়া বৈধ, এ বিষয়ে আলেম সমাজ ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। কেননা এটি হলো গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাপত্র। আর তা বন্ধকদাতার মালিকানাধীন নয় এমন কিছুর দ্বারাও অর্জিত হয়ে যায়, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ ও কাফালার ক্ষেত্রে বিষয়টি সহীহ হওয়ার দলিল। তা ছাড়া ধারদাতার জন্য সুযোগ আছে যে, সে অন্যের ঋণের দায়ভার নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে। সুতরাং সে নিজের ওপর অন্যের সম্পদের দায়ভার আবশ্যক করার মালিক। যেহেতু উভয়টাই তার নিজের অধিকারস্থল এবং তার হস্তক্ষেপস্থল।[২৫]

বন্ধকের জন্য ধারকৃত বস্তু বন্ধক রাখা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি

(شُرُوطُ صِحَّةِ رَهْنِ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ)

বন্ধক রাখার জন্য ধারের চুক্তিতে ঋণের পরিমাণ, তার প্রকার, তার গুণাগুণ, তা পরিশোধের সময়, যার কাছে বন্ধক রাখা হবে সেই ব্যক্তি এবং বন্ধকের সময়ের কথা উল্লেখ করতে হবে। কেননা এসব অজ্ঞাত থাকলে বিভিন্ন বিপদ ও ঝুঁকি দেখা দিতে পারে; তাই এগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটাই শাফেয়ীদের অভিমত এবং হাম্বলীদের একটি মত।[২৬]

হানাফী ও হাম্বলীগণ বলেন– যা মালেকীদের বক্তব্যের চাহিদা : পূর্বোক্ত বিষয়ের কোনোটিই চুক্তিতে উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। যদি সে সাধারণভাবে চুক্তি করে এবং কোনো শর্ত না করে তাহলেও চুক্তি সহীহ হবে। বন্ধকদাতার জন্য সুযোগ আছে, সে যা ইচ্ছা তাই বন্ধক রাখতে পারবে। কেননা শর্তমুক্ত হওয়ার বিষয়টি এখানে অবশ্যই ধর্তব্য হবে, বিশেষ করে ধারের ক্ষেত্রে। কেননা এ ব্যাপারে

---

২৪. হাশিয়াতুত তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৩৫; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১২৬; ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ৬৯

২৫. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৮০; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৫০; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৩০; শারহুয যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ২৪০

২৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৪৫; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২৬৫

www.amarboi.org

অজ্ঞতা ঝগড়া-বিবাদের দিকে ঠেলে দেয় না। যেহেতু এর ভিত্তি হলো উদারতার ওপর। আর মালিক কখনো কখনো ধারগ্রহণকারীর ঋণের বিষয়টি মালিকের নিজের সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে রাজি থাকে। আর সে এর অধিকার রাখে, যেমনিভাবে কাফালাতের ভিত্তিতে তার ঋণ তার দায়িত্বে রাখার অধিকার রাখে।[২৭]

এখানে যেগুলো উল্লেখ করা হলো এগুলোর কোনোটি যদি ধারপ্রদানকারী শর্ত হিসাবে উল্লেখ করে, ধারগ্রহণকারী তার বিরোধিতা করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বন্ধক সহীহ হবে না। এর কারণ তাকে এই বন্ধকের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। সুতরাং বিষয়টি যাকে বন্ধক রাখতেই অনুমতি দেওয়া হয়নি তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু যদি এর চেয়ে ভালো কোনো বিষয়ে ধারগ্রহণকারী বিরোধিতা করে তাহলে তা বন্ধক রাখা বৈধ হবে। যেমন তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অনুমতি দেওয়ার পর সে এর চেয়ে কম পরিমাণ বন্ধক রাখল, তাহলে তা সহীহ হবে। কেননা যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে সে এর কম পরিমাণেও সন্তুষ্ট থাকে।[২৮]

ধারকৃত বস্তুর জামানত : ضَمَانُ الْمُسْتَعَارِ

বন্ধকের জন্য ধারকৃত বস্তুর জামানত এবং কে এর জামানত দেবে, সে বিষয়ে ফকীহবৃন্দ মতবিরোধ করেছেন।

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের অভিমত হলো, যা মালেকীদের কথারও সারমর্ম : বন্ধকের জন্য ধারকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে আসল হলো জামানত (যা আমানতের বিপরীত)। এরপর শাফেয়ীগণ বলেছেন, যদি বন্ধক হিসাবে দেওয়ার পূর্বেই ধারগ্রহণকারী ব্যক্তির হাতে তা বিনষ্ট হয়ে যায় তবে সে-ই এর ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা সে হলো ধারগ্রহণকারী। আর ধার হলো ক্ষতিপূরণযোগ্য বিষয়। আর যদি তা বন্ধকগ্রহীতা হস্তগত করার পর কোনোরূপ স্বেচ্ছাচারিতা বা বাড়াবাড়ি ব্যতীত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাদের কাউকেই জামানত দিতে হবে না। তবে বন্ধকদাতার দায়িত্ব থেকে তার দায় অবলুপ্ত হয়ে যাবে না। সেই সাথে চুক্তিটি হলো নিরাপত্তার চুক্তি তথা বন্ধকী বস্তুর ঘাড়ে ঋণের নিরাপত্তা। সুতরাং বন্ধকী কারবারের পর বন্ধকগ্রহীতার কর্তৃত্ব হলো আমানতের কর্তৃত্ব। সুতরাং সীমালঙ্ঘন ব্যতীত তার উপর কোনো জামানত বা ক্ষতিপূরণ আসবে না।[২৯]

---

২৭. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৮০; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৩০; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১১১

২৮. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৮০; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৩০; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১১১

২৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৪৫; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ২৪৯; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ২৩৯ ও জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭৯

www.amarboi.org

হাম্বলীগণ বলেন : বন্ধকের জন্য ধার চাওয়া হলো জামানতের চুক্তি করা। সুতরাং বাড়াবাড়ি করে বা বাড়াবাড়ি ব্যতীত যদি ধারকৃত বস্তুটি বিনষ্ট হয় তাহলে বন্ধকদাতাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা চুক্তিটি ধারের চুক্তি। আর ধার হলো জামানতযোগ্য। সুতরাং ধারগ্রহীতাকে জামানত দিতে হবে। আর সে হলো বন্ধকদাতা।

হানাফীগণ বলেন : বন্ধকের জন্য ধারগ্রহণকারীর কব্জা ও নিয়ন্ত্রণ হলো আমানতের কব্জা ও নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং বন্ধকের জন্য ধারকৃত বস্তুটি যদি বন্ধক দেওয়ার পর বা বন্ধক ছুটানোর পর বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদিও সে এটা পূর্ব থেকেই ব্যবহার করে এবং বন্ধকীজন্তুতে আরোহণ করে থাকে। কেননা সে হলো এমন আমানতদার যে আমানতের বিপরীত করেছে, এরপর আবার পথে ফিরে এসেছে। আর বন্ধকগ্রহীতার কব্জা ও কর্তৃত্ব হলো জামানতের কর্তৃত্ব। সুতরাং যখন তার হাতে বন্ধক হিসাবে গৃহীত বস্তুটি বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন তার পাওনা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর ধারগ্রহণকারীর উপর ধারদাতার জন্য ঋণের অনুরূপ দেওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে।[৩০]

বন্ধকের আবশ্যকতা : لُزُومُ الرَّهْن

বন্ধক আবশ্যক হওয়া নিয়ে ফকীহগণ মতানৈক্য করেছেন :

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত হলো, হস্তগত করা বা করানো ব্যতীত বন্ধকচুক্তি আবশ্যক হয় না। বস্তুত বন্ধক হলো একটি জায়েয বিষয়, (অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়।) তাই বন্ধকদাতা হস্তগতকরণের পূর্বে বন্ধকচুক্তি থেকে সরে আসা জায়েয। কব্জা ব্যতীত আবশ্যক না হওয়ার দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ "হস্তান্তরকৃত বন্ধক।"[৩১]

সুতরাং যদি কব্জা বা হস্তগতকরণ ব্যতীত বন্ধক আবশ্যক হয়ে যায় তাহলে আয়াতে مَقْبُوضَةٌ বলে শর্তযুক্ত করার কোনো অর্থ থাকে না। তা ছাড়া এটি হলো একটি সাহায্য ও সেবা মূলক চুক্তি; যা কবুলের মুখাপেক্ষী। সুতরাং এটি হস্তগত করারও মুখাপেক্ষী।[৩২]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর কিছু অনুসারী বলেছেন : যদি বন্ধকীবস্তু পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য কোনো বস্তু হয় তাহলে হস্তগতকরণ ব্যতীত বন্ধক আবশ্যক হবে না। অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ রহ.-এর পক্ষ থেকে দুটি অভিমত আছে।

---

৩০. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৩১; হাশিয়া তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৫০

৩১. সূরা বাকারা, আয়াত- ২৮৩

৩২. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৫৫ নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৮

www.amarboi.org

১. কব্জা বা হস্তগতকরণ ব্যতীত বন্ধক আবশ্যক হবে না।
২. বেচাকেনার চুক্তির অনুরূপ, কেবলমাত্র আকদ বা চুক্তি দ্বারাই আবশ্যক হয়ে যাবে।[৩৩]

মালেকী ফকীহগণ বলেন : কেবলমাত্র আকদ বা চুক্তির দ্বারাই এটি আবশ্যক হয়ে যায়। এরপর বন্ধকদাতাকে বন্ধকগ্রহীতার নিকট বন্ধকী-জিনিস অর্পণ করতে বাধ্য করা হবে। কেননা এটা এমন চুক্তি যা কব্জা করা ছাড়াই আবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং বেচাকেনার মতো হস্তগত করার পূর্বেই বন্ধকী চুক্তি আবশ্যক হয়ে যাবে।[৩৪]

আর যদি একই চুক্তিতে বন্ধক বা কাফীলের শর্তারোপ করে যেখানে দায়িত্বশীল শর্ত পূরণ করতে পারে না সেখানে অপরের জন্য চুক্তি বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

সম্পদটি যার কব্জায় তার কাছেই বন্ধক দেওয়া : رَهْنُ الْعَيْنِ عِنْدَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ

যদি বন্ধকী জিনিস বন্ধকগ্রহীতার হাতে ধার বা আমানত অথবা ছিনতাইকৃতরূপে থাকে এবং বন্ধকদাতা সেটাকে তার কাছেই বন্ধক রাখে, তাহলে ফকীহ সমাজের সর্বসম্মতিক্রমে ঐ বন্ধক রাখা সহীহ হবে। যেহেতু সেটি বন্ধকদাতার সম্পদ তাই সেটি সে যেমন নিতে পারে, বন্ধকও রাখতে পারবে, যার কাছেই হোক। যেমনিভাবে সেটা তার হাতে থাকলে (তার বন্ধক দেওয়া সহীহ হয়)।[৩৫]

এসকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনো বিষয় ব্যতীত কেবল চুক্তির দ্বারাই বন্ধক আবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা অধিকারও বিদ্যমান এবং কব্জা করাও আছে। সুতরাং তা আর হস্তগত করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। হানাফী ও হাম্বলী ফকীহগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৬]

শাফেয়ীগণ বলেন : এখানে হস্তগত করিয়ে দেওয়া বা হস্তগত করার অনুমতি দেওয়া শর্ত– যদি বন্ধকী জিনিস উপস্থিত থাকে। আর যদি বন্ধকী-জিনিস চুক্তির মজলিসে উপস্থিত না থাকে তাহলে হস্তগত করার অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে এতটুকু পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়াও শর্ত- যেসময়ে তা হস্তগত করা সম্ভব।

---

৩৩. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৪
৩৪. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪৫; হাশিয়াতুল বুনানী আলা শারহিয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ২৩৩
৩৫. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৭০; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৩৬; হাশিয়াতুত তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৩৫; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৫৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫০
৩৬. প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

তারা বলেন : যেহেতু আগের কব্জাটি ছিল বন্ধক ব্যতীত ভিন্ন কোনো কারণে। তাই তাতে বন্ধকের জন্য হস্তগতকরণ তো পাওয়া যায়নি।[৩৭]

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত অনুসারে নতুন করে কব্জা বা হস্তগত করার প্রয়োজন না থাকায় যদি তা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বন্ধক রাখার কারণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে এটাকে বন্ধকী হিসেবে রাখার অনুমতিপ্রাপ্ত। আর তার কাছ থেকে নতুন কোনো ক্ষতিসাধিত হয়নি। সুতরাং তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যেমনিভাবে যদি বন্ধকদাতা সেটা তার কাছ থেকে নিয়ে নিত, এরপর সেটা তার হস্তগত করাতো বা তার জিম্মা থেকে মুক্ত করে দিত; তখন যেমন তার উপর ক্ষতিপূরণ আসত না তেমনি এখানেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তা ছাড়া ক্ষতিপূরণের কারণ হলো ছিনতাই করা বা ধার প্রদান করা। বন্ধকগ্রহীতা হওয়ার পর তাকে ছিনতাইকারী বা ধারগ্রহীতা গণ্য করা হবে না।[৩৮]

শাফেয়ীগণ বলেন : ছিনতাইকারী বন্ধকগ্রহীতা বা ধারগ্রহণকারী যেই হোক, সে ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে মুক্ত হবে না। যদিও বন্ধকচুক্তি আবশ্যক হয়ে যায়। এর কারণ, বন্ধকচুক্তি যদিও একটি আমানতী চুক্তি– এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আস্থা রাখা। তা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিপন্থী নয়। তাই বন্ধকগ্রহীতা যদি বন্ধকীজিনিসের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে বন্ধক থাকা সত্ত্বেও তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা যখন দূর হলো না তখন শুরুতেই তাকে এই ছাড় না দেওয়াটাই উত্তম।

ছিনতাইকারী বন্ধক গ্রহীতা হলে সে বন্ধকদাতাকে তার হাত বন্ধকরাখা বস্তুর ওপর রাখতে বাধ্য করার অধিকার আছে। তাতে করে সে জামানত বা ক্ষতিপূরণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর আবার সে বন্ধকের বিধান অনুসারে সেটা তার কাছে ফিরিয়ে নেবে।

যদি ছিনতাইকারী বস্তুটি বন্ধক রাখতে সম্মত না হয় তাহলে বিষয়টি বিচারকের দরবারে উত্থাপন করা হবে। তিনি তাকে সেটা কব্জা করার নির্দেশ দেবেন। যদি সে বিরত থাকে তাহলে বিচারক নিজেই বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেটা হস্ত গত করে বন্ধকগ্রহীতাকে দিয়ে দেবে।[৩৯]

---

৩৭. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৫৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫৫

৩৮. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৭১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৩৬; হাশিয়াতুত তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৩৫

৩৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫৫; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৬৮; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৫৬

www.amarboi.org

বন্ধকীবস্তুতে আধিক্য ও তার বৃদ্ধি : زَوَائِدُ الْمَرْهُوْنِ ، وَنَمَاؤُهُ

এ কথায় ফকীহ সমাজে কোনো মতবিরোধ নেই যে, বন্ধকীবস্তুর সত্তাগত বৃদ্ধি– যেমন গাছ মোটা হওয়া বা বড় হওয়া ইত্যাদি- তার মূলের অনুগামী হবে। তবে বন্ধকীবস্তুর বৃদ্ধি অসত্তাগত হলে তার বিধানে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন :

শাফেয়ীদের অভিমত হলো : যে বৃদ্ধি বা আধিক্য তার সকল প্রকার সহ আলাদাভাবে হয় তাতে বন্ধক চলবে না। কেননা বন্ধক রাখা মালিকানা দূর করে না, সুতরাং সে সব আধিক্যে ইজারার মতো বন্ধকও চলবে না।

হানাফীগণ বলেন : বন্ধকীবস্তুর বৃদ্ধি যেমন- সন্তান, ফল, দুধ, পশম ইত্যাদি তার মূল বস্তুর সাথে বন্ধক থাকবে। তবে যা উপকারের বিনিময় হয় তা ব্যতীত, যেমন- ভাড়া, পারিশ্রমিক, সাদাকা, হিবা, এগুলো বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সেগুলো বন্ধকদাতার বলে বিবেচিত হবে।

মালেকীগণ বলেন : যে বন্ধকীজিনিস থেকে বংশবৃদ্ধি হয় কিংবা তার ফল বের হয়, যেমন সন্তান- তাতে বন্ধক চলবে। আর এর বাইরে যা অতিরিক্ত, যেমন পশম, দুধ, গাছের ফলফলাদি এবং যাবতীয় উৎপাদিত শস্য, তাতে বন্ধক চলবে না।

হাম্বলীগণের অভিমত হলো, নির্দিষ্ট বন্ধকী জিনিসে পৃথকভাবে যা অতিরিক্ত হবে তা মূল জিনিসের মতোই বন্ধক বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে বংশ বিস্তার ও প্রজনন যেমন সন্তান ও শাবক এবং অন্য জিনিসের মাঝে যেমন : পারিশ্রমিক, ফলফলাদি, দুধ, পশম ইত্যাদিতে কোনো পার্থক্য নেই। তারা বলেন, এটি হলো এমন বিধান যা মালিকের চুক্তির কারণে নির্দিষ্ট বস্তুতে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং বিক্রি বা অন্য কোনো উপায়ে সাব্যস্ত মালিকানার মতোই তাতে সব ধরনের বৃদ্ধি ও মুনাফা অন্তর্ভুক্ত হবে। তা ছাড়া বৃদ্ধিটা ঐ নির্দিষ্ট বন্ধকীবস্তু থেকেই সৃষ্ট হয়েছে, সুতরাং তা সত্তাগত বৃদ্ধির মতোই মূল বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তারা সন্তানের উপর বন্ধকের বিধান ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে বলেন, এটি মায়ের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত, যা মালিকের সন্তুষ্টিক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং কোন বাদীকে একথা বলা যে, তুমি আমার মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে এবং বাদীর গর্ভে নিজের সন্তান জন্মদানের ন্যায় বন্ধকও সন্তানে ব্যাপ্ত হবে।

বন্ধকীবস্তু দ্বারা উপকার গ্রহণ করা : الاِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُوْنِ

বন্ধকীবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হওয়ার বিষয়ে এবং এটি কার জন্য বৈধ হবে তা নিয়ে ফকীহ সমাজ মতবিরোধ করেছেন।

হানাফী ফকীহদের অভিমত হলো, বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা কারো জন্যই কোনো ভাবে অপরের অনুমতি ব্যতীত বন্ধকীবস্তু যথা : ঘর-বাড়ি, বাহন বা

www.amarboi.org

অন্যকিছু দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই। তাদের আরেকটি অভিমত হলো, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুমতি পেলেও বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না; অবৈধ ও হারাম হবে। কেননা তা রিবা–সুদ হয়ে যায়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, চুক্তির সময় উপকার গ্রহণের শর্তারোপ করা হলে তা রিবা গণ্য হয়ে হারাম হবে। পক্ষান্তরে চুক্তির সময় শর্ত করা না হলে সুদ বলে বিবেচিত হবে না। তাই উপকার গ্রহণ জায়েয হবে।[৪০]

মালেকীগণ বলেন : বন্ধকী জিনিসের শস্য বন্ধকদাতার, তা উপার্জনে বন্ধকগ্রহীতা তার স্থলাভিষিক্ত হবে যতক্ষণ না বন্ধকীজিনিসের উপর বন্ধকদাতার কর্তৃত্ব আসে। আর কয়েকটি শর্তে বন্ধকগ্রহীতার বন্ধকীবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয আছে।

ক. মূল চুক্তিতেই উপকার ভোগ করার শর্তারোপ করতে হবে।
খ. সময় বা মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকতে হবে।
গ. যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হবে তা কোনো ঋণ হবে না।

সুতরাং যদি চুক্তিতে তা শর্তযুক্ত না করে আর বন্ধকদাতা তাকে বিনামূল্যে তা থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেয়, তাহলেও সেটা তার জন্য জায়েয হবে না। কেননা এটি ঋণের হাদিয়া। আর তা জায়েয নেই। এমনিভাবে যদি সে সাধারণভাবে চুক্তি করে এবং অজ্ঞতাবশত মেয়াদ নির্দিষ্ট না করে দেয় কিংবা যার দ্বারা বন্ধক রাখা হলো তা কোনো কর্জের ঋণ তাহলেও তার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার ভোগ করা জায়েয হবে না। কেননা তা এমন ঋণ যা কোনো মুনাফা টেনে আনে।[৪১]

হাম্বলীগণ বন্ধকরাখা প্রাণী বাহন বা দুগ্ধবতী হওয়া বা না হওয়ার মাঝে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন : বন্ধকীবস্তু যদি বাহন বা দুগ্ধদানকারী প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছু হয় তাহলে বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতা কারো জন্য একে অপরের অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয নেই।

বন্ধকগ্রহীতার জন্য জায়েয না হওয়ার কারণ, বন্ধকীবস্তু এবং তার বৃদ্ধি ও মুনাফা সবটাই বন্ধকাদাতার মালিকানায়। সুতরাং তার অনুমতি ছাড়া অন্য কারো তা নেওয়ার কোনো অধিকার নেই। আর বন্ধকদাতার জন্য নাজায়েয হওয়ার হেতু হচ্ছে, সে তার অধিকারের ক্ষেত্রে একক নয়। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত তার জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই।

---

৪০. হাশিয়াতুত-তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩১০
৪১. বুলগাতুস সালিক আলাশ-শারহিস সাগীর, খ. ২, পৃ. ১১২; হাশিয়াতু দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৪৬; আল-ক্বাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩১৯

www.amarboi.org

সুতরাং যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে বন্ধকীবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান করে তাহলে জায়েয আছে। এমনিভাবে যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে এই শর্তে অনুমতি দেয় যে,

ক. যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হবে তা কোনো ঋণ হবে না;
খ. কোনো বিনিময় ব্যতীত উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেবে না, তাহলে বন্ধকগ্রহীতাও তা থেকে উপকার লাভ করতে পারবে।

সুতরাং যদি বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে কোনো বিনিময় ব্যতীত উপকার ভোগের অনুমতি দেয় অথবা যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হলো তা কোনো ঋণ হয়, তাহলে বন্ধকগ্রহীতার জন্য তা থেকে উপকার ভোগ করা জায়েয হবে না। এর কারণ, তা এমন ঋণ যা মুনাফা টেনে আনে। এটা হারাম।

যদি বন্ধকীদ্রব্য কোনো বিক্রীত পণ্যের মূল্য হয় বা কোনো ঘরের ভাড়া হয় বা কর্জ ব্যতীত ঋণ হয়, তাহলে বন্ধকদাতার অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকগ্রহীতার জন্য তা দ্বারা উপকার ভোগ করা জায়েয আছে। এমনিভাবে যদি উপকারটা কোনো বিনিময় সাপেক্ষে হয় তাহলে তা জায়েয; যেমন কোনো বন্ধকী ঘর বন্ধকগ্রহীতার কাছে সাধারণ ভাড়ার বিনিময়ে কোনোরূপ ছাড় দেওয়া ব্যতীত ভাড়া দিল। তাহলে তখন সে তা কর্জের বিনিময়ে উপকার ভোগ করছে না, বরং ভাড়ার বিনিময়ে করছে। আর যদি মূল চুক্তিতে এই শর্তারোপ করে যে, বন্ধকগ্রহীতা এর দ্বারা উপকার ভোগ করবে তাহলে শর্তটি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। কেননা তা চুক্তির দাবির পরিপন্থী।

বন্ধক রাখা প্রাণী বাহন বা দুগ্ধদানকারী হলে বন্ধকগ্রহীতা সেগুলোতে বন্ধকদাতার কাছে খরচ করার বা উপকার ভোগ করার অনুমতি চাওয়া ব্যতীতই নিজের টাকা ব্যয় করে সে খরচ অনুপাতে ইনসাফের ভিত্তিতে সেগুলোতে আরোহন করতে এবং দুধ দোহন করতে পারবে। বন্ধকদাতার পক্ষে খরচ করা অসম্ভব হোক বা না হোক।

তারা একটি হাদীস দ্বারা দলিল দেন :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"প্রাণীর পিঠে খরচ দিয়ে আরোহণ করা যাবে যখন তা বন্ধককৃত হবে। আর দুধ পান করা যাবে তার খরচ দিয়ে যখন তা বন্ধককৃত হবে। আর যে আরোহন করবে এবং দুধ পান করবে তাকে তার খরচ বহন করতে হবে।"[৪২]

---

৪২. ইমাম বুখারী রহ হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় বুখারী শরীফে এটি উদ্ধৃত করেছেন। [ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ১৪৩ আস-সালফিয়্যা প্রকাশনী]।

www.amarboi.org

তারা বলেন : নবী সা.-এর এই কথা যে, بِنَفَقَتِهِ-তার নাফাকা বা খরচ দিয়ে- এটি খরচের বিনিময়ে উপকার ভোগ করার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর তা হবে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার। আর বন্ধকদাতার পক্ষ থেকে জন্তুর পেছনে খরচ করা বা তা থেকে উপকার ভোগ করা তাতে আরোহণ করা বা দুধ পান করার কারণে নয়। বরং মালিকানার কারণে। সুতরাং তারা যদি এ দুটো উপকার ব্যতীত অন্য উপকার ভোগ করার বিষয়ে একমত না হয় তাহলে সে প্রাণী বা বস্তু দ্বারা উপকার ভোগ করা জায়েয হবে না। সুতরাং যদি কোনো ঘর বন্ধকীবস্তু হয় তাহলে তা তালা দিয়ে রাখা হবে। আর যদি কোনো প্রাণী হয় তাহলে কোনোরূপ উপকার ভোগ করা ব্যতীত তা রেখে দেওয়া হবে যতক্ষণ না বন্ধক মুক্ত হয়।[৪৩]

শাফেয়ীগণ বলেন : বন্ধকীজিনিসে গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা ছাড়া বন্ধকগ্রহীতার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা উপকৃত হওয়ার অধিকার নেই। বন্ধকদাতার জন্য তা থেকে এমন উপকার ভোগ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যার দরুন তার মূল্য কমে যাবে না। যেমন প্রাণী হলে সে আরোহণ করতে পারবে বা দুধ দোহন করতে পারবে। ঘর হলে বাস করতে পারবে। গোলাম হলে সেবা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা হাদীসে এসেছে : الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا "প্রাণীর পিঠে খরচ দিয়ে আরোহণ করা যাবে যখন তা বন্ধক রাখা হবে।"

আরেক হাদীসে এসেছে : الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ "বন্ধকরাখা বস্তু আরোহণযোগ্য ও দুধ দোহনযোগ্য।"[৪৪]

এ ধরনের উপকারসমূহেও এ বিধান কার্যকর হবে।

যে উপকার এটার মূল্য কমিয়ে দেয়; যেমন বন্ধকরাখা জমিতে কোনো কিছু নির্মাণ বা গাছ লাগানো ইত্যাদি, বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত বন্ধকদাতার এমনটি করা জায়েয নেই। কেননা বিক্রি করার সময় এটি ক্রেতার আগ্রহ কমিয়ে দেয়।[৪৫]

বন্ধকী জিনিসে বন্ধকদাতার হস্তক্ষেপ : تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ

ফকীহদের এ কথায় কোনো মতবিরোধ নেই, বন্ধক আবশ্যক হওয়ার পর বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত বন্ধকদাতা বন্ধকীবস্তুতে এমন কোনো কাজ বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই যা তার মালিকানা দূর করে দেয়। যেমন বিক্রি

---

৪৩. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪২৬-৪৩২

৪৪. ইমাম বায়হাকী হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় সুনানে বায়হাকীতে [খ. ৬, পৃ. ৩৮, দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া প্রকাশনী] এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বায়হাকী এই হাদীসটি আবু হুরায়রা রা.-এর পক্ষ থেকে মাওকূফ হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত হাদীসটি এর শাহেদ।

৪৫. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৭৯-৯৯; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৬১

www.amarboi.org

করে দেওয়া, দান করে দেওয়া, ওয়াকফ করে দেওয়া, কিংবা বন্ধকের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে চাপে ফেলে, যেমন : অন্যের কাছে বন্ধক রাখা কিংবা যা বন্ধকীজিনিসে আগ্রহ কমিয়ে দেয়। তবে বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি থাকলে এসবই করা যাবে।[৪৬]

সুতরাং সে যদি উপরিউক্ত কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার হস্ত ক্ষেপের বিষয়টি বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির ওপর স্থগিত থাকবে। কেননা এটি এমন একটি হস্তক্ষেপ যা নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টির বিষয়ে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার বাতিল করে দেয়। সুতরাং তার অনুমতি ব্যতীত এমনটি করা সহীহ হবে না। যদি সে অনুমতি দেয় তাহলে তার হস্তক্ষেপ সহীহ হবে এবং বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে, যদি হস্তক্ষেপটা এই ধরনের হয় যে, সেখানে বন্ধকের কোনো বদল বা বিনিময় বাকী থাকে না; যেমন : ওয়াকফ, হিবা বা দান। আর বন্ধকীজিনিস আটকে রাখার বিষয়ে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার শেষ করে দেয়। কেননা নিষেধ করার বা বাধা দেওয়ার যে অধিকার তার ছিল- অনুমতি দেওয়ার কারণে সেটা বাতিল হয়ে গেছে।[৪৭]

যদি বন্ধকের কোনো বদল বা বিনিময় বাকী থাকে তাহলে তাতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে : যদি অনুমতিটা শর্তহীন অনুমতি হয় আর ঋণটা দীর্ঘমেয়াদী হয়, তাহলে বিক্রয় সহীহ হবে এবং বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির প্রেক্ষিতে বন্ধকদাতার মালিকানা থেকে বন্ধকীজিনিস বের হয়ে যাওয়ার কারণে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে।

আর দেনা বা ঋণ-নগদ না হওয়ার কারণে নির্ধারিত বন্ধকীজিনিসের মূল্য তার স্থলাভিষিক্ত হবে না।

আর যদি দেনা বা ঋণটা অনুমতি দেওয়ার সময়ে নগদ ঋণ হয় তাহলে বন্ধকীজিনিসের মূল্য দিয়ে বন্ধকগ্রহীতার প্রাপ্য আদায় করা হবে। বিক্রয়ে তার অনুমতিকে তার ঋণ আদায়ের সময় আসার কারণে তার উদ্দেশ্যমূলক কাজ বলে গণ্য করা হবে। তা ছাড়া বন্ধকের দাবি হলো তা বিক্রি করা এবং তার দ্বারা তার ঋণ উসুল করে নেওয়া। এটি বন্ধককে বাতিল করবে না। সুতরাং বন্ধকদাতা ঋণ আদায়ের জন্য বন্ধকীজিনিসের মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে।[৪৮]

---

৪৬. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪০১; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৫৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩১৯; হাশিয়াতুত-তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৪৭

৪৭. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫৯-২৬৮

৪৮. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৩৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৬৯; আল-মাজমূউ, খ. ৩, পৃ. ২৪০

www.amarboi.org

আর যদি সে অনুমতি দেওয়ার সময় এই শর্তারোপ করে যে, বন্ধকীজিনিসের মূল্য দিয়ে তার ঋণ আদায় করতে হবে, তাহলে অনুমতি দেওয়ার কারণে বিক্রয় সহীহ হবে, তবে শর্তটি অর্থহীন হয়ে যাবে। কেননা বিলম্বিত সময়টি মূল্যের কিছু অংশ নিয়ে নিয়েছে। আর তা জায়েয নেই। আর মূল্যটি বন্ধকীজিনিসের স্থানে বন্ধক হিসেবে থেকে যাবে। কেননা বন্ধকগ্রহীতা কেবল এই আশায়ই বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে যে, তার মূল্য দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। সুতরাং মৌলিকভাবে এ থেকে তার অধিকার রহিত হবে না। হাম্বলীগণ এই অভিমতই পোষণ করেন।[৪৯]

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন : যদি বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার সময় এই শর্তারোপ করে যে, মূল্যটি বন্ধক হিসেবে থাকবে; তাহলে শর্তটি ফাসেদ হওয়ার দরুন অনুমতি ফাসেদ হয়ে যাওয়ার কারণে বিক্রয় সহীহ হবে না। ঋণটা নগদ হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী।[৫০]

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন : যখন বন্ধকদাতা বিক্রয় করে দেবে আর বন্ধকগ্রহীতা বিক্রয়ের অনুমতি দেবে তখন বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবে। কেননা বিক্রয় স্থগিত রাখা তার অধিকারে ছিল। সে তা দূর হওয়ায় সন্তুষ্ট রয়েছে। যদিও গ্রহীতার অনুমতিক্রমে বিক্রয় সংঘটিত হয়, কিন্তু তার অধিকার বন্ধকের বিকল্পের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কেননা তার অধিকার হলো আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত, তাই তা রহিত হবে না। আর বদল-এর বিধান হলো যার থেকে স্থানান্তরিত হয় সে মূলবস্তুর অনুরূপ।

যদি বন্ধকগ্রহীতা বিক্রয়ের অনুমতি না দেয় তাহলে মাযহাবের দুটি বর্ণনার মাঝে যেটি অধিক বিশুদ্ধ তা হচ্ছে, তা স্থগিত থাকবে। আর ক্রেতার এই অধিকার আছে যে, সে ধৈর্যধারণ করবে যতক্ষণ না বন্ধকদাতা বন্ধকীজিনিসটি ছুটিয়ে আনে। কিংবা বিষয়টি বিচারকের কাছে উপস্থাপন করবে। ফলে অর্পণে সক্ষমতা না থাকার কারণে তিনি বিক্রয় বাতিল করে দেবেন।

আরেক বর্ণনায় আছে, গ্রহীতার বিক্রয় বাতিল করে দেওয়ার অধিকার আছে। কেননা তার জন্য সাব্যস্ত অধিকার হলো মালিকানা পর্যায়ের। সুতরাং সে মালিকের মত অধিকার পাবে। তাই তার অনুমতি দেওয়া বা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার থাকবে।

---

৪৯. কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৩৮

৫০. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৬৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৬৯

www.amarboi.org

হযরত আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, যদি ঋণদাতা অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল্যটি বন্ধক হিসেবে থাকার শর্তারোপ করে, তাহলে তা বন্ধক হিসেবে থাকবে। কেননা সে যখন এই শর্তসহ অনুমতি প্রদান করেছে তখন সে মূল জিনিস থেকে তার অধিকার বাতিল করতে সম্মত নয়। তবে যদি তা কোনো বদল বা বিনিময়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যদি সে এমন শর্তারোপ না করে তাহলে বন্ধকীজিনিস থেকে তার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর কোনো হক বা অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার আগে বস্তুর মূল্য কোনো বন্ধকীজিনিস হতে পারে না।[৫১]

মালেকীগণ বলেন : যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে বিক্রির অনুমতি প্রদান করে তাহলে নির্দিষ্ট বন্ধকীজিনিস থেকে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে। যদি বন্ধকদাতা প্রথমবারের মতো কোনো বন্ধক নিয়ে না আসে তাহলে মূল্যটি বন্ধক হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হবে।[৫২]

বন্ধকীবস্তুর উপর কর্তৃত্ব : اَلْيَدُ عَلَى الْمَرْهُوْنِ।

চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পর বন্ধকীজিনিসের ওপর কর্তৃত্ব হবে বন্ধকগ্রহীতার। কেননা বন্ধকী বস্তু হলো নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টির জন্য একটি মজবুত স্তম্ভ। বন্ধকগ্রহীতার সন্তুষ্টি ব্যতীত কিংবা ঋণ পরিশোধ করা ব্যতীত বন্ধকদাতা তার কাছ থেকে তা সরিয়ে নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যদি তারা এ ব্যাপারে একমত হয় যে, তারা উভয়ে এর কর্তৃত্ব তৃতীয় কারো হাতে রাখবে তাহলে তা জায়েয আছে। আর সে তা করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে। কেননা বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা একে অপরের প্রতি আস্থাবান না হতেই পারে। আর এ বিষয়টিতে ফকীহদের ঐকমত্য রয়েছে।[৫৩]

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বন্ধকীজিনিসের উপর বন্ধকগ্রহীতার কব্জা বা কর্তৃত্ব হলো আমানতের। সুতরাং তার কোনো ত্রুটি ব্যতীত তা বিনষ্ট হলে তাকে জামানত বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

হাদীস শরীফে এসেছে : لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "বন্ধকীবস্তু বাজেয়াপ্ত হবে না। এর উপকারিতা মালিক পাবে আর ক্ষতিপূরণও তার ওপর বর্তাবে।"[৫৪]

---

৫১. তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীর ও হাশিয়াতু সাদী চালপী, খ. ৯, পৃ. ১১১; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩২৭

৫২. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৪৩; শরহুয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ২৪৩

৫৩. আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২৭২; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ১৪৯; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৬২-১৬৫; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৫১; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১৪১; হাশিয়াতুত-তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৪৫

৫৪. ইমাম বায়হাকী রহ. হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। [সুনানে বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ৩৯, দায়েরাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়া প্রকাশনী]। তিনি

www.amarboi.org

কেননা যদি আমরা বন্ধকগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলি তাহলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ভয়ে মানুষ এ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। ফলে ঋণদান কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়বে। আর এমন হলে মারাত্মক অসুবিধা হবে। যেহেতু এটি ঋণের গ্যারান্টিপত্র বা নিশ্চয়তাপত্র, সুতরাং বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন ব্যতীত তাকে জরিমানা করা হবে না; যেমন বন্ধকদাতাকে ঋণের ওপর অতিরিক্ত দেওয়ার কথা বলা হবে না।[৫৫]

হানাফীগণ বলেন : এটি হলো জামানতের কর্তৃত্ব। সুতরাং যদি তা গ্রহীতার হাতে বিনষ্ট হয় তাহলে ঋণ এবং বন্ধকী জিনিসের মাঝে যেটার মূল্য কম তা দিয়ে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। যদি ঋণ এবং বন্ধকীজিনিসের মূল্য সমান সমান হয়ে যায় তাহলে ঋণদাতা তার অধিকার পরিপূর্ণরূপে পেয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি বন্ধকীজিনিসের মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত অর্থটা তার হাতে আমানত থাকবে। আর যদি কম হয় তাহলে সে পরিমাণ অর্থ তার ঋণ থেকে কমবে আর বাকীটা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার নিকট থেকে নিয়ে নেবে।

তারা হযরত আতা ইবনে রাবাহ রা. বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একটি ঘোড়া বন্ধক রাখল, এরপর সেটা তার হাতে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সা. বন্ধকগ্রহীতাকে বললেন : ذَهَبَ حَقُّكَ 'তোমার অধিকার শেষ হয়ে গেছে।'[৫৬]

তারা আরো বলেন, সাহাবায়ে কেরাম এ কথায় ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বন্ধক হলো জামানতযোগ্য, তার প্রকৃতি ভিন্ন হোক না কেন। তাদের কাছে বন্ধকীজিনিস বাহ্যিক সম্পদ হওয়া যেমন : প্রাণী ও জমিজমা, এবং অবাহ্যিক সম্পদ হওয়া যা গোপন করে রাখা সম্ভব যেমন : অলঙ্কার ও

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ.-এর বর্ণনা হিসাবে এর মুরসাল হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনিভাবে আল্লামা ইবনে হজর রহ. আত-তালখীসুল হাবীর [খ. ৩, পৃ. ৩৬ শিরকাতু তিবাআতিল ফান্নিয়্যা প্রকাশনী] গ্রন্থে আবু দাউদ, আল-বাযযার, দারাকুতনী প্রমুখ গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছেন। তারা এর মুরসাল হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন।

৫৫. আল-ক্বালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২৭৫; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৪১; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ১৫৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮১

৫৬. ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসটি তার মারাসিলে [পৃষ্ঠা ১৭২, আর-রিসালা প্রকাশনী] আতা ইবনে আবী রাবাহ র.-এর হাদীস থেকে মুরসালরূপে উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা যায়লায়ী রহ. ও হাদীসটি 'নাসবুর রায়া' [খ. ৪, পৃ. ৩২১, আল-মাজলিসুল ইলমী প্রকাশনী] তে অনুরূপ এনেছেন। হযরত ইবনুল কাত্তান থেকে হযরত আতা-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুসআব ইবনে সাবিত ইবনে আব্দিল্লাহকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

www.amarboi.org

আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। আর বাড়াবাড়ি ব্যতীত তা ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা বা সাক্ষী না রাখার মাঝেও কোনো পার্থক্য নেই।

অবশ্য যদি বন্ধকীজিনিস তার বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাকে গসব বা ছিনতায়ের ক্ষতিপূরণের মতো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৫৭]

যা গোপন রাখা যায়; যেমন অলঙ্কার ও আসবাবপত্র এবং যা গোপন রাখা যায় না; যেমন প্রাণী ও স্থাবরসম্পত্তি ইত্যাদির মাঝে মালেকীগণ পার্থক্য করেছেন। যদি বন্ধকীজিনিস কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে না থাকে কিংবা তার সীমালঙ্ঘন ব্যতীত ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর বাড়াবাড়ি ব্যতীত ধ্বংস হলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[৫৮]

বন্ধকী জিনিসের খরচ : مُؤْنَةُ الْمَرْهُوْنِ

অধিকাংশ ফকীহের অভিমত, বন্ধকীজিনিসের খরচ বন্ধকদাতার উপর বর্তায়। যেমন : প্রাণীর ঘাস-খাদ্য ব্যবস্থা করা, গাছে পানি দেওয়া, ফল-ফসল নিড়ানো ও শুকানো, সংরক্ষণ স্থানের ভাড়া, পাহারাদারী, চতুষ্পদ জন্তু চরানো, রাখালের পারিশ্রমিক ইত্যাদি। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে :

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، عَلَيْهِ غُرْمُهُ ، وَلَهُ غُنْمُهُ

"বন্ধকদাতার বন্ধকীবস্তু বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। (অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতা এর মালিক হয়ে যাবে না); এর ক্ষতি হলে তা বন্ধকদাতার ওপর বর্তাবে, আর এর লাভও সেই পাবে।"[৫৯]

তা ছাড়া এটি তার মালিকানাধীন জিনিস, সুতরাং বন্ধক টিকিয়ে রাখার জন্য যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করা তার উপর ওয়াজিব।[৬০]

হানাফীগণ বলেন : কেবল বন্ধকের প্রয়োজনে বা এর প্রাসঙ্গিক কোনো কারণে যা প্রয়োজন; যেমন প্রাণীর ঘাস-খাদ্য, রাখালের পারিশ্রমিক, বাগানে পানি দেওয়া ইত্যাদি এসব বন্ধকদাতার উপর আরোপিত হবে। আর বন্ধকীজিনিস সংরক্ষণের জন্য যা প্রয়োজন যেমন : চতুষ্পদ জন্তু রাখার স্থান, সংরক্ষণের

---

৫৭. হাশিয়াতুত-তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৩৫; ফাতহুল কাদীর, খ. ৯, পৃ. ৭০
৫৮. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪৭; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৫৩
৫৯. পূর্বে ১৮ নং অনুচ্ছেদে এর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।
৬০. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৭৯; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২৭৫; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ২৫১; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১২০

www.amarboi.org

ভাড়া ইত্যাদি এসব আরোপিত হবে ঋণদাতার উপর। কেননা বন্ধকীজিনিস আটকে রাখা তার দায়িত্ব।[৬১]

আবশ্যকীয় খরচ থেকে বিরত থাকা : الامْتِنَاعُ مِنْ بَذْلِ مَا وَجَبَ

বন্ধকীবস্তুর খরচাদি প্রদান করা যার অবশ্য কর্তব্য যদি সে তা আদায় করা থেকে বিরত থাকে তবে বিচারক তাকে সে খরচাদি প্রদান করতে বাধ্য করবেন। যদি তারপরও সে বিরত থাকে তাহলে বিচারক ঐ লোকের সম্পদ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করবেন। যদি বিচারকের অনুমতি ব্যতীত বন্ধকগ্রহীতা খরচ বহন করে তাহলে তা অনুদান বলে গণ্য হবে। সুতরাং এর জন্য সে বন্ধকদাতার নিকট থেকে কিছু নিতে পারবে না। কিন্তু যদি বিচারকের অনুমতি সাপেক্ষে খরচ বহন করে অথবা বিচারক না থাকলে এবং যার খরচ করা আবশ্যক সে খরচ করা থেকে বিরত থাকলে অথবা সে দেশে অনুপস্থিত থাকলে খরচ করার সময় যদি ঋণদাতা কাউকে সাক্ষী রাখে, তাহলে সে যা খরচ করেছে তা ঋণীব্যক্তির নিকট থেকে আদায় করতে পারবে।[৬২]

মালেকীগণ বলেন : বন্ধকদাতা কিংবা বিচারক ঋণদাতাকে খরচের অনুমতি না দিলেও সে বন্ধক দাতার নিকট থেকে তার ব্যয়কৃত খরচ নিয়ে নেবে।[৬৩]

আবশ্যক হওয়ার পূর্বে যে কারণে বন্ধকীচুক্তি বাতিল হয়ে যায়
(مَا يَبْطُلِ بِهِ عَقْدُ الرَّهْنِ قَبْلَ اللُّزُومِ)

বন্ধকীচুক্তি বাতিল হয়ে যায় যদি বন্ধকী জিনিস ঋণদাতা হস্তগত করার পূর্বেই বন্ধকদাতা মৌখিকভাবে বলার মাধ্যমে বন্ধকচুক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে বা এমন কোনো হস্তক্ষেপ করে যা তার মালিকানাকে রহিত করে দেয়, যেমন বিক্রি করে দেওয়া, সদকা করে দেওয়া এবং অথবা পারিশ্রমিক বানিয়ে অন্যের কাছে কব্জাসহ বন্ধক দেওয়া, হিবা করা, ওয়াকফ করা। কেননা সে তার মূল্য দিয়ে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা দূর করে দিয়েছে।

অবশ্য হস্তগত করার পূর্বে দুই চুক্তি সম্পাদনকারীর কেউ মারা গেলে বা পাগল হয়ে গেলে বা চুক্তি আবশ্যক হওয়ার আগে শরবত মদ হয়ে গেলে বা বন্ধকের নির্দিষ্ট জিনিস নষ্ট বা বিকৃত হয়ে গেলে বন্ধকীচুক্তি বাতিল হবে না।

---

৬১. হাশিয়াতুত তাহতাভী, খ. ৪, পৃ. ২৩৮; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩১৬

৬২. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩১৩; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৬৯; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৮

৬৩. বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১২০

www.amarboi.org

মৃত্যুবরণ করার কারণে বন্ধক বাতিল হবে না। কেননা বন্ধকের গন্তব্য হলো আবশ্যকতার দিকে, সুতরাং কারো মৃত্যুতে তা প্রভাবিত হবে না। যেমন খিয়ারের সময়কালে তা বিক্রয় করা। তখন বন্ধকদাতার ওয়ারিসগণ বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তগত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধকদাতার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর বন্ধকগ্রহীতার ওয়ারিসগণ হস্তগত করার ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার স্থলাভিষিক্ত হবে।

পাগল বা অনুরূপ কিছু হওয়া- তার মৃত্যুর মতো বরং এর চেয়ে অগ্রসর অবস্থা। সুতরাং অভিভাবক তার জন্য অনুমতি প্রদান কিংবা তা বাতিল করা বা চুক্তি থেকে ফিরে আসা ইত্যাদির মধ্য থেকে যা কল্যাণকর বলে মনে করবেন তিনি তাই করবেন।[৬৪]

মালেকীগণ বলেন : বন্ধকদাতার মৃত্যুর কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর দখল করার পূর্বে তার অক্ষম হওয়া, অসুস্থ হওয়া বা পাগল হওয়া যা মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত, এর কারণেও বন্ধকীচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

সেই সাথে তার বাড়িতে থাকার অনুমতি বা বন্ধকীবস্তু ভাড়া দেওয়ার অনুমতি প্রদানের বিষয়টিও বাতিল হয়ে যাবে, যদিও সে সেখানে অবস্থান না করে।[৬৫]

চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পর যে কারণে বন্ধক বাতিল হয়ে যায়
(مَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ)

চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পর কোনো আসমানী বিপর্যয়ের কারণে বা হারবীর মতো যার উপর ক্ষতিপূরণের বিধান কার্যকর হয় না এমন কারো কোনো কাজের কারণে বন্ধকীজিনিস ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দ্বারা বন্ধকীচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কেননা তা কোনো বদল/বিকল্প ব্যতীত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর বন্ধকগ্রহীতা চুক্তি রহিত করে দিলেও বন্ধকীচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা অধিকার তার। আর তার পক্ষ থেকেই এ চুক্তি করা বিধিসম্মত হয়েছে।

আরো যে সকল কারণে বন্ধক বাতিল হয় সেগুলো হচ্ছে : ঋণ পরিশোধ করে দায়মুক্ত হয়ে যাওয়া। কিংবা (ঋণদাতার পক্ষ থেকে) দায় মুক্ত করে দেওয়া। কিংবা তার দ্বারা বা তার উপর হাওয়ালা করা। কিংবা বন্ধক রাখা বস্তুতে ঋণদাতার অনুমতি নিয়ে ঋণগ্রহীতা এমন কোনো হস্তক্ষেপ করা যা মালিকানা রহিত করে দেয়। যেমন হেবা বা দান করা, ওয়াকফ করা, বিক্রয় করে দেওয়া

---

৬৪. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০৮; আল-হিদায়া, খ. ২, পৃ. ১২৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৬; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৬৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৫৬

৬৫. শারহুয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ২৪২; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১৯৩

www.amarboi.org

কিংবা ভাড়া দেওয়ার পর তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করার সময় হওয়া। কিংবা ঋণদাতার অনুমতিক্রমে অন্যের কাছে বন্ধক রাখা।[৬৬]

বন্ধকী চুক্তিতে শর্তা : الشَّرْطُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ

বন্ধকীচুক্তির ক্ষেত্রে শর্ত বেচাকেনার যাবতীয় শর্তের অনুরূপ। সুতরাং যদি তাতে চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল কোনো শর্তারোপ করে- যেমন : পাওনাদার অধিক হলে বন্ধকীজিনিসের ক্ষেত্রে ঋণদাতা অগ্রাধিকার পাবে এবং বন্ধকীবস্তু ঋণদাতার হাতে থাকবে, তাহলে চুক্তি সহীহ হবে। আর যদি চুক্তিতে এমন কোনো শর্তারোপ করে যা চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়; যেমন : বিক্রির প্রয়োজনের সময় তা বিক্রি করতে পারবে না বা তার সমজাতীয় জিনিসের মূল্যের চেয়ে অধিক দামে বিক্রি করতে পারবে না বা বন্ধকীবস্তু ঋণগ্রহীতার হাতে থাকবে ইত্যাদি; তাহলে বন্ধকের চাহিদা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়ার কারণে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আর শর্ত বাতিল হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে ।[৬৭]

বন্ধকীবস্তু বিক্রির অধিকার : اسْتِحْقَاقُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ

যখন ঋণ পরিশোধের সময় হয়ে যাবে তখন বন্ধকদাতার কাছে বন্ধকগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার দাবি জানানো আবশ্যক হবে। কেননা সেটি হলো নগদ প্রদায়ী ঋণ। সুতরাং তা পরিশোধ করে দেওয়া আবশ্যক হবে, তখন সে ঐ ব্যক্তির মতো হবে যার কোনো ঋণ নেই। যদি সে তার পূর্ণ ঋণ বন্ধকীবস্তু ছাড়াই পরিশোধ করতে পারে তাহলে বন্ধকীবস্তু মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বন্ধকীবস্তু ব্যতীত ঋণ পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে বন্ধকগ্রহীতার অনুমতিক্রমে বন্ধকদাতা নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে বন্ধকী জিনিষ বিক্রি করা ওয়াজিব হবে। বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি লাগার কারণ, বন্ধকী বস্তুতে তার অধিকার রয়েছে। তখন অন্য সকল পাওনাদারের আগে তাকে এর মূল্য প্রদান করা হবে, এ কথায় সকল ফকীহের মতৈক্য রয়েছে।[৬৮]

---

৬৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫৪-২৫৯, ২৬৮-২৬৯; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৮২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৬; আল-হিদায়া, খ. ২, পৃ. ১৪৭; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ১১৩

৬৭. শারহুয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ২৪১; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৫৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২১-২৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৩৫

৬৮. আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১২৮; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৪২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৪৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৭৪; র ওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৮৮

www.amarboi.org

যদি সে ঋণ পরিশোধ করতে বা সে বস্তু বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে ঋণ আদায় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে বিচারক তাকে তার সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করতে নির্দেশ দেবেন বা সে বস্তু বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে নির্দেশ দেবেন।

সে যদি এ উভয় পন্থা অবলম্বন করা থেকেই বিরত থাকে তাহলে বিচারক তাকে আটকে রেখে বা মারধর করে সতর্ক করবেন; যেন সে বন্ধকীবস্তু বিক্রি করে। যদি এরপরও সে তা না করে তাহলে বিচারক নিজেই বন্ধকীবস্তু বিক্রি করে তার মূল্য থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। কেননা তখন প্রাপ্য আদায়ের একটি পন্থাই নির্ধারিত হয়ে গেছে। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এ অভিমত পোষণ করেছেন।[৬৯]

মালেকীগণ বলেছেন : তাকে প্রহার করবে না, আটকও করবে না এবং এ উভয় দ্বারা ভয়-ভীতি দেখাবে না। বরং বিচারক বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে তার ঋণ পরিশোধের উপর তার চাপ সীমাবদ্ধ রাখবেন।[৭০]

হানাফীগণ বলেন : বন্ধকগ্রহীতার অধিকার আছে সে বন্ধকদাতার কাছে তার দেনা বা ঋণ পরিশোধের দাবি জানাবে। যদিও বন্ধক রাখা বস্তু তার হাতে বা অধিকারে থাকে। সেই সাথে তার এই অধিকার আছে, তার ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে আটকের দাবি জানাতে পারবে। কেননা বন্ধক রাখার পরও তার অধিকার বহাল আছে। বন্ধক রাখা হয় অতিরিক্ত আস্থা ও নিরাপত্তার জন্য। সুতরাং এর কারণে দাবি করার বিষয়টি রহিত হয়ে যায় না। আর আটক হলো জুলুমের শাস্তি। বিচারক তাকে আটক করবেন যদি তার থেকে গড়িমসি দেখতে পান। বিচারক বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রি করবেন না। কেননা তাতে ঋণী ব্যক্তিকে এক ধরনের বাধা প্রদান করা হয়। আর বাধার দরুন তার লেনদেনের ক্ষমতা বাতিল করা হয়। তাহলে তার বন্ধক আদান প্রদানই জায়েয হবে না। তবে বিচারক ঋণ গ্রহীতার জুলুম দূর করার জন্য তাকে আটক রাখতে থাকবেন যতক্ষণ না সে তা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে দেয়।[৭১]

অনুবাদ : আবু নাঈম মোঃ সাজ্জিদ

---

৬৯. হাশিয়াতুল বাজীরমী, খ. ২, পৃ. ৩৮০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৭৪; আল-ক্বালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২৭৪; কাশশাফুল ক্বিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৪২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৪৭

৭০. শরহুয যুরক্বানী, খ. ৫, পৃ. ১৫৩

৭১. আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১২৮, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৯৫-৩১০

www.amarboi.org

www.amarboi.org

إجارة : ভাড়া : Leasing

পরিচিতি

ইজারা (الإجارة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইজারা الإجارة (ইজারা) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : পারিশ্রমিক, মজুরি। অর্থাৎ শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিককে প্রদত্ত অর্থকড়ি।[১] এ শব্দটি আরো ব্যাপকার্থে ভাড়া, সম্মানী, মজুরি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইজারা শব্দের হামযা বর্ণে যের হওয়াটা প্রসিদ্ধ; তবে উজারা এবং আজারা– হামযায় পেশ ও যবর যোগেও পড়া যায়। ইজারা শব্দ থেকে অন্যান্য শব্দ এভাবে পঠিত হয় : أجر وآجر إجارا وإجارة এ হিসেবে ইজারা শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। পারিভাষিক সংজ্ঞার সাথে এটিই বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

ফিকহের পরিভাষায় : بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض : ইজারা এমন এক বিনিময়চুক্তি যে চুক্তির মাধ্যমে মূল্যের বিপরীতে কোনো জিনিসের উপকার লাভের অধিকার দেওয়া হয়।[২]

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ ইজারা শব্দটিকে সাধারণত মানুষের পক্ষ থেকে উপকার লাভের চুক্তি এবং নৌকা এবং জীবজন্তু ছাড়া অন্যান্য অস্থাবর জিনিসের উপকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তারা ভূমি, ঘরবাড়ি, নৌকা ও জীবজন্তুর উপকারিতা লাভের চুক্তিকে কেরায়া (الكراء) বলে অভিহিত করেন। অবশ্য তারা স্বীকার করেন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে ইজারা এবং কেরায়া শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৩]

ইজারা বিনিময়চুক্তি হওয়ার কারণে ভাড়ায় গ্রহণকারী ভাড়া নেওয়া জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়ার আগেই ইজারাদাতা চুক্তিতে নির্ধারিত টাকা গ্রহণ করতে পারবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে বর্ণিত হবে। যেমন বিক্রীত পণ্য

---

১. আল-মুগরিব, মাকাইসুল লুগাহ, শব্দমূল أجر।

২. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২; প্রকাশ, বুলাক।

৩. কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৫১; প্রকাশ : ১৩২২ হি. আল-মাবসূত, খ. ১৫, পৃ. ৭৪; প্রথম সংস্করণ; আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ২৫০, প্রথম সংস্করণ ১৩২১ হি., আল মুগনী, শারহুল কবীর সহ, খ. ৬, পৃ. ৩; প্রকাশ : আল-মানার, ১৩৪৭ হি., আশ-শারহুস সগীর আলা আকরাবিল মাসালিক, খ. ৪, পৃ. ৫

www.amarboi.org

ক্রেতার নিকট সমপর্ণ করার আগেই বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করতে পারে। আর ইজারাদাতা পারিশ্রমিক গ্রহণ করলেই এর মালিক হয়ে যাবে– ইজারাগ্রহীতা তখন পর্যন্ত এর দ্বারা উপকার গ্রহণ করেছে কি না, তা দেখা হবে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

আবশ্যক ও অনাবশ্যক হওয়ার বিচারে ইজারা

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহের মতে ইজারাচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে তা পালন করা আবশ্যক। দু পক্ষের কেউই এককভাবে চুক্তি ভঙ্গের কারণ ছাড়া ইজারাচুক্তি ভাঙ্গতে পারবে না। হ্যাঁ, যে জিনিস ইজারা দেওয়া হয়েছে তাতে যদি কোনো ত্রুটি থাকে কিংবা ওই জিনিসটি উপকার লাভের অনুপযুক্ত হয়, তবে ভঙ্গ করা যাবে।[৪]

যারা ইজারাচুক্তি পালন করাকে আবশ্যক বলেন তাদের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "তোমরা সম্পাদিত চুক্তি (প্রতিশ্রুতি) পালন করো"।[৫]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, ইজারাগ্রহীতা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সে এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে। যেমন কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকান ইজারা নিল। কিন্তু আকস্মিক অগ্নিকান্ডে তার সব পণ্য পুড়ে গেল কিংবা চুরি হয়ে গেল, তাহলে এককভাবে সে চুক্তি প্রত্যাহার করতে পারবে। কেননা এ অবস্থায় ব্যবসা করার মতো সামর্থ্য তার নেই। এই সিদ্ধান্তটি ইজারা নেওয়া জিনিস ধ্বংসের মাসআলার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে।[৬]

অর্থাৎ ইজারা দেওয়া জিনিসটি থেকে উপকার ভোগের সুযোগ যদি না থাকে তাহলে ইজারাগ্রহীতার যেমন প্রত্যাখ্যানের অধিকার থাকে; অনুরূপ ঘটনাক্রমে ইজারাগ্রহীতা যদি ব্যবসার সামর্থ্য হারায় তাহলে এ অবস্থায়ও সে ইজারাচুক্তি বাতিল করার অধিকার পাবে। ইবনে রুশদ রহ. বলেন, ইজারাচুক্তি একটি সাধারণ বৈধ চুক্তি, আবশ্যকীয় নয়।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

اَلْبَيْعُ (আল বায়) : বিক্রয়, কেনাবেচা

বস্তুত ইজারা ক্রয়বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ক্রয়বিক্রয় ও ইজারার মধ্যে পার্থক্য হলো, ইজারায় মূল জিনিসটি বিক্রি করা হয় না, বরং জিনিসের উপকারিতা

---

৪. আশ-শারহুস সগীর আলা আকরাবিল মাসালিক, খ. ৪, পৃ. ৫; আশ-শারহুল কাবীর লিদ দারদীর মাআ হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২; প্রকাশক : দারুল ফিকর।

৫. আল-মুগনী মাআ শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ২০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৫১

৬. সূরা মায়েদা, আয়াত : ১

www.amarboi.org

বিক্রয় করা হয়; আর ক্রয়বিক্রয়ে মূল জিনিসটিই বিক্রি করা হয়।[৭] ইজারা তাৎক্ষণিক কার্যকর হয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরও ইজারা কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে ক্রয়বিক্রয় তাৎক্ষণিক কার্যকর হয়। ইজারার ক্ষেত্রে মূল ক্রয়কৃত উপকারিতা একসঙ্গে হস্তগত হয় না, কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গোটা খরিদা পণ্য একসাথেই হস্তগত হতে পারে এবং মালিকানা লাভ করা যায়। এমনটি আবশ্যিক নয় যে, যে জিনিসের ইজারা বৈধ এটির ক্রয়বিক্রয়ও বৈধ হবে। যেমন একজন স্বাধীন মানুষকে ইজারা বা ভাড়ায় মজদুর হিসেবে রাখা যায়। কেননা ইজারার ক্ষেত্রে মানুষটি বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় তার শ্রম; আর কেনা হয় তার শ্রমের উপকারিতা। কিন্তু কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করা যায় না। কারণ স্বাধীন মানুষ বিক্রিযোগ্য পণ্য বা সম্পদ নয়।

الإِعَارَةُ (আল ইআরা) : হাওলাত, ধার

ইজারা ও হাওলাতের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। ইজারায় অন্যকে উপকারিতার মালিকানা প্রদান করা হয়, যার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু হাওলাতে বিনা মূল্যেই উপকারিতার মালিকানা দেওয়া হয়। কোনো কোনো ফকীহের মতে, যাকে হাওলাত বা ধার দেওয়া হয় তার জন্য উপকারিতা লাভ বৈধ করে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতপার্থক্যের বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

الْجِعَالَةُ (আল জিআলা) : নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে কমিশন বা পুরস্কার

ইজারা আর জিআলা'র মধ্যে পার্থক্য হলো, জিআলা এমন উপকার লাভের জন্য শ্রমিকের সাথে চুক্তি করা যা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে শ্রমক্রেতা শ্রমিকের শ্রমঅংশের দ্বারা উপকার লাভ করতে পারে না, বরং কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর লাভবান হতে পারে।[৮] জিআলা এমন একটি চুক্তি যা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পালনকে অপরিহার্য করে না।

---

৭ আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৫১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১০

৮. ইজারার মধ্যে যা কেন্দ্র করে লেনদেন হয় সেটি হলো উপকার, এটি অধিকাংশ ফকীহ তথা ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ শাফেয়ীপন্থীর অভিমত। কিছু সংখ্যক শাফেয়ী ফকীহ বলেন, লেনদেনের মূল ভিত্তি হলো যে জিনিসটি ইজারা দেওয়া হয় সেটি। কেননা এটি অস্তিত্বমান। এর উপর ভিত্তি করেই লেনদেন করা হয়। যারা বলেন, ইজারাচুক্তির ভিত্তি হলো উপকার, মূল জিনিসটি নয়, তাদের দলিল হলো, লেনদেন সাব্যস্ত হয় উপকারিতার ওপর ভিত্তি করে; মূল জিনিসটিকে ভিত্তি করে নয়। কেননা ইজারা করলেই উপকারিতা অর্জিত হয় এবং উপকারিতার বিপরীতে আদায় করা হয় মূল্য বা ভাড়া। ইজারা

www.amarboi.org

الاستصناع (আল ইসতিসনা') : কোনো কিছু বানানোর চুক্তি, অর্ডার

ইজারা ও ইসতিসনা'র মধ্যে পার্থক্য হলো, ইজারার ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করে ভাড়াগ্রহণকারী আর ইসতিসনা এমন বিক্রয়চুক্তি যেখানে ক্রেতা একটি জিনিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে জিনিসটি কাঁচামালসহ বানিয়ে দেওয়ার শর্ত করে।

ইজারা বৈধ হওয়ার প্রমাণ

ইসলামী শরীয়তে ইজারা বৈধ।[৯] কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "যদি তারা তোমাদের (শিশুদের) দুধপান করায় তবে তোমরা তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিও।"[১০]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ "কেউ যদি কাউকে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করে তবে সে যেন কাজে লাগানোর আগেই তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে নেয়।[১১]

অন্য এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"শ্রমিকের ঘাম শোকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[১২]

দ্বারা মূল জিনিসটি অর্জন করা হয় না। বস্তুত মূল জিনিসটির প্রতি ইজারাকে এজন্য সম্পর্কিত করা হয় যে, সেটি উপকারিতা অর্জনের মাধ্যম হয়। আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৫৭; প্রকাশ আনসারিয়া, ১৩৬৫ হি.

৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৫৭; প্রকাশ-১৩৮২ হিজরী

১০. আল-মাবসূত, খ. ১৫, পৃ. ৭৪-৭৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৪৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪০; প্রকাশ-১৩৮৬ হি.

১১. সূরা-তালাক, আয়াত : ৬

১২. এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সূচনা শব্দগুলো হচ্ছে لايسلوم الرجل على سوم اخيه কোনো ব্যক্তি যেন কোনো ভাইয়ের কোনো লেনদেন চলা অবস্থায় নিজে লেনদেনের কথা উত্থাপন না করে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী আবু সাঈদ রা. থেকেও বর্ণনা করেছেন, যেটি সনদের দিক থেকে মুনকাতে। অবশ্য মুয়াম্মার হাম্মাদ থেকে একই হাদীস বর্ণনা করে আবু সাঈদ এর অনুসরণ করেছেন। এই হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক আবু হুরায়রা রা. এবং আবু সাঈদ খুদরী রা. কিংবা তাদের কোন একজনের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন, من استاجر اجيرا فليسم له اجرته কেউ যদি কাউকে কর্মচারী রাখে তবে সে যেন মজুরী নির্ধারণ করে নেয়। এই বিষয়ে একটি বর্ণনা ইবরাহীম-এর সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর সনদে মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। আবু বকর হায়ছামী বলেন, আমার মতে, আবু সাঈদ খুদরী-এর নিকট ইবরাহীম-এর হাদীস শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। আবু দাউদ এই হাদীসটি মুরসাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম নাসাঈ-এর কাছে এই হাদীসটি মারফূ নয়।

www.amarboi.org

ইজারাচুক্তির উপাদানমাত্র। আবশ্যিক এই উপাদানগুলো একত্র না হলে ইজারাচুক্তি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। হানাফী ও অধিকাংশ ফকীহের মধ্যকার এই মতপার্থক্য মূলত শাব্দিক, বিধানের ক্ষেত্রে এই মতপার্থক্যের কোনো প্রভাব নেই।

ইজারাচুক্তির শব্দ

ইজারাচুক্তির শব্দ হলো, এমন শব্দ/বাক্য যা উভয়পক্ষের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে কিংবা এমন অর্থের প্রতিনিধিত্বকারী শব্দ। সাধারণত উভয়পক্ষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঈজাব ও কবুল দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। ঈজাব হলো সেই ব্যক্তির অভিব্যক্তি যে প্রতিপক্ষকে উপকারের মালিক বানাবে, আর কবুল সেই ব্যক্তির অভিব্যক্তি যে উপকার লাভ করবে। এ অভিমত অধিকাংশ ফকীহের। হানাফীগণ বলেন, দুপক্ষের যে কোনো একজনের প্রথমে বলা শব্দ/বাক্যকে ঈজাব আর দ্বিতীয় পক্ষের অভিব্যক্তিকে বলা হয় কবুল। العقد বা চুক্তি পরিভাষায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

জমহুর বলেন, ইজারার উদ্দেশ্য ও অর্থ ধারণ করে এমন যে-কোনো শব্দ/বাক্য দ্বারাই ইজারাচুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। যেমন ভাড়া রাখা, ভাড়া নেওয়া কিংবা ভাড়া দেয়া। অথবা কেউ যদি বলে, আমি এত টাকার বিনিময়ে এই ঘরটি তোমাকে একমাসের জন্য হাওলাত দিলাম, এক্ষেত্রেও তার কথা ভাড়া বুঝাবে। কেননা, বিনিময় নিয়ে কোনো জিনিস হাওলাত দেওয়াটা মূলত ইজারা বা ভাড়ারই নামান্তর। অনুরূপ কেউ যদি বলে, "আমি অমুক জিনিসটির লাভ বা উপকারিতা একমাসের জন্য এত টাকার বিনিময়ে তোমাকে দান করলাম তাতেও ইজারা বুঝাবে। অথবা কেউ যদি কাউকে বলে, আমি তোমার সাথে এ ব্যাপারে আপস করেছি যে, তুমি এত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে একমাস এই ঘরে থাকবে। কিংবা কেউ যদি কাউকে বলে, এত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে আমি তোমাকে একবছরের জন্য এই ঘরের উপকার লাভের অধিকার দিলাম। কিংবা বলল, আমি তোমার ঘরের বিপরীতে আমার এই ঘরের উপকারিতা এক বছরের জন্যে দিলাম। কিংবা বলল, আমার এই কাপড় সেলাই করার জন্যে তোমাকে এই টাকা দিলাম। অথবা বলল, আমি তোমাকে এই টাকা দিলাম এমন গুণাবলিসম্পন্ন ভারবহনকারী জন্তুর বিনিময়ে কিংবা বলল, আমি তোমাকে এত টাকা দিলাম আমাকে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। উল্লিখিত সকল অবস্থায় প্রস্তাবকারীর প্রস্তাবে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্মত হয় কিংবা প্রস্তাব গ্রহণ করে বা কবুল করে, তাহলে ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।[১৬] যদিও এসব শব্দাবলি

---

১৬. আল-মাবসূত, খ. ১৫, পৃ. ৭৪-৭৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭৪; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪০; প্রকাশ-১৩৮৬ হিজরী।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ আরো বলেন :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَدَّ مِنْهُمْ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ .

"আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো। তিনজনের একজন হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে একজন শ্রমিক ভাড়ায় নিয়ে পূর্ণ শ্রম আদায় করেছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি।"[১৩] এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম এবং এ সম্পর্কে তার নীরবতাও ইজারা বৈধ হওয়ার প্রমাণ।

তা ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের সময় থেকে এ পর্যন্ত ইজারা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা– ঐকমত্য রয়েছে।[১৪] এ সম্পর্কে বিবেক ও বুদ্ধিজাত দলিল হলো, যে জিনিসে মানুষের কোনো কর্তৃত্ব বা মালিকানা থাকে না, মানুষ এমন জিনিস দ্বারাও উপকৃত হতে চায়, ইজারার দ্বারা মানুষ সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে এবং এটি মানুষের কাজকেও সহজ করে দেয়। মানুষ বিভিন্ন বস্তুর প্রয়োজন যেমন অনুভব করে, তদ্রূপ বিভিন্ন জিনিস থেকে উপকার লাভের প্রয়োজনও অনুভব করে। যেমন একজন গরীব মানুষের দরকার টাকা, আর একজন বিত্তশালী মানুষের প্রয়োজন হয় শ্রমিকের। আর শরীয়ত মানুষের প্রয়োজনকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইজারার বৈধতা শ্রমগ্রহীতা ও শ্রমদাতা উভয়ের প্রয়োজন পূরণ করে এবং এটি শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[১৫] বস্তুত এটিই ইজারা বৈধ হওয়ার মূল কারণ।

ইজারার মূল বিষয়

ভূমিকা : ইজারাচুক্তির রুকন বা মূল ভিত্তি কয়টি, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে, ইজারার ভিত্তি হলো, ইজারার শব্দ অর্থাৎ প্রস্তাব ও গ্রহণ, ইজারাচুক্তির দুপক্ষ, এক পক্ষের উপকার লাভ এবং অন্য পক্ষের মূল্য বা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি। হানাফীদের মতে, ইজারার মূল ভিত্তি শুধুই প্রস্তাব ও গ্রহণ। ইজারাচুক্তির দুটি পক্ষ এবং উপকারভোগ ও পারিশ্রমিক হলো

---

১৩. ইমাম ইবনে মাজা তার সংকলিত গ্রন্থ সুনানে ইবনে মাজাতে এই হাদীসটি الرهون পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

১৪. এই হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজা الرهون পরিচ্ছেদে এবং ইমাম বুখারী البيوع এবং الاجارة পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

১৫. বাদায়েউস সানায়ে, ক. ৭, পৃ. ১৭৩; আল-মাবসূত, খ. ১৫, পৃ. ৭৪; আল-হিদায়া ও তাকমিলাতুল ফাতাহ, খ. ৭, পৃ. ১৪৬-১৪৭; প্রকাশ-বুলাক; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৫-৬; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৫৯; প্রকাশ ১৩৫৭ হিজরী; আল-মুগনী মাআ শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ২; প্রকাশক আল মানার-১৩৪৭ হিজরী।

নিষিদ্ধ। অথচ ইজারার ক্ষেত্রে যে উপকারিতা বিক্রির কথা বলা হয় সে উপকারিতার তখন কোনো অস্তিত্বই থাকে না, তাই হানাফীদের মতে বিক্রি শব্দ দ্বারা ইজারা শুদ্ধ হবে না।[২০]

কথাবার্তা ছাড়া আদান-প্রদান দ্বারা ইজারাচুক্তি

হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীকহগণ অতিসাধারণ ও অতিমূল্যবান সবধরনের জিনিসের ক্ষেত্রেই আদান-প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া বৈধ মনে করেন। তবে শর্ত হলো, তাতে উভয়পক্ষের সম্মতি এবং মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকা। শাফেয়ী মতাবলম্বীদেরও এমন একটি অভিমত রয়েছে। এ মতকে ইমাম নববী এবং একটি দল গ্রহণ করেছেন।

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ আল-কুদূরী বলেন, অতিসাধারণ জিনিসের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বৈধ হবে, কিন্তু অতিমূল্যবান জিনিসের ক্ষেত্রে তা বৈধ হবে না। শাফেয়ীদেরও একটি অভিমত এমন। তবে তাদের মূল অবস্থান হলো, এমন লেনদেন নিষিদ্ধ। অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জিনিসটি যদি ভাড়ার জন্যে তৈরি করা হয়ে থাকে; যেমন কেউ কোনো হোটেলে রাতযাপন করল; তখন রাতযাপনের বিপরীতে প্রদেয় টাকা ভাড়া হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা এটি ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে।

কথাবার্তা ছাড়া শুধু আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইজারাচুক্তি বৈধ ও যথেষ্ট নয়– শাফেয়ীদের এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে কেউ যদি কোনো দর্জিকে কাপড় সেলাই করতে দেয়, আর দর্জি সেলাই করে; কিন্তু কেউই মজুরির কথা উচ্চারণ করেনি, তাহলে মজুরি পরিশোধ অপরিহার্য হবে না। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এ অবস্থায় দর্জি বাজারদর অনুযায়ী উপযুক্ত মজুরি পাবে। কেননা, সে এই জামা তৈরিতে নিজের শ্রম ব্যয় করেছে। কেউ কেউ বলেন, দর্জি যদি মজুরির বিনিময়ে সেলাই কাজে অভ্যস্ত ও পরিচিতি পেয়ে থাকে, তবে মজুরি প্রাপ্য হবে, নয়তো মজুরির অধিকারী হবে না।[২১]

ইজারাচুক্তির তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা, এর সম্পর্ক ও শর্তের বিধান

ইজারাচুক্তিতে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে যদি কোনো পরিষ্কার বক্তব্য না থাকে এবং এই চুক্তি কখন থেকে কার্যকর হবে, তাও যদি না থাকে তাহলে এ অবস্থায়

---

২০. হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ২৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬০-২৬১; আল-বুজায়রামী, খ. ৩, পৃ. ১৭৪

২১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩

www.amarboi.org

ইজারা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এসবক্ষেত্রে উল্লিখিত শব্দাবলি টাকার বিনিময়ে উপকার লাভের অধিকার বা মালিকানা দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত এটাকেই ইজারা বলা হয়।

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ এক্ষেত্রে আরো উদার। তারা বলেন, কেউ যদি বলে, আমি ইজারা দিলাম কিংবা বলে, আমি তোমার কাছে ভাড়া দিলাম, তাহলেই ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। ইজারার বস্তুটির প্রতি ইঙ্গিত করুক বা তার মুনাফার প্রতি ইঙ্গিত করুক, ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না।

বিক্রয় শব্দ দ্বারাও ইজারা সম্পন্ন হয়। যেমন কেউ বলে, আমি তোমার কাছে এই ঘরের উপকারিতা বিক্রি করলাম, কিংবা এই ঘরের আবাসন তোমার কাছে বিক্রি করলাম। হাম্বলীগণ বলেন, এই চুক্তির ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, দুটি পক্ষ যদি একে অন্যের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় তাতেই ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। কেননা, শরীয়ত যে কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো শব্দ নির্দিষ্ট করে দেয়নি, মূল বিষয়টি হলো উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া।[১৭]

বিক্রি শব্দের দ্বারা ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে শাফেয়ী ও হানাফীদেরও একটি অভিমত পাওয়া যায়। কেননা, ইজারা মূলত ক্রয়বিক্রয়েরই একটি ভিন্নরূপ। যেহেতু ইজারার ক্ষেত্রে বিক্রির মতো বিনিময় নিয়ে উপকারিতার মালিক বানানো হয়, তাই বিক্রি শব্দের দ্বারাও ইজারা সম্পন্ন হবে।[১৮]

হানাফীদের একটি অভিমত এবং শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ মতে, 'আমি তোমার কাছে এই ঘরের উপকারিতা বিক্রি করেছি' এমন বলার দ্বারা ইজারা সম্পন্ন হবে না। কেননা, ইজারা দ্বারা কোনো জিনিসের উপকারিতায় মালিকানা সাব্যস্ত হয়, আর বিক্রি শব্দটি মূল বস্তুতে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে কোনো উপকারিতা লেনদেনে বিক্রয় শব্দ ব্যবহার করা বিক্রয়চুক্তি ভণ্ডুল হওয়ার নামান্তর। কেননা বিক্রয় শব্দটি ইজারা শব্দের রূপক নয়। তা ছাড়া ইজারা নামকরণ ও বিধানগত উভয় দিক থেকেই বিক্রির চেয়ে ভিন্ন।[১৯] যে জিনিস অস্তিত্বহীন তার ক্রয়বিক্রয়

---

১৭. আদ-দুররুল মুখতার শারহু তানবীরুল আবসার, খ. ৫, পৃ. ৩; প্রকাশক, বুলাক; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪০৯; মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৯০; আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৭; হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২; নিহায়াতুল মুহতাজ, পৃ. ৫, পৃ. ২৬১, প্রকাশ-১৩৫৭ হিজরী।

১৮. কাশশাফুল কিনা; খ. ৩, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮, প্রকাশক-মাতবাআতু আনসারুস-সুন্নাহ।

১৯. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫, প্রকাশক-ঈসা আল হালবী; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪০৯-৪১০

www.amarboi.org

তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হওয়াকেই বুঝাবে। তবে ভবিষ্যতে কার্যকর হওয়ার শর্তে যদি ইজারাচুক্তি করা হয়, তবে সেটির দুটি অবস্থা হতে পারে। এবং এই দুয়ের মধ্যকার বিধানেও পার্থক্য হবে। যেমন কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের ইজারা কিংবা কারো জিম্মায় থাকাবস্থায় ইজারা। দ্বিতীয় প্রকার ইজারাচুক্তির ক্ষেত্রে ইজারা সংঘটিত হয়ে থাকে কোনো উপকারিতার– যা সুনির্দিষ্ট থাকে। এবং একজন এই উপকারিতা নিশ্চিত করার দায় বহন করে। যেমন কোনো গাড়ি ভাড়া নেওয়া। মোটরগাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে গাড়ির গুণাগুণ, ধারণক্ষমতা, এর স্থায়িত্বগতি ইত্যাকার সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির ব্যাপারে উভয় পক্ষ জ্ঞাত ও সম্মত থাকবে। এ অবস্থায় কোনো পক্ষ বলল, আমি এই জিনিসটির ভাড়া তোমার উপর ন্যস্ত করলাম, তখন গাড়ির ভাড়াচুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে। কারোর জিম্মার উল্লেখ না করে ইজারা দেওয়া হলে তা হবে মূল বস্তুর ইজারা। আর ভাড়ার ক্ষেত্রে মূল জিনিসটি নয়, জিনিসের নির্দিষ্ট উপকারিতার মধ্যে ইজারা কার্যকর হবে। যেমন কোনো ভূখণ্ড, কোনো জীবজন্তু কিংবা কোনো মজদুর বা শ্রমিকের দৈহিক শ্রম থেকে পাওয়া উপকারিতা।

অধিকাংশ ফকীহ মূল জিনিস ও উপকারিতার ইজারা প্রশ্নে ভবিষ্যতের লেনদেনকে সঠিক মনে করেন এবং এ দুটোতে পার্থক্য করেন না।

শাফেয়ীদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে, যদি মূল বস্তুতে না হয়ে ইজারাদাতার জিম্মায় উপকার নিশ্চিত করার শর্তে ইজারাচুক্তি হয় তবে তা জায়েয। অবশ্য মূল জিনিসের ইজারাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে তাদের মতে জায়েয, যদি চুক্তি এবং তার মেয়াদে, যার সাথে ইজারার সম্পর্ক করা হচ্ছে অল্প সময়ের ব্যবধান থাকে। যেমন, আগামীকালের উপকারিতার ভিত্তিতে আগের রাতেই ইজারাচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। যেমন হজের সফর শুরু হওয়ার আগেই যানবাহন ইজারা করা। তবে এই ইজারার জন্যে শহরে হজের সফরের প্রস্তুতি শুরু হতে হবে। ইমাম রাফেঈ ও নববী বলেন, আসলে ইজারার এই মতপার্থক্য একান্তই শাব্দিক। কেননা জিম্মায় থাকার শর্তে চুক্তির সম্পর্কও মূলবস্তু অর্থাৎ তার উপকারের সাথে।[২২]

ইজারা যেহেতু একটি কার্যকর চুক্তি, ফলে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর দুপক্ষের কেউ ইচ্ছা করলেই তা বাতিল করতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর

---

২২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৩৪; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৪; প্রকাশক, বুলাক; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪০৯; আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৮, প্রকাশক-দারুল মাআরিফ; মিসর; মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৯০, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৬৪ এবং খ. ৫, পৃ. ৩০৮; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪

www.amarboi.org

একটি মতে, যদি ভবিষ্যতে উপকার লাভের ভিত্তিতে ইজারাচুক্তি করা হয় তবে নির্দিষ্ট সময় আসার আগেই দুপক্ষের কেউ যদি চুক্তি বাতিল করতে চায় তবে তা বাতিল করতে পারবে।[২৩]

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ক্রয়বিক্রয়ের মতো ইজারাচুক্তিও শর্তাধীন করা জায়েয নয়। হানাফী ফকীহ কাযীযাদা এটি এ কথায় সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন : ইজারা কোনো শর্ত কবুল করে না। অনেক ক্ষেত্রে ইজারা দৃশ্যত শর্তযুক্ত মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা শর্তযুক্ত নয়, ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন কেউ যদি দর্জিকে বলে, তুমি যদি আজ এ কাপড় সেলাই করে দাও তাহলে এক টাকা মজুরি দেব, আর আগামীকাল সেলাই করলে অর্ধেক টাকা দেব। এক্ষেত্রে এ কথা বলা হবে, এখানে ইজারাকে শর্তযুক্ত করা হয়নি, বরং পারিশ্রমিকের অংশবিশেষকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এটি জায়েয।[২৪]

ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য তাতে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্য হতে হবে এমন যা উভয়পক্ষ বুঝে এবং উভয় পক্ষের ভাষা ও প্রচলনে তা ইজারাচুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া শব্দটিই এমন হবে যা, উভয়পক্ষের মধ্যে ইজারাচুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। ইজারাচুক্তির ক্ষেত্রে কোনো শর্ত থাকবে না এবং ভবিষ্যতের কোনো অঙ্গীকারও থাকবে না। তবে ইজারাকে দু'টি জিনিসের মাঝামাঝি স্থাপন করা বৈধ। যেমন কেউ বলল : আমি তোমার কাছে এই বাড়ি মাসিক এত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে ইজারা দিলাম, অথবা ঐ বাড়িটি আমি এত টাকার বিনিময়ে ভাড়া দিলাম; আর অপর পক্ষ এর কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলে, ইজারা শুদ্ধ হবে।

ইজারাচুক্তি শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, ইজারাদাতার সকল কথাতেই ইজারাগ্রহীতার সম্মতি থাকতে হবে। অতএব, ইজারাদাতা যা কিছু আবশ্যক করবে গ্রহীতা তার সবই কবুল করতে হবে। তৎসঙ্গে উভয়ের মধ্যে ইজারার বিনিময়ের বিষয়টিও মীমাংসিত হতে হবে। যাতে উভয় পক্ষের সর্বসম্মতিক্রমে চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। সেই সাথে ইজারাচুক্তির উভয় পক্ষ যদি একই মজলিসে উপস্থিত থাকে তবে ইজারাদাতার প্রস্তাবের সাথে সাথেই ইজারাগ্রহীতার সম্মতি প্রকাশও শর্তের অন্তর্ভুক্ত। উভয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে

---

২৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১০; প্রকাশক-বুলাক; আল-বুজায়রামী, খ. ৩, পৃ. ১৭৪, নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৬১, প্রকাশক-মুস্তাফা আল-হালবী; হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৭১, প্রকাশক-ঈসা আল-হালবী; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ৩; প্রকাশক-মাতবাআতু আনসারুস সুন্নাহ; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৯

২৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১০; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৯৯

www.amarboi.org

যদি ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তবে যে মজলিসে ইজারার প্রস্তাব অবহিত করা হবে সেই মজলিসেই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ. মনে করেন, ইজাব ও কবুলের ক্ষেত্রে মোটেও সময় ক্ষেপণের অবকাশ নেই, বরং ঈজাবের পর তাৎক্ষণিক কবুল করতে হবে। কারণ তার কাছে ঈজাবের পর কবুল তাৎক্ষণিক হওয়া আবশ্যক। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঈজাব ও কবুল হলে তা গৃহীত হবে না।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহ মজলিসকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন এবং একটি মজলিসে একটি বিষয়ের নানা দিক আলোচিত হতে পারে বলে মনে করেন। তাদের কথা হলো, ইজারাচুক্তি প্রস্তাবের পর ইজারা গ্রহণকারীর তাৎক্ষণিক কবুল বা সম্মতি জরুরি নয়। বরং, ইজারাচুক্তির মজলিসে যদি এমন কোনো বিষয় না আসে যা এই চুক্তির আলোচনার সাথে দূরতম কোনো সম্পর্ক রাখে না, তাহলে গ্রহণকারী অবকাশ পাবে ভেবেচিন্তে জবাব দেওয়ার। কিন্তু এমন কোনো বিষয় যদি এসে যায় যার ইজারাচুক্তির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তবে সেই বৈঠকে ছেদ পড়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। মনে করা হবে চুক্তির বৈঠকের ইতি টেনে অন্য বিষয়ের বৈঠক শুরু হয়ে গেছে।[২৫] এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা العقد পরিভাষায় রয়েছে।

ইজারাচুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইজারার শব্দাবলিতে ইজারাচুক্তির পরিপন্থী কোনো শর্ত থাকতে পারবে না। অথবা ইজারাচুক্তির ক্ষেত্রে যদি এমন কথা বলা হয় যা ইজারাদাতা বা ইজারাগ্রহীতা অথবা তারা ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করে– যা ইজারাচুক্তিতে প্রত্যাশিত নয়; যেমন ইজারাদাতা শর্ত করল, আমি এই ঘরটি ইজারা দেব বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত আমি তাতে বসবাস করব কিংবা তার উপকার হাসিল করব; এমন শর্ত করার ক্ষেত্রে ইজারাচুক্তি শুদ্ধ হবে কি-না, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[২৬]

ইজারাচুক্তি বিশুদ্ধ ও সম্পাদিত হওয়ার শর্তাদি ছাড়াও ইজারাচুক্তি কার্যকর হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, উভয়পক্ষের চুক্তি সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকতে হবে। (সেই সাথে শর্ত হলো) কোনো পক্ষের খিয়ারুশ শারত করার অধিকার থাকবে না। এর কারণ, গ্রহণ-বর্জনের অধিকারের শর্তারোপ যে-কোনো

---

২৫. নাতায়িজুল আফকার, খ. ৭, পৃ. ২১০; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৭৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৫৯-২৬০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৩৫; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২৫৬, প্রকাশক-আল-মানার।

২৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৩৬

www.amarboi.org

লেনদেনের কার্যকারিতাকে শুরুতেই বাধাগ্রস্ত করে। বলা চলে, গ্রহণ-বর্জনের অধিকার কোনো লেনদেন কার্যকর না হওয়ার নামান্তর।

আলোচিত শর্তগুলো ছাড়াও ইজারাচুক্তি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে যে-কোনো প্রকার খিয়ার না থাকা জরুরি। আল্লামা কাসানী বলেন, খিয়ারের সময়ের মধ্যে ইজারাচুক্তি কার্যকর হয় না, যেহেতু যতক্ষণ ইচ্ছাধিকার বহাল থাকে, ততক্ষণ তা তার পরিধির মধ্যে চুক্তির কার্যকারিতা রোধ করে রাখে, যেন ইচ্ছাধিকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে-কোনো প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। হানাফী[২৭] মালেকী[২৮] এবং হাম্বলী[২৯] মাযহাবের ফকীহদের মতে ইজারাচুক্তিতে ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ জায়েয। ইজারাচুক্তি যদি কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের ক্ষেত্রে হয় তবে সেক্ষেত্রে শাফেয়ী মতাবলম্বীদের এক বক্তব্য মতেও ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ জায়েয।

জিম্মার ইজারার ক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ নিষিদ্ধ মনে করেন। যেমন তাদের অন্য একটি মতে, নির্দিষ্ট জিনিসের ইজারার ক্ষেত্রেও ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ জায়েয নেই।[৩০]

দুপক্ষ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা : العاقدان

হানাফী ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণের কাছে ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা উভয়েই ইজারার রুকনের অন্তর্ভুক্ত।[৩১] কিন্তু হানাফীগণের মতে ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা ইজারাচুক্তির দুটি পক্ষ মাত্র, রুকন নয়।

ইজারাচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার জন্য উভয়পক্ষ বোধজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া শর্ত। এ শর্তের কারণে দুপক্ষের কোনো একজনও যদি পাগল কিংবা অবোধ শিশু হয়, তবে ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হবে না। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি কোনো সহায়-সম্পদের তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম তার ইজারাচুক্তি সম্পাদনে কোনো ফকীহের মতপার্থক্য নেই।

ইজারাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয়পক্ষের সম্মতি থাকা শর্ত। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যদি কোনো পক্ষের অসম্মতি কিংবা জোরজবরদস্তির কারণ ঘটে তবে

---

২৭. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৭৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭২ এবং খ. ৫, পৃ. ১৬৫

২৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭৬, আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১

২৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪৯

৩০. কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ১৭

৩১. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০০, প্রকাশক-ঈসা আল-হালবী।

www.amarboi.org

ইজারাচুক্তি অবৈধ গণ্য হবে। শাফেয়ী, হাম্বলী ও তাদের সমমনা ফকীহগণের মতে, ইজারাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয়পক্ষের ইজারাচুক্তি কার্যকরী করার সামর্থ্য থাকা শর্ত। তাদের মতে, কেউ যদি অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইজারাচুক্তি সম্পাদন করে তবে তাদের দৃষ্টিতে এমন ইজারাচুক্তি অবৈধ বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, ইজারাচুক্তি কার্যকরী হওয়ার জন্যে চুক্তির কোনো পক্ষ যদি পুরুষ হয় তবে সে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হতে পারবে না। কারণ তাঁর মতে, মুরতাদের যে-কোনো চুক্তি অকার্যকর থাকে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং অন্য ফকীহগণ কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে এমন শর্তারোপ করেননি। তাদের মতে মুরতাদের লেনদেনও কার্যকরী হয়।[৩২]

হানাফী ও মালেকী ফকীহগণের মতে ইজারাচুক্তি কার্যকরী হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের তা কার্যকর করার ক্ষমতা থাকার শর্তারোপ করেছেন, পক্ষান্তরে অন্য ফকীহগণ তা ইজারাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত মনে করেন যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

শিশুদের ইজারাচুক্তি : إجَارَةُ الصَّبِيِّ

পূর্ণ বোধজ্ঞানের অধিকারী শিশু যদি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিজের শ্রম বিক্রির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে সে অভিভাবকের অনুমতি পেলে এ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে, নতুবা নয়। কিন্তু শাফেয়ীগণ এর বিপরীতে সাধারণভাবে নিষেধ করেন। তবে চুক্তি হয়ে থাকলে শিশু পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, শিশু তার নির্ধারণকৃত পারিশ্রমিক পাবে, না বাজারে প্রচলিত পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে?[৩৩]

চুক্তি সম্পাদনকারী যদি মাহজুর বা লেনদেনে বারণকৃত হয় তবে হানাফী এবং মালেকীদের প্রসিদ্ধ মত এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর এক বর্ণনামতে, এই স্থগিত চুক্তি অভিভাবকের অনুমতির উপর নির্ভরশীল হবে। কেননা চুক্তি কার্যকরী করার জন্য কার্যকরী ক্ষমতা থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে, চুক্তি বিশুদ্ধ

---

৩২. এমনটি বৈধ হবে, এক দুজনের পরিবর্তে একদল লোক মিলে কাউকে নিয়োগ করবে। যেমন গ্রামের সকল লোক মিলে যদি কাউকে ইমাম অথবা মুয়াজ্জিন নিয়োগ করে, এবং তিনি যথারীতি কাজ শুরু করেন। তাহলে নিয়োগকৃত ইমাম/মুয়াজ্জিন গ্রামবাসীর কাছ থেকে তার সম্মানী বা পারিশ্রমিক আদায় করে নেবেন। মাজাল্লাতুল আহকামুল আদলিয়া-এর ৫৭০ নং ধারায় এমন নিয়োগকে বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭৬-১৭৭; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খ. ৪, পৃ. ৪১০

www.amarboi.org

হওয়ার জন্য কার্যকরী ক্ষমতা থাকা শর্তযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে শাফেয়ীগণের মতে এবং মালেকীদের একটি অভিমত ও ইমাম আহমদ রহ.-এর অপর এক বর্ণনামতে এমন চুক্তি বিশুদ্ধ হবে না। কারণ তাদের মতে, চুক্তি কার্যকরী করার ক্ষমতাবান হওয়া কোনো লেনদেন বিশুদ্ধ হওয়া এবং সম্পাদিত হওয়ার জন্যেও শর্ত; কার্যকরী হওয়ার জন্যেই নয়।[৩৪]

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শিশুর অভিভাবকত্ব লাভ করে, অতঃপর সে ওই শিশুকে কোনো কাজে নিয়োগের চুক্তি করে কিংবা সেই শিশুর সম্পত্তির কোনো অংশ ইজারা দেয়, তবে ওই চুক্তি শুদ্ধ হবে। কেননা, ইসলামী শরীয়তে অভিভাবক আপন সত্তার মতোই শিশুর কর্তৃত্বের অধিকারী। তবে অভিভাবকের সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই যদি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, তাহলে শিশুর জন্য সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা অপরিহার্য কি-না, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন, শিশুর এ চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা আবশ্যক। কেননা, অভিভাবকত্বের অধিকার বলেই তো অভিভাবক চুক্তি সম্পাদনা করেছিল; ফলে বালেগ হওয়ার কারণে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে না। যেমন শিশুর নাবালেগ অবস্থায় তার অভিভাবক যদি তার কোনো বাড়ি বিক্রি করে দেয় কিংবা শিশুকে বিবাহ দিয়ে দেয় তা যেমন অক্ষুণ্ন থাকে, এই ইজারাচুক্তিও তেমন বহাল থাকবে। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম শাফেয়ী রহ. আর ইমাম শিরাজী এটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

হাম্বলীদেরও এই মতের পক্ষে একটি অভিমত রয়েছে। ইবনে কুদামা হাম্বলী ফিক্হের মধ্যে এটিকে বিশুদ্ধ মত বলে অভিহিত করেছেন। নাবালেগ শিশুর কোনো সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে হানাফীগণও এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় অভিমতটি হলো, এই চুক্তির আবশ্যকতা আর বহাল থাকবে না। শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখা, না রাখার ব্যাপারে স্বাধীন হবে। সে চুক্তি বহাল রাখতে পারে, আবার চুক্তি ভঙ্গও করতে পারে। কারণ, বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তার সম্পদ ও সত্তার ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, অভিভাবকের অভিভাবকত্ব শেষ হয়ে যায়। উল্লিখিত মতটি মালেকীদের এবং শাফেয়ী ও হাম্বলীদেরও একটি অভিমত এমন রয়েছে। নাবালেগ শিশুকে ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে হানাফীদেরও একই অভিমত। এক্ষেত্রে হানাফীদের বক্তব্য হলো, শিশুর শৈশব অবস্থায় তার শ্রমবিনিয়োগের জন্যে তার অভিভাবক কর্তৃক সম্পাদিত কোনো চুক্তি বালেগ হওয়ার পরও বহাল রাখা তার জন্যে মর্যাদা

৩৪. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৪১-৩৪২

www.amarboi.org

হানিকর। কেননা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে অন্যের সেবা করাকে নিজের জন্যে অসম্মানজনক মনে করতেই পারে। তা ছাড়া ইজারার উপকারিতা একটু একটু করে অস্তিত্বে আসে। তাই ইজারাচুক্তিও ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। তাই শিশুর জন্যে অভিভাবকের চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে। যেমন শিশু বালেগ হওয়ার পর যদি সে নতুন করে কোনো চুক্তি সম্পাদন করে তবে তা ভেঙ্গে ফেলার অধিকার থাকে।

হাম্বলীদের আরেকটি অভিমত এমনও রয়েছে যে, শিশুর অভিভাবক যদি এমন সময়সীমার কোনো চুক্তি করে যে সময়ের মধ্যে শিশু বালেগ হয়ে যেতে পারে তবে বালেগ হয়ে যাওয়ার পর শিশুর সে চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য হবে না। কারণ, যদি অভিভাবকের সম্পাদিত চুক্তি অক্ষুণ্ন থাকে তবে এমনটি হওয়ার অবকাশ তৈরি হয় যে, অভিভাবক তার অধিকার ক্ষুণ্ন করে সারাজীবনের জন্যে চুক্তিবদ্ধ করে শিশুর স্বার্থহানি করেছে। সেই সাথে অভিভাবকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তার হস্তক্ষেপ বহাল রয়েছে। হ্যা, অবস্থা যদি এমন হয় যে, চুক্তির সময়সীমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে শিশুর বালেগ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু ঘটনাক্রমে তাই ঘটে গেছে। এমতাবস্থায় অভিভাবকের সম্পাদিত চুক্তি বহাল থাকবে।[৩৫]

ইজারার ক্ষেত্র : مَحَلُّ الإِجَارَةِ

এক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ে আলোচনা করা হবে, ইজারা দেওয়া পণ্যের উপকারিতা এবং ইজারার মূল্য তথা ভাড়া।

প্রথম উদ্দেশ্য : ইজারায় প্রদত্ত পণ্যের মুনাফা ও উপকার

সব ধরনের ইজারার মধ্যেই হানাফীদের নিকট ইজারার পণ্য হলো মুনাফা ও উপকার। ক্ষেত্রভেদে উপকারিতা ভিন্ন হয়ে থাকে।[৩৬] মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে, ইজারার পণ্য হয়তো মূল জিনিসের উপকারিতা কিংবা দায়িত্বে আবশ্যক উপকারিতা।[৩৭] তারা শর্ত করেন, দায়িত্বে আবশ্যক ইজারাচুক্তির মধ্যে মুনাফার

---

৩৫. আত-তাওযীহ আলাত তানকীহ, খ. ২, পৃ. ১৫৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ১৪, পৃ. ১৭৮-১৭৯; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১

৩৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ১৪, পৃ. ১৭৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৭; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩,পৃ. ৪৭৫; আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ১৮১-১৮২

৩৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪,পৃ. ১৭৪-১৭৫; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১; মিনহাজুত তালিবীন বি হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৬৮; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৮

www.amarboi.org

মূল্য আগেই আদায় করা জরুরি– ঋণের বিনিময়ে ঋণের চুক্তি হতে বের হওয়ার জন্য।[৩৮]

হাম্বলীদের নিকট ইজারার ক্ষেত্র তিনটি জিনিসের যে কোনো একটি :

১. নির্দিষ্ট জায়গায় কিংবা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কোনো জায়গায় কাজ করে দেওয়ার দায়িত্বে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। তারা এটিকে দুভাবে ভাগ করেছেন : প্রথমত : কোনো শ্রমিকের সাথে নির্দিষ্ট কাজে নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্যে চুক্তি করা। দ্বিতীয়ত : কোনো শ্রমিকের সাথে নির্দিষ্ট পরিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে দেওয়ার চুক্তি করা। যেমন কোনো জামা সেলাই করে দেওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের চুক্তি করা, কিংবা গরু, ছাগল ইত্যাদি চড়ানোর জন্যে কারো সাথে চুক্তি করা।

২. নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বস্তু দায়িত্বে আবশ্যক করে দেওয়ার চুক্তি করা।

৩. নির্দিষ্ট জিনিসকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ইজারা দেওয়া।[৩৯]

মুনাফা ও উপকার লাভের ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হতে কয়েকটি শর্ত রয়েছে

এক. উপকার ভোগের জন্য ইজারা হতে হবে; মূল জিনিসটি নিঃশেষ করা যাবে না। এ কথায় ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তবে ইবনে রুশদ বলেন, কতিপয় ফকীহ ভোগের জিনিসটিও নিঃশেষ করে দেওয়ার ইজারাচুক্তি জায়েয বলেছেন। তাদের মতে, উভয় বৈধ উপকার ভোগের অন্তর্ভুক্ত। শাফেয়ীগণ উপকার ভোগের বিষয়টি ব্যাপকার্থে ব্যবহার করেন এবং বহু ধরনকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪০]

এই নীতির আওতায় বহু শাখারূপ রয়েছে, যেগুলোতে মূল জিনিস ব্যবহার করে নিঃশেষ করা হয়, কিন্তু সেটি হয়ে থাকে পরোক্ষে; যেমন দুধ দানকারিণী মহিলার সাথে সন্তানের অভিভাবকদের ইজারাচুক্তি, ষাড় গরু দ্বারা গাভীর গর্ভসঞ্চারের ইজারা, গাছের ফল থেকে উপকার লাভের জন্য গাছ ইজারা নেওয়া। এসব অবস্থায় মূল জিনিস নিঃশেষ হয়ে যায়।

হানাফীগণ বলেন, কোনো মূল জিনিসকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্যে ইজারা সংঘটিত হতে পারে না। মালেকীগণ বলেন, ইজারাচুক্তিতে ইচ্ছা করে এমন জিনিস কব্জায় নেওয়া জায়েয হবে না। হাম্বলীগণ বলেন, ইজারাচুক্তি এমন

---

৩৮. আশ-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৩, প্রকাশক-দারুল ফিকর।

৩৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪৯; মিনহাজুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৬৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৯

৪০. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৬৯ এবং খ. ৪, পৃ. ২-১০

www.amarboi.org

জিনিসের মধ্যে হতে পারে যেক্ষেত্রে মূল জিনিস অক্ষুণ্ন থাকে। তবে জিনিসটি যদি এমন হয় যে, মূল জিনিস অক্ষুণ্ন রেখে উপকার লাভ সম্ভব নয় তবে ভিন্ন কথা। যেমন আলো লাভের জন্যে মোমবাতি।[৪১]

দ্বিতীয় শর্ত : উপকার ও মুনাফা মূল্যবান হতে হবে এবং লেনদেনের মাধ্যমে তা অর্জন করার উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এই শর্তের ফলে মূল্য ছাড়াই যে উপকার ভোগ করা যায় তাতে ফকীহগণের মতে ইজারাচুক্তি সাব্যস্ত হয় না। কারণ এক্ষেত্রে টাকা-পয়সা ব্যয় করা অর্থহীন।

এই শর্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো মাযহাব খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছে এবং কোনো মাযহাব উদারতা প্রদর্শন করেছে। সবচেয়ে কঠোর পথ অবলম্বন করেছে হানাফী ফকীহগণ। তারা ছায়া লাভের জন্যে বৃক্ষের ইজারা এবং পড়ার জন্যে কুরআন শরীফের ইজারা দেওয়া নিষিদ্ধ মনে করেন। মালেকীগণও হানাফীদের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন; তবে তারা কুরআন শরীফের কোনো লিখিত কিংবা ছাপানো কপি ইজারা দেওয়ার বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। যদিও কুরআন শরীফ ইজারাকে তারা মাকরূহ ও নিন্দনীয় মনে করেন।

পক্ষান্তরে হাম্বলীগণ বেশ উদারতা প্রদর্শন করে বলেন, যে-কোনো বৈধ উপকারিতা লাভের ইজারাচুক্তি বৈধ। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণও হাম্বলীগণের কাছাকাছি মত ব্যক্ত করেন। তবে শাফেয়ীগণ এমন কিছু ধরনের ইজারা নিষিদ্ধ মনে করেন, যেগুলো হাম্বলীগণ বৈধ মনে করেছেন। যেমন হাম্বলীগণের বিশুদ্ধ মতে সাজগোজের জন্য স্বর্ণমুদ্রা ইজারা নেওয়া দেওয়া জায়েয, সেই সাথে কাপড় শুকানোর জন্যে কোনো গাছ ভাড়া নেওয়া জায়েয।[৪২]

তৃতীয় শর্ত : উপকার এমন হতে হবে যা অর্জন বা ভোগ করা বৈধ। ইজারার বিষয়টি এমন হতে পারবে না, শরীয়তে যা ইবাদত হিসাবে পালন করার নির্দেশ রয়েছে কিংবা এমন নিষিদ্ধ উপকার লাভ করা যাবে না যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ ও অন্যায়। বস্তুত এই বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার দাবি করে এবং এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্যও রয়েছে, তাই এটি পরে আরো আলোচনা করা হবে।

---

৪১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৪১৯, প্রকাশক-আত তিজারিয়্যা।

৪২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭৫; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৪১৯; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৬-২০; আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৬৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪০৪, প্রকাশ-১৩৮৯ হিজরী।

www.amarboi.org

চতুর্থ শর্ত : ইজারাচুক্তি বৈধ হওয়ার জন্যে উপকার লাভের ব্যাপারটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এবং বাস্তবতার নিরিখে অর্জনযোগ্য হতে হবে। যেমন পালিয়ে যাওয়া কোনো জন্তু ভাড়া দেওয়া কিংবা লুণ্ঠনকারী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে লুণ্ঠিত বস্তুর ইজারাচুক্তি বৈধ হবে না। কারণ, ইজারাদাতা ইজারার বস্তু হস্তান্তরে সক্ষম হবে না। (ফলে তা অর্জনযোগ্যও হবে না)। কোনো ব্যক্তি বিকলাঙ্গ কিংবা হাত-কর্তিত কোনো ব্যক্তির সাথে এমন চুক্তি করে যে, সে নিজেই এই কাপড়টি সেলাই করে দেবে তবে এমন ইজারাচুক্তি বৈধ হবে না। কেননা, এটি এমন একটি চুক্তি যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম থাকার ওপর নির্ভরশীল; অন্যথায় উপকার লাভ সম্ভব নয়।[৪৩]

উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে এমন জিনিসের ইজারা সঠিক হবে না, যে জিনিসটি সম্পন্ন করার সামর্থ্য ইজারাদাতার নেই, যে কাজে সে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এর ভিত্তিতে কোনো মাদী জন্তুর গর্ভসঞ্চারের জন্য নরজন্তুর ইজারা বৈধ নয়। অনুরূপ শিকারী বাজপাখি ইজারা দেয়া বৈধ নয়, তদ্রূপ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী অন্য কারো শিশুকে দুধপান করানোর চুক্তি করাও অবৈধ। কেননা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এটি শরীয়তে নিষিদ্ধ; আর এই নিষেধাজ্ঞা এ ধরনের ইজারাচুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

পঞ্চম শর্ত : উপকার লাভের বিষয়টি পরিষ্কার হতে হবে, যেন অজ্ঞতার কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা না থাকে।[৪৪] অনুরূপ ইজারার মূল্যের বিষয়টিতেও কোনো প্রকার অস্পষ্টতা না থাকা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, অজ্ঞতা-অস্পষ্টতা ও অনির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি উপকার লাভের ব্যাপারে যেমন বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে; তদ্রূপ ইজারার মূল্যের ক্ষেত্রেও অস্পষ্টতা বিরোধের কারণ হতে পারে, এ বিষয়ে সকল ফকীহই ঐকমত্য পোষণ করেন।[৪৫]

---

৪৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭৫-১৭৬; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২০; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৬০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫; হাশিয়া আল-কালয়ূবী আলা শারহিল মিনহাজ, খ. ৩, পৃ. ৬৯; আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৫৬; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪০৬, প্রকাশকাল-১৩৮৯ হিজরী।

৪৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৭; মিনহাজুত তালিবীন ওয়া হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৬৯-৭২; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬

৪৫. ইবনে রুশদ বিদায়াতুল মুজতাহিদ-এর, খ. ৪, পৃ. ১৮০ ও ২২৩ এ বর্ণনা করেছেন, পূর্বসূরীদের একটি দল মুদারাবা ও মুসাকাতের সাথে তুলনা করে অজ্ঞাত জিনিসের ইজারাকে বৈধ বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

www.amarboi.org

উপকার সুনির্দিষ্ট হওয়া

উপকার লাভের বিষয়টি কোনো কোনো সময় স্থান ও ক্ষেত্র নির্দিষ্টকরণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়; আবার কখনো উপকারিতার বিষয়টি উল্লেখ করার দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি কারো সাথে কাপড় সেলাই করার চুক্তি করল, এবং সে সেলাইয়ের ডিজাইনও বলে দিল। কোনো সময় ইশারা করার দ্বারাও উপকার লাভের বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন কেউ কাউকে মজদুর হিসাবে নিল, সে উৎপাদিত ফসল অমুক জায়গা থেকে অমুক জায়গায় নিয়ে পৌঁছাবে।

উপকার লাভের স্থান ও ক্ষেত্র নির্দিষ্টকরণের শর্ত ইজারাচুক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেঃ

এক. মূল জিনিসের ইজারা, যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের উপকার লাভের জন্য চুক্তি করা হয়, কোনো কারণে যদি সেই জিনিসটি নষ্ট হয়ে যায় তবে গোটা লেনদেনের সমাপ্তি ঘটে। যেমন বসবাসের জন্যে কোনো ঘর ইজারা দেওয়া।

দুই. এমন জিনিসের ইজারা যে জিনিসটির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণনা করা হয় এবং জিনিসটি চুক্তিকারী অপরপক্ষের দায়িত্বে থাকে। এই উপকারিতা এমন গুণাবলিবিশিষ্ট সকল জিনিসের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। তাই উল্লিখিত গুণাবলিসম্পন্ন জিনিসটি বিনষ্ট হয়ে গেলেও এর বিকল্প পাওয়া যায়।

হাম্বলী ফকীহদের মত এবং শাফেয়ীদের একটি মতানুসারে ইজারাচুক্তি সম্পাদনের আগে ইজারার দ্রব্য দেখে নেওয়া শর্ত। যদি চুক্তি সম্পাদনের আগে দ্রব্যটি না দেখে থাকে, তবে ইজারাচুক্তি সম্পাদনের পর ইজারাগ্রহীতার দ্রব্য দেখে নেওয়ার অধিকার থাকবে। শাফেয়ীগণ সব ধরনের ইজারার ক্ষেত্রে এই দেখার অধিকারের শর্তটিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। কিন্তু হাম্বলীগণ শুধু নির্দিষ্ট কিছু ইজারার ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করেন। যেমন দুগ্ধদানকারিণী মহিলার জন্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখা এবং কোনো ফসলী জমিন ইজারাগ্রহীতার ইজারাকৃত জমিন দেখা।[৪৬]

ইজারাচুক্তির উপকারিতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকীহ সমাজের প্রচলিত রীতি ও প্রচলনকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন; ফলে ইজারাকৃত বস্তুর ব্যবহার এর উপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে পার্থক্যের বিষয়টি যেহেতু খুব সাধারণ ও গৌণ, তাই এটিকে কেন্দ্র করে তেমন বিবাদ দেখা দেবে না।[৪৭]

---

৪৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮০; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৮০-২২৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৮; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৭৫-৩৬৮; প্রকাশকাল-১৩৮৯ হিজরী।

৪৭. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৭ ও ৩৬৮

www.amarboi.org

ইজারার মূল্য নির্ধারণ কিংবা বিনিময় নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই যদি কোনো ব্যক্তি কোনো শ্রমিকের নিকট থেকে কিংবা কারো পণ্য দ্বারা উপকার লাভ করে, তাহলে শ্রমিক কিংবা ইজারাদাতা ব্যক্তি কি পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে? এ ব্যাপারে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের চারটি অভিমত রয়েছে :

প্রথম অভিমত : ইজারাগ্রহীতাকে অবশ্যই পারিশ্রমিক কিংবা বিনিময় পরিশোধ করতে হবে। এটি ইমাম মুযানীর অভিমত। কেননা এতে শ্রমিক তার শ্রম বিনিয়োগ করেছে, অতএব সে তার পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে।

দ্বিতীয় অভিমত : কেউ যদি দর্জিকে বলে, আমাকে এই জামাটি সেলাই করে দাও, তবে অবশ্যই দর্জির পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে। আর যদি লোকটি সেলাই করতে শুরু করে, তখন দর্জি তাকে বলে, আমাকে দাও, আমি সেলাই করে দেবো, তাহলে পারিশ্রমিক আবশ্যক হবে না। এটি আবু ইসহাকের অভিমত। কেননা, কাপড়ের মালিক যখন সেলাই করার জন্যে দর্জিকে নির্দেশ দিল, এই নির্দেশের মাধ্যমে সে সেলাইয়ের পারিশ্রমিক নিজের জন্যে অবশ্য পরিশোধযোগ্য করে নিল। কেননা, কোনো ব্যক্তি পারিশ্রমিক ছাড়া অন্যের উপর কোনো কাজ চাপিয়ে দিতে পারে না। আর যে ক্ষেত্রে সে সেলাই করার নির্দেশ দেয়নি, সেক্ষেত্রে সে নিজের উপর পারিশ্রমিক পরিশোধ অপরিহার্যও করেনি। তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার জন্যে পারিশ্রমিক পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে না।

তৃতীয় অভিমত : দর্জি যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেলাই কাজ করার ক্ষেত্রে পরিচিত হয়, তাহলে কাপড়ওয়ালার জন্যে পারিশ্রমিক পরিশোধ অপরিহার্য হবে। অন্যথায় পারিশ্রমিক পরিশোধ জরুরি হবে না। এটি আবু আব্বাসের অভিমত। কেননা, দর্জি যদি পেশাদার হয়, টাকার বিনিময়ে সেলাই কাজ করার ক্ষেত্রে সে পরিচিতি লাভ করে থাকে, তবে তার এই পেশাদারীর পরিচিতিই তার পারিশ্রমিক লাভের শর্তের পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে।[৪৮]

চতুর্থ অভিমত : এটিই শাফেয়ীদের মূল মাযহাব। কোনো অবস্থাতেই দর্জির পারিশ্রমিক পরিশোধ করা কাপড়ওয়ালার জন্যে অপরিহার্য হবে না। এর কারণ, সে তার পণ্য বিনিময় ছাড়াই ব্যয় করেছে, সে তাই এর কোনো প্রতিদান প্রাপ্য হবে না। যেমন কেউ যদি তার খাবার অন্য কাউকে খাইয়ে দেয় তাতে কোনো বিনিময় প্রাপ্য হয় না।

---

৪৮. তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ১১৩; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪১; মাজাল্লাতুল আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা-৫২৭; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ; হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৩-২৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫১১

www.amarboi.org

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, শাফেয়ীগণের মধ্যে আবুল আব্বাস সমাজের রীতি ও প্রথাকে ইজারার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি মনে করেন, যেমনটি মনে করেন অধিকাংশ ফকীহ্।

উপকার লাভের বিষয়টি যদি জানা থাকে তবে উপকার লাভের ব্যাপারটি সময় নির্ধারণের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন বসবাসের জন্য ঘর ভাড়ার চুক্তিতে ঘর বুঝে পাওয়া। ঘর ভাড়ার ক্ষেত্রে যখন সময় নির্দিষ্ট হয়ে যায় তখন উপকার লাভের ব্যাপারটিও জ্ঞাত হয়ে যায়। অবশ্য ভাড়াটের লোকসংখ্যা কমবেশিতে তারতম্য হয় বটে, কিন্তু সেটি মুখ্য বিষয় নয় বলে মনে করেন হানাফী ফকীহ্গণ।

সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, যে ইজারায় ইজারার দ্রব্য ইজারাগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করার সাথে সাথেই ভাড়া অপরিহার্য হয়ে যায়, এমন ইজারাচুক্তিতে যদি দ্রব্য হস্তান্তরের সময় নির্ধারণ করা না হয় তাহলে ইজারাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এ অবস্থায়ও ইজারাচুক্তি জায়েয হবে। বস্তুত এই শর্তটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি জরুরি। যেমন সেবার জন্যে চাকর, রান্না করার জন্যে পাতিল, পরিধান করার জন্যে কাপড়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তরের সময় নির্ধারণ জরুরি, অন্য অনেক জিনিসের ক্ষেত্রে এই শর্ত জরুরি নয়।[৪৯]

হাম্বলী ফকীহ্গণ এ ব্যাপারটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে একটি চমৎকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তারা বলেন, কোনো পণ্য যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য ইজারা নেওয়া হয় তবে তাতে হস্তান্তরের সময় নির্দিষ্ট করা জরুরি। যেমন : ঘর, দোকান, জমিন, সেবা, চারণভূমি, কাপড় তৈরি কিংবা সেলাই করার জন্যে শ্রমিক। কেননা উল্লিখিত বিষয়গুলোতে হস্তান্তরের সময় নির্ধারণটিই কাজটির পরিমাপ নির্দিষ্ট করে এবং এর ভিত্তিতে কাজটি নির্দিষ্ট করা যায়।

কোনো কোনো ফকীহ্ এই শর্তও যোগ করেছেন, এমনভাবে সময় নির্ধারণ করতে হবে যে সময়ের মধ্যে দ্রব্যটি অক্ষুণ্ন থাকার সম্ভাবনা প্রবল থাকে– সময় যত দীর্ঘ হোক না কেন। তবে কোনো বিশেষ কাজের জন্য যদি কোনো দ্রব্য ইজারা দেওয়া হয় (তবে কি জিনিস ইজারা নেওয়া হবে তা উল্লেখ করা হয়নি, বরং ইজারার পণ্যের বৈশিষ্ট্যের কথা শুধু উল্লেখ করা হয়েছে); যেমন কোনো জায়গা যাতায়াত করার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্তু ইজারা নেওয়া হবে, এমন ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের বিষয়টি জরুরি নয়।

---

৪৯. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪১৭-৪১৮, দ্বিতীয় সংস্করণ।

www.amarboi.org

সাধারণত এই ব্যাপারটিতে শাফেয়ীগণ হাম্বলী মাযহাবের সাথে সহমত পোষণ করেন। মালেকীদের অভিমতও এই মতের কাছাকাছি। তাদের অভিমত হলো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইজারার সময়সীমা নির্ধারিত। যেমন জীবজন্তুর ইজারার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ একবছর এবং একজন শ্রমিকের পনের বছর। বাড়িতে বসবাসের সময়সীমা বাড়ির অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এবং কোনো জমিনের সর্বোচ্চ ইজারার সময়সীমা হবে ত্রিশ বছর। কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ জায়েয নেই। (যেমন কেউ কোনো দর্জিকে এক বছরের জন্যে কাপড় সেলাই করার জন্যে কিংবা কোনো ধোপাকে একবছরের জন্যে ইজারা করল এই বলে যে, এক বছরের মধ্যে আমার যত কাপড় সেলাই হবে কিংবা যত কাপড় ধোলাইয়ের প্রয়োজন হবে সবই তোমাকে করতে হবে। বিনিময়ে আমি তোমাকে দুহাজার টাকা পারিশ্রমিক দেবো, এমনটি জায়েয নেই।)[৫০ ৫১]

সাধারণ শ্রমিকের ক্ষেত্রে কাজ নির্দিষ্টকরণের দ্বারা উপকারিতা নির্ধারিত হয়। যেমন কোনো মিস্ত্রি নানাজনের কাজ করে, তার দ্বারা যদি কোনো কাজ করানো হয় তবে কাজ নির্দিষ্ট করতে হবে। কেননা কাজের বিপরীতেই তার পারিশ্রমিক/সম্মানী নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে যদি কাজ নির্দিষ্ট করা না হয় তবে দেনাপাওনা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। কোনো লোকের সাথে যদি ইজারা চুক্তি করা হয়, কিন্তু কাজটি কেমন হবে, কাপড় সেলাই করা না পশু চরানো, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি, তাহলে এই চুক্তি বৈধ হবে না। এ ধরনের চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্যে কাজের ধরন, শ্রেণী, পরিমাণ, পদ্ধতি ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

লোকটি যদি ব্যক্তিগত কর্মচারী বা সেবক হয় তবে শুধু সময়সীমা নির্দিষ্ট করাই যথেষ্ট হবে। ফকীহ্ শিরাজী বলেন, উপকারিতার পরিমাণ যদি কাজটির উল্লেখ দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়, যেমন কাপড় সেলাই; তবে কাজের উল্লেখ দ্বারাই উপকারিতা নির্ধারিত হয়ে যাবে। যেহেতু মুনাফাটি সুনির্দিষ্ট, তাই তার কথা উল্লেখ করার জন্য অন্য বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

কাউকে যদি কোনো দেয়াল নির্মাণের জন্য ইজারা করা হয়, তবে দেয়ালের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য প্রস্থের উল্লেখ এবং কী ধরনের সরঞ্জামাদি দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করা হবে তা সবিস্তারে উল্লেখ করা ছাড়া ইজারাচুক্তি শুদ্ধ হবে না।[৫২]

---

৫০. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১

৫১. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬-৪০০; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩২৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২-৫; আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৫৬

৫২. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৬০-১৭০; আশ-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়াতুদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪-১২; আল-ফুরুক, ফরক-২০৮

www.amarboi.org

কখনো ইজারার ক্ষেত্রে উপকার ভোগের বিষয়টি কাজ ও মেয়াদ– উভয়টির বর্ণনা দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন একব্যক্তি দর্জিকে বলল, আমি তোমাকে ইজারা নিলাম, আজকের মধ্যে তুমি আমার এই কাপড়টি সেলাই করে দেবে। এখানে সেলাইয়ের উল্লেখ করার দ্বারা তার উপকার লাভের বিষয়টি যেমন নির্দিষ্ট করে নিল তেমনি সে মেয়াদ আজকের মধ্যে বলেও মুনাফা নির্দিষ্ট করেছে।

কর্ম ও মেয়াদ উভয়টি নির্দিষ্টকরণ

ফকীহগণের এক্ষেত্রে দু'টি অভিমত রয়েছে। একটি অভিমত হলো : এভাবে লেনদেন জায়েয নেই। এর দ্বারা চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা মেয়াদ নির্দিষ্টকরণ এমনটি দাবি করে যে, কাজ সম্পাদন করা ছাড়াও সে বিনিময়ের অধিকারী হবে। কেননা মেয়াদ নির্দিষ্টকরণের দ্বারা শ্রমদাতা ব্যক্তিগত কর্মচারীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাজের উল্লেখ করার দ্বারা সে সাধারণ শ্রমিকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং তার পারিশ্রমিক কাজের বিনিময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অভিমত। হাম্বলীদেরও এরূপ একটি অভিমত রয়েছে।

দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে : এ অবস্থায়ও চুক্তি জায়েয হবে। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজের জন্য চুক্তি করা। এখানে মেয়াদের বিষয়টি শুধু কাজটি তরান্বিত করার জন্যে। সাহেবাইন ও ইমাম মালিক রহ. এ অভিমত ব্যক্ত করেন। হাম্বলীদেরও একটি অভিমত এমন রয়েছে।[৫৩]

সামনে ব্যক্তিগত কর্মচারী ও সাধারণ শ্রমিকের বর্ণনার স্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আরেকটি শর্ত হলো, এমন কোনো বিপত্তি যেন না থাকে যার দরুন ইজারার বস্তু দ্বারা উপকার লাভ অসম্ভব হয়ে যায়। এটি হানাফীদের অভিমত। ইতোপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ইজারাচুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, উভয়পক্ষের সম্মতিতে তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন একপক্ষের অসম্মতিতে তা নাকচ হয় না। তবে হানাফীদের বক্তব্য হচ্ছে, ইজারাচুক্তির মূল উদ্দেশ্য উপকার লাভ করা; তাই যতক্ষণ উপকার লাভের সুযোগ থাকবে ততক্ষণ ইজারাচুক্তি বহাল থাকবে। তাই ইজারারগ্রহীতা যদি উপকার লাভ থেকে বঞ্চিত হয় তখন আর এই চুক্তির অপরিহার্যতা থাকে না।

---

৫৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬-৩৯৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ৫-৭; হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১২

www.amarboi.org

মালেকী ফকীহগণও এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন, উপকার লাভের সুযোগ না থাকলে ইজারাচুক্তির বাধকতা থাকে না, তা বাতিল হয়ে যায়। যদিও চুক্তির সময় উপকার লাভের মূল জিনিসটির কথা উল্লেখ করা না হয়। যেমন কোনো বাড়ি, দোকান, নৌকা, গাড়ি ইত্যাদি। ভাড়ায় খাটানো জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও একই বিধান যদি তা নির্দিষ্ট থাকে। তারা বলেন, ধ্বংস হওয়ার তুলনায় সুযোগ না থাকা ব্যাপক।

শাফেয়ীগণের এক অভিমত হলো, উপকার লাভে যে কোনো প্রকার বিঘ্নতা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটানোর কারণ হবে। তাদের মতে, ইজারাকৃত বস্তু থেকে উপকার লাভ সম্ভব না হলে ইজারাচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি তার দাঁত তুলে ফেলার জন্যে কারো সাথে চুক্তি করল, আর এ সময় লোকটির দাঁতের ব্যথার উপশম হয়ে গেল; তখন চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ইজারাচুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার বর্ণনায় করা হবে।[৫৪]

যৌথ মালিকানাধীন অবণ্টিত জিনিসের ইজারা : إجارة المشاع

ইজারার চুক্তিবদ্ধ জিনিসটি যদি অবণ্টিত এবং যৌথ মালিকানাধীন হয় আর একজন অংশীদার তার নিজের অংশটি ইজারা দিতে চায়, তবে সে তার শরীকদের মধ্যেই অন্য কাউকে ইজারা দিতে পারবে– এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু শরীকদের বাইরে অন্য কাউকে ইজারা দেওয়ার প্রশ্নে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং শাফেয়ী ও মালেকী ফকীহদের মতে এবং হাম্বলীদের একটি উক্তি মতে, উল্লিখিত পদ্ধতি বৈধ। কেননা, তাদের মতে ইজারা ক্রয়বিক্রয়েরই একটি অংশ। যৌথ মালিকানাধীন জিনিসের অংশ বিক্রি করা যেমন জায়েয তদ্রূপ ইজারা দেয়াও জায়েয। যৌথ সম্পদের অংশবিশেষ ইজারার মাধ্যমে কব্জা করে তা থেকে পালাক্রমে উপকার লাভ করা যায়। ফলে এটি বিক্রি করাও জায়েয।

আল-মুগনী কিতাবে আছে, যৌথমালিকানাধীন সম্পদ অংশীদারগণ ছাড়া অন্যদের কাছেও ইজারা দেওয়া আবু হাফস আল-উকবারীর (أبو حفص العكبري) দৃষ্টিতে জায়েয। ইমাম আহমদও এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, যৌথ অংশের ইজারা হচ্ছে মালিকানাধীন বস্তুর লেনদেন। যেহেতু শরীকদের সাথে তার লেনদেন বৈধ; ফলে অন্যদের সাথেও তার লেনদেন বৈধ বিবেচিত হবে। শরীকদের সবাই সম্মিলিতভাবে যদি এই বস্তু অন্যের কাছে ইজারা দিতে পারে, তবে কোনো অংশীদার এককভাবেও তার অংশ অন্যের কাছে ইজারা দিতে

৫৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৫; আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১২; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৫৬

www.amarboi.org

পারবে। দুই শরীক মিলে যদি কোনো জিনিস বিক্রি করার অধিকার রাখে, তবে তাদের যে-কোনো একজনও তার অংশ বিক্রি করার ক্ষমতাবান হবে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম যুফার রহ.-এর মত এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এক উক্তি মতে, যৌথমালিকাধীন কোনো জিনিসের অংশবিশেষের মালিকের নিজ অংশ বিক্রি বা ইজারা দেওয়া জায়েয নেই। কেননা, অংশীদারের মালিকানা গোটা জিনিসের মধ্যে বিস্তৃত। ফলে ইজারাগ্রহীতাকে অংশবিশেষ থেকে উপকার লাভ করতে দিতে হলে পুরো জিনিসটিই তার হাতে তুলে দিতে হবে। অথচ গোটা জিনিসটা দেওয়ার ব্যাপারে ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি হয়নি। ফলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে বস্তুটি দেওয়াও হবে না, এবং এই চুক্তি গ্রহণযোগ্যও নয়। এক অংশ ইজারা দেওয়ার পর ইজারাগ্রহীতা ও অপর শরীক পালাক্রমে একই জিনিস থেকে উপকার লাভের ব্যাপারটিও ইজারাচুক্তির চাহিদানুযায়ী অসম্ভব; কেননা উপকার লাভের বিষয়টি যদি সময়ের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয় (যেমন অংশীদারদের একজন একবছর ক্ষেতে ফসলচাষ করবে, আর এক অংশীদারের ইজারাগ্রহীতা একবছর চাষ করবে), তবে এক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতা একটি মেয়াদ পর্যন্ত গোটা ক্ষেত থেকেই উপকার লাভ করবে। আর উপকার লাভের বিষয়টি যদি জায়গার পরিমাণের ভিত্তিতে হয়, যেমন একজন অর্ধেক অংশ চাষ করবে, অপরজন অপর অর্ধেকাংশ চাষ করার চুক্তি করে, তাহলে প্রত্যেকের কব্জায় অপরের অংশ থাকবে। এবং প্রত্যেকের অপরজনের অংশ থেকে উপকার লাভ হবে। ফলে এ অবস্থাগুলোর কোনোটাই ইজারাচুক্তির দাবি ও চাহিদাকে পূরণ করে না।[৫৫] (বরং ইজারাচুক্তির চাহিদার বিপরীত।)

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : ভাড়া, বিনিময়, পারিশ্রমিক

ইজারাগ্রহীতা উপকার লাভের বিপরীতে ইজারাদাতাকে যে বিনিময় দেওয়ার অঙ্গীকার করে তা-ই হচ্ছে الأجرة। বিনিময়, পারিশ্রমিক বা ভাড়া। ক্রয়বিক্রয়ে যেটি মূল্য হতে পারে, ইজারার ক্ষেত্রে সেটিই উজরত হতে পারে। অধিকাংশ ফকীহের মতে মূল্যের ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা শর্ত, ইজারার বিনিময়ের ক্ষেত্রেও সেগুলো থাকা শর্ত।[৫৬]

---

৫৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৮; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫০; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৪৯

৫৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৭-১৮৮; শারহুর রাওজা, খ. ২, পৃ. ৪০৯; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৩৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ৩৩; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৫৯

www.amarboi.org

বিনিময় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ "কেউ যদি কাউকে কোনো কাজের জন্যে শ্রমদাতা হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে তার মজুরি তাকে পরিজ্ঞাত করা আবশ্যক।"[৫৭]

এমন কোনো জিনিস যদি ইজারার বিনিময় নির্ধারণ করা হয়, যা ঋণ গণ্য হতে পারে, যেমন রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, অথবা পরিমাপযোগ্য কিংবা ওজনযোগ্য কোনো জিনিস, কাছাকাছি গড়নের বস্তু তাহলে এগুলোর পরিমাণ, গুণাবলি, প্রকৃতি ও প্রকার উল্লেখ করা আবশ্যক। এসব ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকে, যাকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিতে পারে, তাহলে ইজারাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় যদি ইজারাগ্রহীতা তার উপকার ভোগ করে ফেলে তবে সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তথা বাজারমূল্যে প্রতিদান পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। বস্তুত সংশ্লিষ্ট কাজের মজুরি সম্পর্কে যারা পূর্ণ অবগত তাদের মতের ভিত্তিতে তখন মজুরি নির্ধারিত হবে।[৫৮]

যে উপকার লাভের উপর ইজারাচুক্তি সাব্যস্ত হয় অধিকাংশ ফকীহের দৃষ্টিতে সে ধরনের উপকারই ইজারাগ্রহীতা বিনিময় হিসাবে দিতে পারে। শিরাজী বলেন, উপকারের বিনিময় অন্য ধরনের বস্তু হতে পারে, উপকার শ্রেণীও হতে পারে। কেননা, ইজারার ক্ষেত্রে উপকার ভোগের বিষয়টি ক্রয়বিক্রয়ের পণ্যের সমতুল্য। আর একই প্রকার জিনিসের বিনিময়ে একই প্রকার জিনিস ক্রয়বিক্রয় করা যায়। তাই ইবনে রুশদ বলেন, ইমাম মালেক রহ. এই প্রক্রিয়াকে বৈধ মনে করেন যে, একটি ঘরের ভাড়ার বিপরীতে ইজারাগ্রহীতা তার মালিকানাধীন একটি ঘরে ইজারাদাতাকে থাকতে দেবে; এর দ্বারা বিনিময় পরিশোধ হয়ে যাবে।[৫৯] ফকীহ বুহুতীর বক্তব্যের মূলকথা হলো, একটি ঘরের বিনিময় অন্য একটি ঘরে বসবাসের মাধ্যমে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহের মাধ্যমে পরিশোধ করা যেতে পারে। হযরত শুআইব আ.-এর ঘটনা থেকে একথা প্রমাণিত হয়, তিনি বিবাহকে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের বিনিময় করেছিলেন। হানাফী ফকীহগণ এ প্রক্রিয়াটিকে বৈধ মনে করেন না। তাদের মতে, উপকারিতা ও বিনিময়ের জিনিস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া জরুরি। যেমন বসবাসের বিনিময় সেবা হতে পারে।[৬০]

---

৫৭. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৫৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩২২; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৩৭; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১২; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৫১, প্রকাশক-আল-হালবী।

৫৮. ১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১২; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ৫০৭, প্রকাশক-আল-হালবী।

৬০. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২১৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৬৫

www.amarboi.org

ফকীহদের একটি দল এ মত পোষণ করেন, কোনো কাজের ইজারার ক্ষেত্রে সেই কাজের অংশবিশেষ কিংবা কাজের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের অংশ ইজারার বিনিময় নির্ধারণ করা বৈধ নয়। কারণ, এর মধ্যে প্রতারণার অবকাশ আছে। কেননা যদি কোনো শ্রমিককে কোনো কাজের জন্যে ইজারাবদ্ধ করা হয়, আর কোনো কারণে শ্রমিক সে কাজটি করে কোনো ফল লাভ করতে না পারে, তাহলে সেই শ্রমিক পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ "চাকা ঘুরিয়ে গম ভাঙিয়ে আটা উৎপাদনকারীকে বলা হয়, আটা উৎপাদনের বিপরীতে তোমাকে এক কফীয করে আটা দেয়া হবে, নবীজী তা থেকে নিষেধ করেছেন।"[৬১]

তা ছাড়া এক্ষেত্রে এই বিষয়টি সাব্যস্ত হবে যে, শ্রমিক নিয়োগকারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম। শ্রমিকের সক্ষমতাকে ভিত্তি করে নিয়োগকারীর মজুরি পরিশোধের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীগণের এটিই অভিমত। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো জবাইকৃত পশুর চামড়া খসানোর মজুরি খসানো চামড়া থেকেই দেওয়ার প্রস্তাব করা। তদ্রূপ যব ভাঙ্গিয়ে আটা উৎপাদনকারীর মজুরি তার উৎপাদিত আটা থেকে পরিশোধ করা। উল্লিখিত কোনোটিই জায়েয নয়। কারণ, এক্ষেত্রে মজুরির পরিমাণ অনির্দিষ্ট। যাকে চামড়া খসানোর জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, চামড়া খসানোর পরই কেবল সে মজুরির অধিকারী হবে, অথচ নিয়োগকর্তার জানা নেই সে সঠিকভাবে চামড়া খসাতে পারবে কি-না।[৬২]

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ উৎপাদিত পণ্যের অংশ থেকে শ্রমিকের মজুরি দেওয়াকে বৈধ মনে করেন; তবে তাতে শর্ত হলো, তা শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের একটি বিস্তৃত অংশ হতে হবে (যেমন ১/২ বা ১/৩ ইত্যাদি)। যেমন ফল বাগানের পরিচর্যা বা মুদারাবাতে নির্ধারণ করা হয়। যেমন অর্ধেক লাভের উপর কাউকে কোনো পশু পালনের কাজ দেওয়া যায়।[৬৩] এমনিভাবে কোনো ফসলী জমি কিংবা

---

৬১. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪৩; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৫২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১১-৪১২

৬২. এ হাদীসটি দারা কুতনী ও বায়হাকী আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে কজন অখ্যাত রাবী রয়েছেন। ইবনে হিব্বান অবশ্য তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আত তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৬০

৬৩. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৪৪; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৮; প্রকাশক-দারুল মাআরিফ; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪৬; মিনহাজুত তালিবীন ওয়া হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৪, পৃ. ৬৮

www.amarboi.org

ফলের বাগানের উৎপাদিত ফল ফসলের এক ষষ্ঠাংশের বিনিময়ে কাউকে চাষবাস কিংবা পরিচর্যার চুক্তি করা যায়। কেননা ইজারাগ্রহীতা যখন ক্ষেত কিংবা বাগান প্রত্যক্ষ করবে, তখন সে বুঝতে পারবে, সে এই ক্ষেত বা বাগান থেকে কতটুকু উপকৃত হতে পারবে। বস্তুত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অবগতির সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।[৬৪]

যেসব ক্ষেত্রে অনুমানের মাধ্যমেই মজুরির প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে মালেকীগণ হাম্বলীদের সাথে একমত পোষণ করেন। যেমন-কেউ কোনো কাঠুরেকে বলল, এই গাছটি কেটে লাকড়ি বানাও, তা থেকে অর্ধেক তোমার কিংবা বলল, এই ফসল কেটে দাও, তা থেকে অর্ধেক তুমি নেবে, এই লেনদেন বৈধ হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, শ্রমিক স্বাভাবিকভাবে কতটুকু কাজ করতে পারবে এ ব্যাপারে তার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। খেজুর পাড়া, যায়তুনের তেল উৎপাদন এবং পশম কাটার বিষয়টিও উল্লিখিত বিধানের অনুরূপ। এ সকল ক্ষেত্রে জায়েয হওয়ার কারণ, শ্রমিকের নিজ প্রাপ্য সম্পর্কে অবগতি। কাউকে যদি বলা হয়, তুমি লাকড়ি কাটো কিংবা ক্ষেতের ফসল কাটো– যাই করো তোমাকে অর্ধেক দেওয়া হবে, তবে এই লেনদেন বৈধ হবে জিআলা (কমিশন) হিসাবে।[৬৫] উৎপাদনের ভিত্তিতে কমিশন কিংবা পুরস্কার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না; কিন্তু সেসব জিনিসই আবার ইজারার ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয় না।

ইমাম যায়লাঈ হানাফী এমনই একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি তাঁতীকে সুতা দিয়ে অর্ধবৃত্তের গুটি বানিয়ে দিতে বলে তা বলখের ফকীহগণের মতে মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ। কিন্তু আল ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাতে বলা হয়েছে, সঠিক হলো তা অবৈধ হওয়া।[৬৬]

শরীয়ত নির্ধারিত শর্তগুলোর কোনোটিতে ত্রুটি থাকার প্রভাব

ইজারাচুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে এগুলোর কোনোটি যদি পরিপূর্ণভাবে না থাকে, তবে বাহ্যিকভাবে লেনদেন সম্পন্ন হলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, কোনো লেনদেন যদি সম্পন্নই না হয়– তাহলে প্রভাব প্রতিক্রিয়া হিসাবে তার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এক বরাবর। হানাফীগণ এ অবস্থায় নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রাপ্তি যেমন আবশ্যিক মনে করে না, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পরিশোধও জরুরি মনে করে না, যেমনটি কোনো চুক্তি ফাসিদ হলে ধর্তব্য হয় এবং এমন কোনো শর্তের

---

৬৪. আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ১৩

৬৫. আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ৭২

৬৬. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ২৪-২৫

www.amarboi.org

অবর্তমানে ধর্তব্য হয় যা মূল লেনদেনে বিশুদ্ধতায় কোনো প্রভাব ফেলে না। কারণ হানাফীগণ ফাসিদ ও বাতিল লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন।

হানাফীদের দৃষ্টিতে বাতিল এমন লেনদেনকে বলা হয়, যা প্রকৃতিগত এবং গুণগত উভয় দৃষ্টিতেই অবৈধ। আর ফাসিদ এমন লেনদেনকে বলা হয়, যা প্রকৃতিগত ভাবে সঠিক কিন্তু গুণগতভাবে তা অশুদ্ধ। ফলে মৌলগতভাবে এমন লেনদেনকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়। হানাফীদের মতে, মজুরির পরিমাণ, কাজের বৈশিষ্ট্য ও সময়সীমা এবং যে কাজের জন্যে লেনদেন হয়েছে তা যদি অনির্দিষ্ট হয় কিংবা এমন কোনো শর্ত যদি লাগানো হয়, যে শর্ত ইজারাচুক্তির সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এ অবস্থায় যদি ইজারাগ্রহীতা উপকার ভোগ করে ফেলে তবে আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে সমকালীন রীতি অনুযায়ী মজুরি পরিশোধ করতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই তা নির্ধারিত মজুরির বেশি হতে পারবে না। আর যদি ইজারাগ্রহীতা কোনো উপকার ভোগ না করে থাকে, তবে হানাফী ও হাম্বলীদের একটি মতে, কোনো মজুরি পরিশোধই আবশ্যিক হবে না।[৬৭]

অন্য ফকীহগণ বাতিল ও ফাসিদ লেনদেনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। তাদের মতে শরীয়ত যেসব শর্ত আরোপ করেছে, এর কোনোটি যদি না থাকে তবে সেই চুক্তি শুদ্ধ হবে না। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে এই লেনদেন নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধতার দাবি হলো, এমন লেনদেনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। নিষেধাজ্ঞার বিধান লেনদেনের প্রকৃতির কারণে হোক কিংবা পারিপার্শ্বিক কোনো স্থায়ী অসুবিধা কিংবা সাময়িক বাধাবিপত্তির কারণে হোক– কোনো অবস্থাতেই এই লেনদেন কার্যকর হবে না। ইজারাগ্রহীতার পক্ষে এমন চুক্তির বলে উপকার ভোগ জায়েয হবে না এবং তার উপর নির্ধারিত মূল্য পরিশোধও আবশ্যিক হবে না। তবে ইজারাকৃত বস্তু যদি ইজারাগ্রহীতা নিজের আয়ত্তে নিয়ে থাকে, কিংবা উপকার ভোগ করে ফেলে, কিংবা সে করায়ত্ত করার পর এতটুকু সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় যে সময়ের মধ্যে অনায়াসেই সে উপকার ভোগ করতে পারত, তবে ইজারাগ্রহীতার উপর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ আবশ্যিক হবে; তা যতই হোক। কেননা ইজারা হলো ক্রয়বিক্রয়ের মতো, আর উপকার ভোগের বিষয়টি বিক্রিযোগ্য পণ্যের অনুরূপ। অসম্পূর্ণ ক্রয়বিক্রয় শুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের মতো মূল্য সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, ইজারার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বিধানই কার্যকর হবে, ইমাম শাফেয়ী রহ. এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৬৮]

---

৬৭. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৪৫

৬৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২১৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ২৯০; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৯; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ২২১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৩১

www.amarboi.org

ইজারাগ্রহীতা যদি উপকার ভোগ করে ফেলে কিংবা উপকারের অংশ লাভ করে থাকে, সেক্ষেত্রে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতেও রীতি অনুযায়ী মজুরি লাভ করবে। অবস্থা যদি এমন হয় যে, ইজারাকৃত পণ্য কব্জা করেছে এবং এতটুকু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এ সময়ের মধ্যে সে ইচ্ছা করলে উপকার লাভ করতে পারতো, কিন্তু কোনো উপকার লাভ করেনি, এ অবস্থায় শুধু ইমাম আহমদের মতে প্রচলিত বাজারমূল্য অনুযায়ী মজুরি প্রদান আবশ্যক হবে। মালেকীদের মতে মজুরি আবশ্যিক হবে না। তাদের এই অভিমতের দলিল হলো, এমন লেনদেনের ভিত্তিতে উপকার লাভ করা অবৈধ, কেননা লেনদেনটি অসম্পূর্ণ, ফলে অসম্পূর্ণ ইজারা প্রতিদান প্রাপ্তিকে আবশ্যিক করে না।[৬৯]

ইজারার মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিধান

প্রথম উদ্দেশ্য : ইজারার মূল বিধান : ইজারাচুক্তি যখন শুদ্ধ হবে, তাতে ইজারার মূল বিধান কার্যকর হবে। আর মূল বিধান হলো, ইজারা দ্বারা ইজারাগ্রহীতা উপকার লাভের অধিকারী হবে এবং ইজারাদাতা বিনিময়ের অধিকারী হবে।

তা ছাড়া ইজারার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রাসঙ্গিক বিধানও রয়েছে।[৭০] সে সব : পণ্যের মালিক ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতাকে তার পণ্য হস্তান্তর করবে এবং সে যেন উপকার ভোগ করতে পারে সে সুযোগ করে দেবে এবং ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত পণ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে।

ইজারাচুক্তি যখন কাজের ক্ষেত্রে সম্পাদিত হয় এবং ইজারাগ্রহীতা যদি সাধারণ শ্রমিক হয়, তখন ইজারাগ্রহীতা পণ্যের সংরক্ষণের পাশাপাশি কাজ সম্পন্ন করা এবং সমাপ্তির পর পণ্যটি ইজারাদাতাকে ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইজারাগ্রহীতা যদি ব্যক্তিগত কর্মচারী হয়, তবে লেনদেন হবে সময়ের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে কাজের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইজারা যদি কাজের উপর নির্ভর করে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন শিক্ষকতা কিংবা শিশু দুধপান করানোর কাজ, তাহলে সে কাজ বা সময় দুটোর একটির দায়বহন করবে, ইজারা যৌথ বা ব্যক্তিগত যা হয় তা হিসাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

উপকার ভোগ ও মজুরির মালিকানা এবং এর সময়

হানাফী ও মালেকী ফকীহগণের মতে শুধু লেনদেন সম্পন্ন হলেই ইজারার মূল্য/মজুরি আবশ্যিক হয় না। ইজারার বিনিময় আবশ্যিক হওয়ার জন্যে অন্তত

---

৬৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৬৪; মিনহাজুত তালিবীন ওয়া হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৮৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৯

৭০. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৩১; প্রকাশ-১৩৮৯ হিজরী; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৯-২৩-৩১-৪২

www.amarboi.org

দুটি অবস্থার যে কোনো একটি হতে হবে। লেনদেনের আগেই অগ্রিম বিনিময় প্রদানের ফয়সালা করে নেওয়া কিংবা যে কাজের বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা ইজারাগ্রহীতা পুরোপুরি অর্জন করা। তবে হানাফী ফকীহগণের দৃষ্টিতে এমনও হতে পারে, কাজের আগেই বিনিময় বা পারিশ্রমিক পরিশোধের বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়নি বটে, তবে কাজ সম্পন্ন করার আগেই পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয়েছে, এটিও বৈধ হবে। এ সম্পর্কে আল্লামা কাসানী রহ.-এর বর্ণনার সারকথা হলো, তিন অবস্থার যে-কোনো এক অবস্থায় ইজারাচুক্তির বিনিময় পরিশোধ করা ওয়াজিব।

এক. চুক্তি সাব্যস্ত করার সময়ই যদি দ্রুত বিনিময় পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ। "মুসলিমগণ তাদের কৃত শর্ত পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ"।[৭১]

দুই. শর্ত করা হয়নি, কিন্তু ইজারাকৃত পণ্যের উপকার ভোগের আগেই মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। যেহেতু ক্রয়বিক্রয়ে পণ্য বুঝে পাওয়ার পূর্বেই মূল্য পরিশোধ করা যায়, আর ইজারাও ক্রয়বিক্রয়ের অনুরূপ। তাই এখানে ইজারাকে ক্রয়বিক্রয়ের সাথেই তুলনা করা হবে।

তিন. যে কাজ বা পণ্যের উপর ইজারাচুক্তি করা হয়েছে, সেই পণ্য বা কাজ বুঝে নেওয়া হয়েছে; এ অবস্থায় মূল্য পরিশোধ ওয়াজিব হবে.। কেননা এক পক্ষ তার প্রাপ্যের মালিক হয়ে গেছে, এখন প্রতিপক্ষকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক; তাহলে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি সমতার ভিত্তিতে কার্যকর হবে।[৭২]

মালেকী ফকীহগণের মতে, ইজারাচুক্তির মূলনীতি হলো, ইজারাচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিনিময় ও ভাড়া পরিশোধ আবশ্যিক হবে।[৭৩] এটি ক্রয়বিক্রয়ের বিপরীত। কেননা ক্রয়বিক্রয়ে পণ্য বুঝে পাওয়ার আগেই মূল্য পরিশোধ করা যায়। অবশ্য চারটি অবস্থা উল্লিখিত মাসআলা থেকে সম্পূর্ণ

---

৭১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০১

৭২. .. المسلمون عند شروطهم এই হাদীসটি আবু দাউদ ও হাকেম আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে .... المؤمنون عند شروطهم শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাযম ও আব্দুল হক হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ও মুসতাদরাকে হাকেম الا شرطا احل حراما اوحرم حلا لا শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। যেটিকে যঈফ বলা হয়েছে। আত তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৩

৭৩. আল-হিদায়া, খ. ২, পৃ. ২৩২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০২

www.amarboi.org

ভিন্ন। সে অবস্থাগুলোতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিনিময় পরিশোধ করা ওয়াজিব। চারটি অবস্থা হলো :

১. যদি অগ্রিম পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়।

২. প্রচলিত রীতি যদি এমন হয় যে, বিনিময় আগেই পরিশোধ করা হয়, যেমন ঘরবাড়ি ভাড়ার সময় কিংবা হজের সফরের জন্য যানবাহন ভাড়া করার সময় মূল্য পূর্বেই পরিশোধের রীতি রয়েছে।

৩. কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যকে বিনিময় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। যেমন কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট মানের কাপড়। এ অবস্থায় মূল্য আগে পরিশোধ করা আবশ্যক। এ সময় মূল্য অগ্রিম পরিশোধের শর্তারোপ করা না হলে ইজারা ফাসেদ হয়ে যাবে।

৪. অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা তখনও আবশ্যক হবে যখন বিনিময় নির্ধারিত না হয়, আর ইজারাগ্রহীতার উপকার ভোগের বিষয়টি ইজারাদাতার দায়িত্বে থাকে। এ অবস্থায় যদি ইজারাগ্রহীতা উপকার ভোগ করতে শুরু করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যদি তিন দিনের বেশি অতিক্রান্ত হয়ে যায় আর তখনো ইজারাগ্রহীতা কোনো উপকার লাভ না করে, তবে ইজারাচুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে– যদি ইজারাগ্রহীতা পুরো মূল্য অগ্রিম পরিশোধ না করে। কারণ, এক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ না করলে বিষয়টি উভয় পক্ষ থেকে বাকীতে লেনদেনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে, যা শরীয়তে জায়েয নেই।

কোনো কোনো ফকীহ বলেন, তিন দিনের মধ্যে কিংবা এরপরও যদি ইজারাদার উপকার ভোগ করতে শুরু করে তবুও পুরো মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। কারণ, উপকার লাভের শুরুটা অর্জন করা শেষের অংশ অর্জন করা নয়। (অতএব, শেষের অংশ অর্জন করার জন্যে অগ্রিম বিনিময় দিতে হবে।)

ইজারাকৃত পণ্য বা বস্তু ব্যবহার কিংবা উপকার লাভের আগেই পুরো মূল্য পরিশোধ অপরিহার্য হওয়ার উল্লিখিত বিধানের ব্যতিক্রম হচ্ছে, নির্ভরযোগ্য ফকীহগণের মতে সেই অবস্থা, যেক্ষেত্রে ইজারার পণ্য দ্বারা উপকার লাভ শুরু করাই অসম্ভব। যেমন কোনো সফরের জন্য যদি যানবাহন ভাড়া করা হয়, আর সেই সফরও হয় দীর্ঘ এবং সফরের সময়টিও এমন হয়, যে সময়ে সাধারণত মানুষ এমন দীর্ঘ সফর করে না এবং ভাড়ার পরিমাণ যদি বিপুল অংকের হয়, এ অবস্থায় নির্ধারিত মূল্যের পুরোটাই অগ্রিম আদায় করা আবশ্যিক নয়, বরং বিপুল অংকের অংশবিশেষ অগ্রিম আদায় করাই যথেষ্ট হবে। তবে মূল্য বা ভাড়া যদি সাধারণ অংকের হয় তবে পুরোটাই অগ্রিম আদায় করতে হবে।

www.amarboi.org

এই বিধানটি কারিগর ও ইজারাদাতা ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ কারিগর ও শ্রমিকের শ্রমদাতার সাথে মূল্য পরিশোধের সময় নিয়ে যদি কোনো বিরোধ হয়, তবে কাজ সমাপ্তির পর মূল্য পরিশোধ আবশ্যিক হবে। তবে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কারিগর ও কাজের ইজারাদাতা যদি সম্মত থাকে, তবে কাজ শুরু করার পূর্বে বা কাজ সমাপ্তির পরে যে-কোনো সময় মূল্য পরিশোধের অবকাশ আছে।

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে যদি ইজারাচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং অগ্রিম মূল্য পরিশোধের রীতিকে পরিত্যাগ করা হয়, তবে এই ইজারাচুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এমন চুক্তির অর্থ হলো নির্দিষ্ট ক্রয়বিক্রয়ে কব্জা বিলম্বিত করা; যা ইসলামী শরীয়তে জায়েয নেই। কারণ, উভয় পক্ষ থেকে বাকী, এমন কোনো লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। এমন চুক্তি সম্পাদনের পরই যদি অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হয় তবুও এই চুক্তি ফাসিদ হবে। কেননা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য অগ্রিম মূল্য পরিশোধের শর্তারোপ করতে হবে এবং মূল্য বাস্তবেও অগ্রিম আদায় করতে হবে।

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ একথাও বলেছেন, যদি কারিগর ও শ্রমিক শ্রেণী কাজ সমাপ্ত করার আগেই মজুরি নিতে আগ্রহী থাকে আর ইজারাকারী তথা শ্রমিক নিয়োগকারী পক্ষ অগ্রিম মজুরি দিতে সম্মত না হয়, তাহলে সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফয়সালা হবে। এ ব্যাপারে যদি সমাজে কোনো রীতি প্রচলিত না থাকে তবে কাজ সমাপ্তির পরই পারিশ্রমিক পরিশোধ আবশ্যক হবে। এ অবস্থায় ঘরবাড়ি ও যানবাহন ভাড়া করার ক্ষেত্রে এবং পণ্য বিক্রয়কারী এজেন্টদের কমিশনের বেলায় চুক্তি অনুযায়ী অতিক্রান্ত সময় অনুপাতে এবং সম্পাদিত কাজের পরিমাণ মতো মজুরি পরিশোধ করা হবে। (অর্থাৎ কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হবে।) যদি পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা না হয়, অগ্রিম আদায়ের শর্তারোপও না থাকে, এভাবে অগ্রিম পরিশোধের প্রচলনও না থাকে এবং উপকার লাভের সুযোগ করে দেয়াও যদি শ্রমিকের জিম্মায় না থাকে, তবে অগ্রিম মজুরি পরিশোধ আবশ্যক হবে না। যেক্ষেত্রে অগ্রিম মজুরি আদায় আবশ্যিক নয় সেক্ষেত্রে দৈনিক কাজের ভিত্তিতে মজুরি পরিশোধ করতে হবে কিংবা সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তির পর মজুরি আদায় করা যাবে।

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের অভিমত হলো, চুক্তি যদি শর্তহীন হয় (এবং বিনিময় পরিশোধের কোনো সময় নির্ধারণ করা না হয়), তবে শুধু চুক্তি করার দ্বারাই মূল্য পরিশোধ আবশ্যিক হবে। তবে মূল্য তখন আদায় করতে হবে যখন

www.amarboi.org

ইজারার পণ্য ইজারাগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং পণ্য থেকে উপকার লাভের সুযোগ দেওয়া হবে, যদিও ভাড়াটে অবকাশ পাওয়ার পরও কোনো উপকার ভোগ না করে। এভাবে আবশ্যিক হওয়ার কারণ, এটি এমন বিনিময় যার বিনিময় চুক্তিতে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে শর্তহীন চুক্তি হলেও এখানে বিনিময় পরিশোধ আবশ্যিক হবে। যেমন ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য এবং বিবাহের ক্ষেত্রে মহর উল্লেখ ও নির্ধারণ না করলেও আবশ্যিক হয়। আর ইজারাগ্রহীতা যদি উপকার ভোগ করে তাহলে প্রতিদানের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত ও অপরিহার্য হয়ে যায়।

ইজারার ভিত্তি যদি কোনো কাজ হয় সেক্ষেত্রেও শর্তহীন চুক্তি করলে মজুরি পরিশোধ আবশ্যিক হবে। শ্রমিক সেই মজুরির অধিকারী হবে এবং নিয়োগকারীর দায়িত্বে পারিশ্রমিক ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। শ্রমিক যখন তার কাজ সমাপ্ত করে ইজারাদাতাকে বুঝিয়ে দেবে তখন তার মজুরি পরিশোধ করা নিয়োগকারীর ওপর আবশ্যিক হবে। আর শ্রমিক ব্যক্তিগত কর্মচারী হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মজুরি পরিশোধ করা নিয়োগকারীর উপর আবশ্যিক হবে। পারিশ্রমিকপ্রাপ্তি কাজ সমাপ্তি কিংবা মেয়াদ শেষ হওয়ার উপর ভিত্তি করে হবে; কারণ মজুরি কাজের বিনিময়।

কোনো দ্রব্য ইজারার বিধান এথেকে ভিন্ন; কেননা, দ্রব্য বা পণ্য হস্তান্তর করা ভোগের সুবিধা দিয়ে দেওয়া। ইজারাগ্রহীতা যখন তার উপকার লাভ করে ফেলবে অথবা উপকার লাভের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন তার বিনিময় পরিশোধ করা আবশ্যিক হয়ে যাবে। কেননা যে জিনিসের উপর চুক্তি হয়েছিল তা তার কব্জায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তার বিনিময় ও মূল্য পরিশোধ করা এখন উপকার ভোগকারীর কর্তব্য। মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি ইজারাগ্রহীতা উপকার ভোগ না করে, তবে সে স্বেচ্ছায় তার অবহেলার কারণে উপকার লাভ করতে পারেনি বলে বিবেচিত হবে এবং সে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে বলে ধর্তব্য হবে।

ইজারাচুক্তি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর ইজারাচুক্তি সম্পন্ন করা হলো, তখন এই সময়ের মধ্যে ভাড়াকৃত পণ্য থেকে উপকার লাভের সে মালিক হয়ে গেল। ফলে এখন যা কিছু হবে তার কর্তৃত্বাধীন হবে। তাই এই মেয়াদের মধ্যেই তার উপকারিতা বিদ্যমান বলে ধর্তব্য হবে।[৭৪]

---

৭৪. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৬১; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪

www.amarboi.org

ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত পণ্য অপরজনের কাছে ইজারা দেওয়া

জমহূর তথা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং বিশুদ্ধ বর্ণনামতে হাম্বলী ফকীহগণ এ কথায় একমত যে, কোনো পণ্য দ্রব্য ইজারা নিয়ে কব্জা করার পর ইজারাগ্রহীতা ওই পণ্য ইজারাদাতা মালিক ব্যতীত অন্য জনের কাছে ইজারা দিতে পারবে। শর্ত হলো, পণ্যটি ব্যবহারকারী পরিবর্তিত হওয়ার দরুন তা নষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হতে হবে। উপরন্তু যে সময়সীমার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যে পণ্যদ্রব্য মূল মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। পূর্ববর্তী যুগের অনেক ফকীহ এই ব্যবস্থাকে শর্তহীন ভাবেই জায়েয বলেছেন– দ্বিতীয় ইজারাদাতা মূল মালিকের সমান ভাড়া আদায় করুক বা বেশি করুক। অবশ্য হাম্বলী ফকীহগণের মধ্যে কাজী রহ. এটিকে শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ বলেছেন। দলিল : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. এমন জিনিস থেকে উপকার লাভ নিষিদ্ধ করেছেন যা এখনো তার আয়ত্তাধীন নয়।[৭৫] এক্ষেত্রে উপকার এখনো ইজারাগ্রহীতার কর্তৃত্বে আসেনি, ফলে এটি জায়েয নেই। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই বেশি বিশুদ্ধ; কেননা ইজারাকৃত পণ্য কব্জা করা মূলত উপকার লাভের উপর কব্জা করার সমতুল্য।

ইজারাগ্রহীতা অন্যকে বেশি ভাড়ায় ইজারা দেওয়া

শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ প্রথম ইজারাগ্রহীতা দ্বিতীয়বার অন্যজনের কাছে কম ভাড়ায় ইজারা দিক বা বেশি ভাড়ায় বা পূর্বের ভাড়ায়, শর্তহীনভাবে এটিকে জায়েয মনে করেন। কারণ তাদের মতে ইজারা ক্রয়বিক্রয়ের মতো, তাতে প্রথম ক্রেতা ইচ্ছা করলে অপরজনের কাছে কম মূল্যে বা বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারে; ইজারায়ও তা-ই পারবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তাদের মতকেই সমর্থন করেছেন।

হানাফীগণ বলেন, দ্বিতীয় ইজারার যে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে তা যদি প্রথম ইজারায় প্রদত্ত মুদ্রা ব্যতীত ভিন্ন মুদ্রা দ্বারা পরিশোধ করা হয় তবে শর্তহীনভাবেই তা জায়েয। কিন্তু উভয় চুক্তির মূল্য পরিশোধের মাধ্যম তথা মুদ্রা বা বিনিময় যদি এক জাতীয় বস্তু হয়, সেক্ষেত্রে প্রথম মূল্যের চেয়ে দ্বিতীয়বারে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া বৈধ হবে না। তবে ইজারা সহীহ হবে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ইজারাদাতা অতিরিক্ত যে মূল্য নেবে তা সাদকা করে দেওয়া উচিত হবে। কারণ, যে মূল্য সে অতিরিক্ত নিয়েছে এর মধ্যে সুদের সংশয় রয়েছে। হ্যাঁ,

---

৭৫. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩২২-২৬১; আল-মুহাযযাব, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩২৯

www.amarboi.org

প্রথম ইজারাগ্রহীতা যদি দ্বিতীয় ইজারাগ্রহীতাকে দেওয়ার সময় পণ্যে কোনো জিনিস যোগ করে তবে তার জন্যে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া জায়েয হবে। তখন তার যোগ করা জিনিসের বিপরীতে অতিরিক্ত ভাড়ার বিষয়টি বিবেচিত হবে।

হাম্বলীদের দ্বিতীয় অভিমত হলো, প্রথম ইজারাগ্রহীতা যদি ইজারার পণ্যে কোনো জিনিস যোগ করে তবে তার জন্যে দ্বিতীয় ইজারাগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য আদায় শর্তহীনভাবেই জায়েয হবে। তাতে মূল্য একই জিনিস হোক কিংবা ভিন্ন হোক, প্রথম ইজারাদাতা প্রকৃত মালিক-এর অনুমতি নিক বা না নিক।

ইমাম আহমদ রহ.-এর তৃতীয় একটি মত রয়েছে, পণ্যের প্রকৃত মালিক যদি প্রথম ইজারাগ্রহীতাকে পণ্যের মধ্যে কিছু যোগ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলেই কেবল অতিরিক্ত মূল্য আদায় জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। মোদ্দাকথা, উপরিউক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে ফকীহগণ ইজারাগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জিনিস দখলে নেয়ার পর সেটিকে পুনয়ার অপরজনের কাছে ইজারা দেয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইজারাগ্রহীতা দ্রব্য কব্জা করার আগেই অপরজনের কাছে ইজারা দিতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে মালেকীগণ শর্তহীনভাবে বৈধ বলেছেন; দ্রব্যটি অস্থাবর হোক কিংবা স্থাবর, প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে হোক বা কম। এটি শাফেয়ীদেরও অখ্যাত অভিমত। হাম্বলীদেরও এমন অভিমত রয়েছে। তাদের মতে যে জিনিসটির উপর চুক্তি হয়েছে সেটি হলো ইজারাপণ্য থেকে উপকার লাভ করা, আর আসল জিনিসের কব্জা হলেই উপকার লাভ করা যায় না। ফলে কব্জা করা বা না করা কোনোটিই উপকার লাভ করায় চুক্তির মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলবে না। এ ব্যাপারে শাফেয়ীদের প্রসিদ্ধ মত এবং হাম্বলীদের একটি অভিমত, যেভাবে ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে কব্জার পূর্বেই যে-কোনো জিনিস পুনরায় বিক্রি করা যায়, তদ্রূপ ইজারার মধ্যে ইজারাগ্রহীতা পুনর্বার অন্য কারো কাছে ইজারা দিতে পারবে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে স্থাবর পণ্য কব্জা করার পূর্বে ইজারাগ্রহীতার পুনর্বার ইজারা দেওয়া জায়েয; কিন্তু অস্থাবর পণ্যে এমনটি জায়েয নয়। ইমাম মুহাম্মদ শর্তহীনভাবেই এটি নিষিদ্ধ মনে করেন। বস্তুত এই মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে, স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার আগেই পুনর্বার বিক্রি করা জায়েয, আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে তা জায়েয নেই। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, তাদের মতপার্থক্য ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ইজারার ক্ষেত্রে নয়। ইজারার ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিন ইমামই নাজায়েয মনে করেন।

www.amarboi.org

ইজারাগ্রহীতা যে পণ্যের মূল মালিকের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে তা যদি মূল মালিকের কাছেই ইজারা দেয় তা জায়েয হবে কি-না? এ সম্পর্কে মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, তা শর্তহীনভাবে জায়েয হবে– স্থাবর হোক বা অস্থাবর, কব্জার পরে হোক কিংবা কব্জার পূর্বে। হাম্বলীদেরও এমন একটি অভিমত রয়েছে। হাম্বলীদের অপর অভিমত হচ্ছে, যেহেতু কব্জার আগে ক্রয়বিক্রয় জায়েয নেই, তাই এই প্রক্রিয়ার ইজারাও জায়েয হবে না।[৭৬]

হানাফীগণ এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ মনে করেন– তা স্থাবর বা অস্থাবর, কব্জার আগে হোক কিংবা কব্জার পরে, ইজারাগ্রহীতা তার প্রকৃত মালিককে পুনর্বার ইজারা দিক কিংবা অন্য কাউকে ইজারা দেওয়ার পর সে মূল মালিককে ইজারা দিক।

ইজারাদার যদি মালিকের কাছে পুনর্বার ইজারা দেয়, তাহলে ইজারার প্রথম চুক্তি কি বাতিল হয়ে যাবে? এ ক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ অভিমত হলো, চুক্তি বাতিল হবে না। অন্য মতে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ইজারাগ্রহীতা যদি মালিকের কাছেই পুনরায় ইজারা দেয় তাহলে এর মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি হবে, কেননা সে তো মালিকের ভাড়া আদায় করতে বাধ্য। এ অবস্থায় সে যদি মালিকের কাছে ইজারা দেয় তবে এক দিকে মালিক তার কাছে পাওনাদার, অপরদিকে সে মালিকের কাছে পাওনাদার, যা সম্পূর্ণ বিপরীত ও অস্বচ্ছ অবস্থার সৃষ্টি করে।[৭৭]

---

৭৬. نهى عن ربح مالم يضمن এ হাদীসটি সম্পর্কে ইবনে হাজার তাঁর বুলুগুল মারাম গ্রন্থে লিখেছেন, এটি হাদীসের একটি অংশ। ইবনে মাজা ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ-এর অন্য ইমামগণ, ইবনে খুজাইমা এবং হাকেম হাদীসটি আমর ইবনে শুআইব, তার বাবা এবং তার বাবা তার দাদা থেকে নিম্ন বর্ণিত শব্দে বর্ণনা করেছেন- لايحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولاربح مالم يضمن ولابيع ماليس عندك ঋণের শর্তে ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়। তদ্রূপ একই ক্রয় বিক্রয়ে দুই ধরনের শর্তারোপ জায়েয নেই।আর যতোক্ষণ পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া না হবে ততোক্ষণ তা থেকে লাভ নেওয়া জায়েয নেই। যা তোমাদের আয়ত্তে নেই তা বিক্রি করাও বৈধ নয়। সুবুলুস সালাম, খ. ৩,পৃ. ১৬; প্রকাশক-মুস্তফা আল-হালবী। ইমাম তিরমিযী এই হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। পক্ষান্তরে তাবারানী এই হাদীসটি হাকিম ইবনে হিযাম থেকে নিম্ন বর্ণিত শব্দে বর্ণনা করেছেন। نهانى النبى صلى الله عليه وسلم عن اربع خصال فى البيع عن سلف وبيع وشرطين فى بيع وبيع ماليس عندك وربح مالم يضمن অর্থাৎ নবী করীম স. আমাকে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চারটি ব্যাপারে নিষেধ করেছেন, ঋণের শর্তে বেচাকেনা, এবং একই ক্রয় বিক্রয়ে দুধরনের শর্তারোপ করা এবং যে জিনিস তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করা এবং যে জিনিস এখনো সোপর্দ করা হয়নি, তা থেকে লাভ অর্জন করা থেকে। আদদিরায়া, খ. ২, পৃ. ১৫২।)

৭৭ আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪২৫; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৫৬; প্রকাশক-বুলাক, প্রকাশকাল ১২৭২ হিজরী; আল-হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৪১৭, প্রকাশক-আন-নাজাহ; আল-হিদায়া, খ. ৩,পৃ. ২৩৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০৬;

www.amarboi.org

প্রাসঙ্গিক বিধান : ইজারাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য অপরিহার্য : মালিক তথা ইজারাদাতার কর্তব্য

ক. ইজারার পণ্য হস্তান্তর করা

ইজারাদাতার কর্তব্য হলো, ইজারার পণ্য দ্বারা ইজারাগ্রহীতাকে উপকার গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং তা যেন ইজারার নির্ধারিত মেয়াদ কিংবা নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম পর্যন্ত বহাল থাকে তা নিশ্চিত করা। তদ্রূপ ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পূর্ণ উপকার লাভের জন্য ইজারার পণ্যের সঙ্গে অপরিহার্য যন্ত্রাংশ/দ্রব্যাদি হস্তান্তর করাও ইজারাদাতার কর্তব্য।

যেহেতু ইজারার উদ্দেশ্য হলো তা থেকে উপকার লাভ করা, তাই মেয়াদের মধ্যে যদি ভাড়াটের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইজারাকৃত পণ্যের মধ্যে এমন কোনো ত্রুটি দেখা দেয়- যার ফলে ভাড়াকৃত পণ্য থেকে উপকার লাভ সম্ভব না হয়, তবে সেই ত্রুটি দূর করে দেয়া ইজারাদাতার কর্তব্য। যেমন কোনো বাড়ি ভাড়া দিলে তাতে ভাড়াটের বসবাসে যদি কোনো অসুবিধা ঘটে তবে সেই ত্রুটি দূর করে দেয়া ইজারাদাতা মালিকের দায়িত্ব। সেই সাথে ইজারার ক্ষেত্রে যেসব শর্তের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোও তাকে পালন করতে হবে। যেমন ইজারাদাতাকে অবশ্যই ইজারা দেওয়া পণ্য ইজারাগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরের সক্ষমতা থাকতে হবে। ইজারাগ্রহীতা কী ধরনের উপকার কতটুকু লাভ করতে পারবে এ বিষয়টিও পরিষ্কার এবং নির্দিষ্ট করতে হবে।

কোনো কাজের ইজারার ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতা সেবাপ্রাপ্তিকে ভাড়া করে, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে দেয়াই হলো উপকার হস্তান্তর করা। সেই কাজটি যদি কোনো জিনিস বা যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং যে কাজ করবে জিনিসটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়, সে اجير مشترك বা সাধারণ শ্রমদাতা হয়, তবে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কর্মীর দায়িত্ব হবে সেই জিনিসটি ইজারাগ্রহীতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি কাজটি এমন হয় যে, তাতে কর্মীকে কোনো সরঞ্জাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাহলে কর্মীর কাজ সম্পন্ন করাই হবে উপকার হস্তান্তর। যেমন ডাক্তার ও ব্যবসায়িক এজেন্টদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। চুক্তি যদি ব্যক্তিগত কর্মচারীর সাথে সম্পাদিত হয়, তবে সেই কর্মচারী কাজের জন্যে নিজেকে ইজারাগ্রহীতার

হাশিয়া আদ দুসূকী ওয়াশ শারহুস কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৭-৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৩; আল-মুগনী মাআ শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ৫৩-৫৫

নোট : মওসূআ সম্পাদনা পরিষদের অভিমত হলো, কোন ভাড়াটে ব্যক্তি ভাড়াকৃত জিনিস সেই মালিকের কাছে পুনর্বার ভাড়া দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে বায় ঈনা-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ জন্যই হয়তো হানাফীগণ এটিকে নিষিদ্ধ মনে করেন।

www.amarboi.org

কাছে উপস্থাপন করাই উপকার পৌছানো বলে গণ্য হবে।[৭৮] এ সম্পর্কে সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ইজারার পণ্য ছিনতাই হলে এর ক্ষতিপূরণ

অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হলো, কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের ভাড়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষ সম্মত হওয়ার পর ইজারার পণ্য ছিনতাই হয়ে গেলে ইজারাগ্রহীতার অধিকার রয়েছে, ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করতে পারে; নয় তো সে এতটুকু সময় অপেক্ষা করতে পারে যে সময়টুকুর মধ্যে পণ্যের মালিক ছিনতাইকারীর কাছ থেকে পণ্যটি উদ্ধার করতে পারবে এবং সে সময়টুকুর জন্যে তাকে কোনো ভাড়া আদায় করতে হবে না। যদি নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর ইজারাচুক্তি সম্পাদিত না হয়ে থাকে, এমন জিনিস ইজারাগ্রহীতা ইজারা করেছে যা তার দায়িত্বের মধ্যেই রয়েছে, তাহলে ইজারাগ্রহীতা কিংবা ভাড়াটের পক্ষে ইজারা কিংবা ভাড়াচুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে না; তবে ইজারাদাতার কর্তব্য হবে ভাড়াটেকে পূর্বের পণ্যের বিকল্প পণ্য হস্তান্তর করা। এক্ষেত্রে ভাড়াটে/ইজারাগ্রহীতা ছিনতাইকারীর বিপরীতে ছিনতাইকৃত পণ্যের দাবিদার হওয়ার অধিকার নেই। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত হলো, মালিক যদি বিকল্প পণ্য সরবরাহ করতে সক্ষম না হয় তবে ইজারাগ্রহীতা চুক্তি বাতিল করার অধিকার পাবে।

ইজারাচুক্তির যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে, তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। যদি নির্দিষ্ট কোনো পণ্যের সাথে সম্পর্কিত কাজের ইজারা করা হয়, যেমন কোনো জন্তু নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ইজারাচুক্তি হলে মেয়াদ শেষে ইজারাগ্রহীতা চুক্তি বাতিল করতে পারবে- যদি পরিবহণের জন্য চুক্তিকৃত পণ্য ছিনতাই হয়ে যায় কিংবা মালিক তা দিতে সক্ষম না হয়। আর যদি চুক্তি সম্পাদিত হয় কোনো মেয়াদের উপর যে, এই সময়ের মধ্যে অমুক পণ্যটি ইজারাগ্রহীতাকে অমুক স্থানে পৌছে দিতে হবে আর এমন অবস্থায় পণ্য ছিনতাই হয়ে গিয়ে থাকে, তবে পণ্য পরিবহণকারী ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করতে পারে অথবা মেয়াদের মধ্যে পণ্য উদ্ধারের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। কিংবা পরিবহণকারী ছিনতাইকারীর কাছে বাজারদর অনুযায়ী ভাড়ার দাবিও করতে পারে। যদি পরিবহণকারী চুক্তি বাতিল করে তবে বিগত সময়ের হিসাব করে সে ভাড়া আদায় করবে। চুক্তিকারীই যদি পণ্য ছিনতাই করে তবে সেই পরিবহনের জন্যে সে কোনো মূল্য পাবে না।

---

৭৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১৩-৪৩৭-৪৩৮; মিনহাজুত তালিবীন এবং হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৭৮-৭৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১৪

www.amarboi.org

হানাফীদের মধ্যে ফকীহ কাজীখান বলেন, ইজারার পণ্য ছিনতাই হয়ে যাওয়ার কারণে ইজারাচুক্তি ভন্ডুল হয়ে যায় না। যদি পণ্যটি অল্প সময়ের জন্যে ছিনতাই বা লুট হয়ে যায় তবে ছিনতাইকারীকে ইজারাগ্রহীতার নিকট সেই সময়ের ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, ইজারার পণ্য ছিনতাই হলে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে, ফলে ছিনতাইকারীর ভাড়াও মুলতবি হয়ে যাবে। কেননা, ইজারার জন্যে সাব্যস্তকৃত পণ্য হস্তান্তর করার অর্থ উপকার হস্তান্তর করা, যেহেতু ইজারাগ্রহীতা এর ফলে উপকার লাভ করতে সক্ষম হয়। যদি ছিনতাইয়ের কারণে ইজারাকৃত পণ্য থেকে উপকার লাভ করা সম্ভব না হয়, তাহলে আর পণ্য হস্তান্তর অক্ষুণ্ন থাকে না। হ্যাঁ, ছিনতাই হওয়ার পরও যদি পণ্য থেকে ইজারাগ্রহীতার উপকার ভোগের সুযোগ থাকে তবে ইজারার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যেমন, কেউ কারো জমি গাছ লাগানোর জন্যে ভাড়া করল, আর কোনো সন্ত্রাসী গাছসহ জমিটি দখল করে নেয়, তবে ভাড়াগ্রহীতার ভাড়া প্রদান রহিত হবেনা।[৭৯]

গ. ইজারা পণ্যের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ

ক্রয়বিক্রয়ের মতো ইজারার ক্ষেত্রেও ত্রুটিজনিত অধিকার (خِيَارُ الْعَيْبِ) রয়েছে। যে ত্রুটি ইজারাকৃত পণ্য থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে ঘাটতি সৃষ্টি করে সেটি ত্রুটিজনিত গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের কারণ হয়। ত্রুটি অনির্দিষ্ট জিনিসের ক্ষেত্রে হতে পারে, শুধু দ্রব্যের গুণ বর্ণনা করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে দ্রব্যের মধ্যে সেই গুণ মোটেও ছিল না। এমনটিও হতে পারে, চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উপকার লাভের আগেই কোনো ত্রুটি দেখা গেল, এসব অবস্থাতেই ইজারাগ্রহীতার ত্রুটিজনিত এখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করে ত্রুটিসহ সেই পণ্য দিয়েই উপকার লাভ করবে। সামনে ত্রুটিজনিত কারণে ইজারা প্রত্যাখ্যান করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।[৮০]

ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব

ক. মূল্য প্রদান করা এবং উপকার গ্রহণের অধিকার রুদ্ধ করার ক্ষমতা

ইজারাগ্রহীতার ইজারার ভাড়া বা মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক। অগ্রিম ভাড়া পরিশোধের চুক্তি হয়ে থাকলে ভাড়া পাওয়ার আগ পর্যন্ত পণ্য আটকে রাখার

---

৭৯. আদ দুসূকী আলা শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩১; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৮০; মিনহাজুত তালিবান, ওয়া হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৮৫; রাওযাতুত তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ২৪২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১৯-২৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৩৮

৮০. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ২৭৮-২৭৯; কাশফুল হাকায়েক ওয়া শারহুল বেকায়া, খ. ২, পৃ. ১৬৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৫

www.amarboi.org

অধিকার পাবে ইজারাদাতা। এটি হানাফী ও মালেকী ফকীহগণের অভিমত। শাফেয়ীগণেরও অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে। শ্রমিকের ক্ষেত্রে কর্ম তার মালিকানাধীন, অতএব অগ্রিম পারিশ্রমিক দেওয়ার শর্ত থাকলে শ্রমিক তা পাওয়া পর্যন্ত শ্রম বন্ধ রাখতে পারে। কেননা, ইজারার ক্ষেত্রে উপকার হচ্ছে ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মতো।

শাফেয়ীদের অপর একটি অভিমত এমন রয়েছে যে, শ্রমিকের কাজ বন্ধ রাখা জায়েয হবে না। হাম্বলীদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ। কেননা, শ্রমিক যে দ্রব্য দিয়ে কাজ করে নিয়োগকর্তা তথা ইজারাদাতা তা তার কাছে বন্ধক রাখেনি। যারা কাজ কিংবা ইজারার পণ্য আটকে রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের ধারণা, যখন কোনো জিনিসের মধ্যে শ্রমিক বা কারিগরের কাজের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে তখন অগ্রিম ভাড়া পাওয়ার জন্যে সে সরঞ্জামাদি আটকে রাখতে পারে। যেমন- ধোপা কিংবা কাপড় রঙকারী তাদের শ্রম বিনিয়োগকৃত কাপড় আটকে রাখতে পারে। আর যে ক্ষেত্রে পণ্যের মধ্যে শ্রমিকের কাজের কোনো প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে না সে জিনিস আটকে রাখা জায়েয হবে না। যেমন বোঝা বহনকারী তার বোঝা আটকে রাখা জায়েয নয়। এক্ষেত্রে পণ্য হলো শ্রম। আর শ্রম বিনিয়োগ সরঞ্জামের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না, ফলে শ্রম আটকে রাখা দৃশ্যমান কোনো জিনিস নয়। কিন্তু মালেকীগণ এ অবস্থায়ও অগ্রিম মজুরি পাওয়ার জন্যে শ্রমিকের শ্রম বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম আটকে রাখার অধিকার ব্যক্ত করেন।[৮১]

খ. শর্ত বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হবে এবং সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে

সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, ইজারাগ্রহীতাকে অবশ্যই ভাড়াকৃত জিনিস যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেই কাজে ব্যবহার করতে হবে। সেই সাথে তাকে একথাও লক্ষ রাখতে হবে, যে-কোনো ভাড়াকৃত দ্রব্য ভাড়ার চুক্তি অনুযায়ীই ব্যবহার করতে হবে। ভাড়াচুক্তিতে যদি ব্যবহারের প্রক্রিয়ার কথা নির্দিষ্ট করা না হয় তবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তা ব্যবহার করতে হবে। সেই সাথে ভাড়াকৃত পণ্য থেকে চুক্তিকৃত উপকার ভোগ কিংবা তা ব্যয় করতে যতটুকু চুক্তি করা হয়েছে ততটুকু বা তার কম ব্যবহার বা ব্যয় করবে। কখনো বেশি ব্যবহার, উপকার ভোগ বা ব্যয় করবে না।

---

৮১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০৩-২০৪; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩৩-২৩৪; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ১১১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০১-৪০৮; আল-হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৪৩১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৩৬-৩৯৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৯

www.amarboi.org

যেমন বসবাসের জন্য কোনো বাড়ি ভাড়া করা হলো, ভাড়াটে সেটি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। অনুরূপ কোনো কারখানাও সেখানে গড়ে তুলতে পারবে না। কোনো যানবাহন যদি শুধু নিজে আরোহণ করার জন্যে ভাড়া করে তবে সেটির উপর অন্য কাউকে আরোহণ করাতে পারবে না।[৮২] (এ ব্যাপারে বিস্তারিত সামনে আসবে) বস্তুত ভাড়াগ্রহণকারীর ব্যবহার করার দরুন ভাড়াকৃত দ্রব্যে যদি কোনো ঘাটতি হয় ভাড়াটের কর্তব্য সেই ঘাটতি দূর করে দেওয়া।[৮৩]

এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত, ভাড়াটের কাছে ভাড়া দেওয়া পণ্যদ্রব্য আমানত। ভাড়াটে কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন কিংবা অতিব্যবহার ছাড়াই যদি পণ্যের মধ্যে কোনো ঘাটতি হয় তবে তাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। এর কারণ, ভাড়ার দ্বারা যে জিনিসের উপর ভাড়াটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভিত্তি অনুমোদন। আর অনুমোদন কোনো জিনিসের জরিমানা আবশ্যিক করে না। (এ সম্পর্কে আরো আলোচনা সামনে আসবে।)

গ. ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটে পণ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে

ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়াটের উচিত হবে, ভাড়াকৃত পণ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া, যাতে ইজারাদাতা তার পণ্য ফেরত পায়। কেননা, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পণ্য হস্তগত করা মালিকের কর্তব্য। যেমন কোনো জন্তু যদি এই শর্তে ভাড়া দেওয়া হয়, অমুক জায়গায় কোনো পণ্য বা আরোহীকে পৌঁছে দেবে, তবে গন্তব্যের শেষ জায়গা থেকেই মালিক তার জন্তু বুঝে নেবে। তবে যদি জন্তু নিয়ে গ্রহীতা ফিরে আসার ইজারা করা হয় তবে ফিরে আসার পর মালিক বুঝে নেবে।

কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহ বলেন, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভাড়াটের দায়িত্ব হলো ভাড়াকৃত পণ্য মালিককে বুঝিয়ে দেওয়া– মালিক সেটি ফেরত না চাইলেও। কেননা ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভাড়াকৃত বস্তুকে আটকে রাখার কোনো অধিকার তার নেই। ধার-কর্জ দেওয়া বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন মেয়াদ শেষে মালিককে ফেরত দেওয়া আবশ্যিক; ইজারার ক্ষেত্রেও একই বিধান।[৮৪] (ইজারার প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনায় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)

---

৮২. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৩

৮৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৭০

৮৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০৫; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৩৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০১; আল-জুমাল আলাল মিনহাজ, খ. ৩, পৃ. ৫৫৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৯৬; প্রকাশ মাকতাবাতুল কাহেরা।

www.amarboi.org

ইজারার সমাপ্তি

এ কথায় সকল ফকীহ্ একমত, ইজারার মেয়াদ পূর্তি কিংবা ইজারার পণ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিংবা বাতিলকরণের দ্বারা ইজারাচুক্তির সমাপ্তি ঘটে। ইজারাগ্রহীতা ও ইজারাদাতার মধ্য থেকে কোনো একজনের মৃত্যু কিংবা ইজারাকৃত পণ্যে এমন কোনো বিপত্তি যার কারণে তা থেকে উপকার লাভ অসম্ভব হয়ে ওঠে, তবে হানাফীগণের কাছে ইজারাচুক্তির সমাপ্তি ঘটবে। কেননা তাদের মতে, ভাড়ার মধ্যে এক মুহূর্তের পর এক মুহূর্তে উপকার লাভ করা হয়। তাই ভাড়ার মূল্যের ক্ষেত্রেও নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। (কারো মৃত্যু হলে বা বাধার সৃষ্টি হলে উপকার লাভ থেমে যায়, তাই ইজারা সমাপ্ত হয়ে যায়।)

হানাফী ব্যতীত অন্য ফকীহ্গণের মতে, উল্লিখিত অবস্থাগুলোতে ইজারাচুক্তির সমাপ্তি ঘটে না। কারণ, তাদের মতে ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন মূল্য আবশ্যিক হয়, ইজারাচুক্তি সম্পাদিত হলে তাতেও ভাড়া বা মূল্য পরিশোধ করতে হবে। নিম্নে ইজারাসমাপ্তির কারণগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো-

এক. মেয়াদপূর্তি : اِنْقِضَاءُ الْمُدَّةِ

ইজারা যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয় আর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সকল ফকীহের মতেই ইজারাচুক্তির সমাপ্তি ঘটে। তবে যদি এমন কোনো অসুবিধার উদ্ভব ঘটে, যে অসুবিধা নির্দিষ্ট মেয়াদে বৃদ্ধি হওয়া দাবি করে, তাহলে প্রয়োজন পরিমাণ সময় বৃদ্ধি করা হবে। যেমন চাষাবাদের জমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মেয়াদ শেষ হলেও জমিতে উৎপাদিত ফসল কাটার উপযোগী হয়নি, কিংবা জাহাজ বা বিমান নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মেয়াদপূর্তি ঘটলেও জাহাজ কূলে পৌঁছাতে পারেনি, সমুদ্রের ভেতরে রয়ে গেছে বা বিমান মাটিতে নেমে আসতে পারেনি।[৮৫]

যদি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়াচুক্তি না করা হয়; যেমন কেউ মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে কোনো বাড়ি ভাড়া নিল, কত মাস সে ভাড়া থাকবে সেটি নির্দিষ্ট করল না। (তাহলে এ অবস্থায় চুক্তির বিধান কী হবে– তা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)[৮৬]

---

৮৫. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৩-৪০৪; আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১৬; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৫৮; প্রকাশক-আল-হালাবী।

৮৬. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪১০; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১৬

www.amarboi.org

দুই. চুক্তি বাতিলকরণের দ্বারা ইজারার সমাপ্তি : انقضاء الإجارة بالإقالة
ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন الإقالة বাতিলকরণ কিংবা অব্যাহতি প্রদান বৈধ, ইজারার ক্ষেত্রেও অনুরূপ অব্যাহতিপ্রদান কিংবা বাতিলকরণ বৈধ। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কেউ যদি ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেয়, যে চুক্তি সম্পাদনের জন্যে লজ্জিত; তবে লজ্জিত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়ার দরুন আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন অব্যাহতি দানকারীর অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।"[৮৭] বস্তুত ইজারা যেহেতু মুনাফা ও উপকার কেনাবেচার মতোই, তাই এক্ষেত্রেও অব্যাহতি দান জায়েয।

তিন. পণ্য ধ্বংসের কারণে ইজারার সমাপ্তি : انقضاء الإجارة بهلاك المأجور
ইজারাচুক্তির সুবাদে যে পণ্য অর্জিত হয় সেই পণ্য যদি ধ্বংস হয়ে যায়, কিংবা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ইজারাচুক্তির সমাপ্তি ঘটে। কেননা, এ অবস্থায় ইজারা দ্বারা উপকার লাভের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যায়। যেমন- ভাড়াকৃত জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে কিংবা ভাড়াকৃত বাড়ি ভেঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উল্লিখিত অবস্থায় সকল ফকীহের মতেই ইজারাচুক্তির সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু যদি উপকার লাভের ক্ষেত্রে ঘাটতি ঘটে, পণ্যটি সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধিত না হয়, তবে ইজারাচুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে কি-না, তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

চার. অসুবিধার কারণে ইজারা রহিত হওয়া : فسخ الإجارة للعذر
হানাফী ফকীহগণের অভিমত হলো, ইজারাচুক্তি সম্পাদনকারী দু পক্ষের কেউ কিংবা যে পণ্যদ্রব্যটি ইজারা দেওয়ার কথা সেটি কোনো বিপত্তির সম্মুখীন হয়, যার দরুন পণ্য থেকে উপকার লাভ করা সম্ভব না হয়, তবে ইজারাচুক্তি কার্যকর করা আবশ্যিক থাকে না। তখন ইজারাচুক্তি রহিত করা যায়। কেননা যখন সত্যিকার অর্থেই কোনো বিপত্তির উদ্ভব হয় তখন পরিস্থিতি চুক্তি রহিতকরণের

---

৮৭ من اقال نادما : ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও হাকেম হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে নবীজীর উক্তি নিম্নে আগত শব্দে বর্ণনা করেছেন। من أقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة কেউ যদি কোনো মুসলমানের ক্রয় বিক্রয়ে ইকালা করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। হাকেম ও ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন, হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে মানোত্তীর্ণ। ইবনে হাজমও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অবশ্য দারা কুতনী এই হাদীসকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। (ফায়জুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৭৯)

www.amarboi.org

দাবি করে। কেননা, কোনো বিপত্তির উদ্ভব হওয়ার পরও যদি ইজারাচুক্তি বজায় রাখা হয়, তবে যে পক্ষ বিপত্তির কবলে পড়েছে, তাকে এমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, এই চুক্তি তাকে যে ক্ষতির দায়বহন করতে বাধ্য করে না। ফলে এই চুক্তি রহিতকরণের দ্বারা সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ধরনের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার তার আছে। তারা একথাও বলেছেন, কোনো বিপত্তি ও অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরও এই চুক্তি রহিত করার অধিকার না দেওয়া যুক্তি ও শরীয়তের পরিপন্থী। বিষয়টি অনেকটা এমন হয়ে যাবে যে, কেউ কোনো ডাক্তারের সাথে ব্যথাজনিত কারণে আক্রান্ত দাঁত ফেলার চুক্তি করল। কিন্তু তার দাঁতের ব্যথা ইতোমধ্যে কমে গেল, আর দাঁত তুলে ফেলার প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু ডাক্তার তাকে দাঁত ফেলতে বাধ্য করল। এটিও তেমনি যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।[৮৮]

মালেকীগণ বিপত্তির জন্যে ইজারা রহিত করার মাসআলায় হানাফী ফকীহগণের কাছাকাছি অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশ্য হানাফীদের মতে যতটা ব্যাপকতা রয়েছে, মালেকীগণের মতে তা নেই। মালেকীগণ বলেন, ভাড়ার পণ্য বা তার মুনাফা যদি ছিনতাই হয়ে যায় কিংবা কোনো জালেমের কব্জায় চলে যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সেই জালেমকে পাকড়াও করতে না পারে; অবস্থা যদি এমন হয় যে, ভাড়াকৃত দোকান কোনো দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী বন্ধ করে দেয় কিংবা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা পুনর্বার গর্ভধারণ করে, কারণ গর্ভবতীর দুধ দুগ্ধপায়ী শিশুর জন্যে ক্ষতির কারণ হয় কিংবা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা কোনো গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হয়ে দুধপান করাতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে ইজারাগ্রহীতা ইচ্ছা করলে এই চুক্তি রহিত করতে পারবে, বহালও রাখতে পারবে।[৮৯]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য ফকীহগণ বিপত্তির কারণে ইজারাচুক্তি রহিত করার বিপক্ষে। তারা বলেন, ইজারাও ক্রয়বিক্রয়ের একটি শাখা, কাজেই এই লেনদেনও বহাল থাকবে। যেহেতু চুক্তি দুপক্ষের সম্মতিতে সম্পাদিত হয়েছে তাই এক পক্ষের অসুবিধার কারণে তা রহিত হবে না, রহিত হতে উভয়পক্ষের সম্মতি জরুরি। শাফেয়ীগণের পরিষ্কার অভিমত হলো, বিপত্তি কিংবা একপক্ষের অসুবিধার কারণে ইজারাচুক্তি রহিত করা যাবে না। ইজারা কোনো নগদ পণ্যের

---

৮৮. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৭৬, প্রকাশ-১৩৪৭ হিজরী; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ৬১-৬২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৬; আশ শারহুস সাগীর ওয়া হাশিয়া আস-সাভী, খ. ৪, পৃ. ৪৯; প্রকাশ দারুল মাআরিফ; মিনহাজুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৭৭; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২৫-২৭; প্রকাশ আল-মানার, ১৩৪৭ হিজরী।

৮৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৭; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫০; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮; আল-মাবসূত, খ. ১৬, পৃ. ২

www.amarboi.org

উপর হোক, কিংবা এমন কোনো বস্তুর উপর হোক যেটি ইজারাগ্রহীতার দায়িত্বে থাকে, যে পর্যন্ত না ইজারাকৃত জিনিসের উপকার লাভের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা তৈরি হয়। যেমন শীতপ্রধান দেশে গোসলখানার পানি গরম রাখার জ্বালানী সরবরাহে যদি অসুবিধা দেখা দেয়, সফরের জন্যে যানবাহন ভাড়া নেওয়ার পর যদি সফর করার সামর্থ্য না থাকে কিংবা সে অসুস্থ হয়ে পড়ে– ভাড়াটের এইসব অসুবিধার জন্যে একতরফাভাবে সে ইজারাচুক্তি রহিত করতে পারবে না। সেই সাথে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি তার অসুবিধার জন্যে ভাড়াও কমাতে পারবে না।[৯০]

হাম্বলী ফকীহ আছরাম বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ (আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.) -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক ব্যক্তি উট ভাড়া করে মদীনায় আগমন করার পর সে উটের মালিককে বলল, আমার সাথে কৃত চুক্তি বাতিল কর। জবাবে তিনি বললেন, না, ভাড়াটে এমনটি করতে পারবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাড়াটে যদি মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে? ইমাম আমহদ রহ. বললেন, তবুও সে ইজারা রহিত করতে পারবে না। কেননা ইজারা একটি আবশ্যিক লেনদেন। সে যদি একপক্ষীয়ভাবে রহিত করে দেয় তবুও অপর পক্ষের প্রাপ্য তাকে পরিশোধ করতে হবে। তা রহিত হবে না।[৯১]

হানাফীদের এক্ষেত্রে যুক্তি হলো, এমন অসুবিধা ইজারাগ্রহীতার পক্ষে হতেই পারে, যেমন ভাড়াটে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কারণে ভাড়া নেওয়া দোকানে ব্যবসা বন্ধ করে দিল, কিংবা সে বিদেশে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিংবা ব্যবসা ত্যাগ করে সে কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়ল, কিংবা ফসলী জমির ভাড়াগ্রহীতা কৃষিকাজ ছেড়ে ব্যবসায়ে লেগে গেল, কেউ পূর্বের পেশা ত্যাগ করে নিজেকে অন্য পেশায় নিয়োজিত করল। যে নিঃস্ব হয়ে গেছে, তার পক্ষে ভাড়াকৃত দোকান থেকে কোনো লাভ অর্জন সম্ভব নয়, (এমন দুরবস্থায় যখন অন্যরাও রয়েছে) তখনও যদি তার উপর ইজারা যথাপূর্ব বহাল রাখা হয় তবে সে আরো বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তেমনি কারো যদি দেশের বাইরে কিংবা অন্য জায়গায় চলে যাওয়াটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাকে আটকে রাখাটাও হবে ক্ষতিকর।

কোনো ব্যক্তি কাউকে কাপড় ধুয়ে দেওয়ার জন্যে শ্রমিক নিয়োগ করল, কিংবা কাপড় সেলাই করার জন্যে কর্মচারী নিয়োগ করল, কিংবা কাউকে ঘর ভাঙ্গার জন্যে কিংবা গাছ কাটার জন্যে নিয়োগ করল, কিংবা কোনো ডাক্তারের সাথে চুক্তি করল তার দাঁত ফেলে দেওয়ার জন্য; পরবর্তী সময়ে নিয়োগকারীর মনে হলো, এখন তার এই কাজটি মোটেও করা উচিত নয়– এ অবস্থায় সে কৃত চুক্তি রহিত করার

---

৯০. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৫১; প্রকাশ দারুল মাআরিফ।

৯১. মিনহাজুত তালিবীন, ওয়া হাশিয়াতু কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৮১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৫

www.amarboi.org

অধিকার পাবে। কেননা সে সম্ভাব্য উপকার লাভের জন্যে এই চুক্তি করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার উপলব্ধি হয়েছে, কৃতচুক্তিতে তার উপকার হবে না। এ অবস্থায় তার সম্পাদিত এ চুক্তি একটি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই চুক্তি রহিত করে ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার অধিকার সে পাবে।[৯২]

কখনো ইজারাদাতার পক্ষ থেকেও বিপত্তির উদ্ভব ঘটতে পারে : যেমন ভাড়াদাতা এমন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, ভাড়ায় প্রদত্ত পণ্যটি বিক্রি ছাড়া তার গত্যন্তর নেই, এ অবস্থায় সে চুক্তি রহিত করার অধিকার পাবে। তবে এই ঋণ ইজারাচুক্তি সম্পন্ন করার পূর্বের হতে হবে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যদি ইজারাদাতা আত্মস্বীকৃতভাবে ঋণগ্রস্ত হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ এর মতে, ইজারাদাতার ইজারা রহিত করার অধিকার থাকবে না। তার এই আত্মস্বীকৃতি সন্দেহজনক। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, এ সময়ও ইজারাদাতার চুক্তি রহিত করার অধিকার থাকবে, কেননা কেউ অন্যের ঋণ নিজের কাঁধে থাকার মিথ্যা স্বীকৃতি দেয় না। নগদ আদায়যোগ্য বিপুল ঋণের বোঝা থাকা অবস্থায় যদি চুক্তি বহাল রাখা হয় তবে সেটি তাকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কেননা হতে পারে, তার সঠিক আর্থিক অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করে রাখা হতে পারে, কিন্তু যে চুক্তির ক্ষতি স্বীকার করা তার জন্যে আবশ্যিক নয় এমন চুক্তির কারণে একজন ঋণগ্রস্তকে আরো ক্ষতির মুখে ফেলে দেওয়া যায় না।[৯৩]

হানাফী ফকীহদের মতে, কোনো মহিলা যদি কারো শিশুকে দুধ পান করানোর চুক্তি করে, আর এ চুক্তির কারণে লোকজন তার বদনাম করে, তবে তার পরিবার এ চুক্তি রহিত করার অধিকার পাবে। কেননা, এই চুক্তি তাদের জন্যে অবমাননাকর। তদ্রূপ দুগ্ধদানকারিণী যদি অসুস্থ হওয়ার কারণে দুধ পান করাতে না পারে তবে সে চুক্তি রহিত করার অধিকার পাবে।

যারা ইজারাদাতা তথা মজদুরের পক্ষ থেকে অসুবিধার কারণে ইজারাচুক্তি রহিত করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের কাছে অসুবিধার একটি অবস্থা এমন হতে পারে যে, কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীকে তার অভিভাবক কোনো শ্রম বিনিয়োগের কাজে নিয়োগ করল, চুক্তির মেয়াদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেল, এই বয়োপ্রাপ্ত হওয়া এমন একটি বিপত্তি বা ওজর, যা তার জন্যে চুক্তি রহিত করার বৈধতা দেয়। কেননা, কিশোর-কিশোরী প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়ার পরও অভিভাবকের পূর্ব সম্পাদিত চুক্তি বহাল রাখা তার জন্যে ক্ষতিকর।

---

৯২. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২১

৯৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮-৪৬০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৮

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে এই মাসআলাকেও ফকীহগণ একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। কোনো ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে মুতাওয়াল্লী ইজারা দিল, পরবর্তী সময়ে তার ভাড়া বাজারদর অনুপাতে বেড়ে গেল, এটিও এমন ওযর, ইচ্ছা করলে বর্ধিত ভাড়ার প্রেক্ষিতে মুতাওয়াল্লী ইজারাচুক্তি রহিত করতে পারবে। এবং বর্ধিত ভাড়ার হারে ইজারাচুক্তি নবায়ন করতে পারবে। অবশ্য বিগত দিনগুলোর ভাড়া তাকে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ীই গ্রহণ করতে হবে। তবে ভাড়া যদি বাজারদর অনুযায়ী হ্রাস পায় তবে ওয়াকফ সম্পত্তিতে জনস্বার্থের দিক লক্ষ করে মুতাওয়াল্লী চুক্তি রহিত করা থেকে বিরত থাকবে।[১৪]

উল্লিখিত কোনো ওজর যদি পাওয়া যায়, তবে ইজারাচুক্তি রহিত করা বৈধ হবে– যদি সেটা কার্যকর করার সুযোগ থাকে। আর যদি সেটি কার্যকর করা সম্ভব না হয়; যেমন কোনো ভাড়া-দেয়া জমিতে ভাড়াটের অকর্তনযোগ্য ফসল রয়েছে, এ অবস্থায় ইজারাচুক্তি রহিত করা যাবে না। যেহেতু, অপরিপক্ব ফসল কেটে ফেললে ভাড়াটে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যতদিন না ক্ষেতের ফসল কাটার উপযোগী হবে তত দিন পর্যন্ত ইজারা বহাল থাকবে, অবশ্য অতিরিক্ত সময়ের জন্যে ভাড়াটেকে বাজারদর অনুযায়ী অতিরিক্ত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

ইজারা রহিতকরণ যখন বিচারকের ফয়সালার উপর নির্ভরশীল হবে

যখন উল্লিখিত কোনো বিপত্তির উদ্ভব ঘটে এবং ইজারাচুক্তি রহিত করার মতো পরিস্থিতি থাকে, তখন চুক্তি রহিত করা যাবে। হানাফী ফকীহগণের কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন। কারো মতে, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এমনিতেই চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, সঠিক বক্তব্য হলো, বিপত্তি সম্পর্কে খোজ খবর করে যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে ইজারা রহিত করার দাবি প্রবল হয়; যেমন দাঁত তুলে ফেলার কিংবা খেতলে যাওয়া হাত কেটে ফেলার জন্যে ডাক্তারের সাথে চুক্তি করা হয়। আর চুক্তির পর দাঁতের ব্যথা ও হাতের যন্ত্রণা ভালো হয়ে যায়, তবে এমনিতেই/আপনা আপনি চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, চুক্তি অব্যাহত রাখা একেবারে অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু চুক্তি বহাল রাখলে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তা এই চুক্তি মোটেও প্রত্যাশা করে না, তাহলে এ অবস্থায় যখন চুক্তি রহিত করা হবে তা রহিত হয়ে যাবে। এই চুক্তি রহিত করার অধিকারী হবে চুক্তি সম্পাদনকারী। কেননা ইজারার মাধ্যমে একই সাথে উপকারের মালিক বানিয়ে দেওয়া যায় না, ধীরে ধীরে উপকার অর্জিত হয়। এটি ইজারার পণ্য কব্জার আগেই ক্রটিযুক্ত হয়ে যাওয়ার

---

১৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৮

www.amarboi.org

পর্যায়ভুক্ত গণ্য হবে। এমন ত্রুটি ইজারাগ্রহীতাকে কোনো বিচারকের ফায়সালা বা অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়াই চুক্তি রহিত করণের অধিকার দেয়।

কারো মতে, ইজারাচুক্তি রহিতকরণ উভয়পক্ষের সম্মতি কিংবা বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। কেননা একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এই অধিকার বাস্তবায়নের ঘটনা ঘটছে। ফলে এটি বিক্রীত পণ্য কব্জা করার পর ত্রুটিজনিত কারণে তা ফেরত প্রদানের পর্যায়ভুক্ত হবে।

কারো মতে ওজর যদি দৃশ্যমান হয় তবে কোনো বিচার-পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই, আর যদি ওজর অদৃশ্যমান হয়; যেমন ঋণগ্রস্ত হওয়ার দাবি করা, তবে বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা অপরিহার্য। আল্লামা কাসানী ও অন্য অনেকে এই প্রক্রিয়াটি পছন্দ করেছেন। তবে ইজারা রহিত করার ব্যাপারে যদি দু'পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে অবশ্যই বিষয়টি বিচারিক আদালতে মীমাংসা করতে হবে।

ইজারাগ্রহীতা যদি উপকার লাভের আগেই চুক্তি বাতিল করতে চায় তবে বিচারক তা রহিত করে দেবেন এবং ইজারাগ্রহীতাকে কোনো ভাড়া পরিশোধ করতে হবে না। আর যদি কিছু উপকার লাভের পর ইজারাগ্রহীতা চুক্তি রহিত করতে চায় তবে ইজারাদাতা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে নির্দিষ্ট ভাড়ার হিসেবে কিছু ভাড়ার অধিকারী হবে। কেননা, ইজারাগ্রহীতা ভাড়াকৃত পণ্যের দ্বারা কিছু হলেও উপকার লাভ করার দ্বারা পণ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, আর নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যকার অতিক্রান্ত দিনগুলোতে এই রহিতকরণের প্রভাব পড়বে না।[৯৫]

পঞ্চম. মৃত্যুজনিত কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়া

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইজারাচুক্তির দুপক্ষের একপক্ষ মৃত্যুবরণ করলে হানাফী ফকীহগণের মতে ইজারাচুক্তি রহিত হয়ে যাবে। অদ্রূপ কোনো ইজারায় যদি একাধিক গ্রহীতা থাকে কিংবা একাধিক ইজারাদাতা থাকে আর তাদের মধ্যে কোনো একজনের মৃত্যু ঘটে তবে মৃতব্যক্তির অংশের ইজারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৯৬]

ইমাম যুফার রহ. বলেন, এ অবস্থায় জীবিতদের ইজারাও বহাল থাকবে না। এর কারণ, ইজারার শুরুতেই যদি ইজারার পণ্যে যৌথ মালিকানা থাকে এবং তা থেকে অনির্দিষ্ট কোনো অংশ বাদ রাখা হয়, তাহলে চুক্তি সহীহ হয় না। এক্ষেত্রেও পরে বাদ দেওয়ায় একই বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম যাইলায়ী রহ. প্রথমোক্ত অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইজারাচুক্তির শুরুতেই শর্তারোপ

---

৯৫. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৯

৯৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩০২

www.amarboi.org

করতে হয়, পরবর্তী সময়ে শর্তারোপ গ্রহণযোগ্য হয় না। তিনি ইজারাদাতার মৃত্যুজনিত কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়ার ব্যাখ্যায় বলেন, ইজারাকৃত পণ্য দ্বারা ধীরে ধীরে উপকার লাভের বিনিময়ে ইজারাচুক্তি বাস্তবায়িত হয়। ফলে ইজারাদাতার মৃত্যুর কারণে এখন যা সৃষ্টি হচ্ছে তার মালিক হচ্ছে অন্য লোকজন, যারা চুক্তি সম্পাদনকারীও নয় চুক্তিতে সম্মতও নয়। ফলে ইজারা বাতিল হওয়াটাই যৌক্তিক। যদি ইজারাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটে তাহলেও চুক্তির সমাপ্তি ঘটবে, কেননা সে যে উপকার ভোগের অধিকারী ছিল, সেটিতে উত্তরাধিকার আইন কার্যকরী হয় না।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইজারাচুক্তির পরিসমাপ্তি তখন ঘটবে যখন ইজারাদাতা সমাপ্তির দাবি করবে। ইজারাদাতার মৃত্যুর পরও যদি ইজারাগ্রহীতা তথা ভাড়াটে সেই বাড়িতে বসবাস করতে থাকে, তাহলে সে ভাড়া পরিশোধের দায় বহন করবে। কেননা ভাড়াচুক্তি এখনও বহাল আছে। মৃতের কোনো উত্তরাধিকারী যদি ভাড়াটেকে বাড়ি ছাড়তে বলে তাহলে চুক্তি বাতিল হওয়া প্রকাশিত হবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো ভাড়া দেওয়া জন্তুর মালিকের মৃত্যু হয়, আর ভাড়া দেওয়া জন্তুটি তখনো পথিমধ্যে ভাড়াটিয়াকে বহনে লিপ্ত, এ অবস্থায় চুক্তি বহাল থাকবে ভাড়াটিয়া তার গন্তব্যে পৌছানো পর্যন্ত। অনুরূপ দুপক্ষের কোনো এক পক্ষের যদি মৃত্যু ঘটে, তখনও ভাড়া দেওয়া জমিতে অপরিপক্ক ফসল থাকে, তবে ফসল উঠানো পর্যন্ত সম্পাদিত মূল্যেই চুক্তি বহাল থাকবে।[৯৭]

তাবেয়ী ফকীহগণের মধ্যে শা'বী, সুফিয়ান সাওরী ও আবু লাইছ রহ. হানাফীদের সাথে একমত পোষণ করেন। তাদের মতেও ইজারাচুক্তি সম্পাদনকারী দুপক্ষের যে-কোনো একজনের মৃত্যুতে ইজারা রহিত হয়ে যাবে। কেননা মৃত্যুজনিত কারণে ভাড়া-দেয়া পণ্যের মধ্যে আর ভাড়াদাতার মালিকানা নেই। ফলে তার চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি ইজারাগ্রহীতার মৃত্যু হয় সেক্ষেত্রেও তার উত্তরাধিকারদের সাথে ইজারাদাতার কোনো চুক্তির সম্পর্ক নেই। যেহেতু কারো মৃত্যুর পর সৃষ্ট নতুন উপকার মৃতের মালিকানায় আসে না, তাই তাতে উত্তরাধিকার বর্তায় না।[৯৮] শাফেয়ীগণের একটি অভিমত হলো, যে-কোনো ওয়াক্‌ফসম্পত্তির ইজারা যে-কোনো এক পক্ষের মৃত্যুতে বাতিল হয়ে যায়।[৯৯]

---

৯৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০০-২০১; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৫৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ২৯৯

৯৮. তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ১৪৪

৯৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩০২; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৫২, প্রকাশ-১২২৭ হিজরী।

www.amarboi.org

অন্য সকল ফকীহের মতে, একপক্ষের মৃত্যুতে ইজারাচুক্তি বাতিল হয় না। কেননা ইজারা একটি আবশ্যিক চুক্তি; যতক্ষণ পর্যন্ত উপকার অর্জন সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুপক্ষের কোনো একজনের মৃত্যুতে তা বাতিল হবে না। সাহাবা ও তাবেঈগণেরও একই অভিমত ছিল যে, মৃত্যুজনিত কারণে ইজারাচুক্তি বাতিল হয় না। ইমাম বুখারী রহ. ইজারা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি কোনো জমি ভাড়া নেওয়ার পর মালিকের মৃত্যু ঘটে, এ প্রশ্নে ইবনে সীরিন বলেন, মেয়াদ পূর্তির আগে মৃতের উত্তরাধিকারীগণ ভাড়াটিয়াকে উৎখাত করতে পারবে না। হাসান এবং ইয়াস ইবনে মুআবিয়াও এ মত পোষণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন :

عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ لِأَهْلِهَا لِيَعْمَلُوا فِيهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ

"নবী করীম সা. খায়বরের জমি খায়বর-অধিবাসীদেরকে চাষবাস করার জন্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এই শর্তে যে, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাঁকে দিতে হবে। এই রীতি নবী করীম সা., আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর খিলাফতের সূচনাপর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল। অবশ্য এমন কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি যে, আবু বকর রা. ও উমর রা. এই চুক্তি নবায়ন করেছিলেন।"[১০০]

ষষ্ঠ : ভাড়ার পণ্য বিক্রয়ের পরিণতি : أَثَرُ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ

হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মত এবং শাফেয়ীদের জাহেরী বর্ণনামতে, ইজারা দেওয়া পণ্য যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তাহলে ইজারাচুক্তি রহিত হয়ে যায় না। মালেকীদের মতে, বিক্রিতে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে ইজারা রহিত হবে না, আর যদি সন্দেহের অবকাশ না থাকে তবে ইজারা রহিত হয়ে যাবে। শাফেয়ীদের অখ্যাত মতামতও মালেকীদের অনুরূপ।

প্রথমোক্ত ফকীহদের দলিল হলো, ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে মূল জিনিস হলো পণ্য, আর ইজারার মূল জিনিস হলো উপকার। ফলে ভাড়া দেওয়া জিনিস বিক্রি করে দিলেও ইজারাচুক্তি বহাল থাকায় কোনো বৈপরীত্য নেই।

অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ভাড়া দেয়া পণ্য বিক্রি করে দিলেও তা ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়া যায় না, পক্ষান্তরে বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকে না। এ দৃষ্টিতে ইজারা ও বিক্রির মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচ্য যে, হানাফীগণ ইজারার পণ্য বিক্রিকে বিক্রীত জিনিসের ত্রুটি হিসেবে গণ্য করে, ফলে তাদের দৃষ্টিতে ইজারার পণ্য বিক্রি হলে ক্রেতা ত্রুটিজনিত প্রত্যাখ্যানের অধিকার পাবে।

---

১০০. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৪৭

www.amarboi.org

ইজারার পণ্য যদি ভাড়াটের কাছ থেকে ক্রয় করা হয় তবে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে এবং অন্যদের মতেও ইজারাচুক্তি রহিত হবে না।[১০১]

ভাড়া দেওয়া পণ্য যদি বন্ধক রাখা হয় কিংবা কাউকে দান করে দেওয়া হয়, তবে দান কিংবা বন্ধক ভাড়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করবে না। (অর্থাৎ এরপরও ইজারা সহীহ ও বহাল থাকবে।) ওয়াকফের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ফকীহের মতে একই বিধান প্রযোজ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে হানাফী ফকীহগণের ফাতাওয়া ভিন্ন, নির্দিষ্ট খাতের জন্যে ওয়াকফ করা হোক বা অনির্দিষ্ট হোক।

সপ্তম. ত্রুটিজনিত কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়া : فَسْخُ الإِجَارَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ

ফকীহগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি ভাড়া দেওয়া জিনিসের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, আর সেই ত্রুটির কারণে ভাড়াকৃত পণ্য দ্বারা ভাড়াটে উপকৃত হতে না পারে, পণ্য বা বস্তুটি বহাল থাকে বটে, কিন্তু তা দ্বারা ভাড়ার উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়; যেমন ভ্রমণের জন্য কোনো জন্তু ভাড়া করা হলো, কিন্তু সফর শেষ না হতেই জন্তুর পিঠে এমন কোনো অসুখ হয়ে গেল যার ফলে তাতে আর আরোহণ করা সম্ভব নয়, এ অবস্থায় সকল ফকীহের মতেই ইজারাচুক্তিকে তা প্রভাবিত করবে। এই ত্রুটি বা অসুস্থতার কারণে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার জন্যে চুক্তি বহাল রাখা বাধ্যতামূলক নয়।

অনুরূপ কেউ কোনো জিনিস ক্রয় করে যদি সেটিকে ভাড়া দেয়, পরবর্তী সময়ে জানা গেল জিনিসটি ত্রুটিযুক্ত, তাহলে ক্রেতার অধিকার থাকবে ইজারাচুক্তিকে বাতিল করে পণ্যটি বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার। ত্রুটিজনিত কারণে ক্রয়কৃত জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া এমন এক ওজর যার ফলে ইজারাচুক্তি রহিত করার অধিকার অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে ভাড়াটে ত্রুটিযুক্ত জিনিস ভাড়া নিতে আগে সম্মত

---

১০১. শারহুল মিনহাজ, খ. ৩, পৃ. ৮৪ إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لأهلها হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা নিম্নবর্ণিত শব্দে বর্ণনা করেছেন। لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا 'খায়বার বিজয়ের পর পরাজিত ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে এসে আবেদন করল, খায়বারে যে পরিমাণ ফল ও ফসল উৎপন্ন হবে এর অর্ধেক রসূলুল্লাহ সা.-এর কোষাগারে জমা দেওয়ার শর্তে তাদেরকে এখানেই বসবাসের সুযোগ দেওয়া হোক। রাসূলুল্লাহ সা. জবাবে বললেন, আমরা তাদেরকে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের দেওয়া অঙ্গীকার পালনের শর্তে বসবাসের অনুমতি দেবো।' (নাসবুর রায়া আলা আহাদীসে তাখরীজিল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১৭৯।)

www.amarboi.org

থাকলেও যেহেতু ভাড়াকৃত পণ্য দ্বারা ধীরে ধীরে উপকার পাওয়া যায় তাই (সম্মতির সে মুহূর্ত না থাকায় সে এখন অসম্মতি প্রকাশ করতে পারবে।) কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারটি ইজারার মতো নয়।[১০২] ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, কেউ যদি নির্দিষ্ট একটি উট ভাড়া করে আর সেটি অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে উটের মালিক ভাড়াচুক্তি রহিত করার অধিকার পাবে।[১০৩]

ভাড়াটিয়া কব্জা করার পর যদি ভাড়াকৃত পণ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, তবে ভাড়াটে সেটিকে ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে। কেননা ভাড়ার পণ্য ভাড়াটের কব্জায় থাকা আর বিক্রীত পণ্য ক্রেতার কব্জায় থাকার একই বিধান। বিক্রীত পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে ক্রেতা যেমন ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে, ইজারার পণ্যেও ত্রুটি দেখা দিলে ইজারাগ্রহীতা সেটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার পাবে।[১০৪] আল-মুগনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, কেউ কোনো জিনিস ভাড়া করল, ভাড়া করার পর সেটিতে ত্রুটি দেখতে পেল, এই ত্রুটির কথা তার আগে জানা ছিল না, তাহলে সকল ফকীহের মতেই ভাড়াটিয়া ভাড়াচুক্তি রহিত করতে পারবে।[১০৫]

ত্রুটি যদি এমন হয় যে, ভাড়ার উদ্দেশ্য তাতে বিনষ্ট হয় না বটে; যেমন কোনো ভাড়াকৃত বাড়ির দেয়াল কিংবা জানালার গ্লাস ভেঙ্গে পড়লেও ঝড় বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা থেকে বাড়িটি নিরাপদই থাকে, কিংবা ভাড়াকৃত জন্তুর লেজ কাটা পড়ে কিংবা ভাড়াকৃত জমির পানি নিষ্কাশন আটকে যায়, তবে ভাড়াকৃত জমিতে পানি নিষ্কাশন ছাড়া ফসল ফলানো সম্ভব হয়, তাহলে এসব ত্রুটি ইজারাচুক্তি বহাল থাকার ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না। বস্তুত কোন ত্রুটির কারণে ইজারাচুক্তি

---

১০২. আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৭৯-১৮৩; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৩২; আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৮৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৩১; আল-বুখারী, কিতাবুল ইজারা।

১০৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০৭-২০৮; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৫৩; আল-মুদাওয়ানা, খ. ১১, পৃ. ১০৭; আল-মুওয়াক শারহু মুখতাসারুল খলীল, খ. ৫, পৃ. ৫; আদ-দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৩০-৩৩-৯৪; হাশিয়া আসসাভী আলা শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৫৫; শারহুল মুহাল্লা লিল মিনহাজ হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৮৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৫, খ. ৪, পৃ. ২৪৯; শারহু আর রাওযা, খ. ৪, পৃ. ৩৫; মুগনিল-মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২৮; আল-মুগনী,খ. ৬, পৃ. ৪৬-৪৮, প্রকাশ-আল-মানার; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ৬৮-৬৯; শারহু মুনতাহাল-ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৩১-২৭৬

১০৪. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩০-৩১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৫; প্রকাশ- আল-হালবী; আদ দুসূকী আলা শারহুল কবীর, খ. ৪, পৃ. ২৯; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৫২; প্রকাশ- দারুল মাআরিফ।

১০৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৯; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬১; প্রকাশ- আল-আমিরিয়া, ১৩১০ হিজরী।

www.amarboi.org

বহাল থাকবে, আর কোন ক্রটির কারণে ইজারাচুক্তি বাতিল হবে, এ সম্পর্ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমতই হবে গ্রহণযোগ্য। এমন কোনো ক্রটি যদি দেখা দেয়, কোনো ক্ষতি ছাড়াই তা আবার ঠিক হয়ে যায়, তবে এমন ক্রটির কারণে ইজারাচুক্তি বাতিল করা যাবে না।[১০৬]

ভাড়াকৃত পণ্য ভাড়াটের হস্তগত হওয়ার পর যদি কোনো ক্রটি দেখা দেয় তাতে ভাড়াটের ক্রটিজনিত কারণে প্রত্যাখ্যানের অধিকারে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না। এর কারণ, এ ক্ষেত্রে ইজারার বিধান ক্রয়বিক্রয়ের বিধানের চেয়ে ভিন্ন। ইজারা বা ভাড়া হলো উপকার বিক্রির লেনদেন। এই উপকার ধীরে ধীরে অর্জিত হয় বিধায় বলা যায়, প্রতিবারের উপকার অর্জনের মাধ্যমে নতুন করে লেনদেন হয়। ভাড়ার পণ্যের মধ্যে যখন ক্রটি দেখা দেয় তখন ধরে নেওয়া হয়, চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এবং পণ্য বুঝে নেওয়ার আগেই এই ক্রটি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় বিক্রীত পণ্যে ক্রটি দেখা দিলে ক্রেতা পণ্য প্রত্যাখ্যানের অধিকার পায়, ইজারার ক্ষেত্রেও সেই বিধান কার্যকর হওয়া উচিত। বস্তুত ইজারা আর ক্রয়বিক্রয়ে তেমন কোনো পার্থক্য নেই, সকল মাযহাবের ফকীহগণই এ ব্যাপারে একমত। এই ঐকমত্য থাকার পরও কোনো কোনো ফকীহ ইজারার ক্ষেত্রে উপকার লাভকেই পণ্যের মর্যাদা দেন। তারা একথাও বলেন, যদি পণ্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইজারাদাতার অন্য কোনো দায় না থাকে, তবে চুক্তি সম্পাদনের সময়ই উপকার হস্তান্তর হয়ে যায়। হাম্বলীগণ এই যুক্তিকে আরো ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনে কুদামা হাম্বলী বলেন, উপকার লাভের মাঝে যদি ক্রটি দেখা দেয় তবে ইজারাগ্রহীতা তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার লাভ করে, কেননা উপকার অল্প অল্প করেই অর্জিত হয় ও কব্জায় আসে।[১০৭]

ইজারা রহিত করার আগেই যদি ক্রটি দূর হয়ে যায়; যেমন ভাড়াকৃত জন্তুর ল্যাংড়ামি দূর হয়ে যায় কিংবা কোনো বাড়ির ভাড়াদাতা দ্রুত বাড়ির ক্রটি মেরামত করে দেয়, তাহলে ভাড়াটে পণ্য প্রত্যাখ্যান এবং চুক্তি রহিত করার অধিকার পাবে না। কেননা উপকার অর্জনের ক্ষেত্রে তার ক্ষতির কোনো আশঙ্কা আর নেই।[১০৮]

---

১০৬. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৫

১০৭. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩০; প্রকাশ- আল-মানার; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ৬৬; আশ শারহুস, সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৪৯-৫২

১০৮. আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ৬৬

www.amarboi.org

ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যকার বিরোধ

ইজারার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়; যেমন ইজারার মেয়াদ, ভাড়া, নির্দিষ্ট মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় ভাড়াকৃত পণ্যের ব্যবহার– ইত্যাকার বিষয় নিয়ে ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এই মতবিরোধের ব্যাপারটি যদি দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হয় তবে কোন্ পক্ষের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে?

ফকীহগণ এ ব্যাপারে নিজেদের বিচার-বিবেচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন সমাধান দিয়েছেন। তাদের সকলের বক্তব্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে, কোন্ পক্ষ বাদী আর কোন্ পক্ষকে বিবাদী নির্ধারণ করা হবে, তার উপর। কেননা বাদী-বিবাদী নির্ধারিত হলে বাদীর কাছে সাক্ষ্য তলব করা হবে, আর বিবাদীর অস্বীকৃতির কসমকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বস্তুত এই পক্ষ নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভর করে উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর। বাহ্যিক পরিস্থিতি যার পক্ষে যাবে তাকে বিবাদী সাব্যস্ত করা হবে (এবং তার বিপরীতে দলিল প্রমাণ সাব্যস্ত না হলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে) এবং যে প্রতিপক্ষের উপর তার অধিকার বা স্বার্থহানির অভিযোগ উত্থাপন করবে তাকে বাদী সাব্যস্ত করা হবে।

এ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সকল মাসআলাই বাদী-বিবাদী নির্ধারণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিস্তারিত জানার জন্যে دَعْوَى পরিভাষায় দেখা যেতে পারে।

ভাড়াকৃত পণ্য কিভাবে ব্যবহৃত হবে?

কখনো অস্থাবর সম্পত্তি ইজারা দেয়া হয় আবার কখনো স্থাবর সম্পত্তি ইজারা দেয়া হয়। আবার মানুষকে ইজারা তথা শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কখনো ব্যক্তিগত শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা হয়, আবার কখনো সাধারণ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। ইজারার এই প্রকারগুলোর কোনো কোনাটিতে কিছু বিশেষ বিধান কার্যকরী হয়। প্রত্যেক প্রকার ইজারার আলোচনায় ভিন্ন ভিন্নভাবে সেটির বিধান বর্ণনা করা হবে।

অতীতে যেসব জিনিসের ক্ষেত্রে ইজারার লেনদেন হতো, ফকীহগণ এসবের বিধানের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইজারার পণ্য ব্যবহারে ফকীহগণের মতপার্থক্য হয়েছে। সেসব বিষয়ে একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার বোঝা যায়, তাদের মতভিন্নতার ভিত্তি হলো-

ক. ইজারা সম্পাদনের সময় যদি এমন কোনো শর্তারোপ করা হয় যা শরীয়ত অনুমোদিত, তবে তা পালন করা অপরিহার্য।

www.amarboi.org

খ. ভাড়াকৃত জিনিসটি যদি এমন হয় যে, ব্যবহারের পদ্ধতির ভিন্নতায় তাতে বিরূপ প্রভাব পড়ে, তাহলে তা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন জিনিসটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

গ. ইজারাকৃত পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুসৃত হবে–রীতি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হোক বা ব্যাপক হোক।

ফিকহের গ্রন্থাবলিতে ইজারার সাথে প্রাসঙ্গিক যেসব শাখা-প্রশাখার বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোতে ফকীহদের যে মতপার্থক্য বর্ণিত হয়েছে এসবই হয়েছে মূলত উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে।[১০৯]

ইজারার পণ্যের ভিত্তিতে ইজারার প্রকার

প্রথম প্রকার : নিষ্প্রাণ জিনিসের ইজারা : إِجَارَةُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ

কোন্ জিনিসের ইজারা জায়েয আর কোন্ জিনিসের ইজারা নাজায়েয? যে জিনিসের ক্রয়বিক্রয় জায়েয তা ইজারা দেয়া-নেয়া জায়েয। কেননা ইজারা দ্বারা উপকার ক্রয় করা হয়। কিন্তু শর্ত হলো, উপকার অর্জন করতে গিয়ে ইজারাকৃত জিনিসটি ধ্বংস হয়ে না যায়, তা লক্ষ রাখতে হবে। তবে এমন কিছু জিনিসও রয়েছে যেগুলোতে ক্রয়বিক্রয় হয় না, কিন্তু ইজারা চলে। যেমন স্বাধীন মানুষ, ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি ইত্যাদি। উপকার এমন হওয়া উচিত, সমাজের রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী যে উপকার অর্জনের উদ্দেশ্যে ইজারা চলে। ইজারা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা যায় এর মূল ভিত্তি মূলত রীতি ও পদ্ধতির ভিন্নতা।[১১০]

জায়গা-জমির ইজারা : إِجَارَةُ الأَرَاضِي

জায়গা-জমি ইজারা দেওয়া সর্বতোভাবেই জায়েয। অবশ্য শাফেয়ীগণ জমি ইজারার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করার শর্ত দিয়েছেন। কেননা নানা উদ্দেশ্যে জমি ইজারা নেয়া হয় এবং একেক কাজের প্রতিফলন একেক মাত্রায় ঘটে। অন্য জিনিসসহ যখন জমি ইজারা নেয়া হয়; যেমন পানি, ঘাস, ফসলসহ তবে তার বিধান কী, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. পানি কিংবা চারণক্ষেত্র সহ জমি ইজারা দেওয়া : إِجَارَةُ الأَرْضِ مَعَ الْمَاءِ أَوِ الْمَرْعَى

সার্বিকভাবে পানি সহ কিংবা চারণভূমি সহ জমি ইজারা দেওয়া জায়েয। এ সম্পর্কে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু হানাফীগণ পুকুর-নদী ইত্যাদি মাছ ধরার

---

১০৯. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩০

১১০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৫; আদ দুসুকী আলা শারহুল কবীর, খ. ৪, পৃ. ২৯; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৫২

www.amarboi.org

জন্যে ভাড়া নেওয়া এবং ঘাসের জন্যে চারণভূমি ভাড়া নেওয়াকে জায়েয মনে করে না; যদি ভূমির ঘাস কিংবা নদীর মাছই ইজারার উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয়, কোনো পতিত জমি ইজারা নেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে জমির মালিক ইজারাগ্রহীতাকে জমিতে ঘাস চাষ করে কিংবা প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ঘাস থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে। কেননা ঘাসের অস্তিত্ব ধ্বংস করা কিংবা নিশ্চিহ্ন করা ছাড়া ঘাস থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। অন্য ফকীহগণের দৃষ্টিতে জমি ও ঘাস উভয়টির সমন্বয়ে জমি ইজারা নেওয়া জায়েয। এ অবস্থায় ঘাস জমির অংশ হিসেবে ইজারায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হানাফীদের মধ্যেই কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা ইজারা নেওয়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যে রাস্তা দিয়ে ইজারাগ্রহীতা নিজেই যাতায়াত করে কিংবা অন্য লোকজন যাতায়াত করে এমন রাস্তা ইজারা নেওয়া যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, গমনাগমনের পথ ইজারা নেওয়া জায়েয নেই।[১১১]

২. ফসলী জমির ইজারা : إِجَارَةُ الأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ

সকল মাযহাবের ফকীহগণই চাষাবাদের জন্যে জমি ইজারা নেওয়াকে বৈধ বলেছেন। অধিকাংশ ফকীহ বলেন, চাষাবাদের জমি ইজারা নিতে হলে জমির পরিমাণ ও জমি উভয়টি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। নির্দিষ্ট জমি ইজারা নেওয়া জায়েয। জমি নির্দিষ্ট না করে শুধু জমির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে জমি ইজারা নেওয়া জায়েয নয়। শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ জমি নির্দিষ্ট করতে সরাসরি জমি প্রত্যক্ষ করার শর্তপ্রদান করেছেন। কেননা জমির মান, অবস্থান এবং পানির নৈকট্য ও দূরত্বের উপর নির্ভর করে জমি থেকে ভাড়াটে কতটুকু উপকৃত হতে পারবে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ছাড়া জমির উপকারিতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।[১১২]

মালেকী ফকীহদের কাছে জমি দেখা শর্ত নয়, জমি না দেখেও যদি কেউ ভাড়া নেয় তা বৈধ হবে। যেমন কেউ বলল, আমি আমার অমুক জমি থেকে তোমার

---

১১১. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২-৩১-৫৭-৫৮-১২৯-১৩১-১৩৮; আশ শারহুস কবীর মাআ আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩০-৩২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৬৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫, ৪০১-৪০২; হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৬৯; হাশিয়া আর-রাশিদী আলা নিহায়াতিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৯৭; প্রকাশ-মুস্তাফা আল-হালাবী; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৭-২৪; আল-খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ৩৯; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১১, ৩৩, ৩৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৩, ১৮৪, ৪০২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬৫, ৪৬৮; কাশফুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১২৪; আল-মাবসূত, খ. ১৫, পৃ. ১৬৫ এবং খ. ১৬, পৃ. ১৬-২৫

১১২. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

কাছে এই দিক থেকে এক একর জমি ইজারা দিলাম কিংবা বলল, আমার অমুক ক্ষেতের পূর্বের অংশ থেকে তোমাকে দুইশত গজ ইজারা দিলাম। কিংবা বলল, নদীর দিক থেকে এই পরিমাণ তোমার কাছে ইজারা দিলাম। জমি যদি একই মানের হয়, চাষাবাদের দৃষ্টিতে কোনো অংশের মধ্যে উৎপাদনে হ্রাসবৃদ্ধির আশঙ্কা না থাকে, তাহলে শুধু পরিমাণ নির্দিষ্ট করার দ্বারাই ইজারা বৈধ হবে। তবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি জমির মধ্যে তারতম্য থাকে, আর এমন জমিতে জমির অবস্থান ও দিক নির্দিষ্ট করা না হয় তবে ইজারা বৈধ হবে না। তবে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে যদি জমি ইজারা দেওয়া হয় তবে জমির পরিমাণ ও অংশ নির্ধারণ না করলেও ইজারাচুক্তি শুদ্ধ হবে।[১১৩]

অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন, জমির ইজারা সহীহ্ হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংরক্ষিত পানি কিংবা বন্ধ না হওয়ার ঝুঁকিমুক্ত প্রবহমান পানিপ্রাপ্তির ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে হবে। কেননা, যে জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় কেবল সেই জিনিসের ক্ষেত্রেই ইজারাচুক্তি বৈধ। ফলে সেই মানের জমির ইজারা শুদ্ধ হবে প্রাকৃতিক ভাবে যেসব জমিতে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে কিংবা প্রয়োজনের সময় নদী, খালবিল, পুকুর, কুয়া কিংবা ঝরনা থেকে প্রয়োজনমতো সেচের ব্যবস্থা করা যায় কিংবা প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টির পানি দিয়েই সেচের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়। কিংবা জমিতে এমন বৃক্ষরোপণ করা হয় যে বৃক্ষ বা ফসল নিজেই জমির গভীর থেকে পানি শুষে নেয়, অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হয় না। শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ উল্লিখিত শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। হানাফীগণও শর্তারোপ করেছেন, যে উপকারের বিষয়ে চুক্তি হবে সেটি বাস্তবে ও শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে, এ বক্তব্যটিও উল্লিখিত বর্ণনাকেই সমর্থন করে।[১১৪]

মালেকীগণ বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিত ভূমিকে একাধারে কয়েক বছরের জন্য ইজারা দেয়ার পক্ষে; তবে তাদের শর্ত হলো ইজারা মুদ্রার বিনিময়ে হবে না। ইজারাগ্রহীতা যদি স্বেচ্ছায় চুক্তি সম্পাদনের পরে বা পূর্বে মুদ্রা জমির মালিককে দিয়ে থাকে, তবুও মালেকীদের মতে ইজারা সহীহ্ হবে না। তবে চাষাবাদের দিক থেকে যদি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারটিতে নিশ্চয়তা থাকে, সাধারণত বৃষ্টির পানিতেই সেই জমিতে সেচের কাজ চলে কিংবা সর্বক্ষণ

১১৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৪১; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ২০-২১, ২৯৫; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬

১১৪. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৮৮

www.amarboi.org

প্রবহমান নদী থেকে সেচের প্রয়োজন মেটানো হয় কিংবা জমির পাশেই এমন ঝরনাধারা রয়েছে যা কখনো বন্ধ হয় না বা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় না, তবে এমন জমি মুদ্রার বিনিময়েও ইজারা দেয়া বৈধ। বস্তুত মালেকীদের মূল বক্তব্য হলো, কার্যকরভাবে যখন জমি থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হবে, তখনই কেবল টাকা /মুদ্রার বিনিময়ে জমি ইজারা দেয়া বৈধ হবে।

ফসলী জমিতে চাষাবাদের উদ্দেশ্যে যদি চুক্তি হয়, কিন্তু ইজারা মুদ্রায় পরিশোধ করা হবে, না অন্য কোনো মাধ্যমে? এ ব্যাপারটি অনালোচিত থেকে যায় কিংবা চুক্তি সম্পাদনের সময় মুদ্রার মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধে অসম্মতি প্রকাশ করা হয়, এ অবস্থায় যদি জমি এমন বৈশিষ্ট্যের হয় যে জমিতে সারা বছর প্রবহমান নদী থেকে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেই জমির ক্ষেত্রে মুদ্রার দ্বারাই ভাড়া পরিশোধের ফয়সালা দেওয়া হবে। আর যে জমি কুয়া, বৃষ্টির পানি কিংবা ঝরনার পানিতে সেচ দেওয়া হয় তাতে মুদ্রার মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধের ফয়সালা দেওয়া যাবে না।

তবে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ শর্তারোপ করেছেন, পানি প্রাপ্তির বিষয়টিতে ফসলী জমি ইজারার ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হতে হবে, তবেই কেবল মুদ্রার মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করা যাবে। তবে যদি পানি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না বটে, কিন্তু ফসল উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে, এখন আর সেচের প্রয়োজন নেই, তবে এক্ষেত্রে মুদ্রার মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করা যাবে।[১১৫]

এ ব্যাপারে সকল ফকীহ্ একমত, যে জিনিস ছাড়া জমি থেকে উপকার লাভ সম্ভব নয়; যেমন পানির উৎস এবং রাস্তা, জমি ইজারার ক্ষেত্রে এগুলোর উল্লেখ না করলেও স্বাভাবিকভাবেই এগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উৎপন্ন ফসলের এক অংশের বিনিময়ে ভূমির ইজারা : إِجَارَةُ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ভাড়াকৃত জমিনে উৎপাদিত ফসলের এক অংশ দ্বারা সে জমির ভাড়া পরিশোধের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও হাম্বলীগণ জমির উৎপন্ন ফসল থেকে ভাড়া পরিশোধ করা জায়েয মনে করেন। কেননা এটি বহুল প্রচলিত এবং উদ্দিষ্ট লাভ ও মুনাফা। পক্ষান্তরে মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে জমির উৎপন্ন ফসল থেকে জমির ভাড়া পরিশোধ জায়েয না। তারা এটিকে চাকি ঘুরিয়ে আটা উৎপাদনকারীর পারিশ্রমিক উৎপাদিত আটা থেকে দেয়ার সাথে তুলনা করেন, যা জায়েয নয়। তবে তারা ফসলী জমি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে জমিতে সেচ দেয়ার মতো সহজলভ্য পানির সংস্থান থাকার

---

১১৫. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৬

www.amarboi.org

শর্তারোপ করেন। সেই সেচব্যবস্থা বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক পানি দ্বারাই হোক না কেন। জমি যদি দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেওয়া হয় তবে পানিপ্রাপ্তির ব্যাপারটি সন্তোষজনক হতে হবে।[১১৬]

ফসলী জমির ইজারার মেয়াদকাল : الْمُدَّةُ فِي الْأَرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ

যে-কোনো মেয়াদের জন্য ফসলী জমি চাষাবাদের জন্যে ইজারা দেওয়ার কথায় সকল ফকীহ একমত; যেমন এক বছরের জন্যে কিংবা দশ বছরের জন্যে। শাফেয়ীদের মতে, চাষাবাদের জন্যে শত বছর বা আরো অধিক সময়ের জন্যে জমি ভাড়া দেয়া বৈধ। তা ওয়াকফ সম্পত্তিই হোক না কেন; দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা ইজারা বা ভাড়া দেয়ার লেনদেন তত দিন পর্যন্ত সহীহ যত দিন জিনিসটি অক্ষুণ্ন থাকে এবং তা থেকে উপকার লাভ করা সম্ভব। অবশ্য শাফেয়ীদের অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, ত্রিশ বছরের চেয়ে বেশি সময়ের জন্য ফসলী জমি ইজারা দেয়া উচিত নয়। কেননা, সাধারণত ত্রিশ বছর পর সকল জিনিসে পরিবর্তন ঘটে। শাফেয়ীদের অন্য এক বর্ণনা মতে, এক বছরের বেশি মেয়াদে ফসলী ভূমি ইজারা দেয়া উচিত নয়। কেননা, এক বছরের মেয়াদ দ্বারাই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

হানাফীগণ বলেন, জমি যদি ওয়াকফসম্পত্তি হয় আর মোতাওয়াল্লী দীর্ঘ মেয়াদের জন্যে ইজারা দিয়ে দেয়; তন্মধ্যে যদি জিনিসপত্রের মূল্যে হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটে, তবে ইজারা জায়েয হবে। তবে যদি ওয়াকফকারীর পক্ষ থেকে একবছরের চেয়ে বেশি সময়ের জন্যে ভাড়া না দেওয়ার শর্তারোপ করা হয় তাহলে ওয়াকফকারীর এমন শর্তারোপ এবং তার ইচ্ছার বরখেলাপ করা যাবে না। তবে এক বছরের চেয়ে বেশি সময়ের জন্যে ভাড়া দেওয়ার মধ্যে যদি ওয়াকফসম্পদের প্রবৃদ্ধি বেশি হয় তবে ওয়াকফকারীর ইচ্ছার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত মোতাওয়াল্লী নিতে পারবে।[১১৭]

ইজারা শব্দের সাথে বিভিন্ন শর্তারোপ : اقْتِرَانُ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ بِبَعْضِ الشُّرُوطِ

সর্বসম্মতভাবেই ইজারাচুক্তিতে বিভিন্ন ধরনের শর্তারোপ করা যায়; তবে শর্ত যদি এমন হয় যে ইজারার মেয়াদ শেষ হলেও তার প্রভাব থেকে যায়, এমন শর্তারোপের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা এ ধরনের শর্তারোপ এক পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে। তবে শর্ত যদি এমন হয় ইজারাচুক্তি যা

---

১১৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৭০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৭

১১৭. কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১১; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩১৮; প্রকাশ- ১৩৫৭ হিজরী।

www.amarboi.org

দাবি করে, তবে সেই শর্তের কারণে ইজারাচুক্তি গর্হিত হবে না। যেমন কেউ যদি শর্তারোপ করে, আমি তোমার কাছে ফসলী জমি ইজারা দিতে পারি তবে শর্ত হলো, অসমতল জমিটাকে সমান করে নিতে হবে কিংবা জমিতে সেচ দেওয়ার শর্তারোপ করে তবে তা জায়েয হবে। কেননা, অসমতল জমি সমান না করলে কিংবা সেচ না দিলে অনেক ক্ষেত্রেই ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু শর্ত যদি এমন হয় যে, ফসল উৎপাদনের পর পুনরায় সে তাতে চাষ করবে কিংবা জমিতে থাকা ড্রেন খনন করে দিতে হবে, যার উপকারিতা ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বজায় থাকে, অথচ ইজারাচুক্তি এমন শর্তারোপ দাবি করে না, হানাফীদের মতে এমন শর্তারোপ অগ্রহণযোগ্য, এর দ্বারা চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। মালেকীগণ এমন শর্তারোপ জায়েয মনে করেন। কেননা, এটি এমন উপকার ইজারাগ্রহীতা নিজেও মেয়াদের মধ্যে তা থেকে উপকার লাভ করবে। তারপর ও যেহেতু এটি অক্ষুণ্ন থাকবে তাই এটি ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১১৮]

জমির ইজারাদাতা যদি এমন শর্তারোপ করে যে, ইজারাগ্রহীতা নিজেই চাষাবাদ করবে, কিংবা জমিতে শুধু গমচাষ করতে হবে, এমন শর্তারোপ করে তবে এসব শর্ত ইজারাচুক্তির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে, তাই এ সকল শর্ত মানা ইজারাগ্রহীতার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে না। ইজারাগ্রহীতা ইচ্ছা করলে ভাড়াকৃত জমি নিজে চাষ করতে পারে, অন্যকে দিয়েও চাষাবাদ করাতে পারবে। ইচ্ছা করলে গম আবাদ করতে পারে, জমিতে গমের সমান বা তা থেকে কম ক্ষতিকারক অন্য কোনো ফসল আবাদ করতে পারে। এটি এমন শর্ত যার জমির ইজারাদাতার উপর কোনো কার্যকর প্রভাব পড়বে না। ফলে এমন শর্তারোপ হবে অর্থহীন, চুক্তি যথারীতি বহাল থাকবে।

শাফেয়ীদের এক বক্তব্য মতে, এমন উদ্ভট শর্তারোপের কারণে ইজারাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এই শর্তারোপ ইজারাচুক্তির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। শাফেয়ীদের অন্য বর্ণনা মতে, এমন শর্তারোপ জায়েয এবং ভাড়াটের জন্যে মেনে চলাও জরুরী। কেননা ভাড়াটে জমির মালিকের কাছ থেকে জমি আবাদ করে লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়, তাই জমির মালিকের অনুমোদন ছাড়া জমি থেকে কোনো স্বার্থ অর্জন করার অধিকার রাখে না।[১১৯]

---

১১৮. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩৫; আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৬; মাওয়াহিবুস সামাদ ফী হাল্লি আলফাযিয যুবাদ, পৃ. ১০২; গায়াতুল বায়ান লিরামলী, খ. ১, পৃ. ২২৭; প্রকাশ- আল-হালবী; আত তাওযিহু লিশশাওকী, পৃ. ২০৭; প্রকাশক-আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যা।

১১৯. আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬১-৪৬২; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৫-৪৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩০২-৩০৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১৬

www.amarboi.org

অধিকাংশ ফকীহ তথা শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণের বিশুদ্ধ মতে, জমি ইজারার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। চাষাবাদ বা শস্য উৎপাদন করা হবে, না বৃক্ষরোপণ, তা উল্লেখ করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। কী ফসল উৎপাদন করা হবে, কোন্ ধরনের বৃক্ষরোপণ করা হবে তা উল্লেখ করা জরুরি নয়। বৃক্ষরোপণ ও শস্য-ফসল উৎপাদনের বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ, অনেক ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনের চেয়ে বৃক্ষরোপণের দ্বারা জমি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু দুধরনের শস্যে পার্থক্য সামান্য, তাই ক্ষতির তারতম্যও সামান্যই হয়।

যদি বৃক্ষরোপণ কিংবা ফসল উৎপাদনের বিষয়টি উল্লেখ করা না হয় এবং এ ব্যাপারে সেখানে কোনো প্রচলিত রীতিও না থাকে, তাহলে অস্পষ্টতার কারণে ইজারাচুক্তি জায়েয হবে না। অবশ্য ফকীহ ইবনুল কাসিম এমন ইজারাও বৈধ মনে করেন। তবে তার মতে, যে ধরনের চাষাবাদে জমির ক্ষতি সাধিত হয় ইজারাগ্রহীতাকে এমন ধরনের চাষাবাদ থেকে নিবৃত্ত করা হবে। কেউ যদি এ কথা বলে তার জমি ইজারা দেয়; আমি তোমার কাছে এই জমি ইজারা দিচ্ছি, তুমি বৃক্ষরোপণ কিংবা ফসলের চাষ যা ইচ্ছা করতে পারো, জমির মালিকের এ ধরনের কথায় অস্পষ্টতা থাকার কারণে ইজারা সহীহ হবে না।

হাম্বলীদের মতে যদি কেউ বলে, আমি তোমাকে এ জমি ইজারা দিচ্ছি, তুমি তাতে ফসল ফলাও ও গাছ লাগাও, তাহলে তা জায়েয হবে। ইজারাগ্রহীতা ইচ্ছা করলে জমির যে কোনো অংশে বৃক্ষরোপণ করতে পারে কিংবা ফসলের আবাদ করতে পারে। সম্পূর্ণ জমিতে সে ফসল ফলাতে পারে, গাছও লাগাতে পারে; শাফেয়ীদের একটি বর্ণনা মতে এমনটি জায়েয। তবে তাদের মতে এমন অস্পষ্ট বক্তব্য থাকার কারণে অর্ধেক জমিতে বৃক্ষরোপণ করবে এবং অর্ধেক জমিতে ফসল আবাদ করবে। কেননা উভয়টির উল্লেখ দু'টির মধ্যে সমতা রক্ষার দাবি করে। শাফেয়ীদের অপর বর্ণনামতে, ইজারা সহীহ হবে না। কেননা ইজারাদাতা দু'টির কোনোটির পরিমাণ স্পষ্ট করেনি।

যদি কেউ বলে, আমি তোমার কাছে এই জমি ইজারা দিচ্ছি তুমি এটি থেকে যা লাভ অর্জন করতে চাও করতে পারো– তাহলে হাম্বলীদের মতে, চুক্তি জায়েয এবং ইজারাগ্রহীতা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। উপরন্তু এই জমিতে কোনো স্থাপনাও নির্মাণ করতে পারবে। যে জমিতে সেচের ব্যবস্থা নেই এবং চুক্তির সময় চাষাবাদের কথা উল্লেখও করা হয়নি এমন জমির ক্ষেত্রে শাফেয়ীগণের দু'টি অভিমত রয়েছে :

এক. ইজারা সহীহ হবে না। কারণ সাধারণত চাষাবাদের জন্যই জমি ইজারা দেওয়া হয়। তাই মনে করা হবে মালিক চাষাবাদের শর্তেই ইজারা দিয়েছে।

www.amarboi.org

দুই. জমি যদি এতোটা উঁচু হয়, যেখানে সেচ দেয়ার কোনো সুযোগ সম্ভাবনা নেই, তাহলে ইজারা সহীহ হবে। কারণ এ অবস্থায় পরিষ্কার হয়ে যাবে চাষাবাদের জন্য এই জমি ইজারা দেওয়া হয়নি। কিন্তু জমি যদি সমতল ভূমি হয়, সেখানে অন্য জায়গা থেকে পানি সেচ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ইজারা সহীহ হবে না। কারণ, তখন মনে করা হবে ইজারাগ্রহীতা এটিকে চাষাবাদের জন্যই ইজারা নিয়েছে, অথচ এই জমিতে চাষাবাদ সহজসাধ্য নয়। কারণ সেচ দেওয়ার নিছক সম্ভাবনা থাকা যথেষ্ট নয়। অথচ ফসলী জমি ইজারার ক্ষেত্রে সেচ এর শুধু সম্ভাবনা থাকলে হবে না, সম্ভাবনা প্রবল থাকতে হবে। শাফেয়ীদের মতে এই অভিমতটি বেশি প্রবল।[১২০]

হানাফীদের মতে, যা শাফেয়ীদের দুর্বল মত, চাষাবাদ কিংবা বৃক্ষরোপণ, ভাড়াকৃত জমিতে কী করা হবে তা নির্দিষ্ট করা জরুরি। সেই সাথে কী ধরনের শস্য বা ফসলের চাষ করা হবে কিংবা কী গাছ রোপণ করা হবে তাও স্পষ্ট করা আবশ্যক। এ বিষয়টি স্পষ্ট না করলে ইজারা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা চাষাবাদ ছাড়া অন্য কাজেও জমি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো ফসলের আবাদ জমির ক্ষতি করে, কোনো কোনোটি আবার জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। তাই কিসের জন্যে ভাড়া নেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করার জন্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা জরুরি। অন্যথায় ভাড়াটেকে স্বাধীনতা দিয়ে দিতে হবে, সে যেভাবে ইচ্ছা জমি থেকে উপকৃত হতে পারবে। ফকীহ ইবনে সুরাইজ রহ. থেকে বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন, কী ফসলের চাষ করবে এটির সুস্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া জমির ইজারা সহীহ হবে না, যেহেতু ফসলের ধরনের পার্থক্যে জমির ক্ষয়ক্ষতিতে তারতম্য ঘটে।[১২১]

হানাফীগণ বলেন, চুক্তির ক্ষেত্রে এ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো ইজারাগ্রহীতা জমিতে কোনো ফসল আবাদ করে ফেলে আর ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তবে জমির মালিক ইসতিহসান হিসাবে নির্ধারিত ভাড়ার অধিকারী হবে; কিন্তু কিয়াসের দাবি হলো মালিক ভাড়ার অধিকারী না হওয়া, যা ইমাম যুফার রহ.-এর মত। লেনদেনটি যেহেতু ফাসিদ অবস্থায় অস্তিত্ব লাভ করেছে তাই এটি জায়েয হয়ে যাবে না, এই চুক্তির দ্বারা মালিক ভাড়ার অধিকারী হবে না।

এক্ষেত্রে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস হচ্ছে, লেনদেন পূর্ণতা পাওয়ার আগেই এ অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়।

---

১২০. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪৩; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৬; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৬২

১২১. কাশফুল হাকায়েক, ৬, পৃ. ১৬০; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৪, ৬৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৩-৪০৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১৩; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬০

www.amarboi.org

ফসলী জমি ইজারার বিধান

জমির মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইজারাগ্রহীতার কাছে জমি খালি অবস্থায় হস্তান্তর করা ভূমি মালিকের কর্তব্য। অন্যেক আবাদকরা ফসল জমিতে থাকাবস্থায় যদি জমি ইজারা নেয় বা জমিতে যদি এমন কিছু থাকে যার ফলে জমিতে চাষাবাদ সম্ভব না হয়, তবে ইজারা সহীহ হবে না। যেহেতু চুক্তিকৃত জমি থেকে তার উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। তবে জমি হস্তান্তর করার আগেই যদি পরিষ্কার করে দেওয়া হয় তবে ইজারা জায়েয হবে। হাম্বলীগণ বলেন, ইজারার মেয়াদের মধ্যে যদি জমি অন্য কিছু দ্বারা আবদ্ধ থাকে আর ইজারার মেয়াদের মধ্যেই খালি হয়ে যায় তবে যতটুকু সময় খালি থাকবে মেয়াদের সেই অংশের হিসাব মতে মূল্য দেয়ার মাধ্যমে ইজারা জায়েয হবে। যদি এর হিসেব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় তবে তার মীমাংসার জন্যে অভিজ্ঞ মহলের শরণাপন্ন হতে হবে।[১২২]

ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

(এক) ইজারাগ্রহীতার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, চুক্তিবদ্ধ হিসেব অনুযায়ী ইজারার মূল্য পরিশোধ করা। ফকীহগণ বলেছেন, যে জিনিস ইজারা দেওয়া হয়েছে, তা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার সাথে সাথেই ইজারার মূল্য পরিশোধের ব্যাপারটি অপরিহার্য হয়ে যায়। যদিও তখন পর্যন্ত তা ব্যবহার করা হয়নি। ফকীহগণ বলেছেন, জমির সেচ যদি বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা জমি জলমগ্ন হয়ে যায়, আর জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব না হয়, কিংবা এধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, যার ফলে চাষাবাদ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তবে ইজারাগ্রহীতার মূল্য পরিশোধ বাধ্যতামূলক হবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণের অবস্থান ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এখানে সেই ব্যাপারটির প্রতি ইশারা করা যৌক্তিক হবে।

হানাফীগণ বলেন, যে জমিতে নদীর পানি কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ দেওয়া হতো তাতে যদি কোন কারণে পানি আসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তা ভাড়া পরিশোধকে রহিত করে দেবে। অনুরূপভাবে চাষাবাদের আগেই জমি জলমগ্ন হয়ে গেলে তা ভাড়া পরিশোধ স্থগিত করে দেয়– যদি ভাড়ার গোটা মেয়াদকাল জলমগ্ন থাকে। একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি কোনো সন্ত্রাসী জমি জবরদখল করে নেয়। তবে ইজারাদার যদি ফসল আবাদ করে, এরপর কোনো প্রাকৃতিক কারণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা আবাদ করার পর জমি পানিতে

---

১২২. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৪, পৃ. ৪৭; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৭২

www.amarboi.org

তলিয়ে যায় এবং বীজ অঙ্কুরিত হতে না পারে, তবে যদিও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এক বর্ণনা মতে, পূর্ণ মূল্য আদায় করতে হবে। কিন্তু ফতোয়া হলো, ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মেয়াদের অবশিষ্ট যে সময়টুকু জমি খালি থাকে হিসেবে মতে এই সময়টুকুর ভাড়া দিতে হবে না।[১২৩]

মালেকীদের অভিমত উল্লিখিত অভিমতের খুবই নিকটবর্তী। তাদের মতে, ইজারার জমিতে যদি সেচ দেওয়ার পানি না পাওয়া যায় কিংবা আবাদ করার আগেই পানিতে তলিয়ে যায় এবং ইজারার মেয়াদ পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে থাকে, তাহলে ভাড়া আবশ্যিক হবে না। তবে যদি ফসল চাষ করার সুযোগ পাওয়া যায়, আবাদ করার পর অন্য কোনো কারণে আবাদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জমির কোনো দায় না থাকে তবে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। সেই সাথে তারা বলেন, অবস্থা যদি এমন হয় যে, আবাদ করার মতো সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে বীজ না থাকে, গ্রহীতার নিজের মালিকানায়ও নেই, ঋণ হিসাবে পাওয়ার সুযোগও নেই, তবে ইজারাগ্রহীতার উপর ভাড়া ওয়াজিব হবে না। কিংবা ইজারাগ্রহীতাকে যদি অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার কারণে চাষাবাদ করতে না পারে তবে জমির ভাড়া সেই ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে হবে যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে তাকে গ্রেফতার করেছে কিংবা অপহরণ করেছে।[১২৪]

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, কেউ যদি চাষাবাদ করার জন্য জমি ইজারা নেয় আর আবাদ করার জন্য সেচ দেয়ার পানি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে ইজারাগ্রহীতা ইজারা রহিত করার অধিকার পাবে। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে চুক্তি বহালও রাখতে পারবে। রহিত করার অধিকার এজন্য পাবে, যে উপকার বা লাভের উদ্দেশ্যে জমি ইজারা নিয়েছিল সেই লাভ অর্জনের সুযোগ এখন আর অবশিষ্ট নেই। যেমন পণ্যে ত্রুটি প্রকাশিত হলে বাতিল করার অধিকার হয়।

তারা আরো বলেন, ইজারাকৃত জমিতে ফসল আবাদ করার পর সেই ফসল যদি অতিবৃষ্টি, খরা কিংবা অতি ঠাণ্ডার কারণে কিংবা পঙ্গপালের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়, তবে ইজারাচুক্তি রহিত করার অধিকার পাবে না। কেননা যে বিপত্তি দেখা দিয়েছে সেটি সম্পূর্ণই ইজারাগ্রহীতার সম্পদের উপর, এই আপদের দরুন জমির মালিক তথা ইজারাদাতার কোনো দায় নেই।

---

১২৩. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪২-২৪৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৪০

১২৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬-৪০৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৭২

www.amarboi.org

তারা আরো বলেন, জলমগ্ন জমি ইজারা নিয়ে যদি এমন ফসল আবাদ করতে চায় যে ফসল পানিতে হয় না; যেমন গম, যব, তাহলে পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা যদি থাকে, যার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে গম বা যব আবাদ করা সম্ভব, তবে ইজারা সহীহ্ হবে, অন্যথায় ইজারা সহীহ্ হবে না। আর অবস্থা যদি এমন হয় যে, পানি নেমে যাবে এবং আলো বাতাসে জমি শুকিয়ে চাষাবাদের উপযোগী হবে; এমতাবস্থায় শাফেয়ী ফকীহ্গণের দু'টি অভিমত রয়েছে :

এক. এ অবস্থায়ও ইজারা সহীহ্ হবে না। এর কারণ, তাৎক্ষণিকভাবে ইজারাদারের পক্ষে উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

দুই. ইজারা সহীহ্ হবে; কেননা সাধারণ রীতি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ জানে এই জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব। এটিই বিশুদ্ধ মত।[১২৫]

ইজারাগ্রহীতার কর্তব্য হলো, চুক্তির শর্তাদি মেনে প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে থেকে জমি ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া। ইজারাগ্রহীতা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে না যার দ্বারা জমির বেশি ক্ষতি হয়। সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত। অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন, জমির মালিক ও ইজারাগ্রহীতা উভয়ে সমঝোতা করে যে কোনো ফসল আবাদ করতে পারবে। কিংবা উভয়ের সম্মত ফসলের কাছাকাছি ফসল কিংবা এর চেয়েও কম ক্ষতি হয় এমন ফসল আবাদ করবে।

হানাফীগণ বলেন, গম চাষ করার কথা বলে কেউ যদি ইজারাকৃত জমিতে তুলা চাষ করে তবে তা জায়েয হবে না। যদি এমনটি করে তবে জমিতে যে ক্ষতি হবে সেজন্য ইজারাগ্রহীতা দায়ী থাকবে এবং তাকে জমি জবর দখলকারী মনে করা হবে।[১২৬] উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, হানাফীদের মতে, কী ফসলের চাষ করবে তা নির্দিষ্ট করাও তাদের দৃষ্টিতে ইজারা সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত।

এক্ষেত্রে শাফেয়ীদের অভিমত হলো, এমনটি করলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইজারাগ্রহীতার উপর ভাড়া নির্ধারিত হবে। কেননা, এমনটি সীমালঙ্ঘন আর সীমালঙ্ঘনকে কোনো অবস্থাতেই বৈধতা দেওয়া যায় না। কারণ এ ধরনের ঘটনা বিবাদ সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

শাফেয়ীদের অন্য অভিমত হলো, এক ফসল করার কথা বলে যদি উর্বরাশক্তি ক্ষয়কারী অন্য ফসল চাষ করে তবে চুক্তির নির্ধারিত ভাড়া ছাড়াও সীমালঙ্ঘনের দরুন সমাজে যে পরিমাণ ভাড়ার প্রচলন রয়েছে সেটিও ইজারাদারকে পরিশোধ করতে হবে। তাদের আরেকটি মত হলো, জমির মালিক চুক্তিবদ্ধ ভাড়া গ্রহন করার পর প্রচলিত অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবে কিংবা এ অবস্থায় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভাড়া আদায় করবে।

---

১২৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৬১

১২৬. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৫০

www.amarboi.org

হাম্বলীগণ বলেন, যদি নির্দিষ্ট ফসল; যেমন গম চাষের শর্তারোপ করা হয়ে থাকে, তবে তাদেরও দুটি অভিমত রয়েছে। এক মতে, এ শর্ত করা জায়েয হবে না। যেহেতু চুক্তি হয়েছে জমি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য, আর গম চাষের শর্ত উপকারিতার ধরন বোঝানোর জন্য করা হয়েছে। অপর মত হলো, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে শর্তারোপ কার্যকর হবে। শুধু গম চাষের শর্তারোপ চুক্তির চাহিদা পরিপন্থী। হাম্বলীদের মধ্যে কাযী এ অভিমত ব্যক্ত করেন।[১২৭]

ফসলী জমির ইজারা সমাপ্তি : انقضاء إجارة الأرض الزراعية

ইজারা যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে হয় আর মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তবে সকল ফকীহের মতেই ইজারাচুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যদি কাটার সময় না হওয়ায় জমিতে ফসল থেকে যায় তবে জমিতে ইজারাচুক্তি অক্ষুণ্ন থাকবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গ্রহীতা নির্দিষ্ট ভাড়া দেবে আর অতিরিক্ত সময়ের জন্য তাকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

উল্লিখিত মাসআলায় এবং বৃক্ষরোপণের জন্য কেউ কোনো জমি ইজারা নিলে, চাষাবাদের জন্যে নয়, ফকীহগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। হানাফীগণ বলেন, কেউ যদি বৃক্ষরোপণের জন্য জমি ইজারা নিয়ে থাকে আর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তবে বৃক্ষ কেটে বা উপড়ে জমির মালিককে খালি জমি ফেরত দিতে হবে। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, সে সময়ের হার অনুযায়ী ভাড়া দিয়ে বৃক্ষ বহাল রাখতে পারবে। তবে যদি জমির মালিক সম্মত হয় যে বৃক্ষ উপড়ে ফেলার পর তার যা দাম হবে তা রোপণকারীকে দিয়ে বৃক্ষ বহাল রেখে দেবে যদি বৃক্ষ উপড়ে ফেলার দ্বারা জমির বেশি ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর যদি জমির বেশি ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তবে জমির মালিক কোনো জরিমানা দেয়া ছাড়াই বৃক্ষ উপড়ে ফেলার অধিকার পাবে। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদের ইজারা মেয়াদ শেষে খালি জমি ফিরিয়ে দেওয়া দাবি করে। ফসলের জন্য জমি ইজারা নিলে মেয়াদ শেষে যেমন ফসল তুলে জমি খালি করে দিতে হয়; এক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান হবে।[১২৮]

উল্লিখিত মাসআলায় মালেকীদের অভিমতও হানাফীদের মতের নিকটবর্তী। কেবল পার্থক্য এই, মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহ বলেন, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত সময়ের ভাড়ার বদলে ফসল কাটা পর্যন্ত জমির মালিক

---

১২৭. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫-৪০৫; আশ শারহুস কবীর, মাআ মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৮০-৮১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২২

১২৮. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩৮

www.amarboi.org

ইজারাদারকে সুযোগ দেবে, যদি ইজারাদারের ধারণা মেয়াদের মধ্যেই তার ফসল কাটার উপযোগী হয়ে যাবে। ইজারাদারের যদি এমন ধারণা ও বিশ্বাস না থেকে থাকে, সে ইচ্ছা করেই বিলম্বিত ফসলের আবাদ করে তবে মালিকের জন্য ফসল কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়ার অধিকার থাকবে।[১২৯]

এ ব্যাপারটি শাফেয়ীগণ আরো ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন, কেউ যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এমন ফসল চাষের জন্য জমি ইজারা নেয় যা উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে কাটা মোটেও সম্ভব নয়, সেই সাথে সে ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই রাখার শর্তারোপ করে তবে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা শর্তটি এমন, ইজারার চুক্তি যাকে সমর্থন করে না। তবে ইজারাদার ভাড়া নেওয়ার পর যদি দ্রুতই সে জমিতে ফসলের চাষ করে, কিন্তু কোনো কারণে যথাসময়ে তার ফসল কাটার উপযুক্ত না হয়, এ অবস্থায় তাকে ফসল তুলে নেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। তবে তাকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত দিনগুলোর ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। তবে চুক্তির সময়ই যদি মেয়াদ শেষে বৃক্ষ বা ফসল কেটে নেওয়ার শর্তারোপ করা হয়, তবে চুক্তি সহীহ হবে এবং বৃক্ষ বা ফসল কেটে ফেলার জন্য বাধ্য করা যাবে। যদি এমন কোনো শর্ত না করা হয়, তাহলে মেয়াদ শেষ হলে, কেউ বলেছেন, গাছ বা ফসল তুলে ফেলতে হবে। কেননা, যে মেয়াদের ভিত্তিতে চুক্তি করা হয়েছে তা পূর্ণ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, ফসল বা বৃক্ষ কেটে নেওয়ার জন্য ইজারাদারকে বাধ্য করা যাবে না, যেহেতু চুক্তিতে ফসলের ব্যাপারটি নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

যদি চুক্তির সময় কী ফসলের চাষ করবে তা নির্দিষ্ট করা না হয় এবং বিলম্বে ফসল হওয়ার পেছনে ইজারাগ্রহীতার অবহেলা দায়ী থাকে, তাহলে জমির মালিক ফসল উপড়ে ক্ষেত পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য ইজারাদারকে বাধ্য করতে পারবে। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদের উপর ইজারার চুক্তি হয়েছিল।

ক্ষেতে ফসল বপনে কোনো সমস্যার কারণে যদি বিলম্ব ঘটে তবুও কোনো কোনো ফকীহের মতে ইজারাগ্রহীতাকে মেয়াদপূর্তি হয়ে গেলে ফসল উপড়ে ফেলতে জমির মালিক বাধ্য করতে পারবে। কেউ বলেছেন, বাধ্য করা হবে না। বস্তুত এই বিধানই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। যেহেতু এ সময় জমি চাষ করতে যে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়েছে তা গ্রহীতার কোনো ত্রুটির কারণে নয়, তাই সে নির্দিষ্ট

---

১২৯. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০২-৪০৩; আশ শারহুল কবীর ওয়া হাশিয়াতুদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৮; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৫৩, ৫৯

www.amarboi.org

মেয়াদ শেষে চুক্তির ভাড়া আদায় করবে, আর অতিরিক্ত সময়ের ভাড়া প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পরিশোধ করবে।[১৩০]

কেউ যদি বৃক্ষরোপণের জন্য কোনো জমি নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাড়া নেয়, তবে শাফেয়ীদের মতে বৃক্ষ জমিতে বহাল রাখার শর্তারোপ করা জায়েয। আর যদি বৃক্ষ কেটে ফেলার শর্তারোপ করা হয়ে থাকে তাহলে শর্ত অনুযায়ী ইজারাগ্রহীতা বৃক্ষ কেটে নেবে। তবে ব্যবহৃত জমি পূর্বের মতো বরাবর করে দেওয়ার কোনো দায় ইজারাগ্রহীতার থাকবে না।

কেউ যদি শর্তহীন চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলে ইজারাগ্রহীতার রোপিত বৃক্ষ তুলে ফেলা অপরিহার্য হবে না। এর কারণ, সাধারণত বৃক্ষ তত দিন পর্যন্ত থাকে যতদিন শুকিয়ে নিজে নিজেই উপড়ে না পড়ে। ইজারাগ্রহীতা যদি বৃক্ষ তুলে নিতে চায় তবে কারো মতে, জমি সমতল করে দেওয়ার দায়িত্ব ইজারাগ্রহীতার উপর বর্তাবে, যদি মেয়াদপূর্তির আগেই বৃক্ষ তুলে নিতে উদ্যোগী হয়। কেননা অন্যের জমি থেকে তার অনুমতি ছাড়াই সে গাছ তুলে নিতে চাচ্ছে।

অন্যদের মতে, জমি সমতল করে দেয়ার দায়িত্ব ইজারাগ্রহীতার কাঁধে বর্তাবে না। কারণ, সে এমন জমি থেকে গাছ তুলে নিতে চাচ্ছে যে জমি তার দখলে এবং সে-ই এই বৃক্ষ রোপণ করেছে। অবশ্য এ কথায় সকল ফকীহ একমত, মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যদি বৃক্ষ কেটে নেয়, তবে জমি অবশ্যই ইজারা গ্রহীতাকেই সমতল করে দিতে হবে। ইজারা গ্রহীতা যদি বাগানে বৃক্ষ বহাল রাখতে চায়, আর জমির মালিক তাকে টাকা দিয়ে গাছ কিনে রাখতে চায়, তবে গ্রহীতাকে টাকা নিয়ে বৃক্ষ বহাল রাখতে বাধ্য করা যাবে। আর মালিক যদি চায় বৃক্ষ তুলে নেওয়া হোক, আর বৃক্ষ তুলে নিলে তাতে বৃক্ষের মূল্যে কোনো হেরফের হবে না, তবে ইজারাগ্রহীতাকে বৃক্ষ তুলে নিতে বাধ্য করা যাবে।[১৩১]

সার্বিকভাবে হাম্বলীদের অভিমত শাফেয়ীদের মতের নিকটবর্তী। তবে তাদের মতে ক্ষেত প্রস্তুতকরণে যদি গ্রহীতার কোনো ত্রুটি থাকে এবং এই ত্রুটির কারণে ফসল তুলতে বিলম্ব ঘটে, তবে তারা এই ইজারাগ্রহীতাকে জমি জবরদখলকারীর সঙ্গে তুলনা করেন। এ অবস্থায় মেয়াদ অতিক্রম করার পর জমির মালিক ইচ্ছা করলে মূল্য পরিশোধ করে বৃক্ষ কিনে নেবে কিংবা অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে জমিতে বৃক্ষ বহাল রাখবে। গ্রহীতা যদি এখন বৃক্ষ কেটে নিতে চায় তবে তার সেই অধিকার থাকবে। কাজী বলেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে

---

১৩০. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪২৯; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩৫-২৩৬; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬৭

১৩১. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৭

www.amarboi.org

সাথেই গ্রহীতা গাছ কেটে নেবে। অবশ্য উভয়েই ভাড়ার বিনিময়ে সম্মত হয়ে যদি জমিতে গাছ রেখে দিতে চায় তবে তা জায়েয হবে। ক্ষেতে ফসল রেখে দেওয়ার (এবং কাটতে বিলম্ব করার) মধ্যে যদি ইজারাগ্রহীতার অনিচ্ছা, অবহেলা বা ত্রুটির কোনো প্রভাব না থাকে তবে জমির মালিকের জন্য আবশ্যিক হবে ফসল কাটার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত ক্ষেতে থাকতে দেওয়া। অবশ্য তাতে যে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হবে এজন্য ইজারা গ্রহীতা নির্ধারিত ভাড়া প্রদানের পর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এ কদিনের ভাড়া পরিশোধ করবে।[১৩২]

চাষাবাদের জন্য এক ফসলের মেয়াদে জমি ইজারা নেয়ার পর মালিক কিংবা গ্রহীতার মৃত্যু হলে, কিন্তু তখনো ক্ষেতের ফসল কাটা হয়নি, এ অবস্থায় গ্রহীতার কিংবা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য ফসল কাটা পর্যন্ত চুক্তি বহাল রাখার অধিকার থাকবে। এবং তারা প্রচলিত মূল্য অনুযায়ী ভাড়া পরিশোধ করবে। তবে গ্রহীতা মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, ভাড়া মৃতের সম্পদ থেকে আদায় করা হবে না, উত্তরাধিকারীদের সম্পদ থেকে প্রদান করতে হবে।[১৩৩] এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জমির মালিক কিংবা গ্রহীতার মৃত্যু হলে হানাফীদের মতে– ইজারাচুক্তি– বাতিল হয়ে যায়, অন্য মাযহাবের ফকীহগণের মতে বাতিল হয় না।

ঘর-বাড়ি ও ইমারতের ইজারা বা ভাড়া প্রদান : إِجَارَةُ الدُّورِ وَالْمَبَانِي

ঘর-বাড়িতে কিসের ভিত্তিতে উপকারভোগ নির্ধারণ করা হবে?

ঘর ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। কোনো ভাড়াটেকে যে ঘর দেখানো হয়েছে, পরবর্তী সময়ে সেই ঘর বুঝিয়ে দেওয়ার বেলায় যদি সে এমন পরিবর্তন দেখতে পায়, যা তার বসবাস করার ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক হয় তবে ভাড়াটে সেই চুক্তি বাতিল করতে পারবে– ত্রুটিজনিত প্রত্যাখ্যানের অধিকার বলে। কেউ যদি ঘর দেখা ছাড়া, যা সে চুক্তি বন্ধ হওয়ার আগেও দেখেনি এবং চুক্তির সময়ও দেখেনি, শুধু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বিশ্বাস করে ইজারাচুক্তি করে, এক্ষেত্রে যেসব ফকীহ ক্রেতার জন্যে পণ্য দেখার অধিকারকে ইজারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মনে করেন তাদের মতে, ইজারাগ্রহীতার দেখার অধিকার বলবৎ হবে।[১৩৪]

আবাসিক ঘরবাড়ির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণত তেমন তারতম্য ঘটে না, সবাই বসবাস কাজেই ব্যবহার করে। ফলে দোকান হোক কিংবা বসত ঘর হোক,

---

১৩২. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৩; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ২১৪

১৩৩. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৩

১৩৪. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬৪-৬৮

www.amarboi.org

ইজারাদার কী কাজে ব্যবহার করবে তা উল্লেখ ছাড়াও ইজারাচুক্তি হতে পারে। কেননা সব ঘরবাড়ি সাধারণত লোকজন বসবাসের কাজেই ব্যবহার করে, আর দোকানপাট ব্যবসায়িক ও শিল্পকারিগরি কাজে ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ ছাড়াও সামাজিক প্রচলনের মাধ্যমেও ব্যবহারের বিষয়টি নির্ধারিত হতে পারে। আবাসিক কাজে উল্লেখযোগ্য তেমন পার্থক্য ঘটে না; অতএব আবাসিক ঘরবাড়ি ইজারা নেওয়ার সময় ইজারাগ্রহীতার তা নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়।[১৩৫]

ঘরের মালিক যদি ভাড়া দেওয়ার সময় ভাড়াগ্রহীতাকে শর্ত দেয়, সে আর কাউকে সঙ্গে রাখতে পারবে না, তবে হানাফীদের মতে মালিকের এই শর্তারোপের কোনো কার্যকারিতা থাকবে না, তবে চুক্তি সহীহ্ হবে এবং ভাড়াটে অন্য লোককেও সঙ্গে রাখতে পারবে।

মালেকী ও হাম্বলীদের মতে মালিকের এই শর্তারোপ গ্রহণযোগ্য। তাই এরূপ শর্ত করা হলে ভাড়াটে আর কাউকে তার সঙ্গে রাখতে পারবে না। তবে সামাজিক রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী যেসব ব্যক্তিদের সাথে রাখা যায় তাদেরকে রাখতে পারবে।

শাফেয়ীদের মতে, মালিকের এমন শর্তারোপ যেমন ফাসিদ, সেই সাথে এমন শর্তাধীন চুক্তিও ফাসিদ। কেননা ভাড়াটের প্রতি এমন শর্তারোপ চুক্তির মোটেও চাহিদা মাফিক নয়। যেহেতু এমন শর্তারোপের মধ্যে একপক্ষীয়ভাবে ঘরের মালিকেরই শুধু লাভ হবে; তাই শর্ত ফাসিদ, তাই চুক্তিও ফাসিদ হবে এবং উভয়টিই প্রত্যাখ্যাত হবে।[১৩৬]

চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় যদি কোনো শর্তারোপ না করা হয় তবে ভাড়াটেকে আর কাউকে সঙ্গে রাখার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এক হলো, আর কাউকে সঙ্গে রাখার দ্বারা ঘরের কোনো ক্ষতি হবে কি না। অপরটি হলো, অন্য কাউকে রাখা সমাজে গ্রহণ যোগ্য কি-না তা বিবেচনা করা।

সমাজিক রীতি পদ্ধতি মেনে ভাড়াটে ঘর কিংবা দোকান ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবে। নিজেও থাকতে পারে, অন্য কাউকেও রাখতে পারবে যদি তার থাকাতে নিজে থাকার চেয়ে ক্ষতি বেশি না হয়। কিন্তু ভাড়াটে ইচ্ছে করলেই ঘর বা দোকানে কামারের কাজ কিংবা কাপড় ধোওয়ার কাজ করতে পারবে না যার দ্বারা ঘর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

---

১৩৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪২৬

১৩৬. আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪২৯

www.amarboi.org

ঘরবাড়ি ও দোকানের সাথে আবশ্যিকভাবে যেসব জিনিস থাকা জরুরি, এগুলো উল্লেখ করা ছাড়াই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ছাড়া ঘর বা বাড়ি যাই বলা হোক, সেগুলো ব্যবহারযোগ্য থাকে না, সেগুলোর পূর্ণ উপকার লাভ সম্ভব হয় না।[১৩৭]

ঘরবাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে উপকার ভোগের বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য মেয়াদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। কেননা শুধু বসবাস করা শব্দের মধ্যে উপকার লাভের বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে, মেয়াদের উল্লেখ করা ছাড়া তা পরিষ্কার হয় না। অধিকাংশ ফকীহের মতে, ইজারার ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদের কোনো সীমারেখা নেই; যত দিন পর্যন্ত কোনো ইমারত অক্ষুণ্ন থাকে তত দিনের জন্যই ইজারা দেওয়া বৈধ। এটিই সকল আলেমের অভিমত।

শাফেয়ীদের এক অভিমত এমন রয়েছে যে, এক বছরের বেশি সময়ের জন্যে ইজারা সহীহ নয়। শাফেয়ীদের অন্য একটি অভিমত হচ্ছে, ত্রিশ বছরের চেয়ে বেশি মেয়াদে ইজারা সহীহ নয়। মালেকীদেরও এমন একটি অভিমত রয়েছে। ভাড়া নগদ আদায় করা হোক কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে আদায় করা হোক, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।[১৩৮]

ইজারাচুক্তিতে যে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেই সময় থেকেই ইজারার মেয়াদ শুরু হবে। উভয়পক্ষের কেউ যদি মেয়াদের কথা উল্লেখ না করে তবে যে সময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, সেই সময় থেকেই ইজারার মেয়াদ শুরু হবে।[১৩৯]

ইজারার ক্ষেত্রে মেয়াদের সূচনা নির্দিষ্ট করা না হলেও মালেকীদের মতে তা জায়েয হবে। যেমন কোন মাস বা বছর থেকে থাকা শুরু হবে, তা উল্লেখ করা হলো না। তাহলে এক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় থেকে ভাড়ার মেয়াদ শুরু হবে। কিংবা প্রত্যেক মাসের ভিত্তিতে ইজারার চুক্তি হয়েছে তা সাব্যস্ত হবে।

---

১৩৭. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৫২

১৩৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪২৯; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ১৭; ফাতহুল কাদির, খ. ৭, পৃ. ১৬৫-১৬৫; আল-মুদাওয়ানা, খ. ১১, পৃ. ১৫৭; আল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ৫০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৭৭-২৭৮; এবং ৩০৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮; আল-মুগনী ওয়া শারহুল কবির, খ. ৬, পৃ. ৫১-৫২

১৩৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৭০; কাশফুল হাকায়েক, ক. ২, পৃ. ৩৪-৩৫; তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ১১৩-১১৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮২; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; আল-মুগনী, খ. ৬,পৃ. ৫১-৫৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮

www.amarboi.org

আর চুক্তি যদি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে সেই সময় থেকে ত্রিশ দিনের জন্য ইজারাচুক্তি ধরে নেয়া হবে।[১৪০]

শাফেয়ীগণ বলেন, কোনো ঘর বা বাড়ির ইজারাচুক্তির শুরু ও শেষের মেয়াদ নির্দিষ্টকরণ ছাড়া চুক্তি জায়েয হবে না। যেমন কেউ বললেন, এক মাসের জন্য তোমার কাছে ঘর ভাড়া দেয়া হলো, কোন মাসের জন্য তা নির্দিষ্ট করা হলো না, তবে এই চুক্তি জায়েয হবে না। কেননা, যে জিনিসের উপর চুক্তি হয়েছে তা এখানে নির্দিষ্ট করা হয়নি, অথচ ইজারা এমন চুক্তি যেখানে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা জরুরি। যেমন কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছে ঘর বিক্রি করেছি, কেমন ঘর তা বলেনি; তবে এই বিক্রি সঠিক হবে না।[১৪১]

ইজারাচুক্তি যদি কোনো মেয়াদের জন্য হয় তবে তা নির্দিষ্ট করা জরুরি। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় থেকেই মেয়াদ কার্যকরী করা আবশ্যিক শর্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী তা কার্যকর করা জরুরি।[১৪২] যেমন কেউ বলল, আমি তোমাকে আমার ঘর ভাড়া দিলাম, প্রতিমাসে এক দিরহাম ভাড়া দিতে হবে," জমহুরের মতে এই চুক্তি সহীহ। চুক্তিতে মেয়াদ অনির্দিষ্ট থাকার কারণে প্রথম মাস থেকেই ভাড়া দিতে হবে। কেননা চুক্তি শর্তহীন হওয়ার কারণেই প্রথম মাস নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। পরবর্তী মাসগুলোতে ভাড়াটে যখন ঘরে থাকতে শুরু করবে তখন ভাড়া আবশ্যিক হবে। কেননা প্রথম মাসের পর চুক্তি বহাল থাকবে কিনা তা নির্দিষ্ট ছিল না, যখন ভাড়াটে ঘরে থাকতে শুরু করল তখন পরবর্তী মাসের জন্যও ভাড়া নির্দিষ্ট হয়ে গেল; তখন এই মাসের ভাড়া পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। ভাড়াটে যদি পরবর্তী মাসে ঘর ব্যবহার না করে কিংবা প্রথম মাস শেষ হতেই চুক্তির সমাপ্তি করে, তাহলে চুক্তির সমাপ্তি ঘটবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, দ্বিতীয় মাসে চুক্তির মেয়াদ কোনো অবস্থাতেই কার্যকর থাকবে না। কোনো কোনো হাম্বলী ফকীহ এই মত সমর্থন করেন। তারা বলেন, সমগ্র বা এ জাতীয় শব্দ সংখ্যা নির্ধারণ করে। তবে সংখ্যা উল্লেখ না করলে তা অনির্দিষ্ট থাকে। হ্যাঁ মালিক যদি বলে, আমি কুড়ি মাসের জন্য তোমার কাছে আমার ঘর ভাড়া দিলাম, প্রতি মাসে আমাকে এক দিরহাম করে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে, তাহলে সর্বসম্মতভাবেই চুক্তি সহীহ হবে।

---

১৪০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮১; শারহু আল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ১১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬-৪০০; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৭

১৪১. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৪৮৫-৪৮৬

১৪২. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪০

www.amarboi.org

কেননা এক্ষেত্রে মেয়াদ যেমন সুনির্দিষ্ট, ভাড়াও নির্ধারিত। শাফেয়ীদের একটি বর্ণনা মতে, ভাড়ার চুক্তি প্রথম মাসের ক্ষেত্রে সহীহ হবে এবং পরবর্তী অনির্দিষ্ট মাসের ক্ষেত্রে সহীহ্ হবে না।[১৪৩]

বাড়িওয়ালা যদি বলে, আমি তোমার কাছে এক দিরহামের বিনিময়ে একমাসের জন্যে এই ঘরটি ভাড়া দিলাম, যদি এক মাসের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে এই হিসেবে ভাড়া দিতে হবে। এমন কথায় প্রথম মাসের চুক্তি সহীহ হবে, কেননা স্বতন্ত্রভাবে একমাসের ভাড়া নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু বাড়তি সময়ের জন্যে ইজারা সহীহ হবে না, যেহেতু বাড়তি সময়ের ক্ষেত্রে ভাড়ার বিষয়টি অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট। তবে বাড়তি যে মাসগুলোতে ভাড়াটিয়া ঘর ব্যবহার করেছে সে মাসগুলোতেও ইজারা সহীহ হয়ে যাবে।

ইজারার মেয়াদ যদি বছরের হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, আর চান্দ্র বছর না সৌর বছর তা নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে চান্দ্র বছরই ধর্তব্য হবে, কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে এটিই ধর্তব্য হয়। চাঁদ উঠার সাথে সাথে যদি চান্দ্রবর্ষের ভাড়ার চুক্তি সম্পাদন করা হয়, তাহলে চান্দ্র মাসের হিসেবেই বার মাস হিসেব করা হবে। চান্দ্রমাস ৩০ দিনে পূর্ণ হোক বা না হোক। চুক্তি যদি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী এগারো মাস চান্দ্র মাসের হিসেবেই গণনা করা হবে আর প্রথম মাসটিকে ৩০ দিনের হিসেবে করা হবে। ফলে প্রথম মাসের যে কয়টি দিন অবশিষ্ট থাকবে, এগারো মাস পূর্ণ হওয়ার পর বছর পূর্ণ করার জন্য ৩০ দিনের হিসেব মতে সে কদিন যোগ করে বছর পূর্ণ করা হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর মত। তাদের ভিন্ন মতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, অবশিষ্ট মাসগুলোও ৩০ দিনের মাস হিসেবে গণনা করা হবে। অর্থাৎ ৩৬০ দিনের ইজারা গণ্য করা হবে।

ইজারাচুক্তি যদি সৌর বছর, রোমান বছর কিংবা কিবতী বছর অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় তবে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে জায়েয হবে, কেননা চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। ইমাম আহমদ রহ.-এর মতেও এ ধরনের ইজারাচুক্তি জায়েয। তবে শর্ত হলো, উভয় পক্ষ চুক্তিতে নির্ধারিত সনের দিনের হিসেব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। তবে ইমাম শাফেয়ীর ভিন্ন একটি বর্ণনা মতে, এমন চুক্তি সহীহ হবে না। কেননা, সৌর বছরের মধ্যে কয়েকটি অজ্ঞাত দিনও থাকে। উভয়পক্ষ যদি সৌর বছরের দিন সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে তবে ইমাম আহমদ রহ.-এর মতেও চুক্তি সহীহ হবে না।

---

১৪৩. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬-৪০০

www.amarboi.org

কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছে ঈদ পর্যন্ত ঘর ভাড়া দিলাম, তবে যে ঈদ আগে আসবে সেই ঈদ পর্যন্ত মেয়াদ কার্যকর হবে। কেউ যদি অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় উৎসবকে ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারণ করে এক্ষেত্রেও ইজারা সহীহ হবে, তবে ইজারাদাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই সেই উৎসব সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।[১৪৪]

ভাড়ার ক্ষেত্রে যদি কেউ এক বছরের জন্য দশ দিরহাম নির্ধারণ করে, তাতে মাসের হিসেব উল্লেখ না করে তবুও ইজারাচুক্তি সহীহ হবে, কেননা ভাড়া ও মেয়াদ উভয়টিই এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বছরভিত্তিক ভাড়া নির্ধারণটি তুলনা করা যেতে পারে দৈনিক ভাড়ার পরিমাণ উল্লেখ না করে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করে ইজারাচুক্তির সঙ্গে। মালেকীদের মতে, এভাবে ভাড়া নির্ধারণ করার মধ্যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এভাবে বলার দ্বারা মেয়াদ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ তাতে এই সম্ভাবনা থাকে যে, বছর দ্বারা সে বর্তমান বছরকেই বোঝাতে চেয়েছে। বস্তুত সে বলেছে, আমি চলতি বছরের জন্যই ভাড়া দিচ্ছি। ইবনে লুবাবা ও অধিকাংশ মালেকী ফকীহ এ মত ব্যক্ত করেছেন। আল মুদাওয়ানা গ্রন্থেও এমন কথা বলা হয়েছে। অপর দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এ কথার দ্বারা মেয়াদ সীমিত ও নির্দিষ্ট হয় না। কারণ, হতে পারে যে ঈজাবদাতা প্রতি বছর বা যে কোনো বছর বোঝাতে চেয়েছে। আবু মুহাম্মদ সালেহ এমন ব্যক্ত করেন।[১৪৫]

কোনো অমুসলিম যদি কোনো মুসলিমের কাছ থেকে গীর্জা কিংবা পানশালা বানানোর জন্যে ঘর ভাড়া নেয়। তবে জমহুর (মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও হানাফীদের ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে ইজারাচুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটি সুস্পষ্ট গোনাহর কাজে ব্যবহারের জন্য ইজারা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, এমন চুক্তি জায়েয। কেননা ঘরের উপকারিতার উপর চুক্তি হয়েছে, ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে গোনাহর কাজ করা ভাড়াটের জন্যে জরুরি নয়, সে ভাল কাজেও তা ব্যবহার করতে পারে। তবে আবু হানিফা রহ.-এর এই যুক্তি যে ক্রটিপূর্ণ তা পরিষ্কার।

তবে বসবাসের জন্যে কোনো অমুসলিম মুসলিমের ঘর ভাড়া নেওয়ার পর যদি সেটিকে গীর্জা কিংবা সাধারণ খ্রিস্টানদের 'ইবাদতখানা'য় রূপান্তরিত করে তবে ইজারা জায়েয হবে; কিন্তু ঘরের মুসলিম মালিক কিংবা সাধারণ মুসলিমগণ অমুসলিমের এ কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার পাবে। শুধু তাই নয়, মুসলিম রাষ্ট্রে

---

১৪৪. আল-মুহাযযাব, খ. ১,পৃ. ৩৯৬; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬

১৪৫. আল-মুহাযযাব, খ. ১,পৃ. ৩৯৬; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৮

www.amarboi.org

কোনো অমুসলিম ইচ্ছামাফিক তার মালিকানাধীন ঘরবাড়িকেও (মুসলিমদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি উপেক্ষা করে) গীর্জায় রূপান্তরিত করার অধিকার পাবে না। অসুবিধা বোধ করলে মুসলমানরা তাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে।[১৪৬]

ঘরবাড়ির ইজারা ও ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিক ও ভাড়াটের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাড়ি বা ঘরের মালিকের দায়িত্ব হলো, ঘরটিকে ভাড়াটিয়ার বসবাসের উপযোগী করে দেওয়া। ঘর বা বাড়ি যখন থেকে ব্যবহারের উপযোগী হবে, চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াটিয়া যদি সেই সময় থেকে ঘর বা বাড়ি ব্যবহার নাও করে তবুও তাকে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও যদি বাড়ির মালিক ব্যবহারের উপযোগী করে দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে ভাড়ার অধিকারী হবে না। চুক্তি সম্পাদনের পরও যদি মালিক ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ব্যবহারের উপযোগী করে না দেয় তবে, হিসেবমতে এই সময়ের ভাড়া থেকে মালিক বঞ্চিত হবে।

যদি অগ্রিম ভাড়া পরিশোধের শর্তে ভাড়া চুক্তি হয়ে থাকে আর ভাড়াটিয়া অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ না করে, তবে ভাড়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত মালিক বাড়ি হস্তান্তর না করার অধিকার পাবে। ভাড়াটিয়াকে বাড়ি বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি করার অর্থ হলো, লেনদেনের কোনো পর্যায়ে কোনো শর্তের আওতায় যেন মালিকের কব্জায় বাড়ি না থাকে।[১৪৭]

ভাড়াটিয়ার জন্য এক্ষেত্রে অবকাশ আছে যে, সে ইচ্ছা করলে ভাড়াকৃত বাড়িতে নিজে বসবাস করতে পারে, কিংবা অন্য কাউকে বসবাস করতে দিতে পারে কিংবা ইচ্ছা করলে সে ভাড়াকৃত বাড়ি অন্য কারো কাছে ভাড়াও দিতে পারে। তবে উভয় ভাড়া যদি একই জিনিস বা মুদ্রায় আদায় করা হয়, ভাড়াটিয়া ভাড়াকৃত বাড়িতে কোনো সংস্কার সংযোজন না করে, তবে তার এই পরিমাণ ভাড়া নেওয়া জায়েয হবে যে পরিমাণ ভাড়ায় সে মালিকের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে। আর ভাড়ার মূল্য আদায়ের মাধ্যম যদি ভিন্ন হয়, যেমন মালিকের কাছ থেকে মুদ্রায় ভাড়া আদায়ের শর্তে ভাড়া নেওয়া হয়েছে, আর ভাড়াটিয়া অন্যের কাছে চালের মাধ্যমে ভাড়া আদায়ের শর্তে ভাড়া দিয়ে থাকে, কিংবা ভাড়াটিয়া যদি ভাড়াকৃত বাড়িতে কোনো সংস্কার করে বা নিজের বিছানা বা আসবাবপত্র রেখে থাকে তবে সে অন্যের কাছে মুদ্রায়ই আরো বেশি মূল্যে ভাড়া দিতে পারবে।[১৪৮] তবে ভাড়াটিয়া পুনর্বার ভাড়া তখনই দিতে পারবে যখন ভাড়া দেওয়ার সময় বাড়ির মালিক এমন কোনো শর্তারোপ না করে যে, সে অন্যের কাছে এই ঘর ভাড়া দিতে পারবে না। এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

---

১৪৬. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ২০

১৪৭. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬

১৪৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৭; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ৩২৯; আশ-শারহুল কবীর, মাআ হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৫

www.amarboi.org

বাড়ির মালিকের কর্তব্য হলো, বাড়িতে বসবাস করার ক্ষেত্রে অসুবিধা ও বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল জিনিস থেকে বাড়িটিকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করে দেওয়া। বাড়ির মালিক যদি এসব অসুবিধা দূর করতে অস্বীকার করে তবে ভাড়াটিয়া চুক্তি বাতিল করার অধিকার পাবে। তবে ত্রুটিপূর্ণ থাকা অবস্থাতেই যদি ভাড়াটিয়া বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে তবে সে প্রত্যাখ্যানের অধিকার পাবে না, এটিই অধিকাংশ ফকীহর অভিমত।[১৪৯]

হানাফীদের একটি অভিমত এবং মালেকীদের দৃষ্টিতে ভাড়াটিয়া কোনো অবস্থাতেই ঘরের মালিককে মেরামত ও সংস্কারের জন্য বাধ্য করতে পারবে না। ভাড়াটিয়া ইচ্ছা করলে পূর্ণ ভাড়ার বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ বাড়িতেই থাকবে, নয়তো সে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অধিকার পাবে। মালিকের ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়াই যদি ভাড়াটিয়া নিজ খরচে বাড়ি মেরামত করে কিংবা প্রয়োজনীয় সংস্কার করে তবে সেটি হবে বাড়ির মালিকের প্রতি তার অনুগ্রহ। বাড়ির মালিকের এই অধিকার থাকবে যে, ভাড়াটিয়া মেরামত কাজে যা ব্যয় করেছে তা তাকে চুক্তি শেষে দিয়ে দেবে কিংবা সংস্কার কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যদি খুলে নেওয়ার অবকাশ থাকে তবে ভাড়াটিয়াকে সেগুলো নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেবে।[১৫০]

বাড়ি সংস্কার কিংবা মেরামতের শর্তে ভাড়াটিয়ার কাছে ভাড়া দেওয়া জায়েয নেই। কেননা এতে ভাড়া আর নির্দিষ্ট থাকে না। ফলে সকল ফকীহর মতেই ভাড়াটিয়াকে বাড়ি মেরামত করার শর্তে ভাড়া দেয়া ফাসেদ। এরপরও যদি ভাড়াটিয়া সেই বাড়িতে বসবাস করে তাহলে প্রচলিত ভাড়ার হার অনুযায়ী তাকে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। সে যদি বাড়ির মালিকের অনুমতি কিংবা সম্মতি নিয়ে বাড়ি মেরামত ও সংস্কার করে থাকে এবং মেরামত কাজ তদারকি করে থাকে তবে মেরামতের জন্য যা খরচ হয়েছে তা এবং তদারকি কাজে প্রচলিত হার অনুযায়ী বাড়ির মালিকের উপর যা আরোপিত হয় তা ভাড়াটিয়াকে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে। যদি মালিকের অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া মেরামত ও সংস্কার কাজ করে থাকে তবে সবই হবে বাড়িওয়ালার জন্যে সৌজন্য মূলক বদান্যতা।[১৫১]

তবে মালেকীদের মতে, বাড়ি ঘর কিংবা দোকানপাট ইত্যাদির মধ্যে মালিক যদি ভাড়াটিয়াকে এমন শর্তারোপ করে যে, তার যে পরিমাণ ভাড়া দিতে হবে কিংবা

---

১৪৯. কাশফুল হাকায়েক, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৭৬-১৮৯; ইবনে আবিদীন, খ. ৬, পৃ. ৩৪; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৩৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৬৩

১৫০. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৭; শারহুল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ৪২; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৪; মিনহাজুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৯৫

১৫১. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪২৫

www.amarboi.org

চুক্তিতে যে টাকা অগ্রিম দেওয়ার শর্ত রয়েছে, সেই টাকা থেকে ভাড়াটিয়া বাড়ি কিংবা দোকান ঘর প্রয়োজনীয় সংস্কার বা মেরামত করে নিবে, এটি জায়েয হবে। শাফেয়ীদের কথা এরই নিকটবর্তী। তারা বলেন, এ অবস্থায় ভাড়াটিয়া যা করবে তার সবই বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলে মনে করা হবে।[১৫২]

ভাড়া নেওয়া ঘরবাড়ি ভাড়াটিয়ার কাছে আমানত। ফলে ব্যবহারকালীন সময়ে অপব্যবহার কিংবা সীমালঙ্ঘনের কারণে যদি ঘর-বাড়ির কোনো ক্ষতি হয় তবে এর দায় ভাড়াটিয়ার উপর বর্তাবে। সেই সঙ্গে ভাড়া-চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে সে যদি বাড়ির কোনো ক্ষতি করে এর দায় ভাড়াটিয়াকে বহন করতে হবে। মালিকের দেয়া তালা-চাবিও আমানতের অন্তর্ভুক্ত। যে জিনিস ছাড়া বাড়িতে বসবাস করা সম্ভব নয় এমন কিছু যদি ভাড়াটিয়ার ব্যবহারের কারণে নষ্ট হয়ে যায় তবে এর দায় ভাড়াটিয়ার উপর বর্তাবে না। কেউ লোহা লক্করের কাজ করার কথা বলে কোনো বাড়ি ভাড়া নিয়ে যদি সেই বাড়ি বা ঘরে কাপড় ধোলাইয়ের কাজ (ধোপার কাজ) করে, যার দরুন লোহালক্করের কাজের চেয়ে বাড়ির বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয় না, তারপরও যদি বাড়ির কোনো অংশ ভেঙে পরে তবে এজন্য ভাড়াটিয়া দায়ী হবে না। তবে বসবাসের কথা বলে ভাড়া নিয়ে যদি ধোপা কিংবা লোহালক্করের কাজে ব্যবহার করে, আর এ অবস্থায় বাড়ি কোনো অংশ ভেঙে পরে তবে ভাড়াটিয়া দায়ী হবে।[১৫৩]

কোনো কোনো ফকীহ বলেন, ভাড়াটিয়ার ব্যক্তিগত আচরণ ও কর্মপদ্ধতি ভাড়া চুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। এ কারণে বাড়ির মালিক কিংবা প্রতিবেশী তাকে বাড়ি থেকে উৎখাত করার অধিকার পাবে না। হ্যাঁ, প্রতিবেশীরা যদি তার কারণে অস্বস্তিবোধ করে কিংবা তাদের অসুবিধা হয় তবে বিচারক সেই লোককে ডেকে শিষ্টাচার মেনে চলার উপদেশ দিতে পারেন। তাতেও কাজ না হলে ভাড়াটিয়ার পক্ষ হয়ে অন্য কারো কাছে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তাকে সেই বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করতে পারেন।[১৫৪]

---

১৫২. রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ৩০০; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৬৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১,পৃ. ৪০১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১৬

১৫৩. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৫; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৭০-৭১; রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩০০

১৫৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ১৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৬৪-২৬৫; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪৭; শারহুল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ৪৭; আশ শারহুস সগীর,খ. ৪, পৃ. ৬৩

www.amarboi.org

ইজারাচুক্তির সমাপ্তি ঘটার যে কারণগুলো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এর কোনোটির উদ্ভব হলে ইজারাচুক্তির অবসান ঘটবে। ভাড়া দেয়া জিনিসের মধ্যে মালিকের হস্তক্ষেপের কারণে ইজারাচুক্তি রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ফকীহদের যুক্তি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এর ভিত্তিতে বলা যায়, কোনো বাড়ির মালিক যদি সফর মাসে কারো কাছে ঘর ভাড়া দেওয়ার চুক্তি করে, চুক্তি সম্পাদনের সময়টি হলো মুহাররম মাস, সেই মাসে ঘরটি অন্য লোকের কাছে ভাড়া দেওয়া থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে, সে পূর্বের ভাড়াচুক্তির সমাপ্তি ঘটাচ্ছে। তবে মুহাররম মাস শেষ হওয়ার পর পূর্বের চুক্তি রহিতকরণ কার্যকর হবে। এ বিষয়টিকে অন্য ফকীহগণ ইজারাচুক্তি রহিতকরণ না বলে পূর্বচুক্তির অবসান বলে অভিহিত করেন।[১৫৫]

দ্বিতীয় প্রকার

জীবজন্তুর ইজারা : إِجَارَةُ الْحَيَوَانِ

জীবজন্তুর ইজারার ক্ষেত্রেও পূর্বোল্লিখিত বিধানাবলি কার্যকর হবে। অবশ্য কোনো কোনো জীবজন্তুর ভাড়ার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন কুকুর, ঘোড়া কিংবা এমন জীবজন্তু নিরাপত্তা কাজের জন্য ইজারা গ্রহণ করা। হানাফীগণের মতে নিরাপত্তা কাজে জীবজন্তুর ইজারা নিষিদ্ধ। কেননা দাঙ্গাহাঙ্গামা ও হামলা-আক্রমণ ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে নিরাপত্তা বিধানের কাজে জীবজন্তুর সফল ব্যবহারের বিষয়টি মানুষের পক্ষে নিশ্চিত নয়। অবশ্য প্রশিক্ষিত শিকারী কুকুরের ইজারা বৈধ কি-না এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা صَيْد শিরোনামে রয়েছে।

কোনো মাদী জন্তুর গর্ভধারণের জন্যে নর জন্তুকে ইজারা গ্রহণের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ এবং হানাফী ও শাফেয়ীদের জাহেরী মাযহাব এবং হাম্বলীদের মূল মাযহাব হচ্ছে, মাদী জন্তুর গর্ভধারণের জন্যে নরজন্তু ইজারা করা জায়েয নয়। এর কারণ, বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত একটি হাদীসে নবী করীম সা. এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু হাম্বলীগণ বলেন, মানুষ যদি জীবজন্তুর গর্ভধারণের জন্যে নরপশু ইজারা করার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ভাড়া করা ছাড়া তাদের প্রয়োজন পূরণের কোনো

---

১৫৫. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ., ৪৭; শারহুল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ৪৭; নিহায়াতুল মুহতাজ ওয়া হাশিয়াতুর রাশিদী, খ. ৫, পৃ. ২৬৪-২৬৫ ও ৩০২; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৬৩

www.amarboi.org

ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যাশী ব্যক্তির ইজারার মূল্য পরিশোধ জায়েয; কিন্তু নরপশুর মালিকের গর্ভসঞ্চার কাজের বিনিময়ে ভাড়া নেওয়া জায়েয নয়। ফকীহ্ আতা রহ. বলেন, পশুর মালিকের নরপশুর গর্ভসঞ্চার কর্মের বিনিময় গ্রহণ জায়েয নয়। কিন্তু মাদীপশুর মালিকের বিনামূল্যে গর্ভসঞ্চারের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে এই কাজের বিনিময়স্বরূপ নরপশুর মালিককে অর্থপ্রদান জায়েয। জায়েয এ জন্যও যে, গর্ভসঞ্চার এমন একটি বৈধ কাজ যা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং প্রয়োজনের তাগিদে তার জন্যে অর্থ ব্যয় করাও বৈধ।

ফকীহ্গণ বলেন, কোনো মুসলমান যদি গর্ভসঞ্চার কাজে কোনো নরপশু ব্যবহার করার জন্যে মাদীপশুর মালিকদের বিনামূল্যে সুযোগ দেয়, তবে তার এই সৌজন্যবোধের বিপরীতে উপকারভোগীরা যদি তাকে স্বেচ্ছায় অর্থ প্রদান করে তবে তা গ্রহণে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।[১৫৬]

ইমাম মালিক এবং কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহ্ এবং হাম্বলী ফকীহ্গণের মধ্যে আবুল খাত্তাবের মতে গর্ভসঞ্চার কাজে নরপশুর ইজারা দেওয়া বৈধ। হাসান বসরী ও ইবনে সিরীনও এই মত পোষণ করেন। তারা বলেন, অন্যান্য লাভজনক কাজের মতো এ কাজটি মানুষের জন্য একটি লাভজনক কাজ এবং এটি অতি প্রয়োজনীয় কাজও বটে। শিশুকে দুধ পানের জন্যে যেমন দুগ্ধবতী মহিলাকে ইজারা করা যায় এ কাজটিও তেমন। তা ছাড়া, আরিয়া বা ধার নিয়ে এ কাজটি করা বৈধ, তাহলে ইজারা নিয়ে করাও বৈধ হবে, যেমন অন্য সকল উপকারের ক্ষেত্রে বৈধ হয়।[১৫৭]

অধিকাংশ ফকীহের দৃষ্টিতে জীবজন্তুর ইজারা ফলশ্রুতিতে যদি কোনো দ্রব্য বিক্রির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন কোনো ছাগল ভাড়া নিয়ে সেটির দুধ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই ইজারা বৈধ হবে না। কেননা ইজারার মূল হলো কোনো বস্তুর উপকার লাভ করা, কোনো বস্তু ভোগ করা নয়।

হাম্বলীদের মতে, দুগ্ধপানের জন্য জীবজন্তুর ইজারা গ্রহণ জায়েয। অবশ্য এ মত পোষণ করেন শাইখ তাকীউদ্দীন হাম্বলী। কিন্তু সামগ্রিকভাবে হাম্বলী মাযহাবে তার এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।[১৫৮]

---

১৫৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৮১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪,পৃ. ১৫

১৫৭. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৮১; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৩৪; আশ শারহুস সগীর ওয়া হাশিয়াতুহু সাবী, খ. ৪, পৃ. ৫৫

১৫৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১৫

www.amarboi.org

তৃতীয় প্রকার

মানুষের ইজারা : إِجَارَةُ الأَشْخَاصِ

দুভাবে মানুষের মধ্যেও ইজারা পদ্ধতি কার্যকর হয়। একটি হলো, اجير خاص : ব্যক্তিগত কাজের জন্য কোনো ব্যক্তিকে ইজারা করা। কোনো কোনো ফকীহ এটিকে أجيرُ الوحد : বলে অভিহিত করেন। যেমন ব্যক্তিগত সেবক, চাকর, ব্যক্তিগত কর্মচারী ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত : اجير مشترك সাধারণ শ্রমদাতা। যে বিভিন্ন মানুষের কাজ করে; নির্দিষ্ট একজনের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। যেমন চিকিৎসক তার চিকিৎসা কেন্দ্রে কিংবা প্রকৌশলী বা আইনজীবী তাদের চেম্বার কিংবা দফতরে বহু মানুষের জন্যে কাজ করে। ব্যক্তিগত কর্মচারী ও কর্মকর্তা সময়ের বিপরীতে পারিশ্রমিক পায়, পক্ষান্তরে সাধারণ শ্রমদাতা কিংবা কর্মকর্তা তার কাজের বিপরীতে পারিশ্রমিক কিংবা সম্মানী পায়। সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ব্যক্তিগত কর্মচারী : الأجيرُ الخَاصُّ

ব্যক্তিগত কর্মচারী বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাজে চুক্তিবদ্ধ হয়। তার কাজ হয় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্মচারী যখন তার নিয়োগকর্তার কাজে নিজেকে সোপর্দ করে তখন সে পারিশ্রমিক লাভের অধিকারী হয়। কেননা চুক্তির নির্ধারিত সময়ে শ্রমিক যখন তাকে সোপর্দ করে স্বভাবতই তখন নিয়োগদাতা তার উপকার লাভের হকদার হয়।[১৫৯]

হানাফী ফকীহগণ, ব্যক্তিগত সেবামূলক কাজে মহিলা কর্মচারী নিয়োগকে মাকরূহ মনে করেন। কেননা ব্যক্তিগত নারী কর্মচারী রাখলে তার প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া কিংবা কোনো গোনাহর কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তা ছাড়া গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে একান্ত সময় অতিবাহিত করা গোনাহ।

ইমাম আহমদ রহ. ব্যক্তিগত সেবার জন্য নারী কর্মচারী রাখা বৈধ মনে করেন, কিন্তু এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন পরনারীর যেসব অঙ্গ দেখা জায়েয নয় তা দেখা না যায় এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে নির্জন অবস্থান পরিত্যাগ করতে হবে।[১৬০]

---

১৫৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৫৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১,পৃ. ৩৯৪; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৩৩-১৩৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৭১

১৬০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৪; আল ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৭১

www.amarboi.org

ব্যক্তিগত কাজে কোনো মুসলিম যদি অমুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করে তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। কোনো মুসলিম কর্মচারী যদি ব্যক্তিগত কাজের জন্য অমুসলিমের চাকরি গ্রহণ করে অধিকাংশের মতে তাও জায়েয। তবে এ ক্ষেত্রে তারা একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন-

কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিমের অধীনে যে কাজটি করবে তা মুসলিম হিসেবে তার জন্য করা বৈধ হতে হবে। যেমন- সেলাই কাজ, কোনো স্থাপনা ঘরবাড়ি তৈরির কাজ, ক্ষেতখামারের কাজ। মুসলিম হিসেবে যে কাজটি তার জন্যে বৈধ নয় যেমন- শরার তৈরির কাজ, শূকর চড়ানোর কাজ, শরাবখানায় শরাব পরিবেশনের কাজ ইত্যাদিতে নিয়োগলাভ মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। এমন কোনো কাজে যদি চুক্তিবদ্ধ হয়েও যায় তবে কাজ শুরুর আগেই মুসলিম কর্মচারী সেই চুক্তি বাতিল করবে। কেউ যদি এমন অবৈধ কাজে যোগদান করেই ফেলে তবে অমুসলিমের কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে বটে, কিন্তু তা নিজে ভোগ না করে সাদকা করে দেবে, কেননা এই পারিশ্রমিক তার জন্যে হালাল হবে না। অবশ্য সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশত যদি মুসলিম কর্মচারী এমন কাজ করে থাকে তবে জ্ঞাত হওয়ার সাথে সাথে তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহারের চেষ্টা করবে এবং অজ্ঞতার কারণে নেওয়া পারিশ্রমিক তার জন্য হালাল হবে।

হাম্বলীদের মতে, অমুসলিমের অধীনে কোনো মুসলিমের চাকরি করার মানদণ্ড হলো- একান্ত ব্যক্তিগত কাজ ছাড়া অন্য কাজে চুক্তিবদ্ধ হবে। যদি একান্ত ব্যক্তিগত সেবামূলক কাজ হয়, যেমন খাবার পরিবেশন করা, তার সামনে সার্বক্ষণিক দাঁড়িয়ে থাকা, তবে এমন কাজ কোনো কোনো ফকীহ্-এর মতে জায়েয নেই। কারণ এই কাজগুলো একজন মুসলিমকে অমুসলিমের কাজে বন্দি থাকার অবস্থা সৃষ্টি করে, সেই সাথে এমন কাজে একজন মুসলিম নিজেকে অমর্যাদাজনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। হানাফীদের মতে, বাহ্যত এ ধরনের চাকরি জায়েয। কেননা ক্রয়বিক্রয়ের মতো এটি একটি লেনদেন। অবশ্য এর মধ্যে অবশ্যই একজন মুসলিমের জন্যে অমর্যাদা রয়েছে। যেহেতু কারো খেদমত করা অসম্মান কবুল করে নেওয়া। কোনো মুসলমানের উচিত নয় নিজেকে অমর্যাদামূলক কোনো কাজে জড়িত করা, বিশেষত কোনো অমুসলমানের কাজে জড়িত করা এবং এভাবে নিজেকে অপদস্থ করা জায়েয নয়।

কোনো কোনো হাম্বলী ফকীহ বলেন, কোনো মুসলিম অমুসলিমের ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত হওয়া জায়েয। ব্যক্তিগত কাজ ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়া যেহেতু জায়েয, তাই ব্যক্তিগত কাজেও তা নাজায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

www.amarboi.org

বিখ্যাত গ্রন্থ কালয়ূবী ও আশশিরওয়ানী গ্রন্থের হাশিয়ায় বর্ণিত হয়েছে, অমুসলিমের ব্যক্তিগত কাজে কোনো মুসলমানের চাকরি নেওয়া এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করা অপছন্দনীয় অবস্থায় বৈধ; তবে মুসলিমদেরকে অবশ্যই এই নির্দেশ দেওয়া উচিত, তারা যেন নিজেদেরকে কোনো মুসলমানের ব্যক্তিগত কাজে নিয়োজিত করে।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অমুসলিমের ব্যক্তিগত কাজ করা ছাড়াও বিনা পারিশ্রমিকে সৌজন্যমূলক কোনো কাজে অংশগ্রহণ করাও জায়েয নয়। তাই বিচারকের অধিকার আছে কোনো অমুসলিমের কাজে মুসলিমের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার।

আল-মুহাযযাব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, শাফেয়ীগণ বলেন, কোনো অমুসলিম যদি কোনো মুসলিমকে ব্যক্তিগত কাজে নিয়োগ করে, তবে মুসলিমের জন্য সেই চাকরি করা বৈধ বা অবৈধ হওয়ার দুটি মতই রয়েছে- কিন্তু কোনো কোনো শাফেয়ী বলেন, এখানে একটিই মত; চাকরি সহীহ হবে।[১৬১]

এমনটিও জায়েয, যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম নিয়োগ করবেন তার দায়দায়িত্ব বহন করবে অনেকজন কিংবা একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী কিংবা গ্রাম বা মহল্লার সকল মানুষ, কিন্তু বহুজন হলেও তারা সবাই মিলে একজনের ভূমিকা পালন করে; তাই তারা আইনত একজন বিবেচিত হবে। যেমন কোনো যৌথ কোম্পানী কাউকে চাকরিতে নিযুক্ত করল কিংবা গ্রাম বা মহল্লার সকল মানুষ মিলে কোনো ব্যক্তিকে ইমাম বা মক্তবের শিক্ষক নিয়োগ করল। নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর সেই নিযুক্ত ব্যক্তি, ইমাম, মুয়াজ্জিন বা শিক্ষক একান্ত শ্রমদাতা বলে বিবেচিত হবে।

অনুরূপ গ্রামের সকল মানুষ মিলে যদি কাউকে তাদের সবার ছাগল চড়ানোর কাজে নিযুক্ত করে তবে সেই রাখালও ব্যক্তিগত কর্মচারী বলে বিবেচিত হবে।[১৬২]

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে তার চাকরির মেয়াদ নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা এ কাজটি হলো নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা, তাই এক্ষেত্রে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা জরুরি। কেননা সময় বা মেয়াদ নির্দিষ্ট করার দ্বারা তার শ্রম নির্ধারিত হবে, আর তার দ্বারা তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হবে। সময় বা মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্য খেয়াল করা উচিত, নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ কাজটি পাওয়ার সম্ভাবনা

---

১৬১. মিনহাজুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৬৮

১৬২. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ১৯৭; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৮; আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৮১; হাশিয়াতুদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৮১; আল-মুগনী মাআ শারহুল কবীর, খ. ৬, পৃ. ৪১

www.amarboi.org

কতদিন আছে। কতদিন সে এ কাজের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে মালেকীগণ বলেন, কোনো একক কর্মচারী নিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ পনেরো বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়।[১৬৩]

ফকীহগণ কাজের ধরন নির্দিষ্ট করাকে জরুরি মনে করেননি। কাজ যদি নির্দিষ্ট করা না হয়ে থাকে, তবে নিয়োগকর্তা ও নিয়োগ লাভকারীর অবস্থা, যোগ্যতা ও চাহিদার ভিত্তিতে কাজের ধরন নির্দিষ্ট হবে।[১৬৪]

ব্যক্তিগত কর্মচারীর জন্যে জরুরি বিধান হলো, কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ে কিংবা পরিজ্ঞাত সময়ে অর্পিত কর্তব্য সম্পন্ন করা। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়াই সে নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয ইবাদত পালন করতে কোনো বাধা থাকবে না। কোনো কোনো ফকীহের মতে, ব্যক্তিগত কর্মচারী নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়াই সুন্নত নামাযও আদায় করতে পারবে। সেই সাথে জুমুআ ও ঈদের নামায থেকেও তাকে বারণ করার অধিকার নিয়োগকর্তার নেই। এসব ইবাদাত পালনে সময় ব্যয় করার প্রেক্ষিতে তার বেতন বা পারিশ্রমিক কমানোর অধিকার নিয়োগকর্তার নেই। তাই মসজিদ যদি যথেষ্ট দূরে না হয় এবং এসব ইবাদত পালন করতে গিয়ে যদি কর্মচারী অযৌক্তিক সময় নষ্ট না করে তবে তার বেতন পারিশ্রমিকে কোনো কর্তন ছাড়া সে পূর্ণ পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে।[১৬৫]

ফিকহী গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে একমাসের জন্য নিয়োগ করে তাহলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শুক্রবার এই মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১৬৬] আল্লামা রশীদী লিখেছেন, কোনো মুসলিম যদি এমন শর্তে কারো একান্ত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে যে, সে নামায পড়বে না, বরং নামাযের সময়ও সে কাজ করবে। এক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি হলো, তার চুক্তি

---

১৬৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৯; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৫৯

১৬৪. আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৩৫; শারহুল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ১৯-২০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৯; হাশিয়া আল-কালয়ুবী, খ. ৩, পৃ. ৬৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৩৮-১৩৯; আত তুহফা বি হাশিয়াতু আশ শিরওয়ানী, খ. ৬, পৃ. ১২২

১৬৫. মাজাল্লা আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা : ৪২৩ ও ৫৭০

১৬৬. আল-হিদায়া, খ. ৩,প্. ২৩১; শারহুল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ১১; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ১৬০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২৭

www.amarboi.org

সহীহ্ হবে, কিন্তু তার এ শর্তের কোনো কার্যকারিতা থাকবে না।[১৬৭] কোনো অমুসলিম যদি একান্ত কর্মচারী হিসেবে এক মাসের জন্য নিয়োগ লাভ করে তবে এই মাসের সময়ের মধ্যে নামায এবং তার ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।

একান্ত ব্যক্তিগত কর্মচারীর জন্যে নিয়োগকর্তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো কাজ করা বৈধ নয়। যদি নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়া অন্য কারো কাজ করে তবে নিয়োগকর্তা তার পারিশ্রমিক হ্রাস করে দিতে পারবে। অন্যের কাজ যদি বিনা পারিশ্রমিকেও করে দেয় তবুও নিয়োগকর্তা তার নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক থেকে সে কাজের সময় হিসাব করে পারিশ্রমিক হ্রাস করার অধিকার রাখে।[১৬৮]

ব্যক্তিগত কর্মচারী আমানতদারের মতো। তাই তার হাতে যদি কোনো জিনিস নষ্ট হয়, কিংবা কাজ করতে গিয়ে কোনো জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা তার ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোনো বস্ত্র নষ্ট হয় তাহলে এ ক্ষয়ক্ষতির জন্য তাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। এ অবস্থায়ও সে পরিপূর্ণ পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে।[১৬৯] তার কব্জায় থাকা জিনিসের ক্ষয়ক্ষতির জন্য সে এজন্য দায়ী হবে না যে, ব্যক্তিগত কর্মচারী হওয়ার কারণে সে ছিল এসব জিনিসের আমানতদার। নিয়োগকর্তার অনুমতি নিয়েই সে নিজের কব্জায় তা নিয়েছিল এবং নিয়োগকারী নিজের স্বার্থের জন্যই তার কাছে এসব জিনিস হস্তান্তর করেছিল। কর্মচারীর কাজের দরুন কোনো বস্ত্র নষ্ট হলে তাকে এর জরিমানা এ জন্যে দিতে হবে না যে, সে নিয়োগকর্তার উপস্থিতিতে এসব দিয়ে কাজ করেছে, ফলে কাজের সুফলও পেয়েছে নিয়োগদাতা। এখন যখন নিয়োগকর্তা কর্মচারীকে তার জিনিসপত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দিয়েছে কর্মচারীর হস্তক্ষেপ সঠিক হয়েছে। এক্ষেত্রে সে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে কর্মচারীর কাজ নিয়োগকর্তার কাজ হিসেবে গণ্য হবে। ফলে কর্মচারীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের জন্য কর্মচারীর উপর দায় বর্তাবে না।[১৭০]

---

১৬৭. হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৭৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২৭

১৬৮. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৪৯৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২-২৫; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪১

১৬৯. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৭০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৭৯

১৭০. হাশিয়াতুল কালয়ূবী আলা মিনহাজুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৭৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৭৯

www.amarboi.org

মালেকীগণ বলেন, নিয়োগকর্তা যদি নিয়োগের সময় কোনো বস্তুর ক্ষয়ক্ষতির দায় কর্মচারীর উপর বর্তানোর শর্তও আরোপ করে তবু বাস্তবতা পরিপন্থী বলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা এমন শর্তারোপ চুক্তির পরিপন্থী, তাই ইজারাচুক্তিকেই তা রহিত করে দেয়। এক্ষেত্রেও চুক্তি রহিত কিংবা বাতিল হয়ে যাবে।

এমন শর্তারোপের পরও যদি কর্মচারী কাজ করতে শুরু করে, তাহলে শ্রমিক চুক্তিকৃত মজুরি নয়, বাজারদর অনুযায়ী মজুরি পাবে; তা বাজার দরের কম হোক বা বেশি হোক। কাজ শুরুর আগেই যদি শর্ত প্রত্যাহার করে তবে চুক্তি সহীহ হবে।[১৭১]

শাফেয়ীদের কারো কারো মতে, ব্যক্তিগত কর্মচারীর অবস্থাও যৌথ কর্মচারীর মতো। ফলে ব্যক্তিগত কর্মচারীর হাতে ব্যবহার্য কোনো বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে কর্মচারীর উপর ক্ষয়ক্ষতির দায় বর্তাবে। যেমনটি বলেছেন ইমাম শাফেয়ী রহ., তাঁর মতে সকল কর্মচারীর অবস্থা একই। তিনি বলতেন, নিয়োগকর্তার সম্পদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে এমন বিধানই প্রযোজ্য। আর এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের স্বার্থের সুরক্ষা।[১৭২]

গোনাহ ও ইবাদতের চাকরি : الإجارة على المعاصي والطاعات

অন্যায়-অপরাধমূলক কাজ; যেমন যিনা, ব্যভিচার, মৃতের জন্য কান্না, অশ্লীল গানবাজনার জন্য কাউকে চাকরি দেওয়া কিংবা চাকরি নেওয়া কিংবা এ ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া হারাম ও চুক্তি বাতিলযোগ্য। এ ধরনের কাজে কেউ চুক্তিবদ্ধ হলেও সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না। অনুরূপ গান রচনা করা এবং মৃতের শোকগাথা লেখার জন্য কাউকে নিযুক্ত করাও জায়েয নেই। কেননা তা হলো হারাম দ্বারা লাভবান হওয়ার প্রক্রিয়া। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা রহ. এমন চুক্তিকেও বৈধ মনে করেন। অনুরূপ টাকার বিনিময়ে মদ পরিবেশন করা, মদ পরিবহণ করা কিংবা শূকর পরিবহণ করা নাজায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ীও একই মত পোষণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কর্মচারীর এমন কাজটিই করতে হবে তা তো নির্দিষ্ট করা নেই। সে-ই যদি নিয়োগকর্তার অন্য কোনো কাজ করে তবে তো তার চুক্তি জায়েয হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোনো মুসলিম যদি কোনো খ্রিস্টানের জন্য শূকর পরিবহণ করে তবে তিনি বলেন, আমি তার পারিশ্রমিক ও ভাড়া ভক্ষণ করা অপছন্দ করি। তবে বিচারক তার এই পরিবহণের জন্য পারিশ্রমিক ধার্য করে দেবেন।

---

১৭১. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৭০; আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৫

১৭২. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ২৯৭

www.amarboi.org

অবশ্য হাম্বলী মাযহাবের বর্ণনা উল্লিখিত মতামতের পরিপন্থী। যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হারাম এটি হারাম কাজ সম্পাদনের ব্যাপার, তাই এটি নাজায়েয ও হারাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. শরাব পানকারী ও বহনকারী উভয়ের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তবে এসব জিনিস যদি ধ্বংস করার জন্যে কেউ বহন করে তবে তা সকলের ঐকমত্যে জায়েয হবে।[১৭৩]

মূলনীতি হলো, যে কাজ বা ইবাদত মুসলমানদের পালন করা আবশ্যিক সে কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। যেমন ইমামতি, আযান, হজ, কুরআন শিক্ষা ও জিহাদ। ফকীহ আতা, যাহ্হাক বিন কায়স, ইমাম আবু হানিফা রহ. এ মত পোষণ করেন। এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর এটিই মাযহাব। কেননা উসমান বিন আবুল আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

إِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِه أَجْرًا

"রাসূলুল্লাহ স. আমাকে শেষ অসীয়তস্বরূপ বলেন : আমি যেন এমন কাউকে মুআযযিন নিয়োগ করি যে আযানের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না।"[১৭৪]

উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, আমি আহলে সুফফাদের কয়েকজনকে কুরআন ও লেখা শিখিয়েছিলাম। তাদের একজন উপঢৌকনস্বরূপ আমাকে একটি ধনুক দেয়। আমি ভাবলাম, এতো নিতান্তই একটি ধনুক, এটি তো সম্পদে গণ্যই হয় না। আমি আল্লাহর পথে এটি ব্যবহার করবো। বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ সা. -কে জানালাম। তিনি বললেন :

إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُقَلِّدَكَ اللهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

"আল্লাহ তোমার গলায় আগুনের এমন একটি ধনুক ঝুলিয়ে দিন, তুমি যদি তা পছন্দ কর তবে তা নিতে পারো।"[১৭৫]

আব্দুর রহমান বিন শুগল রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

---

১৭৩. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২১১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩০৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৫; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১০৮-১০৯; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৪১

১৭৪. আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৪২

১৭৫. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৮

www.amarboi.org

"তোমরা কুরআন পড়ো, কিন্তু তাতে বাড়াবাড়ি করো না। কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে বিরত থেকো না এবং কুরআন শিক্ষাকে তোমার রোজগার ও সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানিও না।"[১৭৬]

তা ছাড়া এসব ইবাদত সহীহ্ হওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত থাকা জরুরি। ফলে এসব ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয নেই।[১৭৭]

হানাফীগণের সুস্পষ্ট অভিমত, কুরআন পড়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নয় এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে এই পড়ার দ্বারা কোনো সওয়াব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়া যাবে না। কুরআন পড়ার বিনিময় দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই গোনাহ্গার হবে। আমাদের এই যুগে কবরের পাশে এবং মৃতের কাছে বসে কুরআন পড়ার যে রীতি চালু হয়েছে তা জায়েয নেই। শুধু কুরআন পড়ার জন্য কাউকে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ করা নাজায়েয এবং কুরআন[১৭৮] শেখানোর জন্যও টাকার বিনিময়ে কাউকে নিয়োগ জায়েয নেই।

অবশ্য পরবর্তী ফকীহ্গণ, যেসব জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি নির্ভর করে, যেসব বিষয়কে সামাজিকভাবে চর্চা ও প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি; যেমন ইমামতি, আযান ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিধায় এসব কাজের বিপরীতে পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রহ. কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েয মনে করেন। ইমাম আহমদ রহ. থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। আবু কিলাবা, আবু ছাওর ও ইবনুল মুনযিরও

---

১৭৬. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৩৪-১৩৬-১৩৮; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৫৭; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ১০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ১৯৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪,পৃ. ১৮৪-১৯১

১৭৭. উসমান ইবনে আবিল আস-এর হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আহমদ মুহাম্মদ শাকের ও এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সেই সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন, এই হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজা, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। (সুনানে তিরমিযী, তাহকীক, আহমদ মুহাম্মদ শাকের, খ. ১, পৃ. ৪৩১০ প্রকাশ, মোস্তফা আল-হালবী)।

১৭৮. উবাদা ইবনে সাবিত রা. বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেছেন। এই বর্ণনাসূত্রে উবাদা সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। আলী ইবনে মাদিনী বলেন, এ হাদীসটির সনদে আসওয়াদ ইবনে ছালাবা নামক এক ব্যক্তি রয়েছে যে আমাদের কাছে অজ্ঞাত। বায়হাকী ও একই কথা বলেন। (সুনানে ইবনে মাজা, তাহকীক আব্দুল বাকী, খ. ২, পৃ. ৭২৯; আউনুল মাবুদ, খ. ৩, পৃ. ২৭৬)

www.amarboi.org

একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলিল হলো :[১৭৯] রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থের বিনিময়ে বিবাহ দিয়েছিলেন। এবং তাকে মহরের স্থলবর্তী গণ্য করেছেন। তাই ইজারার ভিত্তিতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ জায়েয। এক সহীহ মানের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. বলেন : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ "যে সব কাজে তোমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করো তন্মধ্যে আল্লাহর কিতাব হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উপযোগী যে তোমরা এর বিনিময় গ্রহণ করবে।"[১৮০] আর এমন হতে পারে যে, সৌজন্যমূলকভাবে কুরআন পড়ানোর মতো ব্যক্তি কোনো সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। ফলে এ কাজে পয়সা খরচ করতে হতে পারে।

মালেকীগণ বলেন, ভুলত্রুটিসহ কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ। কেননা কুরআন শরীফ ভুল পড়া মাকরূহ- যদি সেটি লাহনে জলী পর্যায়ভুক্ত না হয়। সাভী রহ. বলেন শুধু কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ জায়েয। শাফেয়ীগণ বলেন, কবরের পাশে কুরআন পড়ার বিনিময় গ্রহণ কিংবা কাউকে এ কাজে নিয়োগ করা জায়েয।

মালেকীগণ ইমামতির বিপরীতে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ মনে করেন। তদ্রূপ তারা মুফতী সাহেবের যদি যথেষ্ট উপার্জনের কোনো পথ না থাকে তবে ফতোয়া দেওয়ার বিপরীতেও সম্মানী গ্রহণ জায়েয বলেন। তারা আরো বলেন, মুস্তাহাব ও ফরযে কেফায়া উভয় ইবাদত পর্যায়ভুক্ত, কাজেই প্রতিদান গ্রহণ জায়েয। শাফেয়ীদের মতে, অন্যের পক্ষে হজ ও উমরা করার বিপরীতে দরদাম করে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয।[১৮১] শাফেয়ীদের মত, শাসক ইচ্ছা করলে জিহাদের প্রয়োজনে কোনো কাফেরকেও টাকার বিনিময়ে নিয়োগ করতে পারেন। কোনো মুসলিম যদি অপ্রাপ্তবয়স্কও হয় তবু তাকে জিহাদের জন্য এভাবে নিয়োগ করা সহীহ নয়। কেননা জিহাদ করা মুসলমানের দীনী দায়িত্ব।[১৮২]

---

১৭৯. হাদীসটি ইমাম আহমদ ও আবু য়ালা নিজ নিজ গ্রন্থে, তাবারানী তাঁর মুজামুল কবীর গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী তাঁর সংকলিত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হায়ছামী বলেন, মুসনাদে আহমদ-এর বর্ণনা কারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, এই হাদীসটির সনদ মজবুত। (ফারজুল কাদীর, খ. ২,পৃ. ৬৪; প্রকাশ মুস্তফা মুহাম্মদ।)

১৮০. প্রাগুক্ত ফিকহীসূত্র।

১৮১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৪

১৮২. হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম এভাবে বর্ণনা করেছেন, যাও তুমি যতটুকু কুরআন মুখস্থ করেছো; এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এই মহিলার স্বামী বানিয়ে দিলাম (আল লুলু ওয়াল মারজান, পৃ. ৩৩০। এই হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের কিতাবগুলোতে এ হাদীসের সাথে সম্পর্কিত দীর্ঘ কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

www.amarboi.org

নিয়োগকর্তার কাছে নিযুক্ত ব্যক্তি যখন নিজেকে সোপর্দ করবে তখন যদি নিয়োগকর্তার অসুবিধার কারণে কর্মচারীর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নাও হয়, তবুও তার পারিশ্রমিক দিতে নিয়োগকর্তা বাধ্য থাকবে। অবশ্য নিযুক্ত ব্যক্তি যদি কাজে অনিহা প্রকাশ না করে। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই যদি কর্মচারী কাজ করতে অস্বীকার করে তবে সে কোনোরূপ পরিশ্রমিকের হকদার হবে না, এ কথায় কোনো ফকীহর মতপার্থক্য নেই।[১৮৩]

কর্মচারীকে যদি নিয়োগকর্তা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো উপহার দেয় তবে তা পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাউকে যদি এমন কথা বলা হয় যে, তুমি যদি এ কাজ করে দাও তবে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, কিন্তু কী পুরস্কার দেওয়া হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। এ অবস্থায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি কাজটি করে দেয় তবে পুরস্কারের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হলেও শ্রমিক প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।[১৮৪] কেননা পারিশ্রমিক অজ্ঞাত হওয়ার দরুন এ ইজারাচুক্তি বাতিল হয়ে গেছে।

শ্রমচুক্তির ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট ও পরিজ্ঞাত থাকা। উভয়পক্ষ যদি এ কথায় একমত পোষণ করে যে, শ্রমিকের থাকা খাওয়াই তার পারিশ্রমিক কিংবা পারিশ্রমিক নির্ধারণের পর এর সাথে থাকা-খাওয়ার শর্ত যোগ করা হয়, তাহলে এই শ্রমচুক্তির ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে-

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ.-এর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে এই শর্তারোপ জায়েয। কেননা ইবনু মাজা গ্রন্থে উতবা ইবনে নুদ্দার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সা. সূরা কাসাস তিলাওয়াত করলেন এবং তিনি যখন হযরত মূসা আ.-এর ঘটনা তিলাওয়াত করলেন, إِنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ "মুসা আ. তাঁর লজ্জাস্থানের হেফাজত ও পেটের দায়ে শ্রম বিক্রি করেছিলেন অর্থাৎ শ্রমিক হয়েছিলেন।"[১৮৫] বস্তুত পূর্বেকার উম্মতগণের শরীয়ত আমাদের জন্যও পালনীয়- যদি তা রহিত না হয়ে থাকে। আবু হুরায়রা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেন : كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي ، أَحْطِبُ

১৮৩. বর্ণনাটি ইমাম বুখারী ও ইবনে মাজা ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ১৯৯; প্রকাশক, আস সালাফিয়া।

১৮৪. আশ শারহুস সাগীর ওয়া হাশিয়া আস সাবী, খ. ৪, পৃ. ৩৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৮৯

১৮৫. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩৯, ১৪০-১৪১; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৫৭; আশ-শারহুস সগীর ওয়া হাশিয়াতুস সাবী, খ. ৪, পৃ. ১০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৫

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ইমাম শাফেয়ী, হানাফী ফকীহ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ, আবু ছাওর ও ইবনুল মুনযির-এর মত এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একটি বর্ণনা, এভাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা দুগ্ধদাকারিণীর জন্যেও জায়েয নেই এবং অন্য শ্রমের ক্ষেত্রেও জায়েয নেই। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ফলে পারিশ্রমিকে ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেয়। ফলে মজুরি অনির্ধারিত থেকে যায়, অথচ শ্রমচুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।[১৯০]

একান্ত শ্রমচুক্তির পরিসমাপ্তি : انقضاء إجارة الأجير الخاص

পূর্বে বর্ণিত কারণসমূহের কোনো একটি পাওয়া গেলে একান্ত কর্মচারীর শ্রমচুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। শ্রমিক যদি স্বেচ্ছায় শ্রমচুক্তিতে সম্মত হয়, এরপর কাজ না করে পালিয়ে যায়, যদি নির্দিষ্ট কতক গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে শ্রমিক হিসাবে নেওয়ার কথা থাকে, এই শ্রমিক যদি এমন গুণাবলিসম্পন্ন হয়, তবে কাজ না করে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তার সম্পদ থেকে এর বিকল্প শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হবে। যদি শ্রমিকের কোনো সম্পদ না থাকে তবে চাকরিদাতা ইচ্ছা করলে চুক্তির সমাপ্তি ঘটাতে পারে। কিংবা শ্রমিক ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। বিষয়টি এমন যে কেউ ড্রাইভারসহ কোনো একটি বাস ভাড়া করল, কিন্তু ড্রাইভার নির্দিষ্ট করল না কিংবা উট চালকসহ উট ভাড়া করল কিন্তু উট চালক নির্দিষ্ট করল না, এ অবস্থায় ড্রাইভার ও উটচালক উভয়েই পালিয়ে গেল। ইজারাগ্রহীতা যদি তাদের ফিরে আসার অপেক্ষা করে তবে প্রতিটি দিনের পর সেই দিনের ইজারা বাতিল গণ্য হবে। কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে উপকার ভোগের বিষয়টিও বিনষ্ট হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, যদি কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য ইজারাচুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে চুক্তি বাতিল হবে না, যেহেতু যখনই সেই ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে তখনই তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে।[১৯১]

দুগ্ধদানকারিণী নারীর ইজারা : (إجارة الظئر (المرضع

ইসলামী শরীয়ত দুগ্ধপায়ী শিশুকে দুধপান করানোর জন্যে টাকার বিনিময়ে কোনো নারীকে নিয়োগ বৈধ ঘোষণা করেছে। পূর্বে এ বিষয়টির আলোচনা করা

---

১৯০. আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস كنت أجيرا الخ সম্পর্কে শারহুল কবীর-এর লেখক লিখেছেন, (খ. ৬, পৃ. ১১) এই হাদীসটি আছরাম নামক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজা (খ. ২, পৃ. ৮১৮) ও এটি নকল করেছেন। ইবনে মাজা-এর তাহকীককারী মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী এটি যাওয়ায়েদ থেকে নকল করে বলেছেন, এটির সনদ সহীহ ও মাওকুফ।

১৯১. সূরা তালাক, আয়াত : ৬

لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا ، وَأَحْدُو بِهِمْ إِذَا رَكِبُوا "আমি বিনতে গাযওয়ানের শ্রমিক ছিলাম। শুধু পেট পুরে খাবার ও পালাক্রমে সওয়ার হওয়ার জন্যেই আমাকে শ্রম বিক্রি করতে হয়েছে। তারা যখন কোথাও অবস্থান করত আমি তাদের জন্য জালানী কাঠ সংগ্রহ করতাম এবং যখন সফর করত তখন আমি উট তাড়ানোর গান গাইতাম।"[১৮৬]

এর বৈধতা কুরআনের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়। কেননা দুধ দানকারিণী নারীদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "তারা যদি তোমাদের শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে তোমরা তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে।"[১৮৭] এর উপর ভিত্তি করে অন্য কিছুতেও বৈধতা প্রমাণ করা যায়। তা ছাড়া এটি উপকারের বিনিময়। তাই তাতে নির্দিষ্ট না করা হলেও প্রচলিত রীতির কারণেই তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

খাবারের মান ও কাপড়ের ধরন নিয়ে যদি মতপার্থক্য দেখা দেয় তবে কাফফারায় একজনের যে পরিমাণ খাবার নির্ধারিত হয় এই পরিমাণ খাবার দেওয়ার বিধান কার্যকর হবে। ব্যক্তির দৈহিক চাহিদানুযায়ী যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু পোশাক নির্ধারিত হবে। অথবা প্রচলন হিসাবে খাদ্য ও পোশাক নির্ধারিত হবে। শ্রমিক যদি নিয়োগের সময়ই নির্দিষ্ট কাপড় ও মানের খাবারের শর্তারোপ করে তবে সকল ফকীহের মতে এই শর্তারোপ সহীহ হবে।[১৮৮]

হানাফীদের মতে, শ্রমিকের এমন শর্তারোপ জায়েয হবে না। এর কারণ, এর ফলে পারিশ্রমিক অনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য দুগ্ধদানকারিণী মহিলার পারিশ্রমিক এর ব্যতিক্রম; কেননা দুগ্ধদানকারিণীকে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমাদর ও সম্মান প্রদর্শনের রীতি আছে। ইমাম আহমদ রহ.-এরও এমন একটি অভিমত রয়েছে যা কাজী সমর্থন করেছেন।[১৮৯]

---

১৮৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৮৭; হাশিয়াতু কালয়ূবী আলা মিনহাজুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৭৬

১৮৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ২৯৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৯; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১০৭; কাশফুল হাকায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৬২

১৮৮. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৫৬৪-৫৬৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩০৯।

১৮৯. উতবা ইবনে নুদ্দার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজা সংকলন করেছেন। মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী বলেন, যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উতবা ইবনে নুদ্দার সম্পর্কে তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে, নুদ্দার শব্দটির নুন হরফে পেশ এবং দাল হরফে তাশদীদ দিয়ে পড়তে হবে। তিনি বনু সালিমা গোত্রের লোক ছিলেন। মিসর বিজয়ে এই সাহাবী অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং দামেশকে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

www.amarboi.org

হয়েছে। এক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক। তাই ফকীহগণের আলোচনার বিষয় ছিল, এক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পণ্যটি কী? কেউ বলেন, মুনাফা ও উপকারই দুগ্ধদান চুক্তির মূল বিষয়। সে উপকার হলো, শিশুর লালন-পালন, শিশুর যত্ন ও দুধপান করানো এক্ষেত্রে অনুবর্তী হিসেবে থাকে। যেমন কাউকে যদি কাপড় রং করার কাজ দেওয়া হয়, তবে সে রঙেরও মালিক হয়ে যায়। এখানে দুধ একটি পণ্য, তাইতাতে ইজারা হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, দুগ্ধই চুক্তির ক্ষেত্রে আসল, লেনদেন দুগ্ধপানের জন্যেই ঘটে। শিশুর পালনপালন এক্ষেত্রে সম্পূরক হিসেবে থাকে। তাই দুগ্ধদানের চুক্তি করে কোনো মহিলা যদি শিশুকে নিজের দুধ পান না করিয়ে ছাগলের দুধ পান করায় তবে সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না। পক্ষান্তরে মহিলা শিশুকে দুধপান করালেও সে তার সেবা যত্ন করেনি, তবুও সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে।

নারীর দুধ পণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে, এ কথা বলা হয়েছে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। একটা শিশুর জীবন রক্ষার তাগিদে মূল্য দিয়ে হলেও নারীর দুগ্ধপান করানোর বিষয়টি বৈধ করা হয়েছে। তাই এটি অন্যান্য পণ্যের সাথে তুলনীয় হবার নয়।

দুগ্ধদানকারিণী মহিলাকে খাবার ও কাপড়ের বিনিময়ে নিয়োগ করাও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। তবে চুক্তির সময়ই একথা উল্লেখ করতে হবে। জামে সগীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, খাবারের মান ও প্রকার যদি উল্লেখ করা হয়, কাপড়ের প্রকার ও মানের কথাটিও যদি বলা হয়ে থাকে এবং কতদিন তাকে খাবার ও কাপড় দেওয়া হবে তা যদি উল্লেখ করা হয় তবে ফকীহদের সর্ব সম্মতিক্রমে তা বৈধ। অবশ্য অধিকাংশের মতে, বিস্তারিত উল্লেখ না করলেও চুক্তি বৈধ হবে।[১৯২]

কোনো শিশুকে দুগ্ধপানের জন্য চুক্তিবদ্ধ নারীর উচিত এমন খাবার খাওয়া যার ফলে বেশি দুধ উৎপন্ন হয় এবং দুধের মান ভালো থাকে। নিয়োগকর্তার এ বিষয়ে দুগ্ধদানকারিণীকে চাপ প্রয়োগ করার অধিকার আছে। কেননা এধরনের পানাহারের ফলে সে স্বচ্ছন্দে তার শিশুকে দুধ পান করাতে পারবে। মহিলা যদি পানাহারে যত্নবান না হয় তবে তা শিশুর জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেউ যদি তার সেবিকাকে দুধ শিশুকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব দেয় তবে সেই সেবিকা বাড়তি পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না। আবু ছাওর এমন ব্যক্ত

---

১৯২ আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬৮-৭০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৪৬৩; আল-খিরাশী, . ৭, পৃ. ১৪; হাশিয়া আস-সাবী আলা শারহিস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৫৫-৫৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৯৩

www.amarboi.org

করেছেন। যুক্তিবাদীরা বলেন, সেবিকা শিশুকে দুধদানের জন্যে ভিন্ন পারিশ্রমিকের হকদার হবে। কেননা দুগ্ধদানের কাজটি তো সেবিকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়, যা সে বাড়তি কাজ হিসেবে করে।

হানাফী, হাম্বলী ও কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহ্ বলেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তার পরিধেয় নোংরা কাপড় বৌত করা ইত্যাকার কাজও দুগ্ধদানকারিণীর দায়িত্বের অংশ। কেননা দুগ্ধদান চুক্তির মূল পণ্য হলো সেবাদান, দুগ্ধদানের চুক্তির ফলে সার্বিক সেবা পাওয়ার অধিকার জন্মে। অন্যান্য ফকীহ্গণ ও এব্যাপারে একমত পোষণ করেন। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের সময় এসব বিষয় উল্লেখ করতে হবে কিংবা সমাজে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্তির রেওয়াজ থাকতে হবে।

মালেকী ও কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহ্-এর মতে, শিশুকে দুধপান করানোর ব্যবস্থা করা পিতার কর্তব্য। লালন-পালন ও শিশুর সেবাযত্ন আর দুগ্ধপান করানো সম্পূর্ণ দুটি কাজ ও ভিন্ন উদ্দেশ্য। এই দুটি কাজ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারাও সম্পন্ন করা সম্ভব। বস্তুত কোনো মহিলাকে যদি দুগ্ধদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়, এর সাথে শিশুর লালনপালন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১৯৩]

স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো মহিলাকে শিশুকে দুধপান করানোর জন্যে চুক্তিবদ্ধ করা জয়েয নয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া যদি কারো স্ত্রী অপরের কোনো শিশুকে দুগ্ধপানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তবে জানার সাথে সাথে সে তার স্ত্রীর কৃত চুক্তি বাতিল করতে পারবে। কেননা এটি তার অধিকার। তা ছাড়া এমন চুক্তির সংবাদ পাওয়ার পর স্বামী তার শরীয়ত স্বীকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে স্ত্রীকে তার কাছে তলব করতে পারে।

হানাফী ফকীহ্দের মতে কোনো মহিলার সাথে দুগ্ধদানের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর নিয়োগকর্তা মহিলাকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার পাবে না। তবে দুগ্ধদান কারিণী মহিলা যদি গর্ভবতী হয়ে যায়, তবে নিয়োগকর্তা কৃত চুক্তি বাতিলের অধিকার পাবে যদি গর্ভবতী হওয়ার কারণে এই মহিলার দুধপান করলে তার শিশুর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

মালেকীগণ বলেন, স্বামীর সম্মতিতে কোনো ব্যক্তি যদি কারো স্ত্রীর সাথে তার শিশুকে দুগ্ধপানের চুক্তি করে তবে তার শিশুর নিরাপত্তার স্বার্থে সেই ব্যক্তি

---

১৯৩. কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৫৯

www.amarboi.org

মহিলার স্বামীকে সহবাস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারবে। কেননা স্বামীর সহবাসের কারণে যদি মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় তবে তার শিশুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

যে শিশুকে দুগ্ধপানের জন্য শিশুর অভিভাবক ও দুগ্ধদানকারিণীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেই শিশু যদি মৃত্যুবরণ করে তবে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। কেননা যে উপকার ভোগের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই উপকার লাভের অবকাশ এখন আর নেই। সেই শিশুর বদলে অন্য কোনো শিশুকে দুগ্ধপান করানোর সুযোগ নেই। যেহেতু দুধ পান করার ক্ষেত্রেও এক শিশু অপর শিশু থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহ্ বলেন, চুক্তিকৃত শিশুর মৃত্যু ঘটলেও চুক্তি বহাল থাকবে, কেননা উপকার দেয়ার ব্যক্তি তো বহাল আছে। এখানে যে উপকার লাভ করে তার মৃত্যু হয়েছে। শিশুর অভিভাবক ও মহিলা যদি অন্য কোনো শিশুকে দুধপানের ব্যাপারে সম্মত হয় তবে পূর্বচুক্তিই বহাল থাকবে।

শিশুর যে অভিভাবক দুগ্ধদানকারিণী মহিলার সাথে চুক্তি করেছিল, সেই ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুর পূর্বে সে এই মহিলার পারিশ্রমিক পরিশোধ না করে থাকে, মহিলার পারিশ্রমিক পরিশোধের মতো সহায় সম্পদও না রেখে গিয়ে থাকে, আর দুগ্ধপায়ী শিশুরও কোনো সম্পদ না থাকে, সমাজের অন্য কেউ শিশুর হয়ে মহিলার পারিশ্রমিক আদায়ে এগিয়ে না আসে বা প্রতিশ্রুতি না দেয় তাহলে মহিলা চুক্তি প্রত্যাহার করার অধিকার পাবে।

হাম্বলীগণ বলেন, দুধদানকারিণীর মৃত্যু হলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। কেননা দুগ্ধদানকারিণীই ছিল উপকার লাভের ক্ষেত্র। তাই তার মৃত্যুতে উপকারিতারই পরিসমাপ্তি ঘটল। ফকীহ্ আবু বকর রহ. বলেন, ইজারার পারিসমাপ্তি ঘটবে না। বরং মৃত মহিলার সম্পদ থেকে অর্থ নিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত দুগ্ধদানের জন্য অন্য কোনো মহিলার সাথে চুক্তি করা হবে, যদি মৃত মহিলা পূর্বেই পারিশ্রমিক কব্জা করে থাকে। কেননা এ অবস্থায় নেওয়া অতিরিক্ত পারিশ্রমিক তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।[১৯৪]

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ্গণ বলেন, যে শিশুকে দুধপান করানোর জন্যে চুক্তি করা হবে, সেই শিশু নির্দিষ্ট করণ ছাড়া চুক্তি সহীহ্ হবে না। কেননা শিশুভেদে দুধপানে তারতম্য ঘটে। শিশু নির্দিষ্টকরণ ছাড়া শিশুর অবস্থা বোঝা সম্ভব নয়। সেই সাথে এ ব্যাপারটিরও সুরাহা করতে হবে, শিশুকে কোথায় দুধপান করানো হবে? হাম্বলীগণ

---

১৯৪. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৬৮

www.amarboi.org

এতে আরো যোগ করেন, পারিশ্রমিকের পরিমাণ ও দুধপানের সময়সীমাও নির্দিষ্ট করতে হবে। হানাফীগণও এ কথায় সহমত পোষণ করেন।[১৯৫]

সরকারি কর্মচারীদের শ্রমবিনিয়োগ

ফকীহগণ অনেক আগেই সরকারি কাজে শ্রমবিনিয়োগের শরয়ী সমাধান দিয়েছেন। যেসব কাজের সাথে ইবাদাতের সংশ্লেষ নেই এবং যেগুলোতে নিয়তের বাধকতা নেই সেসব ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েয বলেছেন। যেমন দন্ডাদেশ কার্যকর করা, যে কোনো তথ্য রেজিস্ট্রিভুক্ত করা, সরকারি ট্যাক্স ও খাজনা ইত্যাদি আদায় করা। অধিকাংশ ফকীহের মতে স্বাভাবিক অবস্থায় সরকারের এসব কাজে শ্রম বিনিয়োগকারীকে একান্ত কর্মচারী বা নির্দিষ্ট কাজে শ্রমবিনিয়োগকারীর পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হবে। অবশ্য সরকার কল্যাণ মনে করলে যে কারো চাকরির মেয়াদের সমাপ্তি ঘটাতে পারবে। তবে অনিবার্য কারণ ছাড়া কোনো কর্মচারী চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করতে পারবে না।

এগুলো ছাড়াও কিছু সরকারি দায়িত্ব রয়েছে, যেমন প্রশাসক ও বিচারক, কিছু লোক এমন কাজ করছে যেগুলোতে সওয়াব পাওয়ার জন্যে নিয়ত থাকা জরুরি। যেমন ইমাম, মুয়াযযিন ইত্যাদি। তাদের প্রদেয় অর্থ পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে না, সেগুলো জীবনের প্রয়োজন পূরণে পারিতোষিক হিসেবে গণ্য হবে। এবং তাদের দায়িত্ব পালনে সময়ের কোনো বিধান বা শর্ত থাকবে না, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, আযান, ইমামতির বিনিময়ে সম্মানী বা পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে কি-না তা নিয়ে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। ফকীহগণ এ বিষয়ে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন এগুলোর সারমর্মই পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৬]

যৌথ কর্মচারী বা একাধিক মালিকের কাছে শ্রমবিনিয়োগ

সাধারণ শ্রমদাতা বা যৌথ কর্মচারী সেই ব্যক্তিকে বলা হবে যে একজনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেও শুধু সেই ব্যক্তির কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্য লোকের কাজও করে। যেমন নির্মাণ শ্রমিক। সে নির্দিষ্ট কোনো একজনের স্থাপনাই নির্মাণ করে না; অন্যদের কাজও করে। তদ্রূপ মাঝি মাল্লা, যে শুধু নির্দিষ্ট একজনের মোট বহন করে না, একজনের পর অন্যজনের বোঝাও সে বহন

---

১৯৫. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; আল মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৯৬

১৯৬. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪১; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৫৯; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৯২

www.amarboi.org

করে। ফকীহগণ এমন শ্রমিক কিংবা শ্রমবিনিয়োগকারীকেই أجير مشترك বা সাধারণ শ্রমদাতা বলে অভিহিত করেছেন।[১৯৭]

أجير مشترك-এর সাথে কাজের ব্যাপারেই চুক্তি হয়ে থাকে, একথায় ফকীহদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। পূর্বেই যদি কাজের ধরন নির্দিষ্ট করা না হয় তবে তার সাথে কৃত চুক্তি সহীহ হবে না। কাজের সময় বা মেয়াদও নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় নিষেধ নেই। যেমন কেউ যদি কোনো রাখালকে বলে, তুমি একমাস আমার গরু চড়াবে, তাতেও সে أجير مشترك হিসেবেই গণ্য হবে। হ্যা, নিয়োগকারী যদি এমন শর্ত করে যে, এই একমাস তুমি আমার গরু ছাড়া আর কারো গরু চড়াতে পারবে না, তবে সেই কর্মচারী আর أجير مشترك থাকবে না, أجير خاص এ পরিণত হবে।

কোন মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের أجير مشترك হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যেমন কেউ ডাক্তার, টেইলার কিংবা শিক্ষক হিসেবে অমুসলিমদেরও যে কেউ সেবা কামনা করে অর্থের বিনিময়ে তাকে সেবা প্রদান করতে পারে। এই সেবাদানের দ্বারা তার অমর্যাদা হয় না এবং সেবাদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করা কিংবা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দ্বারাও তার মানহানী ঘটে না।

শ্রমবিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করে তার শ্রম এবং শ্রমিকের কাছ থেকে শ্রমখরিদকারী বিনিয়োগ করে তার পুঁজি ও আসবাব, এটিই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সাধারণ্যে প্রচলন রয়েছে, দর্জি সেলাই কাজে সুতা ব্যবহার করে এবং কাপড় রাঙানোর কাজে ডায়ার নিজের টাকায় রঙ ব্যবহার করে, এগুলো তাদের কাজেরই অংশ বলে গণ্য হবে। উল্লিখিত শ্রম বিনিয়োগে সুতা ও রং ব্যবহার করা হলেও এগুলো ইসতিসনা বা অগ্রিম অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১৯৮]

সাধারণ শ্রমদাতার সাথে অনেক ক্ষেত্রে কোনো কথা বলা ছাড়াই কেবল লেনদেনের মাধ্যমেই চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে শাফেয়ীদের মতপার্থক্যকেও ধর্তব্যে রাখা উচিত। যেমন গণপরিবহণে ভ্রমণকারী যাত্রীর ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যকার দেনাপাওনার পরিসমাপ্তি ঘটে। এক পক্ষে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকেও ইজারার ঘটনা ঘটতে পারে, একদল লোক থেকেও ঘটতে পারে। যেমন কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোনো সংঘ সমিতি।

---

১৯৭ আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৪১-২৪২; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৫৯; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৩১-৩২; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৩-১৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৮-৪০১-৪০৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৯২; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৭৪

১৯৮. প্রাগুক্ত এবং আল মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৭৫-৭৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৫১

www.amarboi.org

যে স্বার্থ বা মুনাফা অর্জনের জন্য ইজারাচুক্তি সম্পাদন করা হবে সেই মুনাফা বা স্বার্থের ব্যাপারটি নির্দিষ্ট এবং তার পরিমাণ নির্ধারিত হতে হবে। ক্ষেত্র নির্ধারণের দ্বারাও অনেক সময় তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যে সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জায়গার ভিন্নতার কারণে শ্রমে তারতম্য ঘটে, শ্রমিকের সে সকল ক্ষেত্র ও জায়গা দেখার অধিকার থাকে। এ মত ব্যক্ত করেন হানাফী ও হাম্বলী ফকীহগণ। শাফেয়ীদের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ইজারার ক্ষেত্রেই শুধু দেখার অধিকার থাকে, অন্য ক্ষেত্রে থাকে না।[১৯৯]

নিয়োগকর্তার মুনাফা ও স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে শুধু সময় বা মেয়াদ নির্দিষ্ট করার দ্বারাই অর্জিত হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে কাজ ও কাজের ধরন নির্ধারণ করার দ্বারাও অর্জিত হতে পারে। যেমন দর্জির কাছে কাপড় সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে কখনও মেয়াদ ও কর্ম উভয়টি নির্দিষ্ট করার দ্বারা নিয়োগকর্তা বা অর্ডারদাতার স্বার্থ নির্ধারিত হয়। মালেকীগণও এ মতপোষণ করেন এ শর্তসাপেক্ষে, এক্ষেত্রে সময় ও কর্ম উভয়টির মধ্যে সমতা থাকতে হবে। হাম্বলীদেরও এমন একটি অভিমত রয়েছে। অবশ্য তাদের মতে, ইজারার প্রথমভিত্তিই হচ্ছে কাজ। কাজ সম্পন্ন করাই হচ্ছে এই লেনদেনের মূল উদ্দেশ্য। সময় বা মেয়াদের বিষয়টি কাজটি দ্রুত বা বিলম্বে সম্পন্ন হওয়ার জন্যে উল্লেখ করা হয়। শ্রমিক যখন কাজটি সম্পন্ন করে ফেলবে তখনই তার পারিশ্রমিক প্রাপ্য হয়ে যাবে। আর যদি শর্ত পূরণ না করে তবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। তবে তা সেই নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বেশি হবে না।[২০০]

---

১৯৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৯২; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৭৪

২০০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৪; আল-ফুরুক, খ. ৩, পৃ. ১১৫; আল-হাত্তাব, খ. ১, পৃ. ৪৫৫; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৫; আশ শিরওয়ানী আলাত তুহফা, খ. ৬, পৃ. ১৫৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৩৪৪; আননিহায়া ওয়া শাবরা মাল্লিসী, খ. ৮, পৃ. ২৩৯; আল আহকামুস সুলতানিয়া লিল মাওয়ারদী, পৃ. ২১০; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ৩১৭; খ. ৬, পৃ. ৫; প্রথম সংস্করণ আল-আহকামুস সুলতানিয়া লি আবী য়ালা, পৃ. ৮২; কাশফুল মুখাদ্দারাত, পৃ. ২৮৪; এই যুগের সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায়, তাদের চাকুরীবিধি, মজুরী, সময় নির্ধারণ, বিনা অনুমতিতে অন্য কারো কাজ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, কাজ না করলেও নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে পারিশ্রমিকের হকদার হওয়া, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চাকুরির মেয়াদ পূর্তি এবং কাজ ত্যাগ করার বৈধতা ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত শ্রম বিনিয়োগ কারীর বিধানগুলো অধিক সামঞ্জস্য রাখে।

www.amarboi.org

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে এই লেনদেন বাতিল গণ্য হবে। হাম্বলীগণেরও এমন একটি অভিমত রয়েছে। কেননা পারিশ্রমিক ও সময় উভয়টি নির্ধারণ করা হলে লেনদেনের মধ্যে এক ধরনের অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। কেননা সময় নির্ধারণের দ্বারা শ্রমিক ব্যক্তিগত সেবকে পরিণত হয় আর কাজের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত লেনদেন তাকে সাধারণ শ্রমিকে পরিণত করে। এ উভয় অবস্থা একটি অন্যটির বিপরীত। এ অবস্থায় এ উভয়টি বলার ফলে লেনদেনের বৈশিষ্ট্য ও ধরন স্পষ্ট হয় না।[২০১]

গোনাহ ও অপরাধমূলক কাজে কাউকে সাধারণ শ্রমদাতা নিযুক্ত করা সকল ফকীহের মতে নিষিদ্ধ যেমন, এ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সেবক রাখাও নিষিদ্ধ। অবশ্য কোনো কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন أجير خاص রাখা বৈধ বা সহীহ তেমনি أجير مشترك-এর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মালেকী ও শাফেয়ীগণ বলেন, মৃত ব্যক্তির লাশের গোসল দেওয়া এবং মরদেহ বহনের জন্য ইজারা দেয়া জায়েয। হাম্বলীগণ বলেন, কুরবানী ও হাজীদের কুরবানী জবাই এর জন্য ইজারা দেওয়া, সাদকা বন্টনের ইজারা এবং কোনো মোকদ্দমার সাক্ষীকে বিচারালয়ে পৌঁছানোর জন্য খরচ দেওয়া জায়েয।

মালেকীগণ কোনো নাপাক শরীরের অধিকারী, ঋতুস্রাবে থাকা মহিলা কিংবা সন্তান প্রসবের পর নেফাস চলাকালে মহিলাকে মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজের ইজারা দেওয়া এবং অমুসলিমকে মসজিদের সাফাই কাজে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এবং এগুলোকে গোনাহের কাজে ইজারাদান সাব্যস্ত করেছেন।

বিভিন্ন মাযহাবের কিতাবে এ ধরনের বহু অবস্থা আলোচিত হয়েছে।[২০২] সামগ্রিক ভাবে আলোচিত অবস্থাগুলোর ভিত্তি হলো গোনাহর কাজে কাউকে নিয়োগ করা হারাম। সেই গোনাহর কাজটি মৌলিকভাবে হারাম হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে সেটি হারাম হোক তাতে কোনো তারতম্য নেই। যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ করা বৈধ বলেছেন তারা প্রয়োজন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে জায়েয বলেছেন।

উল্লিখিত মাসআলাগুলোর সাথে এটিও সম্পর্কিত যে, তিলাওয়াত করার জন্যে কুরআন শরীফ ইজারা দেয়া জায়েয কিনা? হানাফী ও হাম্বলীগণ কুরআন শরীফ

---

২০১. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৬

২০২. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১০-৪৫৫

www.amarboi.org

ইজারা দেওয়া জায়েয় মনে করেন না। কেননা আল্লাহর পবিত্র কালাম বিনিময়ের উর্ধ্বে। কিন্তু মালেকীও শাফেয়ীগণ কুরআন শরীফ ইজারা দেয়াকে বৈধ মনে করেন। হাম্বলীগণের ও এমন একটি মত রয়েছে। তাদের মতে এটি মুবাহ ও জায়েয, একটি উপকারী কাজ, ফলে এর ইজারা জায়েয হবে; যেমন অন্য যে কোনো গ্রন্থের ইজারা জায়েয়। তবে মালেকীদের বক্তব্য হলো, কুরআন শরীফ ইজারা দেওয়া মুসলমানের নৈতিকতা পরিপন্থি কাজ।[২০৩]

أجير مشترك বা সাধারণ শ্রমদাতার কর্তব্য

أجير مشترك-এর কর্তব্য হলো চুক্তি নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করা এবং সেই কাজের সাথে যেসব আসবাব ও উপাদান আবশ্যিক ভাবে জড়িত সমাজের রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী সেগুলোর ব্যবস্থা করাও তার কাজে অন্তর্ভুক্ত। হ্যা, যদি প্রাসঙ্গিক উপাদান ছাড়াই কাজের অর্ডার দেওয়া হয় যা সাধারণ রীতি ও প্রথা বিরুদ্ধ, তবে ভিন্ন কথা। যেমন কেউ যদি দর্জির সাথে কোনো কাপড় সেলাই-এর চুক্তি করে, তবে সেলাই-এর সূতা, বোতাম, সুই ইত্যাদি দর্জিকেই দিতে হবে। তবে সেলাই এর অর্ডার নেয়ার সময়ই যদি এসব কাপড় ওয়ালার দেয়ার শর্ত করা হয়ে থাকে কিংবা প্রচলিত রীতি বদলে গিয়ে থাকে তবে দর্জির উপর এসব উপাদান দেওয়া আবশ্যিক হবে না।[২০৪]

কাজের অর্ডার দাতা যদি শর্ত করে, শ্রমিক নিজেই কাজ সম্পন্ন করবে, তাহলে তার এ শর্ত মেনে নিজেই কাজ করা আবশ্যক হবে। কেননা শর্তযুক্ত করে অর্ডারদাতা শ্রমিককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যদি অর্ডারদাতা শ্রমিকের প্রতি এ শর্তারোপ না করে তবে শ্রমিক ইচ্ছা করলে এই কাজটি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কোনো শ্রমিককে দিয়েও করিয়ে নিতে পারে। কেননা একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করাই হলো তার কর্তব্য। অবশ্য যদি এমন কোনো কাজ হয় যা সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব নয় তবে শ্রমিকের পক্ষে অন্য কাউকে কাজ দেয়া জায়েয হবে না।

যেমন কোনো কিছু লেখা কিংবা পেইন্ট; ক্যালোগ্রাফি ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে অর্ডারদাতার উদ্দেশ্য থাকে অর্ডারগ্রহীতার নিজের পারদর্শিতা থেকে উপকার লাভ করা; অন্য কারো কাছ থেকে নয়। যে সব কাজে শ্রমিকের কর্মদক্ষতার ভিন্নতার কারণে কাজের গুনাগুণ ভিন্ন হতে পারে এসব ক্ষেত্রে এই একই বিধান প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা লক্ষণীয়, কোনো শিল্পী কিংবা কারিগর যদি

---

২০৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ২৯৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৮; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৯১।

২০৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৫; মাজাল্লাতু আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৫০৫; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১২

www.amarboi.org

তার একান্ত কোনো শিক্ষার্থীকে ব্যবহার করে তবে সেই শাগরেদ বা শিষ্যের কাজও শিল্পী বা কারিগরের কাজ হিসেবেই গণ্য হবে।[২০৫]

শ্রমিক যেহেতু কাজ সম্পন্ন করে কার্যাদেশদাতাকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নেয়, তাই যতটুকু কাজ সে মালিককে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে ততটুকুর জন্য সে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে। যেমন কোনো ঘর, দেয়াল, কুয়া কিংবা রাস্তা নির্মাণ কাজের যদি কেউ অর্ডার নেয়, যতটুকু কাজ সে মালিককে বুঝিয়ে দেবে সেই পরিমাণ পারিশ্রমিকের দাবি সে করতে পারবে। কেননা শ্রমিকের পক্ষ থেকে কাজ কার্যাদেশদাতাকে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

হ্যা, কাজ যদি এমন হয় যে, সম্পূর্ণ কাজটি সমাপ্ত না করে কার্যাদেশদাতাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে কাজ শেষ না করা পর্যন্ত শ্রমিক পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না। কেননা কাজ সম্পন্ন করার উপর পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ব্যাপারটি নির্ভরশীল। যেমন কাপড় ধোলাই, বাড়ি ঘরে রং করা, কিংবা তাতির কাপড় বুনন ইত্যাদি। এসব লোক তাদের কাজ সম্পন্ন করে কার্যাদেশদাতাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। তবে কার্যাদেশ গ্রহণের সময়ই যদি অগ্রিম মূল্য প্রদানের শর্ত থাকে কিংবা কার্যাদেশদাতা নিজে থেকে অগ্রিম পারিশ্রমিক প্রদান করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।[২০৬]

সাধারণ শ্রমদাতার ওপর জরিমানা/ক্ষতিপূরণ

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত, সাধারণ শ্রমদাতা মজদুরের ত্রুটি কিংবা অবহেলার কারণে যদি কার্যাদেশ দাতার কোনো সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এই ক্ষয়ক্ষতির জরিমানা তাকে দিতে হবে। কিন্তু তার ত্রুটি বা অবহেলা ছাড়াই যদি কোনো জিনিসে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ফকীহ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও হাম্বলীদের মতে, اجير مشترك-এর হাতে কোনো জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে এই জিনিসের জরিমানা দিতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি

২০৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৫৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ৭

২০৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৯-১৯১দ কাশফুল হাকায়েক, খ. ২,প্. ১৫৭; আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ১০; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৯০; হাশিয়া আল-কালয়ূবী আলা মিনহাজুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৪৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ৭; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৩৪-১৪৩

www.amarboi.org

তার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। সে দ্রব্যের নিরাপত্তায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুক বা না করুক তাতে জরিমানায় কোনো প্রভাব পড়বে না। এক্ষেত্রে তারা হযরত আলী ও হযরত উমর রা.-এর অনুসারী। কেননা এই বিধানের মাধ্যমে জনগণের সম্পদে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। যদি اجير مشترك-এর সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই কোনো জিনিসের ক্ষতি সাধিত হয়, অবশ্য সে ইচ্ছা করলে সেটিকে রক্ষা করতে পারত, যেমন সাধারণ অগ্নিকাণ্ড কিংবা চুরি, কিন্তু সে তা করেনি, তবে তাকে জরিমানা গুনতে হবে। পরবর্তীকালের কতক মালেকী ফকীহও-এরও এই অভিমত। শাফেয়ী ফকীহদেরও এটি একটি মত। মালেকীদের পূর্বসূরি ফকীহগণ এবং ইমাম যুফার রহ.-এর মতে জরিমানা দিতে হবে না। শাফেয়ীদেরও একটি অভিমত এমন রয়েছে।[২০৭]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, শ্রমিক কিংবা তার শিষ্যের কাজের ফলে যদি কোনো জিনিস নষ্ট হয়, তবে সেই ক্ষয়ক্ষতি তাদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সর্বাবস্থায়ই জরিমানা দিতে হবে। কেননা এই ক্ষয়ক্ষতি শ্রমিকের কাজের সাথেই সম্পর্কিত। অথচ তাকে তো অর্ডার করা হয়েছিল কাজটি সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে। শিষ্যের কাজও মূল শ্রমিকের প্রতিই নির্দেশ করে। অবশ্য শ্রমিক ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা যদি কোনো জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে শ্রমিকের উপর জরিমানার দায় বর্তাবে না। বস্তুত এটিই যৌক্তিক দাবি। ইবনে আবু লায়লা-এর মত হচ্ছে, সর্বাবস্থায়ই শ্রমিকের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের জরিমানা শ্রমিকের কাঁধে বর্তাবে।

اجير مشترك-এর উপর যখন জরিমানা ধার্য হবে, তখন অবস্থা যদি এমন হয় যে, কার্যাদেশপ্রাপ্ত কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর বস্তুটি নষ্ট হয়েছে, তবে মালিক কাজ যেহেতু সম্পন্ন হয়ে গেছে, তাই জিনিসটির মূল্য নির্ধারণ করে সেই মূল্য জরিমানা স্বরূপ শ্রমিকের পারিশ্রমিক থেকে কেটে নেবে। কিংবা মালিক ইচ্ছা করলে সমাপ্ত কাজের মূল্যায়ন না করেই দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে পারিশ্রমিক থেকে তা কেটে নেবে। শ্রমিকের কাজ শুরুর আগেই যদি দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে কাজের মূল্যায়ন ছাড়াই জরিমানা নির্ধারিত হবে। যেহেতু

২০৭ কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ১৫৭; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮৪-১৯১; আল-ইখতিয়ার, খ. ১,প়. ১৯৪ ও খ. ১, পৃ. ২৩১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ১৯৪; আল-হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৪১৯; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৩৮; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ২৭; প্রকাশ- আস সুন্নাহ আল-মুহাম্মদিয়া।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

কোনো এজেন্টের মাধ্যমে কোনো জিনিস কেনার কিংবা বিক্রির ইচ্ছা করা হয়, কাজ সম্পন্নের আগেই জিনিসটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে বহনকারী ও এজেন্ট তাদের প্রাপ্য ঠিকই পাবে।

অবশ্য শ্রমিককে যদি এমন কাজ দেয়া হয় যে কাজের প্রভাব বস্তুর সাথে সম্পর্কিত থাকে, যেমন কোনো কাপড়ে রং করে দেয়ার কাজ দেয়া হলো, এক্ষেত্রে রং এর কাজ শেষ করে বুঝিয়ে না দিলে কোনো পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে না, যদি এর বিপরীত কোনো শর্তারোপ না হয়ে থাকে। মালিককে রং করা কাপড় বুঝিয়ে দেওয়ার আগেই যদি কোনো কারণে কাপড় ধ্বংস হয়ে যায় তবে রং মিস্ত্রি রং-এর পারিশ্রমিক পাবে না। অবশ্য এই বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কার্যাদেশদাতা থেকে শ্রমিক দূরের অবস্থানে থেকে রং-এর কাজ করবে।

শ্রমিক যদি নিয়োগকর্তার নিকটে বা তার নিয়ন্ত্রণেই কাজ করে, যেমন নিয়োগকর্তার ঘরে কিংবা কারখানায় কাজ করে, তবে কারো মতে, যতটুকু কাজ হবে সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে। আর অনেকের মতে কাজ সম্পন্ন করার পরই কেবল পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে, অন্যথায় নয়। যেমনটি পারিশ্রমিকের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।[২১৩]

কাজ সমাপ্ত করে বুঝিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে أجير مشترك-এর চুক্তির অবসান ঘটবে। অনুরূপ কোনো সামান যদি কাজের আবশ্যিক ক্ষেত্র হয় আর তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও চুক্তির অবসান ঘটবে। أجير مشترك-এর চুক্তির সমাপ্তির ক্ষেত্রে সেই সব বিষয়ও কার্যকর যেগুলো অন্যান্য ইজারার ক্ষেত্রে কার্যকর। যে সকল বিষয় পূর্বেই বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

أجير مشترك-এর প্রকার

হাজ্জাম ও ডাক্তারদের পারিশ্রমিক এবং তাদের ভর্তুকী

শিংগা লাগানো সকল ফকীহের মতে জায়েয। অবশ্য শিংগা লাগিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মধ্যে বিধানগত বৈপরিত্য থাকার কারণে ফকীহগণের এ বিষয়ে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে।

কোনো ফকীহ বলেছেন, অধিকাংশের মতে, শিংগা লাগিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয।[২১৪] কেননা রসূলুল্লাহ সা. নিজে শিংগা লাগিয়েছেন এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক দিয়েছেন। বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে

---

২১৩. হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৮; হাশিয়া আল-আদবী আলা শারহিল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ২৯

২১৪. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৮

www.amarboi.org

বর্ণিত হয়েছে, احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره "রসূলুল্লাহ সা. শিংগা লাগিয়েছেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন। শিংগা লাগানো যদি জায়েয না হতো তাহলে তিনি তা করতেন না।"

কোন ফকীহ্ শিংগা লাগানোকে মাকরূহ বলেছেন। কেননা রাফে ইবনে খাদীজ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন كسب الحجام خبيث শিংগা প্রয়োগকারীর উপার্জন নোংরা। এই হাদীসের বিপরীতে বলা হয়, এ হাদীসটি ঐ বর্ণনাটির দ্বারা রহিত হয়ে গেছে; যে বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, আমার কয়েকজন পোষ্য রয়েছে, তন্মধ্যে একটি ক্রীতদাসও রয়েছে যে শিংগা লাগাতে জানে। আমি কি এই ক্রীতদাসের উপার্জিত টাকায় পোষ্যদের লালন পালন করতে পারব? রসূলুল্লাহ সা. বলেন, হ্যা, পারবে। ফকীহ ইতকানী বলেন, নিষিদ্ধ বা নাজায়েয হওয়ার হাদীসটি দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বমান লোকের জন্যে এটি নিন্দনীয় পর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় বর্ণনা হলো, শিংগা লাগানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ হারাম। কেননা সাহাবী আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, من السحت كسب الحجام শিংগা প্রয়োগের বিনিময়ে উপার্জন হারাম।

ফিকহের গ্রন্থগুলোর সকল বর্ণনা ও দলিল পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, শিংগা লাগানো হারাম নয়। ইবনে কুদামা বলেন, শিংগা লাগানো হারাম হওয়ার কোনো মত নেই। অবশ্য স্বাধীন ব্যক্তির জন্যে শিংগাপ্রয়োগে উপার্জন মাকরূহ। শিংগা প্রয়োগের প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং এ কাজের চাকরি নেওয়া মাকরূহ। কেননা এই কাজের মধ্যে অসম্মান রয়েছে।[২১৫] আল্লামা শামী বলেন, শিংগা প্রয়োগকারী যদি পারিশ্রমিকের শর্তারোপ করে তবে তা মাকরূহ।[২১৬]

কেউ যদি কাউকে শিংগা লাগানোর জন্যে নিয়োগ করে এবং নিয়োগ লাভের পর সে বুঝতে পারে তার একাজ করা উচিত নয়, তাহলে সে চাইলে নিয়োগ বাতিল করতে পারবে। কেননা এই কাজে সম্পদের অপচয় ঘটে কিংবা জরিমানা বা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।[২১৭]

---

২১৫. তাবঈনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ১৩৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ২৯৬; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৮; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১১৮

২১৬. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১১৮

২১৭. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৩৩; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৯; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১৩-৫০৫; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৩৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৭

www.amarboi.org

শিংগা প্রয়োগকারীর উপর জরিমানা

শিংগা প্রয়োগকারী যদি শিংগা প্রয়োগে সীমালংঘন না করে তবে তার উপর কোনো জরিমানা ধার্য হবে না। কেননা শিংগা ব্যবহারের ক্ষয়ক্ষতি প্রয়োগকৃত ব্যক্তির দৈহিকসামর্থ্য ও শারীরিক সুস্থতার উপর অনেকটাই নির্ভর করে। বস্তুত শিংগা প্রয়োগকারীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় প্রয়োগকৃত ব্যক্তি কতোটা কষ্ট সহ্য করতে পারবে। যেহেতু পুরো ব্যাপারটি আন্দাজের উপর নির্ভরশীল, প্রয়োগকৃত ব্যক্তির কষ্ট বা আরাম নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তাই এক্ষেত্রে জরিমানার অবকাশ নেই।[২১৮]

আল মুগনী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, শিংগা প্রয়োগকারী, ছেলেদের খতনাকারী এবং ডাক্তারদের উপর কোনো জরিমানা নেই, যদি এসব ব্যক্তির মধ্যে পেশাগত দক্ষতা থাকে এবং তারা তাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো সীমালঙ্ঘন না করে। যদি তারা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয় এবং কোনো প্রকার সীমালংঘন না করে তবে এই তিন পেশার লোকদের কাজে কোনো জরিমানা আরোপিত হবে না। কেননা পেশাগত কাজে তারা অনুমতিপ্রাপ্ত।

পেশাগত দক্ষতা থাকার পরও তাদের কেউ যদি সীমালংঘন করে কিংবা পেশাগত দক্ষতা ছাড়াই যদি কেউ কাজ করে তবে তাদের ওপর জরিমানা ধার্য হবে। কেননা পেশাগত দক্ষতা ছাড়া এমন কাজ সুস্পষ্ট ক্ষতিসাধন। আর ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক জরিমানা ধার্য হয়। যেমন কেউ যদি কোনো সম্পদ ধ্বংস করে কিংবা ক্ষতিসাধন করে তবে তার উপর জরিমানা হয়। বস্তুত ইচছাকৃত ভাবে কোনো হালাল বস্তুর ধ্বংস সাধন হারাম। শিংগা প্রয়োগের কারণে সৃষ্ট ক্ষত যদি শরীরে ছড়িয়ে যায় তবে শিংগাপ্রয়োগকারীর উপর এর দায় বর্তাবে। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম শাফেয়ী ও যুক্তিবাদীগণ। আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে কারো কোনো ভিন্নমত নেই।

শিংগা প্রয়োগকারীকে যদি অন্য কোনো কাজ যেমন চুল কাটা, মাথা কামানো, খতনা করা, শরীরের কোনো অংশ কাটা ইত্যাদি প্রয়োজনে নিয়োগ করা হয় তবে এই নিয়োগ সর্বসম্মতি ক্রমেই জায়েয। কেননা এসব কাজ মানুষের প্রয়োজনে করতে হয় এবং এগুলো নাজায়েয হওয়ার কোনো দলিল নেই। ফলে এসব কাজে নিয়োগ যেমন জায়েয, তদ্রূপ এসব কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণও জায়েয।[২১৯]

---

২১৮. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২১; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৩

২১৯. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২৩

www.amarboi.org

চিকিৎসার জন্যে টাকার বিনিময়ে ডাক্তার নিয়োগ করা এবং চিকিৎসা করে ডাক্তার হিসেবে ফি নেওয়া জায়েয মোবাহ। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত হলো, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার মাত্রা কম হতে হবে। শাফেয়ী মতাবলম্বী ফকীহগণের বক্তব্য থেকে একথাই বোঝা যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার পরিমাপ যদি বেশি হয় তবে এমন চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা ফি নেওয়া জায়েয হবে না, বরং তার উপর জরিমানা ধার্য হবে। ফকীহগণ লিখেছেন, নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসককে নিয়োগ করা জায়েয নয়। কেননা এই চুক্তিতে কাজ ও সময় উভয়টিকে একত্র করা হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনামতে, যেটি হাম্বলীদের বক্তব্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার নিয়োগ জায়েয। কিন্তু সুস্থতার শর্তে ডাক্তার নিয়োগ জায়েয নেই। যেহেতু রোগী যে সুস্থ হবেই, এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যদি চিকিৎসক কারো চিকিৎসা করে আর সুষ্ঠু চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগী সুস্থ না হয় তবে ডাক্তার তার পারিশ্রমিকের হকদার হবে। কেননা ডাক্তার তার কর্তব্য পালন করেছে। চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে যদি রোগী সুস্থতা লাভ করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে তবে চুক্তির অবশিষ্ট সময়ের জন্যে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। উল্লিখিত সময়ের হিস্যানুযায়ী ডাক্তার পারিশ্রমিক পাবে। ইমাম মালিকের মতে রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না। অবশ্য কোনো মালেকী ফকীহ এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেননি।

অসুস্থ থাকাবস্থায়ই যদি রোগী চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু ডাক্তার তার চিকিৎসা অব্যাহত রাখে এবং চিকিৎসার নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম না করে তবে চিকিৎসক তার পারিশ্রমিক পাবে। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কৃত চিকিৎসা চুক্তি আবশ্যিক চুক্তি এবং চুক্তিতে নিয়োগকৃত ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করছে, ফলে যতক্ষণ চিকিৎসক তার কর্তব্য পালন করবে সে তার পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে।

রোগী যদি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেয়ার শর্তে কোনো চিকিৎসকের সাথে চুক্তি করে তবে তা জায়েয হবে না। অবশ্য ইবনে কুদামা ইবনে আবু মুসা সূত্রে এমন শর্তারোপ জায়েয হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তখন তার এই চুক্তিটি ইজারা থাকবে না جعالة বা সম্মানী বা পুরস্কার প্রদানের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা ইজরা চুক্তিতে সময় কিংবা কাজ নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। ইবনে কুদামা বর্ণনা করেন, ফকীহ আবু সাঈদ যদি কাউকে ঝাড় ফুঁক দিতেন সেক্ষেত্রে তিনি সুস্থ করার শর্তে লেনদেন করতেন।[২২০]

---

২২০. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৪৬

www.amarboi.org

ইমাম মালিক রহ. ও সুস্থতার শর্তে চিকিৎসকের সাথে চুক্তি করা বৈধ মনে করেন। আশ শারহুস সগীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, চিকিৎসক যদি সুস্থ করে দেয়ার শর্তে রোগীর সাথে চিকিৎসা চুক্তি করে, তবে রোগী সুস্থ হওয়ার পরই কেবল চিকিৎসক তার সম্মানীর অধিকারী হবে।[২২১]

চিকিৎসা ক্ষেত্রে যদি ডাক্তার কোনো ত্রুটি করে তবে চিকিৎসকের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। চিকিৎসক যদি স্বক্ষেত্রে দক্ষতার অধিকারী হয় এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না করে, তবে রোগীর অবস্থা যা-ই হোক না কেন তাতে চিকিৎসকের কাঁধে কোনো দায় বর্তাবে না এবং কোনো প্রকার জরিমানা আরোপ করা যাবে না।[২২২]

চিকিৎসকের চিকিৎসা শুরুর আগেই যদি রোগীর ব্যথা বেদনা দূর হয়ে সে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে সে কৃত চুক্তি রহিত করার অধিকার পাবে। আল্লামা শামী রহ. বলেন, কেউ দাঁতের যন্ত্রণায় চিকিৎসকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো, অতঃপর চিকিৎসা শুরুর আগেই তার দাঁতের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। এ অবস্থায় কৃত চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোনো ফকীহের মতভিন্নতা নেই। যারা বিপত্তি ও ওজরের পরও ইজারাচুক্তি রহিত হওয়ার বিপক্ষে তারাও এব্যাপারে একমত।

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, কেউ যদি দাঁতের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য দন্তচিকিৎসকের সাথে চিকিৎসার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়, অতঃপর চিকিৎসা শুরুর আগেই দাঁতের যন্ত্রণা ভালো হয়ে যায় কিংবা কোনো চক্ষু চিকিৎসকের সাথে চোখের চিকিৎসার জন্যে চুক্তি করে, অতঃপর চোখের চিকিৎসা শুরুর আগেই চোখ ভালো হয়ে যায়, তাহলে চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা যে কাজের জন্যে ইজারাচুক্তি করা হয়েছিল সুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন আর সেটি অর্জন সম্ভব নয়।[২২৩]

কূপ খননের জন্যে ইজারা

কূপ খননের মধ্যে পণ্যদ্রব্যে এক ধরনের অজ্ঞতা রয়েছে। কেননা খননকারী জানে না খনন কাজে তাকে কোন প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে। ফলে খননকাজের চুক্তির ক্ষেত্রে খননকারী খননক্ষেত্র দেখে নেওয়াকে চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্যে জরুরি মনে করেন মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ। কেননা

---

২২১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩০

২২২. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৪২

২২৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৯৯; আশ শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৪৭; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৮; হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ.৭০-৭৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৭; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২৩

www.amarboi.org

জমির ভিন্নতায় খননকাজেও তারতম্য ঘটতে পারে। এজন্য ফকীহগণ খননকাজে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার পরিমাপের বিষয়টিও নির্ধারণ করে নেওয়াকে জরুরি মনে করেন। অবশ্য খননকাজের পারিশ্রমিক সময় তথা দৈনিক হিসেবে কিংবা কাজ হিসাবেও নির্ধারণ করা যাবে।

হানাফীগণ বলেন, খননকাজে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা ও জায়গা নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। অবশ্য এসব বিষয় সুনির্দিষ্টকরণ ছাড়াও সমাজে খননকাজের প্রচলন আছে বিধায় সামাজিক রীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ ইসতিহসান হিসাবে জায়েয হওয়া উচিত এবং তা জায়েয। যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতার উল্লেখ না করা হয় তবে মাঝারি পর্যায়ের কূপ খননের বিষয়টিকেই নির্ধারণ করা হবে।[২২৪]

শ্রমিককে যদি খননকাজের জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং কাঙ্খিত পরিমাপও উল্লেখ করা হয়, কিন্তু খননকাজ শুরু করার পর খননকারী বুঝতে পারে, খননক্ষেত্রের ভূমি অত্যন্ত শক্ত এবং এ খননকাজে তাকে আরো উন্নতমানের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে, যার দরুন খননকাজের ব্যয় বেড়ে যাবে, এ অবস্থায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে তাকে কাজ সমাপ্ত করতে বাধ্য করা যাবে না; খননকারী ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করার অধিকার পাবে। তাহলে খননকারী যতটুকু কাজ করেছে, ততটুকুর পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। খননকাজে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করে তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।

চুক্তিবদ্ধ মালিকের জমিতেই খননকারী কূপ খনন করল, কিন্তু নির্ধারিত গভীরতায় পৌছার আগেই পানি বেরিয়ে এলো। এ অবস্থায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি দিয়ে যদি পানির মধ্যে আরো খননকাজ চালানো যায় তবে নির্দিষ্ট গভীরতা পূর্ণ করার জন্যে খননকারীকে বাধ্য করা যাবে। আর যদি আরো উন্নত সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ে তবে খননকারীকে চুক্তিকৃত গভীরতা পূর্ণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

কারো নিজস্ব জমিতে কূপ খননের জন্যে যদি ইজারাচুক্তি করা হয় এবং খননকারী কিছু খননকাজের পর খননকৃত কাজের পারিশ্রমিক দাবি করে তবে নিজস্ব জমিতে খননকাজের অর্ডার দেয়ার কারণে পারিশ্রমিক দাবি করা সঙ্গত হবে। কিন্তু জমি অর্ডারদাতার নিজস্ব না হলে কাজ সমাপ্তির পর পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে।

নিজস্ব জমি হওয়ার কারণে যতটুকু খননকাজ হবে ততটুকু মালিককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ধরা হবে। নিজস্ব জমিতে খননাদেশ দানকারীর খননকাজ

---

২২৪. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২৩

www.amarboi.org

চলাকালে যদি ভূমি ধসের কারণে কূপ নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা মানুষের চলাচল কিংবা বাতাস কূপের ভেতরে মাটি ফেলে ভরাট করে দেওয়ায় খননকৃত কূপ মাটির সমতল হয়ে যায়; তবুও এ সকল অবস্থায়ও খননকারীর পারিশ্রমিকে কোনোরূপ প্রভাব পড়বে না, খননকাজের পরিমাণ অনুযায়ী সে মজুরি পাবে। পক্ষান্তরে জমি যদি কার্যাদেশ দাতার নিজস্ব না হয়,সে অন্যের জমিতে খননকাজ করিয়ে দিচ্ছে, এ অবস্থায় খননকাজ সম্পন্ন করার পূর্বে খননকারী পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না। এসময় যদি ভূমিধসের কারণে কূপ ভরে যায় কিংবা অন্য কোনোভাবে কূয়ার মধ্যে মাটি পড়ে তবে খননকাজ সমাপ্ত না হওয়ার কারণে খননকারী পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না।

ফকীহগণ উদাহরণ দিয়ে বলেন, কোনো খননকারীকে ১০ X ১০ গজের একটি কূপ খননের কার্যাদেশ দেওয়া হলো, সে যদি ৫ X ৫ খননকাজ করে তবে পরিমাণ অনুযায়ী সে পারিশ্রমিক পাবে। সেক্ষেত্রে উপরের ও নিচের মাটির খননের পারিশ্রমিকের গড় হিসেব করা হবে। যদি কেউ এমন শর্ত করে যে, একহাত নরম জমি খননের পারিশ্রমিক হবে এক ডলার এবং পাথুরে জমি দুই ডলার, এবং পানির নিচে প্রতিহাত তিন ডলার পারিশ্রমিক হবে এবং কূপের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাহলে এই চুক্তি জায়েয হবে।

খননকাজের অংশবিশেষ করার পর যদি খননকারীর মৃত্যু ঘটে তাহলে তার খননকাজের মূল্য নির্ধারণ করে তার উত্তরাধিকারদের দিতে হবে।[২২৫] বস্তুত উল্লিখিত বিধান গুলো তৎকালীন সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে শরীয়তের মৌলনীতির পরিপন্থী না হলে প্রচলিতরীতি অনুসৃত হবে।

রাখালের ইজারা

রাখাল বা পশুচারক স্বাধীন শ্রমিক হতে পারে, একান্ত কর্মচারীও হতে পারে। সে হিসাবে রাখালের উপর اجیر خاص বা اجیر مشترك-এর বিধান কার্যকর হবে যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও রাখালের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান এমন রয়েছে যেগুলো আলাদা ভাবে আলোচনা করা দরকার।

ক. রাখালকে যদি পশুর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তবে এর বেশি পশু চারণে সে বাধ্য নয়। কিন্তু গবাদি পশুর প্রসবজনিত কারণে যদি পশুর সংখ্যা বেড়ে যায় তবে যৌক্তিক দাবি হলো, বর্ধিত সংখ্যক পশুশাবক চারণের দায়িত্ব রাখালের কাঁধে বর্তাবে না; কিন্তু হানাফীগণ ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস হিসাবে বর্ধিত পশুচারণকেও রাখালের জন্যে অপরিহার্য মনে করেন। পশুর বাচ্চাগুলো

২২৫. আশ শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৫

www.amarboi.org

এক্ষেত্রে অনুবর্তী হিসাবে যুক্ত হবে। প্রচলিত রীতিও তা সমর্থন করে। কোনো কোনো শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বী ফকীহও তা-ই সমর্থন করেন। কিন্তু তাদের মূল মাযহাব হলো, শাবকচারণ রাখলের দায়িত্ব হিসেবে আবশ্যক হবে না।

খ. রাখালের যদি এমন আশঙ্কা হয়, কোনো পশু আঘাত জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করতে পারে, তাই সেটিকে সে মালিকের অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা না করে জবাই করে ফেলে তবে ইসতিহসান হিসাবে রাখালের উপর এর জরিমানা আসবে না। এক্ষেত্রে মালিক ও রাখালের মধ্যে যদি মতভেদ দেখা দেয় তবে রাখালের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।[২২৬]

তাত্ত্বিকজ্ঞান শিক্ষাদান এবং শিল্প ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান

আমরা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চাই, মৌলিক দীনি শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বা সম্মানী গ্রহণের বৈধতায় কোনো মতপার্থক্য নেই। যদিও এই জ্ঞান ও বিদ্যা শরয়ী জ্ঞানের মাধ্যম, সহায়ক ও সম্পূরকের পর্যায়ভুক্ত হয়। যেমন আরবী ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, উসূলে ফিকহ ইত্যাদি। অন্যান্য প্রায়োগিক পেশাগত বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়, তবে প্রশিক্ষণদাতা মেয়াদান্তে তার পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। এধরনের চুক্তি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও পারদর্শিতার শর্তারোপ করা হলে যৌক্তিকতা চুক্তি সহীহ না হওয়ার দাবি করে। কেননা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মেধা ও মনন সমান না হওয়ায় এক্ষেত্রে চুক্তির বিয়ষটি অজ্ঞাত থেকে যায়।

কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ উত্তম বিবেচনায় ইসতিহসান হিসাবে এমন চুক্তিকে জায়েয হওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষক শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করে নেবেন।

হানাফী ফকীহদের মতে, কোনো বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার শর্তে কোনো শিক্ষার্থীকে যদি কোনো শিক্ষক পড়ানোর কাজ সমাপ্ত করেন, তবে অন্যান্য ফাসিদ চুক্তির সাথে তুলনা করে এক্ষেত্রেও শিক্ষক প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সম্মানী পাবেন।

---

২২৬. হাশিয়া আল-কালয়ূবী, খ., ৩, পৃ. ৭০-৭৩-৭৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২৬৭-২৭০; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৯৯-৫০৫; কাশশাফুল কিনা, খ . ৪, পৃ. ২৭; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২৫

www.amarboi.org

আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহণ সরঞ্জামের ইজারা

পূর্ববর্তী ফকীহগণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই যুগের পরিবহণ খাত ও যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই কোনো আলোচনা করেননি। যেমন আধুনিক যুগের মোটরযান, উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ ইত্যাদির ভাড়া ও চাকরি নিয়ে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে কোনো আলোচনা নেই। তাদের আলোচনা জীবজন্তু, মানুষ ও নৌকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ইজারা সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম, ফিকহের ভাষায় ব্যবহৃত ইজারা শব্দটি ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে জীবজন্তু, স্থল ও জলযান, ঘরবাড়ি, জমি, ক্ষেত, এমনকি মানুষের চাকরি, শ্রমবিনিয়োগ, কন্ট্রাকটরি ইত্যাকার বহুবিধ অর্থে তা ব্যবহৃত হয়। বস্তুত মানুষের ক্ষেত্রে ইজারার বিধান বিভিন্ন অবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়ে থাকে। যেমন ইজারা মুশতারাক (اجارة مشترك), ইজারা খাস (إجارة خاص), এমন ইজারা যা কর্তব্য কর্মের ব্যাপ্তি ও পরিধির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিনিসের ইজারা, কোনো কাজের ইজারা, নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ কিংবা সময় নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত হয়ে থাকে, বিধানও সেই অনুযায়ী নির্ণিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ফকীহগণ জীবজন্তু, ছোট নৌকা ও লোক নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তারই আলোকে বিধান সাব্যস্ত হবে।

ফকীহগণ সময় নির্দিষ্ট হোক বা না হোক, সকল প্রকার ইজারার বিধান কী হবে তা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন। তাই ইজারা সম্পর্কিত বিধানগুলোকে আধুনিক যুগের সকল ইজারার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। কেননা, ইজারার মূল শর্তগুলোর ভিত্তিতে আধুনিক যুগের ইজারার বিধান প্রয়োগযোগ্য; সকল ক্ষেত্রেই বিধান সংযোজন সম্ভব। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতভিন্নতাও হতে পারে। যেমন ভ্রমণে ইজারার ক্ষেত্রে যানবাহন নির্দিষ্টকরণ। এক্ষেত্রে মৌলগত ভাবে বাস ও উড়োজাহাজের দুজন যাত্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ উভয়টি যন্ত্রচালিত। কিন্তু বাহন যদি জীবজন্তু হয় তাহলে বাহনের শক্তিসামর্থ্যের উপর বহন ক্ষমতা ও গতি নির্ভর করে। আরোহীর স্বাস্থ্য ও দৈহিক অবস্থা এক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব ফেলে। তার সঙ্গে সামান কি পরিমাণ নিতে পারবে তা নির্ধারিত হবে আলোচনার ভিত্তিতে। কোনো ব্যাপারে যদি সুরাহা না হয় তবে সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তা নির্ধারিত হবে। গণ পরিবহণ কিংবা মাল পরিবহণের ইজারার বিষয়টিও স্থানীয় রীতি ও প্রচলনের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে।

www.amarboi.org

اجير مشترك কিংবা اجير خاص , কিংবা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য, কোনো নৌকা সম্পর্কে জরিমানার যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আধুনিক যুগের গাড়ি, বাস, ট্রাক, বাড়ি, ফ্যাক্টরি, কার্গো, জাহাজ, ভেসেল ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইজারার মধ্যে অন্য কারো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া

একটি জিনিস যদি ইজারা দেওয়া হয়, অতঃপর সেটিতে ইজারাদাতা বাদে অন্য কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তবে কোনো কোনো ফকীহের মতে ইজারাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, পরিবর্তিত মালিকের অনুমতির উপর ইজারা নির্ভর শীল হবে। এক্ষেত্রে ইজারার মূল্য কে পাবে ফকীহগণের মধ্যে তা নিয়েও মতভিন্নতা দেখা যায়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য استحقاق স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত আলোচনা।)[২২৭]

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

২২৭ হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৫০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; কাশশাফুল কিনা, খ. ৬, পৃ. ৩০২। আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৫১-৪৫২; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৯৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ৬। আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৫২; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৭; শারহুল বিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৯। আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১২৬-১২৭; হাশিয়া আদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৭-২৯; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৫০৮-৫০৯; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৪

www.amarboi.org

الموسوعة الفقهية
ইসলামের
ব্যবসায় ও বাণিজ্য
আইন - ২